চতুর্থ বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৭২]

[তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণ পাশ্চাত্যা যা:

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

বিষ্ণুপুরাণম্

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ও৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫·০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

বিষ্ণুপুরাণম্

পূজ্যপাদ পঞ্চাননতর্করত্নমহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

প্রথমাংশঃ

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[মঙ্গলাচরণম্, পরাশরং প্রতি মৈত্রেয়স্য প্রশ্নঃ, পরাশরস্যোত্তরদানঞ্চ।]

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ ॥১
সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মিসৃষ্টি-স্থিতি-কালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদি জগৎপ্রপঞ্চসূঃ
স নোঽস্তু বিষ্ণুর্মতি-ভূতি-মুক্তিদঃ ॥২

প্রণম্য বিষ্ণুং বিশ্বেশং ব্রহ্মাদীন্ প্রণিপত্য চ।
গুরুং প্রণম্য বক্ষ্যামি পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥৩
ইতিহাস-পুরাণজ্ঞং বেদ-বেদাঙ্গপারগম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞং বশিষ্ঠতনয়াত্মজম্ ॥৪
পরাশরং মুনিবরং কৃতপূর্ব্বাহ্নিকক্রিয়ম্।
মৈত্রেয়ঃ পরিপপ্রচ্ছ প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥৫

প্রথম অধ্যায়

[মঙ্গলাচরণ, পরাশরের প্রতি মৈত্রেয়ের প্রশ্ন ও পরাশরের উত্তরদান।]

[নারায়ণকে নমস্কার করিয়া নরশ্রেষ্ঠ নরনামক ঋষিকে এবং দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া তৎপরে জয় (সংসারজয়কারী গ্রন্থ যথা অষ্টাদশ পুরাণ, রামচরিত অর্থাৎ রামায়ণ প্রভৃতি) শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে। (নর ও নারায়ণ—এই দুই ঋষি বদরীক্ষেত্রে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।]

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক। হে বিশ্বের উদ্ভাবক (উৎপাদক) তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা), হে আদিম মহাপুরুষ! তোমাকে নমস্কার।১

যে নিত্য অক্ষর ব্রহ্ম ঈশ্বররূপে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ঊর্মি (ক্ষোভ) দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আধার হইয়া প্রধান (প্রকৃতি) ও (প্রকৃতির বিকৃতি) বুদ্ধি প্রভৃতি জগৎপ্রপঞ্চের উৎপাদক, সেই বিষ্ণু আমাদিগের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য সহ মুক্তিদাতা হউন।২

[সাংখ্যমতে প্রধান বা প্রকৃতি বা মায়া এই জগতের প্রথম উপাদান, পুরুষসান্নিধ্যে সেই প্রকৃতিতে ক্ষোভ উপস্থিত হইলে গুণের বৈষম্য ঘটে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যত কাল সাম্যাবস্থা থাকে, ততকাল সৃষ্টি হয় না; বৈষম্যই সৃষ্টি, সাম্যে প্রলয়। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি বা মহত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার পরিণাম হইল পঞ্চতন্মাত্র (অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত) তাহা হইতে আকাশাদি স্থূল পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে। এই পুরুষ

ত্বত্তো হি বেদাধ্যয়নমধীতমখিলং গুরো।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি বেদাঙ্গানি যথাক্রমম্ ॥৬
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মামন্যে নাকৃতশ্রমম্।
বক্ষ্যন্তে সর্ব্বশাস্ত্রেষু প্রায়শো যেঽপি বিদ্বিষঃ ॥৭
সোঽহমিচ্ছামি ধর্ম্মজ্ঞ শ্রোতুং ত্বত্তো যথা জগৎ।
বভূব ভূয়শ্চ যথা মহাভাগ ভবিষ্যতি ॥৮
যন্ময়ঞ্চ জগৎ ব্রহ্মন্ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
লীনমাসীত্তথা যত্র লয়মেষ্যতি যত্র চ ॥৯
যৎপ্রমাণানি ভূতানি দেবাদীনাঞ্চ সম্ভবম্।
সমুদ্র-পর্ব্বতানাঞ্চ সংস্থানঞ্চ তথা ভুবঃ ॥১০
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং প্রমাণং মুনিসত্তম।
দেবাদীনাং তথা বংশান্ মনূন্ মন্বন্তরাণি চ ॥১১
কল্পান্ কল্পবিকল্পাংশ্চ চতুর্যুগবিকল্পিতান্।
কল্পান্তস্য স্বরূপঞ্চ যুগধর্ম্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥১২

দেবর্ষি-পার্থিবানাঞ্চ চরিতং যন্মহামুনে।
বেদশাখাপ্রণয়নং যথাবদ্ ব্যাসকর্ত্তৃকম্ ॥১৩
ধর্ম্মাংশ্চ ব্রাহ্মণাদীনাং তথা চাশ্রমবাসিনাম্।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বং ত্বত্তো বাশিষ্ঠনন্দন ॥১৪
ব্রহ্মন্ প্রসাদপ্রবণং কুরুষ্ব ময়ি মানসম্।
যেনাহমেতজ্জানীয়াং ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে ॥১৫

পরাশর উবাচ।

সাধু মৈত্রেয় ধর্ম্মজ্ঞ স্মারিতোঽস্মি পুরাতনম্।
পিতুঃ পিতা মে ভগবান্ বশিষ্ঠো যদুবাচ হ ॥১৬
বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তেন রক্ষসা ভক্ষিতো ময়া।
শ্রুতস্তাতস্ততঃ ক্রোধো মৈত্রেয়াসীন্মমাতুলঃ ॥১৭
ততোঽহং রক্ষসাং সত্রং বিনাশায় সমারভম্।
ভস্মীকৃতাশ্চ শতশস্তস্মিন্ সত্রে নিশাচরঃ ॥১৮
ততঃ সংক্ষীয়মাণেষু তেষু রক্ষঃস্বশেষতঃ।
মামুবাচ মহাভাগো বশিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥১৯

স্বয়ং ঈশ্বর বা বিষ্ণু, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই মুক্তিদাতা]

বিশ্বের ঈশ্বর সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া ও ব্রহ্মাদি দেবতা এবং গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বেদসদৃশ পুরাণ বলিব।৩

[পুরাণকে অথর্ববেদে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে—'ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্'। অথর্ববেদ]

ইতিহাসপুরাণবেত্তা সন্ধ্যাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আসীন মুনিবর বশিষ্ঠপৌত্র পরাশরকে প্রণাম ও অভিবাদন (পাদস্পর্শ) করিয়া মৈত্রেয় বলিলেন,—হে গুরো! আপনার নিকটে যথাক্রমে সমস্ত বেদ, বেদাঙ্গ* এবং সকল ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। হে মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে আমি শাস্ত্রে শ্রম করি নাই—একথা অপর কোনও পণ্ডিতও বলেন না এবং আমার বিরোধী পক্ষও আমাকে শাস্ত্রে শ্রম করিয়াছি বলিয়াই বলেন। হে ধর্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! জগৎ যে প্রকারে হইয়াছে এবং পুনরায় যেরূপ হইবে, আপনার নিকটে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! জগতের যাহা উপাদান, এই চরাচর যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে লীন ছিল এবং যাহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, আকাশাদিভূতসমূহের যেরূপ পরিমাণ, দেবতাপ্রভৃতির উৎপত্তি, সমুদ্র ও পর্বত সকল এবং পৃথিবীর অবস্থান—সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থান ও পরিমাণ, দেবতাদিগের বংশ, মনু ও মন্বন্তরসমূহের বিবরণ, চতুর্যুগ বিভাগযুক্ত কল্পসকল, কল্পবিষয়ক বিকল্প এবং কল্পান্ত অর্থাৎ প্রলয়ের স্বরূপ, সম্পূর্ণ যুগধর্ম, দেবর্ষি ও রাজাগণের চরিত্র, মহামুনিব্যাসকৃত যথাযথ বেদশাখা-বিভাগ এবং ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চার আশ্রমবাসিগণের ধর্মসমুদয়ের সব কথা—হে মহর্ষে! বাশিষ্ঠনন্দন পরাশর! আপনার নিকটে শুনিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! হে মহামুনে! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যাহাতে আপনার প্রসাদে আমি এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি।৪-১৫

পরাশর বলিলেন—হে ধর্মজ্ঞ! মৈত্রেয়! পুরাতন বিষয় ভাল স্মরণ করাইলে! পিতামহ ভগবান্ ব

* শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদাঙ্গ বলা হয়।

অলমত্যন্তকোপেন তাত মন্যুমিমং জহি।
রাক্ষসা নাপরাধ্যন্তে পিতুস্তে বিহিতং তথা ॥২০
মূঢ়ানামেষ ভবতি ক্রোধো জ্ঞানবতাং কুতঃ।
হন্যতে তাত কঃ কেন যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্ ॥২১
সঞ্চিতস্যাপি মহতো বৎস ক্লেশেন মানবৈঃ।
যশসস্তপসশ্চৈব ক্রোধো নাশকরঃ পরঃ ॥২২
স্বর্গাপবর্গব্যাসেধকারণং পরমর্ষয়ঃ।
বর্জয়ন্তি সদা ক্রোধং তাত মা তদ্বশো ভব ॥২৩
অলং নিশাচরৈর্দগ্ধৈর্দীনৈরনপকারিভিঃ।
সত্রং তে বিরমত্বেতৎ ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥২৪
এবং তাতেন তেনাহমনুনীতো মহাত্মনা।
উপসংহৃতবান্ সত্রং সদ্যস্তদ্বাক্যগৌরবাৎ ॥২৫

ততঃ প্রীতঃ স ভগবান্ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।
সম্প্রাপ্তশ্চ তদা তত্র পুলস্ত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥২৬
পিতামহেন দত্তার্ঘ্যঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
মামুবাচ মহাভাগো মৈত্রেয় পুলহাগ্রজঃ ॥২৭
বৈরে মহতি যদ্বাক্যাদ্ গুরোরস্যাশ্রিতা ক্ষমা।
ত্বয়া তস্মাৎ সমস্তানি ভবান্ শাস্ত্রাণি বেৎস্যতি ॥২৮
সন্ততের্ন মম চ্ছেদঃ ক্রুদ্ধেনাপি যতঃ কৃতঃ।
ত্বয়া তস্মান্মহাভাগ দদাম্যন্যং মহাবরম্ ॥২৯
পুরাণসংহিতাকর্ত্তা ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি।
দেবতাপরমার্থঞ্চ যথাবদ্ বেৎস্যতে ভবান্ ॥৩০
প্রবৃত্তে চ নিবৃত্তে চ কর্ম্মণ্যস্তমলা মতিঃ।
মৎপ্রসাদাদসন্দিগ্ধা তব বৎস ভবিষ্যতি ॥৩১

যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সকল বিষয় মনে পড়িল! হে মৈত্রেয়! বিশ্বামিত্র কর্তৃক প্রেরিত রাক্ষস পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে—ইহা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিল। তারপর আমি রাক্ষসদিগের বিনাশের জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলাম। সেই যজ্ঞে শতশত রাক্ষসকে ভস্মীভূত করা হইল।১৬-১৮

তারপর এইরূপে সর্বপ্রকারে শত শত রাক্ষস ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, আমার পিতামহ মহাভাগ বশিষ্ঠ আমাকে বলিলেন,—বৎস! অত্যন্ত ক্রোধ করিতে নাই, ক্রোধ সংবরণ কর। রাক্ষসগণের অপরাধ নাই, তোমার পিতার এইরূপই ভবিতব্য ছিল। মূঢ়ব্যক্তিদেরই এই ক্রোধ হইয়া থাকে, জ্ঞানিদিগের তাহা কিরূপে হইবে? হে বৎস! কে কাহাকে বধ করে? কারণ, ইহলোকে মানুষ নিজ নিজ কৃতকর্মের ফলভোগ করে। বৎস! আরও দেখ, মনুষ্য অত্যন্ত ক্লেশে যশ ও তপস্যা সঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু ক্রোধ তাহাকে একেবারেই নষ্ট করিয়া দেয়।১৯-২২

এজন্য মহর্ষিগণ স্বর্গ ও মুক্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ এই ক্রোধকে সর্ব্বদা পরিহার করেন। অতএব হে বৎস! তুমি এই ক্রোধের বশীভূত হইও না।২৩

যে সকল রাক্ষস অপকার করে নাই—সেই দীন নিশাচরগণকে দগ্ধ করিতে নাই, সুতরাং তোমার এই যজ্ঞের বিরাম হউক, সাধুগণ ক্ষমাকেই সার মনে করেন। মহাত্মা পিতামহ কর্তৃক এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাক্যের গৌরবরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ বন্ধ করিয়াছিলাম।২৪-২৫

তাহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বশিষ্ঠ আমার উপর প্রসন্ন হইলেন এবং সেই সময়ে ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য তথায় আগমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! পিতামহ তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিলে, পুলহের অগ্রজ পুলস্ত্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন,— হে মহাভাগ! তীব্র বৈরভাব সত্ত্বেও তুমি যে গুরুজনের কথায় ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে তুমি সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিবে। ক্রুদ্ধ হইয়াও তুমি আমার বংশের উচ্ছেদ কর নাই, এজন্য তোমাকে এক শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিতেছি। বৎস! তুমি পুরাণসংহিতার কর্তা হইবে, দেবতা ও পরমার্থ যথাযথভাবে জানিতে পারিবে। হে বৎস! আর আমার প্রসাদে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিমূলক কর্মে (স্বর্গ ও ভোগার্থ সাধক কর্ম প্রবৃত্তিমূলক এবং মোক্ষসাধক কর্ম নিবৃত্তিমূলক।) তোমার বুদ্ধি নির্মল ও অসন্দিগ্ধ হইবে।২৬-৩১

ততশ্চ ভগবান্ প্রাহ বশিষ্ঠো মৎপিতামহঃ।
পুলস্ত্যেন যদুক্তং তে সর্ব্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥৩২
ইতি পূর্ব্বং বশিষ্ঠেন পুলস্ত্যেন চ ধীমতা।
যদুক্তং তৎ স্মৃতিং যাতং ত্বৎপ্রশ্নাদখিলং মম ॥৩৩
সোঽহং বদাম্যশেষং তে মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে।
পুরাণসংহিতাং সম্যক্ তাং নিবোধ যথাযথম্ ॥৩৪
বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযমকর্ত্তাঽসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥৩৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

তারপর আমার পিতামহ ভগবান্ বশিষ্ঠ কহিলেন,—পুলস্ত্য যাহা তোমাকে বলিলেন—সে সমস্ত ঘটিবে। হে মৈত্রেয়! পূর্বে বশিষ্ঠদেব ও ধীমান্ পুলস্ত্য যাহা বলিয়াছিলেন, সম্প্রতি তোমার প্রশ্নে সে সমুদয় আমার স্মরণে আসিল। সেই আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সম্পূর্ণ পুরাণসংহিতা সম্যক্‌রূপে বলিতেছি—যথাযথভাবে শ্রবণ কর। বিষ্ণু হইতে এই জগৎ উৎপন্ন ও তাহাতেই অবস্থিত। বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি ও নিয়ন্ত্রণের কর্ত্তা এবং তিনিই জগৎস্বরূপ ।৩২-৩৫

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[বিষ্ণুস্তুতিঃ, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া চ।]

পরাশর উবাচ।
অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে ॥১
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গ স্থিত্যন্তকারিণে ॥২
একানেকস্বরূপায় স্থূলসূক্ষ্মাত্মনে নমঃ।
অব্যক্তব্যক্তভূতায় বিষ্ণবে মুক্তিহেতবে ॥৩
সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোঽস্য জগন্ময়ঃ।
মূলভূতো নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পরাত্মনে ॥৪
আধারভূতং বিশ্বস্যাপ্যণীয়াংসমণীয়সাম্।
প্রণম্য সর্বভূতস্থমচ্যুতং পুরুষোত্তমম্ ॥৫
জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তমেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

[বিষ্ণুস্তুতি ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।]

পরাশর বলিলেন—যাঁহার বিকার নাই, যিনি শুদ্ধ, নিত্য ও পরমাত্মস্বরূপ, যিনি সর্বদা একরূপ এবং সর্ববিজয়ী, যিনি হরি, হিরণ্যগর্ভ ও শিবনামে কথিত, যিনি প্রণবরূপী সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই বাসুদেব বিষ্ণুকে নমস্কার ।১-২

যিনি এক হইয়াও অনেকস্বরূপ, যিনি স্থূল হইয়াও সূক্ষ্ম, অব্যক্ত কারণ হইয়াও ব্যক্ত (কার্য্য)-রূপী, সেই মুক্তিদাতাকে নমস্কার। এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের যিনি মূল কারণ, যিনি জগন্ময়—সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি বিশ্বের আধারস্বরূপ এবং সূক্ষ্মতর হইতেও সূক্ষ্মতম, সেই সর্বভূতে অবস্থিত পুরুষোত্তম অচ্যুতকে নমস্কার ।৩-৫

যিনি জ্ঞানস্বরূপ, বস্তুতঃ অত্যন্ত নির্মল, কিন্তু ভ্রান্তদৃষ্টিতে দৃশ্য বিষয়রূপে প্রকাশিত ।৬

বিষ্ণুং গ্রসিষ্ণুং বিশ্বস্য স্থিতিসর্গে তথা প্রভুম্।
প্রণম্য জগতামীশমজমক্ষরমব্যয়ম্ ॥৭
কথয়ামি যথা পূর্বং দক্ষাদ্যৈর্মুনিসত্তমৈঃ।
পৃষ্টঃ প্রোবাচ ভগবানব্জযোনিঃ পিতামহঃ ॥৮
তৈশ্চোক্তং পুরুকুৎসায় ভূভুজে নর্মদাতটে।
সারস্বতায় তেনাপি মম সারস্বতেন চ ॥৯
পরঃ পরাণাং পরমঃ পরমাত্মাত্মসংস্থিতঃ।
রূপবর্ণাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জিতঃ ॥১০
অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামর্দ্ধিজন্মভিঃ।
বর্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্ ॥১১
সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে ॥১২
তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্।
একস্বরূপঞ্চ সদা হেয়াভাবাচ্চ নির্মলম্ ॥১৩
তদেতৎ সর্বমেবাসীদ্ ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ।
তথা পুরুষরূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতম্ ॥১৪
পরস্য ব্রহ্মণো রূপং পুরুষঃ প্রথমং দ্বিজ।
ব্যক্তাব্যক্তে তথৈবান্যে রূপে কালস্তথাপরম্ ॥১৫
প্রধান-পুরুষ-ব্যক্ত-কালানাং পরমং হি যৎ।
পশ্যন্তি সূরয়ঃ শুদ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥১৬
প্রধানপুরুষব্যক্তকালাস্তু প্রবিভাগশঃ।
রূপাণি স্থিতিসর্গান্তব্যক্তিসদ্ভাবহেতবঃ ॥১৭
ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ।
ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময় ॥১৮
অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ প্রধানমৃষিসত্তমৈঃ।
প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকম্ ॥১৯
অক্ষয়ং নান্যদাধারমমেয়মজরং ধ্রুবম্।
শব্দস্পর্শবিহীনং তদ্ রূপাদিভিরসংহতম্ ॥২০

যিনি (বিশ্ব) গ্রাসী কাল অথচ বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তা, যিনি জন্মশূন্য, অক্ষয় ও অব্যয় জগদীশ্বর, সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করত দক্ষপ্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পূর্বে পদ্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বলিতেছি।৭-৮

সেই দক্ষপ্রভৃতি মুনিগণ নর্মদাতটে রাজা পুরুকুৎসকে পিতামহের কথাগুলি বর্ণিত করিয়াছিলেন, তিনি সারস্বতকে বলেন,—আমি আবার সারস্বতের নিকট শুনিয়াছি। যিনি পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ, সকলজীবাত্মায় ব্যাপ্ত পরমাত্মা, রূপবর্ণাদিহীন, ক্ষয় ও বিনাশরহিত, পরিণাম বৃদ্ধি ও জন্মবর্জিত, যাঁহাকে সর্বদা 'আছেন' এইমাত্র বলা যায়, তিনি এই জগতের সর্বত্র এবং সমস্তই তাঁহাতে বাস করিতেছে, এইজন্য বিদ্বানেরা তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন।* তিনি নিত্য, জন্মরহিত, অক্ষয়, অব্যয় ও পরব্রহ্ম, তিনি সর্বদা একরূপে অবস্থিত, তাঁহাতে স্বরূপতঃ হেয়অংশ নাই বলিয়া (হেয়—মায়ার কার্য্য ও মায়া এই জগৎপ্রপঞ্চ) তিনি নির্মল।৯-১৩

এই সমস্তই সেই ব্রহ্ম, তাঁহার ব্যক্তরূপ (মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি), অব্যক্তরূপ (মায়া বা প্রকৃতি), তাঁহার পুরুষরূপ (ঈক্ষণকর্ত্তা ঈশ্বর) ও কাল এই চারপ্রকার তাঁহার রূপ। হে দ্বিজ! সেই পরব্রহ্মের প্রথমরূপ পুরুষ, তারপর ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং কাল তাঁহার অপর তিনটি রূপ। জ্ঞানিগণ প্রকৃতি, পুরুষ, ব্যক্ত ও কাল এই চারিটির মধ্যে যাহা পরম, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ (রূপে) অবলোকন করেন। (বিশ্বের) সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের উদ্ভব এবং প্রকাশের কাল স্ব স্ব কার্য্য বিভাগ অনুসারে হইয়া আছে। বিষ্ণু যে পুরুষ প্রভৃতি রূপে প্রকাশিত হন, তাহা ক্রীড়ানিরত বালকের চেষ্টার ন্যায় জানিবে।১৪-১৮

ঋষিশ্রেষ্ঠগণ সৎ অসৎ স্বরূপ অর্থাৎ কার্য্য কারণ-শক্তিযুক্ত ও সদা একরূপ অব্যক্ত কারণকেই প্রধান বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। সেই প্রধানই অক্ষয়,

* বাসু এবং দেব, বাসু যিনি সমুদয় বস্তুতে বাস করেন এবং দেব অর্থে দ্যোতনশীল, সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন, তিনি বাসুদেব বা বিষ্ণু। বিষ্ণাতি ব্যাপ্নোতি—যিনি সর্বব্যাপক তিনিই বিষ্ণু।

ত্রিগুণং তজ্জগদ্‌যোনিরনাদিপ্রভবাপ্যয়ম্।
তেনাগ্রে সর্বমেবাসীদ্ ব্যাপ্তং বৈ প্রলয়াদনু ॥২১
বেদবাদবিদো বিদ্বন্ নিয়তা ব্রহ্মবাদিনঃ।
পঠন্তি বৈ তমেবার্থং প্রধানপ্রতিপাদকম্ ॥২২
নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি-
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভুন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥২৩
বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হি তেঽন্যে
রূপে প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র।
তস্যৈব তেঽন্যেন ধৃতে বিযুক্তে
রূপেণ যৎ তদ্ দ্বিজ কালসংজ্ঞম্ ॥২৪
প্রকৃতৌ সংস্থিতং ব্যক্তমতীতপ্রলয়ে তু যৎ।
তস্মাৎ প্রাকৃতসংজ্ঞোঽয়মুচ্যতে প্রতিসঞ্চরঃ ॥২৫

অনাদির্ভগবান্ কালো নান্তোঽস্য দ্বিজ বিদ্যতে।
অব্যুচ্ছিন্নাস্ততস্ত্বেতে সর্গস্থিত্যন্তসংযমাঃ ॥২৬
গুণসাম্যে ততস্তস্মিন্ পৃথক্ পুংসি ব্যবস্থিতে।
কালস্বরূপরূপং তদ্ বিষ্ণোর্মৈত্রেয় বর্ত্ততে ॥২৭
ততস্তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা জগন্ময়ঃ।
সর্বগঃ সর্বভূতেশঃ সর্বাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥২৮
প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ ॥২৯
যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে।
মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ ॥৩০
স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ।
স সঙ্কোচ-বিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ ॥৩১
বিকারাণুস্বরূপৈশ্চ ব্রহ্মরূপাদিভিস্তথা।
ব্যক্তস্বরূপশ্চ তথা বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥৩২

অনন্যাশ্রয় অমেয়, অজর, নিশ্চল, শব্দ ও স্পর্শবিহীন, রূপাদিরহিত ত্রিগুণময়, অনাদি, অব্যক্ত, জগতের উৎপত্তিস্থান ও সকল কার্য্যের লয়স্থান। সৃষ্টির পূর্বে অতীত প্রলয়ের পর সমস্তই তাহার দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল।১৯-২১

হে বিদ্বন্! বেদজ্ঞ ব্রহ্মবাদিগণ সেই প্রধানকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতিপাদক নিম্নোক্ত এই শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া থাকেন।২২

প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক বা অন্য কোনও বস্তু ছিল না। কর্ণপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞেয় একমাত্র প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্ম সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।২৩

হে বিপ্র! সেই প্রকৃতি ও পুরুষ (নিরুপাধি) বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে পৃথক্। তাঁহার (বিষ্ণুর) অন্য যে রূপ দ্বারা এই প্রকৃতি পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত হন এবং প্রলয়কালে বিযুক্ত হন—তাহার নাম কাল।২৪

মহাপ্রলয়ের সময়ে এই বিশ্ব প্রকৃতিতে লীন থাকে, এজন্য উহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলা যায়।২৫

কালরূপ ভগবান্ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যথাক্রমে প্রবাহরূপে চলিয়াছে, এইজন্য ইহা অব্যুচ্ছিন্ন। হে মৈত্রেয়! প্রলয়কালে গুণসাম্য থাকায় (সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের কোনরূপ ক্রিয়া না থাকায়) পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত হন কিন্তু তখনও ঠিক কালস্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তাহারপর সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে পরমাত্মা, জগন্ময়, সর্বগামী, সর্বভূতের অধীশ্বর, সর্বাত্মা, পরব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর হরি ইচ্ছামাত্রে পরিণামী ও অপরিণামী প্রকৃতি এবং পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ করিয়া থাকেন। যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মায়, সেইরূপ পরমেশ্বর ইচ্ছামাত্রে (অন্যকোনও ক্রিয়াচ্ছরহিত হইয়াও) এই ক্ষোভের উৎপাদক হইয়া থাকেন।২৬-৩০

সেই পুরুষোত্তমই (প্রকৃতিগত) সঙ্কোচ ও বিকাশ দ্বারা নিজেই ক্ষোভ্য ও ক্ষোভক এবং তিনিই প্রধানরূপে স্থিত হ'ন। আকাশাদি ভূত ও ব্রহ্মাদি জীবরূপে তিনিই ব্যক্তস্বরূপ এবং সর্বেশ্বরেরও ঈশ্বর বিষ্ণু। হে

গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতান্মুনে।
গুণব্যঞ্জনসম্ভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম ॥৩৩
প্রধানতত্ত্বমুদ্ভূতং মহান্তং তৎ সমাবৃণোৎ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ ত্রিধা মহান্।
প্রধানতত্ত্বেন সমং ত্বচা বীজমিবাবৃতম্ ॥৩৪
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ।
ত্রিবিধোঽয়মহঙ্কারো মহত্তত্ত্বাদজায়ত ॥৩৫
ভূতেন্দ্রিয়াণাং হেতুঃ স ত্রিগুণত্বান্মহামুনে।
যথা প্রধানেন মহান্ মহতা স তথাবৃতঃ ॥৩৬
ভূতাদিস্তু বিকুর্বাণঃ শব্দতন্মাত্রিকং ততঃ।
সসর্জ্জ শব্দতন্মাত্রাদাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দমাত্রং তথাকাশং ভূতাদিঃ স সমাবৃণোৎ ॥৩৭
আকাশস্তু বিকুর্বাণঃ স্পর্শমাত্রং সসর্জ্জ হ।
বলবানভবদ্ বায়ুস্তস্য স্পর্শো গুণো মতঃ ॥৩৮
আকাশং শব্দমাত্রন্তু স্পর্শমাত্রঃ সমাবৃণোৎ।
ততো বায়ুবিকুর্ব্বাণো রূপমাত্রং সসর্জ্জ হ।
জ্যোতিরুৎপদ্যতে বায়োস্তদ্রূপগুণমুচ্যতে।
স্পর্শমাত্রস্তু বৈ বায়ু রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ ॥৩৯
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ব্বাণং রসমাত্রং সসর্জ্জ হ।
সম্ভবন্তি ততোঽম্ভাংসি রসাধারাণি তানি চ।
রসমাত্রাণি চাম্ভাংসি রূপমাত্রং সমাবৃণোৎ।
বিকুর্ব্বাণানি চাম্ভাংসি গন্ধমাত্রং সসর্জ্জিরে।
সঙ্ঘাতো জায়তে তস্মাৎ তস্য গন্ধো গুণো মতঃ ॥৪০
তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রা তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা ॥৪১
তন্মাত্রাণ্যবিশেষাণি অবিশেষাস্ততো হি তে।
ন শান্তা নাপি ঘোরাস্তে ন মূঢ়াশ্চাবিশেষণাঃ ॥৪২
ভূততন্মাত্রসর্গোঽয়মহঙ্কারাৎ তু তামসাৎ।
তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দ্দেবা বৈকারিকা দশ ॥৪৩

দ্বিজোত্তম! পরে সৃষ্টিকালে সেই গুণসাম্য পুরুষের (ইচ্ছারূপ) সন্নিধি বা অধিষ্ঠান করায় লাভ গুণব্যঞ্জন (গুণের প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব) উৎপন্ন হইল। বীজ যেমন ত্বক্ দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ, উক্ত গুণসাম্য (প্রকৃতি-তত্ত্ব) কর্তৃক এই মহত্তত্ত্ব আবৃত হইল। ইহাকে প্রকৃতিতত্ত্ব ব্যাপিয়া রহিল। মহত্তত্ত্ব ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। মহত্তত্ত্বের প্রথম পরিণাম বৈকারিক সাত্ত্বিক, দ্বিতীয় পরিণাম তৈজস রাজস ও তৃতীয় পরিণাম ভূতাদি—তাহাই তামস, এই ত্রিবিধ অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি। অহঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভূত (তামস), ইন্দ্রিয় (তৈজস) ও দেবতার (সাত্ত্বিক) উদ্ভবের হেতু। যেমন তত্ত্ব দ্বারা মহত্তত্ত্ব আবৃত, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব দ্বারা অহঙ্কারতত্ত্ব আবৃত হইল। তামস অহঙ্কার ক্ষুভিত বা বিকৃত হইয়া তন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দগুণ আকাশের সৃষ্টি করিল। এই ভূতাদি বা তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র ও আকাশকে আবৃত করিল। আকাশ ক্ষুভিত হইয়া স্পর্শ তন্মাত্রের সৃষ্টি করিল, স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে স্পর্শ গুণবিশিষ্ট বলবান্ বায়ু উৎপন্ন হইল এবং আকাশ বায়ুকে আবৃত করিল। তৎপরে বায়ু ক্ষুভিত হওয়ায় রূপ, তন্মাত্র ও জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইল। জ্যোতির গুণ রূপ, রূপ ও জ্যোতিঃ উভয়কে বায়ু আবৃত করিল। জ্যোতিঃ ক্ষুভিত হওয়ায় রসতন্মাত্র জন্মিল, তাহা হইতে রসগুণবিশিষ্ট জলের জন্ম হইল, জ্যোতিঃ দ্বারা ইহারা আবৃত হইল। জল ক্ষুভিত হইয়া গন্ধতন্মাত্র সৃষ্টি করিল, গন্ধতন্মাত্র হইতে সঙ্ঘাতজনিত পৃথিবীর উৎপত্তি হইল, এই পৃথিবীর গুণ গন্ধ। সেই সেই বস্তুতে তন্মাত্রা (সূক্ষ্ম অংশ) নিহিত আছে, তাহাতে সেই সেই বস্তুর তন্মাত্রতা বলা হয় (যেমন পৃথিবীর সূক্ষ্ম অংশ গন্ধ, তাহাই পৃথিবীর তন্মাত্র, এইরূপ জলের রস, অগ্নির রূপ, বায়ুর স্পর্শ ও আকাশের শব্দ এইগুলিকে তন্মাত্র বলা হয়)।৩১-৪১

এই তন্মাত্রসকল অবিশেষ, এজন্য ঐ সূক্ষ্ম আকাশ প্রভৃতিও অবিশেষ অর্থাৎ কেহই শান্ত (প্রকাশধর্মী বা সুখজনক) নহে, বা ঘোর (প্রবৃত্তিকারক বা দুঃখহেতু) নহে, কিংবা মূঢ় (নিয়মন অর্থাৎ নিবৃত্তির জনক বা মোহজনক) নহে—এরূপ কোনও বিশেষণযুক্ত হয় না।

একাদশং মনশ্চাত্র দেবা বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।
ত্বক্ চক্ষুর্নাসিকা জিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্ ॥৪৪
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ।
পায়ূপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয় পঞ্চমী ॥৪৫
বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম তেষাঞ্চ কথ্যতে।
আকাশবায়ুতেজাংসি সলিলং পৃথিবী তথা ॥৪৬
শব্দাদিভির্গুণৈ ব্রহ্মন্ সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈঃ
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ ॥৪৭
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং বিনা।
নাশক্নুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কৃৎস্নশঃ ॥৪৮
সমেত্যান্যোন্যসংযোগং পরস্পরসমাশ্রয়াঃ।
একসংঘাতলক্ষণাশ্চ সম্প্রাপ্যৈক্যমশেষতঃ ॥৪৯
পুরুষাধিষ্ঠিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ।
মহদাদ্যা বিশেষান্তা হ্যণ্ডমুৎপাদয়ন্তি তে ॥৫০

তৎক্রমেণ বিবৃদ্ধন্তু জলবুদ্বুদবৎসমম্।
ভূতেভ্যোঽণ্ডং মহাবুদ্ধে বৃহৎ তদুদকেশয়ম্।
প্রাকৃতং ব্রহ্মরূপস্য বিষ্ণোঃ সংস্থানমুত্তমম্ ॥৫১
তত্রাব্যক্তস্বরূপোঽসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ।
বিষ্ণুব্রহ্মস্বরূপেণ স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥৫২
মেরুরুল্বমভূৎ তস্য জরায়ুশ্চ মহীধরাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ সুমহাত্মনঃ ॥৫৩
সাদ্রিদ্বীপসমুদ্রাস্তু সজ্যোতির্লোকসংগ্রহঃ।
তস্মিন্নণ্ডেঽভবদ্ বিপ্র সদেবাসুরমানুষঃ ॥৫৪
বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈস্ততো ভূতাদিনা বহিঃ।
বৃতং দশগুণৈরণ্ডং ভূতাদির্মহতা তথা ॥৫৫
অব্যক্তেনাবৃতো ব্রহ্মংস্তৈ সর্ব্বৈঃ সহিতো মহান্।
এভিরাবরণৈরণ্ডং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈর্বৃতম্ ॥৫৬

তামস অহঙ্কার হইতে ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি হয় মাত্র। দশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়) তৈজস অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দশ দেবতা (দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র মিত্র ও প্রজাপতি) বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন বলা হয়। একাদশ ইন্দ্রিয় মনঃ (মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চার ভাগে বিভক্ত, ইহার নাম অন্তঃকরণ) চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ মনের এইগুলি বৈকারিক দেবতা। হে দ্বিজ! শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দাদি গ্রহণের জন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ, কর, পাদ ও বাক্—এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিসর্গ (মল মূত্রাদি ত্যাগ) শিল্প, গতি ও উক্তি। হে ব্রহ্মন্! (স্থূল) আকাশ, বায়ু, তেজ, সলিল ও পৃথিবী উত্তরোত্তর শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণযুক্ত। ইহারা শান্ত, ঘোর ও মূঢ় হওয়ায় ইহাদিগকে বিশেষ বলা যায়। ইহারা নানা শক্তিসম্পন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ ভূত বলিয়া সংহতিব্যতীত সম্পূর্ণ মিলিতে না পারায় প্রজা সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। অন্যান্য সংযোগ এবং পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণ ঐক্যপ্রাপ্ত হইলে এবং এক সঙ্ঘাতের (মিলনের) লক্ষণাক্রান্ত হইলে পুরুষের অধিষ্ঠান ও মনের অনুগ্রহবশতঃ ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে বিশেষ (মহাভূত) পর্য্যন্ত সকলে মিলিত হইয়া অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) উৎপাদন করে।৪২-৫০

হে মহামতে! সেই জলবুদ্বুদ সম বর্তুলাকার অণ্ড ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভের) স্বরূপধারী বিষ্ণুর উত্তম সংস্থান (আশ্রয়) জলশায়ী ঐ প্রাকৃত অণ্ড ভূতগণের সাহায্যে ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে লাগিল। যিনি অব্যক্ত স্বরূপ ছিলেন, সেই জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ ঐ অণ্ডে অবস্থিত হইলেন।৫১-৫২

মেরু (মেরু পর্বত) তাঁহার উল্ব (গর্ভবেষ্টন চর্ম) অন্যান্য পর্বত তাঁহার জরায়ু এবং সমুদ্রসকল সেই মহাত্মার গর্ভোদক হইল।৫৩

হে বিপ্র! ঐ অণ্ডে পর্বতসহ দ্বীপ সকল, সমুদ্রসমূহ, দেবাসুর সহ মানুষ ও জ্যোতিষ্কমণ্ডল সহ সমস্ত লোক

নারিকেলফলস্যান্তর্বীজং বাহ্যদলৈরিব।
জুষন্ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ ॥৫৭
ব্রহ্মা ভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ত্ততে।
সৃষ্টঞ্চ পাত্যনুযুগং যাবৎ কল্পবিকল্পনা ॥৫৮
সত্ত্বভুগ্ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রমেয়পরাক্রমঃ।
তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ॥৫৯
মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিভীষণঃ।
স ভক্ষয়িত্বা ভূতানি জগত্যেকার্ণবীকৃতে ॥৬০
নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ।
প্রবুদ্ধশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং করোতি ব্রহ্মরূপধৃক্ ॥৬১
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ ॥৬২
স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ ॥৬৩
পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ ॥৬৪
স এব সর্ব্বভূতেশো বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
সর্গাদিকং ততোঽস্যৈব ভূতস্থমুপকারকম্ ॥৬৫
স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা
স এব পাত্যত্তি চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষমূর্ত্তি-
র্বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ ॥৬৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

(ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক) উৎপন্ন হইল।৫৪

পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা দশ দশগুণ অধিক জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং ভূতাদি (তামস অহঙ্কার) দ্বারা ঐ অণ্ড বহির্ভাগে আবৃত হইল। ঐ ভূতাদি আবার মহত্তত্ত্ব দ্বারা আবৃত। হে ব্রহ্মন্! ঐ সকলের সহিত মহত্তত্ত্ব আবার অব্যক্ত (প্রকৃতি) দ্বারা আবৃত হইল। নারিকেল-ফলের মধ্যবর্ত্তী বীজ যেমন বাহিরের দল (ত্বক্) সমূহের দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ঐ সাতটি প্রাকৃত আবরণে আবৃত। বিশ্বেশ্বর হরি তথায় রজোগুণ অবলম্বন করত স্বয়ং ব্রহ্মার রূপ ধারণ করিয়া এই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অপ্রমেয়-পরাক্রম ভগবান্ বিষ্ণু সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক কল্প-বিকল্পনা (ব্রহ্মার দিন শেষ অর্থাৎ, প্রলয়) পর্য্যন্ত ঐ সকল সৃষ্ট পদার্থকে যুগে যুগে পালন করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! জনার্দন (বিষ্ণু) তমোগুণ অবলম্বন করত কল্পান্তে অতি ভীষণ রুদ্ররূপী হইয়া অখিলভূতকে ভক্ষণ করেন। সমস্ত ভূতভক্ষণান্তে জগৎকে একটি সমুদ্ররূপে পরিণত করিয়া পরমেশ্বর নাগপর্য্যঙ্কশয়নে শয়ন করেন। তারপর জাগরিত হইয়া ব্রহ্মরূপধারণপূর্ব্বক পুনরায় সৃষ্টি করেন।৫৫-৬১

ঐ একমাত্র ভগবান্ জনার্দনই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। প্রভু বিষ্ণু স্রষ্টা হইয়া আপনাকে সৃজন করেন, পালক ও পাল্য হইয়া আপনাকেই পালন করেন এবং শেষে সংহর্তা ও উপসংহার্য্য হইয়া স্বয়ংই উপসংহৃত হন। যেহেতু পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, সর্বেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ইত্যাদিরূপ জগৎসমস্তই পুরুষ আখ্যায় অভিহিত। যখন ঐ অব্যয় হরিই সর্ব্বভূতেশ এবং বিশ্বরূপ, তখন ভূতস্থ সর্গাদি তাঁহারই উপকারক (তাঁহারই বিভূতির বিস্তারহেতু)। তিনিই সৃজ্য, তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই পালন ও ভক্ষণ করিতেছেন। তিনিই প্রতিপালিত হইতেছেন এবং তিনিই ব্রহ্মাদি অবস্থায় অশেষ মূর্ত্তিধারী, অতএব বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বরদ এবং বরেণ্য।৬২-৬৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

ব্রহ্মণঃ সর্গজনিকায়াঃ শক্তের্বিবরণম্, তস্যায়ুর্নিরূপণঞ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥১

পরাশর উবাচ।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥২
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা।
তন্নিবোধ যথা সর্গে ভগবান্ সম্প্রবর্ত্ততে ॥৩
নারায়ণাখ্যো ভগবান্ ব্রহ্মলোক-পিতামহঃ।
উৎপন্নঃ প্রোচ্যতে বিদ্বন্ নিত্য এবোপচারতঃ ॥৪
নিজেন তস্য মানেন হ্যায়ুর্বর্ষশতং স্মৃতম্।
তৎপরাখ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥৫

কালস্বরূপং বিষ্ণোশ্চ যন্ময়োক্তং তবানঘ।
তেন তস্য নিবোধ ত্বং পরিমাণোপপাদনম্ ॥
অন্যেষাঞ্চৈব জন্তূনাং চরাণামচরাশ্চ যে।
ভূ-ভূভৃৎ-সাগরাদীনামশেষাণাঞ্চ সত্তম ॥৬
কাষ্ঠা পঞ্চদশ খ্যাতা নিমেষা মুনিসত্তম।
কাষ্ঠাস্ত্রিংশৎ কলাস্তাস্তু ত্রিংশন্মৌহূর্ত্তিকো বিধিঃ ॥৭
তাবৎ সংখ্যৈরহোরাত্রং মুহূর্ত্তৈর্ম্মানুষং স্মৃতম্।
অহোরাত্রাণি তাবন্তি মাসঃ পক্ষদ্বয়াত্মকঃ ॥৮
তৈঃ ষড়্ভিরয়নং বর্ষং দ্বেঽয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অয়নং দক্ষিণং রাত্রির্দ্দেবানামুত্তরং দিনম্ ॥৯
দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধ মে ॥১০

[সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মশক্তির বিবরণ ও ব্রহ্মার আয়ুঃ কথন।]

মৈত্রেয় কহিলেন—নির্গুণ, অপ্রমেয়, শুদ্ধ ও অমলাত্মা ব্রহ্মের সর্গাদি কর্ত্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা যায়? পরাশর বলিলেন,—যেহেতু সমস্ত ভাবপদার্থের শক্তিসকল অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর, * অতএব হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মেরও সেই সর্গাদি শক্তি, পাবকের উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ। ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যে যেরূপে প্রবৃত্ত হন, তাহা শ্রবণ কর। হে বিদ্বন! নারায়ণাখ্য নিত্য ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা (চিন্তা ও জ্ঞানের মধ্যে আনা যায় না) উৎপন্ন হইলেন, এইরূপ যে বলা হয়, ইহা উপচার অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আবির্ভাবসত্ত্বেও উৎপত্তির সাদৃশ্য হেতু উৎপন্ন বলিয়া কথিত হন। স্বকীয় নিত্য সেই পরিমাণের শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ুঃ, তাহার নাম পর, তদর্দ্ধের নাম পরার্দ্ধ।১-৫

হে অনঘ। তোমাকে বিষ্ণুর যে কাল স্বরূপের কথা বলিয়াছি, তদ্দ্বারা ব্রহ্মা, অন্যান্য জন্তু ও ভূ-ভূভৃৎ সাগরাদি সমস্ত চরাচরের পরিমাণের নিরূপণই শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম। পঞ্চদশ নিমেষকে কাষ্ঠা কহে, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা হয়, ত্রিংশৎ কলাতে এক ঘটিকা ও সেই তিন ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত হয়। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে মনুষ্য লোকের অহোরাত্র হয়, ত্রিংশৎ অহোরাত্রে পক্ষদ্বয়াত্মক মাস হয়। ছয় মাসে এক অয়ন এবং দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই অয়নে এক বর্ষ। দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি ও উত্তরায়ণ দিবা। দেবপরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে সত্য-ত্রেতাদি নামক চতুর্যুগ হইয়া থাকে। তাহাদের বিভাগ শ্রবণ কর।৬-১০

* যে জ্ঞানে তর্ক সহে না অর্থাৎ তর্ক চলেনা, তাহাকে অচিন্ত্যজ্ঞান কহে। অগ্ন্যাদি ভাবপদার্থের যে দাহকত্ব শক্তি আছে, এ বিষয়ে কিছু তর্ক নাই।

চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেষ্বাহু পুরাবিদঃ ॥১১
তৎপ্রমাণৈঃ শতৈঃ সন্ধ্যা পূর্ব্বা তত্রাভিধীয়তে।
সন্ধ্যাংশকশ্চ তৎতুল্যো যুগস্যানন্তরো হি সঃ ॥১২
সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশয়োরন্তর্যঃ কালো মুনিসত্তম।
যুগাখ্যঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃত-ত্রেতাদিসংজ্ঞিতঃ ॥১৩
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
প্রোচ্যতে তৎসহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে ॥১৪
ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
ভবন্তি পরিমাণঞ্চ তেষাং কালকৃতং শৃণু ॥১৫
সপ্তর্ষয়ঃ সুরাঃ শক্রো মনুস্তৎসূনবো নৃপাঃ।
এককালে হি সৃজ্যন্তে সংহ্রিয়ন্তে চ পূর্ব্ববৎ ॥১৬
চতুর্যুগাণাং সংখ্যাতা সাধিকা হ্যেকসপ্ততিঃ।
মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ সুরাদীনাঞ্চ সত্তম ॥১৭
অষ্টৌ শতসহস্রাণি দিব্যয়া সংখ্যয়া গতিঃ।
দ্বাপঞ্চাশৎ তথান্যানি সহস্রাণ্যধিকানি চ ॥১৮
ত্রিংশৎকোট্যস্তু সম্পূর্ণাঃ সংখ্যাতাঃ সংখ্যয়া দ্বিজ।
সপ্তষষ্টিস্তথান্যানি নিযুতানি মহামুনে ॥১৯
বিংশতিশ্চ সহস্রাণি কালোঽয়মধিকং বিনা।
মন্বন্তরস্য সংখ্যেয়ং মানুষৈর্বৎসরৈর্দ্বিজ ॥ ২০
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্ম্যমহঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্ম্যো নৈমিত্তিকো নাম তস্যান্তে প্রতিসঞ্চরঃ ॥২১
তদা হি দহ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্।
জনং প্রযান্তি তাপার্ত্তা মহর্লোকনিবাসিনঃ ॥২২
একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
ভোগিশয্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ ॥২৩
জনস্থৈর্যোগিভির্দেবশ্চিন্ত্যমানোঽজসম্ভবঃ।
তৎপ্রমাণং হি তাং রাত্রিং তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ ॥২৪
এবং তু ব্রহ্মণো বর্ষমেবং বর্ষশতঞ্চ তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ুর্ম্মহাত্মনঃ ॥২৫
একমস্য ব্যতীতন্তু পরার্দ্ধং ব্রহ্মণোঽনঘ।

পুরাবিদ্‌গণ সত্যাদি চারি যুগের পরিমাণ যথাক্রমে চার, তিন, দুই ও এক সহস্র বৎসর কহেন। প্রতিযুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যার পরিমাণে যুগের পরবর্ত্তী সময় যথাক্রমে চার, তিন দুই ও একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও মধ্যবর্ত্তী তৎতুল্য। মুনিসত্তম! সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের যে কাল, তাহাই কৃত (সত্য)—ত্রেতাদি যুগ বলিয়া জানিবে। হে মুনে! কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চতুর্যুগের সহস্র পরিমাণ অর্থাৎ চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয়। ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দ্দশ মনু হন, তাঁহাদের কালকৃত পরিমাণ শ্রবণ কর। সপ্তর্ষি, সুরগণ, ইন্দ্র, মনু এবং তৎপুত্র নৃপসকল পূর্বের ন্যায় এককালেই সৃষ্ট (অধিকার প্রাপ্ত) ও এককালেই সংহৃত (হৃতাধিকার) হন। হে সাধুত্তম! চতুর্যুগের সংখ্যানুসারে কিঞ্চিদধিক দুই শত পঞ্চাশীতি যুগ মনু ও সুরাদিগণের কাল। ইহারই নাম মন্বন্তর। দিব্য সংখ্যায় মন্বন্তরের পরিমাণ অষ্টলক্ষ দ্বিপঞ্চাশৎ সহস্র (৮ লক্ষ ৫২ হাজার) বৎসর। মানুষ বৎসরের গণনায় উহার পরিমাণ ত্রিংশৎকোটি সপ্তষষ্টিলক্ষ বিংশতি সহস্র (৩০ কোটি ৬৭ লক্ষ বিশ হাজার) বৎসর। এই কালের চতুর্দ্দশ গুণ ব্রাহ্ম দিন নামে কথিত। তদন্তে ব্রাহ্ম্য নৈমিত্তিক (ব্রহ্মনিদ্রানিমিত্ত) প্রতিসঞ্চর অর্থাৎ প্রলয় হইয়া থাকে। তৎকালে ভূর্ভুবাদি (ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক) সর্ব্ব ত্রৈলোক্য দগ্ধ হইতে থাকে, মহর্লোকনিবাসিগণ তাপার্ত্ত হইয়া জনলোকে গমন করেন। তদনন্তর ত্রৈলোক্য একার্ণব হইলে নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা ত্রৈলোক্য-গ্রাস বৃংহিত (প্রপঞ্চগ্রাসে সমৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ) এবং শেষশয্যাগত হইয়া তাহাতে শয়ন করেন। জনলোকস্থ যোগবৃন্দ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান পদ্মসম্ভব (ব্রহ্মা) এইরূপে তৎপ্রমাণ (ব্রহ্মার দিন পরিমিত) রাত্রি যাপন করেন। তদন্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়। এইরূপ অহোরাত্র

তস্যান্তেঽভূন্মহাকল্পঃ পাদ্ম ইত্যভিধীয়তে
দ্বিতীয়স্য পরার্দ্ধস্য বর্ত্তমানস্য বৈ দ্বিজ।
বারাহ ইতি কল্পোঽয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

পক্ষমাসাদি গণনায় ব্রহ্মার বর্ষ। এইরূপ শতবর্ষ সেই মহাত্মার পরমায়ু। হে নিষ্পাপ দ্বিজ! এই ব্রহ্মার এক পরার্দ্ধ অতীত এবং ঐ পরার্দ্ধের অন্তে পাদ্ম দ্বিতীয় নামে অভিহিত মহাকল্প হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পরার্দ্ধের এই প্রথম কল্প বারাহনামে পরিকীর্ত্তিত।১১-২৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ

[কল্পান্তে সর্গবর্ণনম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।
ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোঽসৌ কল্পাদৌ ভগবান্ যথা।
সসর্জ্জ সর্ব্বভূতানি তদাচক্ষ্ব মহামুনে ॥১
পরাশর উবাচ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ ভগবান্ ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
প্রজাপতিপতির্দেবো যথা তন্মে নিশাময় ॥২
অতীতকল্পাবসানে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তথা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত ॥৩
নারায়ণঃ পরোঽচিন্ত্যঃ পরেষামপি স প্রভুঃ।
ব্রহ্মস্বরূপী ভগবাননাদিঃ সর্ব্বসম্ভবঃ ॥৪
ইমং চোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি।
ব্রহ্মস্বরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্ ॥৫
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৬
তোয়ান্তঃ স মহীং জ্ঞাত্বা জগত্যেকার্ণবে প্রভুঃ।
অনুমানাৎ তদুদ্ধারং কর্ত্তুকামঃ প্রজাপতিঃ ॥৭
অকরোৎ স তনূমন্যাং কল্পাদিষু যথা পুরা।
মৎস্যকূর্ম্মাদিকাং তদ্বদ্ বারাহং বপুরাস্থিতঃ ॥৮
বেদযজ্ঞময়ং রূপমশেষজগতঃ স্থিতৌ।
স্থিতঃ স্থিরাত্মা সর্ব্বাত্মা পরমাত্মা প্রজাপতিঃ ॥৯

চতুর্থ অধ্যায়

[কল্পান্তে সৃষ্টি বিবরণ]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! এই নারায়ণাখ্য ভগবান্ ব্রহ্মা কল্পের আদিতে যেরূপে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলুন। পরাশর বলিলেন,—প্রজাপতিপতি দেব নারায়ণাত্মক ব্রহ্মা যে প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। অতীত কল্পের অবসানে রাত্রির পর নিদ্রা হইতে উত্থিত এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা বর্দ্ধিত প্রভু ব্রহ্মা লোক শূন্য অবলোকন করিলেন।১-৩

তিনিই নারায়ণ, পর, অচিন্ত্য, শ্রেষ্ঠ সকলের প্রভু, সর্ব্ববিষয়ের উৎপত্তি স্থান ব্রহ্মস্বরূপী, ভগবান্, অনাদি এবং সর্ব্বসম্ভব, জগতের প্রভবাপ্যায় (উৎপত্তি ও লয়স্থান), দেব ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের প্রতি পণ্ডিতেরা এই শ্লোক উদাহরণ দিয়া থাকেন। অপ্‌কে নার বলা হয়, যেহেতু অপ্ (জল) নর (পুরুষোত্তম) তাহার জলমধ্যবর্ত্তিনী হইতে উৎপন্ন; সেই নার তাঁহার পূর্ব্ব অয়ন (আশ্রয়), এজন্য তিনি নারায়ণ নামে স্মৃত। জগৎ একার্ণব হইলে সেই প্রভু প্রজাপতি পৃথিবীকে অনুমানে জানিয়া তাহার উদ্ধার কামনা করিলেন এবং অশেষ জগতের স্থিতি কার্য্যে স্থিত, স্থিরাত্মা, সর্ব্বাত্মা, পরমাত্মা,

জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ।
প্রবিবেশ তদা তোয়মাত্মাধারো ধরাধরঃ ॥১০
নিরীক্ষ্য তং তদা দেবী পাতালতলমাগতম্।
তুষ্টাব প্রণতা ভূত্বা ভক্তিনম্রা বসুন্ধরা ॥১১

পৃথিব্যুবাচ।

নমস্তে সর্ব্বভূতায় তুভ্যং শঙ্খ-গদাধর।
মামুদ্ধরাস্মাদদ্য ত্বং ত্বত্তোঽহং পূর্ব্বমুত্থিতা ॥১২
ত্বত্তোঽহমুদ্ধৃতা পূর্ব্বং ত্বন্ময়াহং জনার্দ্দন।
তথান্যানি চ ভূতানি গগনাদীন্যশেষতঃ ॥১৩
নমস্তে পরমাত্মাত্মন্ পুরুষাত্মন্ নমোঽস্তু তে।
প্রধানব্যক্তভূতায় কালভূতায় তে নমঃ ॥১৪
ত্বং কর্ত্তা সর্বভূতানাং ত্বং পাতা ত্বং বিনাশকৃৎ।
সর্গাদিষু প্রভো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাত্মরূপধৃক্ ॥১৫
সম্ভক্ষয়িত্বা সকলং জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
শেষে ত্বমেব গোবিন্দ চিন্ত্যমানো মনীষিভিঃ ॥১৬
ভবতো যৎ পরং তত্ত্বং তন্ন জানাতি কশ্চন।
অবতারেষু যদ্রূপং তদর্চন্তি দিবৌকসঃ ॥১৭
ত্বামারাধ্য পরং ব্রহ্ম যাতা মুক্তিং মুমুক্ষবঃ।
বাসুদেবমনারাধ্য কো মোক্ষং সমবাপ্স্যতি ॥১৮
যৎ কিঞ্চিন্মনসা গ্রাহ্যং যদ্গ্রাহ্যং চক্ষুরাদিভিঃ।
বুদ্ধ্যা চ যৎ পরিচ্ছেদ্যং তদ্রূপমখিলং তব ॥১৯
ত্বন্ময়াহং ত্বদাধরা ত্বৎসৃষ্টা ত্বামুপাশ্রিতা।
মাধবীমিতি লোকোঽয়মভিধত্তে ততো হি মাম্ ॥২০
জয়াখিলজ্ঞানময় জয় স্থূলময়াব্যয়।
জয়ানন্ত জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্তময় প্রভো ॥২১
পরাপরাত্মন্ বিশ্বাত্মন্ জয় যজ্ঞপতেঽনঘ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বমগ্নয়ঃ ॥২২

আত্মাধার, ধরাধর, প্রজাপতি, পূর্ব্বকল্পাদিতে যেমন মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বেদযজ্ঞময় বরাহদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক জনলোকগত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য এই সাত লোকের মধ্যে জনলোক পঞ্চমলোক) সনকাদি সিদ্ধ পুরুষ কর্ত্তৃক অভিষ্টুত (সম্যক্ স্তুত) হইয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।৪-১০

তখন বসুন্ধরাদেবী তাঁহাকে পাতালতলে আগত দেখিয়া প্রণতা ও ভক্তিনম্রা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন ।১১

পৃথিবী কহিলেন,—হে শঙ্খগদাধর! তুমি সমস্ত ভূতস্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার। আমি পূর্ব্বে তোমা হইতে উত্থিত, অদ্য এই, পাতালতল হইতে আমাকে উদ্ধার কর। হে জনার্দ্দন! তুমি আমাকে পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছ, আমি এবং গগনাদি অন্যান্য সমস্ত বস্তুই ত্বন্ময়। হে পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার, হে পুরুষাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; তুমি প্রধান ও ব্যক্তস্বরূপ এবং কালস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। প্রভো! সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্ররূপ ধারণ কর, সুতরাং তুমিই সর্ব্বভূতের কর্ত্তা, তুমিই পাতা এবং তুমিই বিনাশকারী। হে গোবিন্দ! জগৎ একটি সমুদ্রে পরিণত হইলে সকলকে তুমিই সম্যগ্‌রূপে ভক্ষণ (সংহার) করত মনীষিগণ কর্ত্তৃক চিন্ত্যমান হইয়া শয়ন করিয়া থাক। তোমার যে পরম তত্ত্ব, তাহা কেহই জানে না; অবতার-সমূহে যেরূপে তুমি প্রকাশিত হও, দেবতাসকলও সেইরূপেরই অর্চ্চনা করেন। পরব্রহ্ম তোমাকে আরাধনা করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন; বাসুদেবের আরাধনা না করিয়া কে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়? যাহা কিছু মনের গ্রাহ্য, যাহা কিছু চক্ষুরাদির গ্রাহ্য এবং যাহা বুদ্ধির পরিচ্ছেদ্য (অর্থাৎ যাহা কিছু সম্বন্ধে বুদ্ধি খাটান যায়) তৎ সমস্তই তোমার রূপ। আমি ত্বন্ময়, তোমাকেই আধার করিয়া আছি, তুমিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছ এবং আমি তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছি। এজন্য লোকে আমাকে মাধবী * কহিয়া থাকে। হে অখিলজ্ঞানময় তোমার জয় হউক, হে স্থূলময় অব্যয়! তোমার জয়

* মাধবস্য ইয়ং—মাধবী। ইহা মাধবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, এই অর্থে—মাধবী।

ত্বং বেদাস্ত্বং তদঙ্গানি ত্বং যজ্ঞপুরুষো হরে।
সূর্য্যাদয়ো গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণ্যখিলং জগৎ ॥২৩
মূর্ত্তামূর্ত্তমদৃশ্যঞ্চ কঠিনং পুরুষোত্তম।
যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বর।
তৎসর্বং ত্বং নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু পৃথিব্যা পৃথিবীধরঃ।
সামস্বরধ্বনিঃ শ্রীমান্ জগর্জ্জ পরিঘর্ঘরম্ ॥২৫
ততঃ সমুৎক্ষিপ্য ধরাং স্বদংষ্ট্রয়া
মহাবরাহঃ স্ফুটপদ্মলোচন
রসাতলাদুৎপলপত্রসন্নিভঃ
সমুত্থিতো নীল ইবাচলো মহান্ ॥২৬
উত্তিষ্ঠতা তেন মুখানিলাহতং
তৎসংপ্লবাম্ভো জনলোকসংশ্রয়ান্।
প্রক্ষালয়ামাস হি তান্ মহাদ্যুতীন্
সনন্দনাদীনপকল্মষান্ মুনীন্ ॥২৭

প্রযান্তি তোয়ানি ক্ষুরাগ্রবিক্ষতে
রসাতলেঽধঃ কৃতশব্দসন্ততিঃ।
শ্বাসানিলাস্তাঃ পরতঃ প্রযান্তি
সিদ্ধা জনে যে নিয়তং বসন্তি ॥২৮
উত্তিষ্ঠতস্তস্য জলার্দ্রকুক্ষে-
র্মহাবরাহস্য মহীং বিধার্য্য।
বিধূন্বতো বেদময়ং শরীরং
রোমান্তরস্থা মুনয়ো জুষন্তি ॥২৯
তং তুষ্টুবুস্তাপপরীতচেতসো
লোকে জনে যে নিবসন্তি যোগিনঃ।
সনন্দনাদ্যা হ্যতিনম্রকন্ধরা
ধরাধরং ধীরতরোদ্ধতেক্ষণম্ ॥৩০
জয়েশ্বরাণাং পরমেশ কেশব
প্রভো গদা-শঙ্খধরাসি-চক্রধৃক্।
প্রসূতিনাশস্থিতিহেতুরীশ্বর-
স্ত্বমেব নান্যৎ পরমঞ্চ যৎ পদম্ ॥৩১

হউক, জয় অনন্ত! জয় অব্যক্ত! জয় ব্যক্তালয়! প্রভো! পরমাত্মন্! বিশ্বাত্মন্! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অনঘ, যজ্ঞপতে! তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্‌কার, তুমি অগ্নিস্বরূপ, হে হরে! তুমি বেদ ও বেদাঙ্গ, তুমিই যজ্ঞপুরুষ সূর্য্যাদি গ্রহ, তারা এবং নক্ষত্রাদিময় অখিল জগৎ। হে পুরুষোত্তম! আমি এ স্থলে মূর্ত্তামূর্ত্ত, অদৃশ্য ও কঠিন যাহা কিছু বলিলাম কিংবা না বলিলাম, তৎসমস্তই তুমি, তোমাকে নমস্কার; হে পরমেশ্বর! ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার ।১২-২৪

পরাশর কহিলেন, পৃথিবী কর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইলে সামবেদস্বরধ্বনি, শ্রীমান্ ধরণীধর বিষ্ণু ঘর্ঘর শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উৎপলপত্রসন্নিভ (স্নিগ্ধ শ্যাম) প্রফুল্লপদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দন্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান্ নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন। উঠিবার সময় সেই সংপ্লববারি তাঁহার মুখনিঃসৃত বায়ু দ্বারা আহত হইয়া জনলোকস্থিত সনন্দনাদি নিষ্পাপ মুনিসকলকে প্রক্ষালিত করিল ।২৫-২৬

জলরাশি অধোদিকে ক্ষুরাগ্রবিক্ষত রসাতলে প্রবেশ করিল এবং জনলোকে যে সকল সিদ্ধ বাস করেন, তাঁহারা তাঁহার শ্বাসবায়ুর বেগে ক্ষিপ্ত হইয়া বিচলিত হইলেন। মহীকে ধারণ করিয়া উত্থিত হইতে হইতে জলার্দ্রকুক্ষি ও কম্পিতকায় সেই মহাবরাহের রোমে আচ্ছাদিত হইয়া মুনিগণ তাঁহার বেদময় শরীরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আনন্দপূর্ণ অন্তঃকরণ জনলোকনিবাসী সনন্দনাদি মুনিগণ প্রণামে নতগ্রীব হইয়া সেই নির্ব্বিশঙ্ক উদারলোচন ধরাধরের স্তব করিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্মাদি ঈশ্বরের পরমেশ্বর! গদা-শঙ্খঅসি-চক্র ও ধরাধারিন্! প্রভো, কেশব! তোমার জয় হউক। তুমিই সৃষ্টি, নাশ এবং স্থিতির হেতু ঈশ্বর; পরমপদও তোমা ভিন্ন অন্য নহে। হে যূপসদৃশ দন্তধারিন্! প্রভো! তুমি যজ্ঞপুরুষ; তোমার পাদচতুষ্টয়ে বেদ, দন্তে যজ্ঞ, ও মুখে চিতি (অগ্নিস্থান); তোমার জিহ্বা হুতাশন এবং লোমসকল দর্ভ (কুশ)। মহাত্মন্!

পাদেষু বেদাস্তব যূপদংষ্ট্র
দন্তেষু যজ্ঞাশ্চিতয়শ্চ বক্ত্রে।
হুতাশজিহ্বোঽসি তনূরুহাণি
দর্ভাঃ প্রভো যজ্ঞপুমাংস্ত্বমেব ॥৩২

বিলোচনে রাত্র্যহনী মহাত্মন্
সর্ব্বাশ্রয়ং ব্রহ্মপদং শিরস্তে।
সূক্তান্যশেষাণি জটাকলাপো
ঘ্রাণং সমস্তানি হবীংষি দেব ॥৩৩

স্রুক্তুণ্ড সামস্বরধীরনাদ
প্রাগ্বংশকায়াখিলসত্রসন্ধে।
পূর্ত্তেষ্টধর্ম্মশ্রবণোঽসি দেব
সনাতনাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ ॥৩৪

পদক্রমক্রান্তভুবং ভবন্তম্
আদিস্থিতিঞ্চাক্ষরবিশ্বমূর্ত্তে
বিশ্বস্য বিদ্মঃ পরমেশ্বরোঽসি
প্রসীদ নাথোঽসি চরাচরস্য ॥৩৫

দংষ্ট্রাগ্রবিন্যস্তমশেষমেতদ্
ভূমণ্ডলং নাথ বিভাব্যতে তে।
বিগাহতঃ পদ্মবনং বিলগ্নং
সরোজিনীপত্রমিবোঢ়পঙ্কম্ ॥৩৬

দ্যাবাপৃথিব্যোরতুলপ্রভাব
যদন্তরং তদ্ বপুষা তবৈব
ব্যাপ্তং জগদ্ব্যাপ্তিসমর্থদীপ্তে
হিতায় বিশ্বস্য বিভো ভব ত্বম্ ॥৩৭

পরমার্থস্ত্বমেবৈকো নান্যোঽস্তি জগতঃ পতে।
তবৈষ মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥৩৮
যদেতদ্ দৃশ্যতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব।
ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥৩৯
জ্ঞানস্বরূপমখিলং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ।
অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো ভ্রাম্যন্তে মোহসংপ্লবে ॥৪০
যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেঽখিলং জগৎ
জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি ত্বদ্রূপং পরমেশ্বর ॥৪১

তোমার চক্ষুর্দ্বয় রাত্রিদিবা, মস্তক সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মপদ, জটাকলাপ (কেশরাজি) অশেষ সূক্ত (পুরুষ সূক্ত প্রভৃতি) এবং ঘ্রাণ সমস্ত হবিঃ। হে স্রুক্তুণ্ড! (যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদানের পাত্র স্রুক্ তাহার ন্যায় মুখ যাহার) সামস্বরসদৃশ গম্ভীরশব্দকারিন্! প্রাগ্বংশকায়। (সদস্য-যজমানাদির পূর্ব নির্দিস্ট গৃহ—তৎসদৃশ শরীর)! অখিলসত্রসন্ধে (সত্রনামক সকল যজ্ঞবিশেষের মিলনভূমি)! তোমার শ্রবণযুগল ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্মরূপী; হে দেব, সনাতনাত্মন্! ভগবন্! প্রসন্ন হও *।২৫-৩৪

হে অক্ষর বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার পদক্রমে পৃথিবী ব্যাপ্ত, আমরা তোমাকে বিশ্বের আদি ও স্থিতি বলিয়া জানি। তুমিই পরমেশ্বর এবং চরাচর জগতের নাথ। তুমি প্রসন্ন হও। হে নাথ! তোমার দন্তাগ্রস্থিত এই অশেষ ভূমণ্ডল, পদ্মবন-বিলোড়নকারী গজেন্দ্রের দন্তসংলগ্ন পঙ্কলিপ্ত সরোজিনীপত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ অন্তরীক্ষ তোমারই শরীরে ব্যাপ্ত, হে জগদ্ব্যাপ্তি-সমর্থদীপ্তি! (এই জগৎকে ব্যাপ্ত করিবার উপযুক্ত দীপ্তি যাঁহার) বিভো! তুমি বিশ্বের হিতের নিমিত্ত হও। হে জগৎপতে! তুমিই একমাত্র পরমার্থ, অন্য কেহ নাই। এই চরাচর যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমারই মহিমা। তুমি জ্ঞানাত্মা; এই যে মূর্ত্তরূপ দৃস্ট হইতেছে, ইহা তোমার জ্ঞানময় রূপ; কিন্তু অজ্ঞেরা জগৎকে ভূতময় দেখিতেছে। অবুদ্ধিগণ জ্ঞানস্বরূপ এই অখিল জগৎকে অর্থরূপে (স্থূলরূপে) অবলোকন করত মোহসংপ্লবে (সংসারসাগরে) ভ্রমণ করিতেছে। হে পরমেশ্বর। যাঁহারা জ্ঞানবিৎ শুদ্ধচেতা, তাঁহারা অখিল জগৎকে তোমার জ্ঞানাত্মক রূপ বলিয়া দেখেন। হে

*স্রুক্তুণ্ড—স্রুক্ (হোমের কুশী) যাহার তুণ্ড (মুখ)। সামস্বর—সাম (সাম) বেদের স্বর। প্রাগ্বংশকায়—প্রাগ্বংশ হবিঃ স্থানের অগ্রভাগ) যাহার কায়া (শরীরের মধ্যভাগ) অখিলসত্রসন্ধি সমস্ত সত্র দ্বাদশাহাদি যজ্ঞ সকল যাহার সন্ধি শরীরেরগ্রন্থি বা গাঁট। ইষ্টাপূর্ত্তধর্ম্ম—ইষ্ট—যাগাদি কর্ম্ম পূর্ত্ত—খাতাদি কর্ম্ম।

প্রসীদ সর্ব সর্ব্বাত্মন্ ভবায় জগতামিমাম্।
উদ্ধরোর্ব্বীমমেয়াত্মন্ শং নো দেহ্যব্জলোচন ॥৪২
সত্ত্বোদ্রিক্তোঽসি ভগবন্ গোবিন্দ পৃথিবীমিমাম্।
সমুদ্ধর ভবায়েশ শং নো দেহ্যব্জলোচন ॥৪৩
সর্গপ্রবৃত্তির্ভবতো জগতামুপকারিণী।
ভবত্বেষা নমস্তেঽস্তু শং নো দেহ্যব্জলোচন ॥৪৪

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানোঽথ পরমাত্মা মহীধরঃ।
উজ্জহার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং ন্যস্তবাংশ্চ মহার্ণবে ॥৪৫
তস্যোপরি সমুদ্রস্য মহতী নৌরিব স্থিতা।
বিততত্বাচ্চ দেহস্য ন মহী যাতি সংপ্লবম্ ॥৪৬
ততঃ ক্ষিতিং সমাং কৃত্বা
পৃথিব্যাং সোঽপি নোদ্গিরীন্।
যথাবিভাগং ভগবাননাদিঃ পরমেশ্বরঃ ॥৪৭
প্রাক্‌সর্গদগ্ধানখিলান্ পর্ব্বতান্ পৃথিবীতলে।
অমোঘেন প্রভাবেণ সসর্জ্জামোঘবাঞ্ছিতঃ ॥৪৮
ভূবিভাগং ততঃ কৃত্বা সপ্তদ্বীপং যথাতথম্।
ভূরাদ্যাংশ্চতুরো লোকান্ পূর্ব্ববৎ সমকল্পয়ৎ ॥৪৯
ব্রহ্মরূপধরো দেবস্ততোঽসৌ রজসা বৃতঃ।
চকার সৃষ্টিং ভগবাংশ্চতুর্ব্বক্ত্রধরো হরিঃ ॥৫০
নিমিত্তমাত্রমেবাসীৎ সৃজ্যানাং সৃষ্টিকর্ম্মণি।
প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ ॥৫১
নিমিত্তমাত্রং মুক্ত্বৈকং নান্যং কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে।
নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্ ॥৫২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্ব! প্রসন্ন হও; হে অমেয়াত্মন্ পদ্মলোচন! জগতের নিবাসের নিমিত্ত এই পৃথিবীর উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে সুখদান কর। হে ভগবন্ গোবিন্দ! তুমি সত্ত্বগুণেপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছ, জগতের উদ্ভবের নিমিত্ত এই পৃথিবীকে উদ্ধার কর; হে পদ্মলোচন ঈশ্বর! আমাদিকে কল্যাণ দান কর। তোমার সৃষ্টিপ্রবৃত্তি জগতের উপকারিণী হউক। হে পদ্মলোচন! তোমাকে নমস্কার আমাদিগকে সুখী কর।৩৫-৪৪

পরাশর কহিলেন, পরমাত্মা মহীধর এইরূপে স্তুত হইয়া—ক্ষিতিকে শীঘ্র উত্থাপিত এবং মহার্ণবে ন্যস্ত করিলেন। দেহের বিস্তৃতির জন্য পৃথিবী নিমগ্না না হইয়া সেই সমুদ্রের উপর মহতী নৌকার ন্যায় ভাসিতে লাগিল। তদনন্তর অনাদি পরমেশ্বর পৃথিবীকে সমান করিয়া, যথাবিভাগে পর্ব্বতসকল স্থাপিত করিলেন। সেই অব্যর্থ বাঞ্ছাময় অমোঘপ্রভাবে পূর্ব্ব সৃষ্টিতে দগ্ধ অখিল পর্ব্বতকে পৃথিবীতলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর সপ্তদ্বীপে যথাযথ ভূবিভাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ ভূরাদি চতুর্লোক কল্পনা করিলেন। এই ব্রহ্মরূপধারী দেব রজোগুণাবৃত ভগবান্ চতুর্ম্মুখ হরি তৎপরে সৃষ্টি করিলেন। তিনি সৃজ্য সকলের সৃষ্টিকর্ম্মে নিমিত্তমাত্র হইলেন, যেহেতু সৃজ্য বস্তুর শক্তিই সৃজন বিষয়ে প্রধানকারণ। হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! সৃজনকার্য্যে নিমিত্তমাত্র ভিন্ন অন্য কিছুরই অপেক্ষা দেখা যায় না। বস্তুসকল স্ব-শক্তি দ্বারাই বস্তুতা প্রাপ্ত হয়।৪৫-৫২

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

দেবাদীনাং সৃষ্টিকথনম্ ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবর্ষি-পিতৃ-দানবান্ ।
মনুষ্য-তির্য্যগ্-বৃক্ষাদীন্ ভূ-ব্যোম-সলিলৌকসঃ ॥১

যদ্‌গুণং যৎস্বরূপঞ্চ যৎস্বভাবং জগদ্ দ্বিজ ।
সর্গাদৌ সৃষ্টবান্ ব্রহ্মা তান্ মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ ॥২

পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয় কথয়াম্যেষ শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ।
যথা সসর্জ্জ দেবোঽসৌ দেবাদীনখিলান্ প্রভুঃ ॥৩

সৃষ্টিং চিন্তয়তস্তস্য কল্পাদিষু যথা পুরা ।
অবুদ্ধিপূর্ব্বকঃ সর্গঃ প্রাদুর্ভূতস্তমোময়ঃ ॥৪

তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ ।
অবিদ্যা পঞ্চপর্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥৫

পঞ্চধাবস্থিতঃ সর্গো ধ্যায়তোঽপ্রতিবোধবান্ ।
বহিরন্তোঽপ্রকাশশ্চ সংবৃতাত্মা নগাত্মকঃ ॥৬

মুখ্যা নগা যতশ্চোক্তা মুখ্যসর্গস্ততস্ত্বয়ম্ ।
তং দৃষ্ট্বাঽসাধকং সর্গমমন্যদপরং পুনঃ ॥৭

যস্মাৎ তির্য্যক্ প্রবৃত্তঃ স তির্য্যক্‌স্রোতাস্ততঃ স্মৃতঃ
তস্যাভিধ্যায়তঃ সর্গং তির্য্যক্‌স্রোতাভ্যবর্ত্তত ॥৮

পশ্বাদয়স্তে বিখ্যাতাস্তমঃপ্রায়া হ্যবেদিনঃ ।
উৎপথগ্রাহিণশ্চৈব তেঽজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ ॥৯

অহঙ্কৃতা অহম্মানা অষ্টাবিংশদ্বধাত্মকাঃ ।
অন্তঃপ্রকাশাস্তে সর্বে আবৃতাশ্চ পরস্পরম্ ॥১০

তমপ্যসাধকং মত্বা ধ্যায়তোঽন্যস্ততোঽভবৎ ।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্তৃতীয়স্তু সাত্ত্বিকোর্দ্ধমবর্ত্তত ॥১১

তে সুখপ্রীতিবহুলা বহিরন্তস্ত্বনাবৃতাঃ ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ ঊর্দ্ধস্রোতোভবাঃ স্মৃতাঃ ॥১২

পঞ্চম অধ্যায়

[দেবাদির সৃষ্টিকথন ।]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে দ্বিজ ! দেব ব্রহ্মা যেরূপে দেবর্ষি, পিতৃ, দানব, মনুষ্য, তির্য্যক্—পশু পক্ষী প্রভৃতি, বৃক্ষাদি, ভূ-আকাশ-জলবাসীদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং আদিতে জগৎকে সৃষ্টির যে যে গুণ, যে যে রূপ ও যে যে স্বভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমাকে তত্ত্বতঃ বলুন ।১-২

পরাশর বলিলেন, হে মৈত্রেয় ! এই দেব প্রভু যে প্রকারে দেবাদি সকলের সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। পুরাকালে কল্পাদিতে যেরূপ সৃষ্টি ছিল, তিনি তাহা চিন্তা করিতে থাকিলে অবুদ্ধিপূর্ব্বক তমোময় সর্গ প্রাদুর্ভূত হইল। উহা পাঁচ প্রকার ; যথা—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র,—এই পঞ্চপর্বা অবিদ্যা প্রাদুর্ভূত হইল *। তিনি সৃষ্টি বিষয়ে ধ্যান করায় প্রতিবোধ (জ্ঞান)-রহিত, বাহির ও অভ্যন্তরে প্রকাশ বর্জ্জিত ও সংবৃতাত্মা (মূঢ়স্বভাব) নগাত্মক সৃষ্টি হইল। নগ (স্থাবর)-সকল মুখ্য (ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি), এজন্য ইহার নাম মুখ্য সর্গ। তাহাকে (উদ্দেশ্যের) অসাধক দেখিয়া পুনঃ অন্যবিধ সৃষ্টির জন্য ধ্যান করিলেন ; তাহাতে তির্য্যক্‌স্রোতা উৎপন্ন হইল। এই সৃষ্টি তির্য্যক্‌প্রবৃত্ত (কেবল আহার ও সঞ্চারের জন্য জীবিত) বলিয়া তির্য্যক্‌স্রোতা নামে খ্যাত। তাহারা সকলেই তমঃপ্রায়, অবেদী (অনুসন্ধানশূন্য),

* তমঃ—দেহাদিতে আত্মাভিমান। মোহ—পুত্রাদিতে স্বাম্যভিমান। মহামোহ—শব্দাদিভোগস্পৃহা। তামিস্র—তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধ, অন্ধতামিস্র—বিনাশশঙ্কায় নিত্য তাহার রক্ষায় অভিনিবেশ।

তুষ্টাত্মনস্তৃতীয়স্ত দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
তস্মিন্ সর্গেঽভবৎ প্রীতির্নিষ্পন্নে ব্রহ্মণস্তদা ॥১৩
ততোঽন্যং স তদা দধ্যৌ সাধকং সর্গমুত্তমম্।
অসাধাকাংস্তু তান্ জ্ঞাত্বা মুখ্যসর্গাদিসম্ভবান্ ॥১৪
তথাভিধ্যায়তস্তস্য সত্যাভিধ্যায়িনস্ততঃ।
প্রাদুর্বভূব চাব্যক্তাদর্বাক্স্রোতস্তু সাধকম্ ॥১৫
যস্মাদর্বাক্ প্রবর্ত্তন্তে ততোঽর্বাক্স্রোতসস্তু তে।
তে চ প্রকাশবহুলাস্তমোদ্রিক্তা রজোঽধিকাঃ ॥১৬
তস্মাৎ তে দুঃখবহুলা ভূয়োভূয়শ্চ কারিণঃ।
প্রকাশা বহিরন্তশ্চ মনুষ্যাঃ সাধকাশ্চ তে ॥১৭
ইত্যেতে কথিতাঃ সর্গাঃ ষড়ত্র মুনিসত্তম।
প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্তু সঃ ॥১৮
তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়শ্চ ভূতসর্গস্তু স স্মৃতঃ।
বৈকারিকস্তৃতীয়স্তু সর্গ ঐন্দ্রিয়কঃ স্মৃতঃ ॥১৯
ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সম্ভূতো বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ।
মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥২০
তির্য্যক্স্রোতাস্তু যঃ প্রোক্তস্তৈর্য্যগ্‌যোন্যঃ স উচ্যতে।
ঊর্দ্ধস্রোতাস্ততঃ ষষ্ঠো দেবসর্গস্তু স স্মৃতঃ ॥২১
ততোঽর্বাক্স্রোতসঃ সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ।
অষ্টমোঽনুগ্রহঃ সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসশ্চ সঃ ॥২২
পঞ্চৈতে বৈকৃতাঃ সর্গাঃ প্রাকৃতাস্তু ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চৈব কৌমারো নবমঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩
ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতা নব সর্গাঃ প্রজাপতেঃ।
প্রাকৃতা বৈকৃতাশ্চৈব জগতো মূলহেতবঃ।
সৃজতো জগদীশস্য কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২৪

মৈত্রেয় উবাচ।

সংক্ষেপাৎ কথিতঃ সর্গো দেবাদীনাং মুনে ত্বয়া।
বিস্তরাৎ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো মুনিবরোত্তম ॥২৫

পরাশর উবাচ।

কর্ম্মভির্ভাবিতাঃ পূর্ব্বৈঃ কুশলাকুশলৈস্তু তাঃ।
খ্যাত্যা তয়া হ্যনির্ম্মুক্তাঃ সংহারে হ্যপসংহৃতাঃ ॥২৬

উৎপথগ্রাহী, অজ্ঞানে জ্ঞানমানী, অহঙ্কৃত, 'অহম্' আমিই সব এই প্রকার অভিমানী, অষ্টাবিংশবধাত্মক, অন্তঃপ্রকাশ এবং পরস্পর অজ্ঞানে আবৃত পশু প্রভৃতি।৩-১০

তাহাদিগকেও অসাধক বিবেচনা করিয়া অন্য সৃষ্টি ধ্যান করিলে ঊর্দ্ধবাসী ঊর্দ্ধস্রোতা সাত্ত্বিক তৃতীয় সর্গ হইল। তাহারা সুখপ্রীতিবহুল, বহিরন্তঃ অনাবৃত (অতএব) বহিরন্তঃপ্রকাশ। এই সৃষ্টি তুষ্টাত্মা ব্রহ্মার তৃতীয় দেব-সর্গ নামে স্মৃত; তাহা নিষ্পন্ন হইলে ব্রহ্মার প্রীতি জন্মিয়াছিল। তদনন্তর তিনি মুখ্য সর্গাদিসম্ভব সকলকে অসাধক জানিয়া অপর উত্তম সাধক সর্গ ধ্যান করিলেন। সত্য-ধ্যানপরায়ণ তিনি এইরূপ ধ্যান করিলে অব্যক্ত মায়া হইতে অর্ব্বাক্স্রোতা সাধক (মনুষ্য) প্রাদুর্ভূত হইল। অর্ব্বাক্ (অধঃ) প্রবিষ্ট আহারে জীবিত বলিয়া অর্ব্বাক্স্রোত বলা যায়। তাহারা প্রকাশবহুল, তমোদ্রিক্ত ও রজোঽধিক; এই হেতু মনুষ্যেরা দুঃখবহুল, ভূয়োভূয়ঃ কর্ম্মকারী, বহিরন্তঃ-প্রকাশসাধক। হে মুনিসত্তম! এই ষড়্‌বিধ সৃষ্টি কথিত হইল। মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি বলিয়া জানিবে। তন্মাত্রাসকলের সৃষ্টি দ্বিতীয়, তাহা ভূতসর্গ নামে স্মৃত। বৈকারিক তৃতীয় সর্গ, তাহা ঐন্দ্রিয়ক শব্দে কথিত। এই ত্রিবিধ সর্গ অবুদ্ধিপূর্ব্বক (অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতি হইতে) সম্ভূত। মুখ্য স্থাবর সর্গ চতুর্থ। তির্য্যক্স্রোতা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা তির্য্যক্‌যোনি নামে কথিত পঞ্চম সর্গ। তৎপরে ঊর্দ্ধস্রোতা ষষ্ঠ; তাহা দেবসর্গ বলিয়া খ্যাত। তদনন্তর অর্ব্বাক্স্রোতা মানুষ সর্গ সপ্তম। অষ্টম সর্গের নাম অনুগ্রহ, ইহা সাত্ত্বিক ও তামস। এই পঞ্চ সর্গ বৈকৃত এবং পূর্ব্বোক্ত সর্গত্রয় প্রাকৃত; প্রাকৃত ও বৈকৃত যোগে সর্গ অষ্টবিধ। সনৎকুমারাদি সর্গ নবম। এই সকল সর্গ জগতের মূল হেতু। প্রজাপতির এই নব সর্গ বর্ণিত হইল, জগদীশ্বরের সৃষ্টির বিষয়ে অন্য কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ১১-২৪

স্থাবরান্তাঃ সুরাদ্যাস্তু প্রজা ব্রহ্মংশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বতঃ সৃষ্টিং জজ্ঞিরে মানসাস্তু তাঃ ২৭
ততো দেবাসুরপিতৄন্ মানুষাংশ্চ চতুষ্টয়ম্।
সিসৃক্ষুরম্ভাংস্যেতানি স্বমাত্মানমযুযুজৎ ॥২৮
যুক্তাত্মনস্তমোমাত্রা উদ্রিক্তাভূৎ প্রজাপতেঃ।
সিসৃক্ষোর্জঘনাৎ পূর্ব্বমসুরা জজ্ঞিরে ততঃ ॥২৯
উৎসসর্জ্জ ততস্তাস্তু তমোমাত্রাত্মিকাং তনুম্।
সা তু ত্যক্তা তনুস্তেন মৈত্রেয়াভূদ্ বিভাবরী ॥৩০
সিসৃক্ষুরন্যদেহস্থঃ প্রীতিমাপ ততঃ সুরাঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তাঃ সমুদ্ভূতা মুখতো ব্রহ্মণো দ্বিজ ॥৩১
ত্যক্তা সা তু তনুস্তেন সত্ত্বপ্রায়মভূদ্ দিনম্।
ততো হি বলিনো রাত্রাবসুরা দেবতা দিবা ॥৩২
সত্ত্বমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
পিতৃবন্মন্যমানস্য পিতরস্তস্য জজ্ঞিরে ॥৩৩

উৎসসর্জ্জ পিতৄন্ সৃষ্ট্বা ততস্তামপি স প্রভুঃ
সা চোৎসৃষ্টাঽভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতিঃ ॥৩৪
রজোমাত্রাত্মিকামন্যাং জগৃহে স তনুং ততঃ।
রজোমাত্রোৎকটা জাতা মনুষ্যা দ্বিজসত্তম ॥৩৫
তামপ্যাশু স তত্যাজ তনুং সদ্যঃ প্রজাপতিঃ।
জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে ॥৩৬
জ্যোৎস্নায়ামেব বলিনো মনুষ্যাঃ পিতরস্তথা।
মৈত্রেয় সন্ধ্যাসময়ে তস্মাদেতে ভবন্তি বৈ ॥৩৭
জ্যোৎস্না রাত্র্যহনী সন্ধ্যা চত্বার্য্যেতানি বৈ প্রভোঃ।
ব্রহ্মণস্তু শরীরাণি ত্রিগুণোপাশ্রয়াণি তু ॥৩৮
রজোমাত্রাত্মিকামেব ততোঽন্যাং জগৃহে তনুম্।
ততঃ ক্ষুদ্‌ব্রহ্মণো জাতা জজ্ঞে কোপস্তয়া ততঃ ॥৩৯
ক্ষুৎক্ষামানন্ধকারেঽথ সোঽসৃজদ্ ভগবাংস্ততঃ।
বিরূপাঃ শ্মশ্রুলা জাতাস্তেঽভ্যধাবংস্ততঃ প্রভুম্ ॥৪০

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনিবরোত্তম! আপনি সংক্ষেপে দেবাদির সৃষ্টি কহিলেন, কিন্তু আপনার নিকট বিস্তার রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। পরাশর বলিলেন, প্রজাসকল শুভাশুভ প্রাক্তন কর্ম্মে অভিভাবিত, এজন্য তাহারা প্রলয়কালে সুপ্তবৎ স্থিত হইলেও সেই খ্যাতি (তত্তৎ কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধি) তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করে না। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে সুরাদি স্থাবরান্ত চতুর্ব্বিধ প্রজা পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি (সংস্কার) সহ উৎপন্ন হইল। ইহারা সকলেই মানস; কারণ, ব্রহ্মার ধ্যানমাত্রে ইহাদের উৎপত্তি হয়। অনন্তর তিনি দেব, অসুর, পিতৃ ও মানুষ 'অন্ত-সংজ্ঞ' এই প্রজাচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে স্বকীয় শরীর যোজনা করিলেন। প্রজাপতি এইরূপে যুক্তাত্মা হইলে, (সৃষ্ট-সকলের অদৃষ্টবশতঃ) তমোমাত্রা উদ্রিক্ত হইল এবং সিসৃক্ষু ব্রহ্মার জঘন হইতে প্রথমে অসুরগণ জন্মিল। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর তিনি সেই তমোমাত্রাত্মিকা তনু (তমোময়ভাব) ত্যাগ করিলেন, সেই তমোমাত্রাত্মিকা পরিত্যক্ত হইয়া বিভাবরী হইয়া গেল। হে দ্বিজ! তখন সিসৃক্ষু ব্রহ্মা অন্যদেহস্থ (সাত্ত্বিকভাবে স্থিত) হইয়া প্রীত হইলেন। তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে সত্ত্বোদ্রিক্ত সুরগণ সমুদ্ভূত হইল। তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই তনু সত্ত্বপ্রায় দিন হইয়া গেল। এইজন্য অসুরেরা রাত্রিতে ও দেবগণ দিবায় বলবান্। অনন্তর সত্ত্ব-মাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার পার্শ্ব হইতে পিতৃগণ জন্মিলেন। প্রভু পিতৃগণের সৃষ্টি করিয়া সেই তনু ত্যাগ করিলে, উহা পরিত্যক্ত হইয়া দিবারাত্রির অন্তর্বর্ত্তিনী সন্ধ্যা হইয়া গেল। হে দ্বিজসত্তম! তখন তিনি রজোমাত্রাত্মিকা অন্য তনু গ্রহণ করিলেন, তাহাতে রজোগুণপ্রধান মনুষ্যেরা জন্মিল। প্রজাপতি সেই দেহকে সদ্য ত্যাগ করিলেন; তাহা জ্যোৎস্না হইয়া গেল, যাহাকে প্রাক্‌সন্ধ্যা (প্রাতঃকাল) বলা হয়। হে মৈত্রেয়! এইজন্যই মনুষ্যসকল প্রাতঃকালে ও পিতৃগণ সন্ধ্যার সময় বলশালী হন্। জ্যোৎস্না, রাত্রি, দিন ও সন্ধ্যা এই চারিটী প্রভু ব্রহ্মার ত্রিগুণাশ্রিত শরীর।২৫-৩৮

তাহার পর রজোমাত্রাপ্রধান অন্য তনুগ্রহণ করিলে

মৈবং ভো রক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তু তে
ঊচুঃ খাদাম ইত্যন্যে যে তে যক্ষাস্তু যক্ষণাৎ ॥৪১
অপ্রিয়ানথ তান্ দৃষ্ট্বা কেশাঃ শীর্য্যন্ত বেধসঃ।
হীনাশ্চ শিরসো ভূয়ঃ সমারোহন্ত তচ্ছিরঃ ॥৪২
সর্পণাৎ তেঽভবন্ সর্পা হীনত্বাদহয়ঃ স্মৃতাঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো জগৎস্রষ্টা ক্রোধাত্মনো বিনির্ম্মমে ॥৪৩
বর্ণেন কপিশেনোগ্রা ভূতাস্তে পিশিতাশনাঃ।
ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্বাস্তস্য তৎক্ষণাৎ ॥৪৪
পিবন্তো জজ্ঞিরে বাচং গন্ধর্বাস্তেন তে দ্বিজ।
এতানি সৃষ্ট্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তচ্ছক্তিনোদিতঃ ॥৪৫
ততঃ স্বচ্ছন্দতোঽন্যানি বয়াংসি বয়সোঽসৃজৎ।
অবয়ো বক্ষসশ্চক্রে মুখতোঽজাঃ স সৃষ্টবান্ ॥৪৬
সৃষ্টবানুদরাদ্ গাশ্চ পার্শ্বাভ্যাঞ্চ প্রজাপতিঃ।
পদ্ভ্যামশ্বান্ স মাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগান্ ॥৪৭
উষ্ট্রানশ্বতরাংশ্চৈব ন্যঙ্কূনন্যাংশ্চ জাতয়ঃ।
ওষধ্যঃ ফলমূলিন্যো রোমভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে ॥৪৮
ত্রেতাযুগমুখে ব্রহ্মা কল্পস্যাদৌ দ্বিজোত্তম।
সৃষ্ট্বা পশ্বোষধীঃ সম্যগ্ যুযোজ স তদাধ্বরে ॥৪৯
গৌরজঃ পুরুষা মেষা অশ্বা অশ্বতরাঃ খরাঃ।
এতান্ গ্রাম্যান্ পশূন্ প্রাহুরারণ্যাংশ্চ নিবোধ মে ॥৫০
শ্বাপদো দ্বিখুরো হস্তী বানরঃ পক্ষিপঞ্চমঃ।
ঔদকাঃ পশবঃ ষষ্ঠাঃ সপ্তমাস্তু সরীসৃপাঃ ॥৫১
গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎস্তোমং রথন্তরম্।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্ মুখাৎ ॥৫২
যজূংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দস্তোমং পঞ্চদশং তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্ মুখাৎ ॥৫৩
সামানি জগতীচ্ছন্দঃস্তোমং সপ্তদশং তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্ মুখাৎ ॥৫৪

ব্রহ্মার ক্ষুধা ও কোপ জন্মিল; সেই ভগবান্ ক্ষুধাব্যাপ্ত হইয়া অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করিলেন, তাহারা বিরূপ ও শ্মশ্রুল। তারপর তাহারা প্রভুকে ভক্ষণ করিতে ধামমান হইল। তন্মধ্যে যাহারা কহিল; ওহে এরূপ করিও না, ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা বলিল, খাইতেছি, তাহারা যক্ষণ (ভক্ষণের প্রবৃত্তি) জন্য যক্ষ নামে খ্যাত। সেই অপ্রিয় সকলকে দেখিয়া বেধার শিরঃসকল কেশহীন হইয়া পুনর্ব্বার কেশ তাঁহার মস্তকে আরোহণ করিল। সর্পণ (মস্তকে আরোহণ) জন্য তাহারা সর্প হইল এবং হীনত্ব হেতু উহাদের নাম অহি। তখন জগৎস্রষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ক্রোধাত্মক করিলেন। উহারা কপিশবর্ণ, উগ্র ও মাংসাশী হইল। তৎপরে তাঁহার শরীর হইতে তৎক্ষণাৎ গন্ধর্ব্বের উৎপত্তি হইল; হে দ্বিজ! ইহারা গো (বাক্য বা গীতি) ধয়ন উচ্চারণ বা গান করিতে করিতে জন্মিল বলিয়া গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই বিষ্ণুর শক্তিদ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকলের সৃষ্টি পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দতঃ (সেই সেই কর্ম্ম করিবার সময়ে যথোপযুক্ত নিজ বুদ্ধি দ্বারা) বয়স হইতে বয়ঃ (পক্ষিজাতি), বক্ষঃ হইতে অবয় (মেষজাতি) ও মুখ হইতে অজের সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি উদর ও পার্শ্বদ্বয় হইতে গোজাতি এবং পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, শরভ, গবয়, মৃগ, উষ্ট্র, অশ্বতর, ন্যঙ্কু (হরিণবিশেষ) ও অন্যান্য তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার লোম হইতে ফলমূলশালী ওষধি জন্মিল। হে দ্বিজোত্তম! তিনি কল্পাদিতে পশু ও ওষধির সৃষ্টি করিয়া পরে ত্রেতাযুগমুখে (আরম্ভকালে) উহাদিগকে যজ্ঞে যোজনা করিলেন। গো, অজ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ও খর এই সকলকে গ্রাম্যপশু কহা যায়। আরণ্যগণের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর; শ্বাপদ (ব্যাঘ্রাদি), দ্বিক্ষুর, হস্তী, বানর, পক্ষী, ঔদক (কূর্ম্মাদি) ও সরীসৃপ সর্প প্রভৃতি।৩৯-৫১

প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঋক্, ত্রিবৃৎস্তোম, রথন্তর ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ নির্ম্মাণ করিলেন। দক্ষিণ মুখ হইতে যজুঃ, পঞ্চদশ ত্রৈষ্টুভচ্ছন্দস্তোম, বৃহৎসাম ও উক্থ (যজ্ঞ বিশেষ) সৃজন করিলেন; পশ্চিমমুখ হইতে সকল সাম, সপ্তদশ জগতীচ্ছন্দস্তোম, বৈরূপ ও অতিরাত্র (যজ্ঞ

একবিংশমথর্বাণমাপ্তোর্যামাণমেব চ।
অনুষ্টুভং স বৈরাজম্ উত্তরাদসৃজন্ মুখাৎ ॥৫৫
উচ্চাবচানি ভূতানি গাত্রেভ্যস্তস্য জজ্ঞিরে।
দেবাসুরপিতৄন্ সৃষ্ট্বা মনুষ্যাংশ্চ প্রজাপতিঃ ॥৫৬
ততঃ পুনঃ সসর্জ্জাদৌ স কল্পস্য পিতামহঃ।
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্বাংস্তথৈবাপ্সরসাং গণান্ ॥৫৭
নর-কিন্নর-রক্ষাংসি বয়ঃ-পশু-মৃগোরগান্।
অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমম্ ॥৫৮
তৎ সসর্জ্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃদ্ বিভুঃ।
তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে॥৫৯
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে ॥৬০

ইন্দ্রিয়ার্থেষু ভূতেষু শরীরেষু চ স প্রভুঃ।
নানাত্বং বিনিয়োগঞ্চ ধাতৈব ব্যসৃজৎ স্বয়ম্ ॥৬১
নাম-রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাঞ্চকার সঃ ॥৬২
ঋষীণাং নামধেয়ানি যথা বেদশ্রুতানি বৈ।
যথা নিয়োগযোগ্যানি সর্বেষামপি সোঽকরোৎ ॥৬৩
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥৬৪
করোত্যেবংবিধাং সৃষ্টিং কল্পাদৌ স পুনঃ পুনঃ।
সিসৃক্ষাশক্তিযুক্তোঽসৌ সৃজ্যশক্তিপ্রচোদিতঃ ॥৬৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

বিশেষ) সৃজন করিলেন। উত্তরমুখ হইতে একবিংশ অনুষ্টুভ-ছন্দস্তোম, অথর্ববেদ, সোমসংস্থা ও বৈরাজ (যজ্ঞ বিশেষ) সৃজন করিলেন। তাঁহার গাত্র হইতে ছোট বড় সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে। আদিকৃৎ (প্রথম কর্ম্মকারী) ভগবান্ বিভু প্রজাপতি দেব, অসুর, পিতৃ ও মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়া কল্পের আদিতে পুনর্ব্বার যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নর, কিন্নর, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৃগ ও উরগ প্রভৃতি প্রবাহরূপে নিত্য অথচ (ধ্বংসশীল) অনিত্য স্থাবর-জঙ্গমময় এই সমুদয় জগতের সৃজন করিয়াছেন। প্রাক্সৃষ্টিতে যাহার যাহা কর্ম্ম ছিল, পুনঃ পুনঃ সৃজ্যমান হইয়াও সে তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিল; হিংস্রাহিংস্র, মৃদুক্রূর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ঋত (সত্য) অনৃত (অসত্য) প্রভৃতি ভাব প্রাপ্ত হইল, এজন্য সেই সেই ভাবেই তাহাদের অভিরুচি। এইরূপে সেই বিধাতাই ইন্দ্রিয়ার্থ (আহারাদি) ভূত (জীব) ও শরীরের বিষয় নানারূপ বিনিয়োগ করিলেন। তিনি বেদানুসারে দেবতাদিগের নাম ও কার্য্যবিভাগ নিরূপণ করিলেন; ঋষিসকলকে যিনি যে কর্ম্মের যোগ্য ও বেদে যেরূপ যাঁহার নাম শ্রুত হইয়াছে, সেইরূপ নাম দিলেন। ঋতুর পর্য্যায় (পুনরাবৃত্তি) হইলে যেমন পূর্ব্ববৎ ঋতু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যুগাদিতে দেবাদিতে দেবাদিভাবের উৎপত্তিও সেইরূপ। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা কল্পাদিতে সৃজ্যশক্তিপ্রেরিত হইয়া এই প্রকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন।৫২-৬৫

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

[চাতুর্বর্ণ্যসৃষ্টিঃ, চাতুর্বর্ণস্থাননিরূপণঞ্চ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

অর্বাক্স্রোতস্তু কথিতো ভবতা যস্তু মানুষঃ ।
ব্রহ্মন্ বিস্তরতো ব্রূহি ব্রহ্মা তমসৃজদ্ যথা ॥১
যথা চ বর্ণানসৃজদ্ যদ্গুণাংশ্চ মহামুনে ।
যচ্চ তেষাং স্মৃতং কর্ম্ম বিপ্রাদীনাং তদুচ্যতাম্ ॥২

পরাশর উবাচ ।

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণো জগৎ
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ ॥৩
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তাস্তথা বৈ ব্রহ্মণোঽভবন্ ।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুজাঃ ॥৪
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম ।
তমঃপ্রধানাস্তাঃ সর্বাশ্চাতুর্বর্ণ্যমিদং ততঃ ॥৫
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম ।
পাদোরু-বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতাঃ ॥৬
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সর্বমেতদ্ ব্রহ্মা চকার বৈ ।
চাতুর্বর্ণ্যং মহাভাগ যজ্ঞসাধনমুত্তমম্ ॥৭
যজ্ঞৈরাপ্যায়িতা দেবা বৃষ্ট্যুৎসর্গেণ বৈ প্রজাঃ ।
আপ্যায়য়ন্তে ধর্ম্মজ্ঞ যজ্ঞাঃ কল্যাণহেতবঃ ॥৮
নিষ্পাদ্যন্তে নরৈস্তৈস্তু স্বধর্ম্মাভিরতৈস্ততঃ ।
বিশুদ্ধাচরণোপেতৈঃ সদ্ভিঃ সম্মার্গগামিভিঃ ॥৯
স্বর্গাপবর্গৌ মানুষ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তি নরা মুনে ।
যথাভিরুচিতং স্থানং তদ্ যান্তি মনুজা দ্বিজ ॥১০
প্রজাস্তা ব্রহ্মণা সৃষ্টাশ্চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থিতৌ ।
সম্যক্শ্রদ্ধাসমাচার-প্রবণা মুনিসত্তম ॥১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

[চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি এবং চতুর্বর্ণের স্থান নিরূপণ ।]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে ব্রহ্মন্! আপনি অর্ব্বাকস্রোতা মানুষের কথা বলিলেন; তাহাকে ব্রহ্মা যে প্রকারে সৃষ্টি করিলেন, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। যে যে গুণবিশিষ্ট করিয়া বর্ণসকলের সৃজন করিয়াছেন এবং সেই বিপ্রাদি বর্ণের যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সত্যধ্যানপরায়ণ জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে সত্ত্বগুণবহুল প্রজাগণ জন্মিয়াছে। বক্ষঃ হইতে রজোগুণ-প্রধান প্রজাসকল উৎপন্ন এবং রজঃ ও তমোগুণসম্পন্ন প্রজাগণ উরুদেশ হইতে জাত।১-৪

হে দ্বিজসত্তম! ব্রহ্মা পাদদ্বয় হইতে তমঃপ্রধান অন্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতেই এই চাতুর্ব্বর্ণ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মুখ, বক্ষঃস্থল, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন। হে মহাভাগ! ব্রহ্ম যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্তই এই উত্তম যজ্ঞসাধন চাতুর্ব্বর্ণ্য করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! দেবগণ যজ্ঞে আপ্যায়িত হইয়া বৃষ্টিবর্ষণ দ্বারা প্রজাসকলকে আপ্যায়িত করেন। যজ্ঞ কল্যাণের হেতু। স্বধর্ম্মনিরত শুদ্ধাচারী সন্মার্গগামী সৎ নরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞ নিষ্পাদিত হয়। হে মুনে! যজ্ঞ হইতে মনুষ্য স্বর্গ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়েন এবং যথাভিমত স্থানে গমন করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম! ব্রহ্মা চাতুর্ব্বর্ণ্য-নিয়মরক্ষার নিমিত্ত সম্যক্ শ্রদ্ধার সহিত আচার সম্পন্ন, ইচ্ছামত বাসনিরত, সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিত, শুদ্ধান্তঃকরণ এবং শুদ্ধ ও সর্ব্বানুষ্ঠানে নির্ম্মল সেই প্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহাদের মন শুদ্ধ হইলে এবং শুদ্ধান্তঃকরণে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত হইলে শুদ্ধজ্ঞান জন্মে; তদ্দ্বারা তাঁহারা বিষ্ণুপদ দেখিতে পান। হে মৈত্রেয়!

যথেচ্ছাবাসনিরতাঃ সর্ববাধাবিবর্জ্জিতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শুদ্ধাঃ সর্বানুষ্ঠাননির্ম্মলাঃ ॥১২
শুদ্ধে চ তাসাং মনসি শুদ্ধেঽন্তঃসংস্থিতে হরৌ।
শুদ্ধং জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি বিষ্ণ্বাখ্যং যেন তৎপদম্ ॥১৩
ততঃ কালাত্মকো যোঽসৌ স চাংশঃ কথিতো হরেঃ।
স পাতয়ত্যঘং ঘোরমল্পমল্পাল্পসারবৎ ॥১৪
অধর্ম্মবীজসম্ভূতং তমোলোভসমুদ্ভবম্।
প্রজাসু তাসু মৈত্রেয় রাগাদিকমসাধকম্ ॥১৫
ততঃ সা সহসা সিদ্ধিস্তেষাং নাতীব জায়তে।
রসোল্লাসাদয়শ্চান্যাঃ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ ভবন্তি যাঃ ॥১৬
তাসু ক্ষীণাস্বশেষাসু বর্দ্ধমানে চ পাতকে।
দ্বন্দ্বাভিভবদুঃখার্ত্তাস্তা ভবন্তি ততঃ প্রজাঃ ॥১৭
ততো দুর্গাণি তাশ্চক্রুর্বাক্ষং পার্বতমৌদকম্।
কৃত্রিমঞ্চ তথা দুর্গং পুরং খর্বটকাদিকম্ ॥১৮
গৃহাণি চ যথান্যায়ং তেষু চক্রুঃ পুরাদিষু।
শীতাতপাদিবাধানাং প্রশমায় মহামুনে ॥১৯
প্রতীকারমিদং কৃত্বা শীতাদেস্তাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
বার্ত্তোপায়ং ততশ্চক্রুর্হস্তসিদ্ধিঞ্চ কর্ম্মজাম্ ॥২০

ব্রীহয়শ্চ যবাশ্চৈব গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গবো হ্যুদারাশ্চ কোরদূষাঃ সচীনকাঃ ॥২১
মাষা মুদ্গা মসূরাশ্চ নিষ্পাবাঃ সকুলত্থকাঃ।
আঢ়ক্যশ্চণকাশ্চৈব শণাঃ সপ্তদশ স্মৃতাঃ ॥২২
ইত্যেতাশ্চৌষধীনান্তু গ্রাম্যাণাং জাতয়ো মুনে।
ওষধ্যো যজ্ঞিয়াশ্চৈব গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ ॥২৩
ব্রীহয়ঃ সযবা মাষা গোধূমা অণবস্তিলাঃ।
প্রিয়ঙ্গুসপ্তমা হ্যেতা অষ্টমাস্তু কুলত্থকাঃ ॥২৪
শ্যামাকাস্ত্বথ নীবারা জর্ত্তিলাঃ স গবেধুকাঃ।
তথা বেণুযবাঃ প্রোক্তাস্তদ্বন্ মর্কটকা মুনে ॥২৫
গ্রাম্যারণ্যাঃ স্মৃতা হ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।
যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে যজ্ঞস্তথাসাং হেতুরুত্তমঃ ॥২৬
এতাশ্চ সহ যজ্ঞেন প্রজানাং কারণং পরম্।
পরাপরবিদঃ প্রাজ্ঞাস্ততো যজ্ঞান্ বিতন্বতে ॥২৭
অহন্যহন্যনুষ্ঠানং যজ্ঞানাং মুনিসত্তম।
উপকারকরং পুংসাং ক্রিয়মাণস্য শান্তিদম্ ॥২৮
যেষান্তু কালরূপোঽসৌ পাপবিন্দুর্মহামতে।
চেতঃসু ববৃধে চক্রুস্তে ন যজ্ঞেষু মানসম্ ॥২৯

তদনন্তর হরির যে কালাত্মক অংশের কথা বলা হইয়াছে, সেই কাল এই সকল প্রজাতে, অল্প অল্প সারবিশিষ্ট অথচ অধর্ম্ম বীজ হইতে উদ্ভূত তমোগুণ ও লোভ হইতে উৎপন্ন ঘোর পাপ প্রবেশ করায়, রাগ (বিষয়াসক্তি) প্রভৃতি এই পাপের মূল এবং ইহা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে।৫-১৫

তাহাতে তাহাদের সেই সহজ সিদ্ধি এবং রসোল্লাসাদি অষ্টসিদ্ধি সম্যক্‌রূপে জন্মে না। সিদ্ধি-সকল ক্ষীণ ও পাতক বর্দ্ধমান হইলে প্রজাসকল পরস্পরের সহিত দ্বন্দ্ব ও পরাভব দুঃখে আর্ত্ত হয়। হে মহামুনে! তৎপরে তাহারা বৃক্ষপরিবেষ্টিত, পর্বত-পরিবেষ্টিত, জলময় প্রভৃতি স্বাভাবিক ও প্রাকারাদি কৃত্রিম দুর্গ, পুর, চতুঃশত গ্রাম, মধ্যস্থপুর (খর্বটক) প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া এবং শীতাতপাদি বাধা প্রশমনের জন্য তাহাতে যথারীতি গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। প্রজাগণ শীতাদির এইরূপ প্রতিকার করিয়া কর্ম্মজাত বার্ত্তা (কৃষি প্রভৃতির) উপায় ও হস্তশিল্পের সিদ্ধি (জীবিকার) সৃষ্টি করিয়াছে। হে মুনে! ব্রীহি, যব, গোধূম, অণু (ক্ষুদ্রধান্য), তিল, প্রিয়ঙ্গু, উদার, কোরদূষ (কোদোধান্য) চীনক, মাষ, মুদগ, মসূর, নিষ্পাব (শিম্ব্যা) কুলত্থক, আঢ়ক্য (অরহর), চণক (ছোলা) ও শণ এই সপ্তদশ জাতীয় ওষধী গ্রাম্য। ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু কুলত্থক, শ্যামাক, নীবার, জর্ত্তিল (বন্য তিল) গবেধুক (দেধান) বেণুযব ও মর্কটক গ্রাম্য ও আরণ্য এই চতুর্দ্দশ ওষধী যজ্ঞীয় (যজ্ঞনিষ্পত্তির নিমিত্ত স্মৃত) এবং যজ্ঞ ইহাদের পরম হেতু (বৃষ্টি দ্বারা উৎপাদক)।১৬-২৬

ইহারা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণের পরম কারণ (বৃদ্ধিহেতু), এজন্য পরাবরবিদ্ প্রাজ্ঞেরা যজ্ঞবিস্তার

বেদবাদাংস্তথা বেদান্ যজ্ঞনিষ্পাদকঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নিন্দমানাস্তে যজ্ঞব্যাসেধকারিণঃ ॥৩০
প্রবৃত্তিমার্গব্যুচ্ছিত্তি-কারিণো বেদনিন্দকাঃ।
দুরাত্মানো দুরাচারা বভূবুঃ কুটিলাশয়াঃ ॥৩১
সংসিদ্ধায়ান্তু বার্ত্তায়াং প্রজা সৃষ্ট্বা প্রজাপতিঃ।
মর্য্যাদাং স্থাপয়ামাস যথাস্থানং যথাগুণম্ ॥৩২
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ ধর্ম্মভৃতাং বর।
লোকাংশ্চ সর্ব্ববর্ণানাং সম্যগ্ ধর্ম্মানুপালিনাম্ ॥৩৩
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥৩৪
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং স্বধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাম্।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুবর্ত্তিনাম্ ॥৩৫
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
স্মৃতং তেষাং মরুৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥৩৬
সপ্তর্ষীণাস্তু যৎ স্থানং স্মৃতং তদ্ বৈ বনৌকসাম্
প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥৩৭
যোগিনামমৃতং স্থানং যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
একান্তিনঃ সদা ব্রহ্মধ্যায়িনো যোগিনো হি যে ॥৩৮
তেষাং তৎ পরমং স্থানং যৎ তু পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ ॥৩৯
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ।
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব-রৌরবৌ ॥৪০
অসিপত্রবনং ঘোরং কালসূত্রমবীচিমৎ।
বিনিন্দকানাং বেদস্য যজ্ঞব্যাঘাতকারিণাম্।
স্থানমেতৎ সমাখ্যাতং স্বধর্ম্মত্যাগিনশ্চ যে ॥৪১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিয়া থাকেন। হে মুনিসত্তম! যজ্ঞসকলের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান মনুষ্যগণের উপকারক এবং ক্রিয়মাণ পঞ্চসূনারূপ পাপের শান্তিপ্রদ। হে মহামতে! যাহাদের অন্তঃকরণে এই কালরূপ পাপবিন্দুর বৃদ্ধি হয়, তাহারা যজ্ঞে মনোযোগ করে না। বেদ, বেদবাদ ও যজ্ঞ-নিষ্পাদক অন্যান্য কর্ম্মের নিন্দা করত তাহারা যজ্ঞ-ব্যাঘাতকারী, প্রবৃত্তিমার্গের উচ্ছেদকর্ত্তা, বেদনিন্দক, দুরাত্মা, দুরাচার এবং কুটিলাশয় হইয়াছে। প্রজা সৃষ্টি করিয়া বার্ত্তা (জীবিকা) সংসিদ্ধ হইলে, প্রজাপতি স্থানানুসারে ও গুণানুসারে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। হে ধাম্মিকশ্রেষ্ঠ! বর্ণ ও আশ্রমসকলের ধর্ম্ম এবং সম্যক্ ধর্ম্মানুপালক সর্ব্ববর্ণের লোকও (স্থান) নিরূপণ করিলেন। প্রাজাপত্য লোক ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণদিগের স্থান স্মৃত হইল। সংগ্রামে অনিবর্ত্তী ক্ষত্রিয়দিগের স্থান ঐন্দ্রলোক। স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী বৈশ্যদিগের স্থান দেবলোক। পরিচর্য্যানুবর্ত্তী শূদ্রজাতির স্থান গন্ধর্ব্বলোক। মরুৎস্থান (জনলোক) অষ্টাশীতিসহস্র ঊর্দ্ধরেতা মুনির স্থান বলিয়া কথিত আছে, তাহাই গুরুবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের স্থান হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে স্থান (তপোলোক), তাহাই বনৌকস (বানপ্রস্থ) দিগের স্থান। গৃহস্থগণের স্থান প্রাজাপত্যলোক। ন্যাসীদিগের স্থান ব্রহ্মলোক। যোগীদিগের স্থান অমৃত, যাহা বিষ্ণুর পরমপদ। যাহারা একান্তী ও সদা ব্রহ্মধ্যায়ী যোগী, তাহাদের সেই পরম স্থান; যাহা জ্ঞানিগণ অবলোকন করেন। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ যাইতেছে ও আসিতেছে, কিন্তু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (অর্থাৎ 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্র) চিন্তকগণের অদ্যাপি পুনরাবৃত্তি নাই। তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মহারৌরব, রৌরব, অসিপত্রবন, ঘোর, কালসূত্র, অবীচিমৎ, এই সকল নরক—বেদবিনিন্দক, যজ্ঞব্যাঘাতকারী ও যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগী, তাহাদের স্থান বলিয়া কথিত আছে।২৭-৪১

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[মানসপ্রজাসৃষ্টিঃ, রুদ্রাদীনাং সৃষ্টিঃ, চতুর্বিধপ্রলয়বর্ণঞ্চ

পরাশর উবাচ।

ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসীঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীরসমুৎপন্নৈঃ কার্য্যৈস্তৈঃ কারণৈঃ সহ ॥১

ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ।
তে সর্ব্বে সমবর্ত্তন্ত যে ময়া প্রাগুদীরিতাঃ ॥২

দেবাদ্যাঃ স্থাবরান্তাশ্চ ত্রৈগুণ্যবিষয়ে স্থিতাঃ।
এবম্ভূতানি সৃষ্টানি চরাণি স্থাবরাণি চ ॥৩

যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্বা ন ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ ॥৪

ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্ ॥৫

নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
সনন্দনাদয়ো যে চ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা ॥৬

ন তে লোকেষ্বসজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাসু তে।
সর্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥৭

তেষ্বেবং নিরপেক্ষেষু লোকসৃষ্টৌ মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মণোঽভূন্মহাক্রোধস্ত্রৈলোক্যদহনক্ষমঃ ॥৮

তস্য ক্রোধাৎ সমুদ্ভূত-জ্বালামালাবিদীপিতম্।
ব্রহ্মণোঽভূৎ তদা সর্বং ত্রৈলোক্যমখিলং মুনে ॥৯

ভ্রুকুটীকুটিলাৎ তস্য ললাটাৎ ক্রোধদীপিতাৎ।
সমুৎপন্নস্তদা রুদ্রো মধ্যাহ্নার্কসমপ্রভঃ ॥১০

অর্দ্ধনারীনরবপুঃ প্রচণ্ডোঽতিশরীরবান্।
বিভজাত্মানমিত্যুক্ত্বা তং ব্রহ্মান্তর্দধে ততঃ ॥১১

তথোক্তোঽসৌ দ্বিধা স্ত্রীত্বং পুরুষত্বং তথাকরোৎ
বিভেদ পুরুষত্বঞ্চ দশধা চৈকধা চ সঃ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়

[মানস প্রজাসৃষ্টি, রুদ্রাদির সৃষ্টি ও চারিপ্রকার প্রলয় বর্ণন।]

পরাশর কহিলেন, তাঁহার ধ্যানে তৎশরীরোৎপন্ন কার্য্যকারণ (দেহেন্দ্রিয়) সহ মানসী প্রজাসকল জন্মিয়াছে। সেই ধীমানের গাত্র হইতে ত্রৈগুণ্য-বিষয়স্থিত দেবাদি ও স্থাবরান্ত ক্ষেত্রজ্ঞসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাদের বিষয় আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। চরাচর সৃষ্টি এবম্ভূত। যখন বুদ্ধিমানের সেই সকল প্রজা (পুত্র পৌত্রাদিক্রমে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, তখন তিনি ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠনামে আত্মসদৃশ অন্য মানস পুত্রগণের সৃজন করিলেন। এই নয় জন পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বিধাতার পূর্বসৃষ্ট সনন্দনাদি সকল লোকে অনাসক্ত, প্রজাবিষয়ে নিরপেক্ষ, আগতজ্ঞান (স্বতঃ প্রাপ্তজ্ঞান), বীতরাগ এবং বিমৎসর। তাঁহারা প্রজাসৃষ্টি বিষয়ে এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে মহাত্মা ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য দহনক্ষম মহাক্রোধ উৎপন্ন হইল। হে মহামুনে! তৎকালে অখিল ত্রৈলোক্য তাঁহার ক্রোধসমুদ্ভূত জ্বালামালায় দীপিত হইয়া উঠিল। তাঁহার ক্রোধদীপিত ভ্রুকুটিকুটিল-ললাট হইতে, মধ্যাহ্নসূর্য্যতুল্য তেজস্বী অর্দ্ধনারীনরবপু বিশালশরীরধারী প্রচণ্ড রুদ্র সমুৎপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা তাঁহাকে "আত্মাকে বিভাগ কর" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।১-১০

সৌম্যাসৌম্যৈস্তথা শান্তাশান্তৈঃ স্ত্রীত্বঞ্চ স প্রভুঃ।
বিভেদ বহুধা দেবঃ স্বরূপৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥১৩
ততো ব্রহ্মাত্মসম্ভূতং পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
আত্মানমেব কৃতবান্ প্রজাপাল্যে মনুং দ্বিজ ॥১৪
শতরূপাঞ্চ তাং নারীং তপোনির্ধূতকল্মষাম্।
স্বায়ম্ভুবো মনুর্দেবঃ পত্নীত্বে জগৃহে বিভুঃ ॥১৫
তস্মাচ্চ পুরুষাদ্ দেবী শতরূপা ব্যজায়ত।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্রসূত্যাকৃতিসংজ্ঞিতম্ ॥১৬
কন্যাদ্বয়ঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞ রূপৌদার্য্যগুণান্বিতম্।
দদৌ প্রসূতিং দক্ষায় তথাকৃতিং রুচেঃ পুরা ॥১৭
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ।
পুত্রো জজ্ঞে মহাভাগ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ ॥১৮
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াস্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে।
যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ স্বায়ম্ভুবে মনৌ ॥১৯
প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিস্তথা।
সসর্জ্জ কন্যাং তাসাস্তু সম্যঙ্নামানি মে শৃণু ॥২০

শ্রদ্ধা লক্ষীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিঃ সিদ্ধিঃ কীর্ত্তিস্ত্রয়োদশ ॥২১
পত্ন্যর্থং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মো দাক্ষায়ণীঃ প্রভুঃ।
তাভ্যঃ শিষ্টা যবীয়স্য একাদশ সুলোচনাঃ ॥২২
খ্যাতিঃ সত্যথ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা।
সন্নীতিশ্চানসূয়া চ ঊর্জ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥২৩
ভৃগুর্ভবো মরীচিশ্চ তথা চৈবাঙ্গিরা মুনিঃ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতুশ্চর্ষিবরস্তথা ॥২৪
অত্রির্বশিষ্ঠো বহ্নিশ্চ পিতরশ্চ যথাক্রমম্।
খ্যাত্যাদ্যা জগৃহুঃ কন্যা মুনয়ো মুনিসত্তম ॥২৫
শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত ॥২৬
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধং বুদ্ধিস্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্ ॥২৭
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত।
সুখং সিদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ ॥২৮

ব্রহ্মা তাঁহাকে এই কথা বলিলে তিনি স্ত্রী ও পুরুষরূপে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন এবং সৌম্যাসৌম্য, শান্তাশান্তরূপে পুরুষকে একাদশবিভাগে ও স্ত্রীকে স্বকীয় সিত ও অসিতরূপে বহুধা বিভক্ত করিলেন। হে দ্বিজ! তদনন্তর ব্রহ্মা প্রজাপালনার্থ আপনাকেই আত্মসম্ভূত মনু করিলেন। বিভু দেব স্বায়ম্ভুব মনু তপস্যাদ্বারা নিষ্পাপ সেই শতরূপা নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! শতরূপাদেবী সেই পুরুষ হইতে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে পুত্রদ্বয় এবং প্রসূতি ও আকূতিনামে রূপ এবং ঔদার্য্যগুণান্বিত কন্যাদ্বয় প্রসব করেন। দক্ষকে প্রসূতি এবং রুচিকে আকূতিকে দান করা হয়। রুচি আকূতিকে গ্রহণ করেন, তাহাতে যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে দাম্পত্য মিথুন জন্মে। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের দ্বাদশ পুত্রের জন্ম হয়। তাহারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাম নামে খ্যাত দেবসকল। দক্ষ প্রসূতিতে চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপাদন করেন; আমার নিকট তাহাদের নাম শ্রবণ কর।১১-২০

শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিদ্ধি এবং কীর্ত্তি এই ত্রয়োদশ। দাক্ষায়ণীকে (দক্ষকন্যাকে) প্রভু ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষম, সন্নীতি, অনসূয়া ঊর্জ্জা, স্বাহা ও স্বধা এই একাদশ কনিষ্ঠকন্যা তাহাদিগের অপেক্ষা শিষ্ট। হে মুনিসত্তম! ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরামুনি, পুলস্ত্য, পুলহ, ঋষিবর ক্রতু, অত্রি, বসিষ্ঠ, বহ্নি এবং পিতৃগণ, ইঁহারা যথাক্রমে খ্যাত্যাদি কন্যা গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধা কামকে, চলা (লক্ষ্মী) দর্পকে প্রসব করেন। ধৃতির আত্মজ নিয়ম। সন্তোষ ও লোভকে প্রসব করেন তুষ্টি এবং পুষ্টি। মেধায় শ্রুত, ক্রিয়ায় দণ্ড, নয় এবং বিনয়ের উৎপত্তি। বোধের জননী বুদ্ধি, বিনয়ের জননী লজ্জা,

কামান্নন্দা সুতং হর্ষং ধর্ম্মপৌত্রমসূয়ত।
হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতম্।
কন্যা চ নিকৃতিস্তাভ্যাং ভয়ং নরকমেব চ ॥২৯
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনস্ত্বিদমেতয়োঃ।
তয়োর্জ্জজ্ঞেঽথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥৩০
বেদনা স্বসুতঞ্চাপি দুঃখং জজ্ঞেঽথ রৌরবাৎ।
মৃত্যোর্ব্যাধি-জরা-শোক-তৃষ্ণা-ক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে ॥৩১
দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ।
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা তে সর্বে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ ॥৩২
রৌদ্রাণি তানি রূপাণি বিষ্ণোর্ম্মুনিবরাত্মজ।
নিত্যপ্রলয়হেতুত্বং জগতোঽস্য প্রয়ান্তি বৈ ॥৩৩
দক্ষো মরীচিরত্রিশ্চ ভৃগ্বাদ্যাশ্চ প্রজেশ্বরাঃ।
জগত্যত্র মহাভাগ নিত্যসর্গস্য হেতবঃ ॥৩৪
মনবো মনুপুত্রাশ্চ ভূপা বীর্য্যধনাশ্চ যে।
সন্মার্গাভিরতাঃ শূরাস্তে নিত্যস্থিতিকারিণঃ ॥৩৫

মৈত্রেয় উবাচ।

যেয়ং নিত্যা স্থিতির্ব্রহ্মন্ নিত্যসর্গস্তথেরিতঃ।
নিত্যাভাবাশ্চ তেষাং বৈ স্বরূপং মম কথ্যতাম্ ॥৩৬

পরাশর উবাচ।

সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাংশ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ।
তৈস্তৈরূপৈরচিন্ত্যাত্মা করোত্যব্যাহতান্ বিভুঃ ॥৩৭
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ।
নিত্যশ্চ সর্বভূতানাং প্রলয়োঽয়ং চতুর্বিধঃ ॥৩৮
ব্রহ্মো নৈমিত্তিকস্তত্র যচ্ছেতে জগতঃ পতিঃ।
প্রযাতি প্রাকৃতে চৈব ব্রহ্মাণ্ডং প্রকৃতৌ লয়ম্ ॥৩৯
জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি।
নিত্যঃ সদৈব জাতানাং যো বিনাশো দিবানিশম্ ॥৪০
প্রসূতিঃ প্রাকৃতের্যা তু সা সৃষ্টিঃ প্রাকৃতী স্মৃতা।
দৈনন্দিনী তথা প্রোক্তা যান্তরপ্রলয়াদনু ॥৪১
ভূতান্যনুদিনং যত্র জায়ন্তে মুনিসত্তম।
নিত্যঃ সর্গঃ স তু প্রোক্তঃ পুরাণার্থবিচক্ষণৈঃ ॥৪২

বপুর আত্মজ ব্যবসায়। শান্তিতে ক্ষেম, সিদ্ধিতে সুখ এবং কীর্ত্তিতে যশের জন্ম। ধর্ম্মের পুত্র এই সকল। কামের পত্নী নন্দা, ধর্ম্মের পৌত্র হর্ষকে প্রসব করেন। অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা; তাহাতে অনৃত ও নিকৃতি নামে পুত্রকন্যা জন্মে। এই উভয় হইতে ভয় ও নরক এবং ভয় ও নরকের পত্নী মায়া এবং বেদনার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে মায়া ভূতাপহারী মৃত্যুকে প্রসব করে।২১-৩০

বেদনাও রৌরব হইতে স্বসুত দুঃখকে প্রসব করে। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ জন্মিল। ইহারা দুঃখোত্তর বলিয়া স্মৃত; যেহেতু সকলেই অধর্ম্মলক্ষণ। ইহাদের ভার্য্যা বা পুত্র নাই, সকলেই ঊর্দ্ধরেতা। হে মুনিবরাত্মজ! বিষ্ণুর সেই সকল ঘোররূপ এই জগতের নিত্যপ্রলয়ের-হেতু বলিয়া জানিবে। হে মহাভাগ! দক্ষ, মরীচি, অত্রি ও ভৃগ্বাদি প্রজেশ্বরগণ এই জগতের নিত্যসৃষ্টির হেতু। সমস্ত মনু ও মনুপুত্র রাজগণ, যাঁহারা বীর্য্যধন, সন্মার্গাভিরত এবং শূর, তাঁহারা নিত্যস্থিতিকারী। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই যে নিত্যস্থিতি, নিত্যসর্গ ও নিত্যবিনাশের কথা বলা হইল, তাহাদের স্বরূপ আমাকে বলুন। পরাশর বলিলেন,—অচিন্ত্যাত্মা ভগবান্ মধুসূদন—সেই দক্ষাদি ও মন্বাদি রূপ ধারণ করত অব্যাহতভাবে সর্গ, স্থিতি ও বিনাশ করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতের প্রলয় চতুর্ব্বিধ; নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, আত্যন্তিক এবং নিত্য। ব্রহ্ম প্রলয় নৈমিত্তিক, যাহাতে জগৎপতি শয়ন করেন। প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানলাভ-হেতু যোগিগণের পরমাত্মাতে লয়, আত্যন্তিক শব্দে প্রোক্ত এবং জাতদিগের যে দিবানিশি সর্ব্বদা বিনাশ, তাহাই নিত্য প্রলয় বলিয়া জানিবে। প্রকৃতি হইতে যে মহদাদি প্রসূতি, তাহা প্রাকৃতী সৃষ্টি; অবান্তর প্রলয়ের পর যে চরাচরসৃষ্টি, তাহা দৈনন্দিনী নামে কথিত। হে মুনিসত্তম! যাহাতে ভূতগণ অনুদিন জন্মে, পুরাণার্থ-বিচক্ষণেরা তাহাকে নিত্য সর্গ বলেন। ভগবান্

এবং সর্বশরীরেষু ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
সংস্থিতঃ কুরুতে বিষ্ণুরুৎপত্তি-স্থিতি-সংযমান্ ॥৪৩
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্বদেহিষু।
বৈষ্ণব্যং পরিবর্ত্তন্তে মৈত্রেয়াহর্নিশং সদা ॥৪৪
গুণত্রয়ময়ং হ্যেতদ্ ব্রহ্মন্ শক্তিত্রয়ং মহৎ।
যোঽতিযাতি স যাত্যেব পরং নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥৪৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ॥

ভূতভাবন বিষ্ণু এইরূপে সর্ব্বশরীরে সংস্থিত হইয়া উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশশক্তি সর্বদেহীর মধ্যে অহর্নিশ সদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি গুণত্রয়ময় এই শক্তিত্রয় অতিক্রম করেন, তিনিই পরম পদ প্রাপ্ত হন; তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না।৩১-৪৫

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[লক্ষ্মী উৎপত্তিকথনম্।]

পরাশর উবাচ।
কথিতস্তামসঃ সর্গো ব্রহ্মণস্তে মহামুনে।
রুদ্রসর্গং প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১
কল্পাদাবাত্মনস্তুল্যং সুতং প্রধ্যায়তস্ততঃ।
প্রাদুরাসীৎ প্রভোরঙ্কে কুমারো নীললোহিতঃ ॥২
রুদন্ বৈ সুস্বরং সোঽথ দ্রবংশ্চ দ্বিজসত্তম।
কিং রোদিষীতি তং ব্রহ্মা রুদন্তং প্রত্যুবাচ হ ॥৩
নাম দেহীতি তং সোঽথ প্রত্যুবাচ প্রজাপতিম্।
রুদ্রস্ত্বং দেব নাম্নাসি মা রোদীর্ধৈর্য্যমাবহ ॥৪
এবমুক্তঃ পুনঃ সোঽথ সপ্তকৃত্বো রুরোদ বৈ।
ততোঽন্যানি দদৌ তস্মৈ সপ্ত নামানি বৈ প্রভুঃ।
স্থানানি চৈষামষ্টানাং পত্নীঃ পুত্রাংশ্চ বৈ প্রভুঃ ॥৫
ভবং সর্বং মহেশানং তথা পশুপতিং দ্বিজ।
ভীমমুগ্রং মহাদেবমুবাচ স পিতামহঃ ॥৬

অষ্টম অধ্যায়

[লক্ষ্মীর উৎপত্তি কথন।]

পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! ব্রহ্মার তামস সর্গ তোমাকে বলা হইল; রুদ্রসর্গও বলিব, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। কল্পাদিতে আত্মতুল্য পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর অঙ্কে কুমার নীললোহিত প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে দ্বিজসত্তম! তিনি রোদন ও দ্রবণ (অনুতাপ) করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন। ব্রহ্মা, তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে বলিলেন,—কিজন্য রোদন করিতেছ? তিনি প্রজাপতিকে কহিলেন,—আমাকে নাম দান কর। তৎপরে প্রজাপতি বলিলেন,—হে দেব! তুমি রুদ্রনামা হইলে, রোদন করিও না, ধৈর্য্যাবলম্বন কর।" ব্রহ্মা বলিলেন,—এইরূপ তিনি পুনঃ পুনঃ সাতবার রোদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রভু তাঁহাকে অন্য সপ্তনাম এবং এই অষ্টনামানুসারে স্থান, পত্নী ও পুত্র প্রদান করিলেন।

চক্রে নামান্যথৈতানি স্থানান্যেষাং চকার সঃ।
সূর্য্যো জলং মহী বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতাস্তনবঃ ক্রমাৎ ॥৭
সুবর্চ্চলা তথৈবোমা সুকেশী চাপরা শিবা।
স্বাহা দিশস্তথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্ ॥৮
সূর্য্যাদীনাং নরশ্রেষ্ঠ রুদ্রাদ্যৈর্নামভিঃ সহ।
পত্ন্যঃ স্মৃতা মহাভাগ তদপত্যানি মে শৃণু।
যেষাং সূতিপ্রসূতৈর্বা ইদমাপূরিতং জগৎ ॥৯
শনৈশ্চরস্তথা শুক্রো লোহিতাঙ্গো মনোজবঃ।
স্কন্দঃ স্বর্গোঽথ সন্তানো বুধশ্চানুক্রমাৎ সুতাঃ ॥১০
এবম্প্রকারো রুদ্রোঽসৌ সতীং ভার্য্যামবিন্দত।
দক্ষকোপাচ্চ তত্যাজ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥১১
হিমবদ্দুহিতা সাঽভূৎ সেনায়াং দ্বিজসত্তম।
উপযেমে পুনশ্চোমামনন্যাং ভগবান্ ভবঃ ॥১২
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা ॥১৩

মৈত্রেয় উবাচ।

ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীঃ সমুৎপন্না শ্রূয়তেঽমৃতমন্থনে।
ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্নেত্যেতদাহ কথং ভবান্ ॥১৪

পরাশর উবাচ।

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥১৫
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্ম্মোঽসৌ সৎক্রিয়া ত্বিয়ম্ ॥১৬
স্রষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো হরিঃ।
সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টির্মৈত্রেয় শাশ্বতী ॥১৭
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোঽসৌ দক্ষিণা তু সা।
আজ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দ্দনঃ ॥১৮
পত্নীশালা মুনে লক্ষ্মীঃ প্রাগ্বংশো মধুসূদনঃ।
চিতির্লক্ষ্মীর্হরির্যূপঃ ইধ্মা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ ॥১৯
সামস্বরূপী ভগবান্ উদ্গীতিঃ কমলালয়া।
স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ ॥২০
শঙ্করো ভগবান্ শৌরির্ভূতির্গৌরী দ্বিজোত্তম।
মৈত্রেয় কেশবঃ সূর্য্যস্তৎপ্রভা কমলালয়া ॥২১
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বতপুষ্টিদা।
দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্ব্বাত্মকো বিষ্ণুরবকাশোঽতিবিস্তরঃ ॥২২
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তস্যৈবানপায়িনী।
ধৃতির্লক্ষ্মীর্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো হরিঃ ॥২৩

পিতামহ তাঁহাকে ভব, সর্ব্ব, মহেশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও মহাদেব এই অপর সপ্ত নাম দিলেন এবং সূর্য্য, জল, মহী, বহ্নি, আকাশ, দীক্ষিত, ব্রাহ্মণ ও সোম এই আটটিকে পূর্ব্বোক্ত অস্টনামের স্থান (তনুস্বরূপ) করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ! সুবর্চ্চলা, উমা, সুকেশী, অপরা-শিবা, স্বাহা, দিক্, দীক্ষা এবং রোহিণী ইহারা যথাক্রমে রুদ্রাদিনামযুক্ত সূর্য্যাদি তনুর পত্নী বলিয়া স্মৃত। তাঁহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর, যাঁহাদের সূতিপ্রসূতি দ্বারা এই জগৎ আপূরিত। শনৈশ্চর, শুক্র, লোহিতাঙ্গ, মনোজব, স্কন্দ, সর্গ, সন্তান ও বুধ যথাক্রমে উঁহাদের সুত।১-১০

এবম্প্রকার ঐ রুদ্র সতীনাম্নী ভার্য্যা প্রাপ্ত হন। সেই সতী দক্ষকোপ হেতু কলেবর ত্যাগ করিয়া মেনকার গর্ভে হিমালয়ের দুহিতা হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ ভব অনন্যা উমাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। ভৃগুর পত্নী খ্যাতি ধাতা এবং বিধাতা নামে দুই দেব ও লক্ষ্মীকে প্রসব করেন, যিনি দেবদেব নারায়ণের পত্নী। মৈত্রেয় কহিলেন,—লক্ষ্মী অমৃতমন্থন সময়ে ক্ষীরাব্ধিতে উৎপন্না শুনিতে পাওয়া যায়, আপনি ভৃগু হইতে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না কিরূপে বলিতেছেন? পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! জগন্মাতা অনপায়িনী বিষ্ণুপত্নী শ্রী নিত্যা হইলেও বিষ্ণু যেমন সর্ব্বগত, ইনিও সেইরূপ। বিষ্ণু অর্থ, ইনি বাণী। ইনি নীতি, হরি নয়। বিষ্ণু বোধ, ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু ধর্ম্ম, ইনি সৎক্রিয়া। হে মৈত্রেয়! বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি। শ্রী ভূমি, হরি ভূধর। ভগবান্ সন্তোষ, লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি। শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম। ইনি যজ্ঞ,

জলধির্দ্বিজ গোবিন্দস্তদ্বেলা শ্রীর্মহামতে।
লক্ষ্মীস্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥২৪
যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্ণা কমলালয়া।
ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ ॥২৫
গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্।
শ্রীর্দেবসেনা বিপেন্দ্র দেবসেনাপতির্হরিঃ ॥২৬
অবিষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্দ্বিজোত্তম।
কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্নিমেষোঽসৌ মুহূর্ত্তোঽসৌ কলা তু সা ॥২৭
জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোঽসৌ সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীর্বিষ্ণুর্দ্রুমসংস্থিতঃ ॥২৮
বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
বরপ্রদো বরো বিষ্ণুর্বধূঃ পদ্মবনালয়া ॥২৯
নদস্বরূপী ভগবান্ শ্রীর্নদীরূপসংস্থিতিঃ।
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥৩০
তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ।
রতি-রাগৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥৩১
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে।
দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ ॥
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় নানয়োর্বিদ্যতে পরম্ ॥৩২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

লক্ষ্মী দক্ষিণা। এই দেবী আজ্যাহুতি, জনার্দ্দন পুরোডাশ। হে মুনে! লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাগ্বংশ (যজমান ও আচার্য্যাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহ।)। লক্ষ্মী চিতি, হরি যূপ। শ্রী ইধ্মা, ভগবান্ কুশ। ভগবান্ সামস্বরূপী, কমলালয়া উদ্গীতি। লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব হুতাশন। হে দ্বিজোত্তম মৈত্রেয়! ভগবান্ শৌরী শঙ্কর, ভূতি গৌরী। কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তৎপ্রভা।১১-২১

বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা শাশ্বততুষ্টিদা স্বধা। শ্রী দ্যৌ (আকাশ), সর্ব্বাত্মক বিষ্ণু অতি বিস্তৃত অবকাশ। শ্রীধর শশাঙ্ক, অনপায়িনী শ্রী তাঁহার কান্তি। লক্ষ্মী ধৃতি ও জগচ্চেস্টা, হরি সর্ব্বগ বায়ু। হে মহামতে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, শ্রী তাহার বেলা (তটভূমি)। লক্ষ্মীস্বরূপ ইন্দ্রাণী, মধুসূদন দেবেন্দ্র। চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা (যমপত্নী)। শ্রী ঋদ্ধি, দেব শ্রীধর স্বয়ং ধনেশ্বর। হে বিপ্রেন্দ্র! মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী, কেশব স্বয়ং বরুণ। শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি। হে দ্বিজোত্তম! গদাপাণি অবিস্টম্ভ, লক্ষ্মী শক্তি। লক্ষ্মী কাষ্ঠা, উনি নিমেষ। বিষ্ণু মুহূর্ত্ত, ইনি কলা। লক্ষ্মী জ্যোৎস্না, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব হরি প্রদীপ। জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুমসংস্থিত। শ্রী বিভাবরী, চক্রগদাধর দেব দিবস। বরপ্রদ বিষ্ণু বর, পদ্মবনালয়া বধূ। ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপসংস্থিতি। পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা। লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী পর নারায়ণ লোভ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! গোবিন্দই রাগ, রতি লক্ষ্মী। বহু কথা বলিয়া প্রয়োজন কি, সংক্ষেপে এই বলিতেছি যে, দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদির মধ্যে পুরুষপদবাচ্য ভগবান্ হরি এবং স্ত্রীনামে যাহা, তাহা লক্ষ্মী দেবী। উভয় ভিন্ন আর কিছুই নাই।২২-৩২

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে অস্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রং প্রতি দুর্বাসসঃ শাপঃ, ব্রহ্মণঃ সমীপে দেবানাং গমনম্, সমুদ্রমন্থনম্, ইন্দ্রস্য লক্ষ্মীস্তুতিশ্চ

পরাশর উবাচ।

ইদঞ্চ শৃণু মৈত্রেয় যৎ পৃষ্টোঽহমিহং ত্বয়া।
শ্রীসম্বন্ধং ময়া হ্যেতৎ শ্রুতমাসীৎ মরীচিতঃ ॥১
দুর্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশশ্চচার পৃথিবীমিমাম্।
স দদর্শ স্রজং দিব্যাম্ ঋষির্বিদ্যাধরীকরে ॥২
সন্তানকানামখিলং যস্যা গন্ধেন বাসিতম্।
অতিসেব্যমভূদ্ ব্রহ্মন্ তদ্বনং বনচারিণাম্ ॥৩
উন্মত্তব্রতধৃগ্ বিপ্রস্তাং দৃষ্ট্বা শোভনাং স্রজম্।
তাং যযাচে বরারোহাং বিদ্যাধরবধূং ততঃ ॥৪
যাচিতা তেন তন্বঙ্গী মালাং বিদ্যাধরাঙ্গনা।
দদৌ তস্মৈ বিশালাক্ষী সাদরং প্রণিপত্য চ ॥৫
তামাদায়াত্মনো মূর্দ্ধ্নি স্রজমুন্মত্তরূপধৃক্।
কৃত্বা স বিপ্রো মৈত্রেয় পরিবভ্রাম মেদিনীম্ ॥৬
স দদর্শ সমায়ান্তমুন্মত্তৈরাবতস্থিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিং দেবং সহ দেবৈঃ শচীপতিম্ ৭
তামাত্মনঃ স্বশিরসঃ স্রজমুন্মত্তষট্পদাম্।
আদায়ামররাজায় চিক্ষেপোন্মত্তবন্মুনিঃ ॥৮
গৃহীত্বামররাজেন স্রগৈরাবতমূর্দ্ধনি।
ন্যস্তা ররাজ কৈলাসশিখরে জাহ্নবী যথা ॥৯
মদান্ধকারিতাক্ষোঽসৌ গন্ধাকৃষ্টেন বারণঃ।
করেণাঘ্রায় চিক্ষেপ তাং স্রজং ধরণীতলে ॥১০
ততশ্চুক্রোধ ভগবান্ দুর্বাসা মুনিসত্তমঃ।
মৈত্রেয় দেবরাজং তং ক্রুদ্ধশ্চৈতদুবাচ হ ॥১১
ঐশ্বর্য্যমত্ত দুষ্টাত্মন্ অতিস্তব্ধোঽসি বাসব।
শ্রিয়ো ধাম স্রজং যস্ত্বং মদ্দত্তাং নাভিনন্দসি ॥১২

নবম অধ্যায়

[ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার শাপ, ব্রহ্মার নিকট দেবগণের গমন, সমুদ্রমন্থন ও ইন্দ্রের লক্ষ্মী স্তুতি।]

পরাশর কহিলেন, হে মৈত্রেয়! তুমি এ স্থলে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, এই শ্রীসম্বন্ধী (ইতিহাস) আমি মরীচির নিকট শুনিয়াছি, শ্রবণ কর। হে ব্রহ্মন্! শঙ্করাংশ দুর্বাসা ঋষি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানক পুষ্পের একটী দিব্য মালা দেখিতে পাইলেন; তাহার গন্ধে বাসিত হইয়া সেই বন বনচারিগণের অতি সেব্য হইয়া ছিল। উন্মত্ত ব্রতধারী বিপ্র মাল্যটী অতিশোভন দেখিয়া সেই বরারোহা বিদ্যাধরবধূর নিকট প্রার্থনা করেন। বিশালাক্ষী তন্বঙ্গী বিদ্যাধরাঙ্গনা যাচিত হইয়া সাদরে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে মালা অর্পণ করিল। উন্মত্তরূপধারী সেই বিপ্র মালাগ্রহণ ও উহা মস্তকে স্থাপন করিয়া মেদিনী পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এমন সময় উন্মত্ত দুর্বাসা ঐরাবতস্থিত ত্রৈলোক্যাধিপতি দেব শচীপতিকে দেবগণের সহিত আসিতে দেখিলেন। উন্মত্তবৎ সেই মুনি স্বমস্তক হইতে ঐ উন্মত্তষট্পদা মালা গ্রহণপূর্ব্বক ক্ষেপণ করিয়া অমররাজকে দিলেন। মালা অমররাজকর্ত্তৃক ঐরাবতমস্তকে ন্যস্ত হইয়া কৈলাসশিখরে জাহ্নবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মদান্ধকারিতচক্ষু সেই হস্তী গন্ধাকৃষ্ট হইয়া শুণ্ড দ্বারা আঘ্রাণ করত সেই স্রক্ ধরণীতলে ফেলিয়া দিল।১-১০

হে মৈত্রেয়! তদনন্তর মুনিসত্তম ভগবান্ দুর্ব্বাসা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজকে

প্রসাদ ইতি নোক্তন্তে প্রণিপাতপুরঃসরম্।
হর্ষোৎফুল্লকপোলেন ন চাপি শিরসা ধৃতা ॥১৩
ময়া দত্তামিমাং মালাং যস্মান্ন বহু মন্যসে।
ত্রৈলোক্যশ্রীরতো মূঢ় বিনাশমুপযাস্যতি ॥১৪
মাং মন্যতেঽন্যৈঃ সদৃশং নূনং শক্র ভবান্ দ্বিজৈঃ।
অতোঽবমানমস্মাকং মানিনা ভবতা কৃতম্ ॥১৫
মদ্দত্তা ভবতা যস্মাৎ ক্ষিপ্তা মালা মহীতলে।
তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৬
যস্য সঞ্জাতকোপস্য ভয়মেতি চরাচরম্।
তং ত্বং মামতিগর্ব্বেণ দেবরাজাবমন্যসে ॥১৭

পরাশর উবাচ।

মহেন্দ্রো বারণস্কন্ধাদ্ অবতীর্য্য ত্বরান্বিতঃ।
প্রসাদয়ামাস তদা দুর্ব্বাসসমকল্মষম্ ॥১৮
প্রসাদ্যমানঃ স তদা প্রণিপাতপুরঃসরম্।
প্রত্যুবাচ সহস্রাক্ষং দুর্ব্বাসা মুনিসত্তমঃ ॥১৯

নাহং কৃপালুহৃদয়ো ন চ মাং ভজতে ক্ষমা।
অন্যে তে মুনয়ঃ শক্র দুর্ব্বাসসমবেহি মাম্ ॥২০
গৌতমাদিভিরন্যৈস্ত্বং গর্ব্বমাপাদিতো মুধা।
অক্ষান্তিসারসর্ব্বস্বং দুর্ব্বাসসমবেহি মাম্ ॥২১
বশিষ্ঠাদ্যৈর্দয়াসারৈঃ স্তোত্রং কুর্ব্বদ্ভিরুচ্চকৈঃ।
গর্ব্বং গতোঽসি যেনৈবং মামপ্যদ্যাবমন্যসে ॥২২
জ্বলজ্জটাকলাপস্য ভৃকুটীকুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে মম যো ন গতো ভয়ম্ ॥২৩
নাহং ক্ষমিষ্যে বহুনা কিমুক্তেন শতক্রতো।
বিড়ম্বনামিমাং ভূয়ঃ করোষ্যনুনয়াত্মিকাম্ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোঽপি তং পুনঃ।
আরুহ্যৈরাবতং ব্রহ্মন্ প্রযযাবমরাবতীম্ ॥২৫
ততঃ প্রভৃতি নিঃশ্রীকং সশক্রং ভুবনত্রয়ম্।
মৈত্রেয়াসীদপধ্বস্তং সংক্ষীণৌষধিবীরুধম্ ॥২৬

বলিলেন,—ঐশ্বর্য্যমত্ত, দুরাত্মন্, বাসব! তুমি অতি গর্ব্বিত হইয়াছ যে, আমার দেওয়া লক্ষ্মীর নিবাসভূতা মালাকে অভিনন্দন করিতেছ না। তুমি প্রণিপাতপুরঃসর "ইহা প্রসাদ" এ কথা বলিলে না এবং হর্ষোৎফুল্লকপোলে ইহাকে মস্তকে ধারণও করিলে না? রে মূঢ়! তুমি আমার প্রদত্ত এই মালাকে বহু বিবেচনা করিলে না, অতএব তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। শক্র! আমাকে নিশ্চয়ই অন্যান্য ব্রাহ্মণের সদৃশ বিবেচনা করিতেছ, এজন্যই আমার অবমাননা করা হইল। মদ্দত্ত মালা মহীতলে ক্ষিপ্ত হইল, এইজন্য তোমার ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী নষ্ট হইবে। হে দেবরাজ! আমার কোপে চরাচর জগৎ ভয় প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই আমাকে অবমাননা করিতেছ। পরাশর কহিলেন,—মহেন্দ্র অতিশীঘ্র হস্তিস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর নিষ্পাপ দুর্ব্বাসাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। তখন প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রসাদ্যমান হইয়া মুনিসত্তম সেই দুর্ব্বাসা সহস্রাক্ষকে কহিলেন,—আমি কৃপালুহৃদয় নহি, ক্ষমা আমাকে ভজনা করে না; হে শক্র! (যাহারা ক্ষমা করে) তাহারা অন্য মুনি; আমাকে দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও। তুমি গৌতমাদি অন্যান্য মুনিকর্ত্তৃক বৃথাগর্ব্ব প্রাপিত হইয়াছ; আমাকে অক্ষমাই সর্ব্বস্ব যার—সেইরূপ দুর্ব্বাসা বলিয়া জানিও।১১-২১

বশিষ্ঠাদি দয়াসার ঋষির উচ্চস্তবে তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ, তাহাতেই আমারও অদ্য অবমাননা করিতেছ। ত্রিভুবনে এমন কে আছে, যে আমার জ্বলজ্জটাকলাপ ভৃকুটিকুটিল মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভয় প্রাপ্ত না হয়? শতক্রতো! অধিক বলিয়া কি হইবে, আমি ক্ষমা করিব না; তুমি পুনঃপুনঃ অনুনয় করিতেছ, ইহা বিড়ম্বনা মাত্র। পরাশর বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বিপ্র ইহা কহিয়া চলিয়া গেলেন। দেবরাজও ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক অমরাবতী গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! তদবধি শক্রসহিত ভুবনত্রয় নিঃশ্রীক, অপধ্বস্ত এবং ওষধি ও লতাবিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষীণ হইল। যজ্ঞ সংপ্রবর্ত্তিত হয় না, তাপসগণ তপস্যা করেন না; কোন

ন যজ্ঞাঃ সংপ্রবর্ত্তন্তে ন তপস্যন্তি তাপসাঃ।
ন চ দানাদিধর্ম্মেষু মনশ্চক্রে তদা জনঃ ॥২৭
নিঃসত্ত্বাঃ সকলা লোকা লোভাদ্যুপহতেন্দ্রিয়াঃ।
স্বল্পেঽপি হি বভূবুস্তে সাভিলাষা দ্বিজোত্তম ॥২৮
যতঃ সত্ত্বং ততো লক্ষ্মীঃ সত্ত্বং ভূত্যনুসারি চ।
নিঃশ্রীকাণাং কুতঃ সত্ত্বং বিনা তেন গুণাঃ কুতঃ ॥২৯
বল-শৌর্য্যাদ্যভাবশ্চ পুরুষাণাং গুণৈর্বিনা।
লঙ্ঘনীয়ঃ সমস্তস্য বল-শৌর্য্যবিবর্জ্জিতঃ ॥৩০
ভবত্যপধ্বস্তমতির্লঙ্ঘিতঃ প্রথিতঃ পুমান্।
এবমত্যন্তনিঃশ্রীকে ত্রৈলোক্যে সত্ত্ববর্জিতে ॥৩১
দেবান্ প্রতি বলোদ্যোগং চক্রুর্দৈতেয়-দানবাঃ।
লোভাভিভূতা নিঃশ্রীকা দৈত্যাঃ সত্ত্ববিবর্জ্জিতাঃ ॥৩২
শ্রিয়া বিহীনৈর্নিঃসত্ত্বৈর্দেবৈশ্চক্রুস্ততো রণম্।
বিজিতাস্ত্রিদশা দৈত্যৈরিন্দ্রাদ্যাঃ শরণং যযুঃ ॥৩৩
পিতামহং মহাভাগং হুতাশনপুরোগমাঃ।
যথাবৎ কথিতো দেবৈর্ব্রহ্মা প্রাহ ততঃ সুরান্ ॥৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

পরাপরেশং শরণং ব্রজধ্বমসুরার্দ্দনম্।
উৎপত্তি-স্থিতি-নাশানামহেতুং হেতুমীশ্বরম্ ॥৩৫
প্রজাপতিপতিং বিষ্ণুমনন্তমপরাজিতম্।
প্রধানপুংসোরজয়োঃ কারণং কার্য্যভূতয়োঃ ॥৩৬
প্রণতার্ত্তিহরং বিষ্ণুং স বঃ শ্রেয়ো বিধাস্যতি।
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্বান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥
ক্ষীরোদস্যোত্তরং তীরং তৈরেব সহিতো যযৌ ॥৩৭
স গত্বা ত্রিদশৈঃ সর্বৈঃ সমবেতঃ পিতামহঃ।
তুষ্টাব বাগ্ভিরিষ্টাভিঃ পরাপরপতিং হরিম্ ॥৩৮

ব্রহ্মোবাচ।

নমাম সর্বং সর্বেশমনন্তমজমব্যয়ম্।
লোকধাম-ধরাধামমপ্রকাশমভেদিনম্ ॥৩৯
নারায়ণমণীয়াংসমশেষাণামণীয়সাম্।
সমস্তানাং গরিষ্ঠং যদ্ভূরাদীনাং গরীয়সাম্ ॥৪০
যত্র সর্বং যতঃ সর্বমুৎপন্নং সৎপুরঃসরম্।
সর্বভূতশ্চ যো দেবঃ পরাণামপি যঃ পরঃ ॥৪১

ব্যক্তি দানাদি ধর্ম্মে মনোযোগ করে না। হে দ্বিজোত্তম! লোভাদি দ্বারা উপহতেন্দ্রিয় হইয়া সকল লোক নিঃসত্ত্ব এবং স্বল্প বিষয়ে সাভিলাষ হইতে লাগিল। যেখানে সত্ত্ব অর্থাৎ ধৈর্য্য, সেই স্থানেই লক্ষ্মী, ধৈর্য্য লক্ষ্মীরই অনুগামী, যাহারা নিঃশ্রীক তাহাদের সত্ত্ব কোথায়? আর সত্ত্ব ব্যতিরেকে গুণসকলই বা কোথায় হইতে পারে? গুণ ব্যতিরেকে পুরুষের বল-শৌর্য্যাদির অভাব হয়, বলশৌর্য্যাদিবিবর্জ্জিত ব্যক্তি সকলের লঙ্ঘনীয়।২২-৩০

প্রথিত ব্যক্তিও লঙ্ঘিত হইলে ছন্নমতি হইয়া পড়ে। ত্রৈলোক্য এইরূপ অত্যন্ত নিঃশ্রীক ও সত্ত্ববর্জ্জিত হইলে পর, দানবগণ দেবতাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। তদনন্তর লোভাভিভূত নিঃশ্রীক সত্ত্ববর্জ্জিত দৈত্যসকল শ্রীহীন নিঃসত্ত্ব দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং ইন্দ্রাদি ত্রিদশেরা (দেবতারা) দৈত্যদিগের দ্বারা বিজিত হইয়া হুতাশনকে পুরোবর্ত্তী করত মহাভাগ পিতামহের শরণ লইলেন। দেবতাসকল যথাবৎ বিবরণ বলিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—তোমরা পরাপরের ঈশ্বর, অসুরার্দ্দন, উৎপত্তি-স্থিতি নাশের হেতু, (অথচ) স্বয়ং প্রজাপতি-পতি, অনন্ত, অপরাজিত, অজ, (কার্য্যভূত-প্রধান পুরুষের) কারণ ও প্রণতার্ত্তিহর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদের শ্রেয়োবিধান করিবেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সুরবর্গকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাদের সহিত ক্ষীরোদসিন্ধুর উত্তরতীরে গমন করেন। সেখানে গিয়া সমস্ত দেবতার সহিত পিতামহ ইষ্টবাক্যে পরাপরপতি হরির স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—সমস্ত গরীয়ান্ বস্তুর গরীয়ান, অণীয়ানের অণীয়ান্, নারায়ণ, অপ্রকাশ, ভেদবর্জিত, জগৎস্থিত, প্রভাবশালীদিগের আধার, অজ, অব্যয়, অনন্ত, সর্বেশ ও সর্ব্বকে আমরা নমস্কার করি।৩১-৪০

যাঁহাতে সমস্ত, যাঁহা হইতে সৎপুরঃসর সমস্ত উৎপন্ন, যে দেব সর্ব্বভূতময়, যিনি পর সকলের পর, পরপুরুষ

পরঃ পরস্মাৎ পুরুষাৎ পরমাত্মস্বরূপধৃক্ ।
যোগিভিশ্চিন্ত্যতে যোঽসৌ মুক্তিহেতুর্মুমুক্ষুভিঃ ॥৪২
সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ।
স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু ॥৪৩
কলাকাষ্ঠানিমেষাদিকালসূত্রস্য গোচরে ।
যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স নো হরি ॥৪৪
প্রোচ্যতে পরমেশো হি যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ ।
প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্বদেহিনাম্ ॥৪৫
যঃ কারণঞ্চ কার্য্যঞ্চ কারণস্যাপি কারণম্ ।
কার্য্যস্যাপি চ যঃ কার্য্যং প্রসীদতু স নো হরিঃ ॥৪৬
কার্য্যকার্য্যস্য যঃ কার্য্যং তৎ কার্য্যস্যাপি যঃ স্বয়ম্ ।
তৎকার্য্যকার্য্যভূতো যস্ততশ্চ প্রণতাঃ স্ম তম্ ॥৪৭
কারণং কারণস্যাপি তস্য কারণকারণম্ ।
তৎকারণানাং হেতুং ত্বাং প্রণতাঃ স্ম সুরেশ্বরম্ ॥৪৮
ভোক্তারং ভোজ্যভূতঞ্চ স্রষ্টারং সৃজ্যমেব চ ।
কার্য্যং কর্ম্মস্বরূপং তৎ প্রণতাঃ স্ম পরং পদম্ ॥৪৯
বিশুদ্ধং বোধনং নিত্যমজমক্ষয়মব্যয়ম্ ।
অব্যক্তমবিকারং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫০
ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মং যন্ন বিশেষণগোচরম্ ।
তৎপদং পরমং বিষ্ণোঃ প্রণমামঃ সদামলম্ ॥৫১
যস্যাযুতাযুতাংশাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা ।
পরং ব্রহ্মস্বরূপং যৎ প্রণমামস্তমব্যয়ম্ ॥৫২
যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ ।
জানন্তি পরমেশস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৩
যদ্‌যোগিনঃ সদোদ্যুক্তাঃ পুণ্যপাপক্ষয়েঽক্ষয়ম্ ।
পশ্যন্তি প্রণবে চিন্ত্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৪
শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিকাঃ ।
ভবন্ত্যভূতপূর্ব্বস্য তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৫৫
সর্বেশ সর্বভূতাত্মন্ সর্ব সর্বাশ্রয়াচ্যুত ।
প্রসীদ বিষ্ণো ভক্তানাং ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥৫৬
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ব্রহ্মণস্ত্রিদশাস্ততঃ ।
প্রণম্যোচুঃ প্রসীদেতি ব্রজ নো দৃষ্টিগোচরম্ ॥৫৭

হইতে পর ও পরমাত্মস্বরূপধারী, মুমুক্ষু যোগিগণ যে মুক্তিহেতুকে চিন্তা করেন এবং যে ঈশ্বরে সত্ত্বাদিপ্রাকৃত গুণ নাই, সমস্ত শুদ্ধ অপেক্ষা শুদ্ধ সেই আদ্যপুরুষ প্রসন্ন হউন। যে শুদ্ধস্বরূপের শক্তি (লক্ষ্মী) কলাকাষ্ঠা-নিমেষাদি কালসূত্রের গোচরে নাই, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি শুদ্ধ হইয়াও উপচারতঃ পরমেশ (লক্ষ্মীপতি) নামে কথিত হন এবং যিনি সর্ব্ব দেহীর আত্মা, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কারণ এবং কারণেরও কারণ, যিনি কার্য্য ও কার্য্যেরও কার্য্য, সেই হরি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি কার্য্যকার্য্যের কার্য্য (ভূতসূক্ষ্ম সর্গ) সেই কার্য্যেরও কার্য্য (মহাভূতসর্গ), তৎকার্য্য কার্য্যভূত (দক্ষাদি সর্গ) এবং তৎপরবর্ত্তীও (উঁহাদের পুত্রপৌত্রাদিও) যিনি স্বয়ং, তাঁহার প্রতি আমরা প্রণত হই। কারণেরও কারণ (ব্রহ্মাণ্ড), তাহার কারণেরও কারণ (ভূত-সূক্ষ্ম), তাহার কারণসকলের হেতু (প্রধানভূতস্বরূপ) তোমাকে নমস্কার করি। ভোক্তা, ভোজ্যভূত, স্রষ্টা, সৃজ্য, কার্য্য, কর্ম্মস্বরূপ সেই পরমপদে আমরা প্রণত হই। যাহা বিশুদ্ধ, বোধন, নিত্য, অজ, অক্ষয়, অব্যয়, অব্যক্ত ও অবিকার, তাহা বিষ্ণুর পরমপদ।৪১-৫০

যাহা স্থূল নয়, সূক্ষ্ম নয় ও বিশেষণের গোচর নয়, বিষ্ণুর সদা অমল সেই পরমপদকে আমরা প্রণাম করি। এই বিশ্বশক্তি যাহার (রজোগুণে) স্থিত এবং যাহা পরম ব্রহ্মস্বরূপ, সেই অব্যয়কে প্রণাম করি। দেবগণ, মুনিগণ, আমি বা শঙ্কর কেহই যাঁহাকে জানেন না, তাহাই পরমেশ বিষ্ণুর পরম পদ। সদা উদ্যমশীল যোগিগণ পুণ্যপাপক্ষয়ে প্রণবে চিন্তনীয় যে অক্ষয়কে অবলোকন করেন, তাহা বিষ্ণুর পরম পদ। যে অভূতপূর্ব্ব দেহের শক্তিসকলই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি হন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। হে সর্ব্বেশ, সর্ব্বভূতাত্মন্, সর্ব্ব, সর্ব্বাশ্রয়াচ্যুত, বিষ্ণো! প্রসন্ন হও, আমরা তোমার ভক্ত; আমাদের দৃষ্টিগোচর হও! ব্রহ্মার এই

যন্নায়ং ভগবান্ ব্রহ্মা জানাতি পরমং পদম্।
তন্নতাঃ স্ম জগদ্ধাম তব সর্ব্বগতাচ্যুত ॥৫৮
ইত্যন্তে বচসস্তেষাং দেবানাং ব্রহ্মণস্তথা।
ঊচুর্দেবর্ষয়ঃ সর্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥৫৯
আদ্যো যজ্ঞপুমানীড্যো যঃ সর্বেষাঞ্চ পূর্বজঃ।
তং নতাঃ স্ম জগৎস্রষ্টুঃ স্রষ্টারমবিশেষণম্ ॥৬০
ভগবন্ ভূতভব্যেশ জগন্মূর্ত্তিধরাব্যয়।
প্রসীদ প্রণতানাং ত্বং সর্বেষাং দেহি দর্শনম্ ॥৬১
এষ ব্রহ্মা তথৈবায়ং সহ রুদ্রৈস্ত্রিলোচনঃ।
সর্বাদিত্যৈঃ সমং পূষা পাবকোঽয়ং সহাগ্নিভিঃ ॥৬২
অশ্বিনৌ বসবশ্চেমে সর্বে চৈতে মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যা বিশ্বে তথা দেবা দেবেন্দ্রশ্চায়মীশ্বরঃ ॥৬৩
প্রণামপ্রবণা নাথ দৈত্যসৈন্যপরাজিতাঃ।
শরণং ত্বামনুপ্রাপ্তাঃ সমস্তা দেবতাগণাঃ ॥৬৪

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ শঙ্খ-চক্রধৃক্।
জগাম দর্শনং তেষাং মৈত্রেয় পরমেশ্বরঃ ॥৬৫
তং দৃষ্ট্বা তে তদা দেবাঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
অপূর্বরূপসংস্থানং তেজসাং রাশিমূর্জ্জিতম্ ॥৬৬
প্রণম্য প্রণতা পূর্বং সংক্ষোভস্তিমিতেক্ষণাঃ।
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পিতামহপুরোগমাঃ ॥৬৭

দেবা ঊচুঃ।

নমো নমোঽবিশেষস্ত্বং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পিনাকধৃক্
ইন্দ্রস্ত্বমগ্নিঃ পবনো বরুণঃ সবিতা যমঃ ॥৬৮
বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবগণা ভবান্।
যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ ॥৬৯
স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্বগতো ভবান্।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বমোঙ্কারঃ প্রজাপতিঃ ॥৭০
বেদ্যাবেদ্যঞ্চ সর্বাত্মন্ ত্বন্ময়ঞ্চাখিলং জগৎ।
ত্বামত্র শরণং বিষ্ণো প্রযাতা দৈত্যনির্জ্জিতাঃ ॥৭১
বয়ং প্রসীদ সর্বাত্মন্ তেজসাপ্যায়য়স্ব নঃ।
তাবদার্ত্তিস্তথা বাঞ্ছা তাবন্মোহস্তথাসুখম্ ॥৭২
যাবন্নায়াতি শরণং ত্বামশেষাঘনাশনম্।
ত্বং প্রসাদং প্রসন্নাত্মন্ প্রপন্নানাং কুরুষ্ব নঃ ॥৭৩
তেজসাং নাথ সর্বেষাং স্বশক্ত্যাপ্যায়নং কুরু ॥৭৪

কথা শুনিয়া দেবতাগণ প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন,—প্রসন্ন হও, আমাদের দৃষ্টিগোচর হও। হে সর্ব্বগতাচ্যুত! এই ভগবান্ ব্রহ্মাও যাহা জানেন না, তোমার সেই জগদ্ধাম পরমপদে আমরা প্রণত হইলাম।৫১-৫৮

ব্রহ্মা ও দেবগণের বাক্যাবসানে বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবর্ষিসকল বলিয়াছিলেন, যিনি আদ্য, যজ্ঞপুমান্; স্তবনীয় সকলের পূর্ব্বজ, জগৎস্রষ্টার স্রষ্টা এবং অবিশেষণ, তাঁহার প্রতি প্রণত হই। হে ভগবন, ভূতভব্যেশ, জগন্মূর্ত্তিধর, অব্যয়! তুমি প্রসন্ন হও, সমস্ত প্রণতদিগকে দর্শন দাও। হে নাথ! এই ব্রহ্ম, রুদ্রগণ সহ ত্রিলোচন, সর্ব্বাদিত্য সহ সূর্য্য, সকলাগ্নি সহিত এই পাবক, অশ্বিনীদ্বয়, বসুগণ, সমস্ত মরুৎ, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, এই ঈশ্বর দেবেন্দ্র এবং দৈত্যসৈন্য-পরাজিত এই সমস্ত দেবতাগণ প্রণামনত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছেন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! শঙ্খচক্রধর ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপে সংস্তূয়মান হইয়া তাঁহাদের দর্শনগোচর হইলেন। তখন সংক্ষোভজন্য নিস্পন্দলোচন পিতামহাদি দেবগণ শঙ্খচক্রগদাধর, অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন ও ঊর্জ্জিততেজোরাশি সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখিয়া পূর্ব্বাবধি প্রণত হইলেও পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেব! তোমায় প্রণাম, প্রণাম। তুমি অবিশেষ, তুমি ব্রহ্মা, তুমি পিনাকধর, তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, মরুৎ, সবিতা, যম। তুমি বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বেদেবগণ, এই যে দেবগণ তোমার সমীপে আগত, তাহাও তুমি, যেহেতু জগৎস্রষ্টা তুমি সর্ব্বগত। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্কার। তুমি ওঙ্কার ও প্রজাপতি। হে সর্ব্বাত্মন্! বেদ্যাবেদ্যময় অখিল জগৎও তন্ময়। হে বিষ্ণো! আমরা দৈত্যদ্বারা পরাজিত হইয়া এস্থলে তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে সর্ব্বাত্মন্! প্রসন্ন হও, তেজ দ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত কর।

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু প্রণতৈরমরৈর্হরিঃ।
প্রসন্নদৃষ্টির্ভগবানিদমাহ স বিশ্বকৃৎ ॥৭৫

শ্রীভগবানুবাচ।

তেজসো ভবতাং দেবাঃ করিষ্যাম্যুপবৃংহণম্।
বদাম্যহং যৎ ক্রিয়তাং ভবদ্ভিস্তদিদং সুরাঃ ॥৭৬
আনীয় সহিতা দৈত্যৈঃ ক্ষীরাব্ধৌ সকলৌষধীঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা তু বাসুকিম্ ॥৭৭
মথ্যতামমৃতং দেবাঃ সহায়ে ময্যবস্থিতে।
সামপূর্ব্বঞ্চ দৈতেয়াস্তত্র সাহায্যকর্ম্মণি ॥৭৮
সামান্যফলভোক্তারো যূয়ং বাচ্যা ভবিষ্যথ।
মথ্যমানে চ তত্রাব্ধৌ যৎ সমুৎপদ্যতেঽমৃতম্ ॥৭৯
তৎপানাদ্ বলিনো যূয়মমরাশ্চ ভবিষ্যথ।
তথা চাহং করিষ্যামি যথা ত্রিদশবিদ্বিষঃ।
ন প্রাপ্স্যন্ত্যমৃতং দেবাঃ কেবলং ক্লেশভাগিনঃ ॥৮০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা দেবদেবেন সর্ব্ব এব ততঃ সুরাঃ।
সন্ধানমসুরৈঃ কৃত্বা যত্নবন্তোঽমৃতেঽভবন্ ॥৮১
নানৌষধীঃ সমানীয় দেব-দৈতেয়-দানবাঃ।
ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরাব্ধিপয়সি শরদভ্রামলত্বিষি ॥৮২
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা নেত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।
ততো মথিতুমারব্ধা মৈত্রেয় তরসামৃতম্ ॥৮৩
বিবুধাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে যতঃ পুচ্ছং ততঃ কৃতাঃ।
কৃষ্ণেন বাসুকের্দৈত্যাঃ পূর্ব্বকায়ে নিবেশিতাঃ ॥৮৪
তে তস্য ফণনিঃশ্বাস-বহ্নিনাপহৃতত্বিষঃ।
নিস্তেজসোঽসুরাঃ সর্ব্বে বভূবুরমিতদ্যুতে ॥৮৫
তেনৈব মুখনিশ্বাসবায়ুনাস্তবলাহকৈঃ।
পুচ্ছপ্রদেশে বর্ষদ্ভিস্তথা চাপ্যায়িতাঃ সুরাঃ ॥৮৬
ক্ষীরোদমধ্যে ভগবান্ কূর্ম্মরূপী স্বয়ং হরিঃ।
মন্থানাদ্রেরধিষ্ঠানং ভ্রমতোঽভূন্মহামুনে ॥৮৭

আর্ত্তি, বাঞ্ছা, মোহ ও অসুখ সেই পর্য্যন্তই থাকে, যে পর্য্যন্ত অশেষপাপনাশন তোমার শরণাপন্ন না হওয়া যায়। অতএব হে প্রসন্নাত্মন্! প্রপন্ন আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। হে নাথ! স্বশক্তি (লক্ষ্মী) দ্বারা সকলের তেজ বর্দ্ধন কর।৫৯-৭৪

পরাশর কহিলেন,—প্রণত অমরগণ কর্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সেই বিশ্বকৃৎ ভগবান্ প্রসন্ননয়নে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে দেবসকল! তোমাদের তেজের পুষ্টিসাধন করিব, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কর। দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রে সকল ওষধি আনিয়া (নিক্ষেপপূর্ব্বক) এবং মন্দরকে মন্থন (মাথানি) ও বাসুকিকে 'নেত্র' (মন্থনরজ্জু) করিয়া আমার সাহায্যে অমৃত মন্থন কর। সাহায্যের নিমিত্ত দৈতেয়দিগকে সামপূর্ব্বক (মিষ্টভাবে) বল যে, তোমরা সামান্য ফলভোক্তা (সমান ফলভাগী) হইবে। সমুদ্রমন্থন হইলে যে অমৃত উৎপন্ন হইবে, তাহা পানে তোমরা এবং আমরা বলবান্ হইব। তৎপরে আমি এরূপ করিব, যাহাতে দেবদ্বেষিগণ অমৃত না পাইয়া কেবল ক্লেশভাগী হয়।৭৫-৮০

পরাশর কহিলেন,—দেবদেব এইরূপ বলিলে, সুরগণ অসুরগণের সহিত সন্ধি করিয়া অমৃতের জন্য যত্নবান্ হইলেন। হে মৈত্রেয়! দেব ও দৈতেয় দানবেরা নানা ওষধি আনয়ন করত শরৎকালের মেঘের ন্যায় নির্ম্মল কান্তিবিশিষ্ট ক্ষীরসাগরের জলমধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক মন্দরকে মন্থান ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া সত্বর অমৃতমন্থন আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ দেবতাসকলকে পুচ্ছের দিকে এবং দৈতেয় সকলকে বাসুকির পূর্ব্বকায়ে নিযুক্ত করিলেন। হে মহাদ্যুতে! অসুরেরা সেই ফণীর শ্বাসবহ্নি দ্বারা নষ্টকান্তি হইয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং তাহার মুখের নিশ্বাসবায়ু দ্বারা ক্ষিপ্ত মেঘ সকল পুচ্ছদেশে গিয়া বর্ষণ করায়, তাহাতে দেবতাসকল আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। হে মহামুনে! ভগবান্ হরি স্বয়ং কূর্ম্মরূপী হইয়া ক্ষীরসাগরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ মন্থানাদ্রির (মন্দর পর্ব্বতের) অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থান)

রূপেণান্যেন দেবানাং মধ্যে চক্রগদাধরঃ।
চকর্ষ ভোগিরাজানং দৈত্যমধ্যেঽপরেণ চ ॥৮৮
উপর্য্যাক্রান্তবান্ শৈলং বৃহদ্রূপেণ কেশবঃ।
তথাপরেণ মৈত্রেয় যন্ন দৃষ্টং সুরাসুরৈঃ ॥৮৯
তেজসা নাগরাজানং তথাপ্যায়িতবান্ হরিঃ।
অন্যেন তেজসা দেবানুপবৃংহিতবান্ বিভুঃ ॥৯০
মথ্যমানে ততস্তস্মিন্ ক্ষীরাব্ধৌ দেব-দানবৈঃ।
হবির্ধামাভবৎ পূর্ব্বং সুরভিঃ সুরপূজিতা ॥৯১
জগ্মুর্মুদং ততো দেবা দানবাশ্চ মহামুনে।
ব্যাক্ষিপ্তচেতসশ্চৈব বভূবুস্তিমিতেক্ষণাঃ ॥৯২
কিমেতদিতি সিদ্ধানাং দিবি চিন্তয়তাং ততঃ।
বভূব বারুণী দেবী মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥৯৩
কৃতাবর্ত্তাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষীরোদাদ্ বাসয়ন্ জগৎ
গন্ধেন পারিজাতোঽভূদ্ দেবস্ত্রীনন্দনস্তরুঃ ॥৯৪
রূপৌদার্য্যগুণোপেতস্ততশ্চাপ্সরসাং গণঃ।
ক্ষীরোদধেঃ সমুৎপন্নো মৈত্রেয় পরমাদ্ভুতঃ ॥৯৫

ততঃ শীতাংশুরভবদ্ জগৃহে তং মহেশ্বরঃ।
জগৃহুশ্চ বিষং নাগাঃ ক্ষীরোদাচ্চ সমুত্থিতম্ ॥৯৬
ততো ধন্বন্তরির্দেবঃ শ্বেতাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুত্থিতঃ ॥৯৭
ততঃ স্বস্থমনস্কাস্তে সর্ব্বে দৈতেয়-দানবাঃ।
বভূবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে মৈত্রেয় মুনিভিঃ সহ ॥৯৮
ততঃ স্ফুরৎকান্তিমতী বিকাসিকমলে স্থিতা।
শ্রীর্দেবী পয়সস্তস্মাদুত্থিতা ধৃতপঙ্কজা ॥৯৯
তাং তুষ্টুবুর্মুদা যুক্তাঃ শ্রীসূক্তেন মহর্ষয়ঃ।
বিশ্বাবসুমুখাস্তস্যা গন্ধর্ব্বাঃ পুরতো জগুঃ ॥১০০
ঘৃতাচীপ্রমুখা ব্রহ্মন্ ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তোয়ৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে ॥১০১
দিগ্‌গজা হেমপাত্রস্থমাদায় বিমলং জলম্।
স্নাপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্ব্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥১০২
ক্ষীরোদরূপধৃক্ তস্যৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্।
দদৌ বিভূষণান্যঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা চকার চ ॥১০৩

হইলেন। চক্রগদাধর একরূপে দেবগণের মধ্যে ও অপর একরূপে দৈত্য মধ্যে থাকিয়া সর্পরাজকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! কেশব সুরাসুরের অদৃষ্ট অন্য এক বৃহৎরূপে শৈলের উপরিভাগে আক্রমণ করিয়া রহিলেন। বিভু হরি তেজ দ্বারা নাগরাজকে আপ্যায়িত এবং অন্য তেজ দ্বারা দেবগণকে পুষ্ট করিলেন।৮১-৯০

তদনন্তর দেবদানব কর্ত্তৃক ক্ষীরসমুদ্র মথিত হইলে প্রথমে হবির আগমস্থান সুরপূজিতা সুরভি উৎপন্না হইলেন। হে মহামুনে! তখন দেবদানব সকলে আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ব্যাক্ষিপ্তচেতা (সুরভিলাভের জন্য উৎসুক) এবং নিস্পন্দলোচন হইলেন। তদনন্তর স্বর্গে সিদ্ধগণ "ইহা কি" এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে মদাঘূর্ণিতলোচনা বারুণী দেবী জন্মিলেন। তৎপরে মন্থনের দ্বারা আলোড়িত সেই ক্ষীরসমুদ্র হইতে দেবপত্নীগণের আনন্দপ্রদ পারিজাততরু গন্ধে জগৎ বাসিত করিতে করিতে উত্থিত হইল। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ক্ষীরসিন্ধু হইতে রূপৌদার্য্যগুণযুক্ত পরমাদ্ভুত অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইল। তাহার পর শীতাংশু (চন্দ্র) উত্থিত হইলেন, তাঁহাকে মহাদেব গ্রহণ করেন এবং নাগসকল ক্ষীরোদ-সমুত্থিত বিষ গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর শ্বেতাম্বরধর দেব ধন্বন্তরি স্বয়ং অমৃত-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইলেন। হে মৈত্রেয়! তখন দৈত্য ও দানবের সুস্থচিত্ত হইয়া মুনিগণের সহিত সকলে আনন্দিত হইলেন। তাহার পর দেদীপ্যমান কান্তিমতী বিকশিত কমলে স্থিতা ধৃতপঙ্কজা লক্ষ্মীদেবী সেই পয়ঃ (ক্ষীরসমুদ্র) হইতে উত্থিত হইলেন।৯১-৯৯

মহর্ষিগণ আনন্দিত হইয়া শ্রীসূক্তে তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাবসু প্রমুখ গন্ধর্ব্বসকল তাঁহার সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন। হে ব্রহ্মন্! ঘৃতাচী প্রমুখ অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। গঙ্গাদি সরিৎসকল তাঁহার স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন এবং দিগ্‌গজগণ হেমপাত্রস্থ বিমল জল গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বলোকমহেশ্বরী দেবীকে স্নান করাইলেন। ক্ষীরোদরূপধারী হইয়া তাহাকে অম্লানপঙ্কজা মালা দান করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মা

দিব্যমালাম্বরধরা স্নাতা ভূষণভূষিতা।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যযৌ বক্ষঃস্থলং হরেঃ ॥১০৪
তয়াবলোকিতা দেবা হরিবক্ষঃস্থলস্থয়া।
লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় সহসা পরাং নির্বৃতিমাগতাঃ ॥১০৫
উদ্বেগং পরমং জগ্মুর্দৈত্যা বিষ্ণুপরাঙ্মুখাঃ।
ত্যক্তা লক্ষ্ম্যা মহাভাগ বিপ্রচিত্তিপুরোগমাঃ ॥১০৬
ততস্তে জগৃহুর্দৈত্যা ধন্বন্তরিকরে স্থিতম্।
কমণ্ডলুং মহাবীর্য্যা যত্রাস্তে তদ্ দ্বিজামৃতম্ ॥১০৭
মায়য়া লোভয়িত্বা তান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীরূপমাস্থিতঃ।
দানবেভ্যস্তদাদায় দেবেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ ॥১০৮
ততঃ পপুঃ সুরগণাঃ শক্রাদ্যাস্তৎ তদামৃতম্।
উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা দৈত্যাংস্তাংশ্চ সমভ্যয়ুঃ ॥১০৯
পীতেঽমৃতে চ বলিভির্দ্দেবৈর্দ্দৈত্যচমূস্তদা।
বধ্যমানা দিশো ভেজে পাতালং চ বিবেশ বৈ ॥১১০
তদা দেবা মুদা যুক্তাঃ শঙ্খচক্রগদাভৃতম্।
প্রণিপত্য যথাপূর্ব্বম্ আশাসত ত্রিপিষ্টপম্ ॥১১১

ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্য্যঃ প্রযযৌ স্বেন বর্ত্মনা।
জ্যোতীংষি চ যথামার্গং প্রযযুর্মুনিসত্তম ॥১১২
জজ্বাল ভগবাংশ্চোচ্চৈশ্চারুদীপ্তির্বিভাবসুঃ।
ধর্ম্মে চ সর্ব্বভূতানাং তদা মতিরজায়ত ॥১১৩
ত্রৈলোক্যঞ্চ শ্রিয়া জুষ্টং বভূব মুনিসত্তম।
শক্রশ্চ ত্রিদশশ্রেষ্ঠঃ পুনঃ শ্রীমানজায়ত ॥১১৪
সিংহাসনগতঃ শক্রঃ সম্প্রাপ্য ত্রিদিবং পুনঃ।
দেবরাজ্যে স্থিতো দেবীং তুষ্টাবাব্জকরাং ততঃ ॥১১৫

ইন্দ্র উবাচ।

নমস্যে সর্ব্বভূতানাং জননীমব্জসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥১১৬
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং সুধা স্বাহা স্বধা ত্বং লোকপাবনি।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥১১৭
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী ॥১১৮

অঙ্গে ভূষণ দান করিলেন। তিনি স্নাতা, ভূষণ-ভূষিতা ও দিব্যমাল্য এবং বস্ত্রধারণ করত সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন। হে মৈত্রেয়! হরিবক্ষস্থিতা সেই লক্ষ্মী দেবগণকে অবলোকন করায় তাঁহারা পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন। হে মহাভাগ! বিষ্ণুপরাঙ্মুখ বিপ্রচিত্তিপ্রমুখ দৈত্যেরা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া পরম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। হে দ্বিজ! তৎপরে সেই দৈত্যগণ ধন্বন্তরিহস্তস্থিত কমণ্ডলু ধারণ করিল; তাহাতে অমৃত ছিল। তখন বিভু বিষ্ণু স্ত্রীরূপ ধারণ ও তাহাদিগকে মায়া দ্বারা প্রলোভিত করিয়া সেই অমৃতভাণ্ড গ্রহণ করত দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন। তদনন্তর শক্রাদি সুরগণ অমৃত পানপূর্ব্বক উদ্যতাস্ত্র ও উদ্যতখড়্গ হইয়া দৈত্যদিগকে আক্রমণ করিলেন।১০০-১০৯

অমৃতপানে বলবান্ দেবগণ কর্ত্তৃক দৈত্যসেনারা ছিন্নভিন্ন হইয়া দিকে দিকে পলায়ন ও পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেবতাসকল আনন্দিত হইয়া শঙ্খচক্র-গদাধরকে প্রণামপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ত্রিপিস্টপ (স্বর্গরাজ্য) শাসন করিতে লাগিলেন। হে মুনিসত্তম! তৎপরে সূর্য্য প্রসন্নদীপ্তি হইয়া নিজপথে গমন ও জ্যোতির্গণ যথামার্গে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিভাবসু চারুদীপ্তিতে জ্বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলেরই তখন ধর্ম্মে মতি হইয়াছিল। হে মুনিসত্তম! ত্রৈলোক্য শ্রীযুক্ত ও দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রও পুনর্ব্বার শ্রীমান্ হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্র পুনর্ব্বার ত্রিদিব প্রাপ্ত হওয়ায় দেবরাজ্যে স্থিত ও সিংহাসনগত হইয়া পদ্মহস্তা দেবীকে (লক্ষ্মীকে) স্তব করিয়াছিলেন।১১০-১৫

ইন্দ্র বলিলেন,—সর্ব্বভূতের জননী, অব্জসম্ভবা, বিকসিত পদ্মলোচনা, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীকে নমস্কার করি। অয়ি লোকপাবনি! তুমি সিদ্ধি, তুমি সুধা, তুমি স্বাহা, স্বধা, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, ভূতি, মেধা, শ্রদ্ধা ও সরস্বতী। অয়ি শোভনে দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা এবং বিমুক্তি-ফলদায়িনী আত্মবিদ্যা। তুমিই আন্বীক্ষিকী (তর্কবিদ্যা), ত্রয়ী,

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্ ॥১১৯
কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্ব্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।
অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ ॥ ১২০
ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতম্ ॥১২১
দার-পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যধনাদিকম্।
ভবত্যেতন্মহাভাগে নিত্যং ত্বদ্বীক্ষণান্নৃণাম্ ॥১২২
শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ং সুখম্।
দেবি ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্ল্লভম্ ॥১২৩
ত্বং মাতা সর্ব্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
ত্বয়ৈতদ্ বিষ্ণুনা চাম্ব জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্ ॥১২৪
মা নঃ কোশং তথা গোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্।
মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব্বপাবনি ॥১২৫
মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গং মা পশূন্ মা বিভূষণম্।
ত্যজেথা মম দেবস্য বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলালয়ে ॥১২৬
সত্ত্বেন সত্য-শৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ।
ত্যজ্যন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে ॥১২৭
ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি ॥১২৮
স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ ॥১২৯
সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রি যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে ॥১৩০
ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ।
প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি মাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥১৩১

পরাশর উবাচ।

এবং শ্রীঃ সংস্তুতা সম্যক্ প্রাহ দেবী শতক্রতুম্।
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বভূতস্থিতা দ্বিজ ॥১৩২

শ্রীরুবাচ

পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ স্তোত্রেণানেন তে হরে।
বরং বৃণীষ্ব যস্ত্বিষ্টো বরদাহং তবাগতা ॥১৩৩

(ঋক্, যজুঃ ও সামবিদ্যা) বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি। হে দেবি! তোমারই সৌম্যাসৌম্যরূপে এই জগৎ পূরিত। দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী গদাভৃৎ দেবদেবের সর্ব্বযজ্ঞময় যোগিগণের ধ্যেয় শরীরে বাস করিতে পারে? হে দেবি! তুমি পরিত্যাগ করায় সকল ভুবনত্রয় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ইদানীং তোমা দ্বারাই সংবর্দ্ধিত হইল। অয়ি মহাভাগে! তোমার দৃষ্টিমাত্রে মনুষ্যদিগের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সুহৃদ্ ও ধনধান্যাদি লাভ হইয়া থাকে। দেবি! তোমার দৃষ্টিদৃষ্ট পুরুষদিগের পক্ষে শরীরের আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, সুখ ও শত্রুপক্ষের বিনাশ কিছুই দুর্ল্লভ নহে। তুমি সর্ব্বভূতের মাতা ও দেবদেব হরি পিতা; তোমাদের উভয়ের দ্বারাই অদ্য চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত।১১৬-২৪

অয়ি সর্ব্ব-পাবনি! তুমি আমাদের কোশ, গোষ্ঠ, গৃহ, পরিচ্ছদ, শরীর ও কলত্র ত্যাগ করিও না। অয়ি বিষ্ণু-বক্ষঃস্থলাশ্রয়ে! আমার পুত্রগণ, সুহৃদ্বর্গ, পশু ও বিভূষণ সকল ত্যাগ করিও না। অয়ি অমলে! তুমি যাহাদিগকে ত্যাগ কর, তাহাদিগকে সত্ত্ব, সত্য, শৌচ ও শীলাদি গুণ সকলই ত্যাগ করে। তুমি অবলোকন করিলে নির্গুণ পুরুষেরাও সদ্যঃ শীলাদি অখিল গুণ, কুল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়। হে দেবি! তুমি যাহাকে নিরীক্ষণ কর, সে শ্লাঘ্য, সে গুণী, সে ধন্য, সে কুলীন, সে বুদ্ধিমান্, সে শূর এবং বিক্রান্ত। অয়ি জগদ্ধাত্রি বিষ্ণুবল্লভে! তুমি যাহার প্রতি পরাঙ্মুখী হও, তাহার শীলাদি সকল গুণ সদ্যঃই বৈগুণ্য প্রাপ্ত হয়। হে পদ্মাক্ষি দেবি! ব্রহ্মার জিহ্বাও তোমার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত, আমাদিগকে কদাচ ত্যাগ করিও না।১২৫-৩১

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ! সর্ব্বভূতস্থিতা শ্রীদেবী এইরূপে সম্যক্ সংস্তুতা হইয়া সকল দেবের সাক্ষাতে ইন্দ্রকে বলিলেন। শ্রী কহিলেন,—হে দেবেশ হরে! তোমার এই স্তোত্রে পরিতুষ্ট হইলাম, ইষ্ট বর গ্রহণ কর, আমি তোমার বরদা হইয়া এখানে আসিয়াছি।

ইন্দ্র উবাচ।

বরদা যদি মে দেবি বরার্হো যদি বাপ্যহম্।
ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যাজ্যমেষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ ॥১৩৪

স্তোত্রেণ যস্তথৈতেন ত্বাং স্তোষ্যত্যব্ধিসম্ভবে।
স ত্বয়া ন পরিত্যাজ্যো দ্বিতীয়োঽস্তু বরো মম ॥১৩৫

শ্রীরুবাচ।

ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ন সন্ত্যক্ষ্যামি বাসব।
দত্তো বরো ময়া যস্তে স্তোত্রারাধনতুষ্টয়া ॥১৩৬

যশ্চ সায়ং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেণানেন মানবঃ।
মাং স্তোষ্যতি ন তস্যাহং ভবিষ্যামি পরাঙ্মুখী ॥১৩৭

পরাশর উবাচ।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায় বৈ পুরা।
মৈত্রেয় শ্রীর্মহাভাগা স্তোত্রারাধনতোষিতা ॥১৩৮

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না শ্রীঃ পূর্ব্বমুদধেঃ পুনঃ।
দেব-দানবযত্নেন প্রসূতামৃতমন্থনে ॥১৩৯

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষ তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥১৪০

পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা আদিত্যোঽভূদ্ যদা হরিঃ।
যদা তু ভার্গবো রামস্তদাভূদ্ ধরণী ত্বিয়ম্ ॥১৪১

রাঘবত্বেঽভবৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥১৪২

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥১৪৩

যশ্চৈতৎ শৃণুয়াজ্জন্ম লক্ষ্ম্যা যশ্চ পঠেন্নরঃ।
শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে যাবৎ কুলত্রয়ম্ ॥১৪৪

পঠ্যতে যেষু চৈবৈষ গৃহেষু শ্রীস্তবো মুনে।
অলক্ষ্মীঃ কলহাধারা ন তেষ্বাস্তে কদাচন ॥১৪৫

এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্ব্বং ভৃগুসুতা সতী ॥১৪৬

ইতি সকলবিভূত্যবাপ্তিহেতুঃ
স্তুতিরিয়মিন্দ্রমুখোদ্গতা হি লক্ষ্ম্যাঃ।
অনুদিনমিহ পঠ্যতে নৃভির্যৈ-
র্বসতি ন তেষু কদাচিদপ্যলক্ষ্মীঃ ॥১৪৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ইন্দ্র কহিলেন,—দেবি! যদি আমার বরদা হও, যদি আমি বরের যোগ্য হই, তবে তুমি ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিও না, এই আমার প্রধান বর। অয়ি অব্ধিসম্ভবে! আমার দ্বিতীয় বর এই যে, যে ব্যক্তি এই স্তোত্রে তোমার স্তব করিবে, তাহাকে পরিত্যাগ করিও না। শ্রী কহিলেন,—হে সুরশ্রেষ্ঠ বাসব! তোমার স্তোত্ররূপ আরাধনায় তুষ্টা হইয়া আমি তোমাকে যে বর দিলাম, তাহাতে ত্রৈলোক্য ত্যাগ করিব না এবং যে এই স্তোত্র দ্বারা সায়ং ও প্রাতে আমার স্তব করিবে, তাহার প্রতিও পরাঙ্মুখী হইব না। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! পুরাকালে মহাভাগা শ্রীদেবী স্তবরূপ অর্চ্চনায় তুষ্ট হইয়া দেবরাজকে এইরূপ বর দিয়াছিলেন। ভৃগু হইতে তাঁহার পত্নী খ্যাতিতে উৎপন্না শ্রী দেব-দানবের যত্নে অমৃতমন্থনে পুনর্ব্বার প্রসূতা হয়েন। জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, তাঁহার সহায়িনী লক্ষ্মীও সেইরূপ।১৩২-৪০

হরি যখন আদিত্য (বামন) হইয়াছিলেন, তখন পুনশ্চ পদ্ম হইতে লক্ষ্মী উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। যখন ভার্গব রাম হয়েন, তখন ইনি ধরণী হইয়াছিলেন। রাঘবাবতারে সীতা, কৃষ্ণজন্মে রুক্মিণী ও অন্যান্য অবতারেও ইনি বিষ্ণুর সহায়িনী। ইনি দেবত্বে দেবদেহা ও মনুষ্যত্বে মানুষী হইয়া বিষ্ণুর দেহানুরূপ আত্মতনু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর এই জন্ম শ্রবণ বা পাঠ করে, যাবৎ কুলত্রয় থাকে, তাহার গৃহে তাবৎকাল শ্রীহীনতা হয় না। হে মুনে! যে গৃহে এই শ্রীস্তব পঠিত হয়, তথায় কলহই যাহার অধিকার, সেই অলক্ষ্মী কদাচ থাকে না। হে ব্রহ্মন্! শ্রী পূর্ব্বে ভৃগুসুতা হইয়া পরে ক্ষীরাব্ধিতে যেরূপে জন্মিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে বলা হইল। সকল বিভূতিপ্রাপ্তির হেতু, ইন্দ্রমুখোদ্গত এই লক্ষ্মীস্তব এই পৃথিবীতে যাঁহারা অনুদিন পাঠ করেন, তাঁহাদের কদাচ থাকে না।১৪১-৪৭

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশমঃ অধ্যায়ঃ

ভৃগুসর্গাদীনাং পুনঃ কথনম্।

মৈত্রেয় উবাচ

কথিতং মে ত্বয়া সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽসি মহামুনে।
ভৃগুসর্গাৎ প্রভৃত্যেস সর্গো মে কথ্যতাং পুনঃ ॥১

পরাশর উবাচ।

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না লক্ষ্মীর্বিষ্ণুপরিগ্রহঃ।
তথা ধাতৃবিধাতারৌ খ্যাত্যাং জাতৌ সুতৌ ভৃগোঃ ॥২
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কন্যে মহাত্মনঃ।
ধাতৃবিধাত্রোস্তে ভার্য্যে তয়োর্জাতৌ সুতাবুভৌ ॥৩
প্রাণশ্চৈব মৃকণ্ডুশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুতঃ।
ততো বেদশিরা জজ্ঞে প্রাণস্যাপি সুতং শৃণু ॥৪
প্রাণস্য কৃতিমান্ পুত্রো রাজবাংশ্চ ততোঽভবৎ।
ততো বংশো মহাভাগ বিস্তারং ভার্গবো গতঃ ॥৫
পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাসমসূয়ত।
বিরজাঃ সর্ব্বগশ্চৈব তস্য পুত্রৌ মহাত্মনঃ ॥৬
বংশসংকীর্ত্তনে পুত্রান্ বদিষ্যেঽহং তয়োর্দ্বিজ।
স্মৃতিশ্চাঙ্গিরসঃ পত্নী প্রসূতাঃ কন্যকাস্তথা ॥৭
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা।
অনুসূয়া তথৈবাত্রের্জজ্ঞে পুত্রানকল্মষান্ ॥৮
সোমং দুর্ব্বাসসঞ্চৈব দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনম্।
প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্য্যায়াং দত্তোলিস্তৎসুতোঽভবৎ ॥৯
পূর্ব্বজন্মনি সোঽগস্ত্যঃ স্মৃতঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
কর্দ্দমশ্চাবরীয়াংশ্চ সহিষ্ণুশ্চ সুতত্রয়ম্ ॥১০
ক্ষমা তু সুষুবে ভার্য্যা পুলহস্য প্রজাপতেঃ।
ক্রতোশ্চ সন্নতির্ভার্য্যা বালখিল্যানসূয়ত ॥১১
ষষ্টির্যানি সহস্রাণি যতীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্রাণাং জ্বলদ্‌ভাস্করতেজসাম্ ॥১২
ঊর্জ্জায়াঞ্চ বসিষ্ঠস্য সপ্তাজায়ন্ত বৈ সুতাঃ।
রজোগাত্রোর্দ্ধবাহুশ্চ বসনশ্চানঘস্তথা ॥১৩

দশম অধ্যায়

[ভৃগু সর্গাদি পুনঃ কথন।]

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সমস্তই আপনি কহিলেন। এক্ষণে ভৃগুসর্গ হইতে পুনর্ব্বার এই বংশ আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন, ভৃগুর পত্নী খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং ধাতৃ ও বিধাতৃ নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নাম্নী দুই কন্যা ধাতা বিধাতার ভার্য্যা। তাঁহাদের পুত্র প্রাণ ও মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডুর পুত্র মার্কণ্ডেয় এবং প্রাণের সুত বেদশিরাঃ। প্রাণের দ্বিতীয় কৃতিমান্ পুত্র রাজবান্। হে মহাভাগ! তৎপরে ভার্গব বংশ বিস্তৃত হইয়া উঠিল। মরীচির পত্নী সম্ভূতি পৌর্ণমাসকে প্রসব করেন। সেই মহাত্মার দুই পুত্র বিরজাঃ ও সর্ব্বগ। হে দ্বিজ! বংশসঙ্কীর্ত্তনে এই উভয়ের পুত্রগণের কথা বলিব। অঙ্গিরার পত্নী স্মৃতি অনেক কন্যার প্রসূতি। তাঁহাদের নাম সিনীবালী, কুহু, রাকা এবং অনুমতি। অত্রির পত্নী অনসূয়া সোম, দুর্ব্বাসা ও যোগী দত্তাত্রেয় এই সকল নিষ্পাপ পুত্রকে প্রসব করেন। পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতিতে তৎসুত দত্তোলির জন্ম হয়; যিনি পূর্ব্বজন্মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে অগস্ত্য নামে স্মৃত। পুলহপ্রজাপতির ভার্য্যা ক্ষমা কর্দ্দম, অবরীয়ান্ ও সহিষ্ণু এই সুতত্রয় প্রসব করেন। ক্রতুর ভার্য্যা সন্নীতি বালখিল্যদিগকে প্রসব করেন; সেই ঊর্দ্ধরেতা, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমাত্র, জ্বলদ্ভাস্করতেজস্বী যতিগণের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র।১-১২

সুতপাঃ শুক্র ইত্যেতে সর্ব্বে সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ।
যোঽসাবগ্নিরভিমানী ব্রহ্মণস্তনয়োঽগ্রজঃ ॥১৪
তস্মাৎ স্বাহা সুতান্ লেভে ত্রীনুদারৌজসো দ্বিজ।
পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনম্ ॥১৫
তেষান্তু সন্ততাবন্যে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
এবমেকোনপঞ্চাশদ্ বহ্নয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৬
কথ্যন্তে বহ্নয়শ্চৈতে পিতা পুত্রত্রয়ঞ্চ যৎ।
পিতরো ব্রহ্মণা সৃষ্টা ব্যাখ্যাতা যে ময়া তব ॥১৭
অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদোঽনগ্নয়ঃ সাগ্নয়শ্চ যে।
তেভ্যঃ স্বধা সুতে জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীং তথা ॥১৮
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজ।
উত্তমজ্ঞানসম্পন্নে সর্ব্বৈঃ সমুদিতৈর্গুণৈঃ ॥১৯
ইত্যেষা দক্ষকন্যানাং কথিতাপত্যসন্ততিঃ।
শ্রদ্ধাবান্ সংস্মরন্নেতাম্ অনপত্যো ন জায়তে ॥২০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ঊর্জ্জার গর্ভে বসিষ্ঠের সপ্ত পুত্র উৎপন্ন। রজঃ, গাত্র, ঊর্দ্ধবাহু, বসন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র, ইহারা সকলে অমল সপ্তর্ষি (তৃতীয় মন্বন্তরে)। হে দ্বিজ! ব্রহ্মার প্রথম তনয় ঐ যে অভিমানী অগ্নি, তাঁহার ঔরসে স্বাহা উদারতেজাঃ সুতত্রয় লাভ করেন। তাঁহাদের নাম—পাবক, পবমান ও জলাশী শুচি। তাঁহাদের সন্ততি পঞ্চচত্বারিংশৎ, এইরূপে ঊনপঞ্চাশৎ বহ্নি পরিকীর্ত্তিত। ব্রহ্মার সৃষ্ট যে নিরগ্নিক অগ্নিষ্বাত্তা ও সাগ্নিক বর্হিষদ নামক পিতৃসকলের কথা তোমাকে বলিয়াছি, স্বধা তাঁহাদের হইতে মেনা ও বৈধারিণী নাম্নী দুই কন্যা প্রসব করেন। হে দ্বিজ! উত্তম জ্ঞানসম্পন্না ও সর্ব্বগুণে মণ্ডিতা তাঁহারা উভয়েই ব্রহ্মবাদিনী এবং যোগিনী। দক্ষকন্যাদিগের অপত্যসন্ততি এই কথিত হইল। শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে নিঃসন্তান হইতে হয় না।১৩-২০

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ধ্রুবোপাখ্যানম্]

পরাশর উবাচ।

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাবীর্য্যৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ কথিতৌ তব ॥১
তয়োরুত্তানপাদস্য সুরুচ্যামুত্তমঃ সুতঃ।
অভীষ্টায়ামভূদ্ ব্রহ্মন্ পিতুরত্যন্তবল্লভঃ ॥২
সুনীতির্নাম যা রাজ্ঞস্তস্যাভূন্ মহিষী দ্বিজ।
স নাতিপ্রীতিমাংস্তস্যাং তস্যাশ্চাভূদ্ ধ্রুবঃ সুতঃ ॥৩
রাজাসনস্থিতস্যাঙ্কং পিতুর্ভ্রাতরমাশ্রিতম্।
দৃষ্ট্বোত্তমং ধ্রুবশ্চক্রে তমারোঢুং মনোরথম্ ॥৪
প্রত্যক্ষং ভূপতিস্তস্যাঃ সুরুচ্যা নাভ্যনন্দত।
প্রণয়েনাগতং পুত্রমুৎসঙ্গারোহণোৎসুকম্ ॥৫

একাদশ অধ্যায়

[ধ্রুবোপাখ্যান।]

পরাশর কহিলেন,—স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ধর্ম্মজ্ঞ সুমহাবীর্য্য দুই পুত্রের কথা তোমাকে বলিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! তন্মধ্যে উত্তানপাদের অভীষ্ট পত্নী সুরুচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র উত্তমের জন্ম হয়। রাজার সুনীতি নাম্নী যে মহিষী, তিনি তাঁহার প্রতি অতি প্রীতিমান্ ছিলেন না, তাঁহার পুত্র ধ্রুব। একদিন ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনস্থিত পিতার

সপত্নীতনয়ং দৃষ্ট্বা তমঙ্কারোহণোৎসুকম্।
পিতুঃ পুত্রং তথারূঢং সুরুচির্বাক্যমব্রবীৎ ॥৬
ক্রিয়তে কিং বৃথা বৎস মহানেষ মনোরথঃ।
অন্যস্ত্রীগর্ভজাতেন অসম্ভূয় মমোদরে ॥৭
উত্তমোত্তমমপ্রাপ্যম্ অবিবেকোঽভিবাঞ্ছসি।
সত্যং সুতস্ত্বমপ্যস্য কিন্তু ন ত্বং ময়া ধৃতঃ ॥৮
এতদ্ রাজাসনং সর্ব্ব ভূভৃৎসংশ্রয়কেতনম্।
যোগ্যং মমৈব পুত্রস্য কিমাত্মা ক্লিশ্যতে ত্বয়া ॥৯
উচ্চৈর্মনোরথস্তেঽয়ং মৎপুত্রস্যৈব কিং বৃথা।
সুনীত্যামাত্মনো জন্ম কিং ত্বয়া নাবগম্যতে ॥১০

পরাশর উবাচ।

উৎসৃজ্য পিতরং বালস্তৎ শ্রুত্বা মাতৃভাষিতম্।
জগাম কুপিতো মাতুর্নিজায়া দ্বিজ মন্দিরম্ ॥১১
তং দৃষ্ট্বা কুপিতং পুত্রম্ ঈষৎপ্রস্ফুরিতাধরম্।
সুনীতিরঙ্কমারোপ্য মৈত্রেয়ৈতদভাষত ॥১২
বৎস কঃ কোপহেতুস্তে কশ্চ ত্বাং নাভিনন্দতি
কোঽবজানাতি পিতরং তব যস্তেঽপরাধ্যতে ॥১৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সকলং মাত্রে কথয়ামাস তদ্ যথা।
সুরুচিঃ প্রাহ ভূপালপ্রত্যক্ষমপি গর্ব্বিতা ॥১৪
বিনিশ্বস্যেতি কথিতে তস্মিন্ পুত্রেণ দুর্ম্মনাঃ।
শ্বাসক্ষামেক্ষণা দীনা সুনীতির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫

সুনীতিরুবাচ।

সুরুচিঃ সত্যমাহেদং স্বল্পভাগ্যোঽসি পুত্রক।
ন হি পুণ্যবতাং বৎস সপত্নৈরেবমুচ্যতে ॥১৬
নোদ্বেগস্তাত কর্ত্তব্যঃ কৃতং যদ্ ভবতা পুরা।
তৎ কোঽপহর্ত্তুং শক্নোতি দাতুং কশ্চাকৃতং ত্বয়া ॥১৭
রাজাসনং তথা ছত্রং বরাশ্বা বরবারণাঃ।
যস্য পুণ্যানি তস্যৈঃ তে মত্বৈতৎ শাম্য পুত্রক ॥১৮
অন্যজন্মকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ সুরুচ্যাং সুরুচির্নৃপঃ।
ভার্য্যেতি প্রোচ্যতে চান্যা মদ্বিধা ভাগ্যবর্জ্জিতা ॥১৯

ক্রোড়ে অবস্থিত দেখিয়া ধ্রুব তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু ভূপতি তাঁহার ক্রোড়ে উঠিতে উৎসুক প্রণয়ের সহিত আগত পুত্রকে সুরুচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন না। সুরুচি পুত্রকে পিতার অঙ্কারূঢ় ও সপত্নীতনয়কে আরোহণোৎসুক দেখিয়া রূঢ়বাক্যে বলিতে লাগিল,—বৎস! তুমি আমার উদরে না জন্মিয়া অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে কিজন্য বৃথা এই উচ্চ অভিলাষ কর? তুমি অবিবেচক, এজন্যই তোমার অপ্রাপ্য উত্তমোত্তম বিষয় বাঞ্ছা করিতেছ। তুমিও ইঁহার সন্তান সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই। সর্ব্বরাজগণের আশ্রয় (চক্রবর্ত্তীর) স্থান এই রাজাসন আমার পুত্রেরই যোগ্য। তুমি কি জন্য আপন আত্মাকে কষ্ট দিতেছ? আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এই বৃথা উচ্চ মনোরথ কেন? সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি কি জান না? ১-১০

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজ! বালক সেই মাতৃবাক্য শ্রবণ করত পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপিত হইয়া নিজ মাতার মন্দিরে গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! সুনীতি পুত্রকে কুপিত ও ঈষৎ প্রস্ফুরিতাধর দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন,—বৎস! তোমার কোপের হেতু কি? কে তোমার অনাদর করিয়াছে? তোমার নিকট অপরাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমাননা করিয়াছে? পরাশর কহিলেন,—গর্ব্বিতা সুরুচি ভূপালের সাক্ষাতে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ধ্রুব তৎসমস্ত মাতাকে কহিলেন। পুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া এই সকল কথা বলিলে দীনা সুনীতি দুর্ম্মনা ও দীর্ঘ নিশ্বাসে ম্লাননয়না হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে পুত্র! সুরুচি সত্যই বলিয়াছে যে, তুমি স্বল্পভাগ্য। বৎস! পুণ্যবান্‌দিগকে সপত্ন (শত্রুরা) এরূপ কথা বলে না। হে বৎস! উদ্বেগ করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপনয়ন করিতে পারে এবং যাহা সঞ্চয় কর নাই, তাহাই বা কে

পুণ্যোপচয়সম্পন্নস্তস্যাঃ পুত্রস্তথোত্তমঃ।
মম পুত্রস্তথা জাতঃ স্বল্পপুণ্যো ধ্রুবো ভবান্ ॥২০
তথাপি দুঃখং ন ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি পুত্রক।
যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥২১
যদি বা দুঃখমত্যর্থং সুরুচ্যা বচসা তব।
তৎ পুণ্যোপচয়ে যত্নং কুরু সর্ব্বফলপ্রদে ॥২২
সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ ॥২৩
ধ্রুব উবাচ।
অম্ব যৎ ত্বমিদং প্রাহ প্রশমায় বচো মম।
নৈতদ্ দুর্ব্বচসা ভিন্নে হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥২৪
সোহহং তথা যতিষ্যামি যথা সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
স্থানং প্রাপ্স্যাম্যশেষাণাং জগতামপি পূজিতম্ ॥২৫
সুরুচির্দ্দয়িতা রাজ্ঞস্তস্যা জাতোঽস্মি নোদরাৎ।
প্রভাবং পশ্য মেঽম্ব ত্বং বৃদ্ধস্যাপি তবোদরে ॥২৬
উত্তমঃ স মম ভ্রাতা যো গর্ভে ন ধৃতস্ত্বয়া।
স রাজাসনমাপ্নোতু পিত্রা দত্তং তথাস্তু তৎ ॥২৭
নান্যদত্তমভীপ্সামি স্থানমম্ব স্বকর্ম্মণা।
ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম ॥২৮
পরাশর উবাচ।
নির্জ্জগাম গৃহান্মাতুরিত্যুক্ত্বা মাতরং ধ্রুবঃ।
পুরাচ্চ নিষ্ক্রম্য ততস্তদ্বাহ্যোপবনং যযৌ ॥২৯
স দদর্শ মুনীংস্তত্র সপ্ত পূর্ব্বাগতান্ ধ্রুবঃ।
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েষু বিষ্টরেষু সমাস্থিতান্ ॥৩০
স রাজপুত্রস্তান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাভ্যভাষত।
প্রশ্রয়াবনতঃ সম্যগভিবাদনপূর্ব্বকম্ ॥৩১
ধ্রুব উবাচ।
উত্তানপাদতনয়ং মাং নিবোধত সত্তমাঃ।
জাতং সুনীত্যাং নির্ব্বেদাদ্ যুষ্মাকং প্রাপ্তমন্তিকম্ ॥৩২
ঋষয় ঊচুঃ।
চতুঃপঞ্চাব্দসম্ভূতো বালস্ত্বং নৃপনন্দন।
নির্ব্বেদকারণং কিঞ্চিৎ তব নাদ্যাপি বিদ্যতে ॥৩৩
ন চিন্ত্যং ভবতঃ কিঞ্চিদ্ ধ্রিয়তে ভূপতিঃ পিতা।
ন চৈবেষ্টবিয়োগাদি তব পশ্যামি বালক ॥৩৪

দিতে পারে? রাজাসন, ছত্র, উত্তম অশ্ব ও উত্তম হস্তী এই সকল, যাহার পুণ্য আছে, তাহারই হয়। হে পুত্র! ইহা বিবেচনা করিয়া শান্ত হও। অন্য জন্মকৃত পুণ্য-হেতু সুরুচির প্রতি রাজা রুচিসম্পন্ন হইয়াছেন, আর আমার ন্যায় ভাগ্যবঞ্চিত স্ত্রীলোক কেবল ভার্য্যা নামে কথিত হয় মাত্র। তাহার পুত্র উত্তমও সেইরূপ বহুপুণ্যসম্পন্ন এবং তুমি আমার স্বল্পপুণ্য পুত্র ধ্রুব জন্মিয়াছ।১১-২০

হে পুত্র! তথাপি তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যাহার যাহা যে পরিমাণ থাকে, বুদ্ধিমান্ লোকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। আর যদি সুরুচির বাক্যে তোমার অত্যন্তই দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্যের উপার্জ্জনে যত্ন কর। সুশীল, ধর্ম্মাত্মা, মৈত্র এবং প্রাণিহিতে রত হও। জল যেমন নিম্ন-প্রবণ, সম্পদ্ সকলও সেইরূপ পাত্রকেই আশ্রয় করে। ধ্রুব কহিলেন—অম্ব! তুমি আমার মনের শান্তির জন্য যাহা বলিতেছ, তাহা বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বিদীর্ণ এই আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। তবে আমি সেইমত যত্ন করিব, যাহাতে অশেষ জগতেরও পূজিত সর্ব্বোত্তমের উত্তম স্থান পাইতে পারি। সুরুচি রাজার দয়িতা (প্রিয়ভার্য্যা), আমি তাহার উদরে জন্মগ্রহণ করি নাই; কিন্তু মা! তোমার উদরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব দেখ। তাহাই হউক, উত্তম যাহাকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, আমার সেই ভ্রাতা পিতৃদত্ত রাজাসন প্রাপ্ত হউক। আমি অপরের প্রদত্তস্থান অভিলাষ করি না। মাতঃ! আমি স্বকর্ম্ম দ্বারা সেই স্থান ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই। পরাশর কহিলেন,—ধ্রুব মাতাকে ইহা কহিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পুর হইতেও নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরের এক উপবনে উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন উত্তরীয়বিশিষ্ট কুশাসনে

শরীরে ন চ তে ব্যাধিরস্মাভিরুপলক্ষ্যতে।
নির্ব্বেদঃ কিং নিমিত্তং তে কথ্যতাং যদি বিদ্যতে ॥৩৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ স কথয়ামাস সুরুচ্যা যদুদাহৃতম্।
তন্নিশম্য ততঃ প্রোচুর্ম্মুনয়স্তে পরস্পরম্ ॥৩৬
অহো ক্ষাত্রং পরং তেজো বালস্যাপি যদক্ষমা।
সপত্ন্যা মাতুরুক্তস্য হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥৩৭
ভো ভো ক্ষত্রিয়দায়াদ নির্ব্বেদাদ্ যৎ ত্বয়াধুনা।
কর্ত্তুং ব্যবসিতং তন্নঃ কথ্যতাং যদি রোচতে ॥৩৮
যচ্চ কার্য্যং তবাস্মাভিঃ সাহায্যমমিতদ্যুতে।
তদুচ্যতাং বিবক্ষুস্ত্বম্ অস্মাভিরুপলক্ষ্যসে ॥৩৯

ধ্রুব উবাচ।

নাহমর্থমভীপ্সামি ন রাজ্যং দ্বিজসত্তমাঃ।
তৎ স্থানমেকমিচ্ছামি ভুক্তং নান্যেন যৎ পুরা ॥৪০
এতন্মে ক্রিয়তাং সম্যক্ কথ্যতাং প্রাপ্যতে যথা।
স্থানমগ্র্যং সমস্তেভ্যঃ স্থানেভ্যো মুনিসত্তমাঃ ॥৪১

মরীচিরুবাচ।

অনারাধিতগোবিন্দৈঃ নরৈঃ স্থানং নৃপাত্মজ।
ন হি সংপ্রাপ্যতে শ্রেষ্ঠং তস্মাদারাধয়াচ্যুতম্ ॥৪২

অত্রিরুবাচ।

পরঃ পরাণাং পুরুষো যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
স প্রাপ্নোত্যক্ষয়স্থানম্ এতৎ সত্যং ময়োদিতম্ ॥৪৩

অঙ্গিরা উবাচ।

যস্যান্তঃ সর্ব্বমেবৈতদ্ অচ্যুতস্যাব্যয়াত্মনঃ।
তমারাধয় গোবিন্দং স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥৪৪

পুলস্ত্য উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম যোঽসৌ ব্রহ্ম তথা পরম্।
তমারাধ্য হরিং যাতি মুক্তিমপ্যতিদুর্ল্লভাম্ ॥৪৫

উপবিষ্ট পূর্ব্বাগত সপ্ত মুনিকে দেখিতে পাইলেন। রাজপুত্র বিনয়ে অবনত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত ও সম্যক্ অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সত্তমগণ! আমাকে উত্তানপাদের তনয় জানিবেন। সুনীতির গর্ভে আমার জন্ম এবং নির্ব্বেদহেতু আপনাদের নিকট আসিয়াছি। ঋষিগণ কহিলেন,—হে নৃপনন্দন! তুমি চারি পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার নির্ব্বেদের কিছু কারণ নাই এবং কোনও চিন্তার বিষয় নাই, যেহেতু তোমার পিতা ভূপতি ও তিনি জীবিত। হে বালক! তোমার ইষ্টবিয়োগাদিও দেখিতেছি না; শরীরে যে কোনও পীড়া আছে, এরূপও বোধ হইতেছে না, তবে তোমার নির্ব্বেদ কেন? যদি কোন কারণ থাকে, বল। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর তিনি সুরুচির সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া মুনিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, অহো! ক্ষত্রিয়তেজ কি শ্রেষ্ঠ যে, বালকের হৃদয় হইতেও বিমাতৃবাক্যের অসহ্য তাপ দূর হইতেছে না; হে ক্ষত্রিয়দায়ভাগিন্! তোমার নির্ব্বেদহেতু তুমি যাহা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহা আমাদিগকে বল। হে অমিততেজস্বিন্! আমাদিগকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে বল, কিছু বলিতে ইচ্ছুক বলিয়া তোমাকে বোধ হইতেছে। ধ্রুব কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অর্থ বা রাজ্যের অভিলাষ করি না, আমি সেই একমাত্র স্থান ইচ্ছা করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে অন্যে ভোগ করেন নাই।২১-৪০

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা এই সাহায্য করুন যে, সমস্ত স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান যেরূপে পাওয়া যায়, তাহা আমাকে বলুন। মরীচি কহিলেন,—হে নৃপাত্মজ! যাহারা গোবিন্দের আরাধনা করে নাই, তাহারা শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হয় না। অতএব অচ্যুতের আরাধনা কর। অত্রি কহিলেন,—সকলের পরাৎপর পুরুষ জনার্দ্দন যাহার প্রতি তুষ্ট, সে অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য বলিলাম। অঙ্গিরা কহিলেন,—যদি শ্রেষ্ঠ স্থান ইচ্ছা কর, তবে এই সমস্ত জগৎ যে অচ্যুত অব্যয়াত্মার অন্তর্গত, সেই গোবিন্দের আরাধনা কর। পুলস্ত্য কহিলেন,—যিনি পরম ব্রহ্ম পরমধাম, সেই পরব্রহ্মরূপী হরির আরাধনা করিয়া লোকে অতি দুর্লভ মুক্তিও প্রাপ্ত হয়। ক্রতু

ক্রতুরুবাচ।

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পুমান্।
তস্মিংস্তুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদস্তি জনার্দ্দনে ॥৪৬

পুলহ উবাচ।

ঐন্দ্রমিন্দ্রঃ পরং স্থানং যমারাধ্য জগৎপতিম্।
প্রাপ যজ্ঞপতিং বিষ্ণুং তমারাধয় সুব্রত ॥৪৭

বসিষ্ঠ উবাচ।

প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ মনসা যদ্ যদিচ্ছতি।
ত্রৈলোক্যান্তর্গতং স্থানং কিমু বৎসোত্তমোত্তমম্ ॥৪৮

ধ্রুব উবাচ।

আরাধ্যঃ কথিতো দেবো ভবদ্ভিঃ প্রণতস্য মে।
ময়া তৎপরিতোষায় যজ্জপ্তব্যং তদুচ্যতাম্ ॥৪৯
যথা চারাধনং তস্য ময়া কার্য্যং মহাত্মনঃ।
প্রসাদসুমুখাস্তন্মে কথয়ন্তু মহর্ষয়ঃ ॥৫০

ঋষয় ঊচুঃ।

রাজপুত্র যথা বিষ্ণোরারাধনপরৈর্নরৈঃ।
কার্য্যমারাধনং তন্মে যথাবৎ শ্রোতুমর্হসি ॥৫১
বাহ্যার্থানখিলাংশ্চিত্তং ত্যাজয়েৎ প্রথমং নরঃ।
তস্মিন্নেব জগদ্ধাম্নি ততঃ কুর্ব্বীত নিশ্চলম্ ॥৫২
এবমেকাগ্রচিত্তেন তন্ময়েন ধৃতাত্মনা।
জপ্তব্যং যন্নিবোধৈতৎ তং নঃ পার্থিবনন্দন ॥৫৩
হিরণ্যগর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে।
ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞানস্বভাবিনে ॥৫৪
এতজ্জজাপ ভগবান্ জপ্যং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
পিতামহস্তব পুরা তস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ ॥৫৫
দদৌ যথাভিলষিতামৃদ্ধিং ত্রৈলোক্যদুর্লভাম্
তথা ত্বমপি গোবিন্দং তোষয়ৈতৎ সদা জপন্ ॥৫৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

কহিলেন,—যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ও যোগে পরম পুমান্, সেই জনার্দ্দন তুষ্ট হইলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। পুলহ কহিলেন,—হে সুব্রত! যে জগৎপতিকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্র পরম ঐন্দ্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞপতি বিষ্ণুর আরাধনা কর। বসিষ্ঠ কহিলেন, হে বৎস! বিষ্ণু আরাধিত হইলে ত্রৈলোক্যের মধ্যবর্ত্তী উত্তমোত্তম যে স্থান ইচ্ছা করে, লোক তাহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বক্তব্য কি? ধ্রুব কহিলেন,—আপনারা এই প্রণত ব্যক্তিকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলিলেন, এক্ষণে তাঁহার পরিতোষের জন্য আমার যাহা জপ করা উচিত, তাহা বলুন। হে প্রসন্নবদন মহর্ষিগণ! যে প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, তাহাও আমাকে বলুন।৪১-৫০

ঋষিগণ কহিলেন,—হে রাজপুত্র! আরাধনাপরায়ণ-নরগণের যে প্রকারে বিষ্ণুর আরাধনা করা কর্ত্তব্য, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। মনুষ্য প্রথমে চিত্তকে অখিল বাহিরের বিষয় ত্যাগ করাইবে, পরে সেই চিত্তকে জগদ্ধামের প্রতি নিশ্চল করা উচিত। হে পার্থিবনন্দন! এইরূপ তন্ময় একাগ্রচিত্তে সংযত হইয়া যাহা জপ করিতে হয়, তাহা আমাদিগের নিকট অবগত হও; "হিরণ্যগর্ভ-পুরুষপ্রধানব্যক্তরূপিণে। ওঁ নমো বাসুদেবায় শুদ্ধজ্ঞান-স্বরূপিণে॥" তোমার পিতামহ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু পুরাকালে এই জপ্য মন্ত্র জপ করায় জনার্দ্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যদুর্লভ যথাভিলষিত ঋদ্ধি দান করিয়াছিলেন। তুমিও ইহা সদা জপ করিয়া গোবিন্দকে তুষ্ট কর।৫১-৫৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ধ্রুবস্য বরলাভঃ ।]

পরাশর উবাচ ।

নিশম্য তদশেষেণ মৈত্রেয় নৃপতেঃ সুতঃ ।
নির্জ্জগাম বনাৎ তস্মাৎ প্রণিপত্য স তানৃষীন্ ॥১
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানস্ততো দ্বিজ ।
মধুসংজ্ঞং মহাপুণ্যং জগাম যমুনাতটম্ ॥২
পুনশ্চ মধুসংজ্ঞেন দৈত্যেনাধিষ্ঠিতং যতঃ ।
ততো মধুবনং নাম্না খ্যাতমত্র মহীতলে ॥৩
হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্ ।
শত্রুঘ্নো মথুরাং নাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥৪
যত্র বৈ দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ ॥৫
মরীচিমুখ্যৈর্ম্মুনিভির্যথোদ্দিষ্টমভূৎ তথা ।
আত্মন্যশেষদেবেশং স্থিতং বিষ্ণুমমন্যত ॥৬

অনন্যচেতসস্তস্য ধ্যায়তো ভগবান্ হরিঃ ।
সর্ব্বভূতগতো বিপ্র সর্ব্বভাবগতোঽভবৎ ॥৭
মনস্যবস্থিতে তস্য বিষ্ণৌ মৈত্রেয় যোগিনঃ ।
ন শশাক ধরা ভারমুদ্বোঢ়ুং ভূতধারিণী ॥৮
বামপাদস্থিতে তস্মিন্ ননামার্দ্ধেন মেদিনী ।
দ্বিতীয়ঞ্চ ননামার্দ্ধং ক্ষিতের্দক্ষিণসংস্থিতে ॥৯
পাদাঙ্গুষ্ঠেন সংপীড্য যদা স বসুধাং স্থিতঃ ।
তদা সা বসুধা বিপ্র চচাল সহ পর্ব্বতৈঃ ॥১০
নদ্যো নদাঃ সমুদ্রাশ্চ সংক্ষোভং পরমং যযুঃ ।
তৎক্ষোভাদমরাঃ ক্ষোভং পরং জগ্মুর্মহামুনে ॥১১
যামা নাম তদা দেবা মৈত্রেয় পরমাকুলাঃ ।
ইন্দ্রেণ সহ সম্মন্ত্র্য ধ্যানভঙ্গং প্রচক্রমুঃ ॥১২

দ্বাদশ অধ্যায়

[ধ্রুবের বরলাভ ।]

পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! নৃপতি-সুত ইহা অশেষপ্রকারে শ্রবণ করিয়া ঋষিসকলকে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই বন হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। হে দ্বিজ! তদনন্তর তিনি আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়া মধুসংজ্ঞক মহাপুণ্য যমুনাতটে গমন করিলেন। মধুসংজ্ঞক দৈত্যদ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মহীতলে ইহা মধুবন নামে খ্যাত। শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবণ-রাক্ষসকে নিহত করিয়া সেখানে মথুরা নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন এবং যেখানে দেবদেব হরিমেধার (শ্রীভগবানের) সান্নিধ্য আছে, সেই সর্ব্বপাপহরতীর্থে তিনি তপস্যা করিয়াছিলেন। মরীচিপ্রমুখ মুনিগণ যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, অশেষ দেবগণের অধীশ্বর বিষ্ণুকে সেইরূপ আপনাতে স্থিত বিবেচনা করিয়াছিলেন। হে বিপ্র! তিনি অনন্যচেতা হইয়া ধ্যান করিলে, সর্ব্বভূতগত ভগবান্ হরি তাঁহার সর্ব্বভাবগত (বিশ্বরূপে তাঁহার চিত্তগত) হইলেন। হে মৈত্রেয়! সেই যোগীর মনে বিষ্ণু অবস্থিত হইলে, ভূতধারিণী ধরা তাঁহার ভার বহন করিতে পারেন নাই। তিনি বামপাদে স্থিত হইলে বামদিকের অর্দ্ধমেদিনী অবনত এবং দক্ষিণপাদে স্থিত হইলে ক্ষিতির দক্ষিণার্দ্ধ অবনত হইয়া পড়ে। হে বিপ্র! যখন তিনি পাদাঙ্গুষ্ঠে বসুধা আক্রমণ করিয়া স্থিত হইলেন, তখন সকল পর্ব্বত সহ বসুধা বিচলিত হইয়াছিল।১-১০

হে মহামুনে! নদী, নদ ও সমুদ্র সকল পরম সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে অমরগণও নিতান্ত ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন। হে মৈত্রেয়! যামনামা দেবসকল পরম

কুষ্মাণ্ডা বিবিধৈ রূপৈঃ সহেন্দ্রেণ মহামুনে।
সমাধিভঙ্গমত্যন্তম্ আরব্ধাঃ কর্ত্তুমাতুরাঃ ॥১৩
সুনীতির্নাম তন্মাতা সাস্রা তৎপুরতঃ স্থিতা।
পুত্রেতি করুণং বাচমাহ মায়াময়ী তদা ॥১৪
পুত্রকাস্মান্নিবর্ত্তস্ব শরীরব্যয়দারুণাৎ।
নির্ব্বন্ধতো ময়া লব্ধো বহুভিস্ত্বং মনোরথৈঃ ॥১৫
দীনামেকাং পরিত্যক্তুমনাথাং ন ত্বমর্হসি।
সপত্নীবচনাদ্ বৎস অগতেস্ত্বং গতির্মম ॥১৬
ক চ ত্বং পঞ্চবর্ষীয় ক চৈতদ্ দারুণং তপঃ।
নিবর্ত্ত্যতাং মনঃ কষ্টান্নির্ব্বন্ধাৎ ফলবর্জ্জিতাৎ ॥১৭
কালঃ ক্রীড়নকানাং তে তদন্তেঽধ্যয়নস্য চ।
ততঃ সমস্তভোগানাং তদন্তে চেষ্যতে তপঃ ॥১৮
কালঃ ক্রীডনকানাং যস্তব বালস্য পুত্রক।
তস্মিংস্ত্বমিত্থং তপসি কিং নাশায়াত্মনো রতঃ ॥১৯
মৎপ্রীতিঃ পরমো ধর্ম্মো বয়োঽবস্থাক্রিয়াক্রমম্।
অনুবর্ত্তস্ব মা মোহং নিবর্ত্তাস্মাদধর্ম্মতঃ ॥২০
পরিত্যজতি বৎসাদ্য যদ্যেতন্ন ভবাংস্তপঃ।
ত্যক্ষ্যাম্যহমপি প্রাণান্ ততো বৈ পশ্যতস্তব ॥২১

পরাশর উবাচ।

তাং বিলাপবতীমেবং বাষ্পাবিলবিলোচনাম্।
সমাহিতমনা বিষ্ণৌ পশ্যন্নপি ন দৃষ্টবান্ ॥২২
বৎস বৎস সুঘোরাণি রক্ষাংস্যেতানি ভীষণে।
বনেঽভ্যুদ্যতশস্ত্রাণি সমায়ান্ত্যপগম্যতাম্ ॥২৩
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সাথ রক্ষাংস্যাবির্বভুস্ততঃ।
অভ্যুদ্যতোগ্রশস্ত্রাণি জ্বালামালাকুলৈর্মুখৈঃ ॥২৪
ততো নাদানতীবোগ্রান্ রাজপুত্রস্য তে পুরঃ।
মুমুচুর্দীপ্তশস্ত্রাণি ভ্রাময়ন্তো নিশাচরাঃ ॥২৫
শিবাশ্চ শতশো নেদুঃ সজ্বালকবলৈর্মুখৈঃ।
ত্রাসায় তস্য বালস্য যোগযুক্তস্য সর্ব্বশঃ ॥২৬
হন্যতাং হন্যতামেষ ছিদ্যতাং ছিদ্যতাময়ম্।
ভক্ষ্যতাং ভক্ষ্যতাঞ্চায়ম্ ইত্যূচুস্তে নিশাচরাঃ ॥২৭

আকুল হইয়া ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক ধ্যানভঙ্গের উপক্রম করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! কুষ্মাণ্ডগণ (উপদেবতা বিশেষ) আতুর হওয়ায় বিবিধরূপে মিলিয়া ইন্দ্রের সহিত কঠোরভাবে সমাধিভঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তখন মায়াময়ী জননী সুনীতি যেন সাশ্রুলোচনে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণবাক্যে "পুত্র!" এই কথা বলিয়া পরে কহিলেন "হে পুত্র! এই শরীর-ক্ষয়কারী দারুণ নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, আমি বহুমনোরথে তোমাকে লাভ করিয়াছি। বৎস! সপত্নীর বাক্যে এই অনাথা দীনাকে একা পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, তুমি আমার অগতির গতি। কোথায় তুমি পঞ্চবর্ষীয় শিশু, কোথায় এই দারুণ তপস্যা, ফলবর্জ্জিত কষ্টকর নির্ব্বন্ধ হইতে মনকে নিবর্ত্তিত কর। এখন তোমার ক্রীড়ার কাল, তদন্তে অধ্যয়ন, তৎপরে সমস্ত ভোগের এবং অবশেষে তপস্যার সময়। হে পুত্র! তোমার যে ক্রীড়ার কাল, তাহাতে তুমি কি কারণে আত্মবিনাশের জন্য এরূপ তপস্যায় রত হইয়াছ? আমার প্রীতিসাধন তোমার পরমধর্ম্ম, অতএব বয়স ও অবস্থার মত কার্য্যক্রমের অনুবর্ত্তন কর, মোহের অনুবর্ত্তন করিও না; এই অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। বৎস! যদি অদ্য এই তপস্যা পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব।১১-২১

পরাশর কহিলেন,—বিষ্ণুতে সমাহিতমনা ধ্রুব অশ্রু-কলুষিতনয়না সেই বিলাপকারিণীকে দেখিয়াও দেখিলেন না। "বৎস! বৎস! ভীষণবনে এই রাক্ষসসকল উদ্যতশস্ত্র হইয়া আসিতেছে, পলায়ন কর" এই কথা বলিয়া মাতা সুনীতি চলিয়া গেলেন। অনন্তর উগ্রশস্ত্র রাক্ষসেরা অস্ত্র উদ্যত করিয়া অগ্নিশিখায় বদন ব্যাপ্ত করত আবির্ভূত হইল। পরে সেই নিশাচরেরা রাজপুত্রের সম্মুখে দীপ্ত শস্ত্র সকল ঘুরাইতে ঘুরাইতে অতীব উগ্রনাদ করিয়াছিল। যোগযুক্ত বালকের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শত শত শিবা বহ্নিশিখাগ্রাসী মুখে চারিদিকে চীৎকার করিতে

ততো নানাবিধান্ নাদান্ সিংহোষ্ট্রমকরাননাঃ।
ত্রাসায় রাজপুত্রস্য নেদুস্তে রজনীচরাঃ ॥২৮
রক্ষাংসি তানি তে নাদাঃ শিবাস্তান্যায়ুধানি চ।
গোবিন্দাসক্তচিত্তস্য যযুর্নেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥২৯
একাগ্রচেতাঃ সততং বিষ্ণুমেবাত্মসংশ্রয়ম্।
দৃষ্টবান্ পৃথিবীনাথ পুত্রো নান্যং কথঞ্চন ॥৩০
ততঃ সর্ব্বাসু মায়াসু বিলীনাসু পুনঃ সুরাঃ।
সংক্ষোভং পরমং জগ্মুস্তৎপরাভবশঙ্কিতাঃ ॥৩১
তে সমেত্য জগদ্‌যোনিম্ অনাদিনিধনং হরিম্।
শরণ্যং শরণং যাতাস্তপসা তস্য তাপিতাঃ ॥৩২

দেবা উচুঃ।

দেবদেব জগন্নাথ পরেশ পুরুষোত্তম।
ধ্রুবস্য তপসা তপ্তাস্ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥৩৩
দিনে দিনে কলালেশৈঃ শশাঙ্কঃ পূর্য্যতে যথা।
তথায়ং তপসা দেব প্রয়াত্যৃদ্ধিমহর্নিশম্ ॥৩৪
ঔত্তানপাদিতপসা বয়মিত্থং জনার্দ্দন।
ভীতাস্ত্বাং শরণং যাতাস্তপসস্তং নিবর্ত্তয় ॥৩৫
ন বিদ্মঃ কিং স শক্রত্বং কিং সূর্য্যত্বমভীপ্সতি।
বিত্তাপাম্বুপসোমানাং সাভিলাষঃ পদে নু কিম্ ॥৩৬
তদস্মাকং প্রসীদেশ হৃদয়াৎ শল্যমুদ্ধর।
উত্তানপাদতনয়ং তপসঃ সন্নিবর্ত্তয় ॥৩৭

ভগবানুবাচ।

নেন্দ্রত্বং ন চ সূর্য্যত্বং নৈবাম্বুপধনেশতাম্।
প্রার্থয়ত্যেষ যং কামং তং করোম্যখিলং সুরাঃ ॥৩৮
যাত দেবা যথাকামং স্বস্থানং বিগতজ্বরাঃ।
নিবর্ত্তয়াম্যহং বালং তপস্যাসক্তমানসম্ ॥৩৯

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা দেবদেবেন প্রণম্য ত্রিদশাস্ততঃ।
প্রযযুঃ স্বানি ধিষ্ণ্যানি শতক্রতুপুরোগমাঃ ॥৪০
ভগবানপি সর্ব্বাত্মা তন্ময়ত্বেন তোষিতঃ।
গত্বা ধ্রুবমুবাচেদং চতুর্ভুজবপুর্হরিঃ ॥৪১

লাগিল। নিশাচরগণ কহিল,—ইহাকে বধ কর, ছেদন কর। কেহ বা বলিল,—ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল। তদনন্তর সিংহ, উষ্ট্র ও মকরানন সেই রজনীচরেরা সেই রাজপুত্রের ত্রাসের জন্য নানাবিধ শব্দ করিল। কিন্তু সেই সকল রাক্ষসনাদ, শিবা ও অস্ত্রসকল গোবিন্দনিবিষ্টচিত্ত বালকের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই। পৃথিবীনাথের পুত্র একাগ্রচিত্তে আত্মসংশ্রয় বিষ্ণুকেই সতত দেখিতেছিলেন, অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই। তৎপরে সমস্ত মায়া বিলীন হইলে, সুরগণ তাঁহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার আশঙ্কায় পুনর্ব্বার অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন।২২-৩১

তাঁহার তপস্যায় তাপিত হইয়া তাঁহারা সকলে জগদ্‌যোনি অনাদিনিধন শরণ্য হরির শরণ লইলেন। দেবগণ কহিলেন,—হে দেবদেব! জগন্নাথ! পরেশ! পুরুষোত্তম! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় তাপিত হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি। হে দেব! শশাঙ্ক যেমন কলালেশ দ্বারা দিনে দিনে পূর্ণ হন, সেইরূপ ইনি তপস্যা দ্বারা অহর্নিশ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। হে জনার্দ্দন! আমরা উত্তানপদ পুত্রের তপস্যায় ভীত হইয়া তোমার শরণে আসিয়াছি; তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত কর। তিনি ইন্দ্রত্ব কি সূর্য্যত্ব ইচ্ছা করিতেছেন, কিংবা কুবের, বরুণ ও সোমের পদে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। অতএব হে ঈশ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, হৃদয়ের শল্য উদ্ধার কর, উত্তানপাদতনয়কে তপস্যা হইতে নিবর্ত্তিত কর। ভগবান্ কহিলেন,—হে সুরসকল! এ ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব, সূর্য্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব প্রার্থনা করে না; ইহার যাহা কামনা, তাহা আমি সম্পূর্ণ করিব। হে দেবগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া অভিলষিত স্বস্থানে গমন কর। আমি তপস্যাসক্ত বালককে নিবর্ত্তিত করিতেছি। পরাশর কহিলেন,—দেবদেব এইরূপ বলিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।৩২-৪০

শ্রীভগবানুবাচ।

ঔত্তানপাদে ভদ্রং তে তপসা পরিতোষিতঃ।
বরদোঽহমনুপ্রাপ্তো বরং বরয় সুব্রত ॥৪২
বাহ্যার্থনিরপেক্ষং তে ময়ি চিত্তং যদাহিতম্।
তুষ্টোঽহং ভবতস্তেন তদ্ বৃণীষ্ব বরং পরম্ ॥৪৩

পরাশর উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্ গদিতং তস্য দেবদেবস্য বালকঃ।
উন্মীলিতাক্ষো দদৃশে ধ্যানদৃষ্টং হরিং পুরঃ ॥৪৪
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ-বরাসিধরমচ্যুতম্।
কিরীটিনং সমালোক্য জগাম শিরসা মহীম্ ॥৪৫
রোমাঞ্চিতাঙ্গঃ সহসা সাধ্বসং পরমং গতঃ।
স্তবায় দেবদেবস্য স চক্রে মানসং ধ্রুবঃ ॥৪৬
কিং বদামি স্তুতাবস্য কেনোক্তেনাস্য সংস্তুতিঃ।
ইত্যাকুলমতির্দ্দেবং তমেব শরণং যযৌ ॥৪৭

ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্ যদি মে তোষং তপসা পরমং গতঃ।
স্তোতুং তদহমিচ্ছামি বরমেতং প্রযচ্ছ মে ॥৪৮
ব্রহ্মাদ্যৈর্বেদবেদজ্ঞৈর্জ্ঞায়তে যস্য নো গতিঃ।
তং ত্বাং কথমহং দেব স্তোতুং শক্ষ্যামি বালকঃ ॥৪৯
ত্বদ্ভক্তিপ্রবণং হ্যেতৎ পরমেশ্বর মে মনঃ।
স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বৎপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছ মে ॥৫০

পরাশর উবাচ।

শঙ্খপ্রান্তেন গোবিন্দস্তং পস্পর্শ কৃতাঞ্জলিম্।
উত্তানপাদতনয়ং দ্বিজবর্য্য জগৎপতিঃ ॥৫১
অথ প্রসন্নবদনস্তৎক্ষণান্নৃপনন্দনঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভূতধাতারমচ্যুতম্ ॥৫২

ধ্রুব উবাচ।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
ভূতাদিরাদিপ্রকৃতির্যস্য রূপং নতোঽস্মি তম্ ॥৫৩
শুদ্ধঃ সূক্ষ্মোঽখিলব্যাপী প্রধানাৎ পরতঃ পুমান্।
যস্য রূপং নমস্তস্মৈ পুরুষায় গুণাশিনে ॥৫৪
ভূরাদীনাং সমস্তানাং গন্ধাদীনাঞ্চ শাশ্বতঃ।
বুদ্ধ্যাদীনাং প্রধানস্য পুরুষস্য চ যঃ পরঃ ॥৫৫

ভগবান্ সর্ব্বাত্মা চতুর্ভুজ দেহধারী হরি ধ্রুবের তন্ময়ত্বে তোষিত ও নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—হে উত্তানপাদসুত। তোমার মঙ্গল হউক, আমি তপস্যায় পরিতোষিত হইয়া তোমাকে বরদানের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি। হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর। তুমি চিত্তকে বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া যে আমাতে সমাহিত করিয়াছ, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি; অতএব পরম বর প্রার্থনা কর। পরাশর কহিলেন,—বালক দেবদেবের বাক্যে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া ধ্যানদৃষ্ট হরিকে দেখিতে পাইলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-ধনুঃ-বর ও অসিধারী অচ্যুতকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন এবং সহসা রোমাঞ্চিতাঙ্গ ও ভীত হইয়া দেবদেবের স্তব করিতে মানস করিলেন। পরে "কি বলিয়া ইঁহার স্তব করি, কিরূপ বাক্যেই বা ইঁহার স্তব হয়" এই চিন্তায় আকুল হইয়া দেবদেবেরই শরণাগত হইলেন। ধ্রুব কহিলেন,—হে ভগবন্! যদি আমার তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যেন আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! বেদজ্ঞ ব্রহ্মাদিও যাঁহার গতি জানেন না, আমি বালক হইয়া কিরূপে তাদৃশ তোমার স্তব করিতে পারি? হে পরমেশ্বর! আপনার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠ আমার এই মন আপনার পাদযুগলের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন।৪১-৫০

পরাশর কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি গোবিন্দ সেই কৃতাঞ্জলি উত্তানপাদতনয়কে শঙ্খপ্রান্তে স্পর্শ করিয়াছিলেন। অনন্তর নৃপনন্দন তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া সকল জীবের ধারণকর্ত্তা অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কহিলেন,—ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ভূতাদি ও আদি-প্রকৃতি যাঁহার রূপ, তাঁহার প্রতি নত হই। যাঁহার রূপ শুদ্ধ,

তং ব্রহ্মভূতমাত্মানমশেষজগতঃ পরম্।
প্রপদ্যে শরণং শুদ্ধং তদ্রূপং পরমেশ্বরম্ ॥৫৬
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥৫৭
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্ব্বব্যাপী ভুবঃ স্পর্শাদত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥৫৮
যদ্ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম তদ্ ভবান্।
ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বত্তশ্চাপ্যধিপুরুষঃ ॥৫৯
অত্যরিচ্যত সোঽধশ্চ তির্য্যক্ চোর্দ্ধঞ্চ বৈ ভুবঃ।
ত্বত্তো বিশ্বমিদং জাতং ত্বত্তো ভূত-ভবিষ্যতী ॥৬০
ত্বদ্রূপধারিণশ্চান্তর্ভূতং সর্ব্বমিদং জগৎ।
ত্বত্তো যজ্ঞঃ সর্ব্বহুতঃ পৃষদাজ্যং পশুর্দ্বিধা ॥৬১
ত্বত্তো ঋচোঽথ সামানি ত্বত্তশ্ছন্দাংসি জজ্ঞিরে।
ত্বত্তো যজূংষ্যজায়ন্ত ত্বত্তোঽশ্বাশ্চৈকতোদতঃ ॥৬২
গাবস্ত্বত্তঃ সমুদ্ভূতাস্ত্বত্তোঽজা অবয়ো মৃগাঃ।
ত্বন্মুখাদ্ ব্রাহ্মণাস্ত্বত্তো বাহ্বোঃ ক্ষত্রমজায়ত ॥৬৩
বৈশ্যাস্তবোরুজাঃ শূদ্রাস্তব পদ্ভ্যাং সমুদ্গতাঃ
অক্ষ্ণোঃ সূর্য্যোঽনিলঃ শ্রোত্রাচ্চন্দ্রমা মনসস্তব ॥৬৪
প্রাণো নঃ শুষিরাজ্জাতো মুখাদগ্নিরজায়ত।
নাভিতো গগনং দ্যৌশ্চ শিরসঃ সমবর্ত্তত ॥৬৫
দিশঃ শ্রোত্রাৎ ক্ষিতিঃ পদ্ভ্যাং ত্বত্তঃ সর্ব্বমভূদিদম্
ন্যগ্রোধঃ সুমহানল্পে যথা বীজে ব্যবস্থিতঃ ॥৬৬
সংযমে বিশ্বমখিলং বীজভূতে তথা ত্বয়ি।
বীজাদঙ্কুরসম্ভূতো ন্যগ্রোধঃ সুসমুত্থিতঃ ॥৬৭
বিস্তারঞ্চ যথা যাতি ত্বত্তঃ সৃষ্টৌ তথা জগৎ।
যথা হি কদলী নান্যা ত্বক্‌পত্রাদ্ বাপ দৃশ্যতে ॥৬৮
এবং বিশ্বস্য নান্যত্বং তৎস্থায়ীশ্বর দৃশ্যতে।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ ॥৬৯

সূক্ষ্ম, অখিলব্যাপী এবং প্রধান হইতে পর, সেই গুণাশী (গুণসাক্ষী) পুরুষকে নমস্কার। যিনি ভূঃপ্রভৃতি, গন্ধাদি, বুদ্ধ্যাদি তন্মাত্র, প্রধান ও পুরুষেরও পর এবং শাশ্বত সেই ব্রহ্মভূত, আত্মা, অশেষ জগতের শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধ ও পরমেশ্বর, সেই পরমেশ্বর-রূপের শরণাপন্ন হই। বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্বহেতু যোগিগণের চিন্তনীয় যে তোমার অবিকারিরূপ ব্রহ্ম নামে অভিহিত, হে সর্ব্বাত্মন্! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার। তুমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ও ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকিয়াও দশ অঙ্গুলি অতিরিক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। হে পুরুষোত্তম! যাহা ভূত ও যাহা ভাব্য, তাহা নিশ্চয়ই তুমি। তোমা হইতেই বিরাট্ (ব্রহ্মাণ্ড) ও স্বরাট্ (ব্রহ্মা) ও সম্রাট্ (মনু) এবং এই সকলের অধিপুরুষও (অধিষ্ঠাতা) তোমা হইতে। অতএব তুমি বিশ্বের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সকল দিকেই অতিরিক্ত হইতেছ, এই বিশ্ব তোমা হইতে জাত; তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ।৫১-৬০

এই সমস্ত জগৎ তোমার রূপের আধার ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। যজ্ঞ, সর্ব্বহুত, পৃষদাজ্য (দধিমিশ্রিত ঘৃত) এবং গ্রাম্য ও বন্য দ্বিধা পশু, সমস্ত তোমা হইতে, তোমা হইতে সকল ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজু উৎপন্ন। অশ্ব, একদন্ত পশু, গো, অজ, মেষ, মৃগাদি তোমা হইতে জাত। তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, বৈশ্য তোমার উরুজ ও শূদ্রগণ পদদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত। তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে সূর্য্য, শ্রোত্রদ্বয় হইতে অনিল, মন হইতে চন্দ্রমা এবং শুষির (দেহচ্ছিদ্র) হইতে আমাদের প্রাণবায়ু জাত। মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব, নাভি হইতে গগন ও শিরঃ হইতে দ্যৌঃ (ভুবঃ) লোক হইয়াছে। দিক্ সকল শ্রোত্র হইতে ও ক্ষিতি পদ হইতে উৎপন্ন। এই সমস্তই তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুমহান্ ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ) যেমন অল্প বীজের মধ্যে অবস্থিত, প্রলয়কালে বীজভূত তোমাতে অখিল বিশ্ব সেইরূপ থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরসম্ভূত ন্যগ্রোধ সমুত্থিত হইয়া যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টিকালে তোমা হইতে জগৎও সেইরূপে হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর! কদলী যেমন ত্বক্‌পত্র ব্যতীত পৃথক্ দেখা যায় না, সেইরূপ বিশ্বেরও অপর স্বরূপ দেখা যায় না; যেহেতু

হ্লাদ-তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে।
পৃথগ্ভূতৈকভূতায় ভূতভূতায় তে নমঃ ॥৭০
প্রভূতভূতভূতায় তুভ্যং ভূতাত্মনে নমঃ।
ব্যক্তপ্রধানপুরুষ বিরাট্ সম্রাট্ স্বরাট্ তথা ॥৭১
বিভাব্যতেঽন্তঃকরণৈঃ পুরুষেষ্বক্ষয়ো ভবান্।
সর্বস্মিন্ সর্বভূতস্ত্বং সর্বঃ সর্বস্বরূপধৃক্ ॥৭২
সর্বং ত্বত্তস্ততশ্চ ত্বং নমঃ সর্বাত্মনেঽস্তু তে।
সর্বাত্মকোঽসি সর্বেশ সর্বভূতস্থিতো যতঃ ॥৭৩
কথয়ামি ততঃ কিং তে সর্বং বেৎসি হৃদি স্থিতম্।
সর্বাত্মন্ সর্বভূতেশ সর্বসত্ত্বসমুদ্ভব ॥৭৪
সর্বভূতো ভবান্ বেত্তি সর্বভূতমনোরথম্।
যো মে মনোরথো নাথ সফলঃ স ত্বয়া কৃতঃ।
তপশ্চ তপ্তং সফলং যদ্ দৃষ্টোঽসি জগৎপতে ॥৭৫

শ্রীভগবানুবাচ।

তপসস্তু ফলং প্রাপ্তং যদ্ দৃষ্টোঽহং ত্বয়া ধ্রুব।
মদ্দর্শনং হি বিফলং রাজপুত্র ন জায়তে ॥৭৬
বরং বরয় তস্মাৎ ত্বং যথাভিমতমাত্মনঃ।
সর্বং সম্পদ্যতে পুংসাং ময়ি দৃষ্টিপথং গতে ॥৭৭

ধ্রুব উবাচ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বস্যাস্তে ভবান্ হৃদি।
কিমজ্ঞাতং তব স্বামিন্ মনসা যন্ময়েপ্সিতম্ ॥৭৮
তথাপি তুভ্যং দেবেশ কথয়িষ্যামি যন্ময়া।
প্রার্থ্যতে দুর্বিনীতেন হৃদয়েনাতিদুর্লভম্ ॥৭৯
কিং বা সর্বজগৎশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নে ত্বয়ি দুর্লভম্।
ত্বৎপ্রসাদফলং ভুঙ্‌ক্তে ত্রৈলোক্যং মঘবানপি ॥৮০
নৈতদ্ রাজাসনং যোগ্যমজাতস্য মমোদরাৎ।
ইতি গর্বাদবোচন্মাং সপত্নী মাতুরুচ্চকৈঃ ॥৮১
আধারভূতং জগতঃ সর্বেষামুত্তমোত্তমম্।
প্রার্থয়ামি প্রভো স্থানং ত্বৎপ্রসাদাদতোঽব্যয়ম্ ॥৮২

শ্রীভগবানুবাচ।

যৎ ত্বয়া প্রার্থিতং স্থানমেতৎ প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্।
ত্বয়াহং তোষিতঃ পূর্বম্ অন্যজন্মনি বালক ॥৮৩

তুমিই বিশ্বাধার। সর্ব্বাধিষ্ঠান-ভূত তোমাতেই একা হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ শক্তি আছে। (অথচ) তুমি গুণবর্জ্জিত, তোমাতে হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা শক্তি নাই। পৃথক্ অথচ একভূত ও ভূতস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। তুমি প্রভূত-ভূতরূপী ও ভূতাত্মা তোমাকে নমস্কার। ব্যক্ত, প্রধান, পুরুষ, বিরাট্, স্বরাট্ ও সম্রাট্ স্বরূপ তুমি পুরুষ (ক্ষেত্রজ্ঞ) সকলের মধ্যে অক্ষয় বলিয়া অন্তঃকরণে প্রকাশিত হও। তুমি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূত, সর্ব্ব ও সর্ব্বরূপধারী। তোমা হইতে সর্ব্ব ও (হিরণ্যগর্ভাদির পুত্রাদি রূপ) তাহা হইতে তুমি; অতএব সর্ব্বাত্মা তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বেশ! তুমি সর্ব্বাত্মক, যেহেতু সর্ব্বভূতস্থিত। তবে তোমাকে আর কি বলিব? হৃদিস্থিত সমুদয়ই তুমি জানিতেছ। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভব! সর্ব্বভূতস্বরূপ তুমি সর্ব্বভূতের মনোরথ জানিতেছ। হে নাথ! আমার যাহা মনোরথ, তাহা তুমি সফল করিয়াছ। হে জগৎপতে! আমার তপস্যাও সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলে; যেহেতু আমি তোমা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলাম; আমার দর্শন বিফল হয় না। অতএব আপনার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি দৃষ্টিগোচর হইলে পুরুষের সমস্তই সম্পন্ন হয়। ধ্রুব কহিলেন,—হে ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ! তুমি সকলেরই হৃদয়ে রহিয়াছ। হে স্বামিন্! আমার যাহা মনের বাঞ্ছিত, তাহা তোমার অজ্ঞাত কি? হে দেবেশ! তথাপি আমার দুর্ব্বিনীত হৃদয় যে দুর্লভ বস্তুর কামনা করিতেছে, তাহা তোমাকে বলিব। হে জগৎ শ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হইলে দুর্লভই বা কি? ইন্দ্রও তোমার অনুগ্রহের ফলস্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করেন।৬১-৮০

মাতার সপত্নী গর্ব্বপূর্ব্বক উচ্চবাক্যে আমাকে বলিয়াছেন যে, "যে আমার উদরে জন্মে নাই, এই রাজাসন তাহার নহে।" হে প্রভো! এইজন্য আমি তোমার

ত্বমাসীর্ব্রাহ্মণঃ পূর্বং ময্যেকাগ্রমতিঃ সদা।
মাতাপিত্রোশ্চ শুশ্রূষুর্নিজধর্ম্মানুপালকঃ ॥৮৪
কালেন গচ্ছতা মিত্রং রাজপুত্রস্তবাভবৎ।
যৌবনেঽখিলভোগাঢ্যো দর্শনীয়োজ্জ্বলাকৃতিঃ ॥৮৫
তৎসঙ্গাৎ তস্য তামৃদ্ধিম্ অবলোক্যাতিদুর্ল্লভাম্
ভবেয়ং রাজপুত্রোঽহম্ ইতি বাঞ্ছা ত্বয়া কৃতা ॥৮৬
ততো যথাভিলষিতা প্রাপ্তা তে রাজপুত্রতা।
উত্তানপাদস্য গৃহে জাতোঽসি ধ্রুব দুর্ল্লভে ॥৮৭
অন্যেষাং তদ্বরং স্থানং কুলে স্বায়ম্ভুবস্য যৎ।
তস্যৈতদবরং বাল যেনাহং পরিতোষিতঃ ॥৮৮
মামারাধ্য নরো মুক্তিম্ অবাপ্নোত্যবিলম্বিতাম্।
ময্যর্পিতমনা বাল কিমু স্বর্গাদিকং পদম্ ॥৮৯
ত্রৈলোক্যাদধিকে স্থানে সর্বতারাগ্রহাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্ ভবান্ ধ্রুব ॥৯০
সূর্য্যাৎ সোমাৎ তথা ভৌমাৎ সোমপুত্রাদ্ বৃহস্পতেঃ
সিতার্কতনয়াদীনাং সর্বর্ক্ষাণাং তথা ধ্রুবম্ ॥৯১
সপ্তর্ষীণামশেষাণাং যে তু বৈমানিকাঃ সুরাঃ।
সর্বেষামুপরি স্থানং তব দত্তং ময়া ধ্রুব ॥৯২
কেচিচ্চতুর্যুগং যাবৎ কেচিন্মন্বন্তরং সুরাঃ।
তিষ্ঠন্তি ভবতো দত্তা ময়া বৈ কল্পসংস্থিতিঃ ॥৯৩
সুনীতিরপি তে মাতা ত্বদাসন্নাতিনির্ম্মলা।
বিমানে তারকা ভূত্বা তাবৎ কালং নিবৎস্যতি ॥৯৪
যে চ ত্বাং মানবাঃ প্রাতঃ সায়ঞ্চ সুসমাহিতাঃ।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি তেষাঞ্চ মহৎ পুণ্যং ভবিষ্যতি ॥৯৫ >>

পরাশর উবাচ।

এবং পূর্বং জগন্নাথাদ্ দেবদেবাজ্জনার্দ্দনাৎ।
বরং প্রাপ্য ধ্রুবঃ স্থানম্ অধ্যাস্তে স মহামতে ॥৯৬
তস্যাপি মানবৃদ্ধিঞ্চ মহিমানং নিরীক্ষ্য চ।
দেবাসুরাণামাচার্য্যঃ শ্লোকমত্রোশনা জগৌ ॥৯৭
অহোঽস্য তপসো বীর্য্যম্ অহোঽস্য তপসঃ ফলম্।
যদেনং পুরতঃ কৃত্বা ধ্রুবং সপ্তর্ষয়ঃ স্থিতাঃ ॥৯৮

প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অব্যয় স্থান প্রার্থনা করি। ভগবান্ কহিলেন,—হে বালক! যে স্থান তোমার প্রার্থিত, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। পূর্ব্বে অন্যজন্মে তোমা কর্ত্তৃক আমি তোষিত হইয়াছি। তুমি পূর্ব্বে আমাতে একাগ্রমতি, পিতামাতার শুশ্রূষু ও নিজধর্ম্মানুপালক ব্রাহ্মণ ছিলে। কিছুকাল পরে যৌবনে অখিলভোগাঢ্য সুন্দর উজ্জ্বলাকৃতি কোন রাজপুত্র তোমার মিত্র হন। তৎসঙ্গহেতু তাহার সেই অতি দুর্ল্লভ ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া তোমার এইরূপ বাঞ্ছা হইল যে, "আমিও রাজপুত্র হইব।" হে ধ্রুব! তদনন্তর দুর্ল্লভ উত্তানপাদগৃহে জন্মিয়া যথাভিলষিত রাজপুত্র হইয়াছ। হে বালক! স্বায়ম্ভুবের কুলে যে জন্ম, তাহা অন্যের পক্ষে বর; কিন্তু যে আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, তাহার (তোমার) পক্ষে অবর। যে ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করিয়াছে, সে আমার আরাধনা করিয়া অবিলম্বিত মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে ধ্রুব! তুমি আমার প্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে সর্ব্বতারা-গ্রহের আশ্রয় হইবে,—সন্দেহ নাই। সূর্য্য, সোম, ভৌম সোমপুত্র (বুধ), বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি সর্ব্বনক্ষত্র, সপ্তর্ষি ও যাঁহারা বিমানচারী দেবতা, হে ধ্রুব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ধ্রুব স্থান দিলাম। কোন কোন দেবতা চতুর্যুগ পর্য্যন্ত থাকেন, কেহ কেহ বা মন্বন্তরস্থায়ী হন, কিন্তু তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করিলাম। তোমার মাতা অতি নির্ম্মলা সুনীতিও বিমানে তারকা হইয়া তাবৎ কাল তোমার নিকটে বাস করিবেন। যে সকল মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া সায়ংপ্রাতঃকালে তোমার গুণগ্রামের কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের মহৎ পুণ্য হইবে।৮১-৯৫

পরাশর কহিলেন,—হে মহামতে! দেবদেব জনার্দ্দন জগন্নাথ হইতে এইরূপে শ্রেষ্ঠ স্থান বর প্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব বাস করিতেছেন। তাঁহার মানবৃদ্ধি ও মহিমা নিরীক্ষণ করিয়া সুরাসুরাচার্য্য উশনা এই শ্লোক গান করিয়াছিলেন, "আহা! ইঁহার কি তপস্যার বল।

ধ্রুবস্য জননী চেয়ং সুনীতির্নাম সূনৃতা।
অস্যাশ্চ মহিমানং কঃ শক্তো বর্ণয়িতুং ভুবি ॥৯৯
ত্রৈলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্তং পরং স্থানং স্থিরায়তি।
স্থানং প্রাপ্তা বরং কৃত্বা যা কুক্ষিবিবরে ধ্রুবম্ ॥১০০
যশ্চৈতৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং ধ্রুবস্যারোহণং দিবি।
স সর্বপাপনির্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১০১
স্থানভ্রংশং ন চাপ্নোতি দিবি বা যদি বা ভুবি।
সর্বকল্যাণসংযুক্তো দীর্ঘকালঞ্চ জীবতি ॥১০২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

অহো! ইঁহার কি তপস্যার ফল! সপ্তর্ষিমণ্ডল ইঁহাকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন। ইনি ধ্রুবের সুনীতি নাম্নী সুনৃতা জননী,—ইঁহারও মহিমা বর্ণন করিতে পৃথিবীতে কে সক্ষম? যিনি ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করত ত্রৈলোক্যের আশ্রয়তা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকাল যাহার স্থির, এমন পরম স্থানকে নিবাসরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" যে ব্যক্তি নিত্য ধ্রুবের এই স্বর্গারোহণ কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিরাজিত হন। তিনি স্বর্গে বা পৃথিবীতে স্থানভ্রষ্ট হন না এবং সর্ব্বকল্যাণযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন।৯৬-১০২

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[বেণনৃপ-পৃথুনৃপোপখ্যানম্।]

পরাশর উবাচ।

ধ্রুবাচ্ছিষ্টিঞ্চ ভব্যঞ্চ ভব্যাচ্ছম্ভুর্ব্যজায়ত।
শিষ্টেরাধত্ত সুচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্ ॥১
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্।
রিপোরাধত্ত বৃহতী চাক্ষুষং সর্বতেজসম্ ॥২
অজীজনৎ পুষ্করিণ্যাং বারুণ্যাং চাক্ষুষো মনুম্।
প্রজাপতেরাত্মজায়াম্ অরণ্যস্য মহাত্মনঃ ॥৩
মনোরজায়ন্ত দশ নড্বলায়াং মহৌজসঃ।
কন্যায়াং জগতাং শ্রেষ্ঠ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ ॥৪
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ।
অগ্নিষ্টোমোঽতিরাত্রশ্চ সুদ্যুম্নশ্চেতি তে নব ॥৫
অভিমন্যুশ্চ দশমো নড্বলায়ং মহৌজসঃ।
উরোরজনয়ৎ পুত্রান্ ষড়াগ্নেয়ী মহাপ্রভান্ ॥৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[বেণরাজা ও পৃথুরাজার উপাখ্যান।]

পরাশর কহিলেন,—মঙ্গলালয় ধ্রুবের পত্নী শিষ্টি ও ভব্য নামক দুই পুত্র প্রসব করেন। ভব্যের পুত্র শম্ভু। শিষ্টির পত্নী সুচ্ছায়া রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা—এই পঞ্চ নিষ্পাপ পুত্র ধারণ করেন। রিপুর স্ত্রী বৃহতী সর্ব্বতেজা চাক্ষুষের গর্ভধারিণী। চাক্ষুষ মহাত্মা অরণ্য প্রজাপতির আত্মজা বারুণী পুষ্করিণী নাম্নী পত্নীতে (ষষ্ঠ মন্বন্তরপতি) মনুকে উৎপাদন করেন। হে জগৎশ্রেষ্ঠ! বৈরাজ প্রজাপতির কন্যা নড্বলার গর্ভে মনুর ঔরসে মহাতেজঃসম্পন্ন দশ পুত্র জন্মিয়াছিলেন। উরু, পুরু, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাক্, কবি, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, সুদ্যুম্ন এবং দশম অভিমন্যু। উরুর পত্নী

অঙ্গং সুমনসং স্বাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং শিবম্।
অঙ্গাৎ সুনীথাপত্যং বৈ বেণমেকমজায়ত ॥৭
প্রজার্থমৃষয়স্তস্য মমন্থুর্দক্ষিণং করম্।
বেণস্য পাণৌ মথিতে সম্বভূব মহামুনে ॥৮
বৈণ্যো নাম মহীপালো যঃ পৃথুঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
যেন দুগ্ধা মহী পূর্ব্বং প্রজানাং হিতকারণাৎ ॥৯

মৈত্রেয় উবাচ।

কিমর্থং মথিতঃ পাণির্ব্বেণস্য পরমর্ষিভিঃ।
যত্র যজ্ঞে মহাবীর্য্যঃ স পৃথুর্মুনিসত্তম ॥১০

পরাশর উবাচ।

সুনীথা নাম যা কন্যা মৃত্যোঃ প্রথমতোঽভবৎ।
অঙ্গস্য ভার্য্যা সা দত্তা তস্যাং বেণো ব্যজায়ত ॥১১
স মাতামহদোষেণ তেন মৃত্যোঃ সুতাত্মজঃ।
নিসর্গাদেব মৈত্রেয় দুষ্ট এব ব্যজায়ত ॥১২
অভিষিক্তো যদা রাজ্যে স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
ঘোষয়ামাস স তদা পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥১৩
ন যষ্টব্যং ন হোতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
ভোক্তা যজ্ঞস্য কস্ত্বন্যো হ্যহং যজ্ঞপতিঃ প্রভুঃ ॥১৪
ততস্তমৃষয়ঃ পূর্বং সম্পূজ্য জগতীপতিম্।
ঊচুঃ সামকলং সম্যঙ্ মৈত্রেয় সমুপস্থিতাঃ ॥১৫

ঋষয় ঊচুঃ।

ভো ভো রাজন্ শৃণুষ্ব ত্বং যদ্‌বদামস্তব প্রভো।
রাজ্যদেহোপকারায় প্রজানাঞ্চ হিতং পরম্ ॥১৬
দীর্ঘসত্রেণ দেবেশং সর্বযজ্ঞেশ্বরং হরিম্।
পূজয়িষ্যামো ভদ্রং তে তত্রাংশস্তে ভবিষ্যতি ॥১৭
যজ্ঞেন যজ্ঞপুরুষো হরিঃ সম্প্রীণিতো নৃপ।
অস্মাভির্ভবতঃ কামান্ সর্বানেব প্রদাস্যতি ॥১৮
যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরো যেষাং রাষ্ট্রে সম্পূজ্যতে হরিঃ।
তেষাং সর্বেপ্সিতাবাপ্তিং দদাতি নৃপ ভূভুজাম্ ॥১৯

বেণ উবাচ।

মত্তঃ কোঽভ্যধিকোঽন্যোঽস্তি যশ্চারাধ্যো মমাপরঃ।
কোঽয়ং হরিরিতি খ্যাতো যোঽয়ং যজ্ঞেশ্বরো মতঃ॥২০

আগ্নেয়ী মহাপ্রভাশালী অঙ্গ, সুমনস, স্বাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব এই ষট্‌পুত্রের জননী। অঙ্গের পত্নী সুনীথা একমাত্র পুত্র বেণের প্রসূতি। হে মহামুনে! ঋষিগণ প্রজার নিমিত্ত তাঁহার দক্ষিণ কর মন্থন করেন। বেণের পাণি মথিত হইলে বৈণ্য নামে মহীপাল উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইনি পৃথু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং প্রজাবর্গের হিতসাধন জন্য পুরাকালে মহীকে দোহন করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনিসত্তম! পরম ঋষিগণ কি নিমিত্ত বেণ রাজার পাণি মন্থন করেন? কিরূপেই বা তাহাতে মহাবীর্য্য পৃথুর জন্ম হয়? ১-১০

পরাশর কহিলেন,—মৃত্যুর সুনীথা নাম্নী যে কন্যা প্রথমে হন, তাঁহাকে অঙ্গের ভার্য্যারূপে দেওয়া হয়। তাঁহাতেই বেণের জন্ম। হে মৈত্রেয়! মৃত্যুর সুতাত্মজ বেণ মাতামহদোষে স্বভাবতঃই দুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যখন পরম ঋষিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তখন তিনি পৃথিবীপতি হইয়া পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, "কেহ যজ্ঞ করিতে পাইবে না, হোম করিতে পাইবে না এবং কেহ কদাচ দান করিবে না। আমিই ত যজ্ঞপতি প্রভু, অন্য কে যজ্ঞের ভোক্তা?" হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া ঐ জগতীপতিকে সম্মানপূর্ব্বক প্রথমে সামমধুর বাক্য বলিয়াছিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—ভো ভো প্রভো রাজন্! রাজ্যদেহের উপকারার্থ এবং প্রজাদেহ পরম হিতের জন্য যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা দেবেশ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরিকে দীর্ঘসূত্রে পূজা করিব, তোমার মঙ্গল হউক, তাহাতে তোমার অংশ থাকিবে। হে নৃপ! যজ্ঞপুরুষ হরি আমাদের যজ্ঞে সম্প্রীত হইয়া তোমাকে সর্ব্বকামনা প্রদান করিবেন। যাঁহাদের রাষ্ট্রে যজ্ঞেশ্বর হরি যজ্ঞে সম্পূজিত হন, সেই ভূপতিগণকে তিনি সর্ব্বেপ্সিত দান করেন।১১-১৯

বেণ কহিলেন,—আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কে দ্বিতীয় আরাধ্য আছে? এই হরি কে, যে, তাঁহাকে

ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ শম্ভুরিন্দ্রো বায়ুর্যমো রবিঃ।
হুতভুগ্ বরুণো ধাতা পূষা ভূমির্নিশাকরঃ ॥২১
এতে চান্যে চ যে দেবাঃ শাপানুগ্রহকারিণঃ।
নৃপস্যৈতে শরীরস্থাঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥২২
এতজ্ জ্ঞাত্বা ময়াজ্ঞপ্তং যথাবৎ ক্রিয়তাং তথা।
ন দাতব্যং ন হোতব্যং ন যষ্টব্যঞ্চ বো দ্বিজাঃ ॥ ২৩
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণং ধর্ম্মো যথা স্ত্রীণাং পরো মতঃ।
মমাজ্ঞাপালনং ধর্ম্মো ভবতাঞ্চ তথা দ্বিজাঃ ॥২৪
ঋষয় ঊচুঃ।
দেহ্যনুজ্ঞাং মহারাজ মা ধর্ম্মো যাতু সংক্ষয়ম্।
হবিষাং পরিণামোঽয়ং যদেতদখিলং জগৎ ॥২৫
পরাশর উবাচ।
ইতি বিজ্ঞাপ্যমানোঽপি স বেণঃ পরমর্ষিভিঃ।
যদা দদাতি নানুজ্ঞাং প্রোক্তঃ প্রোক্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৬
ততস্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে কোপামর্ষসমন্বিতাঃ।
হন্যতাং হন্যতাং পাপ ইত্যূচুস্তে পরস্পরম্ ॥২৭
যো যজ্ঞপুরুষং দেবমনাদিনিধনং প্রভুম্।
বিনিন্দত্যধমাচারো ন স যোগ্যো ভুবঃ পতিঃ ॥২৮
ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রপূতৈস্তৈঃ কুশৈর্মুনিগণা নৃপম্।
নিজঘ্নুর্নিহতং পূর্ব্বং ভগবন্নিন্দনাদিনা ॥২৯
ততশ্চ মুনয়ো রেণুং দদৃশুঃ সর্ব্বতো দ্বিজ।
কিমেতদিতি চাসন্নং পপ্রচ্ছুস্তে জনং তদা ॥৩০
আখ্যাতঞ্চ জনৈস্তেষাং চৌরীভূতৈররাজকে।
রাষ্ট্রে তু লোকৈরারব্ধং পরস্বাদানমাতুরৈঃ ॥৩১
তেষামুদীর্ণবেগানাং চৌরাণাং মুনিসত্তমাঃ।
সুমহান্ দৃশ্যতে রেণুঃ পরবিত্তাপহারিণাম্ ॥৩২
ততঃ সম্মন্ত্র্য তে সর্ব্বে মুনয়স্তস্য ভূভৃতঃ।
মমন্থুরূরুং পুত্রার্থমনপত্যস্য যত্নতঃ ॥৩৩
মথ্যতশ্চ সমুত্তস্থৌ তস্যোরোঃ পুরুষঃ কিল।
দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশঃ খর্ব্বটাস্যোঽতিহ্রস্বকঃ ॥৩৪
কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ প্রাহ ত্বরান্বিতঃ।
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ ॥৩৫

যজ্ঞেশ্বর বলা হইতেছে? ব্রহ্মা, জনার্দ্দন, শম্ভু, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, হুতভুক্, বরুণ, ধাতা, পূষা, ভূমি, নিশাকর এবং অন্য যে সকল দেবতা শাপানুগ্রহকারী, তাঁহারা সকলেই রাজার শরীরস্থ; কারণ, নৃপ সর্ব্বদেবময়। হে দ্বিজগণ! তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া যথাবৎ আমার আজ্ঞা পালন কর। তোমাদের দাতব্য, হোতব্য ও যষ্টব্য কিছুই নাই। ভর্ত্তৃশুশ্রূষা যেমন স্ত্রীলোকের পরমধর্ম্ম, সেইরূপ আমার আজ্ঞাপালনই তোমাদের ধর্ম্ম। ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহারাজ! আজ্ঞা কর, ধর্ম্মক্ষয় না হউক, যেহেতু হবির পরিণামই এই অখিল জগৎ। পরাশর কহিলেন,—পরমর্ষিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে বিজ্ঞাপিত ও পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াও যখন অনুজ্ঞা দিলেন না, তখন মুনিসকল কোপামর্ষসমন্বিত হইয়া পরস্পর বলিয়া উঠিলেন "হনন কর, এই পাপকে হনন কর। যে অধর্মাচার এবং যজ্ঞপুরুষ দেব অনাদি অনন্ত প্রভুকে নিন্দা করিতেছে, সে ভূপতির যোগ্য নহে।" মুনিগণ এইরূপ কহিয়া ভগবানের নিন্দা দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত নৃপকে মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর চারিদিকে রেণু দেখিতে পাইয়া তাঁহারা নিকটস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি"? তাহারা আতুরভাবে তাঁহাদিগকে কহিল, "অরাজক রাজ্যে চৌরগণ কর্ত্তৃক পরস্ব গ্রহণ আরব্ধ হইয়াছে। হে মুনিসত্তমগণ! পরবিত্তাপহারী উদ্ধতগতি সেই চৌরদিগের এই সুমহান্ পদরেণু দেখা যাইতেছে।২০-৩২

পরে মুনি সকল মন্ত্রণা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত যত্নপূর্ব্বক ঐ নিঃসন্তান ভূপতির ঊরু মন্থন করিলেন। তখন মথ্যমান ঊরু হইতে দগ্ধ স্থূণা (স্তম্ভ বা খুঁটি) সদৃশ খর্ব্বমুখ অতি হ্রস্বকায় এক পুরুষ উত্থিত হইয়া কহিল, "কি করিব?" তাঁহারা কহিলেন,—'নিষীদ' (উপবেশন কর), এজন্য সে নিষাদ হইল। হে মুনিশার্দ্দূল! পরে তাহার সন্তানেরা বিন্ধ্যশৈলনিবাসী পাপকর্ম্মোপলক্ষণ নিষাদ হইল। সেই নিষাদরূপে ভূপতির

ততস্তৎসম্ভবা জাতা বিন্ধ্যশৈলনিবাসিনঃ।
নিষাদা মুনিশার্দ্দূল পাপকর্ম্মোপলক্ষণাঃ ॥৩৬
তেন দ্বারেণ তৎ পাপং নিষ্ক্রান্তং তস্য ভূপতেঃ।
নিষাদাস্তে ততো জাতা বেণকল্মষনাশনাঃ ॥৩৭
ততোঽস্য দক্ষিণং হস্তং মমন্থুস্তস্য তে দ্বিজাঃ।
মথ্যমানে চ তত্রাভূৎ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥৩৮
দীপ্যমানঃ স বপুষা সাক্ষাদগ্নিরিব জ্বলন্।
আদ্যমাজগবং নাম খাৎ পপাত ততো ধনুঃ ॥৩৯
শরাশ্চ দিব্যা নভসঃ কবচঞ্চ পপাত হ।
তস্মিন্ জাতে তু ভূতানি সম্প্রহৃষ্টানি সর্বশঃ ॥৪০
সৎপুত্রেণ চ জাতেন বেণোঽপি ত্রিদিবং যযৌ।
পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রাতুঃ স তেন সুমহাত্মনা ॥৪১
তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্বশঃ।
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্বাণ্যেবোপতস্থিরে ॥৪২
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্বশঃ ॥৪৩
সমাগম্য তদা বৈণ্যমভ্যসিঞ্চন্ নরাধিপম্।
হস্তে তু দক্ষিণে চক্রং দৃষ্ট্বা তস্য পিতামহঃ ॥৪৪
বিষ্ণোরংশং পৃথুং মত্বা পরিতোষং পরং যযৌ।
বিষ্ণুচিহ্নং করে চক্রং সর্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥৪৫
ভবত্যব্যাহতো যস্য প্রভাবস্ত্রিদশৈরপি।
মহতা রাজরাজ্যেন পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥৪৬
সোঽভিষিক্তো মহাতেজা বিধিবদ্ধর্ম্মকোবিদৈঃ।
পিত্রাপরঞ্জিতাস্তস্য প্রজাস্তেনানুরঞ্জিতাঃ ॥৪৭
অনুরাগাৎ ততস্তস্য নাম রাজেত্যজায়ত।
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ॥৪৮
পর্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিধ্যন্ত্যন্নানি চিন্তয়া ॥৪৯
সর্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু।
তস্য বৈ জাতমাত্রস্য যজ্ঞে পৈতামহে শুভে ॥৫০
সূতঃ সূত্যাং সমুৎপন্নঃ সৌত্যেঽহনি মহামতিঃ।
তস্মিন্নেব মহাযজ্ঞে যজ্ঞে প্রাজ্ঞোঽথ মাগধঃ ॥৫১
প্রোক্তৌ তদা মুনিবরৈস্তাবুভৌ সূতমাগধৌ।
স্তূয়তামেষ নৃপতিঃ পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্ ॥৫২
কর্ম্মৈতদনুরূপং বাং পাত্রং স্তোত্রস্য চাপ্যয়ম্।
ততস্তাবূচতুর্বিপ্রান্ সর্বানেব কৃতাঞ্জলী ॥৫৩

পাপ নির্গত হইয়াছিল, এজন্য তাহারা বেণপাপনাশন নামে খ্যাত। তদনন্তর দ্বিজগণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত মন্থন করিলে তাহাতে প্রতাপবান্ দীপ্যমানবপুঃ সেই বৈণ্য পৃথু সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে পাইতে জন্মিলেন। তখন আজগব নামে আদ্যধনু, দিব্যশর ও কবচ আকাশ হইতে পতিত হইল। তিনি জন্মিলে সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিল। সেই সুমহাত্মা সৎপুত্রের জন্ম হওয়াতে বেণও পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ পাইয়া ত্রিদিবে গমন করিলেন। সমুদ্র ও নদী সকল সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও অভিষেকার্থ জল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আঙ্গিরস দেবগণের সহিত ভগবান্ পিতামহ ও স্থাবর-জঙ্গমসকল সমাগত হইয়া নরাধিপ 'বৈণ্যকে' স্নান করাইলেন। পিতামহ দক্ষিণহস্তে চক্রচিহ্ন দেখিয়া পৃথুকে বিষ্ণুর অংশ বিবেচনা করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। চক্রবর্ত্তীদিগের মধ্যে যাহার প্রভাব দেবতারাও খর্ব্ব করিতে পারেন না, তাঁহারই হস্তে বিষ্ণুচিহ্ন চক্র থাকে।৩৩-৪৫

ধর্ম্মজ্ঞগণ মহাতেজা প্রতাপবান্ সেই বৈণ্য পৃথুকে মহৎ রাজ্যে বিধিপূর্ব্বক অভিষিক্ত করিলেন। পিতার দ্বারা অপরাগ প্রাপ্ত প্রজাবর্গ তৎকর্ত্তৃক অনুরঞ্জিত হইল। অনুরঞ্জন হেতু তাঁহার নাম 'রাজা' হইল। ইনি সমুদ্রে গমন করিলে জল স্তম্ভিত হইত, বনযাত্রাকালে পর্ব্বত সমুদয় পথ দিত, কখন তাঁহার পতাকাভঙ্গ হয় নাই। পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্যশালিনী, সুতরাং চিন্তামাত্রেই অন্নলাভ হইতে লাগিল। গোসকল সর্ব্বকামদুঘা এবং পুটকে পুটকে (পত্রাদিগুচ্ছে) মধু হইল। তিনি জন্মমাত্রে পৈতামহ যজ্ঞ করেন, তাহাতে সেই দিনেই সূতিতে (ঐ যজ্ঞের অন্তর্গত সোমযজ্ঞ ভূমিতে) মহামতি

অদ্য জাতস্য নো কর্ম্ম জ্ঞায়তেঽস্য মহীপতেঃ।
গুণা ন চাস্য জ্ঞায়ন্তে ন চাস্য প্রথিতং যশঃ।
স্তোত্রং কিমাশ্রয়ঞ্চাস্য কার্য্যমস্মাভিরুচ্যতাম্ ॥৫৪

ঋষয় ঊচুঃ।

করিষ্যত্যেষ যৎ কর্ম্ম চক্রবর্ত্তী মহাবলঃ।
গুণা ভবিষ্যা যে চাস্য তৈরয়ং স্তূয়তাং নৃপঃ ॥৫৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ স নৃপতিস্তোষং তৎ শ্রুত্বা পরমং যযৌ।
সদ্গুণৈঃ শ্লাঘ্যতামেতি স্তব্যাশ্চাভ্যাং গুণা মম ॥৫৬
তস্মাদ্ যদদ্য স্তোত্রেণ গুণনির্বর্ণনং ত্বিমৌ।
করিষ্যেতে করিষ্যামি তদেবাহং সমাহতঃ ॥৫৭
যদিমৌ বর্জ্জনীয়ঞ্চ কিঞ্চিদত্র বদিষ্যতঃ।
তদহং বর্জ্জয়িষ্যামীত্যেবঞ্চক্রে মতিং নৃপঃ ॥৫৮
অথ তৌ চক্রতুঃ স্তোত্রং পৃথোর্বৈণ্যস্য ধীমতঃ।
ভবিষ্যৈঃ কর্ম্মভিঃ সম্যক্ সুস্বরৌ সূত-মাগধৌ ॥৫৯

সত্যবাক্ দানশীলোঽয়ং সত্যসন্ধো নরেশ্বরঃ।
হ্রীমান্ মৈত্রঃ ক্ষমাশীলো বিক্রান্তো দুষ্টশাসনঃ ॥৬০
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ দয়াবান্ প্রিয়ভাষকঃ।
মান্যমানয়িতা যজ্বা ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥৬১
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ব্যবহারে স্থিতো নৃপঃ।
সূতেনোক্তান্ গুণানিত্থং স তদা মাগধেন চ ॥৬২
চকার হৃদি তাদৃক্ চ কর্ম্মণা কৃতবানসৌ।
ততঃ স পৃথিবীপালঃ পালয়ন্ বসুধামিমাম্ ॥৬৩
ইয়াজ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
তং প্রজা পৃথিবীনাথমুপতস্থুঃ ক্ষুধার্দ্দিতাঃ ॥৬৪
ওষধীষু প্রনষ্টাসু তস্মিন্ কালে হ্যরাজকে।
তমূচুস্তেন তাঃ পৃষ্টাস্তত্রাগমনকারণম্ ॥৬৫

প্রজা ঊচুঃ।

অরাজকে নৃপশ্রেষ্ঠ ধরিত্র্যা সকলৌষধীঃ।
গ্রস্তাস্ততঃ ক্ষয়ং যান্তি প্রজাঃ সর্বাঃ প্রজেশ্বর ॥৬৬

সূত ও ঐ মহাযজ্ঞে প্রাজ্ঞ মাগধ উৎপন্ন হন। মুনিবরগণ উভয়কে বলিলেন,—তোমরা প্রতাপবান্ বৈণ্য পৃথু নৃপতির স্তব কর। ইঁহার অনুরূপ কর্ম্ম এবং ইনিও তোমাদের স্তোত্রের পাত্র। তদনন্তর ইঁহারা উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিপ্র সকলকে বলিলেন,—অদ্যজাত এই মহীপতির কর্ম্ম বা গুণ জানা যাইতেছে না এবং ইঁহার যশও প্রথিত নাই, অতএব কি আশ্রয় করিয়া আমরা ইঁহার স্তব করিব বলুন ।৪৬-৫৪

ঋষিগণ কহিলেন,—এই মহাবল চক্রবর্ত্তী নৃপ যেরূপ কর্ম্ম করিবেন এবং ইঁহার যে সকল গুণ হইবে, তদ্দ্বারা ইঁহার স্তব কর। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর নৃপতি তাহা শুনিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। বিবেচনা করিলেন,—লোকে সদ্গুণ দ্বারা শ্লাঘ্যতা প্রাপ্ত হয় এবং ইঁহারা আমার গুণের স্তব করিবেন, অতএব অদ্য স্তোত্রে যেরূপ গুণ বর্ণনা করিবেন আমি সমাহিত হইয়া তাহাই করিব। যে বিষয় বর্জ্জনীয় বলিবেন, তাহা বর্জ্জন করিব। অনন্তর সেই সূত ও মাগধ ধীমান্ বেণ্য পৃথুর ভবিষ্য-কর্ম্ম দ্বারা সম্যক্ সুস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। এই নরেশ্বর নৃপ সত্যবাক্, দানশীল, সত্যসন্ধ, লজ্জাশীল, মৈত্র, ক্ষমাশীল, বিক্রান্ত, দুষ্টশাসন, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, দয়াবান্, প্রিয়ভাষী, মান্যের মানদ, যজ্ঞরত, ব্রহ্মণ্য, সাধুসম্মত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী এবং ব্যবহারে স্থিত। তিনি সূত ও মাগধোক্ত এই সকল গুণ মনে করিলেন এবং সেইরূপ কর্ম্মও করিয়াছিলেন। পৃথিবীপাল এইরূপে বসুধা পালন করত ভূরি দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ মহৎযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়াছিলেন। অরাজক কালে সমস্ত ওষধি প্রনষ্ট হইলে প্রজাগণ ক্ষুধাপীড়িত হইয়া সেই পৃথিবীনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তথায় গমনকারণ বলিতে লাগিলেন। প্রজাগণ কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রজেশ্বর! অরাজক হইলে ধরিত্রী সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রজা ক্ষয়প্রাপ্ত

ত্বং নো বৃত্তিপ্রদো ধাত্রা প্রজাপালো নিরূপিতঃ।
দেহিনঃ ক্ষুৎপরীতানাং প্রজানাং জীবনৌষধীঃ ॥৬৭

পরাশর উবাচ।

ততোহথ নৃপতির্দিব্যম্ আদায়াজগবং ধনুঃ।
শরাংশ্চ দিব্যান্ কুপিতঃ সোহন্বধাবদ্ বসুন্ধরাম্ ॥৬৮
ততো ননাশ ত্বরিতা গৌর্ভূত্বা তু বসুন্ধরা।
সা লোকান্ ব্রহ্মলোকাদীন্ তত্রাসাদগমন্মহী ॥৬৯
যত্র যত্র যযৌ দেবী সা তদা ভূতধারিণী।
তত্র তত্র তু সা বৈণ্যং দদর্শাভ্যুদ্যতায়ুধম্ ॥৭০
ততস্তং প্রাহ বসুধা পৃথুং পৃথুপরাক্রমম্।
প্রবেপমানা তদ্বাণপরিত্রাণপরায়ণা ॥৭১

পৃথিব্যুবাচ।

স্ত্রীবধে ত্বং মহাপাপং কিং নরেন্দ্র ন পশ্যসি।
যেন মাং হন্তুমত্যর্থং প্রকরোষি নৃপোদ্যমম্ ॥৭২

পৃথুরুবাচ।

একস্মিন্ যত্র নিধনং প্রাপিতে দুষ্টকারিণি।
বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ ॥৭৩

পৃথিব্যুবাচ।

প্রজানামুপকারায় যদি মাং ত্বং হনিষ্যসি।
আধারঃ কঃ প্রজানাং তে নৃপশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি ॥৭৪

পৃথুরুবাচ।

ত্বাং হত্বা বসুধে বাণৈর্মচ্ছাসনপরাঙ্মুখীম্।
আত্মযোগবলেনেমা ধারয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥৭৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ প্রণম্য বসুধা তং ভূয়ঃ প্রাহ পার্থিবম্।
প্রবেপিতাঙ্গী পরমং সাধ্বসং সমুপাগতা ॥৭৬

পৃথিব্যুবাচ।

উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্বে সিধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ।
তস্মাদ্ বদাম্যুপায়ং তে তৎ কুরুষ্ব যদিচ্ছসি ॥৭৭
সমস্তাস্তা ময়া জীর্ণা নরনাথ মহৌষধীঃ।
যদীচ্ছসি প্রদাস্যামি তাঃ ক্ষীরপরিণামিনীঃ ॥৭৮
তস্মাৎ প্রজাহিতার্থায় মম ধর্ম্মভৃতাং বর।
তন্তু বৎসং প্রযচ্ছ ত্বং ক্ষরেয়ং যেন বৎসলা ॥৭৯
সমাঞ্চ কুরু সর্বত্র যেন ক্ষীরং সমন্ততঃ।
বরৌ(ন) যধিবীজভূতং বীর সর্ব্বত্র ভাবয়ে ॥৮০

হইতেছে। বিধাতা তোমাকে আমাদের সমস্ত বৃত্তিপ্রদ প্রজাপালক নিরূপণ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুধার্ত্ত প্রজাগণকে জীবনৌষধি দান কর।৫৫-৬৭

পরাশর কহিলেন,—অনন্তর নৃপতি কুপিত হইয়া দিব্য আজগব ধনু ও শরসকল গ্রহণপূর্ব্বক বসুধার অনুধাবন করিলেন। বসুন্ধরা শীঘ্র গোরূপ হইয়া পলায়ন ও ত্রাসহেতু ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিলেন। ভূতধারিণী দেবী যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থানেই উদ্যতশস্ত্র বৈণ্যকে দেখিতে পাইলেন। তৎপরে বসুধা কম্পিতা ও তদ্বাণ হইতে পরিত্রাণপরায়ণা হইয়া মহাপরাক্রম পৃথুকে বলিলেন,—হে নরেন্দ্র নৃপ! তুমি কি স্ত্রীবধে মহাপাপ দেখিতেছ না? তাই আমাকে বিনষ্ট করিবার জন্য উদ্যম করিতেছ? পৃথু কহিলেন,—ওরে দুষ্টকারিণি। যেখানে একজন নিধন প্রাপ্ত হইলে অনেকের রক্ষা হয়, সেখানে সেই একেরই বধ পুণ্যপ্রদ। পৃথিবী কহিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রজাগণের উপকারের নিমিত্ত যদি আমাকে বধ কর, তবে তোমার প্রজাদের আধার কে হইবে? পৃথু কহিলেন,—বসুধে! তুমি আমার শাসনপরাঙ্মুখী তোমাকে বাণ দ্বারা হত করিয়া আমি আত্মযোগবলে এই সকল প্রজা ধারণ করিব।৬৮-৭৫

পরাশর কহিলেন,—তখন বসুধা কম্পিতাঙ্গী ও পরম ভীত হইয়া রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। পৃথিবী কহিলেন,—উপায়ানুসারে কার্য্য করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হয়, অতএব তোমাকে উপায় বলিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, কর। হে নরনাথ! সমস্ত ওষধি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর, তবে এই সকল ক্ষীরপরিণামিনী ওষধি আমি দিব। হে

পরাশর উবাচ।

তত উৎসারয়ামাস শৈলান্ শতসহস্রশঃ।
ধনুষ্কোট্যা তদা বৈণ্যস্ততঃ শৈলা বিবর্দ্ধিতাঃ ॥৮১
ন হি পূর্ববিসর্গে বৈ বিষমে পৃথিবীতলে।
প্রবিভাগঃ পুরাণাং বা গ্রামাণাং বা তদাভবৎ ॥৮২
ন শস্যানি ন গোরক্ষং ন কৃষির্ন বণিক্পথঃ।
বৈণ্যাৎ প্রভৃতি মৈত্রেয় সর্বস্যৈতস্য সম্ভবঃ ॥৮৩
যত্র যত্র সমং তস্যা ভূমেরাসীন্নরাধিপঃ।
তত্র তত্র প্রজানাং হি নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥৮৪
আহারঃ ফলমূলানি প্রজানামভবৎ তদা।
কৃচ্ছ্রেণ মহতা সোঽপি প্রনষ্টাস্বোষধীষু বৈ ॥৮৫
স কল্পয়িত্বা বৎসং তু মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রভুঃ।
স্বে পাণৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥৮৬
শস্যজাতানি সর্বাণি প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
তেনান্নেন প্রজাস্তাত বর্ত্তন্তেঽদ্যাপি নিত্যশঃ ॥৮৭
প্রাণপ্রদানাৎ স পৃথুর্যস্মাদ্ ভূমেরভূৎ পিতা।
ততস্তু পৃথিবীসংজ্ঞামবাপাখিলধারিণী ॥৮৮
ততশ্চ দেবৈর্মুনিভির্দৈত্যৈ রক্ষোভিরদ্রিভিঃ।
গন্ধর্ব্বৈরুরগৈর্যক্ষৈঃ পিতৃভিস্তরুভিস্তথা ॥৮৯
তৎ তৎ পাত্রমুপাদায় তৎ তদ্ দুগ্ধা মুনে পয়ঃ।
বৎসদোগ্ধৃবিশেষাশ্চ তেসাং তদ্যোনয়োঽভবন্ ॥৯০
সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা।
সর্ব্বস্য জগতঃ পৃথ্বী বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা ॥৯১
এবংপ্রভাবঃ স পৃথুঃ পুত্রো বেণস্য বীর্য্যবান্।
জজ্ঞে মহীপতিঃ পূর্ব্বং রাজাভূৎ জনরঞ্জনাৎ ॥৯২
য ইদং জন্ম বৈণ্যস্য পৃথোঃ কীর্ত্তয়তে নরঃ।
ন তস্য দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ ফলদায়ি প্রজায়তে ॥৯৩
দুঃস্বপ্নোপশমং নৃণাং শৃণ্বতাং চৈতদুত্তমম্।
পৃথোর্জন্মপ্রভাবশ্চ করোতি সততং নৃণাম্ ॥৯৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! প্রজাহিতার্থ আমাকে বৎস প্রদান কর, তাহাতে আমি বৎসলা হইয়া ক্ষরণ করি। হে বীর! আমাকে সর্ব্বত্র সমতল কর, তাহা হইলে আমি যমৌষধির বীজভূত ক্ষীর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ করিব। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর বৈণ্য ধনুষ্কোটি দ্বারা শতসহস্র শৈল উৎসারিত করিলেন, তাহাতেই শৈলসকল বিবর্দ্ধিত (এক একস্থানে উচ্চতর) করা হইয়াছে। পূর্ব্ব সৃষ্টিতে বিষম পৃথিবীতলে পুর বা গ্রামের প্রবিভাগ, শস্য, গোরক্ষ, কৃষি ও বণিক্পথ ছিল না। হে মৈত্রেয়! বৈণ্য হইতেই এ সকলের সম্ভব। ভূমির যে যে স্থল সমতল ছিল, নরাধিপ সেই সেই স্থানে প্রজাদিগের নিবাস কল্পনা করিলেন।৭৬-৮৪

ওষধিসকল প্রনষ্ট হইলে তখন ফল মূলমাত্র প্রজাদের আহার হইয়াছিল, তাহাও অতি কষ্টে। পৃথিবীনাথ প্রভু পৃথু স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বহস্তে পৃথিবী দোহন করেন। তাহাতে তাঁহার প্রজাগণের হিতকামনায় শস্য সকল জন্মিল। হে তাত! প্রজাবর্গ অদ্যাপি সেই অন্নে জীবন ধারণ করিতেছে। প্রাণপ্রদান হেতু পৃথু ভূমির পিতা হইয়াছিলেন, এজন্য অখিল-ভূতধারিণী ভূমি পৃথিবী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তৎপরে দেব, মুনি, দৈত্য, রাক্ষস, অদ্রি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ ও পিতৃগণ স্বাভিমত পাত্র গ্রহণে ভূমি হইতে স্বাভিমত বস্তু দোহন করিলেন। সেই সেই জাতীয় ব্যক্তিরাই তাঁহাদের বৎস ও দোগ্ধা হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা সেই পৃথ্বীই সর্ব্বজগতের ধাত্রী, বিধাত্রী, ধারিণী এবং পোষণী। এতাদৃশপ্রভাব বীর্য্যবান্ মহীপতি বেণপুত্র পৃথু জন্মিয়াছিলেন এবং জনরঞ্জন হেতু প্রথমে তিনি রাজা হন। যে নর বৈণ্য পৃথুর এই জন্ম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কিছুমাত্র দুষ্কৃত থাকে না এবং এই জন্মকীর্ত্তন তাঁহার পক্ষে ফলদায়ী হয়। পৃথুর এই উত্তম জন্ম ও প্রভাব শ্রবণ করিলে সতত দুঃস্বপ্নের উপশম হইয়া থাকে।৮৫-৯৪

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রচেতসাং তপস্যা ।]

পৃথোঃ পুত্রৌ মহাবীর্য্যৌ জজ্ঞাতেঽন্তর্দ্ধি-পালিনৌ ।
শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানমন্তর্দ্ধানাদ্ ব্যজায়ত ॥১
হবির্দ্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী ধিষণাজনয়ৎ সুতান্ ।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং ব্রজাজিনৌ ॥২
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ ।
হবির্দ্ধানান্মহারাজ্যে যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ ॥৩
প্রাচীনাগ্রাঃ কুশাস্তস্য পৃথিব্যামভবন্ মুনে ।
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ খ্যাতো ভুবি মহাবলঃ ॥৪
সমুদ্রতনয়ায়াং তু কৃতদারো মহীপতিঃ ।
মহতস্তপসঃ পারে সবর্ণায়াং মহীপতেঃ ॥৫
সবর্ণাধত্ত সামুদ্রী দশ প্রাচীনবর্হিষঃ ।
সর্বে প্রচেতসো নাম ধনুর্বেদস্য পারগাঃ ॥৬
অপৃথগ্ধর্ম্মচরণাস্তেঽতপ্যন্ত মহাতপঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥৭

মৈত্রেয় উবাচ ।

যদর্থং তে মহাত্মানস্তপস্তেপুর্মহামুনে ।
প্রচেতসঃ সমুদ্রাম্ভস্যেতদাখ্যাতুমর্হসি ॥৮

পরাশর উবাচ ।

পিত্রা প্রচেতসঃ প্রোক্তাঃ প্রজার্থমমিতাত্মনা ।
প্রজাপতিনিযুক্তেন বহুমানপুরঃসরম্ ॥৯
ব্রহ্মণা দেবদেবেন সমাদিষ্টোঽস্ম্যহং সুতাঃ ।
প্রজাঃ সংবর্দ্ধনীয়াস্তে ময়া চোক্তং তথেতি তৎ ॥১০
তন্মম প্রীতয়ে পুত্রাঃ প্রজাবৃদ্ধিমতন্দ্রিতাঃ ।
কুরুধ্বং মাননীয়া বঃ সমাজ্ঞা চ প্রজাপতেঃ ॥১১

পরাশর উবাচ ।

ততস্তে তৎ পিতুঃ শ্রুত্বা বচনং নৃপনন্দনাঃ ।
তথেত্যুক্ত্বা তু তং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ পিতরং মুনে ॥১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[প্রচেতাদিগের তপস্যা ।]

পৃথুর মহাবীর্য্য দুই পুত্র অন্তর্দ্ধি ও পালী। অন্তর্দ্ধানের স্ত্রী শিখণ্ডিনী হবির্দ্ধানকে প্রসব করেন। হবির্দ্ধানের ঔরসে আগ্নেয়ী (অগ্নিকন্যা) ধিষণা, প্রাচীনবর্হিঃ, শুক্র, গয়, রজ ও অজিন এই ছয় পুত্রের জননী। ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ মহারাজ মহান্ প্রজাপতি ছিলেন, যাঁহার দ্বারা প্রজাবর্গ সংবর্দ্ধিত। হে মুনে! তাঁহার সময়ে প্রাচীনাগ্রকুশে পৃথিবীতল আবৃত হইয়াছিল। ভগবান্ প্রাচীনবর্হিঃ মহাবল বলিয়া বিখ্যাত। মহীপতি মহাতপস্যার পর সমুদ্রতনয়া সবর্ণাতে কৃতদার হন। সামুদ্রী সবর্ণা তাঁহা হইতে প্রচেতা নামে ধনুর্বেদপারগ দশ পুত্র ধারণ করেন। তাঁহারা সকলে পৃথক্ ধর্ম আচরণ না করিয়া ও সমুদ্রসলিলবাসী হইয়া দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত মহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মহামুনে! মহাত্মা প্রচেতসগণ যেজন্য জলমধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন,—প্রজাপতিনিযুক্ত অমিতাত্মা পিতা প্রচেতসদিগকে বহুমান-পুরঃসর প্রজাবৃদ্ধির জন্য বলিলেন,—হে সুতগণ! প্রজাপতি আমাকে "প্রজা সংবর্দ্ধন কর" এইরূপ আদেশ করায় আমি "তথাস্তু" বলিয়াছি। অতএব পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রীতির নিমিত্ত অতন্দ্রিত হইয়া প্রজাবৃদ্ধি কর। প্রজাপতির নির্দেশ তোমাদের মাননীয়।১-১১

পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর নৃপনন্দন প্রচেতসগণ

প্রচেতস ঊচুঃ।
যেন তাত প্রজাবৃদ্ধৌ সমর্থাঃ কর্ম্মণা বয়ম্।
ভবামস্তৎ সমস্তং নঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥১৩
পিতোবাচ।
আরাধ্য বরদং বিষ্ণুমিষ্টপ্রাপ্তিমসংশয়ম্।
সমেতি নান্যথা মর্ত্ত্যঃ কিমন্যৎ কথয়ামি বঃ ॥১৪
তস্মাৎ প্রজাবিবৃদ্ধ্যর্থং সর্ব্বভূতপ্রভুং হরিম্।
আরাধয়ত গোবিন্দং যদি সিদ্ধিমভীপ্স্যথ ॥১৫
ধর্ম্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চান্বিচ্ছতা সদা।
আরাধনীয়ো ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৬
যস্মিন্নারাধিতে সর্গং চকারাদৌ প্রজাপতিঃ।
তমারাধ্যাচ্যুতং বৃদ্ধিঃ প্রজানাং বো ভবিষ্যতি ॥১৭
পরাশর উবাচ।
ইত্যেবমুক্তাস্তে পিত্রা পুত্রাঃ প্রচেতসো দশ।
মগ্নাঃ পয়োধিসলিলে তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ ॥১৮
দশবর্ষসহস্রাণি ন্যস্তচিত্তা জগৎপতৌ।
নারায়ণে মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকপরায়ণে ॥১৯
তত্রৈব তে স্থিতা দেবমেকাগ্রমনসো হরিম্।
তুষ্টুবুর্যঃ স্তুতঃ কামান্ স্তোতুরিষ্টান্ প্রযচ্ছতি ॥২০
মৈত্রেয় উবাচ।
স্তবং প্রচেতসো বিষ্ণোঃ সমুদ্রান্তসি সংস্থিতাঃ।
চক্রুস্তন্মে মুনিশ্রেষ্ঠ সুপুণ্যং বক্তুমর্হসি ॥২১
পরাশর উবাচ।
শৃণু মৈত্রেয় গোবিন্দং যথা পুর্ব্বং প্রচেতসঃ।
তুষ্টুবুস্তন্ময়ীভূতাঃ সমুদ্রসলিলেশয়াঃ ॥২২
প্রচেতস ঊচুঃ।
নতাঃ স্ম সর্ব্ববচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতী।
তমাদ্যং তমশেষস্য জগতঃ পরমং প্রভুম্ ॥২৩
জ্যোতিরাদ্যমনৌপম্যম্ অনন্তরমপারবৎ।
যোনিভূতমশেষস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥২৪
যস্যাহঃ প্রথমং রূপমরূপস্য ততো নিশা।
সন্ধ্যা চ পরমেশস্য তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥২৫
ভুজ্যতেঽনুদিনং দেবৈঃ পিতৃভিশ্চ সুধাত্মক।
জীবভূতঃ সমস্তস্য তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ ॥২৬

পিতার বাক্যে "তথাস্তু" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—, হে তাত! যে কর্ম্ম দ্বারা আমরা প্রজাবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হই, তাহা আমাদিগকে বলুন। পিতা কহিলেন,—মনুষ্যগণ বরদ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া অসংশয়ে ইষ্টলাভ করে,—ইহার অন্যথা হয় না। আর কি তোমাদিগকে বলিব! অতএব যদি সিদ্ধি অভিলাষ কর, তবে তোমরা প্রজাবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বভূতপ্রভু হরি গোবিন্দের আরাধনা কর। অনাদি ভগবান্ পুরুষোত্তম ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অভিলাষী ব্যক্তিদিগের সদা আরাধনীয়। যাহার আরাধনা করিয়া প্রজাপতি আদিকালে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই অচ্যুতের আরাধনা করিলে তোমাদের প্রজাবৃদ্ধি হইবে। পরাশর কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পিতা এইরূপ কহিলে, প্রচেতস্নামা সেই দশ পুত্র সমুদ্রসলিলে মগ্ন সমাহিত ও সর্ব্বলোকপরায়ণ জগৎপতি নারায়ণের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে থাকিয়াই একাগ্রমনে দেব-দেব হরির স্তব করিয়াছিলেন। যিনি স্তুত হইয়া স্তবকর্ত্তার ইষ্টকাম প্রদান করেন।১২-২০

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রচেতস্গণ সমুদ্রজল মধ্যে থাকিয়া বিষ্ণুর যে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সুপবিত্র স্তব আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! প্রচেতাসকল সমুদ্রসলিলবাসী ও তন্ময় হইয়া পূর্ব্বে যেরূপে গোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। প্রচেতস্গণ কহিলেন,—যাঁহাতে সর্ব্ববাক্যের শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা, অশেষ জগতের আদ্য, জ্যোতি স্বরূপ, উপমারহিত, অনন্ত, অপারবৎ, অশেষ স্থাবর অস্থাবরের কারণ ও আদ্য, সেই পরম প্রভুর প্রতি আমরা নত হই। যে অরূপ পরমেশের প্রথমরূপ অহঃ, তদনন্তর নিশা এবং সন্ধ্যা, সেই কালাত্মককে নমস্কার। সকলের জীবনস্বরূপ যাঁহার সুধাত্মকরূপ দেব ও পিতৃগণ অনুদিন ভোগ করিতেছেন, সেই সোমাত্মাকে প্রণাম।২১-২৬

চতুর্থ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৭২]

[চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বীয়া যাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাক

ॐ श्रीश्रीगुरবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন। পরমকারুণিক শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমের অপার করুণায় আষাঢ়মাস রথযাত্রা (১৩৭২) হইতে 'আর্য্যশাস্ত্রে'র ৪র্থ বর্ষ আরম্ভ হইতেছে। সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে ৪র্থ বর্ষের উপায়ন বাবদ ১৫'০০ টাকা সত্বর পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

যস্তমো হন্তি তীব্রাত্মা স্বভাভির্ভাসয়ন্ নভঃ।
ঘর্ম্মশীতাম্ভসাং যোনিস্তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥২৭
কাঠিন্যবান্ যো বিভর্ত্তি জগদেতদশেষতঃ।
শব্দাদিসংশ্রয়ো ব্যাপী তস্মৈ ভূম্যাত্মনে নমঃ ॥২৮
যদ্ যোনিভূতং জগতো বীজং যৎ সর্ব্বদেহিনাম্।
তৎ তোয়রূপমীশস্য নমামো হরিমেধসঃ ॥২৯
যো মুখং সর্ব্বদেবানাং হব্যভুক্ কব্যভুক্ তথা।
পিতৄণাঞ্চ নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে পাবকাত্মনে ॥৩০
পঞ্চধাবস্থিতো দেহে যশ্চেষ্টাং কুরুতেঽনিশম্।
আকাশযোনির্ভগবান্ তস্মৈ বায়্বাত্মনে নমঃ ॥৩১
অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং যঃ প্রযচ্ছতি।
অনন্তমূর্ত্তিমান্ শুদ্ধস্তস্মৈ ব্যোমাত্মনে নমঃ ॥৩২
সমস্তেন্দ্রিয়বর্গস্য যঃ সদা স্থানমুত্তমম্।
তস্মৈ শব্দাদিরূপায় নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ॥৩৩
গৃহ্লাতি বিষয়ান্ নিত্যমিন্দ্রিয়াত্মা ক্ষরাক্ষরঃ।
যস্তস্মৈ স্থানমূলায় নতাঃ স্মো হরিমেধসে ॥৩৪

গৃহীতানিন্দ্রিয়ৈরর্থান্ আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তঃকরণভূতায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥৩৫
যস্মিন্ননন্তে সকলং বিশ্বং যস্মাৎ তথোদ্গতম্।
লয়স্থানঞ্চ যস্তস্মৈ নমঃ প্রকৃতিধর্ম্মিণে ॥৩৬
শুদ্ধঃ সংলক্ষ্যতে ভ্রান্ত্যা গুণবানিব যোঽগুণঃ।
তমাত্মরূপিণং দেবং নতাঃ স্ম পুরুষোত্তমম্ ॥৩৭
অবিকারমজং শুদ্ধং নির্গুণং যন্নিরঞ্জনম্।
নতাঃ স্ম তৎপরং ব্রহ্ম যদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩৮
অদীর্ঘহ্রস্বমস্থূলমনণ্বশ্যামলোহিতম্।
অস্নেহচ্ছায়মতনুমসক্তমশরীরিণম্ ॥৩৯
অনাকাশমসংস্পর্শমগন্ধমরসঞ্চ যৎ।
অচক্ষুঃশ্রোত্রমচলমবাক্প্রাণমমানসম্ ॥৪০
অনামগোত্রমমুখমতেজস্কমহেতুকম্।
অভয়ং ভ্রান্তিরহিতমনিন্দ্যমজরামরম্ ॥৪১
অরজোঽশব্দমমৃতমপ্লুতং যদসংবৃতম্।
পূর্ব্বাপরে ন বৈ যস্মিন্ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৪২

যে তীব্রাত্মা স্বীয় দীপ্তি দ্বারা আকাশ প্রকাশিত করিয়া তমোবিনাশ করেন এবং যিনি ঘর্ম্ম, শীত ও জলের উৎপত্তিস্থান, সেই সূর্য্যাত্মাকে নমস্কার। যিনি কঠিন শব্দাদির আশ্রয় ও ব্যাপকরূপে এই অশেষ জগৎ ধারণ করিতেছেন, সেই ভূম্যাত্মাকে নমস্কার। যাহা জগতের কারণভূত ও সর্ব্বদেহীর বীজ হরিমেধার (বিষ্ণুর) সেই জলরূপকে আমরা নমস্কার করি। যিনি হব্যকব্যভোজিরূপে দেব ও পিতৃগণের মুখস্বরূপ, সেই পাবকাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার।২১-৩০

যে আকাশযোনি ভগবান্ দেহে পঞ্চবিধরূপে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন, সেই পবনাত্মাকে নমস্কার। যিনি অনন্তমূর্ত্তিধর, শুদ্ধ ও অশেষভূতের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, সেই ব্যোমাত্মাকে নমস্কার। যিনি সর্ব্বদা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের পক্ষে উত্তম আশ্রয়, সেই শব্দাদিরূপী বিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার। যিনি ক্ষর (নশ্বর) ও অক্ষররূপে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয় হইয়া বিষয় গ্রহণ করেন, সেই জ্ঞানমূল হরিমেধার প্রতি আমরা নত হই। যিনি ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয়সকল আত্মাকে প্রদান করেন, সেই অন্তঃকরণস্বরূপ বিশ্বাত্মাকে নমস্কার। সকল বিশ্ব যে অনন্তে অবস্থিত, যাহা হইতে উদ্গত এবং লয়স্থান যিনি, সেই প্রকৃতিধর্ম্মী (হরিকে) নমস্কার। যিনি নির্গুণ এবং শুদ্ধ হইলেও (আমাদের) ভ্রান্তিজ্ঞানে গুণবানের ন্যায় সংলক্ষিত হন, সেই আত্মরূপী দেব পুরুষোত্তমের প্রতি নত হই। যাহা অবিকার, অজ, শুদ্ধ, নির্গুণ ও নিরঞ্জন, বিষ্ণুর পরমপদ, সেই পরমব্রহ্মের প্রতি আমরা নত হই। যিনি দীর্ঘ নহেন, হ্রস্ব নহেন স্থূল নহেন, সূক্ষ্মাগ্র নহেন, যিনি লোহিত নহেন যাঁহাতে স্নেহ নাই, ছায়া নাই, যিনি অণু নহেন কিছুতেই আসক্ত নহেন, যাঁহার শরীর নাই, যাঁহার মধ্যে আকাশ নাই, যাঁহাতে স্পর্শ নাই, গন্ধ নাই ও রস নাই যাঁহার চক্ষুঃ নাই, কর্ণ নাই, যিনি অচল, যাঁহাতে বাক প্রাণ ও মন নাই, যাঁহার নাম এবং গোত্র নাই, মুখ নাই

পরমীশিত্বগুণবৎ সর্বভূতমসংশ্রয়ম্ ।
নতাঃ স্ম তৎ পদং বিষ্ণোর্জ্জিহবা-দৃগ্‌গোচরং ন যৎ॥৪৩

পরাশর উবাচ ।

এবং প্রচেতসো বিষ্ণুং স্তুবন্তস্তৎসমাধয়ঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি তপশ্চেরুর্মহার্ণবে ॥৪৪

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ তেষামন্তর্জলে হরিঃ ।
দদৌ দর্শনমুন্নিদ্রনীলোৎপলদলচ্ছবিঃ ॥৪৫

পতত্রিরাজমারূঢ়মবলোক্য প্রচেতসঃ ।
প্রণিপেতুঃ শিরোভিস্তং ভক্তিভাবাবনামিতৈঃ ॥৪৬

ততস্তানাহ ভগবান্ ব্রিয়তামীপ্সিতো বরঃ ।
প্রসাদসুমুখোঽহং বো বরদঃ সমুপস্থিতঃ ॥৪৭

ততস্তমূচুর্বরদং প্রণিপত্য প্রচেতসঃ ।
যথা পিত্রা সমাদিষ্টং প্রজানাং বৃদ্ধিকারণম্ ॥৪৮

স চাপি দেবস্তং দত্ত্বা যথাভিলষিতং বরম্ ।
অন্তর্ধানং জগামাশু তে চ নিশ্চক্রমুর্জলাৎ ॥৪৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

যাঁহার তেজঃ নাই, যিনি অভয়, অভ্রান্ত, অনিন্দ্য, অজর, অমর, অজ, অশব্দ, অমৃত, অপ্লুত, অনাবৃত এবং যাঁহাতে পূর্ব্বাপর নাই, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা বাক্য ও দৃষ্টির গোচর নহে, বিষ্ণুর সেই পরম ঈশিত্ব-গুণবিশিষ্ট সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ (পরম) পদে আমরা নত হইতেছি।৩১-৪৩

পরাশর কহিলেন,—প্রচেতসৃগণ একাগ্র হইয়া এইরূপে বিষ্ণুর স্তব করত দশ সহস্র বৎসর মহার্ণবে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর বিকশিত নীলোৎপল দলের ন্যায় কান্তিমান্ ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন। প্রচেতসৃসকল তাঁহাকে পক্ষিরাজ-গরুড় সমারূঢ় অবলোকন করিয়া ভক্তিনম্রমস্তকে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের বর দিবার জন্য প্রসন্নবদনে সমুপস্থিত হইয়াছি। প্রচেতসৃগণ বরদাতা শ্রীহরিকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পিতার সমাদিষ্ট প্রজাবৃদ্ধির কারণ বর প্রদানের কথা বলিলেন। সেই দেব যথাভিলষিত বর দিয়া সত্বর অন্তর্হিত হইলেন এবং তাঁহারাও জল হইতে নির্গমন করিলেন।৪৪-৪৯

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[কণ্ডুমুনিচরিতম্, মৈথুনধর্ম্মেণ দক্ষস্য প্রজাসৃষ্টিশ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

তপশ্চরৎসু পৃথিবীং প্রচেতঃসু মহীরুহাঃ ।
অরক্ষ্যমাণামাবব্রুর্বভূবাথ প্রজাক্ষয়ঃ ॥১
নাশকন্মারুতো বাতুং বৃতং খমভবদ্ দ্রুমৈঃ ।
দশবর্ষসহস্রাণি ন শেকুশ্চেষ্টিতুং প্রজাঃ ॥২
তদ্ দৃষ্ট্বা জলনিষ্ক্রান্তাঃ সর্বে ক্রুদ্ধাঃ প্রচেতসঃ ।
মুখেভ্যো বায়ুমগ্নিঞ্চ তেঽসৃজন্ জাতমন্যবঃ ॥৩
উন্মূলানথ তান্ বৃক্ষান্ কৃত্বা বায়ুরশোষয়ৎ ।
তানগ্নিরদহদ্ ঘোরস্তত্রাভূদ্ দ্রুমসঙ্ক্ষয়ঃ ॥৪
দ্রুমক্ষয়মথো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু শাখিষু ।
উপগম্যাব্রবীদেতান্ রাজা সোমঃ প্রজাপতীন্ ॥৫
কোপং যচ্ছত রাজানঃ শৃণুধ্বঞ্চ বচো মম ।
সন্ধানং বঃ করিষ্যামি সহ ক্ষিতিরুহৈরহম্ ॥৬

রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বার্ক্ষেয়ী বরবর্ণিনী ।
ভবিষ্যং জানতা পূর্বং ময়া গোভির্বিবর্দ্ধিতা ॥৭
মারিষা নাম নাম্নৈষা বৃক্ষাণামিতি নির্মিতা ।
ভার্য্যা বোঽস্তু মহাভাগা ধ্রুবং বংশবিবর্দ্ধিনী ॥৮
যুষ্মাকং তেজসোঽর্দ্ধেন মম চার্দ্ধেন তেজসঃ ।
অস্যামুৎপৎস্যতে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥৯
মম চাংশেন সংযুক্তো যুষ্মত্তেজোময়েন বৈ ।
অগ্নিনাগ্নিসমো ভূয়ঃ প্রজাঃ সংবর্দ্ধয়িষ্যতি ॥১০
কণ্ডুর্নাম মুনিঃ পূর্বমাসীদ্ বেদবিদাং বরঃ ।
সুরম্যে গোমতীতীরে স তেপে পরমং তপঃ ॥১১
তৎক্ষোভায় সুরেন্দ্রেণ প্রম্লোচাখ্যা বরাপ্সরাঃ ।
প্রযুক্তা ক্ষোভয়ামাস তমৃষিং সা শুচিস্মিতা ॥১২

পঞ্চদশ

[কণ্ডুমুনির চরিত ও মৈথুনধর্ম্মে দক্ষ কর্ত্তৃক প্রজাসকলের সৃষ্টি ।]

পরাশর বলিলেন,—প্রচেতসগণ তপশ্চরণ করিতে থাকিলে মহীরুহ(বৃক্ষ) সকল অরক্ষ্যমাণা (কর্ষণাদি রহিতা) পৃথিবীকে আবৃত করে এবং তাহাতে প্রজাক্ষয় হয়। পবন প্রবাহিত হইতে পারে নাই, আকাশ বৃক্ষ সকলে আবৃত হইয়াছিল এবং প্রজাসকল দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে অক্ষম হইয়াছিল। জল হইতে নিষ্ক্রান্ত প্রচেতসগণ তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহারা জাতক্রোধ হইয়া মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। বায়ু ঐ বৃক্ষসকলকে উন্মূলিত করিয়া শোষিত এবং অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করে। তাহাতে ঘোর বৃক্ষসংক্ষয় হয়। অনন্তর বৃক্ষের রাজা সোম তরুক্ষয় দেখিয়া কিছু বৃক্ষ অবশিষ্ট থাকিতে এই সকল প্রজাপতির নিকটে গিয়া বলিলেন,—হে রাজগণ! কোপ সংবরণ কর, আমার কথা শুন, আমি বৃক্ষগণের সহিত তোমাদের সন্ধি করিয়া দিব। আমি পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া রত্নভূতা এই বরবর্ণিনী (সুন্দরী) বার্ক্ষেয়ী (বৃক্ষ হইতে উৎপন্না) কন্যাকে সুধাময় কিরণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম। মারিষা নাম্নী এই মহাভাগা বৃক্ষ-কন্যা নিশ্চয়ই তোমাদের বংশবর্দ্ধিনী ভার্য্যা হউক। তোমাদের ও আমার অর্দ্ধ তেজে ইহার গর্ভে বিদ্বান্ দক্ষ প্রজাপতি উৎপন্ন হইবেন। তিনি আমার সৌম্যাংশ ও তোমাদের তেজোময় অগ্নিযোগে অগ্নিসম হইয়া প্রজাবর্দ্ধন করিবেন।১-১০

পূর্ব্বকালে কণ্ডু নামে বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ এক মুনি

ক্ষোভিতঃ স তয়া সার্দ্ধং বর্ষাণামধিকং শতম্।
অতিষ্ঠন্মন্দরদ্রোণ্যাং বিষয়াসক্তমানসঃ ॥১৩
সা তং প্রাহ মহাত্মানং গন্তুমিচ্ছাম্যহং দিবম্।
প্রসাদসুমুখো ব্রহ্মন্ অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥১৪
তয়ৈবমুক্তঃ স মুনিস্তস্যামাসক্তমানসঃ।
দিনানি কতিচিদ্ ভদ্রে স্থীয়তামিত্যভাষত ॥১৫
এবমুক্তা ততস্তেন সাগ্রং বর্ষশতং পুনঃ।
বুভুজে বিষয়াংস্তন্বী তেন সার্দ্ধং মহাত্মনা ॥১৬
অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ ব্রজামি ত্রিদিবালয়ম্।
উক্তস্তয়েতি স মুনিঃ স্থীয়তামিত্যভাষত ॥১৭
পুনর্গতে বর্ষশতে সাধিকে সা শুভাননা।
যামীত্যাহ দিবং ব্রহ্মন্ প্রণয়স্মিতশোভনম্ ॥১৮
উক্তস্তয়ৈবং স মুনিরুপগুহ্যায়তেক্ষণাম্।
প্রাহাস্য তাং ক্ষণং সুভ্রু চিরং কালং গমিষ্যসি ॥১৯
তচ্ছাপভীতা সুশ্রোণী সহ তেনর্ষিণা পুনঃ।
শতদ্বয়ং কিঞ্চিদূনং বর্ষাণামন্বতিষ্ঠত ॥২০

গমনায় মহাভাগো দেবরাজনিবেশনম্।
প্রোক্তঃ প্রোক্তস্তয়া তন্ব্যা স্থীয়তামিত্যভাষত ॥২১
তং সা শাপভয়াদ্ ভীতা দাক্ষিণ্যেন চ দক্ষিণা।
প্রোক্তা প্রণয়ভঙ্গার্ত্তিবেদনী ন জহৌ মুনিম্ ॥২২
তয়া চ রমতস্তস্য মহর্ষেস্তদহর্নিশম্।
নবং নবমভূৎ প্রেম মন্মথাবিষ্টচেতসঃ ॥২৩
একদা তু ত্বরাযুক্তো নিশ্চক্রামোটজান্মুনিঃ।
নিষ্ক্রামন্তঞ্চ কুত্রেতি গম্যতে প্রাহ সা শুভা ॥২৪
ইত্যুক্তঃ স তয়া প্রাহ পরিবৃত্তমহঃ শুভে।
সন্ধ্যোপাস্তিং করিষ্যামি ক্রিয়ালোপোঽন্যথা ভবেৎ ॥২৫
ততঃ প্রহস্য মুদিতা তং সা প্রাহ মহামুনিম্।
কিমদ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ পরিবৃত্তমহস্তব ॥২৬
বহূনাং বিপ্র বর্ষাণাং পরিণামমহস্তব।
গতমেতন্ন কুরুতে বিস্ময়ং কস্য কথ্যতাম্ ॥২৭

মুনিরুবাচ।

প্রাতস্ত্বমাগতা ভদ্রে নদীতীরমিদং শুভম্।
ময়া দৃষ্টাসি তন্বঙ্গি প্রবিষ্টা চ মমাশ্রমম্ ॥২৮

ছিলেন, তিনি সুরম্য গোমতীতীরে পরম তপস্যা করিতেছিলেন। সুরেন্দ্র প্রম্লোচা নাম্নী কোন শুচিস্মিতা উত্তমা অপ্সরাকে তাঁহার ক্ষোভ (চিত্ত-বিকার) উৎপাদনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন, সে সেই ঋষিকে ক্ষোভিত করিয়াছিল। তিনি বিকৃত ও বিষয়াসক্তমানস হইয়া তাহার সহিত কিছু অধিক শত বৎসর মন্দরপর্ব্বতের দ্রোণীতে (দুইটী শৈলের সন্ধিস্থলে) বাস করেন। তখন সে (অপ্সরা) ঐ মহাত্মাকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্! আমি স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করি। প্রসন্ন হইয়া অনুজ্ঞা দাও। সে এই কথা বলিলে তৎপ্রতি আসক্তচিত্ত মুনি বলিলেন,—ভদ্রে! কিছুদিন থাক। তিনি এইরূপ কহিলে, কৃশাঙ্গী প্রম্লোচা সেই মহাত্মার সহিত আবার কিছু অধিক শত বৎসর বিষয় ভোগ করিল। পরে কহিল,—হে ভগবন্! অনুজ্ঞা দাও, আমি ত্রিদিবালয়ে (স্বর্গে) যাইতেছি। মুনি কহিলেন,—থাক। পুনশ্চ কিছু অধিক শত বৎসর গত হইলে শুভাননা ঐ অপ্সরা প্রণয়ের মৃদুহাস্য সহ মধুর বাক্যে কহিল,—হে ব্রহ্মন্! আমি স্বর্গে যাই। এইরূপ কহিলে মুনি আয়তলোচনাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—অয়ি সুভ্রু! ক্ষণকাল থাক, চিরকালের নিমিত্ত যাইবে। সুশ্রোণী সেই অপ্সরা তাঁহার শাপে ভীতা হইয়া পুনশ্চ সেই ঋষির সহিত কিঞ্চিদূন (কিছু কম) দুই শত বৎসর বাস করে।১১-২০

ঐ তন্বী (কৃশাঙ্গী) দেবরাজনিকেতনে গমনের নিমিত্ত বার বার বলিলেও মহাভাগ ঋষি কেবল "থাক" "থাক" এই কথাই বলিতে লাগিলেন। দাক্ষিণ্যগুণে দক্ষিণা ও প্রণয়ভঙ্গদুঃখে দুঃখিতা সেই প্রম্লোচা শাপভয়ে ভীতা হইয়া মুনিকে পরিত্যাগ করিল না। মন্মথাবিষ্টচিত্ত মহর্ষি তাহার সহিত অহর্নিশ (দিবারাত্র) রমণ করিতে থাকিলে, নব নব প্রেমের উদ্রেক হইতে লাগিল। মুনি একদা ত্বরাযুক্ত হইয়া উটজ (পর্ণশালা) হইতে নির্গত হইলে

ইয়ঞ্চ বৰ্ত্ততে সন্ধ্যা পরিণামমহর্গতম্ ।
উপহাসঃ কিমর্থোঽয়ং সদ্ভাবঃ কথ্যতাং মম ॥২৯

প্রম্লোচোবাচ ।

প্রত্যূষস্ত্বাগতা ব্রহ্মন্ সত্যমেতন্ন তে মৃষা ।
কিন্ত্বদ্য তস্য কালস্য গতান্যব্দশতানি তে ॥৩০

সোম উবাচ ।

ততঃ সসাধ্বসো বিপ্রস্তাং পপ্রচ্ছায়তেক্ষণাম্ ।
কথ্যতাং ভীরু কঃ কালস্ত্বয়া মে রমতঃ সহ ॥৩১

প্রম্লোচোবাচ ।

সপ্তোত্তরাণ্যতীতানি নববর্ষশতানি তে ।
মাসাশ্চ ষট্ তথৈবান্যৎ সমতীতং দিনত্রয়ম্ ॥৩২

ঋষিরুবাচ ।

সত্যং ভীরু বদস্যেতৎ পরিহাসোঽথ বা শুভে ।
দিনমেকমহং মন্যে ত্বয়া সার্দ্ধমিহাসিতম্ ॥৩৩

প্রম্লোচোবাচ ।

বদিষ্যাম্যনৃতং ব্রহ্মন্ কথমত্র তবান্তিকে ।
বিশেষেণাদ্য ভবতা পৃষ্টা মার্গানুবৰ্ত্তিনা ॥৩৪

সোম উবাচ ।

নিশম্য তদ্ বচঃ সত্যং স মুনির্নৃপনন্দনাঃ ।
ধিঙ্ মাং ধিঙ্ মামতীবেত্থং নিনিন্দাত্মানমাত্মনা ॥৩৫

মুনিরুবাচ

তপাংসি মম নষ্টানি হৃতং ব্রহ্মবিদাং ধনম্ ।
হৃতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিন্মোহায় নিৰ্ম্মিতা ॥৩৬
ঊৰ্ম্মিষট্কাতিগং ব্রহ্ম জ্ঞেয়মাত্মজয়েন মে ।
মতিরেষা হৃতা যেন ধিক্ তং কামমহাগ্রহম্ ॥৩৭
ব্রতানি বেদবিদ্যাপ্তিকারণান্যখিলানি চ ।
নরকগ্রামমার্গেণ সঙ্গেনাপহৃতানি মে ॥৩৮
বিনিন্দ্যেত্থং স ধৰ্ম্মজ্ঞঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা ।
তামপ্সরসমাসীনামিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩৯

অপ্সরাসুন্দরী কহিল,—কোথায় যাওয়া হইতেছে? তিনি বলিলেন,—শুভে! দিবস শেষ হইল, আমি সন্ধ্যোপাসনা করিব, নতুবা ক্রিয়া লোপ হইবে। তখন সে আনন্দিত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিল,—হে সর্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ! অদ্যই কি তোমার দিবস শেষ হইল? বহুবৎসরের পর তোমার একদিন শেষ হইল, এই কথায় কাহার না বিস্ময় হয়, বল? মুনি কহিলেন,—অয়ি ভদ্রে তন্বঙ্গি! তুমি প্রাতঃকালে এই শুভ নদীতীরে আসিয়া আমার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছ, আমি তাহা দেখিয়াছি। আর এই সন্ধ্যা উপস্থিত, দিবসের পরিণাম হইল, তবে এ উপহাস কেন, সত্য বিবরণ বল। প্রম্লোচা কহিল,—হে ব্রহ্মন্! প্রত্যূষে আসিয়াছি, তোমার একথা সত্য নহে, মিথ্যা; অদ্য কয়েকশত বৎসর গত হইল।২১-৩০

সোম কহিলেন,—তদনন্তর বিপ্র ভীত হইয়া সেই আয়তনয়না প্রম্লোচাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি ভীরু! বল, আমি তোমার সহিত কতকাল আনন্দ করিলাম? প্রম্লোচা কহিল,—নয় শত সপ্তাশীতি বৎসর ছয় মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে। ঋষি কহিলেন,—অয়ি শুভে ভীরু! ইহা সত্য বলিতেছ, না উপহাস করিতেছ? আমার বোধ হইতেছে—আমি তোমার সহিত এখানে একদিন ছিলাম। প্রম্লোচা কহিল,—হে ব্রহ্মন্! তোমার নিকট মিথ্যা কিরূপে বলিব? বিশেষতঃ অদ্য তুমি মার্গানুবৰ্ত্তী হইয়া (নিজ কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া) জিজ্ঞাসা করিতেছ। সোম কহিলেন,—হে নৃপনন্দনগণ! মুনি তাহার কথা শুনিয়া "আমাকে ধিক্, আমাকে ধিক্" বলিয়া আপনি আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে মুনি বলিলেন,—আমার সকল তপস্যা নষ্ট হইল। ব্রহ্মবিদ্গণের (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ) ধন হৃত হইল, বিবেকও গত হইল। মোহের নিমিত্ত কে এই নারীকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল? শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ ও পিপাসা এই ছয়টি ঊৰ্ম্মির অতিক্রমকারী ব্রহ্ম আমার আত্মজয়ের দ্বারা জ্ঞেয়, যে এরূপ বুদ্ধিকে হরণ করিল সেই কামনামক মহাগ্রহকে ধিক্। নরকসমূহের পথস্বরূপ সঙ্গ (আসক্তি) দ্বারা আমার বেদবিদ্যা লাভের

গচ্ছ পাপে যথাকামং যৎ কার্য্যং তৎকৃতং ত্বয়া।
দেবরাজস্য মৎক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যা ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥৪০
ন ত্বাং করোম্যহং ভস্ম ক্রোধতীব্রেণ বহ্নিনা।
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রমুষিতোঽহং ত্বয়া সহ ॥৪১
অথবা তব কো দোষঃ কিং বা কুপ্যাম্যহং তব।
মমৈব দোষো নিতরাং যেনাহমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৪২
যয়া শক্রপ্রিয়ার্থিন্যা কৃতো মে তপসো ব্যয়ঃ।
ত্বয়া ধিক্ ত্বাং মহামোহমঞ্জুষাং সুজুগুপ্সিতাম্ ॥৪৩

সোম উবাচ।

যাবদিত্থং স বিপ্রর্ষিস্তাং ব্রবীতি সুমধ্যমাম্।
তাবদ্ গলৎস্বেদজলা সা বভূবাতিবেপথুঃ ॥৪৪
প্রবেপমাণাং সততং স্বিন্নগাত্রলতাং সতীম্।
গচ্ছ গচ্ছেতি সক্রোধমুবাচ মুনিসত্তমঃ ॥৪৫
সা তু নির্ভর্ৎসিতা তেন বিনিষ্ক্রম্য তদাশ্রমাৎ।
আকাশগামিনী স্বেদং মমার্জ্জ তরুপল্লবৈঃ ॥৪৬
বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং যযৌ বালা তদগ্রারুণপল্লবৈঃ।
নির্ম্মার্জ্জমানা গাত্রাণি গলৎস্বেদজলানি বৈ ॥৪৭
ঋষিণা যস্তদা গর্ভস্তস্যা দেহে সমাহিতঃ।
নির্জগাম স রোমাঞ্চ স্বেদরূপী তদঙ্গতঃ ॥৪৮
তং বৃক্ষা জগৃহুর্গর্ভমেকং চক্রে তু মারুতঃ।
ময়া চাপ্যায়িতো গোভিঃ স তদা ববৃধে শনৈঃ ॥৪৯
বৃক্ষাগ্রগর্ভসম্ভূতা মারিষাখ্যা বরাননা।
তাং প্রদাস্যন্তি বো বৃক্ষাঃ কোপ এষ প্রশাম্যতাম্ ॥৫০
কণ্ডোরপত্যমেবং সা বৃক্ষেভ্যশ্চ সমুদ্গতা।
মমাপত্যং তথা বায়োঃ প্রম্লোচাতনয়া চ সা ॥৫১
স চাপি ভগবান্ কণ্ডুঃ ক্ষীণে তপসি সত্তমঃ।
পুরুষোত্তমাখ্যং মৈত্রেয় বিষ্ণোরায়তনং যযৌ ॥৫২

কারণ সমস্ত ব্রত অপহৃত হইল। সেই ধর্ম্মজ্ঞ এইভাবে নিজের নিন্দা নিজে করিয়া উপবিষ্টা অপ্সরাকে বলিলেন,—পাপে! যথা ইচ্ছা যাও, তুমি হাবভাবপূর্ণ চেষ্টা দ্বারা আমার ক্ষোভ জন্মাইয়া দেবরাজের কার্য্যসাধন করিয়াছ। আমি ক্রোধরূপ তীব্র বহ্নি দ্বারা তোমাকে ভস্ম করিব না; কারণ, সাধুগণের অনুমোদিত সাপ্তপদী মৈত্রী অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত বাস করিয়াছি। অথবা তোমার দোষ কি, তোমার প্রতিই বা কুপিত হই কেন? আমারই নিতান্ত দোষ যে, আমি অজিতেন্দ্রিয়। তুমি ইন্দ্রের প্রিয় করিবার জন্য আমার তপস্যা নষ্ট করিয়াছ, এজন্য তুমি মহামোহের আধার এবং অত্যন্ত ঘৃণিত, তোমাকে ধিক্।৩১-৪৩

সোম বলিলেন,—সেই বিপ্রর্ষি সুমধ্যমাকে যেমন ঐ কথা বলিলেন,—সে অমনি ঘর্ম্মাক্ত ও অতি কম্পান্বিতা হইল। সে যখন কম্পমান ও ঘর্ম্মাক্তগাত্রা হইতেছিল, তখন মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রোধের সহিত বলিলেন,—তুমি যাও, চলিয়া যাও। সেই ভর্ৎসিতা অপ্সরা ঐ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আকাশ পথ দিয়া যাইতে যাইতে তরুপল্লবে স্বেদ (ঘাম) মার্জনা করিয়াছিল। সেই বালা বৃক্ষের অগ্রবর্ত্তী অরুণপল্লবে স্বেদজলক্ষরিত গাত্র মুছিতে মুছিতে একবৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে এইভাবে চলিয়া গেল। ঋষি তাহার দেহে যে গর্ভ আহিত করিয়াছিলেন, তাহা তাহার অঙ্গ হইতে রোমকূপ দিয়া ঘর্ম্মরূপে নির্গত হইয়া গেল। বৃক্ষসকল ঐ গর্ভ গ্রহণ করিল আর বায়ু তাহা একত্রিত করিল। আমিও সুধাময়কিরণে উহাকে আপ্যায়িত করাতে উহা ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে উৎপন্না সুবদনার নাম মারিষা। বৃক্ষেরা তোমাদিগকে ঐ কন্যা প্রদান করিবে অতএব কোপ প্রশমিত কর। এই মারিষা এইভাবে কণ্ডুর অপত্য, আমার ও বায়ুর সন্তান এবং বৃক্ষ হইতে উৎপন্না প্রম্লোচার কন্যা। হে মৈত্রেয়! সেই সাধুত্তম ভগবান্ কণ্ডুও তপস্যা ক্ষীণ হইলে বিষ্ণুর পুরুষোত্তম-নামক ধামে গমন করিয়াছিলেন। হে ভূপনন্দনগণ! ঐ মহাযোগী সেখানে ঊর্দ্ধবাহু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মপারময় মন্ত্র জপ করিতে করিতে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন।৪৪-৫৩

তত্রৈকাগ্রমতির্ভূত্বা চকারারাধনং হরেঃ।
ব্রহ্মপারময়ং কুর্ব্বন্ জপমেকাগ্রমানসঃ।
ঊর্দ্ধবাহুর্মহাযোগী স্থিত্বাসৌ ভূপনন্দনাঃ ॥৫৩

প্রচেতস ঊচুঃ।

ব্রহ্মপারং মুনেঃ শ্রোতুমিচ্ছামঃ পরমং স্তবম্।
জপতা কণ্ডুনা দেবো যেনারাধ্যত কেশবঃ ॥৫৪

সোম উবাচ।

পারং পরং বিষ্ণুরপারপারঃ
পরঃ পরেভ্যঃ পরমার্থরূপী।
সব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ
পরঃ পরাণামপি পারপারঃ ॥৫৫
স কারণং কারণতস্ততোঽপি
তস্যাপি হেতুঃ পরহেতুহেতুঃ।
কার্য্যেষু চৈবং সহ কর্ম্মকর্তৃ
রূপৈরশেষৈরবতীহ সর্ব্বম্ ॥৫৬

ব্রহ্ম প্রভুর্ব্রহ্ম স সর্ব্বভূতো-
ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽসৌ।
ব্রহ্মাক্ষরং নিত্যমজং স বিষ্ণু-
রপক্ষয়াদ্যৈরখিলৈরসঙ্গি ॥৫৭
ব্রহ্মাক্ষরমজং নিত্যং যথাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
তথা রাগাদয়ো দোষাঃ প্রয়ান্তু প্রশমং মম ॥৫৮

সোম উবাচ।

এতদ্ ব্রহ্মাপরাখ্যং বৈ সংস্তবং পরমং জপন্।
অবাপ পরমাং সিদ্ধিং সমারাধ্য স কেশবম্ ॥৫৯
ইয়ঞ্চ মারিষা পূর্ব্বমাসীদ্ যা তাং ব্রবীমি বঃ।
কার্য্যগৌরবমেতস্যাঃ কথনে ফলদায়ি বঃ ॥৬০
অপুত্রা প্রাগিয়ং বিষ্ণুং মৃতে ভর্ত্তরি সত্তমাঃ।
ভূপপত্নী মহাভাগা তোষয়ামাস ভক্তিতঃ ॥৬১
আরাধিতস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রাহ প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
বরং বৃণীষ্বেতি শুভা সা চ প্রাহাত্মবাঞ্ছিতম্ ॥৬২

প্রচেতসগণ বলিলেন,—যাহা কণ্ডু জপ করিয়া কেশবকে আরাধিত করিয়াছিলেন, আমরা ঐ মুনির সেই ব্রহ্মপার (ব্রহ্মপরায়ণ) পরম স্তব শুনিতে ইচ্ছা করি।

সোম বলিলেন,—বিষ্ণু পরপার (সংসারপথের শেষ সীমা, যেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না)। তিনি অপারপার (দুরন্ত সংসারের পারকর্ত্তা), সমস্ত পর (বৃহত্তম পদার্থ আকাশাদি) হইতেও পর (অনন্ত), তিনি পরমার্থরূপী (পরম সত্য বা পরম আনন্দ নিধিস্বরূপ), তিনি সব্রহ্মপার (বেদবিদ্‌গণের বা মন্ত্রনিষ্ঠ তপস্বিগণের পারকর্ত্তা), পরপারভূত (আত্মা হইতে ভিন্ন আকাশাদির অবধিরূপ), সকল পরেরও পর (ইন্দ্রিয়াদির অতীত) ও তিনি পার-পার (ভক্তগণের পালক ও কামনাপূরক)।৫৪-৫৫

তিনিই (একমাত্র) কারণ। কারণের যাহা কারণ এবং তাহারও যাহা কারণ, তাহারও হেতু তিনি। (আমরা যাহাকে) পরম হেতু (মনে করি), তাহার হেতু সেই এই প্রকারে তিনি সমস্ত কার্য্যের (প্রকৃতির কার্য্য মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চরম কার্য্য—এই স্থূল চরাচর ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত কার্য্যের) অশেষ কর্ম্মকর্ত্তৃরূপে সমস্ত রক্ষা করিতেছেন।৫৬

ঐ অচ্যুত ব্রহ্ম (নির্লিপ্ত) হইয়াও প্রভু (নিয়ন্তা), ব্রহ্ম (নিরাকার) হইয়াও তিনি সর্ব্বভূতস্বরূপ, ব্রহ্ম (নিষ্কাম) হইয়াও প্রজাগণের (প্রতিপালক), তিনি বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপক), তিনি অক্ষরব্রহ্ম ও তিনি নিত্য। অজ এবং অখিল অপক্ষয় (বিনাশ) প্রভৃতি যাঁহার স্বরূপ, কোন অসৎ বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। যেমন অজ, নিত্য ও অক্ষর ব্রহ্মই এই পুরুষোত্তম—সেইরূপ আমার রাগ (আসক্তি) প্রভৃতি দোষসমূহ নাশ প্রাপ্ত হউক। অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন সগুণ পুরুষোত্তমরূপে লীলা করিতেছেন, সেইরূপ সদোষ আমি যেন নির্দ্দোষ-স্বরূপ হইতে পারি।৫৭-৫৮

সোম বলিলেন,—এই 'ব্রহ্ম' যাঁহার আর একটি নাম, সেই কেশবেরই পরম স্তব আবৃত্তি করিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে করিতে সেই কণ্ডুমুনি পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত

ভগবন্ বালবৈধব্যাদ্ বৃথাজন্মাহমীদৃশী।
মন্দভাগ্যা সমুৎপন্না বিফলা চ জগৎপতে ॥৬৩
ভবন্তু পতয়ঃ শ্লাঘ্যা মম জন্মনি জন্মনি।
ত্বৎপ্রসাদাৎ তথা পুত্রঃ প্রজাপতিসমোঽস্তু মে ॥৬৪
রূপসম্পৎসমাযুক্তা সর্ব্বস্য প্রিয়দর্শনা।
অযোনিজা চ জায়েয়ং ত্বৎপ্রসাদাদধোক্ষজ ॥৬৫
সোম উবাচ।
তয়ৈবমুক্তো দেবেশো হৃষীকেশ উবাচ তাম্।
প্রণামনম্রামুত্থাপ্য বরদঃ পরমেশ্বরঃ ॥৬৬
দেবদেব উবাচ।
ভবিষ্যন্তি মহাবীর্য্যা একস্মিন্নেব জন্মনি।
প্রখ্যাতোদারকর্ম্মাণো ভবত্যাঃ পতয়ো দশ ॥৬৭
পুত্রঞ্চ সুমহাত্মানমতিবীর্য্যপরাক্রমম্।
প্রজাপতিগুণৈর্যুক্তং ত্বমবাপ্স্যসি শোভনে ॥৬৮
বংশানাং তস্য কর্ত্তৃত্বং জগত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি।
ত্রৈলোক্যমখিলং সূতিস্তস্য চাপূরয়িষ্যতি ॥৬৯
ত্বঞ্চাপ্যযোনিজা সাধ্বী রূপৌদার্য্যগুণান্বিতা।
মনঃপ্রীতিকরী নৃণাং মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি ॥৭০
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবস্তাং বিশালবিলোচনাম্।
সা চেয়ং মারিষা জাতা যুষ্মৎপত্নী নৃপাত্মজা ॥৭১
পরাশর উবাচ।
ততঃ সোমস্য বচনাৎ জগৃহুস্তে প্রচেতসঃ।
সংহৃত্য কোপং বৃক্ষেভ্যঃ পত্নীং ধর্ম্মেণ মারিষাম্ ॥৭২
দশভ্যস্তু প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ।
জজ্ঞে দক্ষো মহাযোগী যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণোঽভবৎ ॥৭৩
স তু দক্ষো মহাভাগঃ সৃষ্ট্যর্থং সুমহামতে।
পুত্রান্ উৎপাদয়ামাস প্রজাসৃষ্ট্যর্থমাত্মনঃ ॥৭৪
অচরাংশ্চ চরাংশ্চৈব দ্বিপদোঽথ চতুষ্পদান্।
আদেশং ব্রহ্মণঃ কুর্ব্বন্ সৃষ্ট্যর্থং সমুপস্থিতঃ ॥৭৫
স সৃষ্ট্বা মনসা দক্ষঃ পশ্চাদপ্যসৃজৎ স্ত্রিয়ঃ।
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ॥৭৬

হইয়াছিলেন। এই মারিষা পূর্ব্বে যা ছিল, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি। ইহার বিবরণ বলিলে তোমাদের কার্য্য গৌরবজনক ফলপ্রদ হইবে। পতি মৃত হইলে এই ভাগ্যবতী রাজমহিষী ভক্তিসহকারে পূর্ব্বে বিষ্ণুর সন্তোষ সাধন করিয়াছিল।৫৯-৬১

আরাধিত বিষ্ণু তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া বলিলেন,—বর প্রার্থনা কর। সেও আত্মবাঞ্ছিত বিষয় বলিতে লাগিল; হে ভগবন্ জগৎপতে! বালবৈধব্যহেতু আমি এরূপ বৃথাজন্মা, মন্দভাগ্যা ও বিফলা হইলাম। অধোক্ষজ! আপনার প্রসাদে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্লাঘ্য পতি হন; প্রজাপতি সম একটী পুত্র হউক এবং আমিও যেন রূপসম্পদ্‌সংযুক্তা সকলের প্রিয়দর্শনা এবং অযোনিজা হইয়া জন্মগ্রহণ করি। সোম কহিলেন,—দেবেশ হৃষীকেশ বরদ পরমেশ্বর ঐ প্রণামনম্রা রমণীকে উঠাইয়া কহিতে লাগিলেন। একজন্মেই তোমার মহাবীর্য্য প্রখ্যাত উদারকর্ম্মা দশপতি হইবেন। শোভনে! তুমি সুমহাত্মা অতিবীর্য্যপরাক্রম প্রজাপতি-গুণযুক্ত পুত্রও প্রাপ্ত হইবে। এই জগতে তাহার বংশ সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার সন্ততি অখিল ত্রৈলোক্য পূর্ণ করিবে। তুমিও আমার প্রসাদে অযোনিজা সাধ্বী রূপৌদার্য্য-গুণান্বিতা ও মনুষ্যদিগের মনঃপ্রীতিকরী হইবে। সেই বিশাললোচনাকে এই কথা কহিয়া দেব বিষ্ণু অন্তর্দ্ধান করিলেন। হে নৃপাত্মজগণ! সেই এই মারিষা তোমাদের পত্নী হইল।৬২-৭১

পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর প্রচেতসগণ সোমের বাক্যে কোপ সংবরণ করিয়া বৃক্ষদের নিকট হইতে মারিষাকে ধর্ম্মানুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। দশ প্রচেতস্ হইতে মারিষার গর্ভে মহাযোগী দক্ষপ্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন; যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছিলেন। হে মহামতে! সেই মহাভাগ দক্ষ সৃষ্টিবৃদ্ধির জন্য ও আত্ম-প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত বহু পুত্র উৎপাদন করেন। দক্ষ ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টির জন্য উপস্থিত হইয়া মনের দ্বারা

কালস্য নয়নে যুক্তাঃ সপ্তবিংশতিমিন্দবে।
তাসু দেবাস্তথা দৈত্যা নাগা গাবস্তথা খগাঃ ॥৭৭
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব দানবাদ্যাশ্চ জজ্ঞিরে।
ততঃ প্রভৃতি মৈত্রেয় প্রজা মৈথুনসম্ভবাঃ ॥৭৮
সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাৎ স্পর্শাৎ পূর্ব্বেষামভবন্ প্রজাঃ।
তপোবিশেষৈঃ সিদ্ধানাং তদাত্যন্ততপস্বিনাম্ ॥৭৯

মৈত্রেয় উবাচ।

অঙ্গুষ্ঠাদ্ দক্ষিণাদ্ দক্ষঃ পূর্ব্বং জাতঃ শ্রুতং ময়া।
কথং প্রাচেতসো ভূয়ঃ স সম্ভূতো মহামুনে ॥৮০
এষ মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ সুমহান্ হৃদি বর্ত্ততে।
যদ্ দৌহিত্রঃ স সোমস্য পুনঃ শ্বশুরতাং গতঃ ॥৮১

পরাশর উবাচ।

উৎপত্তিশ্চ নিরোধশ্চ নিত্যৌ ভূতেষু সত্তম।
ঋষয়োঽত্র ন মুহ্যন্তি যে চাত্র দিব্যচক্ষুষঃ ॥৮২
যুগে যুগে ভবন্ত্যেতে দক্ষাদ্যা মুনিসত্তমাঃ।
পুনশ্চৈবং নিরুধ্যন্তে বিদ্বাংস্তত্র ন মুহ্যতি ॥৮৩
কানিষ্ঠ্যং জ্যৈষ্ঠ্যমপ্যেষাং পূর্ব্বং নাভূদ্ দ্বিজোত্তম।
তপ এব গরীয়োঽভূৎ প্রভাবশ্চৈব কারণম্ ॥৮৪

মৈত্রেয় উবাচ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বোরগ-রক্ষসাম্।
উৎপত্তিং বিস্তরেণেহ মম ব্রহ্মন্ প্রকীর্ত্তয় ॥৮৫

পরাশর উবাচ।

প্রজাঃ সৃজেতি ব্যাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা।
যথা সসর্জ ভূতানি তথা শৃণু মহামতে ॥৮৬
মানসানি তু ভূতানি পূর্ব্বং দক্ষোঽসৃজৎ তদা।
দেবানৃষীন্ সগন্ধর্ব্বান্ অসুরান্ পন্নগাংস্তথা ॥৮৭
যদাস্য স্বজমানস্যো নাভ্যবর্দ্ধন্ত তাঃ প্রজাঃ।
ততঃ সঞ্চিন্ত্য স পুনঃ সৃষ্টিহেতোঃ প্রজাপতিঃ ॥৮৮
মৈথুনেনৈব ধর্ম্মেণ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অসিক্নীমাবহৎ কন্যাং বীরণস্য প্রজাপতেঃ ॥৮৯
সুতাং সুতপসা যুক্তাং মহতীং লোকধারিণীম্।
অথ পুত্রসহস্রাণি বৈরিণ্যাং পঞ্চ বীর্য্যবান্ ॥৯০

চর, অচর, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি সৃষ্টি করত পশ্চাৎ ষষ্টি কন্যা সৃজন করেন। তিনি ধর্ম্মকে দশ ও কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা দিয়াছিলেন। কালপরিবর্ত্তনে নিযুক্ত কৃত্তিকাদি সপ্তবিংশতি কন্যা ইন্দুকে দিলেন। এই সকল কন্যাতে দেব, দৈত্য, নাগ, গো, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও দানবাদির জন্ম। হে মৈত্রেয়! তদবধি প্রজাসকল মৈথুনসম্ভব হইতে লাগিল; পূর্ব্বে সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা এবং অত্যন্ত তপস্বী সিদ্ধগণের তপোবিশেষ দ্বারা প্রজাসৃষ্টি হইত। মৈত্রেয় কহিলেন,—মহামুনে! দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম হয়—পূর্ব্বে শুনিয়াছি, তিনি পুনর্ব্বার প্রাচেতস্ কিরূপে হইলেন? হে ব্রহ্মন্! আমার মনের আর এক সুমহান্ সংশয় এই যে, যিনি সোমের দৌহিত্র, তিনিই আবার শ্বশুর হইলেন? ৭২-৮১

পরাশর কহিলেন,—হে সত্তম! ভূতগণের মধ্যে উৎপত্তি ও বিনাশ নিত্য (প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্ন), সুতরাং দিব্যচক্ষু ঋষিগণ এ বিষয়ে মোহিত হন না। এই দক্ষাদি শ্রেষ্ঠ মুনিগণ যুগে যুগে উৎপন্ন হইয়া থাকেন এবং পুনশ্চ নিরুদ্ধ (লীন) হন্। বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহাতে মোহপ্রাপ্ত হন না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বে কাহার জ্যেষ্ঠত্ব কাহার কনিষ্ঠত্ব এরূপ বিচার ছিল না, গুরুতর তপস্যা প্রভাবই জ্যেষ্ঠত্বের কারণ হইত। মৈত্রেয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এ স্থলে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, সর্প ও যক্ষদিগের উৎপত্তি সবিস্তারে আমাকে বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মহামতে! স্বয়ম্ভু পূর্ব্বে দক্ষকে "প্রজাসৃষ্টি কর" এইরূপ আদেশ করিলেন; তিনি যেরূপে প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। দক্ষ প্রথমে মন হইতে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও সর্পের সৃষ্টি করেন।৮২-৮৭

হে দ্বিজ! যখন তাঁহার ঐ সকল মানসী প্রজা পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে বর্দ্ধিত হইল না, তখন তিনি সৃষ্টির নিমিত্ত বিবেচনাপূর্ব্বক মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া বীরণ প্রজাপতির সুতা তপস্বিনী লোকধারিণী অসিক্নীনাম্নী মহীয়সী কন্যাকে বিবাহ করেন। অনন্তর

অসিক্ল্যাং জনয়ামাস সর্গহেতোঃ প্রজাপতিঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা নারদো বিপ্রঃ সংবিবর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ
সঙ্গম্য প্রিয়সংবাদো দেবর্ষিরিদমব্রবীৎ ॥৯১

নারদ উবাচ।

হে হর্য্যশ্বা মহাবীর্য্যাঃ প্রজা যূয়ং করিষ্যথ।
ঈদৃশো লক্ষ্যতে যত্নো ভবতাং শ্রূয়তামিদম্ ॥৯২
বালিশা বত যূয়ং বৈ নাস্যা জানীত বৈ ভুবঃ।
অন্তরূর্দ্ধমধশ্চৈব কথং স্রক্ষ্যথ বৈ প্রজাঃ ॥৯৩
ঊর্দ্ধং তির্য্যগধশ্চৈব যদা প্রতিহতা গতিঃ।
তদা কস্মাদ্ ভুবো নান্তং সর্ব্বং দ্রক্ষ্যথ বালিশাঃ ॥৯৪

পরাশর উবাচ।

তে তু তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রযাতাঃ সর্ব্বতো দিশম্
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥৯৫
হর্য্যশ্বেম্বথ নষ্টেষু দক্ষঃ প্রাচেতসঃ পুনঃ।
বৈরিণ্যামথ পুত্রাণাং সহস্রমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৯৬
বিবর্দ্ধয়িষবস্তে তু শবলাশ্বাঃ প্রজাঃ পুনঃ।
পূর্ব্বোক্তং বচনং ব্রহ্মন্ নারদেন প্রচোদিতাঃ ॥৯৭
অন্যোন্যমূচুস্তে সর্ব্বে সম্যগাহ মহামুনিঃ।
ভ্রাতৄণাং পদবী চৈব গন্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥৯৮
জ্ঞাত্বা প্রমাণং পৃথ্ব্যাশ্চ প্রজাঃ স্রক্ষ্যামহে ততঃ।
তেঽপি তেনৈব মার্গেণ প্রয়াতাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৯৯
অদ্যাপি ন নিবর্ত্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ ॥৯৯
ততঃ প্রভৃতি বৈ ভ্রাতা ভ্রাতুরন্বেষণে দ্বিজ।
প্রয়াতো নশ্যতি তথা তন্ন কার্য্যং বিজানতা ॥১০০
তাংশ্চাপি নষ্টান্ বিজ্ঞায় পুত্রান্ দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
ক্রোধং চক্রে মহাভাগো নারদং স শশাপ চ ॥১০১
সর্গকামস্ততো বিদ্বান্ স মৈত্রেয় প্রজাপতিঃ।
ষষ্টিং দক্ষোঽসৃজৎ কন্যা বৈরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥১০২
দদৌ স দশ ধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতি সোমায় চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে ॥১০৩

বীর্য্যবান্ প্রজাপতি বীরণ সর্গহেতু কন্যা অসিক্লীর গর্ভে পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করেন। প্রিয়সংবাদ মধুর আলাপী বিপ্র দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে প্রজা বৃদ্ধি বিষয়ে ইচ্ছুক দেখিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মহাবীর্য্য হর্য্যশ্বগণ! তোমরা প্রজাসৃষ্টি করিবে, এরূপ তোমাদের যত্ন দেখা যাইতেছে, যাহা বলি শ্রবণ কর। তোমরা নিশ্চয় বালিশ (অজ্ঞ), এই পৃথিবীর (সংসারাঙ্কুরের উৎপত্তি লিঙ্গশরীরের) অধঃ (উপক্রম), ঊর্দ্ধ (অবসান) ও অন্তঃ (মধ্য) জান না, কিরূপে প্রজাসৃষ্টি করিবে? মনুষ্যজন্মে ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ সকল বিষয়ে (তত্ত্ববিচারে) যখন তোমাদের বুদ্ধি অপ্রতিহত, তখন কিজন্য ভূ (লিঙ্গ-শরীরের) অন্ত দেখিতেছ না অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করিতেছ না কেন?

(অথবা এই পৃথিবীর ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যভাগ কতখানি তাহা যখন তোমরা জান না, তখন প্রজাসৃষ্টি করিবে কিরূপে? হে অজ্ঞগণ! তোমাদের ঊর্দ্ধদিকে তির্য্যক্, মধ্যস্থানে বক্রগতিতে ও নিম্নে যাইতে যখন তোমাদের অপ্রতিহত শক্তি আছে, তখন এই পৃথিবীর শেষপর্য্যন্ত কেন না দেখিতেছ?) ।৮৮-৯৪

পরাশর কহিলেন,—তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া চারিদিকে চলিয়া গেলেন। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া আর ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ তাঁহারাও অদ্যাপি নিবর্ত্তিত হন নাই। হর্য্যশ্বনামা পুত্রেরা নিরুদ্দেশ হইলে, প্রভু প্রাচেতস্ দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে পুনশ্চ সহস্র সহস্র পুত্রের সৃজন করিলেন। তাঁহাদের নাম শবলাশ্ব। নারদ তাঁহাদিগকেও সন্তানবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যে বুঝাইয়া দেওয়ায়, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন,—"মহামুনি ভাল বলিতেছেন, ভ্রাতৃগণের পদবী অবলম্বন করাই আমাদের যে উচিত, তাহাতে সংশয় নাই। পৃথিবীর প্রমাণ (লিঙ্গ-শরীরাবসান) জানিয়া অথবা পৃথিবীর পরিমাণ নিরূপণ করিয়া পরে প্রজা-সৃষ্টি করিব—এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারাও সেই মার্গের (মোক্ষপথের) দিকে চলিয়া গেলেন; তাঁহারাও সমুদ্রগত নদীর ন্যায় অদ্যাপি

যে চৈব বহুপুত্রায় যে চৈবাঙ্গিরসে তথা।
যে কৃশাশ্বায় বিদুষে তাসাং নামানি বৈ শৃণু ॥১০৪
অরুন্ধতী বসুর্যামী লম্বা ভানুর্মরুত্বতী।
সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ তা দশ ॥১০৫
ধর্ম্মপত্ন্যো দশ ত্বেতাস্তদপত্যানি মে শৃণু।
বিশ্বেদেবাস্তু বিশ্বায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত ॥১০৬
মরুত্বত্যা মরুত্বন্তো বসোস্তু বসবঃ স্মৃতাঃ ॥১০৭
ভানোঽস্তু ভানবঃ পুত্রা মুহূর্ত্তায়াং মুহূর্ত্তজাঃ।
লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোঽথ নাগবীথী তু যামিজা ॥১০৮
পৃথিবীবিষয়ং সর্ব্বং অরুন্ধত্যাং ব্যজায়ত।
সঙ্কল্পায়াস্তু সর্ব্বাত্মা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব তু ॥১০৯
যে ত্বনেকবসুপ্রাণা দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ।
বসবোঽষ্টৌ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্ ॥১১০
আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাবশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥১১১

আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শ্রান্তো ধ্বনিস্তথা।
ধ্রুবস্য পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥১১২
সোমস্য ভগবান্ বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন জায়তে।
ধরস্য পুত্রো দ্রবিণো হুতহব্যবহস্তথা ॥১১৩
মনোহরায়াঃ শিশিরঃ প্রাণোঽথ বরুণস্তথা।
অনিলস্য শিবা ভার্য্যা তস্যাঃ পুত্রো মনোজবঃ ॥১১৪
অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্রাবনিলস্য চ।
অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্তু শরস্তম্বে ব্যজায়ত ॥১১৫
তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠজাঃ।
অপত্যং কৃত্তিকানাস্তু কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ ॥১১৬
প্রত্যূষস্য বিদুঃ পুত্রং ঋষিং নাম্নাথ দেবলম্।
দ্বৌ পুত্রৌ দেবলস্যাপি ক্ষমাবন্তৌ মনীষিণো ॥১১৭
বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত ॥১১৮
প্রভাসস্য তু সা ভার্য্যা বসূনামষ্টমস্য চ।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগস্তস্যাং জজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥১১৯

প্রত্যাগত হন নাই। হে দ্বিজ! তদবধি ভ্রাতার অন্বেষণে যাইলে, সেও প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়, অতএব জ্ঞানবানের তাহা করা কর্ত্তব্য নহে।৯৫-১০০

দক্ষ প্রজাপতি ঐ পুত্রদিগকে নষ্ট (নিরুদ্দেশ) জানিয়া ক্রোধ করিলেন এবং নারদকে শাপ দিলেন। হে মৈত্রেয়! সৃষ্টিকামী বিদ্বান্ প্রজাপতি দক্ষ তৎপরে বৈরিণীর গর্ভে ষষ্টি কন্যার সৃজন করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। তিনি ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি এবং বহুপুত্র আঙ্গিরস ও বিদ্বান্ কৃশাশ্বকে দুই দুই কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা, এই দশ কন্যা ধর্ম্মের পত্নী। ইঁহাদের অপত্যসকলের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্বার পুত্র বিশ্বেদেবগণ, সাধ্যা সাধ্যগণকে প্রসব করেন, মরুত্বৎগণ মরুত্বতীর সন্তান, বসুর সন্তান বসুগণ, ভানুর পুত্র ভানুগণ, মুহূর্ত্তার গর্ভে মুহূর্ত্তগণ উৎপন্ন, লম্বার তনয় ঘোষ এবং যামীর পুত্র নাগবীথী, সমস্ত পৃথিবী-বিষয় (চরাচর প্রাণিজাত) অরুন্ধতীতে জন্মগ্রহণ করে। সঙ্কল্পার গর্ভে সর্ব্বাত্মা (সর্ব্ববস্তুবিষয়ক) সঙ্কল্পের জন্ম।১০১-৯

অনেক বসুপ্রাণ যে জ্যোতির্ময় দেবগণ অষ্টবসু বলিয়া সমাখ্যাত, তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ বলিতেছি। অষ্টবসুর নাম আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। আপের পুত্র বৈতণ্ড্য, শ্রম, শ্রান্ত এবং ধ্বনি। ধ্রুবের পুত্র লোকপ্রকালন (সংহর্ত্তা) ভগবান্ কাল। সোমের পুত্র ভগবান্ বর্চ্চাঃ, যাহাতে বর্চ্চস্বী (কান্তিমান্) পুরুষ হয়। ধরের ভার্য্যা মনোহরার পঞ্চপুত্র; দ্রবিণ, হুতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও বরুণ। অনিলের ভার্য্যা শিবার গর্ভে অনিলের দুই পুত্র মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি। অগ্নিপুত্র কুমার শরস্তম্বে (শরগুচ্ছে) জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিকাদিগের অপত্য,

কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ ॥১২০
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥১২১
তস্য পুত্রাস্তু চত্বারস্তেষাং নামানি মে শৃণু।
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নস্ত্বষ্টা রুদ্রশ্চ বুদ্ধিমান্।
ত্বষ্টুশ্চাপ্যাত্মজঃ পুত্রো বিশ্বরূপো মহাযশাঃ ॥১২২
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপরাজিতঃ।
বৃষাকপিশ্চ শম্ভুশ্চ কপর্দ্দী রৈবতস্তথা ॥১২৩
মৃগব্যাধশ্চ শর্ব্বশ্চ কপালী চ মহামুনে।
একাদশৈতে প্রথিতা রুদ্রাস্ত্রিভুবনেশ্বরাঃ ॥১২৪
শতং ত্বেবং সমাখ্যাতং রুদ্রাণামমিতৌজসাম্।
অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা অরিষ্টা সুরসা তথা ॥১২৫
সুরভির্বিনতা চৈব তাম্রা ক্রোধবশা ইরা।
কদ্রুর্মুনিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ তদপত্যানি মে শৃণু ॥১২৬

পূর্ব্বমন্বন্তরে শ্রেষ্ঠা দ্বাদশাসন্ সুরোত্তমাঃ।
তুষিতা নাম তেঽন্যোঽন্যমূচুর্বৈবস্বতেঽন্তরে ॥১২৭
উপস্থিতেঽতিযশসশ্চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
সমবায়ীকৃতাঃ সর্ব্বে সমাগম্য পরস্পরম্ ॥১২৮
আগচ্ছত দ্রুতং দেবা অদিতিং সম্প্রবিশ্য বৈ।
মন্বন্তরে প্রসূয়ামস্তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥১২৯
এবমুক্ত্বা তু তে সর্ব্বে চাক্ষুষস্যান্তরে মনোঃ।
মারীচাৎ কশ্যপাজ্জাতাস্তে দিত্যা দক্ষকন্যয়া ॥১৩০
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব চ।
অর্য্যমা চৈব ধাতা চ ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ ॥১৩১
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাদিতিজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥১৩২
চাক্ষুষস্যান্তরে পূর্ব্বমাসন্ যে তুষিতাঃ সুরাঃ।
বৈবস্বতেঽন্তরে তে বৈ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥১৩৩
সপ্তবিংশতি যাঃ প্রোক্তাঃ সোমপত্ন্যোঽথ সুব্রতাঃ।
সর্ব্বনক্ষত্রযোগিন্যস্তন্নাম্ন্যশ্চৈব তাঃ স্মৃতাঃ ॥১৩৪

এজন্য কার্ত্তিকেয় নামে স্মৃত। শাখ, বিশাখ, নৈগমেয় ইহারা পৃষ্ঠজ (অনুজ)। পণ্ডিতেরা কেবল ঋষি দেবলকে প্রত্যূষের পুত্র বলিয়া জানেন। দেবলেরও ক্ষমাবান্ মনীষী দুই পুত্র ও বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মচারিণী যোগসিদ্ধা বরস্ত্রী অনাসক্তা হইয়া সমুদায় জগৎ বিচরণ করেন। ইনি অষ্টম বসু প্রভাসের ভার্য্যা। শিল্পসহস্রের কর্ত্তা, ত্রিদশগণের বর্দ্ধকি (সূত্রধর), সর্ব্বভূষণের নির্ম্মাতা, শিল্পিগণের শ্রেষ্ঠ এবং মহাভাগ প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাতে উৎপন্ন।১১০-২০

বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদিগের বিমানসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং সেই মহাত্মার শিল্প অদ্যাপি মনুষ্যের উপজীবিকা। তাঁহার চারি পুত্র। তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন, ত্বষ্টা ও বুদ্ধিমান্ রুদ্র। ত্বষ্টার আত্মজপুত্র মহাযশা বিশ্বরূপ। হে মহামুনে! হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৃষাকপি শম্ভু, কপর্দ্দী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ব্ব এবং কপালী এই একাদশ ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্র নামে প্রথিত। হে ধর্ম্মজ্ঞ! কশ্যপের পত্নী অদিতি, দিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরসা, সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মুনি; ইঁহাদের অপত্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বমন্বন্তরে অর্থাৎ অতিযশা চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুষিত নামে দ্বাদশ শ্রেষ্ঠ সুরোত্তম ছিলেন। বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন,—দেবগণ! শীঘ্র আইস, আমরা অদিতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরে জন্ম গ্রহণ করিব; তাহাতে আমাদের শ্রেয়ঃ হইবে। তাঁহারা সকলে চাক্ষুষ মন্বন্তরে মারীচ কশ্যপের পত্নী অদিতিতে প্রসূত হন। ঐ মন্বন্তরে বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ এবং ভগ—এই অদিতিজাত পুত্রগণ দ্বাদশ আদিত্য বলিয়া স্মৃত। যাঁহারা চাক্ষুষ মনুর সময়ে তুষিতনামা দেবতা ছিলেন, তাঁহারাই বৈবস্বতের সময়ে দ্বাদশাদিত্য নামে কথিত।১২১-৩৩

তাসামপত্যান্যভবন্ দীপ্তান্যমিততেজসা।
অরিষ্টনেমিপত্নীনামপত্যানীহ ষোড়শ ॥১৩৫
বহুপুত্রস্য বিদুষশ্চতস্রো বিদ্যুতঃ স্মৃতাঃ।
প্রত্যঙ্গিরসজাঃ শ্রেষ্ঠা ঋচো ব্রহ্মর্ষিসৎকৃতাঃ ॥১৩৬
কৃশাশ্বস্য তু দেবর্ষের্দেবপ্রহরণাঃ স্মৃতাঃ।
এতে যুগসহস্রান্তে জায়ন্তে পুনরেব হি ॥১৩৭
সর্ব্বে দেবগণাস্তাত ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু ছন্দজাঃ।
তেষামপীহ সততং নিরোধোৎপত্তিরুচ্যতে ॥১৩৮
যথা সূর্য্যস্য মৈত্রেয় উদয়াস্তময়াবিহ।
এবং দেবনিকায়াস্তে সম্ভবন্তি যুগে যুগে ॥১৩৯
দিত্যাঃ পুত্রদ্বয়ং জজ্ঞে কশ্যপাদিতি নঃ শ্রুতম্।
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষশ্চ দুর্জ্জয়ঃ ॥১৪০
সিংহিকা চাভবৎ কন্যা বিপ্রচিত্তেঃ পরিগ্রহঃ।
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ ॥১৪১

অনুহ্লাদশ্চ হ্লাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বুদ্ধিমান্।
সংহ্লাদশ্চ মহাবীর্য্যা দৈত্যবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥১৪২
তেষাং মধ্যে মহাভাগ সর্ব্বত্র সমদৃগ্ বশী।
প্রহ্লাদঃ পরমাং ভক্তিং য উবাহ জনার্দ্দনে ॥১৪৩
দৈত্যেন্দ্রদীপিতো বহ্নিঃ সর্ব্বাঙ্গোপচিতো দ্বিজ।
ন দদাহ চ যং বিপ্র বাসুদেবে হৃদি স্থিতে ॥১৪৪
মহার্ণবান্তঃসলিলে স্থিতস্য চলতো মহী।
চচাল সকলা যস্য পাশবদ্ধস্য ধীমতঃ ॥১৪৫
ন ভিন্নং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈর্যস্য দৈত্যেন্দ্রপাতিতৈঃ।
শরীরমদ্রিকঠিনং সর্ব্বত্রাচ্যুতচেতসঃ ॥১৪৬
বিষানলোজ্জ্বলমুখা যস্য দৈত্যপ্রচোদিতাঃ।
নান্তায় সর্পপতয়ো বভূবুরুরুতেজসঃ ॥১৪৭
শৈলৈরাক্রান্তদেহোঽপি যঃ স্মরন্ পুরুষোত্তমম্।
তত্যাজ নাত্মনঃ প্রাণান্ বিষ্ণুস্মরণদংশিতঃ ॥১৪৮

যে সপ্তবিংশতি সুব্রতা সোমপত্নীর কথা বলিয়াছি, তাঁহারা নক্ষত্রযোগিনী এবং তন্নাম্নী অর্থাৎ তাঁহাদের নাম পুনর্ব্বসু পুষ্যাদি। তাঁহাদের অমিততেজা দীপ্তিমান্ অনেক অপত্য হইয়াছিলেন। অরিষ্টনেমিপত্নীদিগের ষোড়শ পুত্র। বিদ্বান্ বহুপুত্রের বিদ্যুন্নাম্নী চারি ভার্য্যা (কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও সীতা)। ব্রহ্মর্ষিগণ কর্তৃক সৎকৃত শ্রেষ্ঠ ঋক্‌সকল প্রত্যঙ্গিরসজাত। দেবর্ষি কৃশাশ্বের পুত্রগণ (দেবপ্রহরণ) দেবঅস্ত্র বলিয়া খ্যাত। ইঁহারা যুগসহস্রান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! সর্ব্বদেবগণ বসু প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ ছন্দজ (স্বেচ্ছানুসারে জন্মগ্রহণশীল); ইঁহাদেরও নিরোধোৎপত্তি অর্থাৎ লয়ের সহিত উৎপত্তি কথিত হয়। হে মৈত্রেয়! সংসারে সূর্য্যের উদয়-অস্তের ন্যায় ঐ দেবসকল যুগে যুগে সম্ভূত হন।১৩৪-৩৯

কশ্যপের ঔরসে দিতির পুত্রদ্বয় দুর্জ্জয় হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ জন্মগ্রহণ করে—ইহা আমরা শুনিয়াছি। বিপ্রচিত্তির পত্নী সিংহিকানাম্নী এক কন্যাও হয়। হিরণ্যকশিপুর প্রথিতৌজসা চারি পুত্র; যথা— অনুহ্লাদ, হ্লাদ, বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদ। ইঁহারা সকলেই মহাবীর্য এবং দৈত্যবংশবর্দ্ধন। হে মহাভাগ! তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি জনার্দ্দনে পরমভক্তি বহন করিয়াছেন। হে বিপ্র! দৈত্যেন্দ্র দ্বারা দীপিত বহ্নি সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়াও বাসুদেবহৃদয়ে অবস্থিত থাকায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারেন নাই।১৪০-৪৪

যে ধীমান্ মহার্ণবের অন্তঃসলিলে স্থাপিত ও পাশবদ্ধ অবস্থায় ইতস্ততঃ চালিত হইলে, সমস্ত পৃথিবী বিচলিত হইয়াছিলেন। সর্বস্থানে অচ্যুতবুদ্ধি থাকায় যে শরীর গিরিবৎ কঠিন, তাহা দৈত্যেন্দ্র হিরণ্যকশিপু-নিক্ষিপ্ত বিবিধ শস্ত্রে ভিন্ন হয় নাই। দৈত্য কর্তৃক প্রেরিত বিষাগ্নিতে উজ্জ্বল মুখ বড় বড় সর্পগণ যে মহাতেজের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে নাই। বিষ্ণুস্মরণে সর্বদা মগ্ন শৈলবদ্ধ দেহেও পুরুষোত্তমকে স্মরণ করত প্রাণত্যাগ করেন নাই।১৪৫-৪৮

স্বর্গনিবাসী দৈত্যপতি দ্বারা উচ্চ হইতে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পড়িতে যে মহামতিকে অ নিকটে গিয়া ধারণ করিয়াছিলেন। সংশোধক বা

পতত্তমুচ্চাদবনির্যমুপেত্য মহামতিম্।
দধার দৈত্যপতিনা ক্ষিপ্তং স্বর্গনিবাসিনা ॥১৪৯

যস্য সংশোষকো বায়ুর্দেহে দৈত্যেন্দ্রযোজিতঃ।
অবাপ সংক্ষয়ং সদ্যশ্চিত্তস্থে মধুসূদনে ॥১৫০

বিষাণভঙ্গমুন্মত্তা মদহানিঞ্চ দিগ্‌গজাঃ।
যস্য বক্ষঃস্থলে প্রাপ্তা দৈত্যেন্দ্রপরিণামিতাঃ ॥১৫১

যস্য চোৎপাদিতা কৃত্যা দৈত্যরাজপুরোহিতৈঃ।
বভূব নান্তায় পুরা গোবিন্দাসক্তচেতসঃ ॥১৫২

শম্বরস্য চ মায়ানাং সহস্রমতিমায়িনঃ।
যস্মিন্ প্রযুক্তং চক্রেণ কৃষ্ণস্য বিতথীকৃতম্ ॥১৫৩

দৈত্যেন্দ্রসূদোপহৃতং যস্য হালাহলং বিষম্।
জরয়ামাস মতিমান্ অবিকারমমৎসরী ॥১৫৪

সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্ব্বেষ্বেব যন্তুষু।
যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ ॥১৫৫

ধর্ম্মাত্মা সত্যশৌচাদিগুণানামাকরস্তথা।
উপমানমশেষাণাং সাধুনাং যঃ সদা ভবেৎ ॥১৫৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

দৈত্যেন্দ্র দ্বারা যাঁহার দেহে যোজিত হইয়া মধুসূদন চিত্তস্থ থাকায় সদ্যঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।১৪৯-৫০

দৈত্যেন্দ্রপরিণামিত (বক্রভাবে দন্তপ্রহারে শিক্ষিত) হইয়া উন্মত্ত দিগ্‌গজগণ যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিষাণভঙ্গ ও মদহানি প্রাপ্ত হয়। পুরাকালে দৈত্যেন্দ্ররাজপুরোহিতের দ্বারা উৎপাদিত কৃত্যা (অভিচারক্রিয়া বা তজ্জনিত বিকটাকার মূর্ত্তি) যে গোবিন্দাসক্তচেতা প্রহ্লাদের নাশের নিমিত্ত হয় নাই। অতিমায়ী শম্বরাসুরের সহস্র মায়া যাহাতে প্রযুক্ত হইয়াও কৃষ্ণের চক্রে বিফল হয়। অমৎসরী মতিমান্ সেই প্রহ্লাদ দৈত্যেন্দ্রের পাচক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হলাহল বিষকে কোনরূপে বিকার প্রাপ্ত না হইয়া জীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি এই জগতে সমস্ত জন্তুর প্রতি সমচেতা এবং যেমন আপনাতে তেমনি অন্যত্র পরম মৈত্র গুণান্বিত এবং সেই ধর্ম্মাত্মা সত্য শৌচাদি গুণের আকর ও সর্ব্বদা সাধুগণের উদাহরণস্থল হইয়াছিলেন।১৫১-৫৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

[মৈত্রেয়স্য প্রহ্লাদচরিতবিষয়কঃ প্রশ্নঃ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতো ভবতা বংশো মানবানাং মহামুনে।
কারণঞ্চাস্য জগতো বিষ্ণুরেব সনাতনঃ ॥১

যচ্চৈতদ্ ভগবানাহ প্রহ্লাদ দৈত্যসত্তমম্।
দদাহ নাগ্নির্নাস্ত্রৈশ্চ ক্ষুণ্ণস্তত্যাজ জীবিতম্ ॥২

জগাম বসুধা ক্ষোভং প্রহ্লাদে সলিলে স্থিতে।
বন্ধবদ্ধে বিচলতি বিক্ষিপ্তাঙ্গৈঃ সমাহতা ॥৩

শৈলৈরাক্রান্তদেহোঽপি ন মমার চ যঃ পুরা।
ত্বয়ৈবাতীব মাহাত্ম্যং কথিতং যস্য ধীমতঃ ॥৪

তস্য প্রভাবমতুলং বিষ্ণোর্ভক্তিমতো মুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি যস্যৈতৎ চরিতং দীপ্ততেজসঃ ॥৫

কিং নিমিত্তমসৌ শস্ত্রৈর্বিক্ষতো দিতিজৈর্মুনে।
কিমর্থঞ্চাব্ধিসলিলে নিক্ষিপ্তো ধর্ম্মতৎপরঃ ॥৬

আক্রান্তঃ পর্ব্বতৈঃ কস্মাৎ কস্মাদ্দষ্টো মহোরগৈঃ।
ক্ষিপ্তঃ কিমদ্রিশিখরাৎ কিং বা পাবকসঞ্চয়ে ॥৭

দিগ্‌দন্তিনাং দন্তভূমিং স চ কস্মান্নিরূপিতঃ।
সংশোষকোঽনিলশ্চাস্য প্রযুক্তঃ কিং মহাসুরৈঃ ॥৮

কৃত্যাঞ্চ দৈত্যগুরবো যুযুজুস্তত্র কিং মুনে।
শম্বরশ্চাপি মায়ানাং সহস্রং কিং প্রযুক্তবান্ ॥৯

হালাহলং বিষমহো দৈত্যসূদৈর্মহাত্মনঃ।
কস্মাদ্ দত্তং বিনাশায় যদ্ জীর্ণং তেন ধীমতা ॥১০

এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি মহামাহাত্ম্যসূচকম্ ॥১১

ষোড়শ অধ্যায়

[মৈত্রেয়র প্রহ্লাদচরিতবিষয়ক প্রশ্ন।]

মৈত্রেয় কহিলেন, মহামুনে! আপনি মানবদিগের বংশ বর্ণনা করিলেন এবং সনাতন বিষ্ণুই এই জগতের কারণ, ইহাও কথিত হইল; কিন্তু ভগবান্ (আপনি) বলিলেন যে, দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদকে অগ্নি দগ্ধ করে নাই, অস্ত্র-ক্ষুণ্ণ হইয়াও তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই; প্রহ্লাদ সলিলে স্থিত এবং বন্ধনহেতু বন্ধাবস্থায় বিচলিত হইলে অঙ্গের বিক্ষেপবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত বসুধা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি পুরাকালে শৈলাক্রান্তদেহ হইয়া মৃত হন নাই এবং আপনি যে ধীমানের অতীব মহাত্মা বলিলেন; যে দীপ্ততেজস্বীর চরিত এইরূপ, সেই বিষ্ণুভক্তের অতুল প্রভাব শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মুনে! দৈত্যরা কি নিমিত্ত উঁহাকে শস্ত্রবিক্ষত করে? কি নিমিত্তই বা ধর্ম্মতৎপর প্রহ্লাদকে সমুদ্র সলিলে নিক্ষিপ্ত করে? কি নিমিত্ত তিনি পর্ব্বতে আক্রান্ত হন? মহাসর্পসকল কি জন্য তাঁহাকে দংশন করে? কি জন্য পর্ব্বতশিখর হইতে, কেনই বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন? তিনি কি নিমিত্ত দিগ্‌হস্তীদিগের দন্তভূমিতে আরোপিত হন? মহান্ অসুরগণ কি হেতু ইহার প্রতি সংশোষক বায়ু প্রয়োগ করে? ১-৮

মুনে! দৈত্যগুরুগণ কিজন্য তৎপ্রতি 'কৃত্যা' বিধান করিয়াছিলেন? শম্বর কি কারণে সহস্র মায়া প্রয়োগ করে এবং হিরণ্যকশিপুর পাচকেরা মহাত্মার বিনাশের জন্য হলাহল বিষই বা দিয়াছিল কেন? সেই বিষ ধীমান্ জীর্ণ করিয়াছিলেন! হে মহাভাগ! মহাত্মা প্রহ্লাদের বিশিষ্ট মহাত্ম্যসূচক এই সকল চরিত শুনিতে ইচ্ছা করি। দৈত্যগণ যে তাঁহাকে নিহত করিতে পারে নাই,

নহি কৌতূহলং তত্র যদ্ দৈত্যৈর্ন হতো হি সঃ।
অনন্যমনসো বিষ্ণৌ কঃ শক্নোতি নিপাতনে ॥১২
তস্মিন্ ধর্ম্মপরে নিত্যং কেশবারাধনোদ্যতে।
স্ববংশপ্রভবৈর্দৈত্যৈঃ কর্ত্তুং দ্বেষোঽতিদুষ্করঃ ॥১৩
ধর্ম্মাত্মনি মহাভাগে বিষ্ণুভক্তে বিমৎসরে।
দৈতেয়ৈঃ প্রহৃতং যস্মাৎ তন্মামাখ্যাতুমর্হসি ॥১৪
প্রহরন্তি মহাত্মানো বিপক্ষা অপি নেদৃশে।
গুণৈঃ সমন্বিতে সাধৌ কিং পুনর্যঃ স্বপক্ষজঃ ॥১৫
তদেতৎ কথ্যতাং সর্ব্বং বিস্তরান্মুনিসত্তম।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥১৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

তাহাতে আমার কৌতূহল নাই; কারণ, বিষ্ণুর প্রতি অনন্যমনা ব্যক্তির বিনাশ কে করিতে পারে? তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ও নিত্য কেশবের আরাধনায় উদ্যোগী ছিলেন (এরূপ ব্যক্তির প্রতি সহজে দ্বেষ করা যায় না) তাহাতে আবার দৈত্যগণ তাঁহার স্ববংশপ্রভব। তবে দৈতেয়গণ যেজন্য ধর্ম্মাত্মা, মহাভাগ ও মাৎসর্য্যহীন বিষ্ণুভক্তের প্রতি প্রহার করিয়াছিল, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। মহাত্মারা বিপক্ষ হইলেও ঈদৃশ গুণসমন্বিত কোনও সাধুকে প্রহার করিতে পারেন না, তবে স্বপক্ষজ এরূপ করিলেন কেন? অতএব হে মুনিসত্তম! এই সমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। আমি অশেষপ্রকারে দৈত্যেশ্বরের চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি।৯-১৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তদশঃ অধ্যায়

[প্রহ্লাদচ ।]

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তাং সম্যক্ চরিতং তস্য ধীমতঃ।
প্রহ্লাদস্য সদোদারচরিতস্য মহাত্মনঃ ॥১
দিতেঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যে ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ॥২
ইন্দ্রত্বমকরোৎ দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্।
বায়ুরগ্নিরপাং নাথঃ সোমশ্চাভূন্মহাসুরঃ ॥৩
ধনানামধিপঃ সোঽভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ।
যজ্ঞভাগানশেষাংস্তু স স্বয়ং বুভুজেঽসুরঃ ॥৪
দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য তৎত্রাসান্মুনিসত্তম।
বিচেরুরবনৌ সর্ব্বে বিভ্রাণা মানুষীং তনুম্ ॥৫

সপ্তদশ অধ্যায়

[প্রহ্লাদের চরিত্র কথন।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! সেই সদা উদারচরিত মহাত্মা ধীমান্ প্রহ্লাদের সম্যক্ চরিত্র শ্রবণ কর। দিতির মহাবীর্য্য পুত্র হিরণ্যকশিপু পুরাকালে ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া ত্রৈলোক্যকে বশে আনিয়াছিল। ঐ দৈত্য ইন্দ্রত্ব করে এবং স্বয়ংই সবিতা, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, সোম এবং ধনাধিপ ও যম হইয়াছিল; আর স্বয়ং অশেষ যজ্ঞভাগ ভোগ করিত। হে মুনিসত্তম! দেবগণ তাহার ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মানুষীতনু ধারণ করত অবনীতে বিচরণ করিয়াছিলেন। সে ত্রিভুবন

জিত্বা ত্রিভুবনং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদর্পিতঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্বুভুজে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥৬
পানাসক্তং মহাত্মানং হিরণ্যকশিপুং তদা।
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্ব্বে সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-পন্নগাঃ ॥৭
অবাদয়ন্ জগুশ্চান্যে জয়শব্দানথাপরে।
দৈত্যরাজস্য পুরতশ্চক্রুঃ সিদ্ধা মুদান্বিতাঃ ॥৮
তত্র প্রনৃত্যাপ্সরসি স্ফটিকাভ্রময়েঽসুরঃ।
পপৌ পানং মুদা যুক্তঃ প্রাসাদে সুমনোহরে ॥৯
তস্য পুত্রো মহাভাগঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ।
পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগেহে গতোঽর্ভকঃ ॥১০
একদা তু স ধর্ম্মাত্মা জগাম গুরুণা সহ।
পানাসক্তস্য পুরতঃ পিতুর্দৈত্যপতেস্তদা ॥১১
পাদপ্রণামাবনতং তমুত্থাপ্য পিতা সুতম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদমমিতৌজসম্ ॥১২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

পঠ্যতাং ভবতা বৎস সারভূতং সুভাষিতম্।
কালেনৈতাবতা যৎ তে সদোদ্যুক্তেন শিক্ষিতম্ ॥১৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং তাত বক্ষ্যামি সারভূতং তবাজ্ঞয়া।
সমাহিতমনা ভূত্বা যন্মে চেতস্যবস্থিতম্ ॥১৪
অনাদিমধ্যান্তমজমবৃদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্।
প্রণতোঽস্মি মহাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১৫

পরাশর উবাচ।

এবং নিশম্য দৈত্যেন্দ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
বিলোক্য তদ্‌গুরুং প্রাহ স্ফুরিতাধরপল্লবঃ ॥১৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ব্রহ্মবন্ধো কিমেতৎ তে বিপক্ষস্তুতিসংহিতম্।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্ঞায় দুর্ম্মতে ॥১৭

গুরুরুবাচ।

দৈত্যেশ্বর ন কোপস্য বশমাগন্তুমর্হসি।
মমোপদেশজনিতং নায়ং বদতি তে সুতঃ ॥১৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

অনুশিষ্টোঽসি কেনেদৃগ্ বৎস প্রহ্লাদ কথ্যতাম্।
মমোপদিষ্টং নেত্যেষ প্রব্রবীতি গুরুস্তব ॥১৯

জয় করিয়া ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যে দর্পিত এবং গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান (স্তুত) হইয়া প্রিয় বিষয়সকল ভোগ করিতে লাগিল। তৎকালে সমস্ত সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও সর্পগণ মহাত্মা (অদ্ভুত প্রভাবশালী) পানাসক্ত হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেন। কেহ কেহ দৈত্যরাজের সম্মুখে বাদ্য বাজাইয়া গান এবং সিদ্ধগণ আনন্দিত হইয়া জয় শব্দ করিতেন। যে সুমনোহর প্রাসাদ স্ফটিকাভ্রময় (স্ফটিকশিলা-নির্ম্মিত) এবং যাহাতে অপ্সরারা সুন্দর নৃত্য করিত, তাহাতে সেই অসুর হৃষ্ট হইয়া মদিরাদি পান করিত।১-৯

তাহার শিশুপুত্র মহাভাগ প্রহ্লাদ গুরুগৃহে থাকিয়া বালপাঠ্য সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ একদা গুরুর সহিত পানাসক্ত দৈত্যপতি পিতার নিকট গিয়াছিলেন। পিতা হিরণ্যকশিপু পাদদেশে প্রণামাবনত অমিততেজাঃ পুত্র প্রহ্লাদকে উঠাইয়া কহিতে লাগিল,—বৎস! তুমি এতকাল সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া যাহা পাঠ করিয়াছ, সেই সারভূত সুভাষিত পাঠ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! যাহা আমার মনে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সারভূত কথা আপনার আজ্ঞানুসারে আমি একাগ্রচিত্তে বলিতেছি,—যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, যিনি অজ, যাঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই, যিনি সর্ব্বকারণের কারণ, সেই অচ্যুত মহাত্মাকে আমি প্রণাম করি। পরাশর কহিলেন,—দৈত্যেন্দ্র ইহা শ্রবণে ক্রোধে আরক্তলোচন ও কম্পিতাধর গুরুর দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক কহিতে লাগিল,—ব্রহ্মবন্ধো! একি! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বালককে বিপক্ষস্তুতিসংযুক্ত অসার বিষয় গ্রহণ করাইয়াছ! গুরু কহিলেন,—হে দৈত্যেশ্বর! কোপের বশ হইও না; তোমার এই পুত্র আমার উপদিষ্ট বিষয় বলিতেছে না। হিরণ্যকশিপু কহিল,—বৎস প্রহ্লাদ! কে তোমাকে

প্রহ্লাদ উবাচ।

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে ॥২০

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

কোঽয়ং বিষ্ণুঃ সুদুর্বুদ্ধে যং ব্রবীষি পুনঃ পুনঃ।
জগতামীশ্বরস্যেহ পুরতঃ প্রসভং মম ॥২১

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধ্যেয়ং পরং পদম্।
যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ ॥২২

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

পরমেশ্বরসংজ্ঞোঽজ্ঞ কিমন্যো ময্যবস্থিতে।
তবাস্তি মর্ত্তুকামস্ত্বং প্রব্রবীষি পুনঃ পুনঃ ॥২৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং তাত মম প্রজানাং
স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ।
ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ
প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্ ॥২৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রবিষ্টঃ কোঽস্য হৃদয়ে দুর্বুদ্ধেরতিপাপকৃৎ।
যেনেদৃশান্যসাধূনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ ॥২৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন কেবলং মদ্‌হৃদয়ং স বিষ্ণু-
রাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ সমস্তান্
সমস্তচেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগঃ ॥২৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

নিষ্ক্রাম্যতামযং দুষ্টঃ শাস্যতাঞ্চ গুরোর্গৃহে।
যোজিতো দুর্ম্মতিঃ কেন বিপক্ষবিতথস্তুতৌ ॥২৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে স তদা দৈত্যৈর্নীতো গুরুগৃহং পুনঃ।
জগ্রাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রূষণোদ্যতঃ ॥২৮
কালেঽতীতে চ মহতি প্রহ্লাদমসুরেশ্বরঃ।
সমাহূয়াব্রবীৎ পুত্র গাথা কাচিৎ প্রগীয়তাম্ ॥২৯

এরূপ শিক্ষা দিয়াছে বল, তোমার গুরু বলিতেছেন, ইহা আমার উপদিষ্ট নহে। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হৃদিস্থিত বিষ্ণুই অশেষ জগতের শাসক, হে তাত! সেই পরমাত্মা বিনা কে কাহাকে শাসন করে? (শিক্ষা দেয়?)।১০-২০

হিরণ্যকশিপু কহিল,—রে সুদুর্ব্বুদ্ধে! আমার সম্মুখে নিঃশঙ্কভাবে পুনঃপুনঃ যাহাকে জগতের ঈশ্বর, বলিতেছিস্, সেই বিষ্ণু কে? প্রহ্লাদ কহিলেন,—যাঁহার যোগিধ্যেয় পরম পদ শব্দ-গোচরে নাই (শব্দের দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় না)। যাঁহা হইতে বিশ্ব এবং যিনি স্বয়ং বিশ্ব, সেই পরমেশ্বরই বিষ্ণু। হিরণ্যকশিপু কহিল,—রে অজ্ঞ! আমি থাকিতে তোর অন্য পরমেশ্বর কে? তুই মরণেচ্ছু হইয়া পুনঃপুনঃ ইহাই বলিতেছিস্। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! কেবল আমার নহে, সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণু সমস্ত প্রজার এবং আপনারও ধাতা, বিধাতা ও পরমেশ্বর প্রসন্ন হউন, কি জন্য কোপ করিতেছেন? হিরণ্যকশিপু কহিল,—কোন অতি পাপকারী এই দুর্ব্বুদ্ধির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ঈদৃশ অসাধু কথাসকল বলিতেছে? প্রহ্লাদ কহিলেন,—কেবল আমার হৃদয়ে নহে, বিষ্ণু সমস্ত লোক অধিকার করিয়া অবস্থিত। পিতঃ! সেই সর্ব্বজ্ঞ আমাকে, আপনাকে এবং অন্যান্য সকলকেই সমস্ত চেষ্টায় নিযুক্ত করিতেছেন। হিরণ্যকশিপু কহিল,—এই দুষ্টকে দূর কর এবং গুরুগৃহে ইহার শাসন করা হউক। দুর্ম্মতিকে কে বিপক্ষের মিথ্যা স্তুতি শিখাইছে? পরাশর কহিলেন,—দৈত্যরাজ এরূপ বলিলে, তিনি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার গুরু গৃহে নীত এবং গুরুশুশ্রূষায় উদ্যোগী হইয়া সর্বদা বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। বহুকাল অতীত হইলে অসুরেশ্বর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিল,—বৎস! কোন গাথা পাঠ কর। প্রহ্লাদ

প্রহ্লাদ উবাচ।

যতঃ প্রধানপুরুষৌ যতশ্চৈতচ্চরাচরম্‌।
কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥৩০

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুরাত্মা বধ্যতামেষ নানেনার্থোঽস্তি জীবতা।
স্বপক্ষহানিকর্তৃত্বাদ্‌ যঃ কুলাঙ্গারতাং গতঃ ॥৩১

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাস্ততস্তেন প্রগৃহীতমহায়ুধাঃ।
উদ্যতাস্তস্য নাশায় দৈত্যাঃ শতসহস্রশঃ ॥৩২

প্রহ্লাদ উবাচ।

বিষ্ণুঃ শস্ত্রেষু যুষ্মাকং ময়ি চাসৌ যথা স্থিতঃ।
দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মা ক্রামন্ত্বায়ুধানি মে ॥৩৩

পরাশর উবাচ।

ততস্তৈঃ শতশো দৈত্যৈঃ শস্ত্রৌঘৈরাহতোঽপি সন্‌।
নাবাপ বেদনামল্পামভূচ্চৈব পুনর্নবঃ ॥৩৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দুর্বুদ্ধে বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ।
অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমূঢ়মতির্ভব ॥৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্‌ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি-
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাত ॥৩৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ভো ভো সর্পা দুরাচারমেনমত্যন্তদুর্ম্মতিম্‌।
বিষজ্বালাকুলৈর্বক্ত্রৈঃ সদ্যো নয়ত সংক্ষয়ম্‌ ॥৩৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্পাঃ কুহকাস্তক্ষকান্ধকাঃ।
অদশন্ত সমস্তেষু গাত্রেষ্বতিবিষোল্বণাঃ ॥৩৮
স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানে মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ ॥৩৯

সর্পা উচুঃ।

দংষ্ট্রা বিশীর্ণা মণয়ঃ স্ফুটন্তি
ফণেষু তাপো হৃদয়েষু কম্পঃ।
নাস্য ত্বচঃ স্বল্পমপীহ ভিন্নং
প্রশাধি দৈত্যেশ্বর কার্য্যমন্যৎ ॥৪০

কহিলেন,—যাহা হইতে প্রধান ও পুরুষ এবং যাঁহা হইতে এই চরাচর সমস্ত জগতের কারণ, সেই বিষ্ণু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। হিরণ্যকশিপু কহিল,—এই দুরাত্মাকে বধ কর, এ জীবিত থাকায় ফল নাই, স্বপক্ষের হানিকর বলিয়া এ কুলাঙ্গার হইয়াছে।২১-৩১

পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর শত সহস্র দৈত্য এই আদেশে মহাস্ত্রসকল গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার নাশের নিমিত্ত উদ্যত হইল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈত্যগণ! বিষ্ণু যেমন আমাতে, সেইরূপ তোমাদের অস্ত্রেও স্থিত রহিয়াছেন, এই সত্যের অধিষ্ঠানহেতু অস্ত্রসকল আমাকে আক্রমণ না করুক। পরাশর কহিলেন,—পরে দৈত্যগণ শতশঃ অস্ত্রাঘাত করিলেও তাঁহার অল্পমাত্র বেদনা বোধ হইল না, তিনি পুনশ্চ নূতন (সুস্থ সবল) হইলেন। হিরণ্যকশিপু কহিল,—দুর্ব্বুদ্ধে! এই বৈরিপক্ষের স্তব হইতে নিবৃত্ত হও, তোমাকে অভয় দিতেছি, অতি মূঢ়মতি হইও না। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! যাঁহাকে স্মরণ করিলে জন্ম, জরা ও শমনাদির সমস্ত ভয় অপগত হয়, সমস্ত ভয়াপহারী সেই অনন্ত হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কোথায়? ৩২-৩৬

হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে সর্পসকল! তোমরা বিষজ্বালাকুল মুখ দ্বারা এই অত্যন্ত দুর্ম্মতি দুরাচারকে সদ্যই দংশন করিয়া বিনাশ কর। পরাশর কহিলেন,—ইহা শুনিয়া কুহক, অন্ধক ও তক্ষক প্রভৃতি তীক্ষ্ণবিষ সর্পেরা সমস্ত গাত্রে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাসর্পগণ কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়াও তিনি কৃষ্ণে এরূপ আসক্তমতি ও তাহার স্মরণ জন্য আহ্লাদে সংস্থিত হইয়াছিলেন যে, আপনার শরীরের বিষয় জানিতে পারেন নাই। সর্পসকল কহিল,—হে দৈত্যেশ্বর!

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে দিগ্‌গজাঃ সঙ্কটদন্তমিশ্রা
ঘ্নতৈনমস্মদ্‌রিপুপক্ষভিন্নম্।
তজ্জা বিনাশায় ভবন্তি তস্য
যথারণেঃ প্রজ্বলিতা হুতাশাঃ ॥৪১

পরাশর উবাচ।

ততঃ স দিগ্‌গজৈর্বালো ভূভৃচ্ছিখরসন্নিভৈঃ।
পাতিতো ধরণীপৃষ্ঠে বিষাণৈরবপীড়িতঃ ॥৪২
স্মরতস্তস্য গোবিন্দমিভদন্তাঃ সহস্রশঃ।
শীর্ণা বক্ষঃস্থলং প্রাপ্য স প্রাহ পিতরং ততঃ ॥৪৩
দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ ॥৪৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

জ্বাল্যতামসুরা বহ্নিরপসর্পত দিগ্‌গজাঃ।
বায়ো সমেধয়াগ্নিং ত্বং দহ্যতামেষ পাপকৃৎ ॥৪৫

পরাশর উবাচ

মহাকাষ্ঠচয়চ্ছন্নমসুরেন্দ্রসুতং ততঃ।
প্রজ্বাল্য দানবা বহ্নিং দদহুঃ স্বামিনোদিতাঃ ॥৪৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি
ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি
শীতানি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি ॥৪৭

পরাশর উবাচ

অথ দৈত্যেশ্বরং প্রোচুর্ভার্গবস্যাত্মজা দ্বিজাঃ।
পুরোহিতা মহাত্মানঃ সাম্না সংস্তূয় বাগ্মিনঃ ॥৪৮

পুরোহিতা ঊচুঃ।

রাজন্ নিয়ম্যতাং কোপো বালেঽত্র তনয়ে নিজে।
কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সফলো যতঃ ॥৪৯
তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ।
যথা বিপক্ষনাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥৫০

আমাদের দংষ্ট্রা বিশীর্ণ ও মণিসকল স্ফুটিত হইতেছে; ফণাসমূহে তাপ এবং হৃদয়ে কম্প হইতেছে, তথাপি ইহার ত্বক্ (গাত্রচর্ম) স্বল্পমাত্রও ভিন্ন হইল না; আমাদিগকে অন্য কার্য্য আদেশ করুন।৩৭-৪০

হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে দিগ্‌গজসকল! তোমরা সঙ্কটদন্ত-মিশ্র (পরস্পরের দন্তে দন্তে মিলিত) হইয়া এই রিপুপক্ষভিন্নকে (শত্রু পক্ষীয়েরা যাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে) হনন কর। অরণিজাত অগ্নি যেমন অরণিকেই দগ্ধ করে, সেইরূপ এ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই বিনাশের কারণ হইয়াছে। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর ঐ বালক পর্বতশিখরের ন্যায় দিগ্‌গজগণ কর্তৃক ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত এবং দন্তসমূহ দ্বারা নিপীড়িত হইতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দকে স্মরণ করায় সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে লাগিয়া ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—

এই বজ্রের মত কঠিন গজদন্তসকল যে বিশীর্ণ হইয়া গেল, ইহা আমার বল নহে, ইহা জনার্দ্দনকে স্মরণ করার মহাবিপৎপাত-বিনাশন প্রভাবমাত্র। হিরণ্যকশিপু কহিল,—অসুরগণ! তোমরা বহ্নি প্রজ্বালিত কর, দিগ্‌গজগণ অপসৃত হও এবং হে বায়ো! তুমি অগ্নিকে সমেধিত (বর্দ্ধিত) কর, এই পাপকারীকে দগ্ধ কর। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর দানবেরা প্রভুপ্রেরিত হইয়া অসুরেন্দ্রসুতকে মহাকাষ্ঠরাশিতে আচ্ছন্ন করত অগ্নি জ্বালিয়া দাহ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে তাত! এই বহ্নি পবন দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়াও আমাকে দগ্ধ করিতেছে না, আমি চারিদিক্ পদ্মময় আবরণে আবৃতের ন্যায় শীতল দেখিতেছি। পরাশর কহিলেন,—অনন্তর ভার্গবাত্মজ (ষণ্ডামর্ক প্রভৃতি) বাগ্মী মহাত্মা দ্বিজ পুরোহিতগণ দৈত্যেশ্বরকে সামবাক্যে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে রাজন্! নিজবালক-তনয়ের প্রতি

বালত্বং সর্ব্বদোষাণাং দৈত্যরাজাস্পদং যতঃ।
ততোঽত্র কোপমত্যর্থং যোক্তুমর্হসি নার্ভকে ॥৫১
ন ত্যক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষমস্মাকং বচনাদ্ যদি।
ততঃ কৃত্যাং বধায়াস্য করিষ্যামোঽনিবর্ত্তিনীম্ ॥৫২

পরাশর উবাচ।

এবমভ্যর্থিতস্তৈস্তু দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ।
দৈত্যৈর্নিষ্কাশয়ামাস পুত্রং পাবকসঞ্চয়াৎ ॥৫৩
ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্।
অধ্যাপয়ামাস মুহুরুপদেশান্তরে গুরোঃ ॥৫৪

প্রহ্লাদ উবাচ।

শ্রূয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজাত্মজাঃ।
ন চান্যথৈতন্মন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্ ॥৫৫
জন্ম বাল্যং ততঃ সর্ব্বো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্।
অব্যাহতৈব ভবতি ততোঽনুদিবসং জরা ॥৫৬
ততশ্চ মৃত্যুমভ্যেতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরাত্মজাঃ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে চৈতদস্মাকং ভবতাং তথা ॥৫৭
মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নান্যথা।
আগমোঽয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদ্ভবঃ ॥৫৮
গর্ভবাসাদি যাবৎ তু পুনর্জন্মোপপাদনম্।
সমস্তাবস্থকং তাবৎ দুঃখমেবাবগম্যতাম্ ॥৫৯
ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতাদ্যুপশমং সুখম্।
মন্যতে বালবুদ্ধিত্বাৎ দুঃখমেব হি তৎ পুনঃ ॥৬০
অত্যন্তস্তিমিতাঙ্গানাং ব্যায়ামেন সুখৈষিণাম্।
ভ্রান্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোঽপি সুখায়তে ॥৬১
ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব কান্তি-শোভা-সৌরভ্য-কমনীয়াদয়ো গুণাঃ ॥৬২
মাংসাসৃক্-পূয়-বিণ্মূত্র-স্নায়ু-মজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ ॥৬৩

কোপ সংবরণ কর, তোমার কোপ দেবগণের উপর করা উচিত, কারণ সেখানে ক্রোধ সফল হয়। হে নৃপ! আমরা এই বালককে এইরূপে শাসন করিব যে, তাহাতে তোমার বিপক্ষনাশের নিমিত্ত সে বিনীত (শিক্ষিত) হইবে। হে দৈত্যরাজ! শিশুরা সর্ব্বদোষের আস্পদ, অতএব এই বালকের প্রতি অত্যন্ত কোপ করা উচিত হয় না। যদি আমাদের বাক্যে হরির পক্ষ পরিত্যাগ না করে, তবে ইহার বধের নিমিত্ত আমরা অনিবর্ত্তিনী (অব্যর্থ-হিংস্রা) কৃত্যা (অভিচার ক্রিয়া) করিব।৪১-৫২

পরাশর কহিলেন,—পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভ্যর্থিত হইয়া দৈত্যরাজ দৈত্যদিগের দ্বারা পুত্রকে অগ্নিরাশি হইতে বাহির করিল। তদনন্তর বালক গুরুগৃহে বাস করত গুরুর উপদেশকালের মাঝে মাঝে শিশু দানবদিগকে পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দৈতেয় এবং দিতির সন্তানগণ! পরমার্থ শ্রবণ কর। অন্য কিছু মনে করিও না, আমি লোভাদিবশতঃ বলিতেছি না। জন্তুসকল জন্ম, বাল্য ও যৌবন প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর প্রতিদিবস অব্যাহতরূপে জরাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। হে দৈত্যেশ্বর তনয়সকল! জন্তুগণ তৎপরে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, ইহা আমাদের এবং তোমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। মৃতের পুনর্জ্জন্ম হয়, ইহারও অন্যথা নাই। আগমে আছে যে, উপাদান (কারণ) বিনা উদ্ভব (কার্য্য) হয় না। পুনর্জন্ম হইতে গেলে গর্ভবাসাদি যত কিছু অবস্থা ঘটে, সে সমস্তই দুঃখ বলিয়া জানিবে। মূঢ় লোক ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং শীতাদির উপশমকে শিশুবুদ্ধিত্ব (অল্পবুদ্ধিত্ব) হেতু সুখ বিবেচনা করে। কিন্তু উহা দুঃখমাত্র।৫৩-৬০

অত্যন্ত অলসাঙ্গ ব্যক্তিরা যেমন ব্যায়ামে সুখ বোধ করে, সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানে আচ্ছন্নদৃষ্টিকামী লোকসকলের পক্ষে প্রহারও (প্রণয়-কুপিত কামিনীদিগের ঝঙ্কারযুক্ত চরণাঘাত) সুখবৎ প্রতীত হয়। কোথায় অশেষ শ্লেষ্মাদির পুঞ্জীভূত শরীর; আর কান্তি, শোভা,

অগ্নেঃ শীতেন তোয়স্য তৃষা ভক্তস্য চ ক্ষুধা।
ক্রিয়তে সুখকর্তৃত্বং তদ্-বিলোমস্য চেতরৈঃ ॥৬৪

করোতি হে দৈত্যসুতা যাবন্মাত্রং পরিগ্রহম্।
তাবন্মাত্রং স এবাস্য দুঃখং চেতসি যচ্ছতি ॥৬৫

যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥৬৬

যদ্‌যদ্‌গৃহে তন্মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ।
নাশদাহাপহরণং তত্র তস্যৈব তিষ্ঠতি ॥৬৭

জন্মন্যত্র মহদ্‌দুঃখং ম্রিয়মাণস্য চাপি তৎ।
যাতনাসু যমস্যোগ্রং গর্ভসংক্রমণেষু চ ॥৬৮

গর্ভে চ সুখলেশোঽপি ভবদ্ভিরনুমীয়তে।
যদি তৎ কথ্যতামেবং সর্ব্বং দুঃখময়ং জগৎ ॥৬৯

তদেবমতিদুঃখানামাস্পদেঽত্র ভবার্ণবে।
ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্ ॥৭০

মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাশ্বতঃ।
জরা-যৌবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ ॥৭১

বালোঽহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।
যুবাহং বার্দ্ধকে প্রাপ্তে করিষ্যামাত্মনো হিতম্ ॥৭২

বৃদ্ধোঽহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।
কিং করিষ্যামি মন্দাত্মা সমর্থেন ন যৎ কৃতম্ ॥৭৩

এবং দুরাশয়াক্ষিপ্তমানসঃ পুরুষঃ সদা।
শ্রেয়সোঽভিমুখং যাতি ন কদাচিৎ পিপাসিতঃ ॥৭৪

বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ।
অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্তা চ বার্দ্ধকং সমুপস্থিতম্ ॥৭৫

সৌগন্ধ্য, কমনীয়াদি গুণই বা কোথায়? মাংস, অসৃক্, পূয়, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থিনির্ম্মিত দেহে যদি প্রীতিমান্ হয়, তাহা হইলে সে মূঢ় নরকেও প্রীতিমান্ হইবে। শীতে অগ্নি হইতে, তৃষ্ণায় জল হইতে ও ক্ষুধায় অন্ন হইতে সুখ উৎপন্ন হয়, এজন্য শীত, তৃষ্ণা ও ক্ষুধা দ্বারা অগ্নি, জল এবং অন্নের সুখকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। আবার অপর কারণে ইহার বিপরীত বস্তুদিগের কর্তৃত্ব সাধিত হয়। হে দৈত্যপুত্রগণ! যত অধিক ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করা যায়, অন্তঃকরণে তত অধিক দুঃখ হইয়া থাকে। জন্তুগণ যে পরিমাণে মনের প্রিয়-বস্তুর সহিত ভোগ সম্বন্ধ করে, তাহার হৃদয়ে সেই পরিমাণেই শোকশঙ্কু (খোঁটা) প্রোথিত হয়। লোক বিদেশে থাকিলেও তাহার গৃহস্থিত ধনাদির চিন্তা দূর হয় না। গৃহস্থিত ধনাদির নাশ, দাহ ও অপহরণ হইতে পারে, (ঘটনাক্রমে হয়ও;) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মনঃস্থিত ধনাদির নাশ হয় না অর্থাৎ সে ব্যক্তি তন্নাশজন্য শোক অনুভব করিতে থাকে। অতএব কোন বস্তুতে অনুরাগ করা উচিত নহে। এই জন্মে মহাদুঃখ, যে মরণোন্মুখ, তাহার যমযাতনায় উগ্র দুঃখ এবং গর্ভ মধ্যে সঞ্চরণ কালেও দুঃখ আছে! গর্ভেও তোমাদের সুখলেশমাত্র যদি অনুমান হইত, তবে বল, সর্ব্বজগৎ এইরূপ দুঃখময় কেন? অতএব এরূপ অতি দুঃখাস্পদ সংসারসাগরে একমাত্র বিষ্ণুই তোমাদের পারকর্ত্তা (শেষ গতি)—ইহা সত্যই বলিতেছি।৬১-৭০

আমরা সকলে বালক, অতএব জান না, দেহী (আত্মা) শাশ্বত (নিত্য), কিন্তু রূপ, যৌবন, জন্ম প্রভৃতি ধর্ম্মসকল দেহের, আত্মার নহে। "আমি বালক, এখন ইচ্ছানুসারে বিচরণ করি, যুবকালে শ্রেয়স্করকার্য্যে যত্ন করিব"; যুবা হইয়া মনে করে, "বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে আত্মার হিতকর্ম্ম করিব"; বৃদ্ধ হইয়া বিবেচনা করে, "আমি বৃদ্ধ, কর্ম্ম সকল আমার ইন্দ্রিয় আয়ত্ত নহে, সমর্থ থাকিয়া যখন করি নাই, তখন এ মন্দ অবস্থায় আর কি করিব?" দুরাশায় বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া পিপাসিত (বিষয়াসক্ত) পুরুষ এইরূপে জীবন অতিবাহিত করে, কদাচিৎ কল্যাণের অভিমুখে যায় না। অজ্ঞলোকেরা ক্রীড়াসক্ত হইয়া বাল্যকাল,

তস্মাদ্ বাল্যে বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা।
বাল্য-যৌবন-বৃদ্ধাদ্যৈর্দেহী ভাবৈরসংযুতঃ ॥৭৬
তদেতদ্ বো ময়াখ্যাতং যদি জানীত নানৃতম্।
তদস্মৎপ্রীতয়ে বিষ্ণুঃ স্মর্য্যতাং বন্ধমুক্তিদঃ ॥৭৭
আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্ ॥৭৮
সর্ব্বভূতস্থিতে তস্মিন্ মতির্মৈত্রী দিবানিশম্।
ভবতাং জায়তামেবং সর্ব্বক্লেশান্ প্রহাস্যথ ॥৭৯
তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতদখিলং জগৎ।
তদা শোচ্যেষু ভূতেষু দ্বেষং প্রাজ্ঞঃ করোতি কঃ ॥৮০
অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ ॥৮১
বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেৎ ততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥৮২

এতে ভিন্নদৃশা দৈত্যা বিকল্পাঃ কথিতা ময়া।
কৃত্বাভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং মম ॥৮৩
বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥৮৪
সমুৎসৃজ্যাসুরং ভাবং তস্মাদ্ যূয়ং তথা বয়ম্।
তথা যত্নং করিষ্যামো যথা প্রাপ্স্যাম নির্বৃতিম্ ॥৮৫
যা নাগ্নিনা ন বার্কেণ নেন্দুনা নৈব বায়ুনা।
পর্জ্জন্য-বরুণাভ্যাং বা ন সিদ্ধৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥৮৬
ন যক্ষৈর্ন চ দৈত্যেন্দ্রৈর্নোরগৈর্ন চ কিন্নরৈঃ।
ন মনুষ্যৈর্ন পশুভির্দোষৈর্নৈবাত্মসম্ভবৈঃ ॥৮৭
জ্বরাক্ষিরোগাতিসার-প্লীহগুল্মাদিকৈস্তথা।
দ্বেষের্ষ্যামৎসরাদ্যৈর্বা রাগলোভাদিভিঃ ক্ষয়ম্ ॥৮৮
ন চান্যৈর্নীয়তে কৈশ্চিন্নিত্যা যাত্যন্তনির্ম্মলা।
তামাপ্নোতি মলং ত্যক্ত্বা কেশবে হৃদিসংস্থিতে ॥৮৯

বিষয়োন্মুখ হইয়া যৌবন এবং অশক্ত হইয়া বৃদ্ধকালকে পশুবৎ যাপন করে। অতএব বিবেকী লোক বাল্যাবস্থাতেই কল্যাণ লাভের জন্য যত্ন করিবে। দেহী (আত্মা) বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য দশার সহিত যুক্ত নহে। আমি তোমাদিগকে এই সকল বলিলাম, যদি মিথ্যা না মনে কর, তবে আমার প্রীতির নিমিত্ত ভববন্ধনের মুক্তিদাতা বিষ্ণুকে স্মরণ কর। ইঁহার স্মরণে আয়াস কি? স্মরণ করিলেই শুভফল প্রদান করেন। যাঁহারা তাঁহাকে অহর্নিশ স্মরণ করেন, তাঁহাদের পাপক্ষয় হয়। সর্ব্বভূতে অবস্থিত বিষ্ণুতে তোমাদের দিবানিশি মতি এবং (তাঁহার অধিষ্ঠানস্থান প্রাণিসমূহে) মৈত্রী হউক; এইরূপে সকল ক্লেশ ত্যাগ করিবে। যখন এই অখিল জগৎ তাপত্রয়ে জর্জ্জরিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখযুক্ত, তখন শোচনীয় প্রাণিবর্গের প্রতি কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বেষ করেন? ৭১-৮০

যদি প্রাণিসকল ধনবিদ্যাদিসম্পন্ন এবং আমি (ধনাদি) হীন হই, তথাপি আনন্দ (অক্ষুণ্ণ) রাখা উচিত, কেননা দ্বেষের ফল নিজের অনিষ্ট। আর প্রাণিগণ শত্রুতার বশবর্ত্তী হইয়া যদি দ্বেষ করে, তাহা হইলেও "আহা! ইহারা মোহগ্রস্ত" বিবেচনা করিয়া মনীষিগণ উহাদের নিমিত্ত শোক করিয়া থাকেন। হে দৈত্যগণ! ভিন্ন দৃষ্টিতে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়া এই বিকল্প বা যাহাতে দ্বেষ নিবৃত্তি হয়—সেইরূপ বলিলাম, কিন্তু (উত্তম লোকদিগের) একটি সংক্ষিপ্ত (মতবাদ) আমার নিকট শ্রবণ কর। সর্ব্বভূতময় বিভুর বিস্তার এই বিশ্ব জগৎ, (তিনিই সর্ব্বময়), এজন্য বিচক্ষণগণ অভেদবুদ্ধিতে সকলকেই আত্মবৎ দেখিয়া থাকেন। অতএব তোমরা এবং আমরা অসুরভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ যত্ন করিব, যাহাতে নির্বৃতি (শান্তি) প্রাপ্ত হইব। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, পর্জ্জন্য, বরুণ, সিদ্ধ, রাক্ষস, যক্ষ, দৈত্যেন্দ্র, সর্প, কিন্নর, মনুষ্য, বা পশু (যোনিতে জন্ম) বা জ্বর, অক্ষিরোগ, অতিসার, প্লীহা, গুল্মাদি (রোগ) আত্মসম্ভব দোষ নহে কিংবা দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, মৎসর, রাগ, লোভাদি অথবা অন্য কাহারও দ্বারা যাহা (আত্মার) মুক্তি অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত

অসারসংসারবিবর্ত্তনেষু
মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি
সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥৯০

তস্মিন্ প্রসন্নে কিমিহাস্ত্যলভ্যং
ধর্ম্মার্থকামৈরলমল্পকাস্তে।
সমাশ্রিতাদ্ ব্রহ্মতরোরনন্তা-
ন্নিঃসংশয়ং প্রাপ্স্যথ বৈ মহৎ ফলম্ ॥৯১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হয় না, কেশব হৃদয়ে সংস্থিত হইলে মনুষ্য মল (পাপ) ত্যাগ করিয়া সেই অত্যন্ত নির্ম্মল এবং নিত্যস্বরূপা মুক্তি প্রাপ্ত হন। হে দৈত্যগণ! অসার সংসারের বিবর্ত্তনে অর্থাৎ বারবার দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ প্রভৃতি দেহের (জন্মমরণে) সন্তুষ্ট হইও না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও। আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি, সমভাবই বিষ্ণুর আরাধনা। তিনি প্রসন্ন হইলে জগতে অলভ্য কি? ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থ ত তুচ্ছ, মোক্ষও প্রার্থনা করিতে হইবে না। অনন্ত সেই ব্রহ্মরূপী তরুর আশ্রয় লইলে তোমরা নিঃসংশয়েই মহৎ ফল প্রাপ্ত হইবে।৮২-৯১

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রহ্লাদস্য বিনাশায় দৈত্যান্ প্রতি হিরণ্যকশিপোরাদেশঃ।]

পরাশর উবাচ।

তৈস্তেবং দানবাশ্চেষ্টাং দৃষ্ট্বা দৈত্যপতের্ভয়াৎ
আচচক্ষুঃ স চোবাচ সূদানাহূয় সত্বরঃ ॥১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে সূদা মম পুত্রোঽসাবন্যেষামপি দুর্ম্মতিঃ।
কুমার্গদেশকো দুষ্টো হন্যতামবিলম্বিতম্ ॥২

হলাহলং বিষং তস্য সর্ব্বভক্ষ্যেষু দীয়তাম্।
অবিজ্ঞাতমসৌ পাপো হন্যতাং মা বিচার্য্যতাম্ ॥৩

পরাশর উবাচ।

তে তথৈব ততশ্চক্রুঃ প্রহ্লাদায় মহাত্মনে।
বিষদানং যথাজ্ঞপ্তং পিত্রা তস্য মহাত্মনঃ ॥৪
হালাহলং বিষং ঘোরমনন্তোচ্চারণেন সঃ।
অভিমন্ত্র্য সহান্নেন মৈত্রেয় বুভুজে তদা ॥৫

অষ্টাদশ অধ্যায়

[প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য দৈত্যদিগের প্রতি হিরণ্যকশিপুর আদেশ।]

পরাশর কহিলেন,—দানবেরা তাঁহার এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া দৈত্যপতির ভয়ে তাহার নিকট গমনকরত বলিল। সেই হিরণ্যকশিপুও পাচকদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল,—ওহে সূদ(পাচক)গণ! আমার এই দুর্ম্মতি পুত্র অন্য বালকদিগেরও কুমার-উপদেশক হইয়াছে, দুষ্টকে বিনষ্ট কর। তোমরা উহার সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে অজানিত-রূপে হলাহল বিষ মিশ্রিত করিয়া পাপিষ্ঠকে মারিয়া ফেল, চিন্তা বা ইতস্ততঃ করিও না। পরাশর বলিলেন,—তাহারা তাঁহার প্রতাপবান্ পিতার আদেশানুসারে মহাত্মা প্রহ্লাদকে ঐরূপ বিষ দান করিয়াছিল। হে মৈত্রেয়! তিনিও অনন্ত নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ঘোর হলাহল

অবিকারং ন তদ্ ভুক্ত্বা প্রহ্লাদঃ স্বস্থমানসঃ।
অনন্তখ্যাতিনির্ব্বীর্য্যং জরয়ামাস তদ্ বিষম্ ॥৬
ততস্তদা ভয়ত্রস্তা জীর্ণং দৃষ্ট্বা মহদ্ বিষম্।
দৈত্যেশ্বরমুপাগম্য প্রণিপত্যেদমব্রুবন্ ॥৭

সূদা ঊচুঃ।

দৈত্যরাজ বিষং দত্তমস্মাভিরতিভীষণম্।
জীর্ণং তেন সহান্নেন প্রহ্লাদেন সুতেন তে ॥৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

ত্বর্য্যতাং ত্বর্য্যতাং হে হে সদ্যো দৈত্যপুরোহিতা।
কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ ॥৯

পরাশর উবাচ।

সকাশমাগম্য ততঃ প্রহ্লাদস্য পুরোহিতাঃ।
সামপূর্ব্বমথোচুস্তে প্রহ্লাদং বিনয়ান্বিতম্ ॥১০

পুরোহিতা ঊচুঃ।

জাতস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতে আয়ুষ্মন্ ব্রহ্মণঃ কুলে।
দৈত্যরাজস্য তনয়ো হিরণ্যকশিপোর্ভবান্ ॥১১
কিং দেবৈঃ কিমনন্তেন কিমন্যেন তবাশ্রয়ঃ।
পিতা তে সর্ব্বলোকানাং ত্বং তথৈব ভবিষ্যসি ॥১২
তস্মাৎ পরিত্যজৈনাং ত্বং বিপক্ষস্তবসংহিতাম্।
বাচং পিতা সমস্তানাং গুরূণাং পরমো গুরুঃ ॥১৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

এবমেতন্মহাভাগাঃ শ্লাঘ্যমেতন্মহাকুলম্।
মরীচেঃ সকলেঽপ্যস্মিন্ ত্রৈলোক্যে
কোঽন্যথা বদেৎ ॥১৪
পিতা চ মম সর্ব্বস্মিন্ জগত্যুৎকৃষ্টচেষ্টিতঃ।
এতদপ্যবগচ্ছামি সত্যমত্রাপি নানৃতম্ ॥১৫
গুরূণামপি সর্ব্বেষাং পিতা পরমকো গুরুঃ।
যদুক্তং ভ্রান্তিরত্রাপি স্বল্পাপি হি ন বিদ্যতে ॥১৬
পিতা গুরুর্ন সন্দেহঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।
তত্রাপি নাপরাধ্যামীত্যেবং মনসি মে স্থিতম্ ॥১৭
যদেতৎ কিমনন্তেনেত্যুক্তং যুষ্মাভিরীদৃশম্।
কো ব্রবীতি যথাযুক্তং কিন্তু নৈতদ্ বচোঽর্থবৎ ॥১৮
ইত্যুক্ত্বা সোঽভবন্ মৌনী তেষাং গৌরবযন্ত্রিতঃ।
প্রহস্য চ পুনঃ প্রাহ কিমনন্তেন সাধ্বিতি ॥১৯
সাধু ভোঃ কিমনন্তেন সাধু ভো গুরবো মম।
শ্রূয়তাং যদনন্তেন যদি খেদং ন যাস্যথ ॥২০

বিষ অভিমন্ত্রিত করিয়া অন্নের সহিত ভক্ষণ করিলেন এবং ভক্ষণপূর্ব্বক অনন্তনাম উচ্চারণে নির্ব্বীর্য্য ঐ বিষকে বিনা বিকারে জীর্ণ করিয়া সুস্থচিত্ত থাকিলেন। তখন পাচকেরা মহৎ বিষকে জীর্ণ দর্শনে ভয়ত্রস্ত হইয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট গমন করত প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিল। সূদগণ কহিল,—হে দৈত্যরাজ! আমরা অতি ভীষণ বিষ দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার পুত্র প্রহ্লাদ অন্নের সহিত জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে দৈত্যপুরোহিতসকল! সদ্য সত্বর হও, সত্বর হও, তাহার বিনাশের নিমিত্ত অচিরে (অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা) কৃত্যা উৎপাদন কর।১-৯

পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর পুরোহিতগণ বিনয়ান্বিত প্রহ্লাদের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন,—হে আয়ুষ্মন্! ব্রহ্মার ত্রৈলোক্যবিখ্যাত কুলে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর তনয় হইয়া তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। দেবগণ, অনন্ত (বিষ্ণু) কিংবা অন্য কাহারও আশ্রয়ে তোমার কি প্রয়োজন? তোমার পিতা তোমার ও সর্ব্বলোকের আশ্রয়, তুমিও সেইরূপ হইবে; অতএব এই বিপক্ষস্তবযুক্ত বাক্য পরিত্যাগ কর। সমস্ত গুরুর মধ্যে পিতা পরম গুরু। প্রহ্লাদ কহিলেন,—মহাভাগসকল! এইরূপই বটে। মরীচির সকল কুলের মধ্যে এই মহাকুল শ্লাঘ্য। ত্রৈলোক্যে কে ইহার অন্যথা বলিতে পারে? আমার পিতা সমস্ত জগতে উৎকৃষ্ট কর্ম্মপরায়ণ ইহাও আমি জানি, এ কথা সত্য; মিথ্যা নয়। পিতা সমস্ত গুরুর পরমগুরু, আপনারা যাহা বলিবেন, সে বিষয়ে স্বল্পমাত্রও ভ্রান্তি নাই। পিতা যে গুরু এবং পরমযত্নে পূজনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর তাঁহার নিকট কোনও অপরাধ করিব না, আমারও মনে এইরূপ ধারণা। কিন্তু

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।
চতুষ্টয়মিদং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং কিমিদং বৃথা ॥২১
মরীচিমিশ্রৈর্দক্ষেণ তথৈবান্যৈরনন্ততঃ।
ধর্ম্মঃ প্রাপ্তস্তথৈবান্যৈরর্থঃ কামস্তথাপরৈঃ ॥২২
তৎ তত্ত্ববেদিনো ভূত্বা জ্ঞানধ্যানসমাধিভিঃ।
অবাপুর্ম্মুক্তিমপরে পুরুষা ধ্বস্তবন্ধনাঃ ॥২৩
সম্পদৈশ্বর্য্যমাহাত্ম্য-জ্ঞানসন্ততিকর্ম্মণাম্।
বিমুক্তেশ্চৈকতালভ্যং মূলমারাধনং হরেঃ ॥২৪
যতো ধর্ম্মার্থকামাখ্যং মুক্তিশ্চাপি ফলং দ্বিজাঃ।
তেনাপি হি কিমিত্যেবমনন্তেন কিমুচ্যতে ॥২৫
কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন ভবন্তো গুরবো মম।
বদন্তু সাধু বাসাধু বিবেকোঽস্মাকমল্পকঃ ॥২৬
পুরোহিতা ঊচুঃ।
দহ্যমানস্ত্বমস্মাভিরগ্নিনা বাল রক্ষিতঃ।
ভূয়ো ন বক্ষ্যসীত্যেবং নৈব জ্ঞাতোঽস্যবুদ্ধিমান্ ॥২৭
যদাস্মদ্বচনান্মোহগ্রাহং ন ত্যক্ষ্যতে ভবান্।
ততঃ কৃত্যাং বিনাশায় তব স্রক্ষ্যাম দুর্ম্মতে ॥২৮
প্রহ্লাদ উবাচ।
কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসন্ সাধু সমাচরন্ ॥২৯
পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তাস্তেন তে ক্রুদ্ধা দৈত্যরাজপুরোহিতাঃ।
কৃত্যামুৎপাদয়ামাসুর্জ্বালামালোজ্জ্বলাকৃতিম্ ॥৩০
অতিভীমা সমাগম্য পাদন্যাসক্ষতক্ষিতিঃ।
শূলেন সা সুসংক্রুদ্ধা তং জঘানাশু বক্ষসি ॥৩১
তৎ তস্য হৃদয়ং প্রাপ্য শূলং বালস্য দীপ্তিমৎ।
জগাম খণ্ডিতং ভূমৌ তত্রাপি শতধাগতম্ ॥৩২
যত্রানপায়ী ভগবান্ হৃদ্যাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
ভঙ্গো ভবতি বজ্রস্য তত্র শূলস্য কা কথা ॥৩৩
অপাপে তত্র পাপৈশ্চ পাতিতা তত্র যাজকৈঃ।
তানেব সা জঘানাশু কৃত্যা নাশং জগাম চ ॥৩৪

আপনারা যে বলিলেন,—অনন্তে কি হইবে, এ কথা দোষযুক্ত নহে, ইহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ এই বাক্য অর্থবৎ (যথার্থ) নহে।১০-১৮

ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাদের গৌরবকে মান্য করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। পরে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"অনন্তে কি হইবে?" এ কথাটিকে ধন্য! হে গুরুগণ! অনন্তে কি হয় বলিতেছেন—ইহা ধন্য! আপনাদিগকে ধন্য! যদি খেদ প্রাপ্ত না হন, তবে অনন্তে যাহা হয়, শ্রবণ করুন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষনামক চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ কথিত। যাঁহা হইতে এই চতুর্ব্বিধ লাভ হয়, তাহা হইতে কি হইবে—এ কি বৃথা কথা বলিতেছেন? অনন্ত হইতে দক্ষ, মরীচি ও মুখ্য অন্য ঋষিগণ ধর্ম্ম, অন্যেরা অর্থ এবং অপর ঋষিগণ কাম প্রাপ্ত হন। অপর অনেকে তাঁহার গুরুতর জ্ঞান ধ্যান সমাধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া ভববন্ধন ছেদন করত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হরির সহিত ঐক্যলাভ হইতে পারে, এমন আরাধনাই সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, মহাত্ম্য, জ্ঞান, সন্ততি, কর্ম্ম এবং বিমুক্তির মূল। হে দ্বিজগণ! যাহা হইতে ধর্ম্ম অর্থ ও কামনামক ফল এবং মুক্তি, সেই অনন্ত দ্বারা কি হইবে, ইহা কি বলিতেছেন? এ বিষয়ে অধিক বলিবার ফল কি? আপনারা আমার গুরু। সাধু বা অসাধু যাহা ইচ্ছা বলুন, আমার বিবেক অল্প। পুরোহিতগণ কহিলেন,—ওহে বালক! পুনর্ব্বার এরূপ বলিও না, আমরা তোমাকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে রক্ষা করিলাম, কিন্তু তুমি অবোধ, তাহা জানিতে পারিতেছ না। দুর্ম্মতে! আমাদের বাক্যে যদি মোহরূপী গ্রাহকে ত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমরা কৃত্যা সৃজন করিব। প্রহ্লাদ কহিলেন,—কে কাহাকে নষ্ট বা রক্ষা করে? অসৎ ও সৎ আচরণ করত আত্মাই আত্মাকে সংহার এবং রক্ষা করিয়া থাকেন।১৯-২৯

পরাশর কহিলেন,—তিনি ইহা বলিলে দৈত্যরাজের পুরোহিতেরা অগ্নিশিখাসমূহের মত উজ্জ্বলাকৃতি কৃত্যা

কৃত্যয়া দহ্যমানাংস্তান্ বিলোক্য স মহামতিঃ।
ত্রাহি কৃষ্ণেত্যনন্তেতি বদন্নভ্যবপদ্যত ॥৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ।

সর্ব্বব্যাপিন্ জগদ্রূপ জগৎস্রষ্ট জনার্দ্দন।
পাহি বিপ্রানিমানস্মাদ্ দুঃসহান্মন্ত্রপাবকাৎ ॥৩৬
যথা সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরুঃ।
বিষ্ণুরেব তথা সর্ব্বে জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥৩৭
যথা সর্ব্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানো ন পাবকম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ ॥৩৮
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দ্দিগ্‌গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি ॥৩৯
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন কচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ ॥৪০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তেন তে সর্ব্বে সংস্পৃষ্টাশ্চ নিরাময়াঃ।
সমুত্তস্থুর্দ্বিজা ভূয়স্তমূচুঃ প্রশ্রয়ান্বিতম্ ॥৪১

পুরোহিতা উচুঃ।

দীর্ঘায়ুরপ্রতিহতবল-বীর্য্যসমন্বিতঃ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যযুক্তো বৎস ভবোত্তম ॥৪২

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং ততো গত্বা যথাবৃত্তং পুরোহিতাঃ।
দৈত্যরাজায় সকলমাচচক্ষুর্মহামুনে ॥৪৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

উৎপাদন করিলেন। অতি ভীষণা ঐ কৃত্যা পাদন্যাসে ক্ষিতি ক্ষত বিক্ষত করিতে করিতে অতীব ক্রুদ্ধভাবে আসিয়া শূলের দ্বারা প্রহ্লাদকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। ঐ দীপ্তিমান্ শূল তাঁহার হৃদয়ে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড ও ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অনপায়ী ঈশ্বর ভগবান্ হরি যে হৃদয়ে বিদ্যমান, তথায় বজ্রও ভগ্ন হইয়া যায়, শূলের কথা কি? পাপিষ্ঠ যাজকেরা ঐ অপাপের প্রতি কৃত্যা পাতিত করায়, উহা তাহাদিগকেই সংহার করিয়া স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তাহাদিগকে কৃত্যা দ্বারা দগ্ধ হইতে দেখিয়া মহামতি প্রহ্লাদ "ত্রাহি কৃষ্ণ! ত্রাহি অনন্ত!" বলিতে বলিতে রক্ষণার্থ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে সর্ব্বব্যাপিন্! জগদ্‌গুরো! জগৎ-স্রজক! জনার্দ্দন! এই দুঃসহ মন্ত্র-পাবক হইতে এই বিপ্রগণকে রক্ষা কর। সর্ব্বব্যাপী জগদ্‌গুরু বিষ্ণু সর্ব্বভূতে অবস্থিত, অতএব এই পুরোহিত-সকল জীবিত হউন। আমি যেমন বিষ্ণুকে সর্ব্বগত মনে করিয়া অগ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছি, শত্রুপক্ষেও আমি সেইরূপ চিন্তা করিতেছি, পুরোহিতেরা জীবিত হউন। যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, যাহারা হস্তী দ্বারা আঘাত এবং সর্প সকল দ্বারা দংশন করাইয়াছিল, সে সকলেরই প্রতি আমি সমান মিত্রভাবাপন্ন, কাহারও অনিষ্টচিন্তা করি নাই। অদ্য সেই সত্যে অসুর-যাজকগণ জীবিত হউন। পরাশর কহিলেন,—ইহা বলিয়া তিনি স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণসকল নিরাময় হইয়া উঠিলেন এবং প্রশ্রয়ান্বিত (স্নেহপূর্ণ) ভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন,—বৎস! তুমি উত্তম, তুমি দীর্ঘায়ুঃ, অপ্রতিহত-বলবীর্য্য-সম্পন্ন এবং পুত্রপৌত্র ধন ঐশ্বর্য্যযুক্ত হও। পরাশর কহিলেন,—হে মহামুনে! পুরোহিতগণ তাঁহাকে ইহা বলিয়া দৈত্যরাজসমীপে গমনপূর্ব্বক যেমন ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সকল ঘটনা জ্ঞাপন করিলেন।৩০-৪৩

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রহ্লাদং প্রতি হিরণ্যকশিপোরুক্তিঃ, প্রহ্লাদস্য বিষ্ণুস্তবঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

হিরণ্যকশিপুঃ শ্রুত্বা তাং কৃত্যাং বিতথীকৃতাম্।
আহূয় পুত্রং পপ্রচ্ছ প্রভাবস্যাস্য কারণম্ ॥১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

প্রহ্লাদ সুপ্রভাবোঽসি কিমেতৎ তে বিচেষ্টিতম্।
এতম্মন্ত্রাদিজনিতমুতাহো সহজং তব ॥২

পরাশর উবাচ।

এবং পৃষ্টস্তদা পিত্রা প্রহ্লাদোঽসুরবালকঃ।
প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত ন বা নৈসর্গিকং মম।
প্রভাব এষ সামান্যো যস্য যস্যাচ্যুতো হৃদি ॥৪
অন্যেষাং যো ন পাপানি চিন্তয়ত্যাত্মনো যথা।
তস্য পাপাগমস্তাত হেত্বভাবান্ন বিদ্যতে ॥৫
কর্ম্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং করোতি যঃ।
তদ্‌বীজজন্ম ফলতি প্রভূতং তস্য চাশুভম্ ॥৬
সোঽহং ন পাপমিচ্ছামি ন করোমি বদামি বা।
চিন্তয়ন্ সর্বভূতস্থমাত্মন্যপি চ কেশবম্ ॥৭
শারীরং মানসং দুঃখং দৈবং ভূতভবং তথা।
সর্বত্র শুভচিত্তস্য তস্য মে জায়তে কুতঃ ॥৮
এবং সর্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যভিচারিণী।
কর্ত্তব্যা পণ্ডিতৈর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বভূতময়ং হরিম্ ॥৯

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স দৈত্যেন্দ্রঃ প্রাসাদশিখরে স্থিতঃ।
ক্রোধান্ধকারিতমুখঃ প্রাহ দৈতেয়কিঙ্করান্ ॥১০
দুরাত্মা ক্ষিপ্যতামস্মাৎ প্রাসাদাৎ শতযোজনাৎ।
গিরিপৃষ্ঠে পতত্বস্মিন্ শিলাভিন্নাঙ্গসংহতিঃ ॥১১

ঊনবিংশ অধ্যায়

[প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর উক্তি এবং প্রহ্লাদের বিষ্ণুস্তব।]

পরাশর কহিলেন,—হিরণ্যকশিপু সেই কৃত্যা বিফল হইয়াছে শুনিয়া পুত্রকে আহ্বান করত এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হিরণ্যকশিপু বলিল,—প্রহ্লাদ! তুমি অতি প্রভাবশালী, তোমার এ কি চেষ্টা! ইহা কি মন্ত্রাদিজনিত, না তোমার স্বাভাবিক? পরাশর কহিলেন,—পিতা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অসুর-বালক প্রহ্লাদ পিতার পদদ্বয়ে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—হে তাত! ইহা মন্ত্রাদি কৃত বা আমার স্বভাবসিদ্ধ নহে, যাহার যাহার হৃদয়ে অচ্যুত বাস করেন, ইহা তাহাদের সামান্য প্রভাব। যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় অন্যেরও অনিষ্ট চিন্তা করে না, হে পিতঃ! কারণঅভাবে তাহার পাপ (দুঃখ) আসিতে পারে না। যে ব্যক্তি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা পরপীড়া করে, তাহার সেই পরপীড়ারূপ বীজজাত প্রভূত অশুভ ফল ফলিয়া থাকে। সর্ব্বভূতস্থিত এবং আপনাতেও স্থিত কেশবকে চিন্তা করি, আমি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না,—কার্য্যে করি না বা কথায় বলি না। আমি যখন সর্ব্বত্র শুভচিত্ত, তখন আমার দৈব বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ কোথা হইতে জন্মিবে? হরিকে এইরূপ সর্ব্বভূতময় জানিয়া সর্ব্বভূতের প্রতিই অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য।১-৯

পরাশর কহিলেন,—প্রাসাদশিখরস্থিত সেই দৈত্য ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে মুখ অন্ধকার করিয়া দৈত্যকিঙ্করদিগকে

ততস্তং চিক্ষিপুঃ সর্ব্বে বালং দৈতেয়দানবাঃ।
পপাত সোঽপ্যধঃক্ষিপ্তো হৃদয়েনোদ্বহন্ হরিম্ ॥১২

পতমানং জগদ্ধাত্রী জগদ্ধাতরি কেশবে।
ভক্তিযুক্তং দধারৈনমুপসঙ্গম্য মেদিনী ॥১৩

ততো বিলোক্য তং স্বস্থমবিশীর্ণাস্থিপঞ্জরম্।
হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ শম্বরং মায়িনাং বরম্ ॥১৪

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

নাস্মাভিঃ শক্যতে হন্তুমসৌ দুর্ব্বুদ্ধিবালকঃ।
মায়াং বেত্তি ভবাংস্তস্মান্মায়য়ৈনং নিষূদয় ॥১৫

শম্বর উবাচ।

সূদয়াম্যেষ দৈত্যেন্দ্র পশ্য মায়াবলং মম।
সহস্রমাত্রং মায়ানাং যস্য কোটিশতং তথা ॥১৬

পরাশর উবাচ।

ততঃ স সসৃজে মায়াং প্রহ্লাদে শম্বরোঽসুরঃ।
বিনাশমিচ্ছন্ দুর্বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র সমদর্শিনি ॥১৭

সমাহিতমতির্ভূত্বা শম্বরোঽপি বিমৎসরঃ।
মৈত্রেয় সোঽপি প্রহ্লাদঃ সস্মার মধুসূদনম্ ॥১৮

ততো ভগবতা তস্য রক্ষার্থং চক্রমুত্তমম্।
আজগাম সমাজ্ঞপ্তং জ্বালামালিসুদর্শনম্ ॥১৯

তেন মায়াসহস্রং তৎ শম্বরস্যাশুগামিনা।
বালস্য রক্ষতা দেহমেকৈকশ্যেন সূদিতম্ ॥২০

সংশোষকং তথা বায়ুং দৈত্যেন্দ্রস্ত্বিদমব্রবীৎ।
শীঘ্রমেষ মমাদেশাৎ দুরাত্মা নীয়তাং ক্ষয়ম্ ॥২১

তথেত্যুক্ত্বা তু সোঽপ্যেনং বিবেশ পবনো লঘু।
শীতোঽতিরূক্ষঃ শোষায় তদ্দেহস্যাতিদুঃসহঃ ॥২২

তেনাবিষ্টমথাত্মানং স বুদ্ধা দৈত্যবালকঃ।
হৃদয়েন মহাত্মানং দধার ধরণীধরম্ ॥২৩

হৃদয়স্থস্ততস্তস্য তং বায়ুমতিভীষণম্।
পপৌ জনার্দ্দনঃ ক্রুদ্ধঃ স যযৌ পবনঃ ক্ষয়ম্ ॥২৪

ক্ষীণাসু সর্ব্বমায়াসু পবনে চ ক্ষয়ং গতে।
জগাম সোঽপি ভবনং গুরোরেব মহামতিঃ ॥২৫

কহিতে লাগিল,—দুরাত্মাকে এই শতযোজন প্রাসাদ হইতে নিক্ষেপ কর, গিরি-পৃষ্ঠে পতিত হউক এবং অঙ্গসন্ধি সকল শিলায় ভগ্ন হইয়া যাউক। তদনন্তর সমস্ত দৈত্যদানব বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তিনিও নিক্ষিপ্ত হইয়া হরিকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে অধঃপতিত হইতে লাগিলেন। জগতের ধাতা কেশবের প্রতি ভক্তিযুক্ত পতনশীল প্রহ্লাদকে জগদ্ধাত্রী পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অভগ্ন অস্থিপঞ্জর ও স্বস্থ দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মায়াবীদিগের শ্রেষ্ঠ শম্বরকে কহিল,—আমরা এই দুর্বুদ্ধি বালককে বধ করিতে পারিতেছি না, তুমি মায়া জান, ইহাকে মায়া দ্বারা বিনষ্ট কর। শম্বর কহিল,—হে দৈত্যেন্দ্র! ইহাকে বিনষ্ট করিতেছি, আমার মায়াবল দেখ, সহস্র কোটিশত মায়া আমার জানা আছে। পরাশর কহিলেন,—তদনন্তর দুর্বুদ্ধি শম্বরাসুর তাহাকে বিনাশ ইচ্ছা করিয়া সর্বত্র সমদর্শী প্রহ্লাদের প্রতি মায়া সৃষ্টি করিল। হে মৈত্রেয়! শম্বরের প্রতিও বিমৎসর সেই প্রহ্লাদ সমাহিতমতি হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করিলেন। তখন দীপ্তিমান্ উত্তম সুদর্শনচক্র ভগবানের আদেশে তাঁহার রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকের দেহ-রক্ষক সেই দ্রুতগামী চক্র দ্বারা শম্বরের সহস্রমায়া একে একে নষ্ট হইয়া গেল।১০-২০

দৈত্যেন্দ্র সংশোষক বায়ুকে বলিল,—আমার আজ্ঞায় শীঘ্র এই দুরাত্মাকে ক্ষয় কর। সেই শীতল অতিরুক্ষ ও তাহার দেহের পক্ষে অতিদুঃসহ পবনও "যথাজ্ঞা" এই কথা বলিয়া দেহশোষণের নিমিত্ত প্রহ্লাদের শরীরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। আপনাকে ঐ শোষক পবনে ব্যাপ্ত জানিতে পারিয়া দৈত্যবালক হৃদয়ে মহাত্মা ধরণীধর বিষ্ণুকে চিন্তা করিলেন। তাঁহার হৃদয়স্থ জনার্দ্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অতিভীষণ বায়ুকে পান করিয়া ফেলিলেন; সেই পবনও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। মায়াসকল ক্ষীণ ও পবন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ঐ মহামতি প্রহ্লাদও গুরু-গৃহে গমন করিলেন।২১-২৫

অহন্যহন্যথাচার্য্যো নীতিং রাজ্যফলপ্রদাম্ ।
গ্রাহয়ামাস তং বালং রাজ্ঞামুশনসা কৃতাম্ ॥২৬
গৃহীতনীতিশাস্ত্রং তং বিনীতঞ্চ যদা গুরুঃ ।
মেনে তদৈনং তৎপিত্রে কথয়ামাস শিক্ষিতম্ ॥২৭

আচার্য্য উবাচ ।

গৃহীতনীতিশাস্ত্রস্তে পুত্রো দৈত্যপতে কৃতঃ ।
প্রহ্লাদস্তত্ত্বতো বেত্তি ভার্গবেণ যদীরিতম্ ॥২৮

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

মিত্রেষু বর্ত্তেত কথমরিবর্গেষু ভূপতিঃ ।
প্রহ্লাদ ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথং চরেৎ ॥২৯
কথং মন্ত্রিষ্বমাত্যেষু বাহ্যেষ্বভ্যন্তরেষু চ ।
চারেষু চৌরবর্গেষু শঙ্কিতেষ্বিতরেষু চ ॥৩০
কৃত্যাকৃত্যবিধানেষু দুর্গাটবিকসাধনে ।
প্রহ্লাদ কথ্যতাং সম্যক্ তথা কণ্টকশোধনে ॥৩১
এতচ্চান্যচ্চ সকলমধীতং ভবতা যথা ।
তথা মে কথ্যতাং জ্ঞাতুং ভবেচ্ছামি মনোগতম্ ॥৩২

পরাশর উবাচ ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদৌ তদা প্রশ্রয়ভূষণঃ ।
প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যেন্দ্রং কৃতাঞ্জলিপুটস্তথা ॥৩৩

প্রহ্লাদ উবাচ ।

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম ॥৩৪
সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ ।
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥৩৫
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত মা ক্রুধঃ ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥৩৬
সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে ।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ॥৩৭
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥৩৮
তদেভিরলমত্যর্থং দুষ্টারম্ভোক্তিবিস্তরৈঃ ।
অবিদ্যান্তর্গতৈর্যত্নঃ কর্ত্তব্যস্তাত শোভনে ॥৩৯

অনন্তর আচার্য্য তাঁহাকে দিন দিন রাজাদিগের রাজ্যফলপ্রদায়িনী শুক্রাচার্য্য-প্রণীত নীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। গুরু যখন তাঁহাকে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং বিনীত বিবেচনা করিলেন, তখন তাঁহার পিতাকে "ইনি শিক্ষিত হইয়াছেন" বলিয়াছিলেন। আচার্য্য কহিলেন,—হে দৈত্যপতে! তোমার পুত্রকে নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করান হইয়াছে। ভার্গব (শুক্র) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রহ্লাদ যথাযথরূপে শিখিয়াছেন। হিরণ্যকশিপু কহিল,—হে প্রহ্লাদ! মিত্র, শত্রু ও মধ্যস্থের প্রতি তিনকালে (ক্ষয়, বৃদ্ধি ও সাধারণ সময়ে) ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? মন্ত্রী, মন্ত্রণা বিষয়ে বুদ্ধিদাতা অমাত্য, বাহিরে ও অভ্যন্তরের লোক, চর, চৌরবর্গ, শঙ্কিত (জয় করিয়া যাহাদিগকে দাসত্ব স্বীকার করান হইয়াছে) তাহাদিগের এবং অপর ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য ও বিধান বিষয়ে দুর্গ, আটবিক (অরণ্যবাসী)দিগের সম্বন্ধে সাধন অর্থাৎ বশীকরণ এবং কণ্টকশোধন অর্থাৎ চৌর বা গুপ্ত শত্রুদের প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়েই বা কিরূপ আচরণ করা উচিত? এই সকল এবং অন্যান্য তুমি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছ, তাহা আমাকে বল,—আমি তোমার মনোগত ভাব জানিতে ইচ্ছা করি।২৬-৩২

পরাশর কহিলেন,—বিনয়ভূষণ প্রহ্লাদ পিতার পদযুগলে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দৈত্যেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—গুরু আমাকে এ সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও গ্রহণ করিয়াছি, সংশয় নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায় এই সকল নীতি ভাল নহে। মিত্রাদির সাধন বা বশীকরণ বিষয়ে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড,—সমস্ত উপায়ই কথিত হইয়াছে। কিন্তু পিতঃ! ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই মিত্রদিগকেই দেখিতেছি না; হে মহাবাহো! সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? হে তাত! সর্ব্বভূতস্বরূপ জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্র অমিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে? ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে এবং অন্যত্র বিদ্যমান।

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়ামজ্ঞানাৎ তাত জায়তে।
বালোঽগ্নিং কিং ন খদ্যোতমসুরেশ্বর মন্যতে ॥৪০
তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্ ॥৪১
তদেতদবগম্যাহমসারং সারমুত্তমম্।
নিশাময় মহাভাগ প্রণিপত্য ব্রবীমি তে ॥৪২
ন চিন্তয়তি কো রাজ্যং কো ধনং নাভিবাঞ্ছতি।
তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥৪৩
সর্ব্ব এব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমাঃ।
তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ ॥৪৪
জড়ানামবিবেকানামসুরাণামপি প্রভো।
ভাগ্যভোগ্যানি রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি ॥৪৫
তস্মাদ্ যতেত পুণ্যেষু য ইচ্ছেন্মহতীং শ্রিয়ম্।
যতিতব্যং সমত্বে চ নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা ॥৪৬
দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্ ॥৪৭

এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥৪৮
এবং জ্ঞাতে স ভগবাননাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥৪৯

পরাশর উবাচ।

এতৎ শ্রুত্বা তু কোপেন সমুত্থায় বরাসনাৎ।
হিরণ্যকশিপুঃ পুত্রং পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ ॥৫০
উবাচ চ স কোপেন সামর্ষঃ প্রজ্বলন্নিব।
নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং হন্তুকামো জগদ্যথা ॥৫১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

হে বিপ্রচিত্তে হে রাহো হে বলৈষ মহার্ণবে।
নাগপাশৈর্দৃঢ়ৈর্বদ্ধা ক্ষিপ্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্ ॥৫২
অন্যথা সকলো লোকস্তথা দৈতেয়দানবাঃ।
অনুযাস্যন্তি মূঢ়স্য মতমস্য দুরাত্মনঃ ॥৫৩
বহুশো বারিতোঽস্মাভিরয়ং পাপস্তথাপরৈঃ।
স্তুতিং করোতি দুষ্টানাং বধ এবোপকারকঃ ॥৫৪

যেখানে সেখানেই সর্বত্র ইনি আমার মিত্র, পৃথক্ শত্রু আবার কোথায়? অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্তর্গত দুষ্ট উদ্যমের এই সকল বিষয়ে অধিক উক্তির ফল কি? হে তাত! শোভন (নিষ্কাম) আত্মবিদ্যায় যত্ন করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞানতাবশতঃ অবিদ্যাতে বিদ্যাবুদ্ধি জন্মে, হে তাত! অসুরেশ্বর! বালক কি খদ্যোত(জোনাকীপোকা)কে অগ্নি মনে করে না? ৩৩-৪০

যাহা বন্ধনের নিমিত্ত নহে, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; যাহা বিমুক্তির হেতু, সেই বিদ্যাই বিদ্যা; অপর কর্ম্ম আয়াসের নিমিত্ত হইয়া থাকে এবং অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্যমাত্র। হে মহাভাগ! আমি ইহা অসার জানিয়া উত্তম সারবিষয় প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কে রাজ্য চিন্তা না করে? কে ধনের বাঞ্ছা না করে? তথাপি যাহা ভবিতব্য, মনুষ্য সেই পরিমাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সকলেই মহত্ত্বলাভের উদ্যম করে, কিন্তু পুরুষের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে। প্রভো! জড় (নিশ্চেষ্ট) অবিবেকী নীতিহীন অসুরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্যভোগ ঘটে। এজন্য যে ব্যক্তি মহতী সম্পৎ বা নির্ব্বাণ ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্যকর্ম্ম এবং সমতার জন্য যত্ন করা উচিত। ভিন্নের ন্যায় স্থিত হইলেও "দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সর্প সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর রূপ" ইহা অবগত হইয়া সমস্ত স্থাবরজঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দেখা উচিত। যেহেতু এই বিষ্ণুই বিশ্বরূপধারী। এইরূপ জানিলে সেই ভগবান্ অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি প্রসন্ন হইলে সকল ক্লেশের ক্ষয় হয় ।৪১-৪৯

পরাশর কহিলেন,—হিরণ্যকশিপু ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া পুত্রের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিল এবং কোপে অসহিষ্ণু ও জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া জগৎ সংহার করিবার ইচ্ছাতেই যেন হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—হে বিপ্রচিত্তে! হে রাহো! হে বল! তোমরা ইহাকে দৃঢ়রূপে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া

পরাশর উবাচ।

ততস্তে সত্বরা দৈত্যা বদ্ধা তং নাগবন্ধনৈঃ।
ভর্ত্তৃরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য চিক্ষিপুঃ সলিলালয়ে ॥৫৫
ততশ্চচাল চলতা প্রহ্লাদেন মহার্ণবঃ।
উদ্বেলোঽভূৎ পরং ক্ষোভমুপেত্য চ সমন্ততঃ ॥৫৬
ভূর্লোকমখিলং দৃষ্ট্বা প্লাব্যমানং মহাম্ভসা।
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যানিদমাহ মহামতে ॥৫৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ।

দৈতেয়াঃ সকলৈঃ শৈলৈরত্রৈব বরুণালয়ে।
নিশ্ছিদ্রৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈশ্চীয়তামেষ দুর্ম্মতিঃ ॥৫৮
নাগ্নির্দহতি মৈবায়ং শস্ত্রৈশ্ছিন্নো ন চোরগৈঃ।
ক্ষয়ং নীতো ন বাতেন ন বিষেণ ন কৃত্যয়া ॥৫৯
ন মায়াভির্ন চৈবোচ্চাৎ পাতিতো ন চ দিগ্‌গজৈঃ।
বালোঽতিদুষ্টচিত্তোঽয়ং নানেনার্থোঽস্তি জীবতা ॥৬০
তদেষ তোয়ধাবত্র সমাক্রান্তো মহীধরৈঃ।
তিষ্ঠত্বব্দসহস্রান্তং প্রাণান্ হাস্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥৬১
ততো দৈত্যা দানবাশ্চ পর্ব্বতৈস্তং মহোদধৌ।
আক্রম্য চয়নং চক্রুর্যোজনানি সহস্রশঃ ॥৬২
স চিতঃ পর্ব্বতৈরন্তঃ সমুদ্রস্য মহামতিঃ।
তুষ্টাবাহ্নিকবেলায়ামেকাগ্রমতিরচ্যুতম্ ॥৬৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে ॥৬৪
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৬৫
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥৬৬

মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত কর, বিলম্ব করিও না। নতুবা সমস্ত লোক এবং দৈতেয় দানবেরা এই দুরাত্মার মত অবলম্বন করিবে। আমরা এবং অপরে বহুবার নিবারণ করিলেও এই পাপিষ্ঠবিষ্ণুর স্তুতি করিতেছে; দুষ্টদিগের বধই উপকারক। পরাশর কহিলেন,—তাহার পর সেই দৈত্যেরা প্রভুর আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক তাঁহাকে সত্বর নাগবন্ধনে বদ্ধ করিয়া সলিলালয়ে (সমুদ্রে) নিক্ষিপ্ত করিল। তদনন্তর প্রহ্লাদ বিচলিত হইলে মহাসমুদ্র চঞ্চল এবং ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে উদ্বেল হইয়া উঠিল। হে মহামতে! অখিল ভূর্লোক জলপুঞ্জে প্লাবিত দেখিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যদিগকে ইহা কহিতে লাগিল, হে দৈতেয়গণ! তোমরা সকলে (সমুদ্রে) নিশ্ছিদ্র পর্ব্বতসমূহ নিক্ষিপ্ত করিয়া এই দুর্ম্মতিকে সম্পূর্ণরূপে চাপা দাও। ইহাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারিতেছে না এবং সর্পদংশন, সংশোষক বায়ু, বিষ, কৃত্যা, মায়া দিগ্‌গজসমূহ দ্বারা কিংবা উচ্চ হইতে পতিত হইয়াও এ বিনাশ প্রাপ্ত হইল না, এই বালক অতি দুষ্টচিত্ত; ইহার জীবিত থাকায় ফল নাই। অতএব পর্ব্বতসকল দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সহস্র বৎসর এই সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত থাকুক, তাহা হইলে দুর্ম্মতি প্রাণত্যাগ করিবে। পরে দৈত্যদানবেরা তাঁহাকে আক্রমণপুর্ব্বক সহস্রযোজন স্থান পর্ব্বতে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।৫০-৬২

সেই মহামতি সমুদ্রমধ্যে পর্ব্বতাচ্ছাদিত থাকিয়া আহ্নিক বেলায় (প্রতিদিনের কর্ত্তব্য উপাসনা-ভোজন প্রভৃতি সময়ে) একাগ্রচিত্তে অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার; হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার; হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে তীক্ষ্ণচক্রিন্! তোমাকে নমস্কার; গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার; জগতের হিতস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার; গোবিন্দকে নমস্কার। বিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মা, পালন বিষয়ে বিষ্ণু এবং কল্পান্তবিষয়ে রুদ্র; এই ত্রিমূর্ত্তিমান্ তোমাকে নমস্কার। দেব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, সর্প, ভূমি, জল, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, বুদ্ধি, আত্মা,

দেবা যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা ॥৬৭
পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকা-সরীসৃপাঃ।
ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথা রসঃ ॥৬৮
রূপং গন্ধো মনো বুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ।
এতেষাং পরমার্থশ্চ সর্ব্বমেতৎ ত্বমচ্যুত ॥৬৯
বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্ ॥৭০
সমস্তকর্ম্মভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ।
ত্বমেব বিষ্ণো সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ ॥৭১
ময্যন্যত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্য-গুণসংসূচিকা প্রভো ॥৭২
ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্বিনঃ।
হব্য-কব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃদেবস্বরূপধৃক্ ॥৭৩
রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা-
স্তেষন্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্ ॥৭৪
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদিবিশেষণানা-
মগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি
তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥৭৫
সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর ॥৭৬
যাতীতাগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্ ॥৭৭
ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ ॥৭৮
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥৭৯
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে ॥৮০
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্।
তং সর্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমোঽস্তু পরমেশ্বরম্ ॥৮১
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ ॥৮২

(অহঙ্কার), কাল এবং সমস্ত গুণ। হে অচ্যুত! তুমিই এ সকলের পরমার্থ অর্থাৎ মূল কারণ। (এসকলের মধ্যে তুমিই পরম সত্যরূপে আছ)। তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অসত্য, বিষ ও অমৃত; তুমি বেদোক্ত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম। বিষ্ণো! তুমিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, কর্ম্মের উপকরণ, সর্ব্ব কর্ম্মের যাহা ফল, তাহাও তুমি। হে প্রভো! আমাতে ও সর্ব্বভূতে এবং ভুবনে তোমার ঐশ্বর্য্যগুণ দ্বারা তুমি ব্যাপিয়া রহিয়াছ।৬৩-৭২

যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করেন, যাজকগণ তোমাকেই পূজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতৃরূপ ধারণে হব্য ও কব্য ভোগ করিয়া থাক। হে ঈশ! এখানে তোমার মহৎরূপ রহিয়াছে—এই বিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড), এই জগৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ, তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ ভিন্ন ভিন্ন (জরায়ুজ প্রভৃতি) প্রাণিগণ তাহাদের মধ্যে তোমার অতীব সূক্ষ্মরূপ অন্তরাত্মা এবং তদপেক্ষাও পর যাহা সূক্ষ্মাদি বিশেষণের বিষয় নহে,—এমন যে কোনও অচিন্ত্য পরমাত্মরূপ আছে, সেই পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার। হে উৎপত্তিস্থান। সর্ব্বাত্মন্! সুরেশ্বর! সর্ব্বভূতের মধ্যে তোমার যে গুণের আধার অপরা অর্থাৎ জড়া শক্তি আছে, সেই শাশ্বতী প্রকৃতিকে নমস্কার। যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতি গুণাদিবিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান দ্বারা বেদ্য, সেই পরা ঈশ্বরী অর্থাৎ চিৎশক্তিকে বন্দনা করি। যাহার ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং যিনি অখিল জগতের বাহিরে থাকিয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার। যাহার নাম-রূপ নাই, যিনি অস্তিত্ব মাত্র দ্বারা উপলব্ধ হন, সেই মহাত্মাকে

যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥৮৩
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বং সর্বসংশ্রয়ঃ ॥৮৪
সর্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে ॥৮৫
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যং পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্ ॥৮৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

নমস্কার। দেবতারাও যাহার পরমরূপ দেখিতে না পাইয়া অবতাররূপে অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার। যে ঈশ অশেষ জগতের অন্তঃকরণে থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী (জ্ঞাতা) পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। এই জগৎ যাহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; সেই জগৎকারণ প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি রূপে ধ্যেয়। অব্যয়, এই বিশ্ব যাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে (বস্ত্রের সূত্র যেমন লম্বালম্বি টানা ও পোড়েন দুই ভাবে থাকে, তেমনই), সকলের আধারভূত সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; যিনি সর্ব্ব, তাঁহাকে নমস্কার; যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার। অনন্তের সর্ব্বব্যাপিত্বজন্য তিনিই আমি, আমা হইতে সমস্ত উৎপন্ন; আমিও সর্ব্বরূপে বর্ত্তমান এবং সনাতনরূপ আমাতেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে। আমিই সৃষ্টির পূর্ব্বে অক্ষয়, নিত্য ও সমস্ত জীবাত্মার অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মনামক পরমাত্মা এবং আমিই শেষে পরমপুরুষ।৭৩-৮৬

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীভগবত আবির্ভাবঃ, হিরণ্যকশিপুবধশ্চ।]

পরাশর উবাচ।
এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুমভেদেনাত্মনো দ্বিজ।
তন্ময়ত্বমবাপাগ্র্যং মেনে চাত্মানমচ্যুতম্ ॥১
বিসস্মার তথাত্মানং নান্যৎ কিঞ্চিদজানত।
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ পরমাত্মেত্যচিন্তয়ৎ ॥২
তস্য তদ্ ভাবনাযোগাৎ ক্ষীণপাপস্য বৈ ক্রমাৎ।
শুদ্ধেঽন্তঃকরণে বিষ্ণুস্তস্থৌ জ্ঞানময়োঽচ্যুতঃ ॥৩
যোগপ্রভাবাৎ প্রহ্লাদে জাতে বিষ্ণুময়েঽসুরে।
চলত্যুরগবন্ধৈস্তৈর্মৈত্রেয় ত্রুটিতং ক্ষণাৎ ॥৪

বিংশ অধ্যায়

[শ্রীভগবানের আবির্ভাব এবং হিরণ্যকশিপু বধ।]

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ! বিষ্ণুকে এইরূপে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রহ্লাদ আপনাকে অচ্যুত মনে করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কিছুই জানিতে পারেন নাই এবং আমিই অব্যয় অনন্ত পরমাত্মা এইরূপে চিন্তা করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবনাযোগে ক্রমে নিষ্পাপ (সমস্ত কর্ম্মবাসনারহিত)

ভ্রান্তগ্রাহগণঃ সোর্ম্মির্যযৌ ক্ষোভং মহার্ণবঃ।
চচাল চ মহী সর্ব্বা সশৈল-বন-কাননা ॥৫
স চ তং শৈলসম্পাতং দৈত্যৈর্ন্যস্তমথোপরি।
প্রক্ষিপ্য তস্মাৎ সলিলান্নিশ্চক্রাম মহামতিঃ ॥৬
দৃষ্ট্বা চ স জগদ্ ভূয়ো গগনাদ্যুপলক্ষণম্।
প্রহ্লাদোঽস্মীতি সস্মার পুনরাত্মানমাত্মনা ॥৭
তুষ্টাব চ পুনর্ধীমাননাদিং পুরুষোত্তমম্।
একাগ্রমতিরব্যগ্রো যতবাক্কায়মানসঃ ॥৮

প্রহ্লাদ উবাচ।

ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ স্থূল-সূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর।
ব্যক্তাব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন ॥৯
গুণাঞ্জন গুণাধার নির্গুণাত্মন্ গুণস্থির।
মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তে স্ফুটাস্ফুট ॥১০
করালসৌম্যরূপাত্মন্ বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত।
সদসদ্রূপ সদ্ভাব সদসদ্ভাবভাবন ॥১১
নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ ॥১২

যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো
যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতো-
র্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥১৩

পরাশর উবাচ।

তস্য তচ্চেতসো দেবঃ স্তুতিমিত্থং প্রকুর্ব্বতঃ।
আবির্ব্বভূব ভগবান্ পীতাম্বরধরো হরিঃ ॥১৪

হইলে, তাঁহার জ্ঞানময় শুদ্ধ অন্তঃকরণে অচ্যুত বিষ্ণু স্থিত হইয়াছিলেন। হে মৈত্রেয়! অসুর প্রহ্লাদ যোগপ্রভাবে বিষ্ণুময় হইলে, বিচলিত অবস্থায় ঐ নাগবন্ধনসকল ক্ষণমাত্রে ছিন্ন হইয়া গেল, ভ্রমণশীল জলজন্তু ও তরঙ্গযুক্ত মহাসমুদ্র চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং শৈলকানন সহিত সমস্ত বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহামতি প্রহ্লাদ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক উপরি নিক্ষিপ্ত ঐ শৈলসমূহ সরাইয়া সেই সলিল হইতে নির্গত হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার আকাশাদিরূপ জগৎ অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার আপনাকে "আমি প্রহ্লাদ" এইরূপ বিবেচনা করিলেন এবং বুদ্ধিমান্ প্রহ্লাদ একাগ্রমতি, অব্যগ্র এবং কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া পুনর্ব্বার অনাদি পুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পরমার্থ (জ্ঞানস্বরূপ)! তোমাকে নমস্কার। হে অর্থ (দৃশ্যরূপ)। তোমাকে নমস্কার। হে স্থূল (জাগ্রদ্দৃশ্যরূপ)! তোমাকে নমস্কার, হে সূক্ষ্ম। তোমাকে নমস্কার। হে ক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে অক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হে অব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হে কলাতীত (নিরবয়ব)! তোমাকে নমস্কার। হে সকল (সাবয়ব)! তোমাকে নমস্কার। হে ঈশ (নিয়ামক)! তোমাকে নমস্কার। হে নিরঞ্জন (নির্লেপ)! তোমাকে নমস্কার। হে গুণাঞ্জন (স্বকীয় সত্তা ও প্রকাশ দ্বারা গুণ সকলের অনুরঞ্জক)! তোমাকে নমস্কার। হে গুণাকর! তোমাকে নমস্কার। হে নির্গুণাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে গুণস্থির! তোমাকে নমস্কার। হে মূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার। হে অমূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার। হে মহামূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। হে সূক্ষ্মমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। হে স্ফুট (ভক্তগণের নিকট প্রকাশস্বরূপ)! তোমাকে নমস্কার। হে অস্ফুট! (অন্যের পক্ষে অপ্রকাশস্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার।১-১০

হে করালরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে সৌম্যরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে আত্মস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে বিদ্যা ও অবিদ্যার আলয়! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তোমাকে নমস্কার। হে সৎ ও অসৎরূপে (কার্য্য ও কারণের স্বরূপে) থাকিয়াও সৎরূপে (উভয়ের উৎপত্তি স্থানরূপে) বিরাজমান! তোমাকে নমস্কার; হে সদসদ্-ভাবভাবন! (কার্য্য-কারণের মূলস্বরূপ) তোমাকে নমস্কার। হে নিত্য ও

সসম্ভ্রমস্তমালোক্য সমুত্থায়াকুলাক্ষরম্ ।
নমোঽস্তু বিষ্ণবেত্যেতদ্ ব্যাজহারাসকৃদ্দ্বিজ ॥১৫

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব ।
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত ॥১৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুর্বতস্তে প্রসন্নোঽহং ভক্তিমব্যভিচারিণীম্ ।
যথাভিলষিতো মত্তঃ প্রহ্লাদ ব্রিয়তাং বরঃ ॥১৭

প্রহ্লাদ উবাচ ।

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥১৮
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী ।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥১৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়ি ভক্তিস্তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি ।
বরস্তু মত্তঃ প্রহ্লাদ ব্রিয়তাং যস্তবেপ্সিতঃ ॥২০

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ময়ি দ্বেষানুবন্ধোঽভূৎ সংস্তুতাবুদ্যতে তব ।
মৎপিতুস্তৎকৃতং পাপং দেব তস্য প্রণশ্যতু ॥২১
শস্ত্রাণি পাতিতান্যঙ্গে ক্ষিপ্তো যচ্চাগ্নিসংহতৌ ।
দংশিতশ্চোরগৈর্দত্তং যদ্বিষং মম ভোজনে ॥২২
বদ্ধা সমুদ্রে যৎ ক্ষিপ্তো যচ্চিতোঽস্মি শিলোচ্চয়ৈঃ ।
অন্যানি চাপ্যসাধূনি যানি যানি কৃতানি মে ॥২৩
ত্বয়ি ভক্তিমতো দ্বেষাদঘং তৎ সম্ভবঞ্চ যৎ ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রভো সদ্যস্তেন মুচ্যেত মে পিতা ॥২৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রহ্লাদ সর্বমেতৎ তে মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যতি ।
অন্যঞ্চ তে বরং দদ্মি ব্রিয়তামসুরাত্মজ ॥২৫

এই জগৎপ্রপঞ্চের আত্মরূপিন্! তোমাকে নমস্কার। হে নিষ্প্রপঞ্চ। তোমাকে নমস্কার। হে অমলাশ্রিত! (জ্ঞানিগণাশ্রিত!) তোমাকে নমস্কার! হে এক! তোমাকে নমস্কার। হে অনেক! তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। হে আদিকারণ! তোমাকে নমস্কার; যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও (যিনি চিন্ময় বলিয়া) প্রকটপ্রকাশ; যিনি সর্ব্বভূতস্বরূপ অথচ সর্ব্বভূত নহেন; যাহা হইতে এই বিশ্ব, কিন্তু যিনি বিশ্বের হেতু নহেন; সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার। পরাশর কহিলেন,—তিনি তদ্গতচিত্তে এইরূপ স্তব করিলে, দেব ভগবান্ পীতাম্বরধারী হরি আবির্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকনমাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া গদগদস্বরে "বিষ্ণুকে নমস্কার" এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—দেব! শরণাগতের দুঃখহারি-কেশব! প্রসন্ন হও, হে অচ্যুত! পুনশ্চ দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র কর। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—প্রহ্লাদ! তুমি স্থিরতর ভক্তি প্রকাশ করায় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আমার নিকট ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে নাথ অচ্যুত! যে যে সহস্র যোনিতে পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করি, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার সর্ব্বদা ঐকান্তিক ভক্তি হয়। অবিবেকী (বিষয়াসক্ত) লোকদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচলিত প্রীতি থাকে, তোমার স্মরণে আসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপসৃত না হউক; অথবা হে লক্ষ্মীপতে! তোমার স্মরণে একান্ত আবিষ্ট আমার হৃদয় হইতে সেই বিষয়-প্রীতি নির্গত হউক। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—প্রহ্লাদ! আমার প্রতি তোমার ভক্তি তো আছেই; পুনঃপুনর্জ্জন্মেও এইরূপ থাকিবে; সম্প্রতি যেরূপ অভিলাষ হয়, আমার নিকট হইতে সেইরূপ বর গ্রহণ কর।১১-২০

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে দেব! আমি তোমার স্তব করিতে উদ্যত হইলে, আমার পিতা আমার প্রতি দ্বেষ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার যে পাপ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হউক। তাঁহার আদেশে আমার যে অস্ত্রাঘাত করা হয়, আমি যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হই, সর্পেরা যে

প্রহ্লাদ উবাচ।

কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ বরেণানেন যৎ ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥২৬
ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি ॥২৭

শ্রীভগবানুবাচ।

যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্।
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণং পরমাপ্স্যসি ॥২৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে বিষ্ণুস্তস্য মৈত্রেয় পশ্যতঃ।
স চাপি পুনরাগম্য ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥২৯
তং পিতা মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য চ পীড়িতম্।
জীবসীত্যাহ বৎসেতি বাষ্পার্দ্রনয়নো দ্বিজ ॥৩০

প্রীতিমাংশ্চাভবৎ তস্মিন্নমুতাপি-মহাসুরঃ।
গুরুপিত্রোশ্চকারৈবং শুশ্রূষাং সোঽপি ধর্ম্মবিৎ ॥৩১
পিতর্য্যুপরতিং নীতে নরসিংহস্বরূপিণা।
বিষ্ণুনা সোঽপি দৈত্যানাং মৈত্রেয়াভূৎ পতিস্ততঃ ॥৩২
ততো রাজ্যদ্যুতিং প্রাপ্য কর্ম্মশুদ্ধিকরীং দ্বিজ।
পুত্র-পৌত্রাংশ্চ সুবহূনবাপ্যৈশ্বর্য্যমেব চ ॥৩৩
ক্ষীণাধিকারঃ স যদা পুণ্যপাপবিবর্জ্জিতঃ।
তদাসৌ ভগবদ্ধ্যানাৎ পরং নির্ব্বাণমাপ্তবান্ ॥৩৪
এবং প্রভাবো দৈত্যোঽসৌ মৈত্রেয়াসীন্মহামতিঃ।
প্রহ্লাদো ভগবদ্ভক্তো যং ত্বং মামনুপৃচ্ছসি ॥৩৫
যস্ত্বেতচ্চরিতং তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
শৃণোতি তস্য পাপানি সদ্যো গচ্ছন্তি সংক্ষয়ম্ ॥৩৬

আমাকে দংশন করে, আমার ভোজনে যে বিষ দেওয়া হয়, আমাকে যে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত ও পর্ব্বতসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করা হয় এবং আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইলে ঈর্ষাবশতঃ আমার প্রতি অন্যান্য যে সকল অসদ্ব্যবহার করা হইয়াছে; প্রভো! আপনার প্রসাদে যেন আমার পিতা সেই সকল কার্য্যে উৎপন্ন পাপ হইতে সদ্যই মুক্ত হন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—প্রহ্লাদ! আমার অনুগ্রহে তোমার এ সকলই সিদ্ধ হইবে। অসুরপুত্র! তোমাকে আরও এক বর দিতেছি,—প্রার্থনা কর। প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে ভগবন্! তোমার প্রসাদে তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি হইবে। এই বরেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রয়োজন কি? তুমি সমস্ত জগতের মূল, তোমার প্রতি যাহার স্থির ভক্তি থাকে, মুক্তি তাহার করস্থিত। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—তোমার অন্তঃকরণ আমার প্রতি যেরূপ নিশ্চল ও ভক্তিসমন্বিত হইয়াছে, তাহাতে আমার অনুগ্রহে তুমি পরম নির্ব্বাণ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইবে। পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! বিষ্ণু ইহা বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন এবং তিনিও পুনরায় আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। হে দ্বিজ! পিতা সেই পাষাণ দ্বারা পীড়িত পুত্রকে মস্তক আঘ্রাণ ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল,—বৎস! তুমি জীবিত আছ? ২১-৩০

মহাসুর হিরণ্যাক্ষ তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইল এবং আপনার অসদ্ব্যবহার মনে করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই ধর্ম্মজ্ঞ প্রহ্লাদও গুরু এবং পিতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর বিষ্ণু নৃসিংহ-স্বরূপ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিলে, প্রহ্লাদও দৈত্যদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। অতঃপর রাজ্যশ্রী লাভে তাহার দ্বারা তাঁহার কর্ম্মশুদ্ধি হইল, (রাজপালন ও ভোগ প্রভৃতির দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইল) ফলে বহু পুত্র, পৌত্র ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ভোগের প্রারব্ধকর্ম্মের অধিকার ক্ষীণ হওয়াতে পুণ্য ও পাপ উভয় বর্জ্জিত হইলেন। তখন ভগবদ্ধ্যান পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। হে মৈত্রেয়! তুমি যাহার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই ভগবদ্ভক্ত মহামতি দৈত্য প্রহ্লাদ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। যে ব্যক্তি সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের এই চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ সদ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মৈত্রেয়! মনুষ্য প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ বা শ্রবণ

অহোরাত্রকৃতং পাপং প্রহ্লাদচরিতং নরঃ।
শৃণ্বন্ পঠংশ্চ মৈত্রেয় ব্যপোহতি ন সংশয়ঃ ॥৩৭
পৌর্ণমাস্যামমাবস্যামষ্টম্যামথবা পঠন্।
দ্বাদশ্যাং বা তদাপ্নোতি গোপ্রদানফলং দ্বিজ ॥৩৮
প্রহ্লাদং সকলাপৎসু যথা রক্ষিতবান্ হরিঃ।
তথা রক্ষতি যস্তস্য শৃণোতি চরিতং সদা ॥৩৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে বিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিয়া অহোরাত্র-কৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন,—সংশয় নাই। হে দ্বিজ! পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, অষ্টমী কিংবা দ্বাদশীতে পাঠ করিলে, গো-প্রদানের ফল প্রাপ্ত হন। হরি প্রহ্লাদকে যেমন সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বদা তাঁহার চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগকেও এইরূপ রক্ষা করেন।৩১-৩৯

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

একবিংশঃ

[প্রহ্লাদবংশকথনম্।]

পরাশর উবাচ।

সংহ্লাদপুত্র আয়ুষ্মান্ শিবির্বাস্কল এব চ।
বিরোচনস্তু প্রাহ্লাদির্বলির্জজ্ঞে বিরোচনাৎ ॥১
বলেঃ পুত্রশতন্ত্বাসীদ্ বাণজ্যেষ্ঠং মহামুনে।
হিরণ্যাক্ষসুতাশ্চাসন্ সর্ব এব মহাবলাঃ ॥২
উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ ॥৩
অভবন্ দনুপুত্রাশ্চ দ্বিমূর্দ্ধা শঙ্করস্তথা।
অয়োমুখঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলঃ শম্বরস্তথা ॥৪
একচক্রো মহাবাহুস্তারকশ্চ মহাবলঃ।
স্বর্ভানুর্বৃষপর্ব্বা চ পুলোমা চ মহাবলঃ ॥৫
এতে দনোঃ সুতাঃ খ্যাতা বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
স্বর্ভানোস্তু প্রভা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥৬
উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকন্যকাঃ।
বৈশ্বানরসুতে চোভে পুলোমা কালকা তথা ॥৭

একবিংশ অধ্যায়

[প্রহ্লাদের বংশকথন।]

পরাশর কহিলেন,—সংহ্লাদের পুত্র আয়ুষ্মান, শিবি ও বাস্কল। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন। বিরোচন হইতে বলি জন্মগ্রহণ করেন। মহামুনে! বলির একশত পুত্র, তন্মধ্যে বাণ জ্যেষ্ঠ। উৎকুর, শকুনি, ভূতসন্তাপন, মহানাভ, মহাবাহু এবং কালনাভ নামে হিরণ্যাক্ষের যে সকল পুত্র হয়, ইহারা সকলেই মহাবল। দনুরও অনেকগুলি পুত্র হয়; দ্বিমূর্দ্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরা, কপিল, শম্বর, একচক্র, মহাবাহু, তারক, মহাবল, স্বর্ভানু, বৃষপর্ব্বা, মহাবল পুলোমা ও বীর্য্যবান্ বিপ্রচিত্তি,—ইহারা দনুর পুত্র বলিয়া খ্যাত। স্বর্ভানুর কন্যা প্রভা এবং বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা, উপদানবী ও হয়শিরা; ইহারা পরম রূপবতী বলিয়া খ্যাত। বৈশ্বানরের দুই কন্যা—পুলোমা ও কালকা। মহাভাগ্য-

উভে সুতে মহাভাগে মারীচেস্তু পরিগ্রহঃ।
তাভ্যাং পুত্রসহস্রাণি ষষ্টির্দানবসত্তমাঃ ॥৮
পৌলোমা কালকেয়াশ্চ মারীচতনয়াঃ স্মৃতাঃ।
ততোঽপরে মহাবীর্য্যা দারুণাস্ত্বতিনির্ঘৃণাঃ ॥৯
সিংহিকায়ামথোৎপন্না বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তথা।
ব্যংশঃ শল্যশ্চ বলবান্ নভশ্চৈব মহাবলঃ ॥১০
বাতাপির্নমুচিশ্চৈব ইল্বলঃ খসৃমস্তথা।
অঞ্জকো নরকশ্চৈব কালনাভস্তথৈব চ ॥১১
স্বর্ভানুশ্চ মহাবীর্য্যশ্চক্রযোধী মহাবলঃ।
এতে তে দানবাঃ শ্রেষ্ঠা দনুবংশবিবর্দ্ধনাঃ ॥১২
এতেষাং পুত্রপৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রহ্লাদস্য তু দৈত্যস্য নিবাতকবচাঃ কুলে ॥১৩
সমুৎপন্নাঃ সুমহতা তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
ষট্ সুতাঃ সুমহাসত্ত্বাস্তাম্রায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥১৪
শুকী শ্যেনী চ ভাসী চ সুগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা।
শুকী শুকানজনয়দুলুক-প্রত্যুলুককান্ ॥১৫
শ্যেনী শ্যেনাংস্তথা ভাসী ভাসান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্র্যপি
শুচ্যোদকান্ পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু ব্যজায়ত ॥১৬

অশ্বানুষ্ট্রান্ গর্দ্দভাংশ্চ তাম্রাবংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বৌ বিখ্যাতৌ গরুড়ারুণৌ ॥১৭
সুপর্ণঃ পততাং শ্রেষ্ঠো দারুণঃ পন্নগাশনঃ।
সুরসাং সহস্রন্তু সর্পাণামমিতৌজসাম্ ॥১৮
অনেকশিরসাং ব্রহ্মন্ খেচরাণাং মহাত্মনাম্।
কাদ্রবেয়াস্তু বলিনঃ সহস্রমমিতৌজসঃ ॥১৯
সুপর্ণবশগা ব্রহ্মন্ জজ্ঞিরে নৈকমস্তকাঃ।
তেষাং প্রধানভূতাস্তু শেষ-বাসুকি-তক্ষকাঃ ॥২০
শঙ্খঃ শ্বেতো মহাপদ্মঃ কম্বলাশ্বতরৌ তথা।
এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ॥২১
এতে চান্যে চ বহবো দন্দশূকা বিষোল্বণাঃ।
গণং ক্রোধবশং বিদ্ধি তস্যাঃ সর্ব্বে চ দংষ্ট্রিণঃ ॥২২
স্থলজাঃ পক্ষিণোঽব্জাশ্চ দারুণাঃ পিশিতাশনাঃ।
ক্রোধা তু জনয়ামাস পিশাচাংশ্চ মহাবলান্।
গাস্তু বৈ জনয়ামাস সুরভির্মহিষাংস্তথা ॥২৩
ইরা বৃক্ষ-লতা-বল্লীস্তৃণজাতীশ্চ সর্বশঃ।
খসা তু যক্ষ-রক্ষাংসি মুনিরপ্সরসস্তথা ॥২৪

শালিনী এই উভয় কন্যা মারীচ অর্থাৎ কশ্যপের ভার্য্যা; তাঁহাদের গর্ভে ষষ্টিসহস্র সন্তান জন্মে।১-৮

মারীচের এই সকল দানবশ্রেষ্ঠ পুত্রেরা পৌলোমা ও কালকেয় নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তদ্ভিন্ন বিপ্রচিত্তি হইতে সিংহিকার গর্ভে মহাবীর্য্য দারুণ ও অতি নিষ্ঠুর কতকগুলি পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম—ব্যংশ, শল্য, বলবান্ নভ, মহাবল বাতাপি, নমুচি, ইল্বল, খসৃম, অঞ্জক, নরক, কালনাভ, মহাবীর্য্য স্বর্ভানু ও মহাবল চক্রযোধী। এই দানবশ্রেষ্ঠসকল দনু-বংশবর্দ্ধনকারী। ইহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্রাদি জন্মে। সুমহৎ তপস্যা দ্বারা ভাবিতাত্মা (আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন) দৈত্য প্রহ্লাদের বংশে নিবাতকবচগণ সমুৎপন্ন হয়। তাম্র হইতে শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রী নামে সুমহাপ্রভাবা ছয় কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে শুকী শুক, পেচক ও কাকদিগকে প্রসব করে।৯-১৫

শ্যেনী শ্যেন সকলকে, ভাসী ভাসগণকে, গৃধ্রী গৃধ্রসমূহকে, শুচি জলচর পক্ষীদিগকে এবং সুগ্রীবী অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণকে প্রসব করে। এইরূপে তাম্রার বংশ কথিত হইল। বিনতার বিখ্যাত দুই পুত্র, গরুড় ও অরুণ। সুপর্ণ (গরুড়) পক্ষিগণের শ্রেষ্ঠ, দারুণ ও সর্পভোজী। হে ব্রহ্মন্! সুরসার গর্ভে অমিততেজস্বী বহুমস্তকবিশিষ্ট খেচর ও মহাপ্রভাবশালী সহস্র সর্পের জন্ম হয়। কদ্রুর গর্ভেও বলবান্ অমিত-তেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! ইহারাও অনেক মস্তকবিশিষ্ট ও গরুড়ের বশীভূত। তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকী, তক্ষক, শঙ্খ, শ্বেত, মহাপদ্ম, কম্বল, অশ্বতর, এলাপত্র, নাগ, কর্কোটক ও ধনঞ্জয়—এই সকল এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক উৎকটবিষাক্ত দংশনশীল সর্পেরাই প্রধান। ক্রোধবশার বংশীয়দিগের নাম "ক্রোধবশ" জানিবে। সকলেই দংষ্ট্রাযুক্ত; দারুণ ও মাংসাশী। মাংসাশী, দারুণ, স্থলজ

অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্বান্ সমজীজনৎ।
এতে কশ্যপদায়াদাঃ কীর্ত্তিতাঃ স্থাণু-জঙ্গমাঃ ॥২৫
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
এষ মন্বন্তরে সর্গো ব্রহ্মন্ স্বারোচিষে স্মৃতঃ ॥২৬
বৈবস্বতে চ মহতি বারুণে বিততে ক্রতৌ।
জুহ্বানস্য ব্রহ্মণো বৈ প্রজাসর্গ ইহোচ্যতে ॥২৭
পূর্বং যত্র তু সপ্তর্ষীন্ উৎপন্নান্ সপ্ত মানসান্।
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস স্বয়মেব পিতামহঃ ॥২৮
গন্ধর্ব-ভোগিদেবানাং-দানবানাঞ্চ সত্তম।
দিতির্বিনষ্টপুত্রা বৈ তোষয়ামাস কশ্যপম্ ॥২৯
তয়া চারাধিতঃ সম্যক্ কশ্যপস্তপতাং বরঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস সা চ বরে ততো বরম্ ॥৩০
পুত্রমিন্দ্রবধার্থায় সমর্থমমিতৌজসম্।
স চ তস্যৈ বরং প্রাদাদ্ ভার্য্যায়ৈ মুনিসত্তম ॥৩১
দত্ত্বা চ বরমত্যুগ্রং কশ্যপস্তামুবাচ হ।
শক্রং পুত্রো নিহন্তা তে যদি গর্ভং শরচ্ছতম্ ॥৩২
সমাহিতাতিপ্রয়তা শুচিনী ধারয়িষ্যসি।
ইত্যেবমুক্ত্বা তাং দেবীং সঙ্গতঃ কশ্যপো মুনিঃ ॥৩৩
দধার সা চ তং গর্ভং সম্যক্ শৌচসমন্বিতা।
গর্ভমাত্মবধার্থায় জ্ঞাত্বা তং মঘবানপি ॥৩৪
শুশ্রূষুস্তামথাগচ্ছদ্ বিনয়াদমরাধিপঃ।
তস্যাশ্চৈবান্তরং প্রেপ্সুরতিষ্ঠৎ পাকশাসনঃ ॥৩৫
ঊনে বর্ষশতে চাস্যা দদর্শান্তরমাত্মনা।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং দিতিঃ শয়নমাবিশৎ ॥৩৬
নিদ্রাঞ্চাহারয়ামাস তস্যাঃ কুক্ষিং প্রবিশ্য সঃ।
বজ্রপাণির্মহাগর্ভং চিচ্ছেদাথ স সপ্তধা ॥৩৭
স পাট্যমানো বজ্রেণ প্ররুরোদাতিদারুণম্।
মা রোদীরিতি তং শক্রঃ পুনঃ পুনরভাসত ॥৩৮

এবং জলজ পক্ষিগণও তাহা হইতে উৎপন্ন জানিবে। ক্রোধা মহাবল পিশাচদিগকেও প্রসব করে। সুরভি গো-মহিষ সকলকে প্রসব করেন। ইরা বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও সমস্ত তৃণজাতিকে, খসা যক্ষরক্ষোদিগকে, মুনি অপ্সরোগণকে এবং অরিষ্টা মহাতেজস্বী গন্ধর্ব্বগণকে প্রসব করে। এই স্থাবর জঙ্গম সকলেই কশ্যপের বংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।১৬-২৫

তাহাদের শত সহস্র পুত্র পৌত্র হইয়াছিল। হে ব্রহ্মন্! স্বারোচিষ মন্বন্তরে এইরূপ সৃষ্টি কথিত হয়। বৈবস্বত মন্বন্তরে বারুণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে, ব্রহ্মা তাহার হোম কার্য্য করিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার যেরূপ প্রজাসৃষ্টি হয়—বলিতেছি। পিতামহ পূর্ব্বে যে সপ্ত ঋষিকে মন হইতে উৎপাদন করেন, এক্ষণে তাহাদিগকে মানসপুত্ররূপে কল্পনা করিলেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্ব, সর্প, দেব ও দানবদিগের বিবাদে অনেক সন্তান বিনষ্ট হইলে, দিতি কশ্যপের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দিতি-কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ আরাধিত হইয়া তপস্বিশ্রেষ্ঠ কশ্যপ তাঁহাকে বরগ্রহণে প্রলোভিত করিলেন এবং তিনিও ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে, এমন একটী অমিততেজাঃ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। হে মুনিসত্তম! কশ্যপও সেই ভার্য্যাকে বর দিলেন এবং অতি উগ্র বরদান করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—যদি শ্রীবিষ্ণুধ্যান-পরায়ণা অতি পবিত্রা ও শৌচবতী * হইয়া তুমি শতবৎসর গর্ভ ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার পুত্র ইন্দ্রকে নিহত করিবে। কশ্যপ মুনি ইহা বলিয়া সেই দেবীর সহিত সঙ্গত হইলেন। তিনিও শৌচসমন্বিতা হইয়া সেই গর্ভধারণ করিলেন। অমরাধিপতি ইন্দ্র সেই গর্ভকে আপনার বধের কারণ

* শৌচাদি নিয়ম যথা,—"সন্ধ্যয়োর্নৈব ভোক্তব্যং গর্ভিণ্যা বরবর্ণিনি। ন স্নাতব্যং ন ভোক্তব্যং বৃক্ষমূলেষু সর্ব্বদা॥ বর্জ্জয়েৎ কলহং লোকে গাত্রভঙ্গং তথৈব চ। ন মুক্তকেশী তিষ্ঠেচ্চ নাশুচিঃ স্যাৎ কদাচন॥" গর্ভাবস্থায় শৌচের নিয়ম—উভয় সন্ধ্যায় (প্রাতঃ ও সায়ংকালে) গর্ভিণী ভোজন করিবে না। বৃক্ষমূলে স্নান ও ভোজন করিবে না। সর্ব্বদা কলহ বর্জ্জন করিবে। লোকসমক্ষে গাত্রভঙ্গ (আড়ামোড়া) বর্জ্জন করিবে। মুক্তকেশী (এলোচুলে) বা অশুচি হইয়া কখনও থাকিবে না।

সোঽভবৎ সপ্তধা গর্ভস্তমিন্দ্রঃ কুপিতঃ পুনঃ।
একৈকং সপ্তধা চক্রে বজ্রেণারিবিদারিণা ॥৩৯

মরুতো নাম দেবাস্তে বভূবুরতিবেগিনঃ।
যদুক্তং বৈ মঘবতা তেনৈব মরুতোঽভবন্।
দেবা একোনপঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ ॥৪০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে একবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

জানিয়া বিনীত ও শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া দিতির নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছায় (ছিদ্রান্বেষণতৎপর) হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ২৬-৩৫।

নবনবতি বৎসর পূর্ণ হইলে পর তিনি দিতির এই দোষ দেখিতে পাইলেন যে, দিতি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রিত হইলে ইন্দ্র বজ্রগ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাগর্ভকে সপ্তধা ছেদন করিলেন। সেই গর্ভ বজ্র দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া অতি দারুণ শব্দে রোদন করিতে লাগিল। শক্র (ইন্দ্র) তাহাকে "রোদন করিও না" এই কথা বারংবার বলিলেন। সেই গর্ভ সপ্ত খণ্ড হইল, ইন্দ্র কুপিত হইয়া শত্রুবিদারণ বজ্র দ্বারা সেই এক এক খণ্ডকে পুনর্ব্বার সপ্ত খণ্ড করিলেন। তাঁহারা মরুৎ নামে অতি বেগবান্ দেবগণ হইলেন। ইন্দ্র যে বলিয়াছিলেন,—"মা রোদীঃ" অর্থাৎ রোদন করিও না, তাহাতেই তাঁহারা মরুৎ নামে অভিহিত হইলেন; এই একোনপঞ্চাশৎ দেব বজ্রপাণির ইন্দ্রের সহায় হইলেন।৩৬-৪০

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীভগবতো বিষ্ণোশ্চতুর্বিধবিভূতিবর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

যথাভিষিক্তঃ স পৃথুঃ পূর্ব্বং রাজ্যে মহর্ষিভিঃ।
ততঃ ক্রমেণ রাজ্যানি দদৌ লোকপিতামহঃ ॥১
নক্ষত্র-গ্রহ-বিপ্রাণাং বীরুধাঞ্চাপ্যশেষতঃ।
সোমং রাজ্যেঽদধাদ্ ব্রহ্মা যজ্ঞানাং তপসামপি ॥২
রাজ্ঞাং বৈশ্রবণং রাজ্যে জলানাং বরুণং তথা।
আদিত্যানাং পতিং বিষ্ণুং বসূনামথ পাবকম্ ॥৩
প্রজাপতীনাং দক্ষস্তু বাসবং মরুতামপি।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ প্রহ্লাদমধিপং দদৌ ॥৪
পিতৄণাং ধর্ম্মরাজং তং যমং রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণামশেষাণাং পতিং দদৌ ॥৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর চারি প্রকার বিভূতির বর্ণনা।]

পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তদনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে সকলকে রাজ্যদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা চন্দ্রকে নক্ষত্র, গ্রহ, বিপ্র, নানাবিধ লতা, যজ্ঞ এবং তপস্যার রাজত্বে স্থাপিত করিলেন। অনন্তর কুবেরকে রাজাদিগের, বরুণকে জলের, বিষ্ণুকে আদিত্যগণের ও পাবককে বসুগণের রাজ্যে পতি করিলেন। দক্ষকে প্রজাপতিগণের,

পতত্রিণাঞ্চ গরুড়ং দেবানামপি বাসবম্।
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বৃষভন্ত গবামপি ॥৬
শেষস্তু নাগরাজানং মৃগাণাং সিংহমীশ্বরম্।
বনস্পতীনাং রাজানং প্লক্ষমেবাভ্যষেচয়ৎ ॥৭
এবং বিভজ্য রাজ্যানি দিশাং পালাননন্তরম্।
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা স্থাপয়ামাস সর্বতঃ ॥৮
পূর্ব্বস্যাং দিশি রাজানং বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ।
দিশঃ পালং সুধন্বানং সুতং বৈ সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥৯
দক্ষিণস্যাং দিশি তথা কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
পুত্রং শঙ্খপদং নাম রাজানং সোঽভ্যষেচয়ৎ ॥১০
পশ্চিমস্যাং দিশি তথা রজসঃ পুত্রমচ্যুতম্।
কেতুমন্তং মহাত্মানং রাজানমভিষিক্তবান্ ॥১১
তথা হিরণ্যরোমাণং পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
উদীচ্যাং দিশি দুর্দ্ধর্ষং রাজানমভ্যষেচয়ৎ ॥১২
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপত্তনা।
যথাপ্রদেশমদ্যাপি ধর্ম্মতঃ পরিপাল্যতে ॥১৩
এতে সর্বে প্রবৃত্তস্য স্থিতৌ বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ।
বিভূতিভূতা রাজানো যে চান্যে মুনিসত্তম ॥১৪

যে ভবিষ্যন্তি যে ভূতাঃ সর্বে ভূতেশ্বরা দ্বিজ।
তে সর্বে সর্বভূতস্য বিষ্ণোরংশা দ্বিজোত্তম ॥১৫
যে তু দেবাধিপতয়ো যে চ দৈত্যাধিপাস্তথা।
দানবানাঞ্চ যে নাথা যে নাথাঃ পিশিতাশিনাম্ ॥১৬
পশূনাং যে চ পতয়ঃ পতয়ো যে চ পক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ সর্পাণাং নাগানাঞ্চাধিপাশ্চ যে ॥১৭
বৃক্ষাণাং পর্বতানাঞ্চ গ্রহাণাঞ্চাপি যেঽধিপাঃ।
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ যে ভবিষ্যন্তি চাপরে ॥১৮
তে সর্বে সর্বতস্য বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবাঃ।
ন হি পাবনসামর্থ্যমৃতে সর্ব্বেশ্বরং হরিম্।
স্থিতৌ স্থিতং মহাপ্রাজ্ঞ ভবত্যন্যস্য কস্যচিৎ ॥১৯
সৃজত্যেষ জগৎসৃষ্টৌ স্থিতৌ পাতি সনাতনঃ।
হন্তি চৈবান্তকত্বে চ রজঃ-সত্ত্বাদিসংশ্রয়ঃ ॥২০
চতুর্ব্বিভাগঃ সংসৃষ্টৌ চতুর্দ্ধা সংস্থিতঃ স্থিতৌ।
প্রলয়ঞ্চ করোত্যন্তে চতুর্ভেদো জনার্দ্দনঃ ॥২১
একেনাংশেন ব্রহ্মাসৌ ভবত্যব্যক্তমূর্ত্তিমান্।
মরীচিমিশ্রাঃ পতয়ঃ প্রজানামন্যভাগতঃ ॥২২

ইন্দ্রকে মরুদ্‌গণের, প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবদিগের অধিপতি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যমকে পিতৃগণের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ঐরাবতকে অসংখ্য গজেন্দ্রের আধিপত্য দিলেন। গরুড়কে পক্ষিগণের, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের, বৃষভকে গোগণের, শেষকে নাগগণের, সিংহকে মৃগ(পশু)গণের, বটবৃক্ষকে বনস্পতিগণের এবং ইন্দ্রকে দেবগণের রাজা করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে রাজ্যসকল বিভাগ করিয়া অনন্তর দিক্‌পালগণকে সর্ব্বদিকে স্থাপিত করিলেন। তিনি বৈরাজ প্রজাপতির পুত্র সুধন্বাকে পূর্ব্বদিকে দিক্‌পাল নিযুক্ত করিলেন। কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র শঙ্খপদ রাজাকে দক্ষিণদিকে অভিষিক্ত করিলেন।১১০

রজের পুত্র অচ্যুত (চ্যুতিহীন) মহাত্মা কেতুমান্ রাজাকে পশ্চিমদিকে স্থাপন করিলেন এবং পর্জ্জন্য প্রজাপতির পুত্র দুর্দ্ধর্ষ রাজা হিরণ্যরোমাকে উত্তরদিকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি এই সপ্তদ্বীপা নগরসহিত সমস্ত পৃথিবীকে যথাপ্রদেশে (পূর্ব্ব-বিভাগানুসারে) ধর্ম্মানুসারে পরিপালন করিতেছেন। হে মুনিসত্তম। ইঁহারা এবং অন্য যে সকল রাজা আছেন, সকলেই পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত মহাত্মা বিষ্ণুর বিভূতি-স্বরূপ। হে দ্বিজোত্তম! যাঁহারা ভূতেশ্বর (অধিপতি) হইলেন এবং যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূত বিষ্ণুর অংশ। যাঁহারা দৈত্যাধিপতি, যাঁহারা দানব ও রক্ষোদিগের নাথ, যাঁহারা পশু ও পক্ষিগণের পতি, যাঁহারা মনুষ্য, নাগ বা সর্পগণের অধিপতি, যাঁহারা বৃক্ষ, পর্ব্বত ও গ্রহগণের অধিপ, যাঁহারা অতীত হইয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুর অংশসম্ভূত। হে মহাপ্রাজ্ঞ!

কালস্তৃতীয়স্তস্যাংশঃ সর্বভূতানি চাপরঃ।
ইত্থং চতুর্দ্ধা সংসৃষ্টৌ বর্ত্ততেঽসৌ রজোগুণঃ ॥২৩
একাংশেন স্থিতো বিষ্ণুঃ করোতি প্রতিপালনম্।
মন্বাদিরূপশ্চান্যেন কালরূপোঽপরেণ চ ॥২৪
সর্ব্বভূতেষু চান্যেন সংস্থিতঃ কুরুতে রতিম্।
সত্ত্বং গুণং সমাশ্রিত্য জগতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২৫
আশ্রিত্য তমসো বৃত্তিমন্তকালে তথা পুনঃ।
রুদ্রস্বরূপো ভগবানেকাংশেন ভবত্যজঃ ॥২৬
অগ্ন্যন্তকাদিরূপেণ ভাগেনান্যেন বর্ত্ততে।
কালস্বরূপো ভাগোঽন্যঃ সর্ব্বভূতানি চাপরঃ ॥২৭
বিনাশং কুর্বতস্তস্য চতুর্দ্ধৈবং মহাত্মনঃ।
বিভাগকল্পনা ব্রহ্মন্ কথ্যতে সার্বকালিকী ॥২৮
ব্রহ্মা দক্ষাদয়ঃ কালস্তথৈবাখিলজন্তবঃ।
বিভূতয়ো হরেরেতা জগতঃ সৃষ্টিহেতবঃ ॥২৯
বিষ্ণুর্মন্বাদয়ঃ কালঃ সর্বভূতানি চ দ্বিজ।
স্থিতের্নিমিত্তভূতস্য বিষ্ণোরেতা বিভূতয়ঃ ॥৩০
রুদ্র-কালান্তকাদ্যাশ্চ সমস্তাশ্চৈব জন্তবঃ।
চতুর্দ্ধা প্রলয়ায়ৈতে জনার্দ্দনবিভূতয়ঃ ॥৩১
জগদাদৌ তথা মধ্যে সৃষ্টিরাপ্রলয়াদ্ দ্বিজ।
ধাত্রা মরীচিমিশ্রৈশ্চ ক্রিয়তে জন্তুভিস্তথা ॥৩২
ব্রহ্মা সৃজত্যাদিকালে মরীচিপ্রমুখাস্ততঃ।
উৎপাদয়ন্ত্যপত্যানি জন্তবশ্চ প্রতিক্ষণম্ ॥৩৩
কালেন ন বিনা ব্রহ্মা সৃষ্টিনিষ্পাদকো দ্বিজ।
ন প্রজাপতয়ঃ সর্বে ন চৈবাখিলজন্তবঃ ॥৩৪
এবমেব বিভাগোঽয়ং স্থিতাবপ্যুপদিশ্যতে।
চতুর্দ্ধা দেবদেবস্য মৈত্রেয় প্রলয়ে তথা ॥৩৫
যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎসর্বং বৈ হরেস্তনুঃ ॥৩৬

পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত সর্ব্বেশ্বর হরি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পালনসামর্থ্য নাই।১১-১৯

এই সনাতন বিষ্ণু সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টিবিষয়ে সৃজন, স্থিতিবিষয়ে পালন এবং প্রলয়কালে সংহার করিয়া থাকেন। জনার্দ্দন সৃষ্টি-বিষয়ে চতুর্বিভাগ, পালনবিষয়ে চতুঃপ্রকারে অবস্থিত থাকিয়া এবং অন্তেও চতুর্ভেদ হইয়া প্রলয় করেন। এই অব্যক্ত মূর্ত্তিমান্ এক অংশ দ্বারা ব্রহ্মা, অন্যভাগে মরীচিপ্রধান প্রজাপতি হন, তাঁহার তৃতীয় অংশ কাল এবং অপর অংশ সর্ব্ব ভূত। এই রজোগুণস্থিত বিষ্ণু সংসৃষ্টিবিষয়ে এইরূপে চতুঃপ্রকারে বর্ত্তমান থাকেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু স্থিতিবিষয়ে সত্ত্বগুণ সমাশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা প্রতিপালন করেন, অন্য অংশে মন্বাদি রূপ, অপর অংশে কালরূপ এবং অন্য অংশে সর্ব্বভূতে স্থিত হইয়া ক্রীড়া করেন। ভগবান্ অজ বিষ্ণু অন্তকালে আবার তমোবৃত্তি আশ্রয় করিয়া এক অংশ দ্বারা রুদ্ররূপ হন, অন্য ভাগ দ্বারা অগ্নি অন্তকাদিরূপে বর্ত্তমান থাকেন; তাঁহার অন্য ভাগ কালস্বরূপ এবং অপর অংশ সর্ব্ব ভূত। হে ব্রহ্মন্! বিনাশকারী সেই মহাত্মার এইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সমস্ত কালে চারপ্রকার বিভাগ-কল্পনা কথিত হয়। ব্রহ্মা দক্ষাদি প্রজাপতি কাল এবং অখিল জন্তু, হরির এই সকল বিভূতি জগতের সৃষ্টির হেতু।২০-২৯

হে দ্বিজ! বিষ্ণুই মন্বাদি, কাল এবং সর্ব্বভূত; স্থিতির নিমিত্ত বিষ্ণুর এই সকল বিভূতি। রুদ্র, কাল, অন্তকাদি এবং সমস্ত জন্তু, জনার্দ্দনের এই চার প্রকার বিভূতি প্রলয়ের নিমিত্ত হয়। হে দ্বিজ! জগতের আদিতে এবং মধ্যে ব্রহ্মা, মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ ও জন্তুগণ প্রলয় পর্য্যন্ত অনুক্ষণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আদিকালে ব্রহ্মা সৃজন করেন, তদনন্তর মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ ও জন্তুগণ প্রলয় পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আদিকালে ব্রহ্মা সৃজন করেন, তদনন্তর মরীচিপ্রমুখ মহর্ষিগণ, পরে জন্তুগণও প্রতিক্ষণ অপত্য উৎপাদন করেন। হে দ্বিজ! ব্রহ্মা, প্রজাপতিগণ এবং অখিল জন্তু সকলেই কাল ব্যতিরেকে সৃষ্টিনিষ্পাদক হইতে পারেন না। হে মৈত্রেয়! পালন বিষয়েও দেবদেবের এইরূপ চারপ্রকার

হন্তি বা যৎ ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ ভূতঃ স্থাবর-জঙ্গমম্।
জনার্দ্দনস্য তদ্ রৌদ্রং মৈত্রেয়ান্তকরং বপুঃ ॥৩৭
এবমেব জগৎস্রষ্টা জগৎপাতা তথৈব চ।
জগদ্ভক্ষয়িতা চেশঃ সমস্তস্য জনার্দ্দনঃ ॥৩৮
সর্গস্থিত্যন্তকালেষু ত্রিধৈবং সংপ্রবর্ত্ততে।
গুণপ্রবৃত্ত্যা পরমং পদং তস্যাগুণং মহৎ ॥৩৯
তত্ত্বজ্ঞানময়ং বাপি স্বয়ংবেদ্যমনৌপমম্।
চতুঃপ্রকারং তদপি স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥৪০

মৈত্রেয় উবাচ।

চতুঃপ্রকারতাং তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে।
মমাচক্ষ্ব যথান্যায়ং যদুক্তং পরমং পদম্ ॥৪১

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় কারণং প্রোক্তং সাধনং সর্ব্ববস্তুষু।
সাধ্যঞ্চ বস্ত্বভিমতং যৎ সাধয়িতুমাত্মনঃ ॥৪২
যোগিনো মুক্তিকামস্য প্রাণায়ামাদিসাধনম্।
সাধ্যঞ্চ পরমং ব্রহ্ম পুনর্নাবর্ত্ততে যতঃ ॥৪৩
সাধনালম্বনং জ্ঞানং মুক্তয়ে যোগিনো হি যৎ।
স ভেদং প্রথমস্তস্য ব্রহ্মভূতস্য বৈ মুনে ॥৪৪
যুঞ্জতঃ ক্লেশমুক্ত্যর্থং সাধ্যং যদ্ব্রহ্মযোগিনঃ।
তদালম্বনবিজ্ঞানং দ্বিতীয়োঽংশো মহামুনে ॥৪৫
উভয়োস্ত্ববিভাগেন সাধ্য-সাধনয়োর্হি যৎ।
বিজ্ঞানমদ্বৈতময়ং তদ্ভাগোঽন্যো ময়োদিতঃ ॥৪৬
জ্ঞানত্রয়স্য চৈতস্য বিশেষো যো মহামুনে।
তন্নিরাকরণদ্বারা দর্শিতাত্মস্বরূপবৎ ॥৪৭
নির্ব্ব্যাপারমনাখ্যেয়ং ব্যাপ্তিমাত্রমনৌপমম্।
আত্মসম্বোধবিষয়ং সত্তামাত্রমলক্ষণম্ ॥৪৮
প্রশান্তমভয়ং শুদ্ধমবিভাব্যমসংশ্রিতম্।
বিষ্ণোর্জ্ঞানময়স্যোক্তং তজ্‌জ্ঞানং পরমং পদম্ ॥৪৯
তত্রান্যজ্ঞানরোধেন যোগিনো যান্তি যে লয়ম্।
সংসারকর্ষণোপ্তৌ তে যান্তি নির্বীজতাং দ্বিজ ॥৫০
এবংপ্রকারমমলং নিত্যং ব্যাপকমক্ষয়ম্।
সমস্তভেদরহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্ ॥৫১

বিভাগ কথিত হয় এবং প্রলয়েও সেইরূপ। হে দ্বিজ! যে কোন প্রাণী দ্বারা যাহা কিছু সৃষ্টি হয়, সেই সৃজ্য বস্তুর উৎপত্তিবিষয়ে তৎসমস্তই হরিরই তনু। কিংবা যে যাহা কিছু স্থাবরজঙ্গম ভূতকে কোথায়ও সংহার করে, হে মৈত্রেয়! তাহা জনার্দ্দনেরই অন্তকারী রৌদ্রশরীর। সকলের ঈশ্বরজনার্দ্দন এইরূপেই জগৎ সৃষ্টি, জগৎ পালন এবং জগদ্ ভক্ষণ (বিনাশ) করেন। তাঁহার অগুণ পরমপদ গুণের প্রবর্ত্তনা (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষোভ) দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকালে এইরূপ তিন প্রকারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপে প্রবৃত্ত হন। পরমাত্মার স্বরূপ অতুলনীয়, তত্ত্বজ্ঞানময় কিংবা স্বসংবেদ্য হইলেও উহা চতুঃপ্রকার।৩০-৪০

মৈত্রেয় কহিলেন,—হে মুনে! আপনি যে পরমপদের কথা বলিলেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর চতুঃপ্রকারতা আমাকে যথাবিধি বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়! সর্ব্ববস্তুর যাহা কারণ, তাহাকেই সাধন বলা যায় এবং যাহা সাধন করিবার নিমিত্ত নিজের অভিমত, তাহাই সাধ্য। মুক্তিকাম যোগীর সাধন,—প্রাণায়ামাদি; সাধ্য পরম ব্রহ্ম,—যাহা হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না। হে মুনে! সাধনের আলম্বন যে জ্ঞান যোগীর মুক্তির কারণ হয়, তাহাই সেই স্বরূপের প্রথম গ্রন্থি ভেদ। মহামুনে! ক্লেশ-মুক্তির নিমিত্ত যোগাভ্যাসকারী যোগীর সাধ্য যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে অবলম্বনপূর্ব্বক যে ব্রহ্ম বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞান, তাহা দ্বিতীয় অংশ। উভয় সাধ্য-সাধনের অবিভাগে (ঐক্যে) অদ্বৈতময় অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি, এইরূপ যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই অন্য বা তৃতীয় ভাগ বলিতেছি। এই জ্ঞানত্রয়ের যে বিশেষ (অর্থাৎ আমি সাধন করিতেছি। আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম,—এইরূপ যে পার্থক্য বোধ) তাহার নিরাকরণ (পরিহার) দ্বারা জ্ঞানময় বিষ্ণুর পরমপদ-নামক যে একপ্রকার জ্ঞান, তাহাই চতুর্থ বলিয়া উক্ত। তাহা আত্মার স্বরূপকে

তদ্ ব্রহ্ম পরমং যোগী যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।
অপুণ্য-পুণ্যোপরমে ক্ষীণক্লেশোঽতিনির্ম্মলঃ ॥৫২
দ্বে রূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতে ॥৫৩
অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।
একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ॥৫৪
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তদেতদখিলং জগৎ।
তত্রাপ্যাসন্নদূরত্বাদ্ বহুত্বস্বল্পতাময়ঃ ॥৫৫
জ্যোৎস্নাভেদোঽস্তি তচ্ছক্তেস্তদ্বন্মৈত্রেয় বিদ্যতে
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ ॥৫৬
ততশ্চ দেবা মৈত্রেয় ন্যূনা দক্ষাদয়স্ততঃ।
ততো মনুষ্যাঃ পশবো মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপাঃ।
ন্যূনা ন্যূনতরাশ্চৈব বৃক্ষগুল্মাদয়স্ততঃ ॥৫৭

তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলম্।
আবির্ভাব-তিরোভাব-জন্ম-নাশবিকল্পবৎ ॥৫৮
সর্ব্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোঽপরম্।
মূর্ত্তং যদ্‌যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ॥৫৯
সালম্বনো মহাযোগঃ সবীজো যত্র সংস্থিতঃ।
মনস্যব্যাহতে সম্যগ্ যুঞ্জতাং জায়তে মুনে ॥৬০
স পরঃ সর্ব্বশক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ।
মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব্বব্রহ্মময়ো হরিঃ ॥৬১
তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চৈবাখিলং জগৎ।
ততো জগজ্জগৎ তস্মিন্ স জগচ্চাখিলং মুনে ॥৬২
ক্ষরাক্ষরময়ো বিষ্ণুর্বিভর্ত্ত্যখিলমীশ্বরঃ।
পুরুষাব্যাকৃতময়ং ভূষণাস্ত্রস্বরূপবৎ ॥৬৩

দর্শন করাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোনরূপ ক্রিয়া নাই, অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশ (ব্যাপ্তি) মাত্র, অতুলনীয় আত্মবোধবিষয়ক সত্তামাত্র ।৪১-৪৮

হে দ্বিজ! অন্যজ্ঞানরোধ (অর্থাৎ অবিদ্যানাশ) দ্বারা যে যোগিগণ, তাঁহাতে (চতুর্থ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে) লীন হন, তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে কর্ষণ (গমনাগমন) বিষয়ে কর্ম্মফলরূপ বীজ নষ্ট হওয়ায় ইহার কোনও লক্ষণ নাই—শান্তিময়, ভয়শূন্য, চিন্তার অতীত ও অপরের আশ্রিত নহে এমন একটি অবস্থা। জ্ঞানময় বিষ্ণুর এইরূপ জ্ঞানই, তাঁহার পরম পদ। অর্থাৎ কর্মফলরূপ বীজ নষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না। নির্ম্মল, নিত্য, ব্যাপক, অবিনশ্বর ও সমস্ত ভেদরহিত বিষ্ণুনামক পরমপদ এই প্রকার। পাপ-পুণ্যের বিনাশ হইলে ক্ষীণক্লেশ ও অতি নির্ম্মল যোগী সেই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, যাঁহা হইতে আর পুনরাগমন হয় না। সেই ব্রহ্মের দুইরূপ,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। সেই ক্ষর ও অক্ষরস্বরূপ ঐ রূপদ্বয় সর্ব্বভূতে অবস্থিত। অক্ষর —সেই পরমব্রহ্ম; ক্ষর—এই সমস্ত জগৎ। এক স্থানে স্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তির বিকাশ এই অখিল জগৎ। হে মৈত্রেয়! নিকটে ও দূরে থাকার জন্য যেমন অগ্নির তেজের বাহুল্য ও অল্পতা ভেদ হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মশক্তিরও তারতম্য বিদ্যমান আছে।* হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—ইঁহারা প্রধান ব্রহ্মশক্তি। হে মৈত্রেয়! দেবগণ তাহা অপেক্ষা ন্যূন (হীনশক্তি); তাহা অপেক্ষা দক্ষাদি ন্যূন; মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি তদপেক্ষা ন্যূন ও ন্যূনতর, তদপেক্ষা ন্যূনতর হইল বৃক্ষ গুল্মাদি। হে মুনিবর! উপাধিনিবন্ধন আবির্ভাব, তিরোভাব বা জন্ম ও নাশবিশিষ্ট হইলেও সেই এই অখিল জগৎ বস্তুতঃ অক্ষর ও নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ। সর্ব্বশক্তিময় বিষ্ণু অপর ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি,—যাঁহাকে যোগিগণ সমাধির পূর্ব্বে যোগারম্ভে চিন্তা করেন ।৪৯-৫৯

হে মুনে! যোগিগণের মন যাঁহার প্রতি একাগ্র হইলে সালম্বন (ধ্যেয় বিষ্ণুর সহিত) এবং সবীজ (মন্ত্রজপাদি সহিত) মহাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ

* তারতম্য অর্থাৎ অবিদ্যারূপ আবরণের অল্পতা ও আধিক্য আছে, এইজন্য ব্রহ্মাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও বৃক্ষাদির মধ্যে হীনতা, বলা যায়।

মৈত্রেয় উবাচ।
ভূষণাস্ত্রস্বরূপস্থং যচ্চৈতদখিলং জগৎ।
বিভর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুস্তন্মম খ্যাতুমর্হসি ॥৬৪
পরাশর উবাচ।
নমস্কৃত্বাপ্রমেয়ায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
কথয়ামি যথাখ্যাতং বসিষ্ঠেন মমাভবৎ ॥৬৫
আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলম্।
বিভর্ত্তি কৌস্তুভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ ॥৬৬
শ্রীবৎসসংস্থানধরমনন্তে চ সমাশ্রিতম্।
প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে ॥৬৭
ভূতাদিমিন্দ্রিয়াদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ।
বিভর্ত্তি শঙ্খরূপেণ শার্ঙ্গরূপেণ চ স্থিতম্ ॥৬৮
বলস্বরূপমত্যন্তজবেনান্তরিতানিলম্।
চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করেস্থিতম্ ॥৬৯

পঞ্চরূপা তু যা মালা বৈজয়ন্তী গদাভৃতঃ।
সা ভূতহেতুসঙ্ঘাতা ভূতমালা চ বৈ দ্বিজ ॥৭০
যানীন্দ্রিয়াণ্যশেষাণি বুদ্ধিকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
শররূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥৭১
বিভর্ত্তি যচ্চাসিরত্নমচ্যুতোঽত্যন্তনির্ম্মলম্।
বিদ্যাময়ন্তু তজ্জ্ঞানমবিদ্যাকোশসংস্থিতম্ ॥৭২
ইত্থং পুমান্ প্রধানঞ্চ বুদ্ধ্যহঙ্কারমেব চ।
ভূতানি চ হৃষীকেশে মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
বিদ্যাবিদ্যে চ মৈত্রেয় সর্ব্বমেতৎ সমাশ্রিতম্ ॥৭৩
অস্ত্রভূষণসংস্থানস্বরূপং রূপবর্জ্জিতঃ।
বিভর্ত্তি মায়ারূপোঽসৌ শ্রেয়সে প্রাণিনাং হরিঃ ॥৭৪
সবিকারং প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈবাখিলং জগৎ।
বিভর্ত্তি পুণ্ডরীকাক্ষস্তদেবং পরমেশ্বরঃ ॥৭৫

যোগিগণের সমাধি জন্মে, হে মহাভাগ! ব্রহ্মের শক্তিসকলের মধ্যে সেই হরিই প্রধান; যেহেতু তিনিই মূর্ত্ত অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্ম; সুতরাং অতি নিকটবর্ত্তী এবং সর্ব্বময় (সম্পূর্ণ ব্রহ্মরূপ) অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ন্যায় তাঁহার অংশ নহেন। তাঁহাতে এই সমস্ত জগৎ ওতপ্রোত অর্থাৎ তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে অনুস্যূত। হে মুনে! তাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন ও তাঁহাতেই স্থিত এবং তিনিই জগৎ। কার্য্য-কারণাত্মক ঈশ্বর বিষ্ণু পুরুষ-প্রকৃতিময় অখিল জগৎকে ভূষণরূপে ও অস্ত্ররূপে ধারণ করিতেছেন। মৈত্রেয় কহিলেন,—ভগবান্ বিষ্ণু যে প্রকারে ভূষণ ও অস্ত্ররূপে এই অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন, তাহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন। পরাশর বলিলেন,—আমি, যিনি প্রমাজ্ঞানগম্য নহেন সেই প্রভাবশালী বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া বসিষ্ঠ আমাকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। ভগবান্ হরি এই জগতের সহিত নির্লেপ (সম্বন্ধশূন্য), গুণবর্জিত ও নির্ম্মল আত্মাকে অর্থাৎ শুদ্ধ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে কৌস্তুভমণি স্বরূপে ধারণ করিতেছেন। প্রধান (প্রকৃতি) শ্রীবৎসরূপে অনন্তের শরীরে আশ্রিত এবং বুদ্ধি মাধবের গদারূপে অবস্থিত। ঈশ্বর তামস ও রাজস অহঙ্কারকে যথাক্রমে শঙ্খ ও শার্ঙ্গ (ধনুরূপে) ধারণ করিতেছেন। বলস্বরূপ এবং বায়ু অপেক্ষাও বেগবান্ সাত্ত্বিক অহঙ্কারাত্মক মনকে বিষ্ণু হস্তস্থিত চক্রস্বরূপে ধারণ করেন।৬০-৬৯

হে দ্বিজ! গদাধরের পঞ্চরূপা অর্থাৎ মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্দ্রনীল ও হীরকসবর্ণা যে বৈজয়ন্তী নাম্নী মালা আছে, তাহাতে পঞ্চতন্মাত্র একত্র বাঁধা আছে এবং পঞ্চভূত মালাকারে রহিয়াছে। বুদ্ধি ও কর্ম্মাত্মক যে সকল ইন্দ্রিয় আছে, জনার্দ্দন তাহাদিগকে অসংখ্য শররূপে ধারণ করেন। অচ্যুত যে অতি নির্ম্মল অসিরত্ন ধারণ করেন, তাহা অবিদ্যা-কোশস্থিত বিদ্যাময় জ্ঞান। হে মৈত্রেয়! পুরুষ, প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ভূতগণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সমস্তই এইরূপে হৃষীকেশে আশ্রিত। এই রূপবিবর্জ্জিত হরি প্রাণিবর্গের মঙ্গলের নিমিত্ত মায়ারূপ হইয়া অস্ত্র ও ভূষণস্বরূপে আশ্রিত এই সমস্ত ধারণ করিতেছেন। অতএব

যা বিদ্যা যা তথাবিদ্যা যৎ সদ্ যচ্চাসদব্যয়ম্।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বভূতেশে মৈত্রেয় মধুসূদনে ॥৭৬
কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি-দিনর্ত্ত্বয়ন-হায়নৈঃ।
কলাস্বরূপো ভগবানপরো হরিরব্যয়ঃ ॥৭৭
ভূর্লোকোঽথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকো মুনিসত্তম।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং সপ্ত লোকা ইমে বিভুঃ ॥৭৮
লোকাত্মমূর্ত্তিঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বেষামপি পূর্বজঃ।
স্বাধারঃ সর্ববিদ্যানাং স্বয়মেব হরিঃ স্থিতঃ ॥৭৯
দেব-মানুষ-পশ্বাদিস্বরূপৈর্বহুভিঃ স্থিতঃ।
ততঃ সর্বেশ্বরোঽনন্তো ভূতমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্ ॥৮০
ঋচো যজূংসি সামানি তথৈবাথর্বণানি বৈ।
ইতিহাসোপবেদাস্তু বেদান্তেষু তথোক্তয়ঃ ॥৮১
বেদাঙ্গানি সমস্তানি মন্বাদিগদিতানি চ।
শাস্ত্রাণ্যশেষাণ্যাখ্যাতান্যনুবাদশ্চ যে কচিৎ ॥৮২
কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতদ্ বপুর্বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥৮৩
যানি মূর্ত্তান্যমূর্ত্তানি যান্যত্রান্যত্র বা কচিৎ।
সন্তি বৈ বস্তুজাতানি তানি সর্বাণি তদ্বপুঃ ॥৮৪

অহং হরিঃ সর্বমিদং জনার্দ্দনো-
নান্যৎ ততঃ কারণকার্য্যজাতম্।
ঈদৃঙ্মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগদা ভবন্তি ॥৮৫

ইত্যেষ তেঽংশঃ প্রথমঃ পুরাণস্যাস্য বৈ দ্বিজ।
যথাবৎ কথিতো যস্মিন্ শ্রুতে পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮৬
কার্ত্তিক্যাং পুষ্করস্নানে দ্বাদশাব্দেন যৎ ফলম্।
তদস্য শ্রবণাৎ সর্বং মৈত্রেয়াপ্নোতি মানবঃ ॥৮৭
দেবর্ষি-পিতৃ-গন্ধর্ব-যক্ষাদীনাঞ্চ সম্ভবম্।
ভবন্তি শৃণ্বতঃ পুংসো দেবাদ্যা বরদা মুনে ॥৮৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

পরমেশ্বর পুণ্ডরীকাক্ষ এইরূপে সবিকার (পরিণামযুক্তা) প্রকৃতি, পুরুষ ও অখিল জগৎ ধারণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! যাহা বিদ্যা, যাহা অবিদ্যা, যাহা অসৎ, যাহা সৎ ও যাহা অব্যয়, সে সকলই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর মধুসূদনে অবস্থিত। কলা, কাষ্ঠা, নিমেষাদি, দিন, ঋতু, অয়ন ও বৎসরবিশিষ্ট কালস্বরূপ নিত্য ভগবান্‌ও অপর হরি অর্থাৎ হরির রূপান্তর। মুনিসত্তম! ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক এবং মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সপ্ত লোকও সেই বিভু বিষ্ণু। পূর্ব্বজ সমস্ত লোক যাঁহার মূর্ত্তি, সেই হরি সর্ব্ববিদ্যার শোভন আধাররূপে স্থিত।৭০-৭৯

তদনন্তর নিরাকার সর্ব্বেশ্বর অনন্ত ভূতমূর্ত্তি (সাকার) হইয়া দেব, মানুষ ও পশু-আদি বহুবিধ রূপে অবস্থিত। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস (মহাভারতাদি), উপবেদ (আয়ুর্ব্বেদাদি), বেদান্ত-সমূহের উক্তি সকল, সমস্ত বেদাঙ্গ, মনু-আদির কথিত অশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণসমূহ, যে কোন অনুবাক (কল্পসূত্র প্রভৃতি), যাহা কিছু কাব্যালাপ এবং সঙ্গীত, এতৎ সমস্তই শব্দমূর্ত্তিধারী মহাত্মা বিষ্ণুর শরীর। কিংবা অন্যান্য যে কোন স্থানে যাহা কিছু সাকার ও নিরাকার বস্তু আছে, সে সমস্তই তাঁহার শরীর। "আমি হরি, এই সমস্ত জগৎ জনার্দ্দন, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্য-কারণ নাই" যাহার মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হয়, তাহার আর সংসারজনিত রাগদ্বেষ-শীতোষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজ্ঞানরূপ রোগ উৎপন্ন হয় না। হে দ্বিজ! বিষ্ণুপুরাণের এই প্রথম অংশ তোমাকে বলিলাম; যাহা শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপের মুক্তি হয়। দ্বাদশ বৎসর কার্ত্তিক মাসে পূর্ণিমা-তিথিতে পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে যে ফল হয়, হে মৈত্রেয়! মানব এই পুরাণশ্রবণে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয়। যে পুরুষ দেব, ঋষি, পিতৃ গন্ধর্ব্ব ও যক্ষাদির উৎপত্তি শ্রবণ করেন, দেবাদিগণ তাঁহাকে বরদান করিয়া থাকেন।৮০-৮৮

বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াংশঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং বিবরণম্, ভরতবংশকথনঞ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ

ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং মমৈতদখিলং ত্বয়া।
জগতঃ সর্গসম্বন্ধি যৎ পৃষ্টোঽসি গুরো ময়া ॥১
যোঽয়মংশো জগৎসৃষ্টিসম্বন্ধো গদিতস্ত্বয়া।
তত্রাহং শ্রোতুমিচ্ছামি ভূয়োঽপি মুনিসত্তম ॥২
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ স্বায়ম্ভুবস্য যৌ।
তয়োরুত্তানপাদস্য ধ্রুবঃ পুত্রস্ত্বয়োদিতঃ ॥৩
প্রিয়ব্রতস্য নৈবোক্তা ভবতা দ্বিজ সন্ততিঃ।
তামহং শ্রোতুমিচ্ছামি প্রসন্নো বক্তুমর্হসি ॥৪

পরাশর উবাচ।

কর্দ্দমস্যাত্মজাং কন্যামুপযেমে প্রিয়ব্রতঃ।
সম্রাট্ কুক্ষী চ তৎকন্যে দশপুত্রাস্তথাপরে ॥৫
মহাপ্রাজ্ঞা মহাবীর্য্যা বিনীতা দয়িতাঃ পিতুঃ।
প্রিয়ব্রতসুতাঃ খ্যাতাস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥৬
অগ্নীধ্রশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বপুষ্মান্ দ্যুতিমাংস্তথা।
মেধা মেধাতিথির্ভব্যঃ সবনঃ পুত্র এব চ ॥৭
জ্যোতিষ্মান্ দশমস্তেষাং সত্যনামা সুতোঽভবৎ।
প্রিয়ব্রতস্য পুত্রাণাং প্রখ্যাতো বলবীর্য্যতঃ ॥৮
মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্তু ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ।
জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো দধুঃ ॥৯
নির্ম্মমাঃ সর্ব্বকালন্তু সমস্তার্থেষু বৈ মুনে।
চক্রুঃ ক্রিয়া যথান্যায়মফলাকাঙ্ক্ষিণো হি তে ॥১০
প্রিয়ব্রতো দদৌ তেষাং সপ্তানাং মুনিসত্তম।
বিভজ্য সপ্ত দ্বীপানি মৈত্রেয় সুমহাত্মনাম্ ॥১১

প্রথম অধ্যায়

[প্রিয়ব্রতের পুত্রগণের বিবরণ ও ভরতের বংশকথন।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্ গুরো! আমি জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সকল আপনি সম্পূর্ণরূপে আমাকে বলিলেন।১

মুনিসত্তম! আপনি জগৎসৃষ্টি-সংক্রান্ত যে অংশের কথা বলিলেন, সেই বিষয় আমি পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি। স্বায়ম্ভুব মনুর যে দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, তাঁহাদের মধ্যে উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের বিষয় আপনি বলিয়াছেন। হে দ্বিজ! প্রিয়ব্রতের সন্তানের কথা আপনি বলেন নাই, আমি ইহা শুনিবার বাসনা করি, প্রসন্ন হইয়া তাহা বলুন। পরাশর বলিলেন—প্রিয়ব্রত কর্দ্দমের ঔরসজাতা কন্যাকে বিবাহ করেন; তাঁহার সম্রাট্ ও কুক্ষী নাম্নী দুই কন্যা এবং দশ পুত্র। প্রিয়ব্রতের পুত্রগণ অত্যন্ত জ্ঞানবান্, মহাবীর্য্য, বিনীত এবং পিতার প্রিয়পাত্র বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর;—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, বপুষ্মান, দ্যুতিমান্, মেধা, মেধাতিথি, ভব্য, সবন, পুত্র এবং দশম-পুত্র জ্যোতিষ্মান্। ইনি সত্যনামা অর্থাৎ নামের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট ও প্রিয়ব্রতের সকল পুত্রের মধ্যে বলবীর্য্যে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র,—এই তিন পুত্র মহাভাগ্যবান্ ও জাতিস্মর ছিলেন। ইঁহারা রাজ্যভোগে মনোযোগ করেন নাই,—যোগপরায়ণ হন। মুনে! তাঁহারা মমত্ববুদ্ধি রহিত হইয়া ও সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পরম এবং ফলের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ন্যায়ানুসারে ক্রিয়া করিতে লাগিলেন।২-১০

জম্বুদ্বীপং মহাভাগ সোঽগ্নীধ্রায় দদৌ পিতা।
মেধাতিথেস্তথা প্রাদাৎ প্লক্ষদ্বীপমথাপরম্ ॥১২
শাল্মলে চ বপুষ্মন্তং নরেন্দ্রমভিষিক্তবান্।
জ্যোতিষ্মন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥১৩
দ্যুতিমন্তঞ্চ রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশৎ।
শাকদ্বীপেশ্বরঞ্চাপি ভব্যঞ্চক্রে চ স প্রভুঃ ॥১৪
সবনং পুষ্করদ্বীপে রাজানং সমকারয়ৎ ॥১৫
জম্বুদ্বীপেশ্বরো যস্তু অগ্নীধ্রো মুনিসত্তম।
তস্য পুত্রা বভূবুস্তে প্রজাপতিসমা নব ॥১৬
নাভিঃ কিম্পুরুষশ্চৈব হরিবর্ষ ইলাবৃতঃ।
রম্যো হিরণ্বান্ ষষ্ঠশ্চ কুরুর্ভদ্রাশ্ব এব চ ॥১৭
কেতুমালস্তথৈবান্যঃ সাধুচেষ্টো নৃপোঽভবৎ।
জম্বুদ্বীপবিভাগাংশ্চ তেষাং বিপ্র নিশাময় ॥১৮
পিত্রা দত্তং হিমাহ্বন্তু বর্ষং নাভেস্তু দক্ষিণম্।
হেমকূটং তথা বর্ষং দদৌ কিম্পুরুষায় সঃ ॥১৯

তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরিবর্ষায় দত্তবান্।
ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুর্যত্র তু মধ্যগঃ ॥২০
নীলাচলাশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা।
শ্বেতং তদুত্তরং বর্ষং পিত্রা দত্তং হিরণ্বতে ॥২১
যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ।
মেরোঃ পূর্ব্বেণ যদ্ বর্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্ ॥২২
গন্ধমাদনবর্ষন্তু কেতুমালায় দত্তবান্।
ইত্যেতানি দদৌ তেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ স নরেশ্বরঃ ॥২৩
বর্ষেষ্বেতেষু তান্ পুত্রানভিষিচ্য স ভূমিপঃ।
শালগ্রামং মহাপুণ্যং মৈত্রেয় তপসে যযৌ ॥২৪
যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে।
তেষাং স্বাভাবিকী সিদ্ধিঃ সুখপ্রায়া হ্যযত্নতঃ ॥২৫
বিপর্য্যয়ো ন তেষ্বস্তি জরামৃত্যুভয়ং ন চ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ন তেষ্বাস্তাং নোত্তমাধম-মধ্যমাঃ ॥২৬
ন তেষ্বস্তি যুগাবস্থা ক্ষেত্রেষ্বষ্টাসু সর্ব্বদা।
হিমাহ্বং যস্য বৈ বর্ষং নাভেরাসীন্মহাত্মনঃ ॥২৭

হে মুনিসত্তম! মৈত্রেয়! প্রিয়ব্রত অবশিষ্ট সেই মহাত্মা সাত পুত্রকে সপ্তদ্বীপ বিভাগ করিয়া দিলেন। হে মহাভাগ! পিতা প্রিয়ব্রত অগ্নীধ্রকে জম্বুদ্বীপ দিলেন এবং মেধাতিথিকে প্লক্ষদ্বীপ প্রদান করেন। অনন্তর অপর পুত্র বপুষ্মানকে শাল্মলী দ্বীপে নরপতি করিয়া অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু (পিতা প্রিয়ব্রত) জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপে রাজা করিলেন। দ্যুতিমানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপে রাজত্ব করিতে আদেশ করিলেন। সেই প্রভু প্রিয়ব্রত ভব্যকে শাকদ্বীপের রাজা করিলেন এবং সবনকে পুষ্করদ্বীপে রাজা করাইলেন। হে মুনিসত্তম! জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীধ্রের নয় পুত্র হয়; তাঁহারা সকলেই প্রজাপতিতুল্য। তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্য, ষষ্ঠ, হিরণ্বান, কুরু এবং নবম ভদ্রাশ্ব। পরে কেতুমাল নামে অন্য এক সৎকর্মশালী রাজাও জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই সাধুচেষ্ট অর্থাৎ সৎকর্ম্মশালী রাজা হইয়াছিলেন। হে বিপ্র! জম্বুদ্বীপে তাঁহাদের বিভাগ শ্রবণ কর। পিতা অগ্নীধ্র নাভিকে দক্ষিণ হিমবর্ষ অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ ভারতবর্ষ দান করেন এবং তিনি কিম্পুরুষকে হেমকূটবর্ষ দিয়াছিলেন। হরিবর্ষকে তৃতীয় নৈষধবর্ষ দান করেন, ইলাবৃতকে মেরুর চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী স্থান (ইলাবৃতবর্ষ) প্রদান করিয়াছিলেন।১১-২০

পিতা অগ্নীধ্র নীলাচলের আশ্রিত বর্ষ রম্যকে দিলেন, তদুত্তরবর্ত্তী শ্বেতবর্ষ হিরণ্বানকে এবং শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরস্থ যে বর্ষ (শৃঙ্গবদ্‌বর্ষ), তাহা কুরুকে দিলেন, মেরুর পূর্ব্বভাগে যে বর্ষ, তাহা ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন এবং কেতুমালকে গন্ধমাদনবর্ষ দান করেন। সেই নরপতি অগ্নীধ্র সকল পুত্রকে এইরূপে এই সকল বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! সেই ভূপতি পুত্রদিগকে এই সকল বর্ষে অভিষিক্ত করিয়া তপস্যাচরণের নিমিত্ত মহাপুণ্য শালগ্রামতীর্থে গমন করেন। মহামুনে! (ভারতবর্ষ ব্যতীত) কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ, তথায় স্বভাবতঃ কার্য্যসিদ্ধি হয়, বিনা যত্নেই সুখভোগ ঘটে। সেই সকল বর্ষে (অসুখ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি) বিপর্য্যয়

তস্যর্ষভোঽভবৎ পুত্রো মেরুদেব্যাং মহাদ্যুতিঃ।
ঋষভাদ্ ভরতো জজ্ঞে জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্য সঃ ॥২৮
কৃত্বা রাজ্যং স্বধর্ম্মেণ তথেষ্ট্বা বিবিধান্ মখান্।
অভিষিচ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ভরতং পৃথিবীপতিম্ ॥২৯
তপসে স মহাভাগঃ পুলস্ত্যস্যাশ্রমং যযৌ।
বানপ্রস্থবিধানেন তত্রাপি কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩০
তপস্তেপে যথান্যায়ং যদা চ স মহীপতিঃ।
তপসা কর্ষিতোঽত্যর্থং কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥৩১
নগ্নো বীটাং মুখে দত্ত্বা মহাধ্বানং ততো গতঃ।
ততশ্চ ভারতং বর্ষমেতল্লোকেষু গীয়তে ॥৩২
ভরতায় যতঃ পিত্রা দত্তং প্রাতিষ্ঠতা বনম্।
সুমতির্ভরতস্যাভূৎ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥৩৩
কৃত্বা সম্যগ্ দদৌ তস্মৈ রাজ্যমিষ্টমখঃ পিতা।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীস্তু ভরতঃ স মহীপতিঃ ॥৩৪

যোগাভ্যাসরতঃ প্রাণান্ শালগ্রামেঽত্যজন্মুনে।
অজায়ত চ বিপ্রোঽসৌ যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥৩৫
মৈত্রেয় তস্য চরিতং কথয়িষ্যামি তে পুনঃ।
সুমতেস্তেজসস্তস্মাদিন্দ্রদ্যুম্নো ব্যজায়ত ॥৩৬
পরমেষ্ঠী ততস্তস্মাৎ প্রতিহারস্তদন্বয়ঃ।
প্রতিহর্ত্তেতি বিখ্যাত উৎপন্নস্তস্য চাত্মজঃ ॥৩৭
ভুবস্তস্মাৎ তথোদ্গীথঃ প্রস্তাবস্তৎসুতো বিভুঃ।
পৃথুস্ততোঽভবন্নক্তো নক্তস্যাপি গয়ঃ সুতঃ ॥৩৮
নরো গয়স্য তনয়স্তৎপুত্রোঽভূদ্ বিরাট্ ততঃ।
তস্য পুত্রো মহাবীর্য্যো ধীমাংস্তস্মাদজায়ত ॥৩৯
মহান্তস্তৎসুতশ্চাভূন্মনস্যুস্তস্য চাত্মজঃ।
ত্বষ্টা ত্বষ্টুশ্চ বিরজো রজস্তস্যাপ্যভূৎ সুতঃ ॥৪০
শতজিদ্ রজসস্তস্য জজ্ঞে পুত্রশতং মুনে।
বিশ্বগ্জ্যোতিঃ প্রধানাস্তে যৈরিমা বর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ॥৪১

নাই এবং জরা-মৃত্যুভয়ও নাই। সে সকল স্থানে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, উত্তম, অধম ও মধ্যম নাই। সেই অষ্টবর্ষে সর্ব্বদাই যুগাবস্থা অর্থাৎ যুগভেদে দেহাদির যে হ্রাসাদি হয়, তাহা নাই। যে মহাত্মা নাভির হিমবর্ষ ছিল, মেরুদেবীর গর্ভে তাঁহার ঋষভ নামে মহাতেজস্বী পুত্র হন; ঋষভ হইতে ভরত জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ঋষভের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। সেই মহাভাগ ঋষভ স্বধর্ম্মে রাজ্যপালন ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত বানপ্রস্থ-বিধানানুসারে তপস্যাচরণের জন্য পুলস্ত্যের আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেখানে নিশ্চিত হইয়া হইয়া যথানিয়মে তপস্যা করিতে লাগিলেন। যখন সেই মহীপতি তপস্যা দ্বারা অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া কৃশ হইয়া পড়িলেন এবং সমস্ত শিরা দৃষ্ট হইল, তখন মুখে একখণ্ড প্রস্তর দিয়া উলঙ্গবেশে মহাপ্রস্থানে গমন করেন। তদনন্তর এই স্থান লোকসমূহে ভারতবর্ষনামে কথিত, যেহেতু পিতা ঋষভ বানপ্রস্থানকালে ভরতকে উহা দিয়া যান। ভরতের সুমতি নামে একটী পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছিল।২১-৩৩

পিতা ভরত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানসহকারে সম্যক্ রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহাকে (সুমতিকে) রাজ্য দিয়াছিলেন; হে মুনে! সেই মহীপতি ভরত পুত্রকে রাজ্যলক্ষ্মী অর্পণ করিয়া শালগ্রামতীর্থে যোগাভ্যাসে রত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন; পরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া যোগিগণের শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে মৈত্রেয়! তাঁহার চরিত তোমাকে পুনর্ব্বার বলিব। তাহার পর সুমতির ঔরসে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে পরমেষ্ঠীর জন্ম হয়। তাহা হইতে প্রতিহার এবং প্রতিহারের প্রতিহর্ত্তা নামে বিখ্যাত এক পুত্র উৎপন্ন হন। প্রতিহর্ত্তা হইতে ভুব উৎপন্ন; ভুবের পুত্র উদ্গীথ, উদ্গীথের পুত্র নৃপতি প্রস্তাব। তাঁহা হইতে পৃথুর জন্ম। পৃথুর পুত্র নক্ত এবং নক্তের পুত্র গয়। গয়ের তনয় নর এবং তাঁহা হইতে বিরাট্ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাবীর্য্য হইতে ধীমান্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র মহান্তের আত্মজ মনস্যু, মনস্যুর পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিরাজ এবং বিরাজের পুত্র রজ। হে মুনে! রজের পুত্র

তৈস্তিদং ভারতং বর্ষং নবভাগৈরলঙ্কৃতম্।
তেষাং বংশপ্রসূতৈশ্চ ভুক্তেয়ং ভারতী পুরা ॥৪২
কৃতত্রেতাদিসর্গেণ যুগাখ্যা হ্যেকসপ্ততিঃ ॥৪৩
এষ স্বায়ম্ভুবঃ সর্গো যেনদং পূরিতং জগৎ।
বারাহে তু মুনে কল্পে পূর্ব্বমন্বন্তরাধিপঃ ॥৪৪
ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

শতজিৎ। শতজিতের একশত পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে বিশ্বগ্জ্যোতিঃ প্রধান। যে শত পুত্র দ্বারা এই সকল প্রজা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহারা এই ভারতবর্ষকে নবভাগে অলঙ্কৃত করিয়াছেন (নবভাগে বিভক্ত করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন)। তাঁহাদের বংশধরগণ পূর্ব্বে সত্য-ত্রেতাদি সৃষ্টিক্রমে একসপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত এই ভারতভূমি ভোগ করেন। হে মুনে! বরাহ-কল্পে স্বায়ম্ভুব মনু যখন প্রথম মন্বন্তরের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়ে এই বংশ অর্থাৎ প্রিয়ব্রতের বংশোৎপন্নেরা রাজা হইয়াছিলেন। (তদনন্তর স্বারোচিষ মন্বন্তর হইতে উত্তানপাদের বংশীয়দিগের আধিপত্য হয়।) এই স্বায়ম্ভুববংশের পুত্র-পরম্পরা দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়াছে।৩৪-৪৪

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ ঃ

[দ্বীপবর্ণনম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।

কথিতা ভবতা ব্রহ্মন্ সর্গাঃ স্বায়ম্ভুবস্য মে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তঃ সকলং মণ্ডলং ভুবঃ ॥১
যাবন্তঃ সাগরা দ্বীপাস্তথা বর্ষাণি পর্ব্বতাঃ।
বনানি সরিতঃ পুর্য্যো দেবাদীনাং তথা মুনে ॥২
যৎপ্রমাণমিদং সর্ব্বং যদাধারং যদাত্মকম্।
সংস্থানমস্য চ মুনে যথাবদ্বক্তুমর্হসি ॥৩

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতৎ সংক্ষেপাদ্ গদতো মম।
নাস্য বর্ষশতেনাপি বক্তুং শক্যো হি বিস্তরঃ ॥৪
জম্বূ-প্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥৫
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষু-সুরা-সর্পির্দধি-দুগ্ধ-জলৈঃ সমম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

[জম্বুদ্বীপের বর্ণনা]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার সমীপে স্বায়ম্ভুব মনুর বংশবর্ণনা করিলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকট সকল ভূমণ্ডলের বিবরণ শুনিতে বাসনা করি। হে মুনে! যতগুলি সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্ব্বত, বন ও নদী আছে, দেবতা প্রভৃতিদিগের যত পুরী আছে, তাহাদিগের এবং এই সমস্ত ভূমণ্ডলের পরিমাণ কত, তাহাদিগের আধার কি, উপাদান কি ও আকারই বা কিরূপ এবং ইহাদিগের স্থিতিই বা কিয়ৎ পরিমাণ? হে মুনে! যথাযথভাবে এই সকল আমাকে বলুন।১-৩

পরাশর কহিলেন,—মৈত্রেয়! এই সকল সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ শতবৎসরেও বলা যায় না। হে দ্বিজ! জম্বু, প্লক্ষ,

জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানামেতেষাং মধ্যসংস্থিতঃ।
তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কনকপর্ব্বতঃ ॥৭
চতুরশীতিসাহস্রো যোজনৈরস্য চোচ্ছ্রয়ঃ।
প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্ দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ ॥৮
মূলে ষোড়শসাহস্রো বিস্তারস্তস্য সর্বশঃ।
ভূপদ্মস্যাস্য শৈলেশঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥৯
হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্য দক্ষিণে।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ ॥১০
লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যৌ দশহীনাস্তথাপরে।
সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়াস্তাবদ্‌বিস্তারিণশ্চ তে ॥১১
ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্।
হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজ ॥১২
রম্যকঞ্চোত্তরে বর্ষং তস্যৈবানু হিরণ্ময়ম্।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥১৩
নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তম।
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণো মেরুরুচ্ছ্রিতঃ ॥১৪
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্তু নবসাহস্রবিস্তৃতম্।
ইলাবৃতং মহাভাগ চত্বারশ্চাত্র পর্ব্বতাঃ ॥১৫
বিষ্কম্ভা রচিতা মেরোর্যোজনাযুতমুচ্ছ্রিতাঃ ॥১৬
পূর্ব্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ।
বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্শ্বশ্চোত্তরে স্মৃতঃ ॥১৭
কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এব চ।
একাদশশতায়ামাঃ পাদপা গিরিকেতবঃ ॥১৮
জম্বূদ্বীপস্য সা জম্বূর্নামহেতুর্মহামুনে।
মহাগজপ্রমাণানি জম্ব্বাস্তস্যাঃ ফলানি বৈ ॥১৯
পতন্তি ভূভৃতঃ পৃষ্ঠে শীর্য্যমাণানি সর্ব্বতঃ।
রসেন তেষাং প্রখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ ॥২০

শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর,—এই সপ্ত দ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি দুগ্ধ এবং জল,—এই সপ্ত সমুদ্র দ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! জম্বুদ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। তাহারও মধ্যস্থলে সুবর্ণপর্ব্বত মেরু অবস্থিত। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন। অধোদিকে ষোড়শ সহস্র যোজন প্রবিষ্ট, উপরিভাগে দ্বাত্রিংশৎসহস্র যোজন বিস্তৃত এবং ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার ষোড়শ সহস্র যোজন। (সুতরাং) শৈলরাজ সুমেরু এই পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকা অর্থাৎ বীজকোশ-রূপে অবস্থিত।৪-৯

ইহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী—এই সকল বর্ষপর্ব্বত অর্থাৎ ভারতাদিবর্ষের সীমা নিরূপক পর্ব্বত আছে। মধ্যস্থ দুই পর্ব্বত (নীল ও নিষধ) পূর্ব্ব-পশ্চিমে লক্ষ যোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর দুই দুইটী দশাংশ দশাংশ ন্যূন অর্থাৎ হেমকূট ও শ্বেত নবতি নবতি সহস্র যোজন; হিমবান্ ও শৃঙ্গী একাশীতি একাশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ। তাহারা প্রত্যেকে দুই দুই সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তৃত। হে দ্বিজ! মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে (সমুদ্রতীরে) ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষবর্ষ এবং তদনন্তর হরিবর্ষ কথিত হয়। উত্তরদিকে রম্যক, তৎপরে হিরণ্ময় এবং তদনন্তর ভারতের ন্যায় অর্থাৎ ধনুরাকার উত্তর কুরুবর্ষ। হে দ্বিজসত্তম! ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতবর্ষও নবসহস্র যোজন, তাহার মধ্যে সুউচ্চ সুবর্ণপর্ব্বত মেরু বর্ত্তমান। মহাভাগ! সেই ইলাবৃতবর্ষ মেরুর চতুর্দ্দিকে নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকে ব্যাপিয়া চারিদিকে চারিটী পর্ব্বত আছে। ঈশ্বর কর্ত্তৃক মেরুর বিষ্কম্ভ অর্থাৎ ধারণার্থ শঙ্কুস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়া উহার চারিদিকে দশ দশ সহস্র যোজন উন্নত হইয়া ইহারা আছে। ঐ পর্ব্বত চারিটির মধ্যে পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্শ্বে বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব পর্ব্বত বিদ্যমান। সেই সকল পর্ব্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট—একাদশশত যোজন উচ্চ এই চারি বৃক্ষ পর্ব্বতের ধ্বজার ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। হে মহামুনে! সেই জম্বূই জম্বুদ্বীপ নাম হইবার কারণ।

সরিৎ প্রবর্ত্ততে সা চ পীয়তে তন্নিবাসিভিঃ।
ন স্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ ॥২১
তৎপানাৎ স্বচ্ছমনসাং জনানাং তত্র জায়তে।
তীরমৃৎ তদ্ রসং প্রাপ্য সুখবায়ু-বিশোষিতা।
জাম্বুনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধিভূষণম্ ॥২২
ভদ্রাশ্বং পূর্ব্বতো মেরোঃ কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
বর্ষে দ্বে তু মুনিশ্রেষ্ঠ তয়োর্ম্মধ্যে ইলাবৃতম্ ॥২৩
বনং চৈত্ররথং পূর্ব্বে দক্ষিণে গন্ধমাদনম্।
বৈভ্রাজং পশ্চিমে তদ্বদুত্তরে নন্দনং স্মৃতম্ ॥২৪
অরুণোদং মহাভদ্রমসিতোদং সমানসম্।
সরাংস্যেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্ব্বদা ॥২৫
শীতাম্ভশ্চক্রমুঞ্জশ্চ কুররী মাল্যবাংস্তথা।
বৈকঙ্কপ্রমুখা মেরোঃ পূর্ব্বতঃ কেশরাচলাঃ।
ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা ॥২৬
নিষধাদ্যা দক্ষিণতস্তস্য কেসরপর্ব্বতাঃ।
শিখিবাসাঃ সবৈদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ।
জারুধিপ্রমুখাস্তদ্বৎ পশ্চিমে কেসরাচলাঃ ॥২৭
মেরোরনন্তরাঙ্গেষু জঠরাদিষ্ববস্থিতাঃ।
শঙ্খকূটোঽথ ঋষভো হংসো নাগস্তথাপরঃ।
কালঞ্জরাদ্যাশ্চ তথা উত্তরে কেসরাচলাঃ ॥২৮
চতুর্দ্দশসহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী।
মেরোরুপরি মৈত্রেয় ব্রহ্মণঃ প্রথিতা দিবি ॥২৯
তস্যাঃ সমন্ততশ্চাষ্টৌ দিশাসু বিদিশাসু চ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং প্রখ্যাতাঃ প্রবরাঃ পুরঃ ॥৩০
বিষ্ণুপাদবিনিষ্ক্রান্তা প্লাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্।
সমন্তাদ্ ব্রহ্মণঃ পুর্য্যাং গঙ্গাং পততি বৈ দিবঃ ॥৩১
যা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্ধা প্রতিপদ্যতে।
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ বৈ ক্রমাৎ ॥৩২

সেই জম্বুর মহাগজপরিমিত ফলসকল পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইল, তাহাদের রসে সেখানে বিখ্যাত জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়াছে।১০-২০

সেই নদী গন্ধমাদন হইতে নির্গত হইতেছে, সেখানকার অধিবাসিগণ উহার জল পান করে। জম্বুনদীর জলে স্বেদ বা দৌর্গন্ধ্য নাই, এই জল পান করায় সেখানে লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ স্বচ্ছ হয়। তীরস্থ মৃত্তিকা, সুখস্পর্শ বায়ু দ্বারা বিশোষিত হইয়া জাম্বুনদ নামে সুবর্ণরূপে পরিণত হয়,—ইহা সিদ্ধগণের ভূষণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ। সুমেরুর পূর্ব্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং উত্তরে সেইরূপ নন্দনবন আছে। অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ এবং মানস এই চারিটী দেবভোগ্য সরোবর সর্ব্বদা মেরুর চারিদিকে রহিয়াছে। শীতাম্ভ, চক্রমুঞ্জ, কুররী, মাল্যবান্ এবং বৈকঙ্কপ্রমুখ এই সকল পর্ব্বত (ভূপদ্মের কর্ণিকা স্বরূপ) মেরুর পূর্ব্বদিকের কেশর। ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক এবং নিষধপ্রমুখ এই সকল পর্ব্বত তাহার দক্ষিণদিকের কেশর। শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন ও জারুধিপ্রমুখ এই সকল কেশরপর্ব্বত সেইরূপ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস, নাগ এবং কালঞ্জরপ্রমুখ এই সকল কেশরাচল উত্তরদিকে অবস্থিত। এই সমুদায় পর্ব্বত মেরুর অনন্তরাঙ্গে অর্থাৎ মূলসমীপস্থ অঙ্গে এবং জঠরাদিতে অবস্থিত রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! মেরুর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দশ সহস্র যোজন পরিমিত ব্রহ্মার বিখ্যাত মহাপুরী (ব্রহ্মপুরী) রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে ও চারি কোণে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুরী সকল আছে।২১-৩০

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন। সেই গঙ্গা সেখানে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইতেছেন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা; তন্মধ্যে সীতা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে গমন করিতেছেন, তদনন্তর তিনি ভদ্রাশ্ব নামক পূর্ব্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত

পূর্ব্বেণ শৈলাৎ সীতা তু শৈলং যাত্যন্তরিক্ষগা।
ততশ্চ পূর্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বেনৈতি সার্ণবম্ ॥৩৩
তথৈবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈত্য ভারতম্।
প্রযাতি সাগরং ভূত্বা সপ্তভেদা মহামুনে ॥৩৪
চক্ষুশ্চ পশ্চিমগিরীনতীত্য সকলাংস্ততঃ।
পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষং গত্বৈতি সাগরম্ ॥৩৫
ভদ্রা তথোত্তরগিরীনুত্তরাংশ্চ তথা কুরূন্।
অতীত্যোত্তরমম্ভোধিং সমভ্যেতি মহামুনে ॥৩৬
আনীলনিষধায়ামৌ মাল্যবদ্‌-গন্ধমাদনৌ।
তয়োর্মধ্যগতো মেরুঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥৩৭
ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা।
পত্রাণি লোকপদ্মস্য মর্য্যাদা শৈলবাহ্যতঃ ॥৩৮
জঠরো দেবকূটশ্চ মর্য্যাদাপর্বতাবুভৌ।
তৌ দক্ষিণোত্তরায়ামাবানীলনিষধায়তৌ ॥৩৯
গন্ধমাদন-কৈলাসৌ পূর্বপশ্চায়তাবুভৌ।
অশীতিযোজনায়ামাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥৪০
নিষধঃ পারিপাত্রশ্চ মর্য্যাদাপর্বতাবুভৌ।
মেরোঃ পশ্চিমদিগ্‌ভাগে যথা পূর্বৌ তথা স্থিতৌ ॥৪১
ত্রিশৃঙ্গো জারুধিশ্চৈব উত্তরৌ বর্ষপর্বতৌ।
পূর্বপশ্চায়তাবেতাবর্ণবান্তর্ব্যবস্থিতৌ ॥৪২
ইত্যেতে মুনিবর্য্যোক্তা মর্য্যাদাপর্বতাস্তব।
জঠরাদ্যাঃ স্থিতা মেরোস্তেষাং দ্বৌ দ্বৌ চতুর্দ্দিশম্ ॥৪৩
মেরোশ্চতুর্দ্দিশঃ যে তু প্রোক্তাঃ কেসরপর্বতাঃ।
শীতান্তাদ্যা মুনে তেষামতীব হি মনোরমাঃ ॥৪৪
শৈলানামন্তরে দ্রোণ্যঃ সিদ্ধ-চারণসেবিতাঃ।
সুরম্যাণি তথা তাসু কাননানি পুরাণি চ ॥৪৫
লক্ষ্মী-বিষ্ণ্বগ্নি-সূর্য্যাদিদেবানাং মুনিসত্তম।
তাস্বায়তনবর্ষাণি জুষ্টানি বরকিন্নরৈঃ ॥৪৬
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষাংসি তথা দৈতেয়দানবাঃ।
ক্রীড়ন্তি তাসু রম্যাসু শৈলদ্রোণীষ্বহর্নিশম্ ॥৪৭
ভৌমা হ্যেতে স্মৃতাঃ স্বর্গা ধর্ম্মিণামালয়া মুনে।
নৈতেষু পাপকর্ম্মাণো যান্তি জন্মশতৈরপি ॥৪৮

হইতেছেন। মহামুনে! সেইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে গমন করিতেছেন। চক্ষু পশ্চিমদিক্‌স্থিত পর্ব্বত-সকল অতিক্রমপূর্ব্বক কেতুমাল নামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। মহামুনে! ভদ্রা সেইরূপ উত্তরগিরি এবং উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রে গমন করিতেছেন। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকাকারে অবস্থিত। মর্য্যাদা-শৈলের মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কুরুবর্ষ জম্বুদ্বীপরূপ পদ্মের পত্রস্বরূপ। জঠর ও দেবকূট এই দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত; তাহারা উত্তর-দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত গন্ধমাদন ও কৈলাস, এই দুই মর্য্যাদা-পর্ব্বত অশীতি যোজন করিয়া দীর্ঘ এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। মেরুর পশ্চিমদিগ্‌ভাগে নিষধ ও পারিপাত্র নামক দুই মর্য্যাদাপর্ব্বত পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দুই পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত অর্থাৎ তাহারা যেমন নীল-নিষধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেইরূপ মেরুর উত্তরদিকে ত্রিশৃঙ্গ ও জারুধি দুই বর্ষ-পর্ব্বত আছে, এই দুইটী পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ এবং সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট। হে মুনিবর! এই সকল জঠরাদি সীমাপর্ব্বতের বিষয় তোমাকে বলিলাম। তাহাদের দুই দুইটী পর্ব্বত মেরুর চতুর্দ্দিকে আছে। হে মুনে! মেরুর চতুর্দ্দিকে যে সকল কেশরপর্বতের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে অতি মনোরম পর্বতসমূহের অভ্যন্তরে যে পর্বতসন্ধিস্থান আছে, সিদ্ধ-দেবগায়কগণ সেখানে বাস করেন। সেই সকল স্থানে সুরম্য কানন ও পুরী আছে।৩১-৪৫

হে মুনিসত্তম! সেই সকল স্থানে শ্রেষ্ঠ কিন্নরগণের দ্বারা সেবিত লক্ষ্মী, বিষ্ণু, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের আয়তন বর্ষ সকল রহিয়াছে। গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, দৈতেয় ও দানবসমূহ সেই সকল রমণীয় পর্বতসন্ধিস্থানে দিবানিশি ক্রীড়া করিতেছেন। মুনে! এই সকল স্থান ভৌম

ভদ্রাশ্বে ভগবান্ বিষ্ণুরাস্তে হয়শিরা দ্বিজ।
বরাহঃ কেতুমালে তু ভারতে কূর্ম্মরূপধৃক্ ॥৪৯

মৎস্যরূপশ্চ গোবিন্দঃ কুরুষ্বাস্তে জনার্দ্দনঃ।
বিশ্বরূপেণ সর্বত্র সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরিঃ ॥৫০

সর্বস্যাধারভূতোঽসৌ মৈত্রেয়াস্তেঽখিলাত্মকঃ।
যানি কিম্পুরুষাদীনি বর্ষাণ্যষ্টৌ মহামুনে।
ন তেষু শোকো নায়াসো নোদ্বেগঃ ক্ষুদ্ভয়াদিকম্ ॥৫১

সুস্থাঃ প্রজা নিরাতঙ্কাঃ সর্বদুঃখবিবর্জ্জিতাঃ।
দশদ্বাদশবর্ষাণাং সহস্রাণি স্থিরায়ুষঃ ॥৫২

ন তেষু বর্ষতে দেবো ভৌমান্যম্ভাংসি তেষু বৈ।
কৃত-ত্রেতাদিতা নৈব তেষু স্থানেষু কল্পনা ॥৫৩
সর্বেষ্বেতেষু বর্ষেষু সপ্ত সপ্ত কুলাচলাঃ।
নদ্যশ্চ শতশস্তেভ্যঃ প্রসূতা যা দ্বিজোত্তম ॥৫৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অর্থাৎ পৃথিবীর স্বর্গ বলিয়া উল্লিখিত হয়। ইহা ধার্ম্মিক লোকদিগের বাসস্থান, পাপিষ্ঠগণ শত জন্মেও এখানে যাইতে পারে না। দ্বিজ! ভগবান বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমালবর্ষে বরাহরূপে এবং ভারতবর্ষে কূর্ম্মরূপে অবস্থিত আছেন। জনার্দ্দন গোবিন্দ কুরুবর্ষে মৎস্যরূপে রহিয়াছেন। সর্বত্র সকল জীবের প্রভু হরি বিশ্বরূপে সর্বত্রই বিরাজমান। হে মৈত্রেয়! তিনি সকলের আধার ও অখিলাত্মক। মহামুনে! কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ, সে সকলে শোক, শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয় ইত্যাদি নাই। প্রজাগণ স্বস্থ, নিরাতঙ্ক, সর্বদুঃখবিবর্জ্জিত এবং দশ বা দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত স্থিরায়ু হইয়া জীবিত থাকে।৪৬-৫২

সে সকল স্থানে পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করেন না,—পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে আছে এবং সেই সকল স্থানে সত্য ত্রেতাদি কল্পনা নাই। হে দ্বিজোত্তম! এই সকল বর্ষে সাত সাতটী করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে; নদীসমূহ সেই সকল কুলপর্বত হইতে নিঃসৃত।৫৩-৫৪

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[ভারতবর্ষবর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ ॥১
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারোঽস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্ ॥২
মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমান্ ঋক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতাঃ ॥৩
অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়ান্তি বৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে ॥৪
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্ম ভূমৌ বিধীয়তে ॥৫
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্ নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুমান্ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্বস্ত্বথ বারুণঃ ॥৬
অয়স্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥৭
পূর্ব্বে কিরাতা যস্য স্যুঃ পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ ॥৮
ইজ্যা-যুদ্ধ-বাণিজ্যাদ্যৈর্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ।
শতদ্রুচন্দ্রভাগাদ্যা হিমবৎপাদনির্গতাঃ ॥৯
বেদ-স্মৃতিমুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোদ্ভবা মুনে।
নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যাদ্রিনির্গতাঃ ॥১০
তাপী-পয়োষ্ণী-নির্বিবন্ধ্যাপ্রমুখা ঋক্ষসম্ভবাঃ।
গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা ॥১১
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ।
কৃতমালা-তাম্রপর্ণীপ্রমুখা মলয়োদ্ভবাঃ ॥১২
ত্রিসামাচার্য্যকুল্যাদ্যা মহেন্দ্রপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।
ঋষিকুল্যা-কুমার্য্যাদ্যাঃ শুক্তিমৎপাদসম্ভবাঃ ॥১৩

তৃতীয় অধ্যায়

[ভারতবর্ষের বর্ণনা।]

পরাশর বলিলেন,—যাহা সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ; সেখানে ভরতের সন্তানেরা বাস করেন। হে মহামুনে! ইহার বিস্তার নবসহস্র যোজন। ইহা স্বর্গগামী এবং মোক্ষগামী পুরুষদিগের কর্ম্মভূমি। এখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র—এই সাতটী কুলপর্বত আছে। মুনে! এই স্থান হইতে স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরুষেরা এই স্থান হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং এখান হইতেই তাহারা কর্মানুসারে পশু-পক্ষী আদি তির্য্যক্-যোনিতে ও নরকেও গমন করে। এই স্থান হইতে স্বর্গ (ভৌমস্বর্গ—ইলাবৃতাদিবর্ষ), মোক্ষ (সদ্যোমুক্তি), অন্তরিক্ষ লোক এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অন্য কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই। এই ভারতবর্ষের নব ভাগ আছে,—শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরুমান্, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুণ এবং এই সমুদ্রের দ্বারা পরিবৃত দ্বীপ, তাহাদের মধ্যে নবম। এই দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে সহস্রযোজন দীর্ঘ। ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ আছে, পশ্চিমে যবনেরা অবস্থিত এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভাগানুসারে যজ্ঞ, যুদ্ধ, বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করত বাস করিতেছেন। শতদ্রু ও চন্দ্রভাগাদি নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। হে মুনে! বেদ-স্মৃতি-প্রধানা কতগুলি নদী পারিপাত্র পর্বত হইতে উৎপন্না নর্ম্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল হইতে নির্গত।১-১০

আসাং নদ্যুপনদ্যশ্চ সন্ত্যন্যাশ্চ সহস্রশঃ।
তাস্বিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদয়ো জনাঃ ॥১৪
পূর্ব্বদেশাদিকাশ্চৈব কামরূপনিবাসিনঃ।
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ ॥১৫
তথাপরান্তাঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শূরাভীরাস্তথার্ব্বুদাঃ।
কারূষা মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাসিনঃ ॥১৬
সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামাস্তথাম্বষ্ঠাঃ পারসীকাদয়স্তথা ॥১৭
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগা হৃষ্ট-পুষ্টজনাকুলাঃ ॥১৮
চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন কচিৎ ॥১৯
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥২০

পুরুষৈর্যজ্ঞপুরুষো জম্বুদ্বীপে সদেজ্যতে।
যজ্ঞৈর্যজ্ঞময়ো বিষ্ণুরন্যদ্বীপেষু চান্যথা ॥২১
অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ ॥২২
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥২৩
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥২৪
কর্ম্মাণ্যসঙ্কল্পিততৎফলানি
সংন্যস্য বিষ্ণৌ পরমাত্মভূতে।
অবাপ্য তাং কর্মমহীমনন্তে
তস্মিঁল্লয়ং যে ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি ॥২৫

তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্ব্বিন্ধ্যা প্রভৃতি নদী ঋক্ষপর্ব্বত হইতে সমুৎপন্না। গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী-আদি পাপভয়হারিণী নদী সহ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে উৎপন্না। কৃতমালা ও তাম্রপর্ণীপ্রমুখা কতকগুলি নদী মলয়পর্ব্বত হইতে সম্ভূতা। ত্রিসামা আচার্য্যকুল্যাদি নদী মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে উৎপন্না এবং ঋষিকুল্যা ও কুমারী-আদি কতগুলি নদী শুক্তিমান্ পর্ব্বতের পাদসম্ভবা। ইহাদের সহস্র সহস্র শাখানদী ও উপনদী আছে। কুরুপাঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ, পূর্ব্বদেশবাসিগণ, কামরূপনিবাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, আভীর, অর্ব্বুদ, কারূষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ; সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব ও শাকলবাসিগণ, মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি সমস্ত লোক, সেই নদীসমূহের তীরে বাস করেন এবং তাহাদের জল পান করেন। এই সকল নদীর সমীপবর্ত্তী দেশসকল হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং তাঁহারা মহাভাগ্যবান্। হে মহামুনে! এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি চারিযুগ (অর্থাৎ ধর্ম্মের হ্রাস-বৃদ্ধি) আছে—অন্য কোথায়ও নাই। এখানে মুনিগণ তপস্যা করেন, যাজ্ঞিকগণ হোম করেন এবং এই স্থানেই লোকে পরলোকের জন্য আদরপূর্ব্বক দান করিয়া থাকেন ।১১-২০

জম্বুদ্বীপে মনুষ্যগণ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে সর্ব্বদা যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। অন্যদ্বীপে অন্য প্রকার অর্থাৎ সোম সূর্য্যাদির পূজা হয়। মহামুনে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহা কর্ম্মভূমি, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানগুলি ভোগভূমি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! জীবগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর পুণ্যবলে কদাচিৎ এই ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্মলাভ করেন। দেবগণ এইরূপ গীতি গান করিয়া থাকেন,—"যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষাস্পদের পথ-স্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সকল পুরুষ দেবতা অপেক্ষাও অধিক; সুতরাং ধন্য। তাঁহারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের ফলাকাঙ্ক্ষার সঙ্কল্প না করিয়া পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুতে অর্পণ করত অমল অর্থাৎ নিষ্পাপ হইয়া লয় (ঐক্য) প্রাপ্ত হন ।২১-২৫

জানীম নৈতৎ ক বয়ং বিলীনে
স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধম্।
প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলু তে মনুষ্যা
যে ভারতে নেন্দ্রিয়বিপ্রহীণাঃ ॥২৬
নববর্ষং তু মৈত্রেয় জম্বূদ্বীপমিদং ময়া
লক্ষযোজনবিস্তারং সংক্ষেপাৎ কথিতং তব ॥২৭
জম্বূদ্বীপং সমাবৃত্য লক্ষযোজনবিস্তরঃ।
মৈত্রেয় বলয়াকারঃ স্থিতঃ ক্ষারোদধির্বহিঃ ॥২৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

স্বর্গপ্রদ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গেলে, আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করিব, ইহা জানি না। সেই সকল মনুষ্যই ধন্য, যাঁহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয়-বিহীন না হইয়া ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! নববর্ষবিশিষ্ট লক্ষযোজন বিস্তৃত জম্বূদ্বীপের কথা তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। হে মৈত্রেয়! লক্ষ যোজন বিস্তৃত লবণ সমুদ্র জম্বূদ্বীপকে পরিবেষ্টন করিয়া বলয়াকারে বহির্ভাগে অবস্থিত রহিয়াছে।২৬-২৮

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[ষড়্দ্বীপবর্ণনম্, লোকালোকপর্ব্বতকথনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।
ক্ষীরোদেন যথা দ্বীপো জম্বূসংজ্ঞোঽভিবেষ্টিতঃ
সংবেষ্ট্য ক্ষারমুদধিং প্লক্ষদ্বীপস্তথা স্থিতঃ ॥১
জম্বূদ্বীপস্য বিস্তারঃ শতসাহস্রসম্মিতঃ।
স এবং দ্বিগুণো ব্রহ্মন্ প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ ॥২
জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ো নাম শিশিরস্তদনন্তরম্ ॥৩
সুখোদয়স্তথানন্দঃ (ক) শিবঃ ক্ষেমক এব চ।
ধ্রুবশ্চ সপ্তমস্তেষাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরা হি তে ॥৪
পূর্বং শান্তভয়ং বর্ষং শিশিরং সুখদং তথা।
আনন্দঞ্চ শিবঞ্চৈব ক্ষেমকং ধ্রুবমেব চ ॥৫
মর্য্যাদাকারকাস্তেষাং তথান্যে বর্ষপর্বতাঃ।
সপ্তৈব তেষাং নামানি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম ॥৬

চতুর্থ অধ্যায়

[ষড়্দ্বীপের বর্ণনা ও লোকালোক পর্ব্বতের কথা।]

পরাশর বলিলেন,—জম্বূনামক দ্বীপ যেমন লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত, সেইরূপ প্লক্ষদ্বীপও লবণ সমুদ্রকে সংবেষ্টন করিয়া অবস্থিত। হে ব্রহ্মন্! জম্বূদ্বীপের বিস্তার লক্ষ যোজন পরিমিত, আর এই প্লক্ষদ্বীপ ইহার দ্বিগুণ বলিয়া কথিত হয়। (প্লক্ষদ্বীপের অধিপতি মেধাতিথির সাত পুত্র।) তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম শান্তভয়। তদনন্তর যথাক্রমে শিশির, সুখোদয়, আনন্দ, শিব, ক্ষেমক এবং ধ্রুব তাঁহাদের সপ্তম। তাঁহারা প্লক্ষদ্বীপে যথাক্রমে স্ব স্ব নামানুসারে কীর্ত্তিত শান্তভয়বর্ষ, শিশিরবর্ষ, সুখোদয়বর্ষ, আনন্দবর্ষ, শিববর্ষ, ক্ষেমকবর্ষ এবং ধ্রুববর্ষ—এই সববর্ষের অধিপতি। তাঁহাদের মর্য্যাদাকারক অন্য সাতটী

পাঠান্তর:—(ক) সুখদশ্চ তথানন্দঃ—।

গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদো দুন্দুভিস্তথা।
সোমকঃ সুমনাশ্চৈব বৈভ্রাজশ্চৈব সপ্তমঃ ॥৭
বর্ষাচলেষু রম্যেষু সর্ব্বেষ্বেতেষু চানঘাঃ।
বসন্তি দেব-গন্ধর্ব্বসহিতাঃ সততং প্রজাঃ ॥৮
তেষু পুণ্যা জনপদাশ্চিরাচ্চ ম্রিয়তে জনঃ।
নাধয়ো ব্যাধয়ো বাপি সর্ব্বকালসুখং হি তৎ ॥৯
তেষাং নদ্যস্তু সপ্তৈব বর্ষাণাঞ্চ সমুদ্রগাঃ।
নামতস্তাঃ প্রবক্ষ্যামি শ্রুতাঃ পাপং হরন্তি যাঃ ॥১০
অনুতপ্তা শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ।
অমৃতা সুকৃতা চৈব সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥১১
এতে শৈলাস্তথা নদ্যঃ প্রধানাঃ কথিতাস্তব।
ক্ষুদ্রশৈলাস্তথা নদ্যস্তত্র সন্তি সহস্রশঃ ॥১২
তাঃ পিবন্তি সদা হৃষ্টা নদীর্জনপদাস্তু তে।
অপসর্পিণী ন তেষাং বৈ ন চৈবোৎসর্পিণী দ্বিজ ॥১৩
ন ত্বেবাস্তি যুগাবস্থা তেষু স্থানেষু সপ্তসু।
ত্রেতাযুগসমঃ কালঃ সর্ব্বদৈব মহামতে ॥১৪

প্লক্ষদ্বীপাদিষু ব্রহ্মন্ শাকদ্বীপান্তিকেষু বৈ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ ॥১৫
ধর্ম্মাঃ পঞ্চ স্বথৈতেষু বর্ণাশ্রমবিভাগজাঃ।
বর্ণাশ্চ তত্র চত্বারস্তান্ নিবোধ বদামি তে ॥১৬
আর্য্যকাঃ কুরবশ্চৈব বিবিংশা ভাবিনশ্চ যে।
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম ॥১৭
জম্বূবৃক্ষপ্রমাণস্তু তন্মধ্যে সুমহাংস্তরুঃ।
প্লক্ষস্তন্নামসংজ্ঞোঽয়ং প্লক্ষদ্বীপো দ্বিজোত্তম ॥১৮
ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্বর্ণৈরার্য্যকাদিভিঃ।
সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥১৯
প্লক্ষদ্বীপপ্রমাণেন প্লক্ষদ্বীপঃ সমাবৃতঃ।
তথৈবেক্ষুরসোদেন পরিবেশানুকারিণা ॥২০
ইত্যেবং তব মৈত্রেয় প্লক্ষদ্বীপ উদাহৃতঃ।
সংক্ষেপেণ ময়া ভূয়ঃ শাল্মলং মে নিশাময় ॥২১
শাল্মলস্যেশ্বরো বীরো বপুষ্মাংস্তৎসুতান্ শৃণু।
তেষাস্তু নামসংজ্ঞানি সপ্ত বর্ষাণি তানি বৈ ॥২২

বর্ষপর্ব্বত আছে,—হে মুনিসত্তম! তাহাদের নাম শ্রবণ কর। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ, দুন্দুভি, সোমক, সুমনা এবং সপ্তম বৈভ্রাজ। এই সকল রমণীয় বর্ষাচলে দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত নিষ্পাপ প্রজাসকল সতত বাস করেন। সেই সকল পর্ব্বতে পবিত্র জনপদসকল আছে। সেখানে চিরকাল (পঞ্চসহস্র বৎসর) পরে লোকের মৃত্যু হয়। তথায় আধি কিংবা ব্যাধি নাই, অতএব সর্ব্বদাই সুখ। সেই সকল বর্ষের সাতটী সমুদ্রগামিনী নদী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর, শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয়।১-১০

অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃতা ও সুকৃতা—এই সপ্ত নদী আছে। এই সকল প্রধান প্রধান পর্ব্বত ও নদীর বিষয় তোমাকে বলা হইল। সেখানে আরও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী ও পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বোক্ত জনপদবাসী হৃষ্ট লোকগণ সর্ব্বদা সেই সকল নদীর জল পান করে। হে দ্বিজ! সেই জনপদবাসিগণের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। হে মহামতে! সেই সপ্ত স্থানে যুগাবস্থা নাই,—সর্ব্বদাই ত্রেতাযুগসমান কাল বর্ত্তমান আছে। হে ব্রহ্মন্! প্লক্ষদ্বীপ হইতে শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত সপ্তদ্বীপে মনুষ্য-সকল নিরোগ হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। এই সকল দ্বীপে বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে পাঁচ প্রকার ধর্ম্ম (ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ) আছে, তথায় যে চারিবর্ণ আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিসত্তম! তথায় যাহারা আর্য্যক, কুরু, বিবিংশ এবং ভাবী জাতি, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। হে দ্বিজোত্তম! তাহার (প্লক্ষদ্বীপের) মধ্যে জম্বূবৃক্ষপরিমিত একটী সুমহান্ প্লক্ষ নামক তরু আছে। তাহাতেই এই দ্বীপের নাম প্লক্ষ হইয়াছে। তথায় সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্ব সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ হরি আর্য্যকাদি ত্রিবর্ণকর্ত্তৃক পূজিত হন। প্লক্ষদ্বীপ-প্রমাণ মণ্ডলাকার ইক্ষুসমুদ্র দ্বারা প্লক্ষদ্বীপ সমাবৃত। হে মৈত্রেয়! তোমাকে প্লক্ষদ্বীপের বিষয় এইরূপ

শ্বেতোঽথ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা।
বৈদ্যুতো মানসশ্চৈব সুপ্রভশ্চ মহামুনে ॥২৩
শাল্মলেন সমুদ্রোঽসৌ দ্বীপেনেক্ষুরসোদকঃ।
বিস্তারাদ্দ্বিগুণেনাথ সর্বতঃ সংবৃতঃ স্থিতঃ ॥২৪
তত্রাপি পর্বতাঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়া রত্নযোনয়ঃ।
বর্ষাস্তব্যঞ্জকা যে তু তথা সপ্ত চ নিম্নগাঃ ॥২৫
কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব তৃতীয়শ্চ বলাহকঃ।
দ্রোণো যত্র মহৌষধ্যঃ স চতুর্থো মহীধরঃ ॥২৬
কঙ্কস্তু পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মহিষঃ সপ্তমস্তথা।
ককুদ্মান্ পর্বতবরঃ সরিন্নামানি মে শৃণু ॥২৭
যোনী তোয়া বিতৃষ্ণা চ চন্দ্রা শুক্লা বিমোচনী।
নিবৃত্তিঃ সপ্তমী তাসাং স্মৃতাস্তাঃ পাপশান্তিদাঃ ॥২৮
শ্বেতঞ্চ হরিতঞ্চৈব বৈদ্যুতং মানসং তথা।
জীমূতরোহিতে চৈব সুপ্রভঞ্চাতিশোভনম্ ॥২৯
সপ্তৈতানি তু বর্ষাণি চাতুর্বর্ণ্যযুতানি বৈ।
শাল্মলে যে তু বর্ণাশ্চ বসন্ত্যেতে মহামুনে ॥৩০
কপিলাশ্চারুণাঃ পীতাঃ কৃষ্ণাশ্চৈব পৃথক্ পৃথক্।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজন্তি তে ॥৩১
ভগবন্তং সমস্তস্য বিষ্ণুমাত্মানমব্যয়ম্।
বায়ুভূতং মখৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্যজ্বিনো যজ্ঞসংস্থিতম্ ॥৩২
দেবানামত্র সান্নিধ্যমতীব সুমনোহরে।
শাল্মলিঃ সুমহাবৃক্ষো নাম্না নির্বৃতিকারকঃ ॥৩৩
এষ দ্বীপঃ সমুদ্রেণ সুরোদেন সমাবৃতঃ।
বিস্তারাচ্ছাল্মলস্যৈব সমেন তু সমন্ততঃ ॥৩৪
সুরোদকঃ পরিবৃতঃ কুশদ্বীপেন সর্বতঃ।
শাল্মলস্য তু বিস্তারাদ্দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥৩৫
জ্যোতিষ্মতঃ কুশদ্বীপে সপ্তপুত্রাঃ শৃণুষ্ব তান্।
উদ্ভিদো বেণুমাংশ্চৈব বৈরথো লম্বনো ধৃতিঃ ॥৩৬
প্রভাকরোঽথ কপিলস্তন্নামা বর্ষপদ্ধতিঃ।
তস্মিন্ বসন্তি মনুজাঃ সহ দৈতেয়-দানবৈঃ ॥৩৭
তথৈব দেব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিম্পুরুষাদয়ঃ।
বর্ণাস্তত্রাপি চত্বারো নিজানুষ্ঠানতৎপরাঃ ॥৩৮

সংক্ষেপে বলিলাম। আবার শাল্মলদ্বীপের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর ।১১-২১

শাল্মল দ্বীপের রাজা বীর বপুষ্মান্। তাঁহার সপ্তপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। যথা,—শ্বেত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যুত, মানস ও সুপ্রভ। হে মহামুনে! তাঁহাদের নামানুসারেই সেই সাত বর্ষের নাম হইয়াছে। ইক্ষুরসোদক সমুদ্র তদপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত শাল্মলদ্বীপ দ্বারা চারিদিক আবৃত হইয়া স্ফীত আছে। সেখানেও রত্নের উৎপত্তিস্থান ও বর্ষের সীমানিরূপক সাতটি পর্ব্বত এবং সাতটি নদী আছে জানিবে। সেই পর্ব্বতগণের নাম যথাক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় বলাহক, চতুর্থ দ্রোণ, এই পর্ব্বতে মহৌষধি সকল আছে। পঞ্চম কঙ্ক, ষষ্ঠ মহিষ এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ককুদ্মান্ সপ্তম। এক্ষণে নদী সকলের নাম শ্রবণ কর। যথা;—যোনী, তোয়া, বিতৃষ্ণা, চন্দ্রা, শুক্লা, বিমোচনী এবং তাহাদের মধ্যে সপ্তমী নদী নিবৃত্তি। এই সকল নদীকে স্মরণ করিলে পাপের উপশম হয়। তথায় অতিশোভন শ্বেত, হরিত, বৈদ্যুত, মানস, জীমূত, রোহিত ও সুপ্রভ নামক চাতুর্বর্ণ্য-যুক্ত সাত বর্ষ আছে। হে মহামুনে! শাল্মলদ্বীপে কপিল, অরুণ, পীত ও কৃষ্ণ, এই যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বাস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সেই যাজ্ঞিকগণ সকলের আত্মা, অব্যয় ও যজ্ঞের আশ্রয় ভগবান্ বায়ুস্বরূপ বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। দেবগণ এই অত্যন্ত সুমনোহর স্থানের নিকটই থাকেন। শাল্মলী নামে একটি সুখদায়ক সুমহান্ বৃক্ষ আছে; ঐ বৃক্ষের নামেই এই শাল্মল দ্বীপ। ইহা সমবিস্তার সম্পন্ন সুরাসমুদ্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ আবৃত। সুরাসমুদ্র শাল্মলদ্বীপের দ্বিগুণ বিস্তৃত কুশদ্বীপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণ সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত। কুশদ্বীপে জ্যোতিষ্মানের সাত পুত্র; তাহাদের নাম শ্রবণ কর,—উদ্ভিদ্, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর এবং কপিল। তাঁহাদের নামানুসারেই বর্ষ

দমিনঃ শুষ্মিণঃ স্নেহা মন্দেহাশ্চ মহামুনে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥৩৯
যথোক্তকর্মকর্তৃত্বাৎ স্বাধিকারক্ষয়ায় তে।
তত্রৈব তং কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনার্দ্দনম্।
যজন্তঃ ক্ষপয়ন্ত্যুগ্রমধিকারং ফলপ্রদম্ ॥৪০

বিদ্রুমো হেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পবাংস্তথা।
কুশেশয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমো মন্দরাচলঃ।
বর্ষাচলাস্তু তত্রৈতে সপ্ত দ্বীপে মহামুনে ॥৪১
নদ্যস্তু সপ্ত তাসাস্তু শৃণু নামান্যনুক্রমাৎ।
ধূতপাপা শিবা চৈব পবিত্রা সম্মতিস্তথা ॥৪২
বিদ্যুদম্ভা মহী চান্যা সর্ব্বপাপহরাস্ত্বিমাঃ।
অন্যাঃ সহস্রশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যস্তথাচলাঃ ॥৪৩
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বঃ সংজ্ঞয়া তস্য তৎস্মৃতঃ।
তৎপ্রমাণেন স দ্বীপো ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ ॥৪৪

ঘৃতোদশ্চ সমুদ্রো বৈ ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপো মহাভাগ শ্রূয়তাঞ্চাপরো মহান্ ॥৪৫
কুশদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণো যস্য বিস্তরঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্যুতিমতঃ পুত্রাঃ সপ্ত মহাত্মনঃ ॥৪৬
তন্নামানি চ বর্ষাণি তেষাং চক্রে মহীপতিঃ ॥৪৭
কুশলো মন্দগশ্চোষ্ণঃ পীবরোঽপ্যন্ধকারকঃ।
মুনিশ্চ দুন্দুভিশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা মুনে ॥৪৮
তত্রাপি দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতাঃ সুমনোহরাঃ।
বর্ষাচলা মহাবুদ্ধে তেষাং নামানি মে শৃণু ॥৪৯
ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চান্ধকারকঃ।
দেবাবৃৎ পঞ্চমশ্চাত্র তথান্যঃ পুণ্ডরীকবান্।
দুন্দুভিশ্চ মহাশৈলো দ্বিগুণাস্তে পরস্পরম্ ॥৫০
দ্বীপাদ্ দ্বীপেষু যে শৈলা যথা দ্বীপানি তে তথা ॥৫১
বর্ষেষ্বেতেষু রম্যেষু তথা শৈলবরেষু চ।
নিবসন্তি নিরাতঙ্কাঃ সহ দেবগণৈঃ প্রজাঃ ॥৫২

সকলের নাম নিরূপিত হইয়াছে। সেই স্থানে দৈত্যে ও দানবগণের সহিত মনুষ্যগণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষাদিগণ বাস করেন। সেখানেও স্ব স্ব অনুষ্ঠান-তৎপর চারিবর্ণ আছেন। হে মহামুনে! দমী, শুষ্মী, স্নেহ ও মন্দেহগণ ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সেই কুশদ্বীপে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাধিকারক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মরূপ জনার্দ্দনের আরাধনা করত অত্যুগ্র ফলপ্রদ অধিকার অর্থাৎ অহঙ্কারকে উন্মূলিত করেন।২২-৪০

হে মহামুনে। সেই দ্বীপে বিদ্রুম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশেশয়, হরি এবং সপ্তম মন্দরাচল নামে এই সাতটি বর্ষ পর্ব্বত আছে। নদীও সাতটি আছে, যথাক্রমে তাহাদের নাম শ্রবণ কর। যথা—ধূতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি, বিদ্যুৎ, অম্ভা ও মহী। ইঁহারা সর্ব্বপাপহারিণী। তথায় অন্যান্য সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদী এবং পর্ব্বত আছে। কুশদ্বীপে একটি কুশস্তম্ব আছে, তাহার নামানুসারেই কুশদ্বীপ কথিত হয়। সেই দ্বীপ তৎপরিমাণ ঘৃতসমুদ্র দ্বারা সমাবৃত। ঐ ঘৃতোদ সমুদ্র ক্রৌঞ্চদ্বীপ দ্বারা পরিবৃত। হে মহাভাগ! ক্রৌঞ্চ নামক এই অপর মহাদ্বীপের বিষয় শ্রবণ কর। ইহার বিস্তার কুশদ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাত্মা দ্যুতিমানের সাত পুত্র হয়। মহীপতি দ্যুতি-মান্ তাঁহাদের নামানুসারে বর্ষসকলের নাম নিরূপণ করেন। হে মুনে! কুশল, মন্দগ, উষ্ণ, পীবর, অন্ধকারক, মুনি ও দুন্দুভি এই সাতটি তাঁহার পুত্র। হে মহাবুদ্ধে! সেখানেও দেব-গন্ধর্ব্বসেবিত সুমনোহর বর্ষপর্ব্বত আছে; তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্রৌঞ্চ, বামন, অন্ধকারক, দেবাবৃৎ, পুণ্ডরীকবান্, দুন্দুভি এবং সপ্তম মহাশৈল। তাহারা উত্তরোত্তর পরস্পর দ্বিগুণ অর্থাৎ এক দ্বীপ অপেক্ষা অপর দ্বীপ যেমন দ্বিগুণ, সেইরূপ সেই সকল দ্বীপে যে সকল পর্ব্বত আছে, তাহারাও পরস্পর দ্বিগুণ।৪১-৫১

এই সকল রমণীয় বর্ষে ও পর্ব্বতে নিরাতঙ্ক প্রজাবর্গ

পুষ্করাঃ পুষ্কলা ধন্যাস্তিষ্যাখ্যাশ্চ মহামুনে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চানুক্রমোদিতাঃ ॥৫৩
তে তত্র নদী মৈত্রেয়! যাঃ পিবন্তি শৃণুষ্ব তাঃ।
সপ্ত প্রধানাঃ শতশস্তত্রান্যাঃ ক্ষুদ্রনিম্নগাঃ ॥৫৪
গৌরী কুমুদ্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা।
ক্ষান্তিশ্চ পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ॥৫৫
তত্রাপি বিষ্ণুর্ভগবান্ পুষ্করাদ্যৈর্জনার্দ্দনঃ।
যাগৈ রুদ্রস্বরূপশ্চ ইজ্যতে যজ্ঞসন্নিধৌ ॥৫৬
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ সমুদ্রেণ দধিমণ্ডোদকেন চ।
আবৃতঃ সর্ব্বতঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপতুল্যেন মানতঃ ॥৫৭
দধিমণ্ডোদকশ্চাপি শাকদ্বীপেন সংবৃতঃ।
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্য বিস্তারাদ্ দ্বিগুণেন মহামুনে ॥৫৮
শাকদ্বীপেশ্বরস্যাপি ভব্যস্য সুমহাত্মনঃ।
সপ্তৈব তনয়াস্তেষাং দদৌ বর্ষাণি সপ্ত সঃ ॥৫৯
জলদশ্চ কুমারশ্চ সুকুমারো মনীচকঃ।
কুসুমোদশ্চ মৌদাকিঃ সপ্তমশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥৬০

তৎসংজ্ঞান্যেব তত্রাপি সপ্ত বর্ষাণ্যনুক্রমাৎ।
তত্রাপি পর্ব্বতাঃ সপ্ত বর্ষবিচ্ছেদকারিণঃ ॥৬১
পূর্ব্বস্তত্রোদয়গিরির্জলাধারস্তথাপরঃ।
তথা রৈবতকঃ শ্যামস্তথৈবাস্তো গিরির্দ্বিজ ॥৬২
আম্বিকেয়স্তথা রম্যঃ কেসরী পর্ব্বতোত্তমঃ।
শাকস্তত্র মহাবৃক্ষঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিতঃ ॥৬৩
যত্রত্যবাতসংস্পর্শাদাহ্লাদো জায়তে পরঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যসমন্বিতাঃ ॥৬৪
নদ্যশ্চাত্র মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপভয়াপহাঃ।
সুকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেনুকা চ যা ॥৬৫
ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা।
অন্যাস্ত্বযুতশস্তত্র ক্ষুদ্রনদ্যো মহামুনে ॥৬৬
মহীধরাস্তথা সন্তি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তাঃ পিবন্তি মুদা যুক্তা জলদাদিষু যে স্থিতাঃ ॥৬৭
বর্ষেষু তে জনপদাঃ স্বর্গাদভ্যেত্য মেদিনীম্।
ধর্ম্মহানির্ন তেষ্বস্তি ন সংঘর্ষঃ পরস্পরম্ ॥৬৮

দেবগণের সহিত বাস করেন। হে মহামুনে! এই দ্বীপে পুষ্কর, পুষ্কল, ধন্য ও তিষ্য নামক লোকেরা যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া কথিত হয়। হে মৈত্রেয়! তাঁহারা তথায় যে সকল নদীর জল পান করেন, তাহাদের নাম শ্রবণ কর। তন্মধ্যে গৌরী, কুমুদ্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি, মনোজবা, ক্ষান্তি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটি বর্ষ নদীই প্রধান। এতদ্ভিন্ন এখানে অন্যান্য শতশত ক্ষুদ্র নদী আছে। সেই দ্বীপেও পুষ্করাদি সকলে রুদ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দন বিষ্ণুকে যজ্ঞে পূজা করিয়া থাকেন। ক্রৌঞ্চদ্বীপের তুল্যপরিমাণ দধিমণ্ডোদক সমুদ্র দ্বারা ক্রৌঞ্চদ্বীপ সর্ব্বতোভাবে আবৃত। মহামুনে! দধিসমুদ্রও ক্রৌঞ্চদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত এবং শাকদ্বীপ দ্বারা সমাবৃত। শাকদ্বীপের অধিপতি সুমহাত্মা ভব্যেরও সাত পুত্র। তিনি তাঁহাদিগকে সপ্ত বর্ষ বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহাদিগের নাম,—জলদ, কুমার, সুকুমার, মনীচক, কুসুমোদ, মৌদাকি এবং সপ্তম পুত্র মহাদ্রুম ।৫২-৬০

তথায় যথাক্রমে সেই সেই নামে সাতটি বর্ষ আছে এবং বর্ষবিচ্ছেদকারী সপ্ত পর্ব্বত আছে। হে দ্বিজ! তাহার পূর্ব্বদিকে উদয়গিরি; অপর পর্ব্বতসকলের নাম, যথা—জলাধার, রৈবতক, শ্যাম, অস্তগিরি, আম্বিকেয়, রম্য এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কেশরী। তথায় সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত একটি মহান্ শাকবৃক্ষ আছে। এই স্থানের বায়ুস্পর্শে পরম আহ্লাদ জন্মে। সেখানে চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমন্বিত অনেক পবিত্র জনপদ আছে। সর্ব্বপাপ-ভয়নাশিনী অতিপবিত্রা অনেক নদীও আছে। তন্মধ্যে সুকুমারী, কুমারী, নলিনী, ধেনুকা, ইক্ষু, বেণুকা এবং গভস্তী এই সাতটিই প্রধান। মহামুনে! তথায় অন্যান্য অযুত অযুত ক্ষুদ্র নদী এবং শত সহস্র পর্ব্বত আছে। স্বর্গভোগানন্তর স্বর্গ হইতে মেদিনীতে আসিয়া জলদাদিবর্ষে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়া আছেন, তাঁহারা আনন্দিত হইয়া সেই সকল নদীর জল পান করেন। এই সকল বর্ষে ধর্ম্মহানি এবং পরস্পর কলহ নাই। ঐ সপ্ত দেশে মর্য্যাদাহানি

মর্য্যাদাব্যুৎক্রমো নাস্তি তেষু দেশেষু সপ্তম।
মৃগাশ্চ মাগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা ॥৬৯
মৃগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠা মাগধাঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা।
বৈশ্যাস্তু মানসাস্তেষাং শূদ্রাস্তেষাস্তু মন্দগাঃ ॥৭০
শাকদ্বীপে তু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে।
যথোক্তৈরিজ্যতে সম্যক্ কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ ॥৭১
শাকদ্বীপস্তু মৈত্রেয় ক্ষীরোদেন সমন্ততঃ।
শাকদ্বীপপ্রমাণেন বলয়েনেব বেষ্টিতঃ ॥৭২
ক্ষীরাব্ধিঃ সর্ব্বতো ব্রহ্মন্ পুষ্করাখ্যেন বেষ্টিতঃ।
দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ ॥৭৩
পুষ্করে সবলস্যাপি মহাবীরোঽভবৎ সুতঃ।
ধাতকিশ্চ তয়োস্তত্র দ্বে বর্ষে নামচিহ্নিতে ॥৭৪
মহাবীরং তথৈবান্যং ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞিতম্।
একশ্চাত্র মহাভাগ প্রখ্যাতো বর্ষপর্ব্বতঃ ॥৭৫
মানসোত্তরসংজ্ঞো বৈ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি ঊর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছ্রিতঃ ॥৭৬
তাবদেব চ বিস্তীর্ণঃ সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ।
পুষ্করদ্বীপবলয়ং মধ্যেন বিভজন্নিব ॥৭৭
স্থিতোঽসৌ তেন বিচ্ছিন্নং জাতং তদ্বর্ষকদ্বয়ম্।
বলয়াকারমেকৈকং তয়োর্বর্ষং তথা গিরিঃ ॥৭৮
দশবর্ষসহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিতাঃ ॥৭৯
অধমোত্তমৌ ন তেষ্বাস্তাং ন বধ্য-বধকৌ দ্বিজ।
নের্য্যাসূয়া ভয়ং দ্বেষো দোষো লোভাদিকো ন চ ॥৮০
মহাবীরং বহির্বর্ষং ধাতকীখণ্ডমন্ততঃ।
মানসোত্তরশৈলস্য দেবদৈত্যাদিসেবিতম্ ॥৮১
সত্যানৃতে ন তত্রাস্তাং দ্বীপে পুষ্করসংজ্ঞিতে।
ন তত্র নদ্যঃ শৈলা বা দ্বীপে বর্ষদ্বয়ান্বিতে ॥৮২
তুল্যবেশাস্তু মনুজা দেবাস্তত্রৈকরূপিণঃ।
বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণবর্জ্জিতম্ ॥৮৩
ত্রয়ীবার্ত্তাদণ্ডনীতিশুশ্রূষারহিতঞ্চ তৎ।
বর্ষদ্বয়স্তু মৈত্রেয় ভৌমস্বর্গোঽয়মুত্তমঃ ॥৮৪
সর্ব্বস্য সুখদঃ কালো জরারোগাদিবর্জ্জিতঃ।
ধাতকীখণ্ডসংজ্ঞেঽথ মহাবীরে চ বৈ মুনে ॥৮৫
ন্যগ্রোধঃ পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
তস্মিন্নিবসতি ব্রহ্মা পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥৮৬

নাই। মৃগ, মাগধ, মানস এবং মন্দগ চারিবর্ণ আছে। তাহাদের মধ্যে মৃগগণ,—ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাগধগণ,—ক্ষত্রিয়, মানসগণ,—বৈশ্য এবং মন্দগগণ,—শূদ্র।৬১-৭০

হে মুনে! শাকদ্বীপে পূর্ব্বোক্ত বর্ণসকল সংযতাত্মা হইয়া যথাশাস্ত্র কর্ম্ম দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! শাকদ্বীপপরিমাণ বলয়াকার ক্ষীরোদসমুদ্র দ্বারা শাকদ্বীপ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। হে ব্রহ্মন্! শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণপরিমিত পুষ্কর নামক দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রকে চারিদিকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। পুষ্করদ্বীপে মহাবীর ও ধাতকী নামে সবলের দুই পুত্র হয়। তাঁহাদের নামানুসারে দুই বর্ষের নাম মহাবীরবর্ষ এবং ধাতকীখণ্ড হইয়াছে। হে মহাভাগ! এখানে মানসোত্তর নামে একটি বিখ্যাত বর্ষপর্ব্বত আছে। মধ্যভাগে বলয়াকারে অবস্থিত, পঞ্চাশ সহস্র যোজন উচ্চ এবং সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ সম্পূর্ণ গোলাকার—এই গিরি বলয়াকার পুষ্করদ্বীপকে মধ্যস্থলে বিভক্ত করিয়া আছে, তাহাতে সেই বর্ষদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেকেই সেইরূপ বলয়াকার হইয়াছে। পুষ্করদ্বীপে মানবগণ নিরাময়, বিশোক এবং রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে উত্তম অধম নাই, বধ্য ও ঘাতক নাই, ঈর্ষা নাই, অসূয়া, ভয়, দ্বেষ ও লোভাদি দোষ নাই।৭১-৮০

দেব-দৈত্যাদির দ্বারা সেবিত মহাবীরবর্ষ মানসোত্তর গিরির বহির্ভাগে এবং ধাতকীখণ্ডের অন্তর্ভাগে অবস্থিত। পুষ্করদ্বীপে সত্য মিথ্যা নাই এবং দুইটি বর্ষ সহিত সেই দ্বীপে কোন নদী বা অন্য পর্ব্বতও নাই। সেখানে মনুষ্যগণ ও দেবগণ তুল্যবেশ (সমানসুখী) এবং একরূপ।

স্বাদুদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ।
সমেন পুষ্করস্যৈব বিস্তারান্মণ্ডলং তথা ॥৮৭
এবং দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
দ্বীপশ্চৈব সমুদ্রশ্চ সমানৌ দ্বিগুণৌ পরৌ ॥৮৮
পয়াংসি সর্ব্বদা সর্ব-সমুদ্রেষু সমানি বৈ।
ন্যূনাতিরিক্ততা তেষাং কদাচিন্নৈব জায়তে ॥৮৯
স্থালীস্থমগ্নিসংযোগাদুদ্রেকি সলিলং যথা।
তথেন্দুবৃদ্ধৌ সলিলমম্ভোধৌ মুনিসত্তম ॥৯০
ন ন্যূনা নাতিরিক্তাশ্চ বৰ্দ্ধন্ত্যাপো হ্রসন্তি চ।
উদয়াস্তময়েম্বিন্দোঃ পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ ॥৯১
দশোত্তরাণি পঞ্চৈব অঙ্গুলানাং শতানি বৈ।
অপাং বৃদ্ধিক্ষয়ৌ দৃষ্টৌ সামুদ্রীণাং মহামুনে ॥৯২
ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্র স্বয়মুপস্থিতম্।
ষড়্‌রসং ভুঞ্জতে বিপ্র প্রজাঃ সর্বাঃ সদৈব হি ॥৯৩
স্বাদুদকস্যাপরতো দৃশ্যতেঽলোকসংস্থিতিঃ।
দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্বজন্তুবিবর্জ্জিতা ॥৯৪
লোকালোকস্তথা শৈলো যোজনাযুতবিস্তৃতঃ।
উচ্ছ্রায়েণাপি তাবন্তি সহস্রাণ্যচলো হি সঃ ॥৯৫
ততস্তমঃসমাবৃত্য তং শৈলং সর্ব্বতঃ স্থিতম্।
তমশ্চাণ্ডকটাহেন সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতম্ ॥৯৬
পঞ্চাশৎকোটিবিস্তারা সেয়মুর্ব্বী মহামুনে।
সহৈবাণ্ডকটাহেন সদ্বীপাব্ধিমহীধরা ॥৯৭
সেয়ং ধাত্রী বিধাত্রী চ সর্ব্বভূতগুণাধিকা।
আধারভূতা সর্ব্বেষাং মৈত্রেয় জগতামিতি ॥৯৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে মৈত্রেয়! সেই বর্ষ দুইটী বর্ণ ও আশ্রমাচারহীন, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান-বর্জ্জিত এবং ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি ও শুশ্রূষারহিত, (সুতরাং) ইহা উত্তম ভৌম স্বর্গ। হে মুনে! ধাতকিখণ্ডে ও মহাবীরবর্ষে কাল জরারোগাদি বর্জ্জিত এবং সকলের সুখপ্রদ। পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মার উত্তম স্থান একটী বট বৃক্ষ আছে। ব্রহ্মা সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া তাহাতে বাস করিতেছেন। পুষ্করের সমান বিস্তৃত স্বাদুদক সমুদ্র পুষ্করদ্বীপকে মণ্ডলাকারে সমভাবে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এইরূপে সপ্তদ্বীপ সপ্তসমুদ্র দ্বারা আবৃত। দ্বীপ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সমুদ্র পরস্পর সমান এবং পরবর্ত্তী দ্বীপ ও সমুদ্র পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বীপ এবং সমুদ্রের দ্বিগুণ। সকল সমুদ্রের জল সর্ব্বদা সমান থাকে, কখনও ন্যূনাধিক (কম বেশী) হয় না। হে মুনিসত্তম! স্থালীস্থিত জল অগ্নির উত্তাপে যেমন স্ফীত হয়, সেইরূপ চন্দ্রের বৃদ্ধি হইলে সমুদ্রের জলও উদ্রিক্ত (বর্দ্ধিত) হইয়া থাকে। অনল্প ও অনতিরিক্ত সমুদ্রবারি চন্দ্রের উদয়াস্তময় শুক্লকৃষ্ণ পক্ষে বর্দ্ধিত ও হ্রাস হয়। হে মহামুনে! সামুদ্রিক জলের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পাঁচশত দশ অঙ্গুলি দেখা যায়। হে বিপ্র! সেই পুষ্করদ্বীপে সমস্ত প্রজা সর্বদাই স্বয়ং উপস্থিত (অযত্ন-সুলভ) ষড়্‌রস-বিশিষ্ট ভোজ্যবস্তু আহার করিয়া থাকে। স্বাদুদক সমুদ্রের পরে দ্বিগুণ-পরিমিত, অলোক-সংস্থিতি এবং সর্ব্ব জন্তু-বিবর্জ্জিত কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়।* তাহার পর অযুত যোজন বিস্তৃত লোকালোক পর্ব্বত। সেই শৈল অযুত সহস্র যোজন উচ্চ। তদনন্তর গাঢ় অন্ধকার সেই পর্বতকে সর্ব্বদিকে আবৃত করিয়া অবস্থিত। অন্ধকারও অণ্ড-কটাহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। হে মহামুনে! অণ্ডকটাহের মধ্যবর্ত্তিনী দ্বীপ, সমুদ্র ও পর্ব্বতের সহিত এই সেই পৃথিবী পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তৃতা। হে মৈত্রেয়! আকাশাদি সর্ব্বভূত অপেক্ষা অধিকগুণ বিশিষ্টা সেই এই পৃথিবী সমস্ত জগতের ধাত্রী (পালনকর্ত্রী) বিধাত্রী (জনয়িত্রী) এবং আধারভূতা ॥৮১-৯৮

* যোগিগণ এই কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে পান।

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[সপ্তপাতালবিবরণম্, অনন্তস্য গুণবর্ণনঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

বিস্তার এষ কথিতঃ পৃথিব্যা ভবতো ময়া ।
সপ্ততিস্তু সহস্রাণি দ্বিজোচ্ছ্রায়োঽপি কথ্যতে ॥১
দশসাহস্রমেকৈকং পাতালং মুনিসত্তম ।
অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ ।
মহাখ্যং স্মুতলঞ্চাগ্রং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্ ॥২
শুক্লা কৃষ্ণারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনাঃ ।
ভূময়ো যত্র মৈত্রেয় বরপ্রাসাদমণ্ডিতাঃ ॥৩
তেষু দানবদৈতেয়া যক্ষাশ্চ শতশস্তথা ।
নিবসন্তি মহানাগ-জাতয়শ্চ মহামুনে ॥৪
স্বর্লোকাদপি রম্যাণি পাতালানীতি নারদঃ ।
প্রাহ স্বর্গসদাং মধ্যে পাতালেভ্যো গতো দিবি ॥৫
আহ্লাদকারিণঃ শুভ্রা মণয়ো যত্র সুপ্রভাঃ ।
নাগৈরাভ্রিয়মাণাঃ স্যুঃ পাতালং কেন তৎ সমম্ ॥৬
দৈত্যদানবকন্যাভিরিতশ্চেতশ্চ শোভিতে ।
পাতালে কস্য ন প্রীতির্বিমুক্তস্যাপি জায়তে ॥৭
দিবার্করশ্ময়ো যত্র প্রভাং তন্বন্তি নাতপম্ ।
শশিনশ্চ ন শীতায় নিশিদ্যোতায় কেবলম্ ॥৮
ভক্ষ্যভোজ্যমহাপানমুদিতৈরতিভোগিভিঃ ।
যত্র ন জ্ঞায়তে কালো গতোঽপি দনুজাদিভিঃ ॥৯
বনানি নদ্যো রম্যাণি সরাংসি কমলাকরাঃ ।
পুংস্কোকিলাভিলাপাশ্চ মনোজ্ঞান্যপরাণি চ ॥১০
ভূষণান্যতিরম্যাণি গন্ধাঢ্যঞ্চানুলেপনম্ ।
বীণা-বেণু-মৃদঙ্গানাং স্বনাস্তূর্য্যাণি চ দ্বিজ ॥১১
এতান্যন্যানি চোদারভাগ্যভোগানি দানবৈঃ ।
দৈত্যোরগৈশ্চ ভুজ্যন্তে পাতালান্তরগোচরৈঃ ॥১২
পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ ।
শেষাখ্যা যদ্গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ ॥১৩

পঞ্চম অধ্যায়

[সপ্ত পাতালের বিবরণ এবং অনন্তের গুণ বর্ণনা ।]

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ ! পৃথিবীর এই বিস্তার তোমাকে বলিলাম। উহার উচ্চতাও সত্তর (৭০) সহস্র যোজন কথিত হইয়াছে। হে মুনিসত্তম ! অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, শ্রেষ্ঠ সুতল এবং সপ্তম পাতাল নামে সাতটি পাতালই (ভূ-বিবর) প্রত্যেকে দশ সহস্র যোজন পরিমিত। হে মৈত্রেয়! এই সপ্ত পাতালের শ্রেষ্ঠ প্রাসাদশোভিত ভূমিসকল যথাক্রমে শুক্ল, কৃষ্ণ, অরুণ, পীত, শর্কর, শৈল এবং কাঞ্চনময়। হে মহামুনে ! সেই সকল স্থানে দানবগণ, দৈতেয়গণ, শত শত যক্ষ এবং মহানাগজাতিসকল বাস করে। নারদ সকল পাতাল পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বর্গে গিয়া দেবগণের মধ্যে বলিয়াছিলেন যে, পাতালসমূহ স্বর্গলোক অপেক্ষাও রমণীয়। তথায় আনন্দজনক সুপ্রভাশালী অনেক শুভ্র মণি আছে, নাগগণ সেই সকল মণি ধারণ করেন,—সুতরাং সেই পাতাল কাহার সহিত সমান হইবে ? অর্থাৎ অপ্রতিম সুখস্থান। দৈত্য ও দানবকন্যাগণ দ্বারা ইতস্ততঃ শোভিত পাতালে কাহার না প্রীতি জন্মে ? বিরাগী ব্যক্তিরও আনন্দ হয়। সূর্য্যরশ্মি তথায় কেবল প্রভা বিস্তার করে,—উত্তাপ বিস্তার করে না এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের রশ্মি কেবল আলোকের কারণ হয়,—শীতের কারণ হয় না। তথায় অতি ভোগ-বিশিষ্ট দনুজাদিগণ ভক্ষ্য, ভোজ্য ও মহাপানে আনন্দিত হইয়া, সময় গত হইলেও জানিতে পারেন না। অনেক বন নদী, রমণীয় সরোবর, কমলাকর (কমলপূর্ণ সরোবর), পুংস্কোকিলের মধুর আলাপ এবং অপর অনেক মনোজ্ঞ বিষয় আছে ।১-১০

হে দ্বিজ ! অতি রমণীয় ভূষণ সকল, গন্ধপূর্ণ অনুলেপন, বীণা, বেণু ও মৃদঙ্গের স্বর এবং তূর্য্য—এই সকল এবং সৌভাগ্যভোগ্য অন্যান্য অনেক বিষয় পাতালবাসী দানব, দৈত্য ও সর্পগণ ভোগ করিতেছে। পাতালসকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ বলরাম নামে যে তামসী তনু আছেন, দৈত্য-দানবেরাও যাঁহার গুণ বর্ণন করিতে অশক্ত

যোঽনন্তঃ পঠ্যতে সিদ্ধৈর্দেবো দেবর্ষিপূজিতঃ।
স সহস্রশিরা ব্যক্তস্বস্তিকামলভূষণঃ ॥১৪
ফণামণিসহস্রেণ যঃ স বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ।
সর্বান্ করোতি নির্বীর্য্যান্ হিতায় জগতোঽসুরান্ ॥১৫
মদাঘূর্ণিতনেত্রোঽসৌ যঃ সদৈবৈককুণ্ডলঃ।
কিরীটী স্রগ্ধরো ভাতি সাগ্নিঃ শ্বেত ইবাচলঃ ॥১৬
নীলবাসা মদোৎসিক্তঃ শ্বেতহারোপশোভিতঃ।
সাভ্রগঙ্গাপ্রবাহোঽসৌ কৈলাসাদ্রিরিবোন্নতঃ ॥১৭
লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মুষলমুত্তমম্।
উপাস্যতে স্বয়ং কান্তা যো বারুণ্যা চ মূর্ত্তয়া ॥১৮
কল্পান্তে যস্য বক্ত্রেভ্যো বিষানলশিখোজ্জ্বলঃ।
সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রো নিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্ ॥১৯
স বিভ্রচ্ছেখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমণ্ডলম্।
আস্তে পাতালমূলস্থঃ শেষোঽশেষসুরার্চিতঃ ॥২০
তস্য বীর্য্যং প্রভাবশ্চ স্বরূপং রূপমেব চ।
নহি বর্ণয়িতুং শক্যং জ্ঞাতুং বা ত্রিদশৈরপি ॥২১
যস্যৈষা সকলা পৃথ্বী ফণামণিশিখারুণা।
আস্তে কুসুমমালেব কস্তদ্বীর্য্যং বদিষ্যতি ॥২২
যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা ॥২৩
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরোরগ-চারণাঃ।
নান্তং গুণানাং গচ্ছন্তি তেনানন্তোঽয়মব্যয়ঃ ॥২৪
যস্য নাগবধূহস্তৈর্লাপিতং হরিচন্দনম্।
মুহুঃ শ্বাসানিলাপাস্তং যাতি দিক্ষুদবাসতাম্ ॥২৫
যমারাধ্য পুরাণর্ষির্গর্গো জ্যোতীংষি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞাতবান্ সকলঞ্চৈব নিমিত্তপঠিতং ফলম্ ॥২৬
তেনেয়ং নাগবর্য্যেণ শিরসা বিধৃতা মহী।
বিভর্ত্তি মালাং লোকানাং সদেবাসুর-মানুষাম্ ॥২৭
ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

এবং যে দেবর্ষিপূজিত দেবকে সিদ্ধগণ অনন্ত বলিয়া থাকেন, তিনি সহস্রশিরাঃ এবং মস্তকে স্বস্তিকচিহ্ন অমলভূষণরূপে প্রকাশিত, তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত সহস্রফণা মণি দ্বারা দিক্সকল সমুজ্জ্বল করিয়া সমস্ত অসুরকে নির্বীর্য্য (শক্তিহীন) করিতেছেন; যিনি মদঘূর্ণিতনেত্র এবং সর্বদা এক কুণ্ডল, কিরীট ও মালাধারী হইয়া অগ্নিযুক্ত শ্বেত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন, যিনি নীল বসনধারী, যিনি মদোৎসিক্ত ও শ্বেতহারে উপশোভিত হইয়া কৃষ্ণমেঘ ও গঙ্গাপ্রবাহযুক্ত কৈলাস পর্বতের ন্যায় উন্নত। যাঁহার এক হস্তে লাঙ্গল ও অন্য হস্তে উত্তম মুষল, তাঁহাকে স্বয়ং লক্ষ্মী এবং বারুণী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া উপাসনা করিতেছেন।১১-১৮

কল্পান্ত সময়ে তাঁহার মুখ হইতে বিষানল দ্বারা উজ্জ্বলাকৃতি সঙ্কর্ষণ নামক রুদ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ত্রিজগৎ ভক্ষণ করেন। সেই অশেষ দেবগণপূজিত শেষ মুকুটবৎ স্থিত, সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলকে ধারণ করত পাতালমূলে অবস্থিত আছেন। দেবগণও তাঁহার বীর্য্য, প্রভাব, স্বরূপ (তত্ত্ব) বর্ণন করিতে বা জানিতে পারেন না। এই সমগ্র পৃথিবী যাঁহার ফণামণি সকলের কিরণে অরুণ-বর্ণা হইয়া পুষ্পমালার ন্যায় মস্তকে স্থিত রহিয়াছে, তাঁহার বীর্য্য কে বর্ণন করিতে পারিবে? মদঘূর্ণিত-লোচন অনন্ত যখন জৃম্ভণ করেন, (হাই তুলেন), তখন গিরি, সমুদ্র ও কাননসহ এই ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে। গন্ধর্ব, অপ্সর, সিদ্ধ, কিন্নর, সর্প ও চারণগণ তাঁহার গুণের অন্ত পান না বলিয়া এই অব্যয় দেব "অনন্ত" নামে খ্যাত। নাগবধূগণ তাঁহার অঙ্গে হরিচন্দনের যে অনুলেপন দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বারংবার বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে জল-সুগন্ধিকর চূর্ণ স্বরূপ হয়। পুরাতন ঋষি গর্গ যাঁহার আরাধনা করিয়া গ্রহ-নক্ষত্রাদি এবং উৎপাতসূচক গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি বিষয়ে শুভাশুভ ফল যথার্থরূপে অবগত হইয়াছেন, সেই নাগশ্রেষ্ঠ শেষ পৃথিবীকে মস্তকে রাখিয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য সহিত এই লোকমালার (পাতালাদি লোকসকল) ধারণ করিতেছেন।১৯-২৭

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

[নরকবর্ণনম্, হরিস্মরণেন সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তকথনঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

ততশ্চ নরকান্ বিপ্র ভুবোঽধঃ সলিলস্য চ ।
পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্ শৃণুষ্ব মহামুনে ॥১
রৌরবঃ শূকরো রোধস্তালো বিশসনস্তথা ।
মহাজ্বালস্তপ্তকুম্ভো শ্বসনোঽথ বিমোহনঃ ॥২
রুধিরান্ধো বৈতরণী ক্রিমীশঃ ক্রিমিভোজনঃ ।
অসিপত্রবনং কৃষ্ণো লালভক্ষশ্চ দারুণঃ ॥৩
তথা পূয়বহঃ পাপো বহ্নিজ্বালো হ্যধঃশিরাঃ ।
সন্দংশঃ কালসূত্রশ্চ তমশ্চাবীচিরেব চ ॥৪
শ্বভোজনোঽথাপ্রতিষ্ঠশ্চাবীচিশ্চ তথাপরঃ ।
ইত্যেবমাদয়শ্চান্যে নরকা ভৃশদারুণাঃ ॥৫
যমস্য বিষয়ে ঘোরাঃ শস্ত্রাগ্নিভয়দায়িনঃ ।
পতন্তি তেষু পুরুষাঃ পাপকর্ম্মারতাস্তু যে ॥৬

কূটসাক্ষী তথা সম্যক্ পক্ষপাতেন যো বদেৎ ।
যশ্চান্যদনৃতং বক্তি স নরো যাতি রৌরবম্ ॥৭
ভ্রূণহা পুরহর্ত্তা চ গোঘ্নশ্চ মুনিসত্তম ।
যান্তি তে নরকং রোধং যশ্চোচ্ছ্বাসনিরোধকঃ ॥৮
সুরাপো ব্রহ্মহা স্তেয়ী সুবর্ণস্য চ শূকরে ।
প্রয়াতি নরকে যশ্চ তৈঃ সংসর্গমুপৈতি বৈ ॥৯
রাজন্যবৈশ্যহা তালে তথৈব গুরুতল্পগঃ ।
তপ্তকুণ্ডে স্বসৃগামী হন্তি রাজভটাংশ্চ যঃ ॥১০
সাধ্বীবিক্রয়কৃদ্বন্ধপালঃ কেসরিবিক্রয়ী ।
তপ্তলোহে পতন্ত্যেতে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ ॥১১
স্নুষাং সুতাং বাপি গত্বা মহাজ্বালে নিপাত্যতে ।
অবমন্তা গুরূণাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ ॥১২

ষষ্ঠ অধ্যায়

[নরকবর্ণনা ও হরিস্মরণে সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত কথন ।]

পরাশর বলিলেন,—হে বিপ্র! হে মহামুনে! অনন্তর পৃথিবী এবং জলের নিম্নভাগে যে নরকসকল আছে,—পাপিষ্ঠগণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত হয়—সেই নরকসকলের বিবরণ শ্রবণ কর। রৌরব, শূকর, রোধ, তাল, বিশসন, মহাজ্বাল, তপ্তকুম্ভ, শ্বসন, বিমোহন, রুধিরান্ধ, বৈতরণী, ক্রিমীশ, ক্রিমি-ভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, লালভক্ষ, দারুণ, পাপ, পূয়বহ, বহ্নিজাল, অধঃশিরা, সন্দংশ, কালসূত্র, তম, অবীচি, শ্বভোজন, অপ্রতিষ্ঠ ও অপর অবীচি ইত্যাদি এবং আরও অতিশয় দারুণ অনেক নরক আছে। শস্ত্রভয় ও অগ্নিভয়দায়ী এই সকল ঘোর নরক যমের অধিকারস্থ। যে পুরুষেরা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারা সেই সকল নরকে পতিত হয়।১-৬

যে ব্যক্তি কূটসাক্ষী (ব্যবহারালয়ে আদালতে জানিয়াও বলে না, অথবা অন্যরূপ বলে), যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে এবং যে মিথ্যা কহে, তাহারা রৌরব নরকে গমন করে। হে মুনিসত্তম! যাহারা ভ্রূণহত্যাকারী, পুরহরণকারী ও গোঘাতক, তাহারা রোধ নরকে গমন করে; এই রোধ নরকে শ্বাসরোধ হইয়া যায়। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণচোর এবং যাহারা এই সকলের সহিত সংসর্গ করে, তাহারা শূকর নরকে গমন করে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যহন্তা লোক তাল নরকে এবং গুরুপত্নীগামী তপ্তকুণ্ড নরকে যায়। ভগিনীগামী ব্যক্তি, যে রাজদূতকে হত্যা করে, স্ত্রীবিক্রয়ী, কারাগৃহরক্ষক, অশ্ববিক্রেতা এবং যে ভক্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, ইহারা তপ্তলোহ নরকে পতিত হয়।৭-১১

বেদদূষয়িতা যশ্চ বেদবিক্রয়কশ্চ যঃ।
অগম্যগামী যশ্চ স্যাৎ তে যান্তি লবণং দ্বিজ ॥১৩
চৌরো বিমোহে পততি মর্য্যাদাদূষকস্তথা।
বেদ-দ্বিজ-পিতৃদ্বেষ্টা রত্নদূষয়িতা চ যঃ।
স যাতি ক্রিমিভক্ষে বৈ ক্রিমীশে চ দুরিষ্টকৃৎ ॥১৪
পিতৃ-দেবাতিথীন্ যশ্চ পর্য্যশ্নাতি নরাধমঃ।
লালভক্ষে স যাত্যুগ্রে শরকর্ত্তা চ বেধকে ॥১৫
করোতি কর্ণিনো যশ্চ যশ্চ খড়্গাদিকৃন্নরঃ।
প্রয়ান্ত্যেতে বিশসনে নরকে ভৃশদারুণে ॥১৬
অসৎপ্রতিগ্রহীতা তু নরকে যাত্যধোমুখে।
অযাজ্যযাজকশ্চৈব তথা নক্ষত্রসূচকঃ ॥১৭
ক্রিমিপূয়বহশ্চৈকো যাতি মিষ্টান্নভুঙ্ নরঃ।
লাক্ষা-মাংস-রসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণো যাতি তমেব নরকং দ্বিজ ॥১৮

মার্জ্জার-কুক্কুট-চ্ছাগ-শ্ব-বরাহ-বিহঙ্গমান্।
পোষয়ন্নরকং যাতি তমেব দ্বিজসত্তম ॥১৯
রঙ্গোপজীবী কৈবর্ত্তঃ কুণ্ডাশী গরদস্তথা।
সূচী মাহিষিকশ্চৈব পর্বকারী চ যো দ্বিজ ॥২০
আগারদাহী মিত্রঘ্নঃ শাকুনির্গ্রামযাজকঃ।
রুধিরান্ধে পতন্ত্যেতে সোমং বিক্রীণতে চ যে ॥২১
মধুহা গ্রামহন্তা চ যাতি বৈতরণীং নরঃ।
রেতঃপাতাদিকর্ত্তারো মর্য্যাদাভেদিনো হি যে।
তে কৃষ্ণে যান্ত্যশৌচাশ্চ কুহকাজীবিনশ্চ যে ॥২২
অসিপত্রবনং যাতি বনচ্ছেদী বৃথৈব যঃ।
ঔরভ্রিকা মৃগব্যাধা বহ্নিজ্বালে পতন্তি বৈ ॥২৩
যান্ত্যেতে দ্বিজ তত্রৈব যে চাপাকেষু বহ্নিদাঃ।
ব্রতানাং লোপকো যশ্চ স্বাশ্রমাদ্ বিচ্যুতশ্চ যঃ ॥২৪

পুত্রবধূ ও কন্যা গমন করিলে মহাজ্বাল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। হে দ্বিজ! যে নরাধম গুরুজনের অবমাননা বা তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ করে, যে বেদনিন্দা বা বেদ বিক্রয় করে এবং অগম্যা গমন করে, তাহারা লবণ নরকে যায়। চৌর ব্যক্তি বিমোহন নরকে পতিত হয়। শিষ্টাচার নিন্দক, বেদ, ব্রাহ্মণ ও পিতৃদ্বেষ্টা এবং যে রত্নকে দূষিত করে, তাহারা কৃমিভক্ষ নরকে এবং অভিচারকারী ব্যক্তি কৃমীশ নরকে গমন করে। যে নরাধম পিতা, দেব ও অতিথিকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে অগ্রে আহার করে, সে অতি উগ্র লালভক্ষ নরকে এবং বাণপ্রস্তুতকারী ব্যক্তি বেধক নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি কর্ণিনামক বাণ বা যে ব্যক্তি খড়গাদি অস্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ বিশসন নরকে গমন করে। অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযাজ্যযাজক এবং নক্ষত্রগণকেরা অধোমুখ নরকে যায়। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি পুত্র প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন ভোজন করে, সে এবং লাক্ষা, মাংস, সমস্ত রস (দুগ্ধাদি), তিল ও লবণবিক্রেতা ব্রাহ্মণ কৃমিযুক্ত পূয়বহ নরকে গমন করে। হে দ্বিজসত্তম! বিড়াল, কুক্কুট, ছাগ, কুক্কুর, বরাহ ও পক্ষী সকলকে (জীবিকার্থ) পোষণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই (পূয়বহ) নরকেই যায়। যে সকল ব্রাহ্মণ রঙ্গোপজীবী (নটমল্লাদিবৃত্তি অবলম্বনকারী), ধীবর, কুণ্ডাশী (পতিবর্ত্তমানে উপপতির ঔরসজাত ব্যক্তির অন্নভোজী), বিষদাতা, খল, মাহিষিক *, পর্ব্বকারী (ধনলোভে অপর্ব্বে অমাবস্যাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তক) গৃহদাহী, মিত্রহন্তা, শাকুনিক ও গ্রামযাজক হয় এবং যে সোম বিক্রয় করে, ইহারা সকলেই রুধিরান্ধ নরকে পতিত হয়।১২-২১

মধুহা ও গ্রামহন্তা মনুষ্য বৈতরণী নরকে যায়। যাহারা বীর্য্যপাতাদি করে, যাহারা ক্ষেত্রাদির সীমা অতিক্রম করে, যাহারা সর্ব্বদা অশুচি এবং যাহারা কুহকজীবী, তাহারা কৃষ্ণনরকে গমন করে। যে ব্যক্তি বৃথা বন-ছেদন করে, সে অসিপত্রবন নরকে

* মহীষোপজীবী কিংবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর অসদ্বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে মাহিষিক বলে। মহিষী শব্দে স্ত্রীকেও বুঝায়।

সন্দংশযাতনামধ্যে পততস্তাবুভাবপি।
দিবাস্বপ্নে চ স্কন্দন্তে যে নরা ব্রহ্মচারিণঃ।
পুত্রৈরধ্যাপিতা যে চ তে পতন্তি শ্বভোজনে ॥২৫
এতে চান্যে চ নরকাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
যেষু দুষ্কৃতকর্ম্মাণঃ পচ্যন্তে যাতনাগতাঃ ॥২৬
যথৈব পাপান্যেতানি তথান্যানি সহস্রশঃ।
ভুজ্যন্তে যানি পুরুষৈর্নরকান্তরগোচরৈঃ ॥২৭
বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধঞ্চ কর্ম কুর্বন্তি যে নরাঃ।
কর্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পতন্তি তে ॥২৮
অধঃশিরোভির্দৃশ্যন্তে নারকৈর্দিবি দেবতাঃ।
দেবাশ্চাধোমুখান্ সর্ব্বানধঃ পশ্যন্তি নারকান্ ॥২৯

স্থাবরাঃ ক্রিময়োঽব্জাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্ ॥৩০
সহস্রভাগাঃ প্রথমা দ্বিতীয়ানুক্রমাৎ তথা।
সর্বে হ্যেতে মহাভাগ যাবন্মুক্তিসমাশ্রয়াঃ ॥৩১
যাবন্তো জন্তবঃ স্বর্গে তাবন্তো নরকৌকসঃ।
পাপকৃদ্ যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ ॥৩২
পাপানামনুরূপাণি প্রায়শ্চিত্তানি যদ্ যথা।
তথা তথৈব সংস্মৃত্য প্রোক্তানি পরমর্ষিভিঃ ॥৩৩
পাপে গুরূণি গুরূণি স্বল্পান্যল্পে চ তদ্বিদঃ।
প্রায়শ্চিত্তানি মৈত্রেয় জগুঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ ॥৩৪
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃ কর্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥৩৫

গমন করে। মেষোপজীবী ও মৃগ-ব্যাধগণ বহ্নিজ্বাল নরকে পতিত হয়। হে ব্রহ্মন্! সেই সেই অসাধারণ নরক ভোগানন্তর পাপের আধিক্যবশতঃ যদি তখনও পাপ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ও বক্ষ্যমাণ পাপিগণ এবং যাহারা মৃদ্ভাণ্ড ও ইষ্টকাদি সঞ্চয়ে অগ্নিপ্রদান করে, তাহারাও সেই নরকে যায়। যে ব্যক্তি ব্রতলোপ করে এবং স্বীয় আশ্রয়-ভ্রষ্ট, তাহারা উভয়েই সন্দংশ নরকের যাতনামধ্যে পতিত হয়। যে সকল ব্রহ্মচারী দিবানিদ্রায় বীর্য্যপাত করে এবং পুত্রের নিকট অধ্যয়ন করে, তাহারা শ্বভোজন নরকে পতিত হয়। এই সকল এবং অন্যান্য শত সহস্র নরক আছে; উহাতে দুষ্কর্ম্মকারিগণ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। এই সকল পূর্ব্বোক্ত পাপ সমূহের ন্যায় অন্যান্য সহস্র সহস্র পাপও আছে; অন্যান্য নরকসমূহে স্থিত পুরুষেরা তাহার ফল ভোগ করে। যে সকল মনুষ্য কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহারা নিরয়ে (নরকে) পতিত হয়। অধোমস্তকে নরকস্থ জীবেরা স্বর্গস্থিত সকলকে দেখিতে পায় এবং দেবগণও অধোদিকে অধোমুখ নরকস্থ জীব সকলকে দেখিতে পান। পাপিগণ নরক ভোগান্তর যথাক্রমে স্থাবর, তরু, লতা, গুল্ম, কৃমি, জলজ মৎস্যাদি, পক্ষী, পশু, নর, ধার্ম্মিক মনুষ্য, দেবতা এবং পুণ্যবিশেষে কেহ বা মুমুক্ষু হইয়া জন্মগ্রহণ করে।২২-৩০

দ্বিতীয় স্থানীয় কৃমিবর্গ হইতে প্রথম স্থানীয় স্থাবরগণ সহস্র গুণ অধিক। হে মহাভাগ! মুমুক্ষু জন্ম পর্য্যন্ত এই সমস্ত জন্মই সেইরূপ পরবর্ত্তী অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী সহস্রগুণ অধিক। নরক ভোগের পর এইরূপ স্থাবরাদি-ক্রমে পাপিগণ যত সংখ্যায় পাপের ক্ষয় হইলে দেবত্ব লাভ করে, সেইরূপ স্বর্গবাসিগণও পুণ্যক্ষয় হইলে পাপ বশতঃ তত সংখ্যাতেই নরকস্থ হন। পাপীর মধ্যেও আবার প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পাপকারী মনুষ্যই নরকে যায়। যে পাপের অনুরূপ যে প্রায়শ্চিত্ত; বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক (বিবেচনা করিয়া) পরমর্ষিগণ তাহাই বলিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্বজ্ঞ স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি অনেকেই গুরুপাপে গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও অল্প পাপে স্বল্প প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়! তপস্যাত্মক ও কর্ম্মাত্মক যে অশেষপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত আছে, তাহার মধ্যে কৃষ্ণের অনুসরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। পাপ করিয়া যে পুরুষের অনুতাপ জন্মে, তাহার পক্ষে (মন্বাদির কথিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত হইলেও) হরি-

কৃতে পাপেঽনুতাপো বৈ যস্য পুংসঃ প্রজায়তে।
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈকং হরিসংস্মরণং পরম্ ॥৩৬
প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যঃ পাপক্ষয়ং নরঃ ॥৩৭
বিষ্ণুসংস্মরণাৎ ক্ষীণসমস্তক্লেশসঞ্চয়ঃ।
মুক্তিং প্রয়াতি স্বর্গাপ্তিস্তস্য বিঘ্নোঽনুমীয়তে ॥৩৮
বাসুদেবে মনো যস্য জপ-হোমার্চ্চনাদিষু।
তস্যান্তরায়ো মৈত্রেয় দেবেন্দ্রত্বাদিকং ফলম্ ॥৩৯
ক নাকপৃষ্ঠগমনং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্।
ক জপো বাসুদেবেতি মুক্তিবীজমনুত্তমম্ ॥৪০
তস্মাদহর্নিশং বিষ্ণুং সংস্মরন্ পুরুষো মুনে।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যঃ সংক্ষীণাখিলপাতকঃ ॥৪১
মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরক-স্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপ-পুণ্যে দ্বিজোত্তম ॥৪২

বস্ত্বেকমেব দুঃখায় সুখায়েৰ্ষ্যোদ্ভবায় চ।
কোপায় চ যতস্তস্মাদ্ বস্তু বস্ত্বাত্মকং কুতঃ ॥৪৩
তদেব প্রীতয়ে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে।
তদেব কোপায় ততঃ প্রসাদায় চ জায়তে ॥৪৪
তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিঞ্চিৎ সুখাত্মকম্।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখ-দুঃখাদিলক্ষণঃ ॥৪৫
জ্ঞানমেব পরংব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেষ্যতে।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্ বিদ্যতে পরম্।
বিদ্যাবিদ্যেতি মৈত্রেয় জ্ঞানমেবাবধারয় ॥৪৬
এবমেতন্ময়া খ্যাতং ভবতো মণ্ডলং ভুবঃ।
পাতলানি চ সর্ব্বাণি তথৈব নরকাঃ দ্বিজ ॥৪৭
সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চৈব দ্বীপবর্ষাণি নিম্নগাঃ।
সঙ্ক্ষেপাৎ সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

১ —

সংস্মরণ পরম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ অনুতাপ না হইলেও হরিস্মরণে পাপ নষ্ট হয়; (কিন্তু অন্য প্রায়শ্চিত্তে অনুতাপ ব্যতীত পাপ ক্ষয় হয় না) প্রাতঃকাল, রাত্রিকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নাদি যে কোন সময়ে নারায়ণকে স্মরণ করিলে, মনুষ্য তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয় এবং বিষ্ণু-সংস্মরণ জন্য সমস্ত সঞ্চিত পাপ ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করে, স্বর্গপ্রাপ্তি তাহার পক্ষে বিঘ্ন বলিয়া অনুমিত হয়। হে মৈত্রেয়! জপ, হোম ও অর্চ্চনাদি কর্ম্ম মধ্যে যাহার মন বাসুদেবে আসক্ত হয়, ইন্দ্রত্বাদি ফল তাহার পক্ষে অতি তুচ্ছত্বহেতু অন্তরায় অর্থাৎ বিঘ্নস্বরূপ; কারণ, পুনরাবর্ত্তন-বিশিষ্ট স্বর্গগমন, আর উত্তম মুক্তিজনক "বাসুদেব"—এইরূপ জপ কখনই তুল্য নহে। অতএব মুনে! মরণ-ধর্ম্মশীল পুরুষ অহর্নিশ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়,—নরকে যায় না। স্বর্গ মনের প্রীতিকর এবং নরক মনের অপ্রীতিকর। হে দ্বিজোত্তম! পাপ ও পুণ্যের নামই নরক ও স্বর্গ; অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য—নরক এবং স্বর্গের সাধন বলিয়া এক নামে কথিত হইল।৩১-৪২

যখন এক বস্তুই দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সুখ, দুঃখ, ঈর্ষোৎপত্তি ও কোপের কারণ হয়, তখন বস্তুকে নিয়ত-স্বভাব কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যাহা প্রীতিজনক, তাহাই আবার দুঃখের কারণ হয়; তাহাই কোপের এবং প্রসন্নতারও কারণ হয়; অতএব কোন বস্তুই দুঃখাত্মক বা সুখাত্মক নাই। সুখ-দুঃখ কেবল মনের পরিণাম অর্থাৎ অবস্থান্তর মাত্র। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম (সুতরাং পরমার্থ), জ্ঞানই (অবিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত) বন্ধনের কারণ। (এবং বিদ্যা দ্বারা অহঙ্কারাদি নাশ হইলে জ্ঞানই মোক্ষের কারণ হয়।) এই বিশ্ব জ্ঞানাত্মক,—জ্ঞান ব্যতীত শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। হে মৈত্রেয়। জ্ঞানকেই বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া অবধারণ কর। হে দ্বিজ! তোমাকে এই ভূমণ্ডলের বিষয় এইরূপ বলিলাম এবং সমস্ত পাতাল, নরক, সমুদ্র, পর্ব্বত, দ্বীপ, বর্ষ ও নদী সকলই সংক্ষেপে বলা হইল; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৪৩-৪৮

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[সূর্য্যাদি-গ্রহাণাং সপ্ত-লোকানাঞ্চ সংস্থানম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ

কথিতং ভূতলং ব্রহ্মন্ মমৈতদখিলং ত্বয়া ।
ভুবর্লোকাদিকান্ লোকান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে ॥১
তথৈব গ্রহসংস্থানং প্রমাণানি যথা তথা ।
সমাচক্ষ্ব মহাভাগ মহ্যং ত্বং পরিপৃচ্ছতে ॥২

পরাশর উবাচ ।

রবি-চন্দ্রমসোর্যাবন্ময়ুখৈরবভাসতে ।
সসমুদ্র-সরিচ্ছৈলা তাবতী পৃথিবী স্মৃতা ॥৩
যাবৎপ্রমাণা পৃথিবী বিস্তারপরিমণ্ডলাৎ ।
নভস্তাবৎপ্রমাণং বৈ ব্যাসমণ্ডলতো দ্বিজ ॥৪
ভূমের্যোজনলক্ষে তু সৌরং মৈত্রেয় মণ্ডলম্ ।
লক্ষাদ্দিবাকরস্যাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্থিতম্ ॥৫
পূর্ণে শতসহস্রে তু যোজনানাং নিশাকরাৎ ।
নক্ষত্রমণ্ডলং কৃৎস্নমুপরিষ্টাৎ প্রকাশতে ॥৬
যে লক্ষে চোপরি ব্রহ্মন্ বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ।
তাবৎ প্রমাণভাগে তু বুধস্যাপ্যুশনাঃ স্থিতঃ ॥৭
অঙ্গারকোঽপি শুক্রস্য তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ ।
লক্ষদ্বয়েন ভৌমস্য স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥৮
শৌরির্বৃহস্পতেশ্চোর্দ্ধং দ্বিলক্ষে সম্যগাস্থিতঃ ।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাল্লক্ষমেকং দ্বিজোত্তম ॥৯
ঋষিভ্যস্তু সহস্রাণাং শতাদূর্দ্ধং ব্যবস্থিতঃ ।
মেধীভূতঃ সমস্তস্য জ্যোতিশ্চক্রস্য বৈ ধ্রুবঃ ॥১০
ত্রৈলোক্যমেতৎ কথিতমুৎসেধেন মহামুনে ।
ইজ্যাফলস্য ভূরেষা ইজ্যা চাত্র ব্যবস্থিতা ॥১১
ধ্রুবাদূর্দ্ধং মহর্লোকো যত্র তে কল্পবাসিনঃ ।
একযোজনকোটিস্তু যত্র তে কল্পবাসিনঃ ॥১২
যে কোট্যৌ তু জনো লোকো যত্র তে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ
সনন্দনাদ্যাঃ কথিতা মৈত্রেয়ামলচেতসঃ ॥১৩

সপ্তম অধ্যায়

[সূর্য্যাদি-গ্রহ ও সপ্তলোকের সংস্থান ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে এই অখিল ভূতলের বিষয় কহিলেন। মুনে! আমি ভুবর্লোকাদি সমস্ত লোকের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! গ্রহগণের সংস্থান (কাহার উপরে কোন্ গ্রহ অবস্থিত) এবং প্রমাণ (তাহাদের পরস্পর অন্তরাল কত যোজন) জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আপনি আমাকে তাহা বলুন। পরাশর বলিলেন,—সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণে যতদূর আলোকিত হয়, সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বত সমবেত ততদূর স্থান পৃথিবী বলিয়া কথিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবলোকের বিস্তার পরিমণ্ডলও সেই পরিমাণ। হে মৈত্রেয়! ভূমি হইতে লক্ষযোজন ব্যবধানে সূর্য্যমণ্ডল। দিবাকরেরও লক্ষ যোজন ব্যবধানে চন্দ্রমণ্ডল স্থিত। নিশাকর হইতে পূর্ণ লক্ষযোজন উপরি ভাগে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে। হে ব্রহ্মন্! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে দুই লক্ষযোজন উপরে বুধ এবং বুধের দুই লক্ষ যোজন উপরিভাগে শুক্র অবস্থিত। শুক্রের দুই লক্ষ যোজন উর্দ্ধে মঙ্গল। মঙ্গলের দুই লক্ষ যোজন পরে বৃহস্পতি স্থির আছেন। হে দ্বিজোত্তম! বৃহস্পতি হইতে দুই লক্ষযোজন উর্দ্ধে শনি অবস্থিত। শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপরে সপ্তর্ষিমণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের মেধীভূত (নাভি-স্বরূপ) ধ্রুব অবস্থিত রহিয়াছেন ।১-১০

চতুর্গুণোত্তরে চোর্দ্ধং জনলোকাত্তপঃ স্মৃতম্।
বৈরাজা যত্র তে দেবাঃ স্থিতা দাহবিবর্জ্জিতাঃ ॥১৪
ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকো বিরাজতে।
অপুনর্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥১৫
পাদগম্যন্তু যৎকিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ম্।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ ॥১৬
ভূমিসূর্য্যান্তরং যত্তু সিদ্ধাদিমুনিসেবিতম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম ॥১৭
ধ্রুবসূর্য্যান্তরং যচ্চ নিযুতানি চতুর্দ্দশ।
স্বর্লোকঃ সোঽপি গদিতো লোকসংস্থানচিন্তকৈঃ ॥১৮
ত্রৈলোক্যমেতৎ কৃতকং মৈত্রেয় পরিপঠ্যতে।
জনস্তপস্তথা সত্যমিতি চাকৃতকং ত্রয়ম্ ॥১৯
কৃতকাকৃতয়োর্মধ্যে মহর্লোক ইতি স্মৃতঃ।
শূন্যো ভবতি কল্পান্তে যোঽত্যন্তং ন বিনশ্যতি ॥২০
এতে সপ্ত ময়া লোকা মৈত্রেয় কথিতাস্তবঃ।
পাতালানি চ সপ্তৈব ব্রহ্মাণ্ডস্যৈষ বিস্তরঃ ॥২১
এতদণ্ডকটাহেন তির্য্যক্ চোর্দ্ধমধস্তথা।
কপিত্থস্য যথা বীজং সর্ব্বতো বৈ সমাবৃতম্ ॥২২
দশোত্তরেণ পয়সা মৈত্রেয়াণ্ডঞ্চ তদ্ বৃতম্।
সর্ব্বোঽম্বুপরিধানোঽসৌ বহ্নিনা বেষ্টিতো বহিঃ ॥২৩
বহ্নিশ্চ বায়ুনা বায়ুর্মৈত্রেয় নভসা বৃতঃ।
ভূতাদিনা নভঃ সোঽপি মহতা পরিবেষ্টিতঃ ॥২৪
দশোত্তরাণ্যশেষাণি মৈত্রেয়ৈতানি সপ্ত বৈ।
মহান্তঞ্চ সমাবৃত্য প্রধানং সমবস্থিতম্ ॥২৫

হে মহামুনে! এই ত্রৈলোক্যের উচ্চতার বিষয় বলিলাম। ঐ ত্রৈলোক্য যজ্ঞাদির ফলভোগের ভূমি। এই ভারতবর্ষে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। যেখানে সেই ভৃগু প্রভৃতি কল্পবাসিগণ বাস করেন, সেই মহর্লোক ধ্রুবলোক হইতে কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত। মৈত্রেয়! ধ্রুবলোক হইতে দুই কোটি যোজন ঊর্দ্ধে জনলোক; এই লোকে নির্মলচিত্ত বিখ্যাত সনন্দনাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ বাস করেন। জনলোক হইতে অষ্টকোটি যোজন ঊর্দ্ধে তপোলোক কথিত হয়; এই স্থানে দাহ-বর্জ্জিত সেই বৈরাজ নামক দেবগণ অবস্থিত। তপোলোকানন্তর পূর্ব্বোক্ত জনলোক হইতে দ্বাদশ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে সত্যলোক শোভা পাইতেছে। তাহাই ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠলোক বলিয়া কথিত। সেখানে পুনর্মৃত্যু নাই। যতদূর পর্য্যন্ত পাদগম্য অর্থাৎ পদ সঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্তু আছে, ততদূর পর্য্যন্ত ভূর্লোক বলিয়া খ্যাত; ইহার বিস্তার আমি বলিয়াছি। হে মুনিসত্তম! ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী সিদ্ধ প্রভৃতি ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত যে স্থান, তাহা ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক। ধ্রুব ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী যে চতুর্দ্দশ নিযুত যোজন স্থান, তাহাকেই লোক-সংস্থান নির্ণায়কগণ স্বর্লোক বলেন। হে মৈত্রেয়! এই তিনটি (ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ) লোক 'কৃতক' নামে এবং জন, তপঃ ও সত্য এই তিনটি লোক 'অকৃতক' নামে অভিহিত হয়। (কারণ, প্রথমোক্ত তিনটির প্রতিকল্পে সৃষ্টি হয়,—অন্য তিনটির হয় না) কৃতক ও অকৃতকের মধ্যে মহর্লোক। ইহার নাম 'কৃতাকৃতক'। কারণ, ইহা কল্পান্তে জনশূন্য হয়; কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় না।১১-২০

মৈত্রেয়! আমি এই সপ্তলোকের বিবরণ তোমাকে বলিলাম; সপ্ত পাতালের কথাও বলিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার বিবরণ এই। কপিত্থের বীজ যেমন চারিদিকে সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সেইরূপ এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক জগৎ পার্শ্বদ্বয়, ঊর্দ্ধ ও অধঃ এই চারিদিকেই অণ্ডরূপ কটাহ দ্বারা সমাবৃত। মৈত্রেয়! সেই অণ্ড দশগুণ অধিক জল দ্বারা আবৃত। এই সমস্ত জলাবরণ বহির্ভাগে অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত। হে মৈত্রেয়! বহ্নি বায়ুদ্বারা ও বায়ু আকাশ দ্বারা আবৃত। আকাশ তামস অহঙ্কার দ্বারা এবং তামস অহঙ্কারও মহত্তত্ত্ব দ্বারা পরিবেষ্টিত। মৈত্রেয়! অসীম সপ্ত আবরণই উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধিভাবপ্রাপ্ত। প্রকৃতি আবার মহত্তত্ত্বকেও আবৃত করিয়া অবস্থিত। সেই অনন্তের (সর্ববগত-প্রকৃতির)

অনন্তস্য ন তস্যান্তঃ সংখ্যানঞ্চাপি বিদ্যতে।
তদনন্তমসংখ্যাতপ্রমাণং ব্যাপি বৈ যতঃ ॥২৬
হেতুভূতমশেষস্য প্রকৃতিঃ সা পরা মুনে।
অণ্ডানাস্তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ।
ঈদৃশানাং তথা তত্র কোটিকোটিশতানি চ ॥২৭
দারুণ্যগ্নির্যথা তৈলং তিলে তদ্বৎ পুমানপি।
প্রধানেঽবস্থিতো ব্যাপী চেতনাত্মাত্মবেদনঃ ॥২৮
প্রধানঞ্চ পুমাংশ্চৈব সর্ব্বভূতাত্মভূতয়া।
বিষ্ণুশক্ত্যা মহাবুদ্ধে বৃতো সংশ্রয়ধর্ম্মিণৌ ॥২৯
তয়োঃ সৈব পৃথগ্‌ভাবকারণং সংশ্রয়স্য চ।
ক্ষোভকারণভূতা চ সর্গকালে মহামতে ॥৩০
যথা শৈত্যং জলে বাতো বিভর্ত্তি কণিকাশতম্।
জগচ্ছক্তিস্তথা বিষ্ণোঃ প্রধানপুরুষাত্মিকা ॥৩১
যথা চ পাদপো মূলস্কন্ধশাখাদিসংযুতঃ।
আদিবীজাৎ বীজান্যন্যানি বৈ ততঃ ॥৩২
প্রভবন্তি ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্ত্যপরে ক্রমাঃ।
তেঽপি তল্লক্ষণদ্রব্যকারণানুগতা মুনে ॥৩৩
এবমব্যাকৃতাৎ পূর্ব্বং জায়ন্তে মহদাদয়ঃ।
বিশেষান্তাস্ততস্তেভ্যঃ সম্ভবন্ত্যসুরাদয়ঃ ॥৩৪
তেভ্যশ্চ পুত্রাস্তেষাঞ্চ পুত্রাণামপরে সুতাঃ।
বীজাদ্ বৃক্ষপ্ররোহেণ যথা নাপচয়স্তরোঃ।
ভূতানাং ভূতসর্গেণ নৈবাস্ত্যপচয়স্তথা ॥৩৫
সন্নিধানাদ্ যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ।
তথৈব পরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ ॥৩৬
ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডং কোষাস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলাঃ ॥৩৭
তুষঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতুসামগ্র্যমাসাদ্য মুনিসত্তম ॥৩৮
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাঃ সমবস্থিতাঃ।
বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ ॥৩৯

অন্ত অর্থাৎ নাশ এবং সংখ্যা নাই; যেহেতু তাহা অনন্ত (নিত্য), অসংখ্যাত, অপ্রমাণ এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে মুনে! সেই পরা প্রকৃতি সমস্ত কার্য্যের হেতুভূতা, তাহাতে এইরূপ সহস্র সহস্র ও সহস্র অযুত অণ্ড এবং এইরূপ কোটী কোটী শত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। যেমন কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি এবং তিলের মধ্যে তৈল থাকে, সেইরূপ চেতনাত্মা স্বপ্রকাশ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ প্রধানে (প্রকৃতিতে) অবস্থিত। হে মহাবুদ্ধে! সর্ব্বভূতের আত্মা-স্বরূপা বিষ্ণুশক্তি (বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি) দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রধান ও পুরুষ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্ব-ভাবে পবস্থিত। হে মহামতে! সেই চিৎশক্তিই প্রলয়কালে প্রধান ও পুরুষের পৃথক্ হইবার কারণ, স্থিতিকালে সংযোগের কারণ এবং সৃষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয়।২১-৩০

বায়ু যেমন জলকণাগত শৈত্য ধারণ করে অথচ তাহার সহিত বাস্তবিকরূপে মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ বিষ্ণুর চিৎশক্তি প্রধান ও পুরুষে অধিষ্ঠিত হইয়া জগৎকে ধারণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাদের সহিত মিলিত হন নাই। মুনে! আদি বীজ হইতে যেমন মূল, স্কন্ধ ও শাখাদি সংযুক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আবার অন্যবীজ জন্মে, তদনন্তর সেই সকল বীজ হইতে অপর বৃক্ষসকল উৎপন্ন হয় এবং তাহারাও পূর্ব্ববৃক্ষের সমজাতীয় আম্রাদি দ্রব্যবিশিষ্ট হয়, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহদাদি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত উৎপন্ন হয়, তদনন্তর সেই সকল হইতে অসুরাদির উৎপত্তি হয়, তাহাদের অনেক পুত্র জন্মে এবং সেই পুত্রগণেরও আবার পুত্র উৎপন্ন হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও যেমন পূর্ব্ব-বৃক্ষের অপচয় হয় না, সেইরূপ ভূতগণের সৃষ্টি হইলেও পূর্ব্বভূতগণের অপচয় হয় না। যেমন আকাশ ও কাল প্রভৃতি সন্নিধানহেতু বৃক্ষোৎপত্তির কারণ হয়, সেইরূপ ভগবান্ হরিও জগতের পরিণামের কারণ। হে মুনিসত্তম! ধান্যের বীজের মধ্যে যেমন মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোষ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণাসকল আছে এবং অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু (ভূমি

স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্বমিদং জগৎ।
জগচ্চ যো যত্র চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতি ॥৪০
তদ্ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম সদসৎ পরমং পদম্।
যস্য সর্বমভেদেন যতশ্চৈতচ্চরাচরম্ ॥৪১
স এব মূলপ্রকৃতির্ব্যক্তরূপী জগচ্চ সঃ।
তস্মিন্নেব লয়ং সর্বং যাতি তত্র চ তিষ্ঠতি ॥৪২
কর্ত্তা ক্রিয়াণাং স চ ইজ্যতে ক্রতুঃ
স এব তৎকর্ম্মফলঞ্চ তস্য তৎ।
স্রুগাদি যৎ সাধনমপ্যশেষতো-
হরের্ন কিঞ্চিদ্ব্যতিরিক্তমস্তি বৈ ॥৪৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

জলাদি) সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হয়, সেইরূপ প্রাক্তন কর্ম্মসকলে অবস্থিত দেবাদি বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হন। যাহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, যিনি জগৎস্বরূপ, যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত এবং যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইবে, সেই বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম। সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মই বিষ্ণুর পরম ধাম, অর্থাৎ স্বরূপ; যেহেতু তিনি সদসদের পরমপদ। যাহা হইতে সমস্ত এই চরাচর জগৎ অভিন্ন হইয়া জন্মিতেছে, এই বিষ্ণু আর ব্রহ্মের লক্ষণে ঐক্য হওয়ায় ব্রহ্মই বিষ্ণু। অতএব তিনি মূল প্রকৃতি, তিনিই ব্যক্তরূপী (ব্রহ্মাণ্ড) এবং সমস্ত জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিত ও তাঁহাতেই লীন হয়। তিনিই ক্রিয়া-সকলের কর্ত্তা, তিনিই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠিত হন, তিনিই সেই যজ্ঞের ফল এবং যজ্ঞের স্রুক্ প্রভৃতি যে অশেষ সাধন, তাহাও তিনি; হরিব্যতিরিক্ত কিছুমাত্রও নাই।৩১-৪৩

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[সূর্য্যরথসংস্থানাদি কথনম্, কালস্য নিরূপণম্, গঙ্গায়া উৎপত্তিশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

ব্যাখ্যাতমেতদ্ ব্রহ্মাণ্ডসংস্থানং তব সুব্রত।
ততঃ প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং শৃণুষ্ব মে ॥১
যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথো নব।
ঈষাদণ্ডস্তথৈবাস্য দ্বিগুণো মুনিসত্তম ॥২
সার্দ্ধকোটিস্তথা সপ্ত নিযুতান্যধিকানি বৈ।
যোজনানাস্তু তস্যাক্ষস্তত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৩
ত্রিনাভিমতি পঞ্চারে ষণ্নেমিন্যক্ষয়াত্মকে।
সংবৎসরময়ে কৃৎস্নং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪
চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়োঽক্ষো বিবস্বতঃ।
পঞ্চান্যানি তু সার্দ্ধানি স্পন্দনস্য মহামতে ॥৫

অষ্টম অধ্যায়

[সূর্য্যরথসংস্থানাদি কথন, কালের নিরূপণ এবং গঙ্গার উৎপত্তি।]

পরাশর বলিলেন,—হে সুব্রত! তোমাকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থান কহিলাম। তাহার পর সূর্য্যাদির সংস্থান ও প্রমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! ভাস্করের রথ নবসহস্র যোজন এবং ইহার ঈষা-দণ্ড (অক্ষ ও যুগের সন্ধানার্থ দণ্ড) দ্বিগুণ (অষ্টাদশ সহস্র যোজন)*। তাহার অক্ষ দেড়কোটি সপ্তনিযুত

* যুগ অর্থাৎ ঈষার অগ্রভাগে অশ্বযোজনার্থ বক্রভাগে স্থিত যে কাষ্ঠ দ্বারা এই উভয়ের যোগ হয়, তাহার নাম ঈষাদণ্ড।

অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণং তদ্‌যুগার্দ্ধয়োঃ।
হ্রস্বোঽক্ষস্তদ্‌যুগার্দ্ধেন ধ্রুবাধারো রথস্য বৈ।
দ্বিতীয়েঽক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাচলে ॥৬
হয়াশ্চ সপ্ত ছন্দাংসি তেষাং নামানি মে শৃণু।
গায়ত্রী স বৃহত্যুষ্ণিক্ জগতী ত্রিষ্টুবেব চ।
অনুষ্টুপ্ পঙ্‌ক্তিরিত্যুক্তাশ্ছন্দাংসি হরয়ো রবেঃ ॥৭
মানসোত্তরশৈলে তু পূর্বতো বাসবী পুরী।
দক্ষিণেন যমস্যান্যা প্রতীচ্যাং বরুণস্য চ।
উত্তরেণ চ সোমস্য তাসাং নামানি মে শৃণু ॥৮
বস্বোকসারা শক্রস্য যাম্যা সংযমনী তথা।
পুরী সুখা জলেশস্য সোমস্য চ বিভাবরী ॥৯
কাষ্ঠাং গতো দক্ষিণতঃ ক্ষিপ্তেষুরিব সর্পতি।
মৈত্রেয় ভগবান্ ভানুর্জ্যোতিষাং চক্রসংযুতঃ ॥১০

অহোরাত্রব্যবস্থানকারণং ভগবান্ রবিঃ।
দেবযানঃ পরঃ পন্থা যোগিনাং ক্লেশসংক্ষয়ে ॥১১
দিবসস্য রবির্মধ্যে সর্বকালং ব্যবস্থিতঃ।
সর্বদ্বীপেষু মৈত্রেয় নিশার্দ্ধস্য চ সম্মুখঃ ॥১২
উদয়াস্তমনে চৈব সর্ব্বকালন্তু সম্মুখে।
বিদিশাসু ত্বশেষাসু তথা ব্রহ্মন্ দিশাসু চ ॥১৩
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥১৪
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥১৫
শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্।
বিকর্ণৌ দ্বৌ বিকর্ণস্থস্ত্রীন্ কোণান্ দ্বে পুরে তথা ॥১৬
উদিতো বর্দ্ধমানাভিরামধ্যাহ্নাৎ তপন্ রবিঃ।
ততঃ পরং হ্রসন্তীভির্গোভিরস্তং নিযচ্ছতি ॥১৭

যোজন অপেক্ষা কিছু অধিক। তাহাতে চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন,—এই ত্রিনাভিবিশিষ্ট, সংবৎসর পরিবৎসরাদি পাঁচটী অর (শলাকা) যুক্ত ও বসন্তাদি ঋতুরূপ ছয় নেমি প্রান্ত-বলয়বিশিষ্ট সেই অক্ষয় সংবৎসরময় চক্রে সমুদায় কালচক্র বা জ্যোতিশ্চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। হে মহামতে! সূর্য্যের রথের দ্বিতীয় অক্ষ সার্দ্ধপঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন। অক্ষের যাহা পরিমাণ, তাহাই সেই উভয়দিকে তুল্যপরিমাণবিশিষ্ট যুগার্দ্ধ পরিমাণ। হ্রস্ব (পূর্বোক্ত-দ্বিতীয়) অক্ষ রথের যুগার্দ্ধের সহিত বায়ুরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া ধ্রুবাধাররূপে বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় অক্ষ মানসাচলে সেই চক্র অবস্থিত। সাতটী ছন্দ সূর্য্যের অশ্ব। তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। গায়ত্রী, বৃহতী, উষ্ণিক্, জগতী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ্ ও পঙ্‌ক্তি; এই ছন্দগুলি রবির সপ্ত অশ্ব বলিয়া কথিত। মানসোত্তর শৈলে পূর্বদিকে ইন্দ্রের, দক্ষিণে যমের, পশ্চিমে বরুণের এবং উত্তরদিকে সোমের পুরী আছে। তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইন্দ্রের পুরী বস্বোকসারা, যমের পুরী সংযমনী, বরুণের পুরী সুখা এবং সোমের পুরী বিভাবরী। হে মৈত্রেয়! জ্যোতিশ্চক্রে সংযুক্ত ভগবান্ ভানু সেই সকল পুরীতে দক্ষিণায়নে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষিপ্তবাণের ন্যায় শীঘ্র গমন করেন।১-১০

ভগবান্ রবি অহোরাত্র-ব্যবস্থার কারণ হন এবং তিনিই রোগাদি ক্লেশ সমূহের সম্যক্ ক্ষয় হইলে ক্রমমুক্তি-ভাগী যোগিগণের দেবযান নামক শ্রেষ্ঠ (পুনরাবৃত্তিরহিত) পথ হইয়া থাকেন। মৈত্রেয়! এই দ্বীপের ভারতবর্ষে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য (যেমন লক্ষযোজন উচ্চ আকাশে তীব্রাদি প্রকাশ শুক্লকিরণে সর্বকালে) বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহার সমানসূত্রে দ্বীপান্তরাদিতে যে নিশার্দ্ধ জন্মে, তাহারও সম্মুখবর্ত্তী হন। যেখানে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার পার্শ্বদ্বয়ে উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। সেই উদয় ও অস্ত পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী অর্থাৎ সূর্য্যের সমসূত্রপাতে হয়। হে ব্রহ্মন্! দিক্ বিদিক্ সমুদয়েই এইরূপ। যাহারা যেখানে সূর্য্যকে নিশাবসানে দেখিতে পায়, তাহাদের পক্ষে তাহা সূর্য্যোদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হন, সেই স্থলেই তাঁহার অস্ত কথিত হয়। সর্বদা বর্ত্তমান সূর্য্যের উদয় ও

উদয়াস্তমনাভ্যাঞ্চ স্মৃতে পূর্বাপরে দিশৌ।
যাবৎ পুরস্তাৎ তপতি তাবৎ পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥১৮
ঋতেঽমরগিরের্মেরোরুপরি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
যে যে মরীচয়োঽর্কস্য প্রয়ান্তি ব্রহ্মণঃ সভাম্।
তে তে নিরস্তাস্তদ্ভাসা প্রতীপমুপযান্তি বৈ ॥১৯
তস্মাদ্দিশ্যুত্তরস্যাং বৈ দিবারাত্রিঃ সদৈব হি।
সর্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতো যতঃ ॥২০
প্রভা বিবস্বতো রাত্রাবস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
বিশত্যগ্নিমতো রাত্রৌ বহ্নির্দূরাৎ প্রকাশতে ॥২১
বহ্নিপাদস্তথা ভানুং দিনেষ্বাবিশতি দ্বিজ।
অতীব বহ্নিসংযোগাদতঃ সূর্য্যঃ প্রকাশতে ॥২২

তেজস্বী ভাস্করাগ্নেয়ে প্রকাশোষ্ণস্বরূপিণী।
পরস্পরানুপ্রবেশাদাপ্যায়েতে দিবানিশম্ ॥২৩
দক্ষিণোত্তরভূম্যর্দ্ধে সমুত্তিষ্ঠতি ভাস্করে।
অহোরাত্রং বিশত্যম্ভস্তমঃপ্রাকাশ্যশীলবৎ ॥২৪
আতাম্রা হি ভবন্ত্যাপো দিবা নক্তপ্রবেশনাৎ।
দিনং বিশতি চৈবাম্ভো ভাস্করেঽস্তমুপেয়ুষি।
তস্মাচ্ছুক্লীভবন্ত্যাপো নক্তমন্তঃপ্রবেশনাৎ ॥২৫
এবং পুষ্করমধ্যে তু যদা যাতি দিবাকরঃ।
ত্রিংশদ্ভাগস্তু মেদিন্যাস্তদা মৌহূর্ত্তিকী গতিঃ ॥২৬
কুলালচক্রপর্য্যন্তো ভ্রমন্নেষ দিবাকরঃ।
করোত্যহস্তথা রাত্রিং বিমুঞ্চন্মেদিনীং দ্বিজ ॥২৭

অস্ত নাই; রবির দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে কথিত। ইনি মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদির মধ্যে কাহারও পুরে থাকিয়া পুরত্রয়কে স্পর্শ করেন তিনি সেখানে থাকিয়াই তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর ও পার্শ্বস্থ তিন কোণকে স্পর্শ করেন অর্থাৎ স্বরশ্মি দ্বারা আলোকময় করেন এবং মধ্যাহ্নকালে অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ, সম্মুখস্থ দুই কোণ ও তন্মধ্যবর্ত্তী দুই পুরকে স্পর্শ করেন *। রবি উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মাণ কিরণ দ্বারা তাপ বিস্তার করিতে করিতে অস্ত গমন করেন। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিক্ নিরূপিত হয়। সূর্য্য সম্মুখে যতদূর পর্য্যন্ত কিরণ বিস্তার করেন, পশ্চাৎ এবং দুইপার্শ্বেও ততদূর বিস্তার করিয়া থাকেন। অমরগিরির (সুমেরুর) উপরিভাগে ব্রহ্মসভা ব্যতীত সর্ব্বত্রই আলোকময় করেন। সূর্য্যের যে সকল কিরণ ব্রহ্মসভায় যায়, তাহারা তাহার প্রভায় নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। সুমেরু, সমস্ত দ্বীপ ও সমস্ত বর্ষের উত্তরদিকে এবং লোকালোক পর্ব্বত সকলের দক্ষিণে অবস্থিত; সেইজন্য মেরুর উত্তরদিকে নিরন্তর রাত্রি ও দক্ষিণদিকে নিরন্তন দিন।১১-২০

সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাঁহার প্রভা অগ্নিতে অনুপ্রবেশ করে, এই নিমিত্ত রাত্রিতে দূর হইতে অগ্নি দৃষ্ট হন। হে দ্বিজ! এইরূপে দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়; এই অগ্নিসংযোগ-হেতু সূর্য্য অত্যন্ত প্রখররূপে প্রকাশ পান। সূর্য্য ও অগ্নির প্রকাশ ও উষ্ণ স্বরূপতেজ পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি পরস্পরকে আপ্যায়িত অর্থাৎ পরস্পরের উৎকর্ষ বিধান করে। সূর্য্য সুমেরুর দক্ষিণ ভূম্যর্দ্ধে গমন করিলে, দিনে অন্ধকারশীল রাত্রি এবং উত্তর ভূম্যর্দ্ধে গমন করিলে রাত্রে প্রকাশশীল দিবা জলে প্রবেশ করে। দিনের বেলায় রাত্রি জলে প্রবেশ করে বলিয়া জলসকল ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয় এবং সূর্য্য অস্ত হইলে দিন জলে প্রবেশ করে, এজন্য রাত্রিকালে জলসকল শুক্লবর্ণ হয়। এইরূপ দিবাকর যখন পুষ্করদ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তম-ভাগে গমন করেন, তখন তাঁহার মৌহূর্ত্তিকী

* যখন সূর্য্য ইন্দ্রপুরে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন চন্দ্রলোকস্থদিগের পক্ষে অস্তময়, ঈশানকোণস্থদিগের তৃতীয় প্রহর, অগ্নিকোণস্থদিগের প্রথম প্রহর, দক্ষিণস্থদিগের পক্ষে সূর্য্যের উদয়। এইরূপ যখন দক্ষিণদিকে মধ্যাহ্নে থাকেন, তখন ইন্দ্রপুরে অস্ত, অগ্নিকোণে তৃতীয় প্রহর, নৈর্ঋতকোণে প্রথম প্রহর, পশ্চিমদিকে উদয়। যখন পশ্চিমে মধ্যাহ্ন হয়, তখন দক্ষিণে অস্ত, নৈর্ঋতকোণে তৃতীয় প্রহর; বায়ুকোণে প্রথম প্রহর, চন্দ্রলোকে উদয়। যখন চন্দ্রলোকে মধ্যাহ্ন তখন পশ্চিমে অস্ত, বায়ুকোণে তৃতীয় প্রহর, ঈশানকোণে প্রথম প্রহর, ইন্দ্রলোকে উদয়। যখন অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ন, তখন ঈশানে অস্ত, ইন্দ্রপুরে তৃতীয় প্রহর, যমপুরে প্রথম প্রহর এবং নৈর্ঋত কোণে উদয় ইত্যাদি।

অয়নস্যোত্তরস্যাদৌ মকরং যাতি ভাস্করঃ।
ততঃ কুম্ভঞ্চ মীনঞ্চ রাশেরাশ্যন্তরং দ্বিজ ॥২৮
ত্রিষ্বেতেষ্বথভুক্তেষু ততো বৈষুবতীং গতিম্।
প্রয়াতি সবিতা কুর্ব্বন্ অহোরাত্রং ততঃ সমম্।
ততো রাত্রিঃ ক্ষয়ং যাতি বর্দ্ধতেঽনুদিনং দিনম্ ॥২৯
ততশ্চ মিথুনস্যান্তে পরাকাষ্ঠামুপাগতঃ।
রাশিং কর্কটকং প্রাপ্য কুরুতে দক্ষিণায়নম্ ॥৩০
কুলালচক্রপর্য্যন্তো যথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে।
দক্ষিণে প্রক্রমে সূর্য্যস্তথা শীঘ্রং প্রবর্ত্ততে ॥৩১
অতিবেগিতয়া কালং বায়ুবেগবলাচ্চলন্।
তস্মাৎ প্রকৃষ্টাং ভূমিন্তু কালেনাল্পেন গচ্ছতি ॥৩২
সূর্য্যো দ্বাদশভিঃ শৈঘ্র্যান্ মুহূর্ত্তৈর্দক্ষিণায়নে।
ত্রয়োদশার্দ্ধনৃক্ষাণামহ্না তু চরতি দ্বিজ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি নক্তমষ্টাদশৈশ্চরন্ ॥৩৩

কুলালচক্রমধ্যস্থো যথা মন্দং প্রসর্পতি।
তথোদগয়নে সূর্য্যঃ সর্পতে মন্দবিক্রমঃ ॥৩৪
তস্মাদ্ দীর্ঘেণ কালেন ভূমিমল্পান্তু গচ্ছতি।
অষ্টাদশমুহূর্ত্তং যদুত্তরায়ণপশ্চিমম্।
অহর্ভবতি তচ্চাপি চরতে মন্দবিক্রমঃ ॥৩৫
ত্রয়োদশার্দ্ধমহ্না তু ঋক্ষাণাং চরতে রবিঃ।
মুহূর্ত্তৈস্তাবদৃক্ষাণি রাত্রৌ দ্বাদশভিশ্চরন্ ॥৩৬
অথো মন্দতরং নাভ্যাং চক্রং ভ্রমতি বৈ তথা।
মৃৎপিণ্ড ইব মধ্যস্থো ধ্রুবো ভ্রমতি বৈ তথা ॥৩৭
কুলালচক্রনাভিস্তু যথা তত্রৈব বর্ত্ততে।
ধ্রুবস্তথা হি মৈত্রেয় তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥৩৮
উভয়োঃ কাষ্ঠয়োর্মধ্যে ভ্রমতো মণ্ডলানি তু।
দিবা নক্তঞ্চ সূর্য্যস্য মন্দা শীঘ্রা চ বৈ গতিঃ ॥৩৯

(মুহূর্ত্তসম্বন্ধিনী) গতি হয়। হে ব্রহ্মন্! এই দিবাকর কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করত পৃথিবীর ত্রিংশৎ ভাগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দিবা ও রাত্রি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ অতিক্রম করিতেছেন, এইরূপে ত্রিংশৎ ভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হয়। হে দ্বিজ! ভাস্কর উত্তরায়ণের প্রথমে মকররাশিতে গমন করেন। তদনন্তর কুম্ভ ও তৎপরে মীনরাশিতে গমন করেন। এই তিন রাশি ভুক্ত হইলে পর সূর্য্য অহোরাত্র সমান করত বৈষুবতী গতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ বিষুবরেখায় গমন করেন। তদনন্তর প্রত্যহ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর (মেষ বৃষ অতিক্রমের পর) মিথুন রাশির অন্তে উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিয়া দক্ষিণায়ন করিতে থাকেন ।২১-৩০

কুলালচক্রের প্রান্তবর্ত্তী জন্তু যেমন শীঘ্র গমন করে, সূর্য্য দক্ষিণায়নে সেইরূপ শীঘ্র গমন করেন, বায়ু-বেগবলে অতি দ্রুত গমন করত অল্পকালেই এক স্থান হইতে অন্য প্রকৃষ্ট স্থানে উপস্থিত হন। হে দ্বিজ! দক্ষিণায়নে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দ্বাদশমুহূর্ত্তে জ্যোতিশ্চক্রের এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরার্দ্ধ গমন করেন। কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেমন মন্দ মন্দ গমন করে, সূর্য্য উত্তরায়ণের দিবসে সেইরূপ মন্দগতিতে গমন করেন। উত্তরায়ণের শেষ দিনে জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাই দীর্ঘ দিবস হইয়া থাকে। রবি দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে যেমন অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, রাত্রিকালে দ্বাদশ মুহূর্ত্তে সেইরূপ অপর অর্দ্ধ বৃত্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। অনন্তর কুলালচক্রে নাভি এবং নাভিস্থিত মৃৎপিণ্ড যেমন মন্দতর বেগে ভ্রমণ করে, জ্যোতিশ্চক্রের নাভি এবং তত্রস্থ ধ্রুবও সেইরূপ মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতে থাকে। হে মৈত্রেয়! কুলালচক্রের নাভি এবং নাভিস্থ মৃৎপিণ্ড যেমন স্ব-স্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেই স্থানেই পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ ধ্রুবও স্বস্থান পরিত্যাগ না করিয়া সেইস্থানেই পরিভ্রমণ করিতে থাকে। উভয় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে সময়ানুসারে সূর্য্যের দিবা এবং রাত্রিতে গতি শীঘ্র এবং মন্দ হইয়া থাকে। যে অয়নে

মন্দাহ্নি যস্মিন্নয়নে শীঘ্রা নক্তং তদা গতিঃ।
শীঘ্রা নিশি যদা চাস্য তদা মন্দা দিবাগতিঃ ॥৪০
একপ্রমাণমেবৈষ মার্গং যাতি দিবাকরঃ।
অহোরাত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে সমস্তা রাশয়ো দ্বিজ ॥৪১
ষড়েব রাশয়ো ভুঙ্‌ক্তে রাত্রাবন্যাংশ্চ ষড়্‌দিবা।
রাশিপ্রমাণজনিতা দীর্ঘহ্রস্বাত্মতা দিনে।
তথা নিশায়াং রাশীনাং প্রমাণৈর্লঘুদীর্ঘতা ॥৪২
দিনাদের্দীর্ঘহ্রস্বত্বং তদ্ভোগেনৈব জায়তে।
উত্তরে প্রক্রমে শীঘ্রা নিশি মন্দা গতির্দিবা।
দক্ষিণে ত্বয়নে চৈব বিপরীতা বিবস্বতঃ ॥৪৩
ঊষা রাত্রিঃ সমাখ্যাতা ব্যুষ্টিশ্চাপ্যুচ্যতে দিনম্।
প্রোচ্যতে চ তথা সন্ধ্যা ঊষাব্যুষ্ট্যোর্যদন্তরম্ ॥৪৪
সন্ধ্যাকালে তু সংপ্রাপ্তে রৌদ্রে পরমদারুণে।
মন্দেহা রাক্ষসা ঘোরাঃ সূর্য্যমিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥৪৫
প্রজাপতিকৃতঃ শাপস্তেষাং মৈত্রেয় রক্ষসাম্।
অক্ষয়ত্বং শরীরাণাং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥৪৬
ততঃ সূর্য্যস্য তৈর্যুদ্ধং ভবত্যত্যন্তদারুণম্।
ততো দ্বিজোত্তমাস্তোয়ং যৎ ক্ষিপন্তি মহামুনে ॥৪৭
ওঙ্কারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
তেন দহ্যন্তি তে পাপা বজ্রভূতেন বারিণা ॥৪৮
অগ্নিহোত্রে হূয়তে যা সমন্ত্রা প্রথমাহুতিঃ।
সূর্য্যো জ্যোতিঃসহস্রাংশুস্তয়া দীপ্যতি ভাস্করঃ ॥৪৯
ওঙ্কারো ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রিধামা বচসাং পতিঃ।
তদুচ্চারণতস্তে তু বিনাশং যান্তি রাক্ষসাঃ ॥৫০
বৈষ্ণবোঽংশঃ পরং সূর্য্যো যোঽন্তর্জ্যোতিরসংপ্লবম্।
অভিধায়ক ওঙ্কারস্তস্য তৎপ্রেরকঃ পরঃ ॥৫১
তেন সম্প্রেরিতং জ্যোতিরোঙ্কারেণাথ দীপ্তিমৎ।
দহত্যশেষরক্ষাংসি মন্দেহাখ্যানি তানি বৈ ॥৫২

দিবসে সূর্য্যের মন্দগতি হয়, তাহাতে রাত্রিকালে শীঘ্র গতি হয় এবং যখন নিশাকালে শীঘ্রগতি হয়, তখন ইঁহার দিবসে মন্দগতি হয়।৩১-৪০

এই দিবাকর এক-প্রমাণ অর্থাৎ দিবা এবং রাত্রিতে তুল্য-পরিমাণ পথ অতিক্রম করেন; হে দ্বিজ! তিনি অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। (সুতরাং দ্বাদশরাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবা-গন্তব্য ও রাত্রি গন্তব্য পথ তুল্য হইল); দিবসের হ্রাস-বৃদ্ধি রাশিসমূহের প্রমাণানুসারে হইয়া থাকে এবং রাত্রিরও হ্রাসবৃদ্ধি রাশিসকলের প্রমাণানুসারে হয়, (যেহেতু) রাশিভোগবশতই দিবা-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্রগতি ও দিবসে মন্দগতি হয় এবং দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্র-গতি এবং রাত্রিতে মন্দগতি হয় (তাহার কারণ, উত্তরায়ণে রাত্রিভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক; এবং দক্ষিণায়নে বিপরীত)। ঊষাকাল রাত্রি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ও ব্যুষ্টি অর্থাৎ প্রভাত দিন বলিয়া উক্ত হয় এবং যাহা উক্ত ঊষা ও ব্যুষ্টির অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল, তাহা সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। (সন্ধ্যা উপাসনা না করিলে সূর্য্যহত্যা দোষ হয়, অতএব 'দ্বিজগণের সন্ধ্যোপাসনা কর্ত্তব্য' ইহা বুঝাইবার জন্য কয়েকটী শ্লোক উক্ত হইতেছে,) যথা—পরম দারুণ রৌদ্রমুহূর্ত্তাত্মক সন্ধ্যাকাল প্রাপ্ত হইলে মন্দেহ নামে ভয়ানক রাক্ষসগণ সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল রাক্ষসের শরীরের অক্ষয়তা এবং প্রত্যহ মরণ হইবে, প্রজাপতিদত্ত এই শাপ আছে। অনন্তর তাহাদিগের সহিত সূর্য্যের অতি দারুণ যুদ্ধ হয়। হে মহামুনে! তৎপরে দ্বিজোত্তমগণ ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার ও গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত যে জল নিক্ষেপ করেন, সেই বজ্ররূপী বারি দ্বারা সেই সকল পাপাচারী রাক্ষসগণ দগ্ধ হইয়া যায়। অগ্নিহোত্রকালে "সূর্য্যো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত যে, প্রথম আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা দ্বারা সহস্রকিরণ, প্রভাকর, ওঙ্কাররূপী, ঋগ্‌যজুঃসামতেজাঃ বেদাধিপতি ও ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ সূর্য্য দীপ্তিমান্ হন; এবং সেই আহুতিমন্ত্র উচ্চারণমাত্রে সেই সকল রাক্ষস বিনষ্ট হয়।৪১-৫০

তস্মান্নোল্লঙ্ঘনং কার্য্যং সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মণঃ।
স হন্তি সূর্য্যঃ সন্ধ্যায়াং নোপাস্তিং কুরুতে তু যঃ ॥৫৩
ততঃ প্রয়াতি ভগবান্ ব্রাহ্মণৈরভিরক্ষিতঃ।
বালখিল্যাদিভিশ্চৈব জগতঃ পালনোদ্যতঃ ॥৫৪

কাষ্ঠা নিমেষা দশ পঞ্চ চৈব
ত্রিংশচ্চ কাষ্ঠা গণয়েৎ কলাঞ্চ।
ত্রিংশৎ কলাশ্চৈব ভবেন্মুহূর্ত্ত-
স্তৈস্ত্রিংশতা রাত্র্যহনী সমেতে ॥৫৫

হ্রাস-বৃদ্ধী ত্বহর্ভাগৈর্দিবসানাং যথাক্রমম্।
সন্ধ্যা মুহূর্ত্তমাত্রা বৈ হ্রাসবৃদ্ধৌ সমা স্মৃতা ॥৫৬
লেখাৎ প্রভৃত্যথাদিত্যে ত্রিমুহূর্ত্তগতে তু বৈ।
প্রাতঃ স্মৃতস্ততঃ কালো ভাগশ্চাহ্নঃ সপঞ্চমঃ ॥৫৭
ততঃ প্রাতস্তনাৎ কালাৎ ত্রিমুহূর্ত্তস্তু সঙ্গবঃ।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তস্তু তস্মাৎ কালাৎ তু সঙ্গবাৎ ॥৫৮

তস্মান্মাধ্যাহ্নিকাৎ কালাদপরাহ্ণ ইতি স্মৃতঃ।
ত্রয় এব মুহূর্ত্তাস্তু কালঃ সায়াহ্ন এব চ ॥৫৯
দশপঞ্চমুহূর্ত্তাহে মুহূর্ত্তাস্ত্রয় এব চ।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ অহর্বৈষুবতঃ স্মৃতম্ ॥৬০
বর্দ্ধতেঽহো হ্রসেচ্চৈবাপ্যয়নে দক্ষিণোত্তরে।
অহস্তু গ্রসতে রাত্রিং রাত্রির্গ্রসতি বাসরম্ ॥৬১
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে বিষুবস্তু বিভাব্যতে।
তুলামেষগতে ভানৌ সমরাত্রিদিনস্তু তৎ ॥৬২
কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে।
উত্তরায়ণমপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে ॥৬৩
ত্রিংশন্মুহূর্ত্তং কথিতমহোরাত্রন্তু যন্ময়া।
তানি পঞ্চদশ ব্রহ্মন্ পক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥৬৪
মাসঃ পক্ষদ্বয়েনোক্তো দ্বৌ মাসৌ চার্কজাবৃতুঃ।
ঋতুত্রয়ঞ্চাপ্যয়নং দ্বেঽয়নে বর্ষসংজ্ঞিতম্ ॥৬৫

সূর্য্য বৈষ্ণব অংশ। যিনি নির্ব্বিকার, উৎকৃষ্ট ও অন্তর্জ্জ্যোতিঃ অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ, পরম ওঙ্কার তাঁহার বাচক এবং রাক্ষসবধে তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই ওঙ্কারপ্রবর্ত্তিত প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ মন্দেহ নামক সেই সমস্ত রাক্ষসকে দগ্ধ করেন। অতএব সন্ধ্যাকালীন উপাসনা-কার্য্যের লঙ্ঘন করা উচিত নহে। যে সন্ধ্যাকালে উপাসনা না করে, সে সূর্য্যহত্যা করে। অনন্তর জগৎপালনে উদ্যুক্ত ভগবান্ সূর্য্য বালখিল্যাদি ব্রাহ্মণসমূহ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করেন। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাকে এক কলা বলিয়া গণনা করিবে। ত্রিংশৎকলাতে এক মুহূর্ত্ত হইবে এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ অহোরাত্র। দিবসাংশ অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন কাল ইত্যাদি এবং সম্পূর্ণ দিবসের (এইরূপ রাত্রির) হ্রাসবৃদ্ধি আছে। কিন্তু সন্ধ্যা (সকল সময়েই) মুহূর্ত্তাত্মিকা; দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। আদিত্য লেখ অর্থাৎ অর্দ্ধোদয় হইতে তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে ঐ গমন কাল, অর্থাৎ তিন মুহূর্ত্ত, প্রাতঃকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়;* ইহা সম্পূর্ণ দিনের পঞ্চম ভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সেই প্রাতঃকালের পর তিন মুহূর্ত্ত "সঙ্গব" এবং সেই সঙ্গব-কালের পর তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন। সেই মধ্যাহ্নকালের পর তিন মুহূর্ত্ত "অপরাহ্ণ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। অপরাহ্ণ অতীত হইলে সায়াহ্ন কাল। পঞ্চদশমুহূর্ত্তাত্মক অর্থাৎ ত্রিংশদ্দণ্ডাত্মক দিবসে এই সকল মুহূর্ত্ত অন্যূনাতিরিক্ত-ভাবে পাঁচভাগে বিভক্ত হয়; কিন্তু অন্য সময়ে তিন মুহূর্ত্ত হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বৈষুবত দিন (অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে ১০ চৈত্র ও ১০ আশ্বিন) পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক।৫১-৬০

উত্তরায়ণে দিবসের বৃদ্ধি এবং দক্ষিণায়নে হ্রাস হয়, এই উভয় অয়নে যথাক্রমে দিন রাত্রিকে গ্রাস করে এবং রাত্রি দিবসকে গ্রাস করে। শরৎ ও বসন্ত ঋতুর মধ্যে

*উপরে যে অর্থ লিখিত হইল, তাহা স্বামিসম্মত। অন্যবিধ অর্থ যথা—লেখ শব্দে ত্রিমুহূর্ত্তাত্মক অরুণোদয় কালের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। ঐ সময় হইতে সূর্য্য তিন মুহূর্ত্ত গমন করিলে তদনন্তর প্রাতঃকাল। তাহা দিবসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ত্রিমুহূর্ত্তাত্মক।

সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্ম্মাসবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে ॥৬৬
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ ॥৬৭
যঃ শ্বেতস্যোত্তরঃ শৈলঃ শৃঙ্গবানিতি বিশ্রুতঃ।
ত্রীণি তস্য তু শৃঙ্গাণি যৈরসৌ শৃঙ্গবান্ স্মৃতঃ ॥৬৮
দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চৈব মধ্যং বৈষুবতং তথা।
শরদ্বসন্তয়োর্মধ্যে তদ্ভানুঃ প্রতিপদ্যতে ॥৬৯
মেষাদৌ চ তুলাদৌ চ মৈত্রেয় বিষুবৎ স্থিতঃ।
তদা তুল্যমহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ।
দশপঞ্চমুহূর্ত্তং বৈ তদেতদুভয়ং স্মৃতম্ ॥৭০

প্রথমে কৃত্তিকাভাগে যদা ভাস্বাংস্তথা শশী।
বিশাখানাং চতুর্থেঽংশে মুনে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥৭১
বিশাখায়াং যদা সূর্য্যশ্চরত্যংশং তৃতীয়কম্।
তদা চন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকাশিরসি স্থিতম্ ॥৭২
তদৈব বিষুবাখ্যো বৈ কালঃ পুণ্যোঽভিধীয়তে।
তদা দানানি দেয়ানি দেবেভ্যঃ প্রযতাত্মভিঃ ॥৭৩
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মুখমেতৎ তু দানজম্।
দত্তদানস্তু বিষুবে কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥৭৪
অহোরাত্রাধিমাসৌ তু কলাকাষ্ঠাক্ষণাস্তথা।
পৌর্ণমাসী তথা জ্ঞেয়া অমাবস্যা তথৈব চ।
সিনীবালী কুহূশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥৭৫

ভানু, তুলা বা মেষরাশি গত হইলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য "বিষুব" হয়; তাহা সম-রাত্রিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে (অয়নাংশবিশেষে পূর্ব্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) রাত্রি ও দিবসের পরিমাণ সমান হইয়া থাকে। সূর্য্য কর্কট রাশিতে অবস্থিত হইলে, দক্ষিণায়ন উক্ত হয় এবং মকরস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়। (সূর্য্যের কর্কট হইতে ধনুঃপর্য্যন্ত রাশিতে-স্থিতি-কাল দক্ষিণায়ন এবং মকর হইতে মিথুন পর্য্যন্ত রাশিতে স্থিতিকাল উত্তরায়ণ, ইহা ভাবার্থ)। হে ব্রহ্মন্! ত্রিংশৎ-মুহূর্ত্তাত্মক যে অহোরাত্র ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই পঞ্চদশ অহোরাত্র পক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। দুই পক্ষে একমাস উক্ত হইয়াছে; দুই সৌর মাসে এক ঋতু; তিন ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নের সংজ্ঞা "বৎসর" *। চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নক্ষত্র মাসানুসারে বিবিধরূপে কল্পিত সংবৎসরাদিপঞ্চক, সকল কালের অর্থাৎ মলমাসাদির নির্ণয়ের কারণ; এবং তাহা যুগনামে উক্ত হইয়াছে। প্রথম—সংবৎসর, দ্বিতীয়—পরিবৎসর, তৃতীয়—ইদ্বৎসর, চতুর্থ—অনুবৎসর, পঞ্চম—বৎসর, এই কাল "যুগ" নামে খ্যাত। শ্বেত বর্ষের উত্তর-দেশবর্ত্তী "শৃঙ্গবান্" নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার তিনটী শৃঙ্গ আছে; এই সকল শৃঙ্গের অস্তিত্বে এই পর্ব্বত "শৃঙ্গবান্" নামে খ্যাত হইয়াছে। একটী শৃঙ্গ দক্ষিণ, একটী শৃঙ্গ উত্তর এবং অপরটী মধ্য; এই মধ্য শৃঙ্গটীই "বৈষুবত"। সূর্য্য, শরৎ এবং বসন্ত কালের মধ্যে সেই বৈষুবত শৃঙ্গে গমন করেন। হে মৈত্রেয়! তিমিরাপহ অর্থাৎ সূর্য্য মেষের প্রথম দিনে এবং তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য্য—অয়নাংশ-ভেদে তত্তন্মাসীয় পূর্ব্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের মধ্যে কোন এক দিন) বিষুবৎ নামক শৃঙ্গে অবস্থিত হইয়া তৎকালে অহোরাত্র সমপরিমাণ করিয়া থাকেন। সেই সময় এই উভয় অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি প্রত্যেক পঞ্চদশ-মুহূর্ত্ত স্মৃত হইয়াছে।৬১-৭০

হে মুনে! সূর্য্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষান্তে অবস্থিত; তখন চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে বৃশ্চিকারম্ভে নিশ্চয়ই অবস্থান করেন এবং সূর্য্য

*পক্ষ, মাস ও বর্ষ, সৌর, সাবন, চান্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ আছে; কিন্তু ঋতু এবং অয়ন কেবল সৌরই হইয়া থাকে এবং সৌর (দুই) মাস হইলেই যে ঋতু হইবে, তাহা নহে; কিন্তু নির্দ্ধারিত দুই সৌর মাসে, এক ঋতু; যথা,—অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু ইত্যাদি।

তপস্তপস্যৌ মধুমাধবৌ চ।
শুক্রঃ শুচিশ্চায়নমুত্তরং স্যাৎ।
নভো নভস্যোঽথ ইষশ্চ সোর্জ্জঃ।
সহঃসহস্যাবিতি দক্ষিণং স্যাৎ ॥৭৬
লোকালোকশ্চ যঃ শৈলঃ প্রাগুক্তো ভবতো ময়া।
লোকপালাস্তু চত্বারস্তত্র তিষ্ঠন্তি সুব্রতাঃ ॥৭৭
সুধামা শঙ্খপাচ্চৈব কর্দ্দমস্যাত্মজো দ্বিজ।
হিরণ্যরোমা চৈবান্যশ্চতুর্থঃ কেতুমানপি ॥৭৮
নির্দ্বন্দ্বা নিরভিমানা নিস্তন্দ্রা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
লোকপালাঃ স্থিতা হ্যেতে লোকালোকে চতুর্দ্দিশম্॥৭৯
উত্তরং যদগস্ত্যস্য অজবীথ্যাশ্চ দক্ষিণম্।
পিতৃযানঃ স বৈ পন্থা বৈশ্বানরপথাদ্বহিঃ ॥৮০

তত্রাসতে মহাত্মান ঋষয়ো যেঽগ্নিহোত্রিণঃ।
ভূতারম্ভকৃতং ব্রহ্ম শংসন্ত ঋত্বিগুদ্যতাঃ ॥৮১
প্রারভন্তে তু যে লোকাস্তেষাং পন্থাঃ স দক্ষিণঃ।
চলিতং তে পুনর্ব্রহ্ম স্থাপয়ন্তি যুগে যুগে ॥৮২
সন্তত্যা তপসা চৈব মর্য্যাদাভিঃ শ্রুতেন চ।
জায়মানাস্তু পূর্বে চ পশ্চিমানাং গৃহেষু বৈ ॥৮৩
পশ্চিমাশ্চৈব পূর্ব্বেষাং জায়তে নিধনেম্বিহ।
এবমাবর্ত্তমানাস্তে তিষ্ঠন্তি নিয়তব্রতাঃ।
সবিতুর্দ্দক্ষিণং মার্গং শ্রিতা হ্যাচন্দ্রতারকম্ ॥৮৪
নাগবীথ্যুত্তরং যচ্চ সপ্তর্ষিভ্যশ্চ দক্ষিণম্।
উত্তরঃ সবিতুঃ পন্থা দেবযানশ্চ স স্মৃতঃ ॥৮৫

যখন বিশাখায় তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার অন্তভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্রকে কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে স্থিত বলিয়া জানিবে। তখনই পবিত্র বিষুবনামা কাল অভিহিত হইয়াছে, সেইকালে পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণের দেবগণ-উদ্দেশে প্রযত স্বভাবে দান করা কর্ত্তব্য ও পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণকে দান করা উচিত। এই কালে দেবাদির মুখ, দান-গ্রহণের জন্য বিবৃত হয়। এই বিষুব-কালে দান করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয়। যাগাদিকালের নির্ণয়ার্থে অহোরাত্র, অধিমাস, কলা, কাষ্ঠা ও ক্ষণাদির বিষয় উত্তমরূপে জানা আবশ্যক। পৌর্ণমাসী দুইপ্রকার,—রাকা ও অনুমতি; * এইরূপ অমাবস্যারও দুই নাম,—সিনীবালী ও কুহূ †। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই ছয় মাসে দক্ষিণায়ন হয়। পূর্বে তোমার নিকট যে লোকালোক পর্ব্বতের বিষয় বলিয়াছি, সেই লোকালোক পর্ব্বতে চারিজন সুব্রত লোকপাল বাস করেন। হে দ্বিজ! ইঁহাদের নাম সুধামা, কর্দ্দমাত্মজ শঙ্খপাৎ, হিরণ্যরোমা ও কেতুমান্। ইঁহারা চারি জন লোকালোক পর্ব্বতের চারিদিকে অবস্থিতি করেন, ইঁহাদের সুখ-দুঃখজ্ঞান, অভিমান, অধীনতা বা আসক্তি কিছুই নাই।৭১-৭৯

অগস্ত্যের উত্তর ও অজবীথির দক্ষিণে, বৈশ্বানরপথ ভিন্ন মৃগবীথি নামে যে পথ আছে, সেই পথে পিতৃগণ গমন করিয়া থাকেন। সেই পিতৃপথে যে সকল অগ্নিহোত্রী ঋষি আছেন, তাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গানুসারী বেদের স্তুতি করেন এবং কালান্তরে যজ্ঞ বিচ্ছেদ হইলে, যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্মসকল করিয়া থাকেন। যাঁহারা আরম্ভকর্ত্তারূপে দক্ষিণপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা যুগে যুগে বেদের সম্প্রদায় বিনষ্ট হইলে, পুত্রাদির ঔরসে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করত বংশ প্রবর্ত্তন, বর্ণাশ্রমাদি ব্যবস্থা, শাস্ত্রপ্রবর্ত্তন প্রভৃতি উপায় দ্বারা বৈদিক সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের নিধনে পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই আবার উত্তরকালীন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে যতদিন চন্দ্রতারা প্রভৃতি থাকিবে, ততদিন পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যের দক্ষিণমার্গে স্থিত নিয়তব্রত মহর্ষিগণ, বারবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন এবং বেদের বিনষ্ট

* যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান, তাহাকে রাকা কহে, আর যাহাতে চন্দ্র এককলা হীন, তাহাকে অনুমতি কহে।

† দৃষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম সিনীবালী ও নষ্টচন্দ্রা অমাবস্যার নাম কুহূ।

তত্র তে বশিনঃ সিদ্ধা বিমলা ব্রহ্মচারিণঃ।
সন্ততিং তে জুগুপ্সন্তি তস্মান্মৃত্যুর্জিতশ্চ তৈঃ ॥৮৬
অষ্টাশীতিসহস্রাণাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
উদক্পন্থানমর্য্যম্নঃ স্থিতা হ্যাভূতসংপ্লবম্ ॥৮৭
তেঽসংপ্রয়োগাল্লোভস্য মৈথুনস্য চ বর্জ্জনাৎ।
ইচ্ছাদ্বেষাপ্রবৃত্ত্যা চ ভূতারম্ভবিবর্জ্জনাৎ ॥৮৮
পুনশ্চাকামসংযোগাচ্ছব্দাদের্দোষদর্শনাৎ।
ইত্যেভিঃ কারণৈঃ শুদ্ধাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে ॥৮৯
আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাব্যতে।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্ম্মার উচ্যতে ॥৯০
ব্রহ্মহত্যাশ্বমেধাভ্যাং পুণ্যপাপকৃতো বিধিঃ।
আভূতসংপ্লবং স্থানং ফলমুক্তং তয়োর্দ্বিজ ॥৯১
যাবন্মাত্রে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবস্থিতো ধ্রুবঃ।
ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূতসংপ্লবে ॥৯২

সম্প্রদায়ের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নাগবীথির উত্তরে ও সপ্তর্ষিগণের দক্ষিণে সূর্য্যের উত্তরবর্ত্তী যে পথ আছে, তাহাকে দেবযান কহে। সেই পথে প্রসিদ্ধ নির্ম্মলস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় যে সকল সিদ্ধ ব্রহ্মচারিগণ বাস করেন, তাঁহারা সন্তান কামনা করেন না এবং মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। সূর্য্যের উত্তরমার্গে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেতা অষ্টাশীতি সহস্রসংখ্যক মুনিগণ বাস করেন। তাঁহারা লোভের অসংযোগ, মৈথুনবর্জ্জন ইচ্ছা ও দ্বেষে অপ্রবৃত্তি, কর্ম্মে অনুষ্ঠান-ত্যাগ, যোগ হইতে অস্খলনহেতু এবং শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে দোষ-দর্শন-প্রযুক্ত তমোমোহ হইতে শুদ্ধিলাভ করিয়া অমৃতত্ব (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থিতি) লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মার একদিন পর্য্যন্ত অবস্থানকে অমৃতত্ব বলে এবং ত্রৈলোক্যের স্থিতি পর্য্যন্ত কালকে অপুনর্ম্মার (পুনর্মৃত্যুরহিত) কহে ॥৮০-৯০

ব্রহ্মহত্যা করিলে যে পাপ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য হয়, প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ হয়। হে মৈত্রেয়! যে প্রদেশ মাত্রে ধ্রুব অবস্থিতি করিতেছেন, ভূমি হইতে সেই প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রলয়কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দেবযানের ঊর্দ্ধে ও উত্তরে এবং ঋষিদিগের উত্তরভাগে যে

ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নি ভাস্বরম্ ॥৯৩
নির্দ্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাম্।
স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে ॥৯৪
অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষার্ত্তিহেতবঃ।
যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৫
ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ।*
তৎসাষ্ট্যোৎপন্নযোগেদ্ধাস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৬
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরম্।
ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৭
দিবীব চক্ষুরাততং যোগিনাং তন্ময়াত্মনাম্।
বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৯৮
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেধীভূতঃ স্বয়ং ধ্রুবঃ।
ধ্রুবে চ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিঃষ্বম্ভোমুচো দ্বিজ ॥৯৯

স্থলে ধ্রুব অবস্থিত, সেই দীপ্তিযুক্ত দিব্য স্থানকে ভূমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তৃতীয় বিষ্ণুপদ বলে। * পুণ্য ও পাপ উভয়েই পরিক্ষীণ হইলে, দোষ-রূপপঙ্কলেপশূন্য সংযতাত্মা যতিগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদে অবস্থিতি করিতে পারেন। পাপ, পুণ্য ও অশেষবিধ পীড়ার কারণ নিবৃত্ত হইলে প্রাণিগণ যেখানে গমন করিয়া আর শোক করেন না, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। ধ্রুব প্রভৃতি লোকসাক্ষিগণ, ইন্দ্রিয়বশীকরণাদি লব্ধযোগবলে দীপ্তিমান্ হইয়া যেস্থলে ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। সেই বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যৎ সচরাচর জগৎ যেখানে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহা আকাশে প্রকাশমান সূর্য্যরূপচক্ষুর ন্যায় সর্ব্বভাসক এবং তন্ময়াত্মা যোগিগণ বিবেকজ্ঞান বলে যাহা অপরিচ্ছিন্নরূপে পরিজ্ঞাত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। যাহাতে তেজস্বী স্বয়ং ধ্রুব মেধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই ধ্রুবনক্ষত্রে সকল নক্ষত্র আকৃষ্ট, নক্ষত্রগণে মেঘগণ আকৃষ্ট, মেঘসমূহ হইতে নিবিড় বর্ষণ; বর্ষণ হইতে জলসমূহ; সেই বৃষ্টি দ্বারা লোকসকল পুষ্ট ও তৃপ্ত হয় এবং দেবতা প্রভৃতিও

* এই ব্যাখ্যা শ্রীধরসম্মত।

মেঘেষু সস্তুতা বৃষ্টির্বৃষ্টেশ্চাপোঽথ পোষণম্।
আপ্যায়নঞ্চ সর্বেষাং দেবাদীনাং মহামুনে ॥১০০
ততশ্চাজ্যাহুতিদ্বারা পোষিতাস্তে হবির্ভুজঃ।
বৃষ্টেঃ কারণতাং যান্তি ভূতানাং স্থিতয়ে পুনঃ ॥১০১
এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাত্মকম্।
আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বৃষ্টিকারণম্ ॥১০২
ততঃ প্রবর্ত্ততে ব্রহ্মন্ সর্বপাপহরা সরিৎ।
গঙ্গা দেবাঙ্গনাঙ্গানামনুলেপনপিঞ্জরা ॥১০৩
বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠ-নখস্রোতোবিনির্গতা।
বিষ্ণোর্বিভর্ত্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ ॥১০৪
ততঃ সপ্তর্ষয়ো যস্যাঃ প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
তিষ্ঠন্তি বীচিমালাভিরুহ্যমানজটা জলে ॥১০৫
বার্য্যোঘৈঃ সন্ততৈর্যস্যাঃ প্লাবিতং শশিমণ্ডলম্।
ভূয়োঽধিকতমাং কান্তিং বহত্যেতদুপক্ষয়ম্ ॥১০৬
মেরুপৃষ্ঠে পতত্যুচ্চৈর্নিষ্ক্রান্তা শশিমণ্ডলাৎ।
জগতঃ পাবনার্থায় যা প্রয়াতি চতুর্দিশম্ ॥১০৭
সীতা চালকনন্দা চ চক্ষুর্ভদ্রা চ সংস্থিতা।
একৈব যা চতুর্ভেদা দিগ্‌ভেদগতিলক্ষণা ॥১০৮
ভেদঞ্চালকনন্দাখ্যং যস্যাঃ শর্বোঽপি দক্ষিণম্।
দধার শিরসা প্রীত্যা বর্ষাণামধিকং শতম্ ॥১০৯
শম্ভোর্জটাকলাপাচ্চ বিনিষ্ক্রান্তাস্থিশর্করাঃ।
প্লাবয়িত্বা দিবং নিন্যে পাপাঢ্যান্ সগরাত্মজান্ ॥১১০
স্নাতস্য সলিলে যস্যাঃ সদ্যঃ পাপং প্রণশ্যতি।
অপূর্বপুণ্যপ্রাপ্তিশ্চ সদ্যো মৈত্রেয় জায়তে ॥১১১
দত্তাঃ পিতৃভ্যো যত্রাপস্তনয়ৈঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ।
সমাত্রয়ং প্রযচ্ছন্তি তৃপ্তিং মৈত্রেয় দুর্লভাম্ ॥১১২
যস্যামিষ্ট্বা মহাযজ্ঞৈর্যজ্ঞেশং পুরুষোত্তমম্।
দ্বিজভূতাঃ পরামৃদ্ধিমবাপুর্দিবি চেহ চ ॥১১৩

তৃপ্ত হন; কারণ, সেই জলপানে জীবিত গবাদির দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা পরিপুষ্ট, সুতরাং তাঁহারাই ভূতাদির স্থিতির নিমিত্ত বৃষ্টির হেতুভূত হন। এইরূপপ্রকারে সর্ব্বপ্রকার নক্ষত্রাদির আকর্ষক, পরম্পরায় বৃষ্টির কারণ ধ্রুবনক্ষত্র ও দীপ্তিমান্ ভাস্কর যাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহাই অমলাত্মক, সকলের আধারভূত এবং লোকত্রয়ের বৃষ্টিকারণ বিষ্ণুর পরমপদ।৯১-১০২

হে ব্রহ্মন্! সেই বিষ্ণুপদ হইতেই স্বর্গনারীগণের কুঙ্কুমাদি অঙ্গরাগসম্পর্কে পিশঙ্গবর্ণা সর্ব্বপাপহরা মন্দাকিনী প্রকাশ পান। সেই গঙ্গা বিষ্ণুর বাম-পাদপদ্মের অঙ্গুষ্ঠনখ হইতে স্রোতঃস্বরূপে নির্গত ও ধ্রুব দিবারাত্র তাঁহাকে ভক্তিভাবে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! প্রাণায়ামপরায়ণ সপ্তর্ষিগণ তরঙ্গমালায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত জটাভারে যে গঙ্গার জলে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন, যাঁহার নিবিড় বারিপ্রবাহে প্লাবিত চন্দ্রমণ্ডল কলাহীন হইলে, পুনরায় অধিকতম শোভা বহন করে, যিনি শশিমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে পতিত হন ও জগতের পবিত্রতার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রয়াণ করেন; যিনি এক হইয়াও চারিদিক্ ভেদে গতির নিমিত্ত সীতা, অলকানন্দা, চক্ষুঃ ও ভদ্রা—এই চারি নামে লক্ষিত হইয়া অবস্থিতি করেন, ভগবান্ শম্ভু যাঁহার দক্ষিণদিক্‌গত অলকনন্দাখ্য সমুদয় প্রবাহ শতবর্ষেরও অধিককাল অতি প্রীতির সহিত মস্তকে ধারণ করেন, যিনি শম্ভুর জটাকলাপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পাপপূর্ণ সগরতনয়গণের অস্থিচূর্ণ-সমূহকে প্লাবিত করত তাহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন, হে মৈত্রেয়! যাঁহার সলিলে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ নষ্ট হয় ও অপূর্ব্ব পুণ্য লাভ হইয়া থাকে, শ্রদ্ধাসমন্বিত পুত্রগণ স্বর্গীয় পিতৃগণের উদ্দেশে যাঁহার প্রবাহে একদিনও জলতর্পণ করিলে, পিতৃগণ তিন বৎসর পরিতৃপ্ত থাকেন, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার তীরে পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বরকে মহাযজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া ইহকাল ও পরকালে অতুলসমৃদ্ধি ভোগ করিয়াছেন, যতিগণ যাঁহার জলে স্নানান্তে বিনষ্টপাপ হইয়া কেশবে মন অর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রতিদিন যাঁহার নাম শ্রবণে, যাঁহার অভিলাষে, দর্শনে স্পর্শনে, পানে,

স্নানাদ্ বিধূতপাপাশ্চ যজ্জলে যতয়স্তথা।
কেশবাসক্তমনসঃ প্রাপ্তা নির্বাণমুত্তমম্ ॥১১৪

শ্রুতাভিলষিতা দৃষ্টা স্পৃষ্টা পীতাবগাহিতা।
যা পাবয়তি ভূতানি কীর্ত্তিতা চ দিনে দিনে ॥১১৫

গঙ্গা গঙ্গেতি যৈর্নাম যোজনানাং শতেষ্বপি।
স্থিতৈরুচ্চরিতং হন্তি পাপং জন্মত্রয়ার্জ্জিতম্ ॥১১৬

যতঃ সা পাবনায়ালং ত্রয়াণাং জগতামপি।
সমুদ্ভূতা পরং তত্তু তৃতীয়ং ভগবৎপদম্ ॥১১৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

অবগাহনে বা কীর্ত্তনে প্রাণিগণ পবিত্র হয়, প্রাণিগণ শতযোজন দূরে থাকিয়া "গঙ্গা, গঙ্গা",—যাঁহার এই নাম উচ্চারণ করিলে তিন জন্মের অর্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সেই গঙ্গা যাঁহা হইতে ত্রিলোকপাবনের জন্য উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাই ভগবান্ বিষ্ণুর পরম তৃতীয় পদ।১০৩-১৭

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[বৃষ্টিকারণবর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ।
দিবি রূপং হরের্যত্তু তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ ॥১
সৈষ ভ্রমন্ ভ্রাময়তি চন্দ্রাদিত্যাদিকান্ গ্রহান্।
ভ্রমন্তমনু তং যান্তি নক্ষত্রাণি চ চক্রবৎ ॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তারা নক্ষত্রাণি গ্রহৈঃ সহ।
বাতানীকময়ৈর্বন্ধৈর্ধ্রুবে বদ্ধানি তানি বৈ ॥৩
শিশুমারাকৃতি প্রোক্তং যদ্রূপং জ্যোতিষাং দিবি
নারায়ণঃ পরং ধাম্নাং তস্যাধারঃ স্বয়ং হৃদি ॥৪
উত্তানপাদপুত্রস্তু তমারাধ্য প্রজাপতিম্।
স তারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ ॥৫
আধারঃ শিশুমারশ্চ সর্ব্বাধ্যক্ষো জনার্দনঃ।
ধ্রুবস্য শিশুমারশ্চ ধ্রুবে ভানুর্ব্যবস্থিতঃ ॥৬

নবম অধ্যায়

[বৃষ্টির কারণ বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—আকাশে শিশুমারাকৃতি * তারা-পুঞ্জময় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর যে রূপ দেখা যায়, তাহার পুচ্ছাগ্রভাগে ধ্রুব অবস্থিত। সেই ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করত চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে পরিভ্রমণ করাইতেছে। নক্ষত্রগণও সেই ভ্রমণশীল ধ্রুবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই সকল ভ্রমণশীল, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ ও অন্যান্য গ্রহগণ বাতসমূহরূপ বন্ধন-রজ্জু দ্বারা ধ্রুবে আবদ্ধ রহিয়াছে। নক্ষত্রাদি ও সূর্য্যাদি গ্রহের অন্তরীক্ষে যে শিশুমারসদৃশ আকারের কথা বলিলাম, সেই শিশুমারাকৃতি গ্রহগণের আশ্রয়স্থানকে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং হৃদয়ে-ধারণ করিয়া

* শিশুমার জলজন্তুবিশেষ।

তদাধারং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্ ।
যেন বিপ্র বিধানেন তন্মমৈকমনাঃ শৃণু ॥৭
বিবস্বানষ্টভির্মাসৈরাদায়াপো রসাত্মিকাঃ ।
বর্ষত্যম্বু ততশ্চান্নমন্নাদপ্যখিলং জগৎ ॥৮
বিবস্বানংশুভিস্তীক্ষ্ণৈরাদায় জগতো জলম্ ।
সোমং পুষ্যত্যথেন্দুশ্চ বায়ুনাড়ীময়ৈর্দিবি ॥৯
নালৈর্বিক্ষিপতেঽভ্রেষু ধূমাগ্ন্যনিলমূর্ত্তিষু ।
ন ভ্রশ্যন্তি যতস্তেভ্যো জলান্যভ্রাণি তান্যতঃ ॥১০
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ ।
সংস্কারং কালজনিতং মৈত্রেয়াসাদ্য নির্মলাঃ ॥১১
সরিৎসমুদ্রভৌমাস্তু তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ ।
চতুঃপ্রকারা ভগবানাদত্তে সবিতা মুনে ॥১২
আকাশগঙ্গাসলিলং তদাদায় গভস্তিমান্ ।
অনভ্রগতমেবোর্ব্ব্যাং সদ্যঃ ক্ষিপতি রশ্মিভিঃ ॥১৩

তস্য সংস্পর্শনির্দ্ধূতপাপপঙ্কো দ্বিজোত্তম ।
ন যাতি নরকং মর্ত্ত্যো দিব্যস্নানং হি তৎ স্মৃতম্ ॥১৪
দৃষ্টসূর্য্যং হি যদ্‌বারি পতত্যভ্রৈর্বিনা দিবঃ ।
আকাশগঙ্গাসলিলং তদ্গোভিঃ ক্ষিপ্যতে রবেঃ ॥১৫
কৃত্তিকাদিষু ঋক্ষেষু বিষমেষম্বু যদ্দিবঃ ।
দৃষ্টার্কং পততি জ্ঞেয়ং তদ্গাঙ্গং দিগ্‌গজোজ্‌ঝিতম্ ॥১৬
যুগ্মর্ক্ষেষু চ যত্তোয়ং পতত্যর্কোজ্‌ঝিতং দিবঃ
তৎ সূর্য্যরশ্মিভিঃ সদ্যঃ সমাদায় নিরস্যতে ॥১৭
উভয়ং পুণ্যমত্যর্থং নৃণাং পাপাপহং দ্বিজ ।
আকাশগঙ্গাসলিলং দিব্যস্নানং মহামুনে ॥১৮
যত্তু মেঘৈঃ সমুৎসৃষ্টং বারি তৎ প্রাণিনাং দ্বিজ ।
পুষ্ণাত্যোষধয়ঃ সর্বা জীবনায়ামৃতং হি তৎ ॥১৯
তেন বৃদ্ধিং পরাং নীতঃ সলিলেনৌষধীগণঃ ।
সাধকঃ ফলপাকান্তঃ প্রজানাং দ্বিজ জায়তে ॥২০

রহিয়াছেন। উত্তানপাদ নামে রাজার পুত্র ধ্রুব প্রজাপতিনারায়ণের আরাধনা করিয়া তারাময় সেই শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বাধাক্ষ জনার্দ্দনই শিশুমাররূপে সকল গ্রহগণের ও ধ্রুবের আধার, এই ধ্রুবে সূর্য্য অবস্থিতি করেন। দেব, অসুর ও মানুষে পরিপূর্ণ এই জগতের সূর্য্যই একমাত্র আধার। কেন তাহাকে এ প্রকার আধার বলে, তাহা বলিতেছি,—অনন্যচিত্তে শ্রবণ কর। সূর্য্য স্বকীয় কিরণসমূহ দ্বারা আট মাস ক্রমান্বয়ে ষড়্‌রসাত্মক জল গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার চারি মাসে তাহা বর্ষণ করেন। সেই জলবৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন দ্বারা সেই জগৎ রক্ষিত হয়। সূর্য্য প্রখর কিরণ দ্বারা জগতের জলসকল গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে পোষণ করেন; চন্দ্রও অন্তরীক্ষে বায়ুনাড়ীময় নাল দ্বারা সেই সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত জলসমূহ মেঘে নিক্ষেপ করেন। এই মেঘ ধূম, অগ্নি ও বায়ুময়। ঐ চন্দ্রনিক্ষিপ্ত জলসমূহ তৎকালে মেঘ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে না বলিয়া মেঘের নাম অভ্র।১-১০

হে মৈত্রেয়! সেই সকল মেঘস্থিত জল কালবশে সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্ম্মল হয়। তখন সেই জল বায়ুবেগে উদীরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। হে মুনে! ভগবান্ সূর্য্য নদী, সমুদ্র, ভূমি ও প্রাণিগণের দেহ হইতে চারি প্রকার জল গ্রহণ করেন। সূর্য্য, সেই প্রসিদ্ধ আকাশ-গঙ্গার অমেঘসম্ভূত জল কিরণ দ্বারা গ্রহণ করিয়া সদ্যঃ নিক্ষেপ করেন। হে দ্বিজোত্তম! সেই জলের সংস্পর্শে মনুষ্য পাপপঙ্ক হইতে মুক্ত হয় এবং নরকে গমন করে না; কারণ, তাহা দিব্যস্নান বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূর্য্য প্রকাশ থাকিলে, মেঘ ব্যতিরেকে আকাশ হইতে যে জল পতিত হয়, তাহাই আকাশগঙ্গার সলিল। ঐ জল সূর্য্যকিরণ-প্রক্ষিপ্ত। কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণ বিষম অবস্থায় থাকিলে, সূর্য্য প্রকাশ থাকিতে যে বারি আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহা দিগ্‌গজগণপ্রক্ষিপ্ত আকাশ-গঙ্গার জল। রোহিণী আদি সমান নক্ষত্র স্থিতিকালে, সূর্য্য আকাশ হইতে যে জলক্ষেপ করেন, সেই জল সূর্য্যকিরণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া নিরস্ত হয়। হে দ্বিজ! হে মহামুনে! আকাশ-গঙ্গার জল ও দিব্যস্নান—এই উভয় অতিশয় পুণ্যজনক ও পাপবিনাশক। হে দ্বিজ! মেঘসকল যে

তেন যজ্ঞান্ যথাপ্রোক্তান্ মানবাঃ শাস্ত্রচক্ষুষঃ।
কুর্বন্ত্যহরহস্তৈশ্চ দেবানাপ্যায়য়ন্তি তে ॥২১
এবং যজ্ঞাশ্চ বেদাশ্চ বর্ণাশ্চ দ্বিজপূর্বকাঃ।
সর্বে দেবনিকায়াশ্চ পশুভূতগণাশ্চ যে ॥২২
বৃষ্ট্যা ধৃতমিদং সর্বমন্নং নিষ্পাদ্যতে যয়া।
সাপি নিষ্পাদ্যতে বৃষ্টিঃ সবিত্রা মুনিসত্তম ॥২৩
আধারভূতঃ সবিতুর্ধ্রুবো মুনিবরোত্তম।
ধ্রুবস্য শিশুমারোঽসৌ সোঽপি নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥২৪
হৃদি নারায়ণস্তস্য শিশুমারস্য সংস্থিতঃ।
বিভর্ত্তা সর্বভূতানামাদিভূতঃ সনাতনঃ ॥২৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

জল নিক্ষেপ করে, সেই জল প্রাণিগণের জীবনদায়ী এবং ওষধিগণের পোষণকারী। সেই মেঘপরিত্যক্ত জল দ্বারা ওষধিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ফল পরিণামে প্রজাগণের ঐহিক ও পারলৌকিক শুভের কারণ হয়।১১-২০

শাস্ত্রচক্ষু মানবগণ তাহা দ্বারা যথাবিহিত যজ্ঞসকল অহরহ সম্পাদন করিয়া দেবগণের তুষ্টিসাধন করেন। এই প্রকারে যজ্ঞ, বেদ, ব্রহ্মাণাদি বর্ণ, সর্ব্বপ্রকার দেবমূর্ত্তি এবং পশুভূতাদি প্রাণিগণ—এই সবই বৃষ্টি দ্বারা প্রতিপালিত; কারণ, বৃষ্টিই অন্নের নিষ্পাদক, আর সেই বৃষ্টিকে সূর্য্য নিষ্পন্ন করেন। হে মুনিবরোত্তম! আবার সেই সূর্য্যের আধার ধ্রুব এবং ধ্রুবের আধার শিশুমার, আর সেই শিশুমারও নারায়ণের আশ্রিত। সেই শিশুমারের হৃদয়দেশে সর্ব্বভূতের আদিভূত সনাতন নারায়ণ অবস্থিতি করিয়া সকল প্রাণিগণকে ভরণ করিতেছেন।২১-২৫

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[সূর্য্যরথাধিষ্ঠাতৃণাং দেবাদীনাং বিবরণম্।]

পরাশর উবাচ।
সাশীতিমণ্ডলশতং কাষ্ঠয়োরন্তরং দ্বয়োঃ।
আরোহণাবরোহাভ্যাং ভানোরব্দেন যা গতিঃ ॥১
স রথোঽধিষ্ঠিতো দেবৈরাদিত্যৈর্ঋষিভিস্তথা।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ গ্রামণীসর্পরাক্ষসৈঃ ॥২
ধাতা ক্রতুস্থলা চৈব পুলস্ত্যো বাসুকিস্তথা।
রথকৃদ্‌গ্রামণীর্হেতিস্তুম্বুরুশ্চৈব সপ্তমঃ ॥৩
এতে বসন্তি বৈ চৈত্রে মধুমাসে সদৈব হি।
মৈত্রেয় স্যন্দনে ভানোঃ সপ্ত মাসাধিকারিণঃ ॥৪
অর্য্যমা পুলহশ্চৈব রথৌজাঃ পুঞ্জিকস্থলা।
প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চ রথে রবেঃ।
মাধবে নিবসন্ত্যেতে শুচিসংজ্ঞে নিবোধ মে ॥৫
মিত্রোঽত্রিস্তক্ষকো রক্ষঃ পৌরুষেয়োঽথ মেনকা
হাহা রথস্বনশ্চৈব মৈত্রেয়ৈতে বসন্তি বৈ ॥৬

দশম অধ্যায়

[সূর্য্যরথে অধিষ্ঠিত দেবতা প্রভৃতিদিগের বিবরণ।]

পরাশর বলিলেন,—প্রতি বৎসর উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে আরোহণ এবং অবরোহণ দ্বারা একশত অশীতিমণ্ডল-ব্যাপী সূর্য্যের যে গন্তব্য পথ আছে, তাহাতে যে রথ গমন করে, সেই রথে প্রতিমাসেই ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, সর্প ও রাক্ষসগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সূর্য্যরথে চৈত্রমাসে সাতজন মাসাধিকারী সর্ব্বদা বাস করেন; তাহাদিগের নাম ধাতা,

বরুণো বশিষ্ঠো রম্ভা সহজন্যা হূহুর্বুধঃ।
রথচিত্রস্তথা শুক্রে বসন্ত্যাষাঢ়সংজ্ঞকে ॥৭
ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ স্রোত এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ।
প্রম্লোচা চ নভস্যেতে সর্পশ্চার্কে বসন্তি বৈ ॥৮
বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ভৃগুশ্চাপূরণস্তথা।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো ব্যাঘ্রো ভাদ্রপদে তথা ॥৯
পূষা চ সুরুচির্ধাতা গৌতমোঽথ ধনঞ্জয়ঃ।
সুষেণোঽন্যো ঘৃতাচী চ বসন্ত্যাশ্বযুজে রবৌ ॥১০
বিভাবসু-ভরদ্বাজৌ পর্জ্জন্যৈরাবতৌ তথা।
বিশ্বাচী সেনজিচ্চাপঃ কার্ত্তিকে চাধিকারিণঃ ॥১১
অংশুকাশ্যপতার্ক্ষ্যাস্তু মহাপদ্মস্তথোর্ব্বশী।
চিত্রসেনস্তথা বিদ্যুন্মার্গশীর্ষাধিকারিণঃ ॥১২

ক্রতুর্ভগস্তথোর্ণায়ুঃ স্ফূর্জ্জঃ কর্কোটকস্তথা।
অরিষ্টনেমিশ্চৈবান্যা পূর্ব্বচিত্তির্বরাপ্সরাঃ ॥১৩
পৌষমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে।
লোকপ্রকাশনার্থায় বিপ্রবর্য্যাধিকারিণঃ ॥১৪
ত্বষ্টাথ জমদগ্নিশ্চ কম্বলোঽথ তিলোত্তমা।
ব্রহ্মাপেতোঽথ ঋতজিদ্ ধৃতরাষ্ট্রোঽথ সপ্তমঃ ॥১৫
মাঘমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে।
শ্রূয়তাঞ্চাপরে সূর্য্যে ফাল্গুনে নিবসন্তি যে ॥১৬
বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্য্যবর্চ্চাথ সত্যজিৎ।
বিশ্বামিত্রস্তথা রক্ষো যজ্ঞাপেতো মহামুনে ॥১৭
মাসেষ্বেতেষু মৈত্রেয় বসন্ত্যেতে তু সপ্তকাঃ।
সবিতুর্মণ্ডলে ব্রহ্মন্ বিষ্ণুশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ ॥১৮

ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য, বাসুকি, রথকৃৎ নামক গ্রামণী, যক্ষ, হেতি ও তুম্বুরু। হে মৈত্রেয়! ইঁহারা সপ্ত মাসের অধিকারী হইয়া মধুসংজ্ঞ বা চৈত্রমাসে সূর্য্যের রথে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। বৈশাখমাসে রবিরথে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের নাম অর্য্যমা, পুলহ, রথৌজা, পুঞ্জিকস্থলা, প্রহেতি, কচ্ছনীর ও নীরদ। সূর্য্যরথে যাঁহারা জ্যৈষ্ঠমাসে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর,—মিত্র, অত্রি, তক্ষক, পৌরুষেয় রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও রথস্বন-যক্ষ। আষাঢ় মাসে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের নাম বরুণ, বশিষ্ঠ, রম্ভা, সহজন্যা, হূহূ, বুধ ও রথচিত্র। ইন্দ্র, বিশ্বাবসু, স্রোতঃ, এলাপত্র, অঙ্গিরা, প্রম্লোচা ও সর্পাখ্য রাক্ষস,—ইঁহারা শ্রাবণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। বিবস্বান্, উগ্রসেন, ভৃগু, আপূরণ অনুম্লোচা, শঙ্খপাল ও ব্যাঘ্র,—ইঁহারা ভাদ্রমাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। পূষা, সুরুচি, ধাতা, গৌতম, ধনঞ্জয়, সুষেণ ও ঘৃতাচী ইঁহারা আশ্বিন মাসে রবিরথে বাস করেন।১-১০

বিভাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ,—ইঁহারা কার্ত্তিক মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। অংশু (সূর্য্য), কাশ্যপ, তার্ক্ষ্য (যক্ষ), মহাপদ্ম (সর্প), উর্ব্বশী, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব) ও বিদ্যুৎ (রাক্ষস),—ইঁহারা অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। ক্রতু (ঋষি), ভগ (সূর্য্য), উর্ণায়ুঃ (গন্ধর্ব্ব), স্ফূর্জ্জ (রাক্ষস), কর্কোটক (নাগ), অরিষ্টনেমি (যক্ষ) ও পূর্ব্বচিত্তি নামে অপ্সরা, হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা সাতজন লোকপ্রকাশের নিমিত্ত পৌষ মাসে ভাস্করমণ্ডলে বাস করেন। ত্বষ্টা (সূর্য্য), জমদগ্নি, কম্বল (সর্প), তিলোত্তমা, ব্রহ্মাপেত (রাক্ষস), ঋতজিৎ (যক্ষ) ও ধৃতরাষ্ট্র (গন্ধর্ব্ব),—ইঁহারা মাঘ মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন। যাঁহারা ফাল্গুন মাসে সূর্য্যরথে বাস করেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর,—হে মহামুনে! বিষ্ণু (সূর্য্য), অশ্বতর (সর্প) রম্ভা, সূর্য্যবর্চ্চা (গন্ধর্ব্ব), সত্যজিৎ (যক্ষ), বিশ্বামিত্র, যজ্ঞাপেত (রাক্ষস),—এই সাত জন বাস করেন। হে ব্রহ্মন্! মাসে মাসে, যথাক্রমে সাত জন করিয়া পূর্ব্বোক্ত আদিত্য প্রভৃতি, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা বর্দ্ধিততেজঃ হইয়া সূর্য্যরথে বাস করিয়া থাকেন। এই রথাধিষ্ঠিত মুনিগণ সূর্য্যের স্তব করেন, গন্ধর্ব্বগণ পুরোভাগে গান করিতে থাকেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাক্ষসগণ গমন করেন। পন্নগগণ রথকে সজ্জিত

স্তুবন্তি মুনয়ঃ সূর্য্যং গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ ॥১৯
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥২০
সোঽয়ং সপ্তগণঃ সূর্য্যমণ্ডলে মুনিসত্তম।
হিমোষ্ণবারিবৃষ্টীনাং হেতুত্বে সময়ং গতঃ ॥২১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

করেন। যক্ষগণ অশ্বের অভীষু (অশ্বরজ্জু) ধারণ করেন এবং নিত্যসেবক বালখিল্যগণ সূর্য্যদেবকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সূর্য্যের সপ্তগণের বিবরণ ঈদৃশ। সপ্তগণ স্বসময়ে আগমন করিয়া যথাক্রমে হিম, উষ্ণ ও বারিবর্ষণের কারণ হন।১১-২১

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[সূর্য্যরথস্থায়াস্ত্রয়ীময্যা বিষ্ণুশক্তের্বিবরণম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।

যদেতদ্ ভগবানাহ গণঃ সপ্তবিধো রবেঃ।
মণ্ডলে হিমতাপাদেঃ কারণং তন্ময়া শ্রুতম্ ॥১
ব্যাপারাশ্চাপি কথিতা গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাম্।
ঋষীণাং বালখিল্যানাং তথৈবাপ্সরসাং গুরো ॥২
যক্ষাণাঞ্চ রথে ভানোর্বিষ্ণুশক্তিধৃতাত্মনাম্।
কিন্ত্বাদিত্যস্য যৎ কর্ম্ম তন্নাত্রোক্তং ত্বয়া মুনে ॥৩
যদি সপ্তগণো বারি হিমমুষ্ণঞ্চ বর্ষতি।
তৎ কিমত্র রবের্যেন বৃষ্টিঃ সূর্য্যাদিতীর্য্যতে ॥৪
বিবস্বানুদিতো মধ্যে যাত্যস্তমিতি কিং জনাঃ।
ব্রবীত্যেতৎ সমং কর্ম্ম যদি সপ্তগণস্য তৎ ॥৫

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতদ্ যদ্ভবান্ পরিপৃচ্ছতি।
যথা সপ্তগণেঽপ্যেকঃ প্রাধান্যেনাধিকো রবিঃ ॥৬

একাদশ অধ্যায়

[সূর্য্যরথস্থ ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তির বিবরণ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—আপনি রবিমণ্ডলে হিমতাপাদির কারণ যে সপ্তবিধ গণের বিষয় বলিলেন, তাহা আমি (অবহিতচিত্তে) শ্রবণ করিলাম। হে গুরো! গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, ঋষি, বালখিল্য, অপ্সরা ও যক্ষগণ বিষ্ণুশক্তির প্রভাবে সূর্য্যরথে যে যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও বলিয়াছেন, কিন্তু হে মুনে! আপনি সূর্য্যদেবের কোন কর্ম্মই এখানে বলিলেন না। যদি সপ্তগণই বারি, হিম, ও আতপবর্ষণ করিয়া থাকেন, তবে আপনি "সূর্য্য হইতে বৃষ্টি"—এই কথা কেন বলিলেন? যদি বলেন,—সূর্য্য ও সপ্তগণের ইহা সাধারণ কর্ম্ম, তাহা হইলে "সূর্য্য উদিত হইলেন", "সূর্য্য গগনমধ্যবর্ত্তী", "সূর্য্য অস্ত যাইলেন",—কেবল মাত্র সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যগণ এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ কেন করে? পরাশর বলিলেন,—মৈত্রেয়! তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহার উত্তর শ্রবণ কর;—এই সপ্তগণের সকলের প্রাধান্য হইতেই ভগবান্

সর্ব্বা শক্তিঃ পরা বিষ্ণোর্ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
সৈষা ত্রয়ী তপত্যংহো জগতশ্চ হিনস্তি যা ॥৭
সৈব বিষ্ণুঃ স্থিতঃ স্থিত্যাং জগতঃ পালনোদ্যতঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতোঽন্তঃ সবিতুর্দ্বিজ তিষ্ঠতি ॥৮
মাসি মাসি রবির্যোযস্তত্র তত্র হি সা পরা।
ত্রয়ীময়ী বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং করোতি বৈ ॥৯
ঋচস্তপন্তি পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নেঽথ যজূংষি বৈ।
বৃহদ্রথন্তরাদীনি সামান্যহ্নঃ ক্ষয়ে রবৌ ॥ ১০
অঙ্গমেষা ত্রয়ী বিষ্ণোর্ঋগ্‌-যজুঃ-সামসংজ্ঞিতা।
বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা ॥১১
ন কেবলং রবৌ শক্তির্বৈষ্ণবী সা ত্রয়ীময়ী।
ব্রহ্মাথ পুরুষো রুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ম্ ॥১২
সর্গাদৌ ঋঙ্ময়ো ব্রহ্মা স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায় তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ ॥১৩
এবং সা সাত্ত্বিকী শক্তির্বৈষ্ণবী যা ত্রয়ীময়ী।
আত্মসপ্তগণস্থং তং ভাস্বন্তমধিতিষ্ঠতি ॥১৪

তয়া চাধিষ্ঠিতঃ সোঽপি জাজ্বলীতি স্বরশ্মিভিঃ।
তমঃ সমস্তজগতাং নাশং নয়তি চাখিলম্ ॥১৫
স্তুবন্তি তং বৈ মুনয়ো গন্ধর্ব্বৈর্গীয়তে পুরঃ।
নৃত্যন্ত্যোঽপ্সরসো যান্তি তস্য চানু নিশাচরাঃ ॥১৬
বহন্তি পন্নগা যক্ষৈঃ ক্রিয়তেঽভীষুসংগ্রহঃ।
বালখিল্যাস্তথৈবৈনং পরিবার্য্য সমাসতে ॥১৭
নোদেতা নাস্তমেতা চ কদাচিচ্ছক্তিরূপধৃক্।
বিষ্ণুর্বিষ্ণোঃ পৃথক্ তস্য গণঃ সপ্তময়োঽপ্যয়ম্ ॥১৮
স্তম্ভস্থদর্পণস্যেব যোঽয়মাসন্নতাং গতঃ।
ছায়াদর্শনসংযোগং স তং প্রাপ্নোত্যথাত্মনঃ ॥১৯
এবং সা বৈষ্ণবী শক্তির্নৈবাপৈতি ততো দ্বিজ।
মাসানুমাসং ভাস্বন্তমধ্যাস্তে তত্র সংস্থিতম্ ॥২০
পিতৃদেবমনুষ্যাদীন্ স সদাপ্যায়য়ন্ প্রভুঃ।
পরিবর্ত্তত্যহোরাত্রকারণং সবিতা দ্বিজ ॥২১
সূর্য্যরশ্মিঃ সুষুম্নো যস্তর্পিতস্তেন চন্দ্রমাঃ।
কৃষ্ণপক্ষেঽমরৈঃ শশ্বৎ পীয়তে বৈ সুধাময়ঃ ॥২২

সূর্য্যের প্রাধান্য অধিক। বিষ্ণুর ঋক্, যজুঃ ও সামলক্ষণা ত্রয়ীরূপা যে সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা শক্তি আছে—সূর্য্য সেই শক্তিস্বরূপ ; এই সূর্য্যই তাপ প্রদান করেন ও উপাসিত হইয়া জগতের পাপ বিনস্ট করেন। হে দ্বিজ! এই শক্তিই বিষ্ণু ; তিনি জগতের স্থিতি ও পালনের জন্য ঋক্-যজুঃ-সামরূপে সূর্য্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। মাসে মাসে যিনি সূর্য্য হন, তাঁহাতেই সেই ত্রয়ীময়ী পরমা বিষ্ণুশক্তি অবস্থিতি করেন। ঋক্‌সকল পূর্ব্বাহ্নে তাপ প্রদান করেন। বৃহদ্রথন্তরাদি যজুঃসকল মধ্যাহ্নে ও সামসকল সায়াহ্নে তাপ প্রদান করেন।১-১০

বিষ্ণুর ঋক্-যজুঃ-সাম-স্বরূপা ত্রয়ী মূর্ত্তিই সূর্য্যরূপে অবস্থিতা। সেই (অচিন্তনীয়প্রভাবা) বিষ্ণুশক্তি সর্ব্বদাই সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ত্রয়ীময়ী এই বৈষ্ণবী শক্তি কেবল সূর্য্যমাত্রেরই যে অধিষ্ঠাত্রী তাহা নহে,; কারণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজনই সেই ত্রয়ীময়ী শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত। সৃষ্টির প্রাকালে ব্রহ্মা ঋঙ্ময়, স্থিতিকালে বিষ্ণু য়, রুদ্র জগতের অন্তের জন্য বেদান্তরপাঠের প্রতিবন্ধকস্বরূপ অশুচি সাম স্বরূপে অবস্থিত। সেই ত্রয়ীময়ী সাত্ত্বিক বিষ্ণুশক্তি সপ্তগণে অধিষ্ঠিত হইয়া সূর্য্যে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই বিষ্ণুশক্তির অধিষ্ঠানেই সূর্য্য অতিশয় প্রকাশ পান ও সমস্ত জগতের অখিল অন্ধকার বিনাশ করেন। মুনিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছেন, অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে করিতে অগ্রে গমন করিতেছেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশাচরগণ গমন করিতেছে। সর্পগণ রথসজ্জা করিতেছেন, যক্ষগণ অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিতেছেন ও বালখিল্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শক্তিরূপধারী বিষ্ণু উদিত হন না বা অস্তও গমন করেন না, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর আর সপ্তগণই যথাসময়ে উদয় বা অস্ত গমন করেন। স্তম্ভস্থিত অতি নির্ম্মল দর্পণের নিকটে আসিলে পদার্থ যে প্রকার আপনার ছায়াযোগ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই সূর্য্যরথে স্থিত দর্পণ-স্থানীয়

পীতং তদ্ দ্বিকলং সোমং কৃষ্ণপক্ষক্ষয়ে দ্বিজ।
পিবন্তি পিতরঃ শেষং ভাস্করাৎ তর্পণং তথা ॥২৩
আদত্তে রশ্মিভির্যত্তু ক্ষিতিসংস্থং রসং রবিঃ।
তমুৎসৃজতি ভূতানাং পুষ্ট্যর্থং শস্যবৃদ্ধয়ে ॥২৪
তেন প্রীণাত্যশেষাণি ভূতানি ভগবান্ রবিঃ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাদীনেবমাপ্যায়য়ত্যসৌ ॥২৫
পক্ষতৃপ্তিস্তু দেবানাং পিতৃণাঞ্চৈব মাসিকীম্।
শশ্বতৃপ্তিঞ্চ মর্ত্ত্যানাং মৈত্রেয়ার্কঃ প্রযচ্ছতি ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বিষ্ণুশক্তির সান্নিধ্যেই মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্য স্ব স্ব শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত হন।১১-২০

সেই বিষ্ণুশক্তিরই প্রভাবে সূর্য্য অহোরাত্রের কারণরূপে পিতৃ, দেব ও মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করত পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। সূর্য্যরশ্মিই সুষুম্না দ্বারা শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রকে পোষিত করে। আবার কৃষ্ণপক্ষে অমরগণ সেই সুধাময় চন্দ্রের এক এক কলা পান করিয়া থাকেন। হে দ্বিজ! এই প্রকারে দেবগণ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত চন্দ্রের এক এক কলা পান করিলে পর অবশিষ্ট কলাটুকু অমাবস্যাতে পিতৃগণ পান করেন। এই প্রকারে সূর্য্য স্বরশ্মিযোগে অমৃতীকৃত চন্দ্র দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকেন। সূর্য্য কিরণসমূহ দ্বারা পৃথিবীস্থিত যে রস গ্রহণ করেন, তাহাই আবার পরিত্যাগ করেন, সেই রস দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রাণীদিগকে পোষণ করে। এই প্রকারেই ভগবান্ সূর্য্য অশেষপ্রকার জীবের তৃপ্তিসাধন এবং পিতৃ, দেব, মনুষ্যাদিরও তর্পণ করিতেছেন। হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বদর্শিত রীতিক্রমে সূর্য্য দেবগণের একপক্ষ, পিতৃগণের মাসে একদিন এবং মনুষ্যদিগের প্রতিদিনই তৃপ্তি সাধন করিতেছেন।২১-২৬

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[চন্দ্রাদিগ্রহাণাং রথাদীনাং, প্রবহ-বায়োঃ, শ্রীবিষ্ণোর্মাহাত্ম্যস্য চ কথনম্।]

পরাশর উবাচ।
রথস্ত্রিচক্রঃ সোমস্য কুন্দাভাস্তস্য বাজিনঃ।
বাম-দক্ষিণতো যুক্তা দশ তেন চরত্যসৌ ॥১
বীথ্যাশ্রয়াণি ঋক্ষাণি ধ্রুবাধারেণ বেগিনা।
হ্রাসবৃদ্ধিক্রমস্তস্য রশ্মীনাং সবিতুর্যথা ॥২
অর্কস্যেব হি তস্যাশ্বাঃ সকৃদ্‌যুক্তা বহন্তি তে
কল্পমেকং মুনিশ্রেষ্ঠ বারিগর্ভসমুদ্ভবাঃ ॥৩
ক্ষীণং পীতং সুরৈঃ সোমমাপ্যায়য়তি দীপ্তিমান্।
মৈত্রেয়ৈককলং সন্তং রশ্মিনৈকেন ভাস্করঃ ॥৪

দ্বাদশ অধ্যায়

[চন্দ্রাদিগ্রহগণের রথাদি, প্রবহ-বায়ু ও শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য কথন।]

পরাশর বলিলেন,—চন্দ্রের রথ ত্রিচক্র। তাহার বাম ও দক্ষিণভাগে কুন্দ-পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দশ অশ্ব যুক্ত থাকে। তিনি এই রথে করিয়া বিচরণ করেন। এই চন্দ্র সেই বেগবান্ ধ্রুবরূপ আধারের আকর্ষণে নাগবীথীর আশ্রয় অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রে বিচরণ করেন। সূর্য্যের কিরণ-সমূহের হ্রাসবৃদ্ধির যে প্রকার রীতি, চন্দ্রকিরণেরও সেই প্রকার। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রের অশ্বগণ জলগর্ভ হইতে উৎপন্ন এবং একবার

ক্রমেণ যেন পীতোঽসৌ দেবৈস্তেন নিশাকরম্।
আপ্যায়য়ত্যনুদিনং ভাস্করো বারিতস্করঃ ॥৫
সম্ভৃতঞ্চার্দ্ধমাসেন তৎসোমস্থং সুধামৃতম্।
পিবন্তি দেবা মৈত্রেয় সুধাহারা যতোঽমরাঃ ॥৬
ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশৎ তথা দেবাঃ পিবন্তি ক্ষণদাকরম্ ॥৭
কলাদ্বয়াবশিষ্টস্তু প্রবিষ্টঃ সূর্য্যমণ্ডলম্।
অমাখ্যরশ্মৌ বসতি অমাবস্যা ততঃ স্মৃতা ॥৮
অপ্সু তস্মিন্নহোরাত্রে পূর্ব্বং বসতি চন্দ্রমাঃ।
ততো বীরুৎসু বসতি প্রয়াত্যর্কং ততঃ ক্রমাৎ ॥৯
ছিনত্তি বীরুধো যস্তু বীরুৎসংস্থে নিশাকরে।
পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি ॥১০
শেষে পঞ্চদশে ভাগে কিঞ্চিচ্ছিষ্টে কলাত্মকে।
অপরাহ্নে পিতৃগণা জঘন্যং পর্য্যুপাসতে ॥১১
পিবন্তি দ্বিকলাকারশিষ্টা তস্য কলা তু যা।
সুধামৃতময়ী পুণ্যা তামিন্দোঃ পিতরো মুনে ॥১২

নিঃসৃতং তদমাবস্যাং গভস্তিভ্যঃ সুধামৃতম্।
মাসং তৃপ্তিমবাপ্যাগ্র্যাং পিতরঃ সন্তি নির্বৃতাঃ
সৌম্যা বর্হিষদশ্চৈব অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ তে ত্রিধা ॥১৩
এবং দেবান্ সিতে পক্ষে কৃষ্ণপক্ষে তথা পিতৄন্।
বীরুধশ্চামৃতময়ৈঃ শীতৈরপ্পরমাণুভিঃ ॥১৪
বীরুধোষধিনিষ্পত্ত্যা মনুষ্যপশুকীটকান্।
আপ্যায়য়তি শীতাংশুঃ প্রকাশ্যাহ্লাদনেন তু ॥১৫
বায়্বগ্নিদ্রব্যসম্ভূতো রথশ্চন্দ্রসুতস্য চ।
পিষঙ্গৈস্তুরগৈর্যুক্তঃ সোঽষ্টাভির্বায়ুবেগিভিঃ ॥১৬
সবরূথঃ সানুকর্ষো যুক্তো ভূসম্ভবৈর্হয়ৈঃ।
সোপাসঙ্গপতাকস্তু শুক্রস্যাপি রথো মহান্ ॥১৭
অষ্টাশ্রঃ কাঞ্চনঃ শ্রীমান্ ভৌমস্যাপি রথো মহান্।
পদ্মরাগারুণৈরশ্বৈঃ সংযুক্তো বহ্নিসম্ভবৈঃ ॥১৮
অষ্টাভিঃ পাণ্ডরৈর্যুক্তো বাজিভিঃ কাঞ্চনো রথঃ।
তস্মিংস্তিষ্ঠতি বর্ষান্তে রাশৌ রাশৌ বৃহস্পতিঃ ॥১৯

যুক্ত হইয়া এককল্প পর্য্যন্ত বহন করিয়া থাকে। হে মৈত্রেয়! সুরগণ চন্দ্রের কলাসমূহ পান করিলে তিনি যখন কালামাত্রে পর্য্যবসিত হন, তখন দীপ্তিমান্ সূর্য্য তাঁহাকে একরশ্মি দ্বারা পুনর্ব্বার পোষিত করেন। কৃষ্ণপ্রতিপদ আরম্ভ করিয়া সুরগণ চন্দ্রকে যে পরিমাণ ক্ষীণ করেন, সূর্য্যও সেই পরিমাণে শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে চন্দ্রকে কিরণগৃহীত বারি দ্বারা আপূরিত করিয়া থাকেন। এইরূপে অর্দ্ধমাসে সঞ্চিত চন্দ্রস্থ সুধা দেবগণ পান করেন। হে মৈত্রেয়! এই কারণে অমরগণ সুধামাত্রই আহার করিয়া থাকেন। ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণ চন্দ্রস্থিত সুধা পান করেন। কলাদ্বয়াবশিষ্ট চন্দ্র যে তিথিতে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমানামক সূর্য্যকিরণে বাস করেন, সেই তিথির নাম অমাবস্যা। সূর্য্যপ্রবেশের পূর্ব্বে চন্দ্রমা অহোরাত্র জলে বাস করিয়া পরে লতাসমূহে বাস করেন, তৎপরে সূর্য্যে গমন করেন। যখন নিশাকর (চন্দ্র) লতামধ্যে অবস্থান করেন, সেই কালে যে লতা ছেদন করে বা তাহার একটিও পত্র পাতিত করে, সে ব্রহ্মহত্যানামক পাতক প্রাপ্ত হয়।১-১০

কলাত্মক কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট জঘন্য চন্দ্রের শেষভাগ পিতৃগণ অপরাহ্ণে পানের জন্য সেবন করেন। পরে দ্বিকলাবশিষ্ট চন্দ্রের পঞ্চদশী যে কলা, সেই অমৃতকলা পিতৃগণ পান করেন। অমাবস্যার চন্দ্রকিরণ-নিঃসৃত সুধা পান করিয়া সৌম্য, বর্হিষদ ও অগ্নিষ্বাত্ত নামক পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি লাভ করত এক মাস নির্ব্বৃত(শান্ত) থাকেন। এইরূপে চন্দ্রমা শুক্লপক্ষে পিতৃগণের ও শীতল জলীয় পরমাণু দ্বারা লতাসমূহের পোষণ করিয়া থাকেন। শীতাংশু চন্দ্র লতা ও ওষধিগণকে নিষ্পন্ন করিয়া এবং প্রকাশ দ্বারা আহ্লাদ উৎপাদন করত মনুষ্য, পশু, কীট প্রভৃতির তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। বুধগ্রহের রথ,—বায়ু-অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত এবং তাহাতে বায়ুবেগশালী পিশঙ্গবর্ণ আটটী অশ্ব যুক্ত থাকে। শুক্রগ্রহের রথ অতি প্রকাণ্ড,

আকাশসম্ভবৈরশ্বৈঃ শবলৈঃ স্যন্দনং যুতম্।
তমারুহ্য শনৈর্যাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥২০
স্বর্ভানোস্তুরগা হ্যষ্টৌ ভৃঙ্গাভা ধূসরং রথম্।
সকৃদ্যুক্তাস্তু মৈত্রেয় বহন্ত্যবিরতং সদা ॥২১
আদিত্যান্নিঃসৃতো রাহুঃ সোমং গচ্ছতি পর্ব্বসু।
আদিত্যমেতি সোমাচ্চ পুনঃ সৌরেষু পর্ব্বসু ॥২২
তথা কেতুরথস্যাশ্বা অপ্যষ্টৌ বাতরংহসঃ।
পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষারসনিভারুণাঃ ॥২৩
এতে ময়া গ্রহাণাং বৈ তবাখ্যাতা রথা নব।
সর্ব্বে ধ্রুবে মহাভাগ প্রবদ্ধা বায়ুরশ্মিভিঃ ॥২৪
গ্রহর্ক্ষতারাধিষ্ণ্যানি ধ্রুবে বদ্ধান্যশেষতঃ।
ভ্রমন্ত্যুচিতচারেণ মৈত্রেয়ানিলরশ্মিভিঃ ॥২৫

যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাস্তাবন্তো বাতরশ্ময়ঃ।
সর্ব্বে ধ্রুবে নিবদ্ধাস্তে ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি তম্ ॥২৬
তৈলপীড়া যথা চক্রং ভ্রমন্তো ভ্রাময়ন্তি বৈ।
তথা ভ্রমন্তি জ্যোতীংষি বাতাবিদ্ধানি সর্ব্বশঃ ॥২৭
অলাতচক্রবদ্‌যান্তি বাতচক্রেরিতানি তু।
যস্মাজ্জ্যোতীংষি বহতি প্রবহস্তেন স স্মৃতঃ ॥২৮
শিশুমারস্তু যঃ প্রোক্তঃ স ধ্রুবো যত্র তিষ্ঠতি।
সন্নিবেশঞ্চ তস্যাপি শৃণুষ্ব মুনিসত্তম ॥২৯
যদহ্না কুরুতে পাপং তং দৃষ্ট্বা নিশি মুচ্যতে।
যাবত্যশ্চৈব তারাস্তাঃ শিশুমারাশ্রিতা দিবি।
তাবন্ত্যেব তু বর্ষাণি জীবত্যভ্যধিকানি চ ॥৩০

এবং তাহাতে পৃথিবীসমুৎপন্ন অশ্বসকল যুক্ত রহিয়াছে। মঙ্গলগ্রহের রথ প্রকাণ্ড, অষ্টকোণ, কাঞ্চননির্ম্মিত এবং তাহাতে বরূথ *, অনুকর্ষ ১, উপাসঙ্গ ২ ও পতাকা আছে। সেইরথে বহ্নিসম্ভব পদ্মরাগের ন্যায় অরুণবর্ণ শ্রীমান্ অশ্বসকল যুক্ত রহিয়াছে। আটটী পাণ্ডরবর্ণশালী অশ্বযুক্ত কাঞ্চন নির্ম্মিত রথে বর্ষান্তে প্রতি রাশিতে বৃহস্পতি অবস্থান করেন। আকাশসম্ভব বিচিত্রবর্ণ অশ্বসমূহযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া মন্দগামী শনৈশ্চর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন।১১-২০

রাহুর রথ ধূসরবর্ণ। তাহাতে ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ আটটী অশ্ব যুক্ত আছে। হে মৈত্রেয়! সেই সকল অশ্ব একবার মাত্র যোজিত হইয়া সর্ব্বদা সেই রথকে বহন করিতেছে। এই রাহুগ্রহ চন্দ্রপর্ব্বে সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া চন্দ্রে গমন করিতেছে এবং সৌরপর্ব্বে চন্দ্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যে গমন করিতেছে। পলাল হইতে উৎপন্ন ধূমের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বায়ুবেগশালী আটটী অশ্ব কেতুগ্রহের রথ বহন করিতেছে। ইহাদের অঙ্গ কেবল ধূমবর্ণ নহে, পরন্তু মধ্যে মধ্যে লাক্ষারসের ন্যায় অরুণবর্ণও আছে। হে মহাভাগ! আমি নবগ্রহগণের এই নয়খানি রথের বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম; এই নয়খানি রথই বায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা ধ্রুবনক্ষত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। অনন্ত গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল ধ্রুবনক্ষত্রে বায়ুরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে। হে মৈত্রেয়! তাহারা অতিবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে। যত সংখ্যক তাঁহারা আছে, তত সংখ্যক বায়ু-রজ্জু আছে। এই বায়ু-রজ্জু দ্বারা নিবদ্ধ সকল গ্রহাদি ভ্রমণ করিতেছে এবং ধ্রুবকে ভ্রমণ করাইতেছে। তৈলকারগণ যেমন আপনারা ঘুরিয়া তৈলচক্রকে ঘুরাইয়া থাকে, তদ্রূপ সকল জ্যোতিষ্কগণ আপনারা ঘুরিতেছে এবং ধ্রুবকে ঘুরাইতেছে। যে পথ বায়ুচক্র দ্বারা প্রেরিত অলাত-চক্রের ন্যায় ঘূর্ণমাণ জ্যোতিষ্কগণকে বহন করিতেছে, তাহার নাম প্রবহ। যাহাকে শিশুমার বলিয়া পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছি এবং ধ্রুব যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার সন্নিবেশ-প্রকার তোমার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই শিশুমারকে রাত্রিকালে দর্শন করিলে দিবাকৃত সমুদায় পাপ নষ্ট হয়। এই শিশুমারে যতগুলি তারা দৃশ্য হয়, তাবৎসংখ্যক বর্ষ বা তাহার অধিক বর্ষ দর্শনকারী ব্যক্তি পুণ্যলোকে জীবিত থাকে।২১-৩০

* রথগুপ্তি। ১ রথের নিম্নস্থিত কাষ্ঠ।
২ রথের উপরিস্থিত কাষ্ঠবিশেষ।

উত্তানপাদস্তস্যাথ বিজ্ঞেয়োঽহ্যুত্তরো হনুঃ।
যজ্ঞোঽধরশ্চ বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মো মূর্দ্ধানমাশ্রিতঃ ॥৩১

হৃদি নারায়ণশ্চাস্তে অশ্বিনৌ পূর্ব্বপাদয়োঃ।
বরুণশ্চার্য্যমা চৈব পশ্চিমে তস্য সক্‌থিনী ॥৩২

শিশ্নঃ সংবৎসরস্তস্য মিত্রোঽপানং সমাশ্রিতঃ।
পুচ্ছেঽগ্নিশ্চ মহেন্দ্রশ্চ কশ্যপোঽথ ততো ধ্রুবঃ।
তারকাশিশুমারস্য নাস্তমেতি চতুষ্টয়ম্ ॥৩৩

ইত্যেব সন্নিবেশোঽয়ং পৃথিব্যা জ্যোতিষাং তথা।
দ্বীপানামুদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাঞ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥৩৪

বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ।
তেষাং স্বরূপমাখ্যাতং সংক্ষেপঃ শ্রূয়তাং পুনঃ ॥৩৫

যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়স্ততো বিপ্র বসুন্ধরা।
পদ্মাকারা সমুদ্ভূতা পর্ব্বতাব্ধ্যাদিসংযুতা ॥৩৬

জ্যোতীংষি বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণু-
র্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ স এব সর্ব্বং
যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য ॥৩৭

জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোঽসৌ
অশেষমূর্ত্তির্ন চ বস্তুভূতঃ।
ততো হি শৈলাব্ধিধরাদিভেদান্
জানীহি বিজ্ঞানবিজৃম্ভিতানি ॥৩৮

যদা তু শুদ্ধং নিজরূপি সর্বং
কর্ম্মক্ষয়ে জ্ঞানমপাস্তশেষম্।
তদা হি সঙ্কল্পতরোঃ ফলানি
ভবন্তি নো বস্তুষু বস্তুভেদাঃ ॥৩৯

বস্ত্বস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্য-
পর্য্যন্তহীনং সততৈকরূপম্।
যচ্চান্যথাত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো
ন তত্তথা কুত্র কুতো হি তত্ত্বম্ ॥৪০

মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা
কপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ।

উত্তানপাদ সেই শিশুমারের উত্তরহনুস্বরূপ; আর যজ্ঞ তাঁহার নিম্ন হনু। ধর্ম্ম তাঁহার মস্তক স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং নারায়ণ অবস্থিত, পূর্ব্ব পাদদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অবস্থিত। বরুণ ও সূর্য্য তাঁহার পশ্চিম উরুদ্বয়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। সংবৎসর তাঁহার শিশ্ন (মূত্রাশয়) ও মিত্র তাঁহার অপানস্থান অধিকার করিয়াছেন। অগ্নি, মহেন্দ্র, কশ্যপ ও ধ্রুব,—ইঁহারা সেই শিশুমারের পুচ্ছদেশে ন্যস্ত রহিয়াছেন, ইঁহারা কখনই অস্তগমন করেন না। মৈত্রেয়! তোমার নিকট এই পৃথিবী, জ্যোতির্ম্ময়মণ্ডল, দ্বীপগণ, সমুদ্রগণ, পর্ব্বতগণ, বর্ষগণ ও নদীগণের সন্নিবেশ কীর্ত্তন করিলাম এবং ঐ সকল স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদেরও স্বরূপ বর্ণন করিলাম। এক্ষণে ইঁহার সংক্ষেপ বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিপ্র। বিষ্ণুর মূর্ত্তিস্বরূপ যে জল, তাহা হইতেই এই পর্ব্বত-সমুদ্রাদিযুক্তা পদ্মাকৃতি বসুন্ধরা উৎপন্ন হইয়াছে। বিষ্ণুই সকল জ্যোতিষ্ক, বিষ্ণুই সকল ভুবন, বিষ্ণুই সকল বন, বিষ্ণুই সকল পর্ব্বত ও সকল দিক্, বিষ্ণুই সমুদ্র ও নদী। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! জগতে ভাব বা অভাবরূপ যত পদার্থ আছে, সকলই বিষ্ণু। অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানস্বরূপ; তিনি জড় নহেন, সুতরাং জগতে যত কিছু পর্ব্বত সমুদ্র পৃথিব্যাদি নানাপ্রকার পদার্থভেদ আছে, তাহা কেবল জ্ঞান-বিজৃম্ভণ মাত্র জানিবে। কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হইলে যখন শেষরহিত সর্ব্বব্যাপক জ্ঞানময় বিষ্ণু নিজরূপে অবস্থিতি করেন, তখন সঙ্কল্পরূপ বৃক্ষের ফলসমূহস্বরূপ নানা বস্তুসমূহে নানা ভেদ লক্ষিত হয় না। সকলই এক সনাতন বিষ্ণুতে একাকারে পরিণত হয়। যাহা পূর্ব্বে ছিল না ও পরে থাকিবে না, এক্ষণে মাত্র দেখা যাইতেছে, এইরূপ বস্তু (ঘটাদি) কখনই বাস্তব নহে; কারণ, একটি পদার্থ একরূপই থাকে,—বাস্তব পদার্থের রূপান্তর লক্ষিত হয় না। পুনর্ব্বার এই ঘটাদি পদার্থ অণুরূপে পরিণত হইবে। তখন ইহার কোনটি বাস্তব-রূপ বলিব?

জনৈঃ স্বকর্মস্তিমিতাত্মনিশ্চয়ৈ-
রালক্ষ্যতে ব্রূহি কিমত্র বস্তু ॥৪১
তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
ক্বচিৎ কদাচিৎ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদ-
বিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাভ্যুপেতম্ ॥৪২
জ্ঞানং বিশুদ্ধং বিমলং বিশোকম্
অশেষশোকাদিনিরস্তসঙ্গম্।
এবং সদৈকঃ পরমঃ পরেশঃ
স বাসুদেবো ন যতোঽন্যদস্তি ॥৪৩
সদ্ভাব এষো ভবতো ময়োক্তো
জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।
এতত্তু যৎ সংব্যবহারভূতং
তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥৪৪
যজ্ঞঃ পশুর্বহ্নিরশেষ ঋত্বিক্
সোমঃ সুরাঃ স্বর্গময়শ্চ কামঃ।
ইত্যাদিকর্মাশ্রিতমার্গদৃষ্টং
ভূরাদিভোগাশ্চ ফলানি তেষাম্ ॥৪৫
যচ্চৈতদ্ভুবনগতং ময়া তবোক্তং
সর্বত্র ব্রজতি হি তত্র কর্মবশ্যঃ।
জ্ঞাত্বৈবং ধ্রুবমচলং সদৈকরূপং
তৎ কুর্য্যাদ্ বিশতি হি যেন বাসুদেবম্ ॥৪৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

কি প্রকারেই বা ইহাতে বাস্তব-রূপ থাকিতে পারে? ৩১-৪০

দেখ, পৃথিবী ঘট বলিয়া প্রথিত হইলে, তখন তাহাকে আর মহী বলা যায় না। সেই ঘট কপালিকাতে পর্য্যবসিত হইলে, কপালিকা চূর্ণরূপে পর্য্যবসিত হইলে এবং চূর্ণও অণুরূপে পরিণত হইলে, তাহাকে কি বলিয়া নিশ্চয় করিব?—তাহা মাটী? অথবা ঘট? অথবা কপাল? কিন্তু মনুষ্যগণ স্বকর্ম্মবশে আত্মজ্ঞান হারাইয়া এই সকল বস্তুকে কেমন ঘটাদিরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। মূঢ় মনুষ্যগণ কি বলিতে পারে, এই ঘটাদির যাথার্থ্য কোথায় পর্য্যবসিত? বস্তুগণের এইপ্রকার অনিয়তরূপ পরিণাম ও অযাথার্থ্য প্রযুক্ত জানা যাইতেছে যে, বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জগতে আর কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই, হয় নাই, বা হইবে না, সকলই জ্ঞানবিজৃম্ভণ। এই বিজ্ঞানময় আত্মা,—অনাদি কর্ম্মবশে বিভিন্নচিত্ত জনগণ দ্বারা নানাপ্রকারে অভ্যুপেত (স্বীকৃত)। কিন্তু বাস্তব-জ্ঞানময় আত্মা এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। বিশুদ্ধ, বিমল, বিশোক ও প্রকৃতিসঙ্গবিমুক্ত সেই জ্ঞান পরমপুরুষ সনাতন বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে; কারণ, বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন বস্তুই নাই। এই আমি তোমার নিকট পরমার্থ বলিলাম; জ্ঞানই সত্য, তদ্ব্যতিরেকে সকলই অসত্য। যে সকল ত্রিভুবনের বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা ব্যবহার মাত্র। বাস্তবিক এ সকলই সেই সনাতন একজ্ঞান স্বরূপ ভগবানের সঙ্কল্পমাত্র রচিত, ইহাতে পরমার্থসত্তা নাই। ইহা কেবল জ্ঞানমার্গের কথা; ইহা ছাড়া তোমার নিকট কর্ম্মমার্গানুসারে যজ্ঞ, পশু, বহ্নি, ঋত্বিক্, সোম, দেবগণ ও স্বর্গময় অভিলাষ—এ সকল বিষয়ও বলিয়াছি। এই মার্গানুসারে কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল ভূরাদি লোকের ভোগ হইয়া থাকে। এই তোমার নিকট ত্রিভুবনের যত প্রকার স্থানের কথা বলিলাম, জীবগণ কর্ম্মবশে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সকল লোকে পরিভ্রমণ করে,—ইহা স্থির জানিয়া এমন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, যাহার বলে সেই সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান অচল বাসুদেবকে জ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায়। ৪১-৪৬

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[জড়ভরতোপাখ্যানং, সৌবীরং রাজানং প্রতি ভরতস্য তত্ত্বোপদেশশ্চ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ সম্যগাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়াখিলম্ ।
ভূসমুদ্রাদিসরিতাং সংস্থানং গ্রহসংস্থিতিম্ ॥১

বিষ্ণ্বাধারং তথা চৈতৎ ত্রৈলোক্যং সমবস্থিতম্ ।
পরমার্থস্তু তেনোক্তো যথাজ্ঞানং প্রধানতঃ ॥২

যত্ত্বেতদ্ভগবানাহ ভরতস্য মহীপতেঃ ।
কথয়িষ্যামি চরিতং তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥৩

ভরতঃ স মহীপালঃ শালগ্রামেঽবসৎ কিল ।
যোগযুক্তঃ সমাধায় বাসুদেবে সদা মনঃ ॥৪

পুণ্যদেশপ্রভাবেণ ধ্যায়তশ্চ সদা হরিম্ ।
কথন্তু নাভবন্মুক্তির্যদভূৎ স দ্বিজঃ পুনঃ ॥৫

বিপ্রত্বে চ কৃতং তেন যদ্ভূয়ঃ সুমহাত্মনা ।
ভরতেন মুনিশ্রেষ্ঠ তৎ সর্বং বক্তুমর্হসি ॥৬

পরাশর উবাচ ।

শালগ্রামে মহাভাগো ভগবন্ন্যস্তমানসঃ ।
স উবাস চিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ ॥৭

অহিংসাদিষ্বশেষেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ ।
অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে ॥৮

যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব ।
কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥৯

নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেঽপি চ ।
এতৎ পরং তদর্থঞ্চ বিনা নান্যদচিন্তয়ৎ ॥১০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[জড়ভরতের উপাখ্যান এবং সৌবীর রাজার প্রতি ভরতের তত্ত্বোপদেশ ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনাকে গ্রহাদির সংস্থিতি, পৃথিবী, সমুদ্র ও নদী প্রভৃতির সংস্থান বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, আপনি তাহার সম্যক্ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই ত্রৈলোক্য বিষ্ণুর আশ্রয়েই অবস্থিতি করিতেছে, ইহাও বলিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে পরমার্থভূত জ্ঞানই যে প্রধান—ইহাও সম্যক্ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন। পূর্বে আপনি বলিয়াছেন যে, ভরত নামক নৃপতির চরিত আমি বলিব। এইক্ষণে তাহা আমার নিকটে বলিতে আরম্ভ করুন। আমার শুনা আছে, সেই ভরতনামা নৃপতি শালগ্রাম নামক প্রদেশে যোগযুক্ত হইয়া অনন্যমনে ভগবান্ বাসুদেবের চিন্তা করত কালযাপন করিতেন। কিন্তু পুণ্যদেশে বাস এবং অবিরত হরিধ্যানেও তাঁহার মুক্তি না হইবার কারণ কি ? তিনি পুনরায় কেন ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ? এবং সেই সুমহাত্মা ভরত ব্রাহ্মণ হইয়া পুনর্ব্বার যে সকল কর্ম্ম করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি তাহাও আমার নিকট বলুন। পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয় ! ভরতনামক মহাভাগ ভূপতি ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া সেই শালগ্রামে বহুকাল বাস করেন। সেই গুণিশ্রেষ্ঠ রাজা অহিংসা প্রভৃতি গুণে ও চিত্তের সংযমে পরম উৎকর্ষ লাভ করেন। তিনি সর্ব্বদাই কেবল "হে যজ্ঞেশ ! হে অচ্যুত ! হে গোবিন্দ ! হে মাধব ! হে অনন্ত ! হে কেশব ! হে কৃষ্ণ ! হে বিষ্ণো !" এই কথাই বলিতেন। হে মৈত্রেয় ! তিনি স্বপ্নাবস্থায়ও ইহা ছাড়া কোন বাক্য ব্যবহার করিতেন না ; কেবল উক্ত বাক্য কথন এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিতেন, তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। সেই যোগতাপস রাজা সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের

সমিৎপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াকৃতে।
নান্যানি চক্রে কর্ম্মাণি নিঃসঙ্গো যোগতাপসঃ ॥১১
জগাম সোঽভিষেকার্থমেকদা তু মহানদীম্।
সস্নৌ তত্র তদা চক্রে স্নানস্যানন্তরক্রিয়াঃ ॥১২
অথাজগাম তত্তীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা।
আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্ একৈব হরিণী বনাৎ ॥১৩
ততঃ সমভবত্তত্র পীতপ্রায়ে জলে তয়া।
সিংহস্য নাদঃ সুমহান্ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥১৪
ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিম্নগাতটম্।
অত্যুচ্চারোহণেনাস্যা নদ্যাং গর্ভঃ পপাত সঃ ॥১৫
তমুহ্যমানং বেগেন বীচিমালাপরিপ্লুতম্।
জগ্রাহ স নৃপো গর্ভাৎ পতিতং মৃগপোতকম্ ॥১৬
গর্ভপ্রচ্যুতিদোষেণ প্রোত্তুঙ্গাক্রমণেন চ।
মৈত্রেয় সাপি হরিণী পপাত চ মমার চ ॥১৭
হরিণীং তাং বিলোক্যাথ বিপন্নাং নৃপতাপসঃ।
মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ ॥১৮
চকারানুদিনঞ্চাসৌ মৃগপোতস্য বৈ নৃপঃ।
পোষণং পুষ্যমাণশ্চ স তেন ববৃধে মুনে ॥১৯
চচারাশ্রমপর্য্যন্তং তৃণানি গহনেষু সঃ।
দূরং গত্বা চ শার্দ্দূলত্রাসাদভ্যাযযৌ পুনঃ ॥২০
প্রাতর্গত্বাতিদূরঞ্চ সায়মায়াত্যথাশ্রমম্।
পুনশ্চ ভরতস্যাভূদাশ্রমস্যোটজাজিরে ॥২১
তস্য তস্মিন্ মৃগে দূরসমীপপরিবর্ত্তিনি।
আসীচ্চেতঃ সমাযুক্তং ন যযাবন্যতো দ্বিজ ॥২২
বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ্ঝিতাশেষবান্ধবঃ।
মমত্বং স চকারোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে ॥২৩
কিং বৃকৈর্ভক্ষিতো ব্যাঘ্রৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ।
চিরায়মাণে নিষ্ক্রান্তে তস্যাসীদিতি মানসম্ ॥২৪

পূজাদি ক্রিয়ার জন্য সমিধ্, পুষ্প ও কুশ প্রভৃতির আহরণ করিতেন; এতস্তিন্ন তাঁহার অন্য কর্ম্ম ছিল না।১-১১

এক দিবস রাজা অভিষেকের নিমিত্ত মহানদীতে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে অনন্তরকর্ত্তব্য কর্ম্মাদি করিতেছিলেন, এমত সময়ে বনমধ্যে হইতে একটী আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসাতুর হইয়া জলপানার্থে সেইস্থানে আগমন করিল। অনন্তর সেই হরিণীর জলপান প্রায় শেষ হইলে, সর্ব্বপ্রাণীর ভয়জনক সুমহান্ এক সিংহের নাদ উত্থিত হইল। তখন সেই হরিণী ত্রাসে নদীতটে একটা লম্ফপ্রদান করিল। তট অতি উচ্চ থাকায় তাহাতে আরোহণ করিবার কালে হরিণীর নদীতে গর্ভপাত হইল। তখন সেই গর্ভ হইতে পতিত মৃগপোত তরঙ্গমালাবেষ্টিত হইয়া বেগে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া নৃপতি তাহাকে ধারণ করত তীরে উঠাইলেন। হে মৈত্রেয়! অনন্তর গর্ভপাতপীড়া ও অতি উচ্চ তটে উল্লম্ফনপ্রযুক্ত সেই হরিণী পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। পরে নৃপ তাপস ভরত সেই হরিণীকে মৃতা দেখিয়া সেই মৃগশাবককে গ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। হে মুনে! অনন্তর রাজা প্রতিদিন সেই মৃগপোতকে পোষণ করিতে লাগিলেন। মৃগপোত (মৃগশিশু) এই প্রকারে পালিত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই মৃগশাবক প্রথমে আশ্রমের প্রান্তভাগেই বিচরণ করত তৃণসকল আহার করিত, আবার কখন কখন দূরে গিয়া ব্যাঘ্রভয়ে পুনর্ব্বার আশ্রমে পলাইয়া আসিত।১২-২০

কোন কোন দিন সেই মৃগ প্রাতঃকালে আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার সায়াহ্নকালে প্রত্যাবর্ত্তন করিত, কোন দিন বা ভরত রাজার আশ্রমস্থ পর্ণশালার প্রাঙ্গণেই বিচরণ করিত। হে দ্বিজ! এইরূপে কখনও দূরবর্ত্তী, কখনও নিকটবর্ত্তী সেই মৃগের উপর ভরতের চিত্ত সর্ব্বদাই আসক্ত থাকিত; তিনি অন্য সব চিন্তা ভুলিয়া যাইলেন। ভরত পূর্ব্বে রাজ্য, তনয় ও অশেষ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়াও অবশেষে সেই হরিণবালকের উপর অতিশয় মমতা করিতে লাগিলেন। সেই মৃগপোত নিষ্ক্রান্ত হইয়া যদি আসিতে বিলম্ব করিত, তাহা হইলে তিনি চিন্তা করিতেন,—আহা! সেই মৃগপোতকে বৃক ও ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিল, অথবা সিংহে

এষা বসুমতী তস্য খুরাগ্রক্ষতকর্বুরা।
প্রীতয়ে মম জাতোঽসৌ ক মমৈণকবালকঃ ॥২৫
বিষাণাগ্রেণ মদ্বাহু-কণ্ডুয়নপরো হি সঃ।
ক্ষেমেণাভ্যাগতোঽরণ্যাদপি মাং সুখয়িষ্যতি ॥২৬
এতে লুনশিখাস্তস্য দশনৈরচিরোদ্গতৈঃ।
কুশাঃ কাশা বিরাজন্তে বটবঃ সামগা ইব ॥২৭
ইত্থং চিরগতে তস্মিন্ স চক্রে মানসং মুনিঃ।
প্রীতিপ্রসন্নবদনঃ পার্শ্বস্থে চাভবন্ মৃগে ॥২৮
সমাধিভঙ্গস্তস্যাসীৎ তন্ময়ত্বাদৃতাত্মনঃ।
সন্ত্যক্তরাজ্যভোগর্দ্ধিস্বজনস্যাপি ভূপতেঃ ॥২৯
চপলং চপলে তস্মিন্ দূরগং দূরগামিনি।
মৃগপোতেঽভবচ্চিত্তং স্থৈর্য্যবতস্তস্য ভূপতেঃ ॥৩০
কালেন গচ্ছতা সোঽথ কালঞ্চক্রে মহীপতিঃ।
পিতেব সাস্রং পুত্রেণ মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ ॥৩১

মৃগমেব তদাদ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ ॥৩২
ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ ॥৩৩
জাতিস্মরত্বাদুদ্বিগ্নঃ সংসারস্য দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় মাতরং ভূয়ঃ শালগ্রামমুপাযযৌ ॥৩৪
শুষ্কৈস্তৃণৈস্তথা পর্ণৈঃ স কুর্ব্বন্নাত্মপোষণম্।
মৃগত্বহেতুভূতস্য কর্ম্মণো নিষ্কৃতিং যযৌ ॥৩৫
তত্র চোৎসৃষ্টদেহোঽসৌ জজ্ঞে জাতিস্মরো দ্বিজঃ।
সদাচারবতাং শুদ্ধে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥৩৬
সর্ববিজ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ।
অপশ্যৎ স চ মৈত্রেয় আত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৩৭
আত্মনোঽধিগতজ্ঞানো দেবাদীনি মহামুনে।
সর্ব্বভূতান্যভেদেন স দদর্শ মহামতিঃ ॥৩৮

তাহাকে বিনষ্ট করিল! তিনি আবার চিন্তা করিতেন, আহা! এই তাহার ক্ষুরাগ্রের আঘাতে পৃথিবী কর্ব্বুর (ধূলিময়) হইয়াছে। সেই হরিণবালক আমার প্রীতির জন্যই জন্মিয়াছিল। আহা! সে এক্ষণে কোথায়? কখন সে বন হইতে কুশলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শৃঙ্গের অগ্রভাগ দ্বারা আমার বাহু কণ্ডুয়ন করিয়া আমাকে সুখী করিবে? অহো! তাহার অচিরোদ্গত দন্তসকল দ্বারা অগ্রভাগে ছিন্ন হইয়া এই কুশ ও কাশ সকল শিখাহীন সামাধ্যায়ী দ্বিজবালকগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই মুনি মৃগটি দূরগত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানাবিধ চিন্তা করিতেন; আবার সেই মৃগ নিকটে আসিলে তাঁহার বদন আহ্লাদে প্রসন্ন হইত। ভূপতি ভরত রাজ্যভোগ, ঋদ্ধি ও বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করিলেও কেবলমাত্র সেই মৃগপোতের চিন্তায় অবিরত আসক্তিবশতঃ সমাধি হইতে বিচ্যুত হইলেন। সেই মৃগপোত চপল হইলে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইত; সেই মৃগ দূরে গমন করিলে তাঁহার চিত্তও যেন সঙ্গে সঙ্গে দূরে গমন করিত। এই প্রকারে ভূপতির চিত্ত মৃগবালকে একান্ত স্থিরভাবে আসক্ত হইল।২১-৩০

অনন্তর কাল অতিক্রান্ত হইলে সেই মহীপতি ভরত পুত্রসদৃশ মৃগপোতকর্ত্তৃক অশ্রুপূর্ণনয়নে বীক্ষিত হইতে হইতে প্রাণত্যাগ করিলেন। হে মৈত্রেয়! রাজা প্রাণত্যাগকালেও সস্নেহে সেই মৃগকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহার চিন্তাতেই মগ্ন থাকিয়া অন্য কোন চিন্তা করেন নাই। তাঁহার পর তিনি মৃত্যুকালে নিরবচ্ছিন্ন মৃগবিষয়চিন্তা করেন বলিয়া কালঞ্জর পর্ব্বতের জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগরূপে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বজন্মের সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল বলিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন মৃগজন্মেও ভরত মাতাকে পরিত্যাগ করত পুনর্ব্বার শালগ্রামে গমন করিলেন। অনন্তর শুষ্কপত্র ও শুষ্কতৃণমাত্র দ্বারা তিনি আত্মপোষণ করিয়া মৃগজন্ম লাভের কারণ স্বকীয় কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনন্তর কালক্রমে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া সদাচার-বিশিষ্ট যোগীদিগের নির্ম্মলকুলে জাতিস্মর ব্রাহ্মণদেহ পরিগ্রহ করিলেন। হে মৈত্রেয়! এই জন্মে তিনি সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবান্ হইলেন। সকল শাস্ত্রের অর্থ তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তিনি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে ও পর (শ্রেষ্ঠ) দেখিতেন। হে মহামুনে! সেই আত্মজ্ঞানী মহামতি

ন পপাঠ গুরুপ্রোক্তং কৃতোপনয়নঃ শ্রুতম্।
ন দদর্শ চ কর্ম্মাণি শাস্ত্রাণি জগৃহে ন চ ॥৩৯
উক্তোঽপি বহুশঃ কিঞ্চিজ্জড়বাক্যমভাষত।
তদপ্যসংস্কারযুতং গ্রাম্যবাক্যোক্তিমচ্ছ্রিতম্ ॥৪০
অপধ্বস্তবপুঃ সোঽথ মলিনাম্বরধৃগ্ দ্বিজঃ।
ক্লিন্নদন্তান্তরঃ সর্ব্বৈঃ পরিভূতঃ স নাগরৈঃ ॥৪১
সম্মাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি ॥৪২
তস্মাচ্চরেত বৈ যোগী সতাং মার্গমদূষয়ন্।
জনা যথাবমন্যেরন্ গচ্ছেয়ুর্নৈব সঙ্গতিম্ ॥৪৩
হিরণ্যগর্ভবচনং বিচিন্ত্যেত্থং মহামতিঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস জড়োন্মত্তাকৃতিং জনে ॥৪৪
ভুঙ্‌ক্তে কুল্মাষব্রীহ্যাদি শাকং বন্যফলং কণান্।
যদ্ যদাপ্নোতি সুবহু তদত্তে কালসংযমম্ ॥৪৫
পিতর্য্যুপরতে সোঽথ ভ্রাতৃভ্রাতৃব্যবান্ধবৈঃ।
কারিতঃ ক্ষেত্রকর্ম্মাদি কদন্নাহারপোষিতঃ ॥৪৬
স তূক্ষপীনাবয়বো জড়কারী চ কর্ম্মণি।
সর্ব্বলোকোপকরণং বভূবাহারবেতনঃ ॥৪৭
তং তাদৃশমসংস্কারবিপ্রাকৃতিবিচেষ্টিতম্।
ক্ষত্তা সৌবীররাজস্য বিষ্টিযোগ্যমমন্যত ॥৪৮
স রাজা শিবিকারূঢ়ো গন্তুং কৃতমতির্দ্বিজ।
বভূবেক্ষুমতীতীরে কপিলর্ষের্বরাশ্রমম্ ॥৪৯
শ্রেয়ঃ কিমত্র সংসারে দুঃখপ্রায়ে নৃণামিতি।
প্রষ্টুং তং মোক্ষধর্ম্মজ্ঞং কপিলাখ্যং মহামুনিম্ ॥৫০
উবাহ শিবিকাং তস্য ক্ষত্তুর্বচনচোদিতঃ।
নৃণাং বিষ্টিগৃহীতানামন্যেষাং সোঽপি মধ্যগঃ ॥৫১
গৃহীতো বিষ্টিনা বিপ্রঃ সর্ব্বজ্ঞানৈকভাজনঃ।
জাতিস্মরোঽসৌ পাপস্য ক্ষয়কাম উবাহ তাম্ ॥৫২

ব্রাহ্মণ দেবাদি সকল ভূতকেই আপনা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। উপনয়ন হইলেও তিনি গুরুকথিত বেদপাঠ করিতেন না, কোন কর্ম্মও দর্শন করিতেন না ও কোন শাস্ত্রও গ্রহণ করিতেন না, বহুবাক্য তাঁহাকে বলিলে, তিনি জড়ের ন্যায় অস্পষ্ট অল্পবাক্য বলিতেন। সেই বাক্য ব্যাকরণাদিদুষ্ট হইত, কখন বা গ্রাম্য বাক্যের সহিত যুক্ত থাকিত।৩৯-৪০

সর্ব্বদা তাঁহার দেহ মলিন, বস্ত্র অপরিষ্কার ও দন্তসকল অমার্জ্জিত থাকিত; এইজন্য নগরবাসিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার অপমান করিত। হে মৈত্রেয়! সম্মাননাই যোগসম্পত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকে। এই কারণে যোগিগণ লোককর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। মনুষ্যগণ যাহাতে অবমাননা করে এবং কোনরূপ সম্পর্ক স্থাপন করিতে না আসে, সেইজন্য যোগী সৎপথের নিন্দা না করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিবে—হিরণ্যগর্ভের এই সারযুক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ জনগণের নিকটে সর্ব্বদাই আপনাকে জড় ও উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেন। যাবক, ব্রীহি, শাক, প্রভৃতি যাহাই সম্মুখে দেখিতে পাইতেন, তাহাই 'কোনরূপে কাল কাটাইতে পারিলে হয়' এই প্রকার ভাবনায় ইচ্ছানুসারে আহার করিতেন। অনন্তর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও বান্ধবগণ তাঁহাকে কুৎসিৎ অন্নদ্বারা পোষণ করত কৃষিকর্ম্মাদি করাইতে লাগিল। তিনি বৃষভের ন্যায় স্থূল (মোটা)-শরীর ও কর্ম্মে জড়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, সুতরাং লোকগণ আহার মাত্র দিয়া যখন যে কর্ম্মে প্রয়োজন হইত, তখনই তাহা তাঁহার দ্বারাই সাধন করিয়া লইত! তাঁহাকে তাদৃশ সংস্কৃত, অব্রাহ্মণের ব্যবহারকারী অবলোকন করিয়া সৌবীররাজ্যের সারথি বিনামূল্যে কর্ম্মকরণের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিল। একদিন সৌবীররাজ শিবিকায় আরোহণ করত ইক্ষুমতীতীরস্থ কপিল ঋষির আশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। দুঃখপূর্ণ সংসারে মনুষ্যগণের কি শ্রেয়—ইহাই জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি মোক্ষধর্ম্মজ্ঞ কপিলমুনির নিকট যাইতে ছিলেন। অনন্তর সারথির বাক্যানুসারে বিনামূল্যে শিবিকাবাহনকারী অন্যান্য অনেক ব্যক্তির সহিত সেই

যযৌ জড়গতিঃ সোঽথ যুগমাত্রাবলোকনম্।
কুর্ব্বন্ মতিমতাং শ্রেষ্ঠস্তদন্যে ত্বরিতং যযুঃ ॥৫৩
বিলোক্য নৃপতিঃ সোঽপি বিষমাং শিবিকাগতিম্।
কিমেতদিত্যাহ সমং গম্যতাং শিবিকাবহাঃ ॥৫৪
পুনস্তথৈব শিবিকাং বিলোক্য বিষমাং হি সঃ।
নৃপঃ কিমেতদিত্যাহ ভবদ্ভির্গম্যতেঽন্যথা ॥৫৫
ভূপতের্বদতস্তস্য শ্রুত্বেত্থং বহুশো বচঃ।
শিবিকোদ্বাহকাঃ প্রোচুরয়ং যাতীত্যসত্বরম্ ॥৫৬

রাজোবাচ।

কিং শ্রান্তোঽস্যল্পমধ্বানং ত্বয়োঢ়া শিবিকা মম।
কিমায়াসসহো ন ত্বং পীবানসি নিরীক্ষ্যসে ॥৫৭

ব্রাহ্মণ উবাচ।

নাহং পীবান্ ন চৈবোঢ়া শিবিকা ভবতো ময়া।
ন শ্রান্তোঽস্মি ন চায়াসঃ সোঢ়ব্যোঽস্তি মহীপতে ॥৫৮

রাজোবাচ।

প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে পীবানদ্যাপি শিবিকা ত্বয়ি।
শ্রমশ্চ ভারোদ্বহনে ভবত্যেব হি দেহিনাম্ ॥৫৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

প্রত্যক্ষং ভবতো ভূপ যদ্দৃষ্টং মম তদ্বদ।
বলবানবলশ্চেতি বাচ্যং পশ্চাদ্বিশেষণম্।
ত্বয়োঢ়া শিবিকা চেতি ত্বয্যদ্যাপি চ সংস্থিতা ॥৬০
মিথ্যৈতদত্র তু ভবান্ শৃণোতু বচনং মম ॥৬১
ভূমৌ পাদযুগস্যাস্থা জঙ্ঘে পাদদ্বয়ে স্থিতে।
ঊরূ জঙ্ঘাদ্বয়াবস্থৌ তদাধারং তথোদরম্ ॥৬২
বক্ষঃস্থলং তথা বাহূ স্কন্ধৌ চোদরসংস্থিতৌ।
স্কন্ধাশ্রিতেয়ং শিবিকা মম ভারোঽত্র কিং কৃতঃ ॥৬৩
শিবিকায়াং স্থিতঞ্চেদং বপুস্ত্বদুপলক্ষিতম্।
তত্র ত্বমহমপ্যত্র প্রোচ্যতে চেদমন্যথা ॥৬৪

ব্রাহ্মণরূপী ভরত ঐ নৃপতির শিবিকা বহন করিতে লাগিলেন ।৪১-৫২

সেই জাতিস্মর সর্ব্বজ্ঞানবান্ বিপ্র এই প্রকারে বিনামূল্যে গৃহীত হইয়া কেবল পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ক্ষয়ের জন্যই শিবিকা বহন করিলেন। অনন্তর মতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ যুগমাত্র অবলোকন করত জড়গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্যান্য শিবিকাবাহকগণ শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। সৌবীর নৃপতি শিবিকার এই প্রকার বিষম-গতি অবলোকন করিয়া বলিলেন,—আঃ ইহা কি হইতেছে? শিবিকাবাহিগণ! তোমরা সকলে সমানভাবে গমন কর। নৃপতি তথাপি শিবিকার সেই বিষমগতি দেখিয়া বলিলেন,—তোমরা কি করিতেছ? কেন এপ্রকার বিষমভাবে গমন করিতেছ? নৃপতির অনেকবার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য শিবিকাবাহিগণ সেই ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিল,—এই ব্যক্তিই ধীরে গমন করিতেছে, তাহাতেই শিবিকার এ প্রকার বিষম গতি হইতেছে। তখন রাজা বলিলেন,—অহো! তুমি অল্প পথই আমার শিবিকা বহন করিয়াছ, তবে কেন এ প্রকার শ্রান্ত হইলে? তুমি কি আয়াস সহ্য করিতে পার না? তোমাকে ত বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহীপতে! আমি স্থূল নহি, তোমার শিবিকাকেও বহন করিতেছি না, আমি শ্রান্ত হই নাই, আমার আয়াসও সহনীয় নহে। রাজা বলিলেন,—কি আশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ তোমায় স্থূল দেখিতেছি। এখনও শিবিকা তোমার স্কন্ধে রহিয়াছে; আর দেহিগণের ভারবহনে শ্রমও অবশ্যম্ভাবী; অথচ তুমি সকল বিপরীত কেন বলিতেছ? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! প্রত্যক্ষ আমার যাহা দেখিলেন, তাহা অগ্রে বলুন, পরে বলবান্ ও অবলবান্ এই বিশেষণের কথা বলিবেন। আপনি পূর্ব্বে কহিলেন যে, "তুমি শিবিকা বহন করিতেছ ও শিবিকা তোমার উপর রহিয়াছে,"—এ কথাও মিথ্যা, শ্রবণ করুন। পাদদ্বয় ভূমিতে রহিয়াছে, পাদদ্বয়ের উপর জঙ্ঘাদ্বয় অবস্থিত, জঙ্ঘাদ্বয়ের উপর ঊরুদ্বয় ও ঊরুদ্বয়ের উপর উদর অবস্থিত; সেই উদরের উপর যথাক্রমে বক্ষঃস্থল, বাহুদ্বয় ও স্কন্ধ অবস্থিতি

অহং ত্বঞ্চ তথান্যে চ ভূতৈরুহ্যাম পার্থিব।
গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোঽপি যাত্যয়ম্ ॥৬৫
কর্ম্মবশ্যা গুণাশ্চৈতে সত্ত্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে।
অবিদ্যাসঞ্চিতং কর্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুষু ॥৬৬
আত্মা শুদ্ধোঽক্ষরঃ শান্তো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ
প্রবৃদ্ধ্যপচয়ৌ নাস্য একস্যাখিলজন্তুষু ॥৬৭
যদা নোপচয়স্তস্য নচৈবাপচয়ো নৃপ।
তদা পীবানসীতীত্থং কয়া যুক্ত্যা ত্বয়েরিতম্ ॥৬৮
ভূপাদজঙ্ঘাকট্যুরুজঠরাদিষু সংস্থিতে।
শিবিকেয়ং যদা স্কন্ধে তদা ভারঃ সমস্ত্বয়া ॥৬৯
তদান্যৈর্জন্তুভির্ভূপ শিবিকোত্থো ন কেবলম্।
শৈলদ্রুমগৃহোত্থোঽপি পৃথিবীসম্ভবোঽপি বা ॥৭০
যদা পুংসঃ পৃথগ্ভাবঃ প্রাকৃতৈঃ কারণৈর্নৃপ।
সোঢ়ব্যস্তু তদায়াসঃ কথং বা নৃপতে ময়া ॥৭১
যদ্দ্রব্যা শিবিকা চেয়ং তদ্দ্রব্যো ভূতসংগ্রহঃ।
ভবতো মেঽখিলস্যাস্য মমত্বেনোপবৃংহিতঃ ॥৭২

পরাশর উবাচ।

এবমুক্ত্বাভবন্মৌনী স বহন্ শিবিকাং দ্বিজঃ।
সোঽপি রাজাবতীর্য্যোর্ব্যাং তৎপাদৌ জগৃহে ত্বরন্॥৭৩

রাজোবাচ।

ভো ভো বিসৃজ্য শিবিকাং প্রসাদং কুরু মে দ্বিজ।
কথ্যতাং কো ভবানত্র জাল্মরূপধরঃ স্থিতঃ ॥৭৪
যো ভবান্ যন্নিমিত্তং বা যদাগমনকারণম্।
তৎ সর্ব্বং কথ্যতাং বিদ্বন্ মহ্যং শুশ্রূষবে ত্বয়া ॥৭৫

করিতেছে; সেই স্কন্ধের উপর শিবিকা রহিয়াছে, তবে আপনি আমার উপর ভারোপন্যাস কেন করিতেছেন? এবং তদুপলক্ষিত শরীর মাত্র শিবিকাতে রহিয়াছে, তবে আপনি কি প্রকারে বলিলেন, আমি শিবিকাতে রহিয়াছি, তুমি ভূমিতে রহিয়াছ? ইহা কি মিথ্যা বলা হইল না? ৫৩-৬৩

রাজন্! তুমি, আমি ও অন্য সকল জীবকেই পঞ্চভূতগণ বহন করিতেছে। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতও সত্ত্ব-রজস্তমঃস্বরূপ ত্রিগুণপ্রবাহে পতিত হইয়া কালসাগরে বহিয়া যাইতেছে। হে পৃথিবীপতে! এই সত্ত্বাদি গুণত্রয়ও কর্ম্মের অধীন; সেই কর্ম্ম অবিদ্যাসঞ্চিত এবং সর্ব্বজীবেই বর্ত্তমান। রাজন্! আত্মা—এক, বিশুদ্ধ, ক্ষয়রহিত, শান্ত, গুণহীন এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অখিল জন্তুসকলে একরূপ রহিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই। হে নৃপ! আত্মার যদি ক্ষয় ও বৃদ্ধি না রহিল, তবে আপনি আমাকে কোন্ যুক্তিবলে স্থূল কহিলেন? যথাক্রমে ভূমি, পাদ, জঙ্ঘা, উরু, কটি ও জঠরাদিতে অবস্থিত স্কন্ধের উপর শিবিকা থাকাতে, যদি আমার ভারবোধ হয়, তবে আপনার ভারবোধ কেন না হইল? হে মহারাজ! যে যুক্তি অনুসারে আমার উপর শিবিকার ভারোপন্যাস করিলেন, সেই যুক্তিবলে অন্য প্রাণিগণের উপর শুধু শিবিকাভার কেন,—পর্ব্বত, বৃক্ষ, গৃহ অথবা পৃথিবীর ভার উপন্যাস কেন করিতেছেন না? হে মহারাজ! প্রাকৃত ভারকারণ বস্তুগণের সহিত যদি আত্মার সম্পূর্ণ পার্থক্য রহিল, তবে আমার সহনীয় আয়াস কি প্রকারে সম্ভব? হে নৃপতে! যে দ্রব্য হইতে শিবিকা উৎপন্ন হইয়াছে, সে দ্রব্য হইতেই এই দেহাদিও উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং যে যুক্তিবলে ইহা তোমার জিনিষ বলা যায়; সেই যুক্তিবলে আমার অথবা সকল প্রাণীর ইহার উপর মমতা জ্ঞান প্রকাশ পাইতে পারে।৬৪-৭২

পরাশর বলিলেন,—সেই শিবিকাবাহী ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মৌনী হইলেন। তখন রাজাও শীঘ্র শিবিকা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার পাদদ্বয় ধারণ করিলেন। রাজা কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এ প্রকার ছদ্মবেশধারী আপনি কে? কেনই বা এইরূপ বেশধারণ করিয়া রহিয়াছেন? এবং এখানে আসিবারই বা কারণ কি? হে বিদ্বন্! এ সকল আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন, আমার শ্রবণ করিতে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নৃপ! শ্রবণ করুন। আমি কে?—

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্রূয়তাং কোঽহমিত্যেতদ্বক্তুং ভূপ ন শক্যতে।
উপভোগনিমিত্তঞ্চ সর্বত্র গমনক্রিয়া ॥৭৬
সুখদুঃখোপভোগৌ তু তৌ দেহাদ্যুপপাদকৌ
ধর্মাধর্মোদ্ভবৌ ভোক্তুং জন্তুর্দেহাদিমৃচ্ছতি ॥৭৭
সর্বস্যৈব হি ভূপাল জন্তোঃ সর্বত্র কারণম্।
ধর্মাধর্মৌ যতঃ কস্মাৎ কারণং পৃচ্ছ্যতে ত্বয়া ॥৭৮

রাজোবাচ।

ধর্মাধর্মৌ ন সন্দেহঃ সর্বকার্য্যেষু কারণম্।
উপভোগনিমিত্তঞ্চ দেহদ্দেশান্তরাগমঃ ॥৭৯
যত্ত্বেতদ্ভবতা প্রোক্তং কোঽহমিত্যেতদাত্মনঃ।
বক্তুং ন শক্যতে শ্রোতুং তন্মমেচ্ছা প্রবর্ত্ততে ॥৮০
যোঽস্তি সোঽহমিতি ব্রহ্মন্ কথং বক্তুং ন শক্যতে।
আত্মন্যেষ ন দোষায় শব্দোঽহমিতি যো দ্বিজ ॥৮১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শব্দোঽহমিতি দোষায় আত্মন্যেষ তথৈব তৎ।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং শব্দো বা ভ্রান্তিলক্ষণঃ ॥৮২
জিহ্বা ব্রবীত্যহমিতি দন্তোষ্ঠৌ তালুকং নৃপ।
এতে নাহং যতঃ সর্বে বাঙ্‌নিষ্পাদনহেতবঃ ॥৮৩
কিং হেতুভির্বদত্যেষা বাগেবাহমিতি স্বয়ম্।
তথাপি বাঙ্‌নাহমেতদ্বক্তুমিত্থং ন যুজ্যতে ॥৮৪
পিণ্ডঃ পৃথগ্‌ যতঃ পুংসঃ পাদপাণ্যাদিলক্ষণঃ।
ততোঽহমিতি কুত্রৈতাং সংজ্ঞাং রাজন্ করোম্যহম্ ॥৮৫
যদান্যোঽস্তি পরঃ কোঽপি মত্তঃ পার্থিবসত্তম।
তদৈষোঽহময়ঞ্চান্যো বক্তুমেবমপীষ্যতে ॥৮৬
যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ।
তদা হি কো ভবান্ কোঽহমিত্যেতদ্ বিফলং বচঃ ॥৮৭

একথা বলা যায় না। তবে উপভোগের জন্য সর্ব্বত্র আমার গমনক্রিয়া হইয়া থাকে। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন দেহাদির উপপাদক—সুখ-দুঃখরূপ উপভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব দেহাদি গ্রহণ করে। হে ভূপাল! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—সকল জীবের সকল অবস্থার প্রতি কারণ; আপনি ইহা ছাড়া অন্য কারণের কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজা বলিলেন,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই কারণ—ইহাতে সন্দেহ নাই এবং উপভোগের জন্যই দেহের দেশান্তরে গমন ইহাও নিশ্চয়; কিন্তু আপনি পূর্ব্বে বলিলেন যে, "আমি কে—এ কথা বলিয়া উঠিতে পারা যায় না",—আমার তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে ব্রহ্মন্! যিনি নিত্য অবস্থিত,—"আমি সেই" এই প্রকার বাক্য বলিতে কিহেতু সমর্থ হইবেন না? এই প্রকার শব্দ দ্বারা তাহার বর্ণন কেন করা যায় না? হে দ্বিজ! 'অহং' এই শব্দ আত্মার উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নৃপ! তুমি বলিলে যে, অহংশব্দ আত্মাতে প্রয়োগ করিলে দোষ নাই, তাহা সত্য বটে; কিন্তু অহংশব্দে প্রায়ই আত্মভিন্নে আত্মজ্ঞান হয়। এই অহংশব্দের আত্ম-উদ্দেশে প্রয়োগ ভ্রান্তিমূলকই হইয়া থাকে।৭৩-৮২

হে নৃপ! জিহ্বা "অহং" এই বাক্য বলিয়া থাকে এবং দন্ত-ওষ্ঠ-তালু শব্দের যথাসম্ভব উচ্চারণ করে, কিন্তু মহারাজ! এই জিহ্বা প্রভৃতি অহংশব্দের প্রতিপাদ্য নহে, কেবল, তাহারা "অহং"—এই শব্দের উচ্চারণের কারণ মাত্র। বাগিন্দ্রিয় কি তবে উক্ত কারণ দ্বারা অহংশব্দ উচ্চারণ করিতেছে ও তাহার প্রতিপাদ্য হইতেছে?—একথাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে, "আমি বাক্য নহি", এপ্রকার প্রয়োগ হইতে পারে না; পাণি ও পাদাদি স্বরূপ দেহপিণ্ড আত্মা হইতে ভিন্ন। হে রাজন্! তবে এই অহং সংজ্ঞা কাহার উপর প্রযুক্ত হয়? হে পার্থিবসত্তম! আরও যদি আমা হইতে ভিন্ন আর কোন সজাতীয় পুরুষ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নয় বলা যাইত,—এই আমি এবং ঐ ব্যক্তি আমা হইতে ভিন্ন। মহারাজ! সেই এক পুরুষ যখন সকল দেহে একভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন আপনি কে? আমি কে?—এসকল বাক্য বিফল। আপনি রাজা, এই আপনার শিবিকা, এই অগ্রসর আপনার

ত্বং রাজা শিবিকা চেয়মিমে বাহাঃ পুরঃসরাঃ।
অয়ঞ্চ ভবতো লোকো ন সদেতত্তবোচ্যতে ॥৮৮
বৃক্ষাদ্ দারু ততশ্চেয়ং শিবিকা ত্বদধিষ্ঠিতা।
কিং বৃক্ষসংজ্ঞা বাস্যাঃ স্যাদ্ দারুসংজ্ঞাথ বা নৃপ ॥৮৯
বৃক্ষারূঢ়ো মহারাজো নায়ং বদতি তে জনঃ।
ন চ দারুণি সর্ব্বস্ত্বাং ব্রবীতি শিবিকাগতম্ ॥৯০
শিবিকা দারুসঙ্ঘাতো রচনাস্থিতিসংস্থিতঃ।
অন্বিষ্যতাং নৃপশ্রেষ্ঠ তদ্ভেদে শিবিকা ত্বয়া ॥৯১
এবং ছত্রশলাকানাং পৃথগ্‌ভাবো বিমৃষ্যতাম্।
ক যাতং ছত্রমিত্যেব ন্যায়স্ত্বয়ি তথা ময়ি ॥৯২
পুমান্ স্ত্রী গৌরজো বাজী কুঞ্জরোঽবির্বিহরিস্তরুঃ
দেহেষু লোকসংজ্ঞেয়ং বিজ্ঞেয়া কর্ম্মহেতুষু ॥৯৩
পুমান্ন দেবো ন নরো ন পশুর্ন চ পাদপঃ।
শরীরাকৃতিভেদাস্তু ভূপৈতে কর্ম্মযোনয়ঃ ॥৯৪

বস্তুরাজেতি যল্লোকে যচ্চ রাজভটাত্মকম্।
তথান্যচ্চ নৃপেত্থং তন্ন সৎ সঙ্কল্পনাময়ম্ ॥৯৫
যৎ তু কালান্তরেণাপি নান্যাং সংজ্ঞামুপৈতি বৈ
পরিণামাদিসম্ভূতং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্ ॥৯৬
ত্বং রাজা সর্ব্বলোকস্য পিতুঃ পুত্রো রিপো রিপুঃ।
পত্ন্যাঃ পতিঃ পিতা সূনোঃ কিং ত্বাং ভূপ বদাম্যহম্॥৯৭
ত্বং কিমেবং স্থিতঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরম্।
কিমু পাদাদিকং ত্বং বা তবৈতৎ কিং মহীপতে ॥৯৮
সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্‌ ভূপ ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুণো ভূত্বা চিন্তয় পার্থিব ॥৯৯
এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে ময়াহমিতি ভাষিতুম্।
পৃথক্ করণনিষ্পাদ্যং শক্যতে নৃপতে কথম্ ॥১০০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বাহকবৃন্দ, এই আপনার ভৃত্যাদি, ইহারা কেহই পরমার্থ সত্য নহে। হে মহারাজ! বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আর সেই কাষ্ঠ হইতে শিবিকা, আপনি ইহাতে অধিষ্ঠিত; বলুন দেখি, ইহাকে শিবিকা বলিব কি কাষ্ঠ বলিব? জনগণ আপনাকে বৃক্ষারূঢ়, একথা বলিতেছে না; কিংবা শিবিকাস্থিত আপনাকে কেহই কাষ্ঠস্থিত বলিতেছে না। হে নৃপ! শ্রেষ্ঠরচনা-বিশেষে সংস্থিত দারুসমূহই শিবিকা; যদি শিবিকা অন্য পদার্থ হয়, তবে ঐ কাষ্ঠগুলিকে ভেদ করিয়া শিবিকাখানি অন্বেষণ করুন দেখি, পান কি না? ৮৩-৯১

এই প্রকার আপনার ছত্রস্থিত শলাকাগুলি পৃথক্ করিয়া দেখুন, ছত্র কোথায় গিয়াছে। এই প্রকার আপনার বা আমার দেহ অন্বেষণ করুন, দেখিবেন,—হস্ত বা পদ, আপনি বা আমি নহি। এইরূপে কাষ্ঠাদিতে শিবিকা ব্যবহারের ন্যায়—পুরুষ, স্ত্রী, গো, ছাগ, অশ্ব, হস্তী, মেষ, বানর ও বৃক্ষ প্রভৃতি ব্যবহার কর্ম্ম হেতু দেহেতে হইয়া থাকে,—ইহা জানিবেন। হে রাজন্! ,—দেব নহেন, মনুষ্য, পশু, বা বৃক্ষাদিও নহেন; কেবলমাত্র কর্ম্মভেদে তাঁহার শরীরাদির ভেদ হইয়া থাকে। তিনি চিরকালই একরূপে অবস্থিত। লোক, ধন, রাজা, রাজার যোদ্ধা এবং অন্যান্য যাহা ব্যবহার করে, তাহা এই প্রকার সত্য নহে, কেবল কল্পনামাত্র। মহারাজ! যে পদার্থের কোনকালে সংজ্ঞান্তর হয় না, তাহাই সত্য বস্তু। সেই আত্ম-পদার্থ কি প্রকার, তাহা আপনাকে কি প্রকারে বুঝাইব? হে মহারাজ! আপনি সকল লোকের রাজা, আবার আপনি আপনার পিতার পুত্র, শত্রুর শত্রু, স্ত্রীর স্বামী এবং আপনার পুত্রের পিতা; এক্ষণে আপনাকে কি বলিয়া ডাকা যায়? আমার সম্মুখে আপনি অবস্থিত, অথবা আপনার মস্তক ও উদর অবস্থিতি করিতেছে; আপনি কি চরণ প্রভৃতিস্বরূপ অথবা এই চরণাদি আপনার? —হে মহীপতে! এস্থলে কি বলা উচিত? রাজন্! আপনি সকল অবয়ব হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। আপনি এক্ষণে নৈপুণ্য সহকারে চিন্তা করুন দেখি,—"আমি কে?" মহারাজ! আত্মতত্ত্ব এই প্রকারে ব্যবস্থিত, সুতরাং অন্য হইতে পৃথক্ করিয়া উচ্চার্য্য "আমি" এই প্রকার শব্দ আমি কি প্রকারে বলিব? ৯২-১০০

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়

[রাজ্ঞঃ সৌবীরস্য প্রশ্নঃ, ভরতস্যোত্তরদানঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

নিশম্য তস্যেতি বচঃ পরমার্থসমন্বিতম্ ।
প্রশ্রয়াবনতো ভূত্বা তমাহ নৃপতির্দ্বিজম্ ॥১

রাজোবাচ ।

ভগবন্ যত্ত্বয়া প্রোক্তং পরমার্থময়ং বচঃ ।
শ্রুতে তস্মিন্ ভ্রমন্তীব মনসো মম বৃত্তয়ঃ ॥২
এতদ্বিবেকবিজ্ঞানং যদশেষেষু জন্তুষু ।
ভবতা দর্শিতং বিপ্র তৎ পরং প্রকৃতের্মহৎ ॥৩
নাহং বহামি শিবিকাং শিবিকা ন ময়ি স্থিতা ।
শরীরমন্যদস্মত্তো যেনেয়ং শিবিকা ধৃতা ॥৪
গুণপ্রবৃত্ত্যা ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মচোদিতা ।
প্রবর্ত্তন্তে গুণা হ্যেতে কিমেতদ্ যৎ ত্বয়োদিতম্ ॥৫
এতস্মিন্ পরমার্থজ্ঞ মম শ্রোত্রপথং গতে ।
মনো বিহ্বলতামেতি পরমার্থার্থিতাং গতম্ ॥৬
পূর্ব্বমেব মহাভাগং কপিলর্ষিমহং দ্বিজ ।
প্রষ্টুমভ্যুদ্যতো গত্বা শ্রেয়ঃ কিন্ত্বত্র শংস মে ॥৭
তদন্তরে চ ভবতা যদেতদ্বাক্যমীরিতম্ ।
তেনৈব পরমার্থার্থং ত্বয়ি চেতঃ প্রধাবতি ॥৮
কপিলর্ষির্ভগবতঃ সর্ব্বভূতস্য বৈ দ্বিজ ।
বিষ্ণোরংশো জগন্মোহনাশায়োর্ব্বীমুপাগতঃ ॥৯
স এব ভগবান্ নূনমস্মাকং হিতকাম্যয়া ।
প্রত্যক্ষতামত্র গতো যথৈতদ্ভবতোচ্যতে ॥১০
তস্মাহং প্রণতায় ত্বং যচ্ছ্রেয়ঃ পরমং দ্বিজ ।
তদ্ বদাখিলবিজ্ঞানজলবীচ্যুদধির্ভবান্ ॥১১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[রাজা সৌবীরের প্রশ্ন এবং ভরতের উত্তরদান ।]

পরাশর বলিলেন,—রাজা সৌবীর সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার পরমার্থ-সমন্বিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে ভগবন্! আপনি যে পরমার্থময় বাক্য বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মনের বৃত্তিসকল যেন পরিভ্রমণ করিতেছে। অশেষ জন্তুতেই যে এক পরম বিজ্ঞানময় আত্মা আছেন, তিনি নিরবচ্ছিন্ন এবং প্রকৃতি হইতে পর,—ইহা আপনি বুঝাইয়াছেন। "আমি শিবিকা বহন করিতেছি না এবং শিবিকাও আমার উপর নাই ; এই শিবিকা যাহাতে রহিয়াছে, তাহাও আমা হইতে ভিন্ন। (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) গুণের প্রবৃত্তি দ্বারা জন্তুগণ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আবার সেই ত্রিগুণও কর্ম্মপ্রেরিত হইয়াই প্রবর্ত্তিত হইতেছে।" এই যে সকল কথা বলিলেন, ইহা কি ? হে পরমার্থজ্ঞ! এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরমার্থ জিজ্ঞাসু আমার মন অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। আমি ইহার পূর্ব্বে এই সংসারে মনুষ্যগণের শ্রেয় কি,—এই কথা কপিল মহর্ষির নিকট জিজ্ঞাসা করিবার জন্য গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আপনি যে সকল বাক্য বলিলেন, তাহা শুনিয়া আমার চিত্ত পরমার্থ-শ্রবণেচ্ছায় আপনার নিকট প্রার্থী হইতেছে। সর্ব্বভূতময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে কপিলমহর্ষি জগতের মোহবিনাশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দ্বিজ! আমি নিশ্চয়ই বিবেচনা করিতেছি, আপনি যে প্রকার বাক্য বলিতেছেন, তাহাতে সেই মহর্ষিই আমার মঙ্গলের জন্য প্রত্যক্ষ হইয়াছেন; আপনি নিশ্চয় কপিল

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ভূপ পৃচ্ছসি কিং শ্রেয়ঃ পরমার্থং নু পৃচ্ছসি।
শ্রেয়াংসি পরমার্থানি অশেষাণি চ ভূপতে ॥১২
দেবতারাধনং কৃত্বা ধনসম্পদমিচ্ছতি।
পুত্রানিচ্ছতি রাজ্যঞ্চ শ্রেয়স্তস্যৈব তন্নৃপ ॥১৩
কর্ম্ম যজ্ঞাত্মকং শ্রেয়ঃ স্বর্লোকফলদায়ি চ।
শ্রেয়ঃ প্রধানঞ্চ ফলে তদেবানভিসন্ধিতে ॥১৪
আত্মা ধ্যেয়ঃ সদা ভূপ যোগযুক্তৈস্তথাপরম্।
শ্রেয়স্তস্যৈব সংযোগঃ শ্রেয়ো যঃ পরমাত্মনা ॥১৫
শ্রেয়াংস্যেবমনেকানি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
সন্ত্যত্র পরমার্থস্তু তত্ত্বতঃ শ্রূয়তাঞ্চ মে ॥১৬
ধর্ম্মায় ত্যজ্যতে কিং নু পরমার্থো ধনং যদি।
ব্যয়শ্চ ক্রিয়তে কস্মাৎ কামপ্রাপ্ত্যুপলক্ষণঃ ॥১৭
পুত্রশ্চেৎ পরমার্থঃ স্যাৎ সোঽপ্যন্যস্য নরেশ্বর।
পরমার্থভূতঃ সোঽন্যস্য পরমার্থো হি তৎপিতা ॥১৮
এবং ন পরমার্থোঽস্তি জগত্যস্মিংশ্চরাচরে।
পরমার্থা হি কার্য্যাণি কারণানামশেষতঃ ॥১৯
রাজ্যাদিপ্রাপ্তিরত্রোক্তা পরমার্থতয়া যদি।
পরমার্থা ভবন্ত্যত্র ন ভবন্তি চ বৈ ততঃ ॥২০
ঋগ্-যজুঃ-সামনিষ্পাদ্যং যজ্ঞকর্ম্ম মতং তব।
পরমার্থভূতং তত্রাপি শ্রূয়তাং গদতো মম ॥২১
যত্তু নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং মৃদা কারণভূতয়া।
তৎকারণানুগমনাজ্জায়তে নৃপ মৃন্ময়ম্ ॥২২
এবং বিনাশিভির্দ্রব্যৈঃ সমিদাজ্য-কুশাদিভিঃ।
নিষ্পাদ্যতে ক্রিয়া যা তু সা ভবিত্রী বিনাশিনী ॥২৩
অনাশী পরমার্থস্তু প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে।
তৎ তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতম্ ॥২৪

মহর্ষি। আমি প্রণাম করিতেছি। হে দ্বিজ! যাহা শ্রেয়, তাহা আমাকে বলুন। আপনি সকল প্রকার জ্ঞান-তরঙ্গের আশ্রয় জলনিধি(সাগর)স্বরূপ।১-১১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ভূপতে! তুমি শ্রেয় ও পরমার্থ কি,—তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ; কিন্তু শ্রেয় ও পরমার্থ অশেষবিধ। হে নৃপ! যে ব্যক্তি দেবারাধনা করিয়া ধনসম্পদ্, পুত্র ও রাজ্য ইচ্ছা করে, তাহার নিকট পুত্রাদিই শ্রেয়। সঙ্কল্পরহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মই মুখ্যশ্রেয়। আবার কেহ বা সঙ্কল্পপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করিয়া তাহার ফল স্বর্গাদিকেই শ্রেয় বলে। কেহ বা যোগযুক্ত হইয়া আমার ধ্যান করে; তাহার পক্ষে আত্মধ্যানই পরমশ্রেয়; কিন্তু সেই পরমাত্মার যে সংযোগ, তাহাই পরম-শ্রেয়। এইরূপ অনেক শত শত সহস্র সহস্র শ্রেয় রহিয়াছে। এক্ষণে পরমার্থ কি? তাহার তত্ত্ব আমার নিকট শ্রবণ কর। ধনই যদি পরমার্থ হয়, তবে লোকে কামপ্রাপ্তির উপলক্ষে সেই ধনের ব্যয় কি প্রকারে করে? সুতরাং ধন, পরমার্থ নহে। পুত্রকে যদি পরমার্থ বল, তাহা হইলে তাহার পিতাও পরমার্থ, কেননা, তাহার পিতার সে পুত্র; এইরূপ আবার তাহার পিতাও পরমার্থ হইয়া উঠে; কাজে কাজেই পরমার্থ সাধারণ-বস্তু হইয়া উঠিল; অতএব-পুত্রাদিও পরমার্থ নহে। এই চরাচর জগতে এই প্রকার পুত্রাদিকে পরমার্থ বলা যায় না; কারণ, পুত্ররূপ-কার্য্য যদি তাহার কারণ পিতার পরমার্থ হয়, তবে জগতে অনন্ত পুত্ররূপ-কার্য্য অনন্ত পিতার পরমার্থরূপে বিদ্যমান; সুতরাং পুত্র পরমার্থ নহে। রাজ্যাদিপ্রাপ্তিই পরমার্থ,—ইহা নানাস্থলে উক্ত হয়, এই বলিয়া যদি রাজ্যই পরমার্থ হয়—ইহা বল, তাহাও বলা যায় না; কারণ, রাজ্যাদির উৎপত্তি এবং বিনাশ রহিয়াছে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে।১২-২০

ঋক্-যজুঃ-সাম দ্বারা সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্ম্মই যদি তোমার মতে পরমার্থ হয়, তবে তাহার বিষয়ে আমি যা যা বলি, শ্রবণ কর। হে নৃপ! প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্তিকারূপ কারণ হইতে নিষ্পন্ন—যে ঘটাদিকার্য্য, তাহা কারণানুগত বলিয়া মৃত্তিকাময়ই হইয়া থাকে; এইরূপ অনিত্য সমিধ্-ঘৃত-কুশ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা

তদেবাফলদং কর্ম্ম পরমার্থো ন সাধনম্ ॥২৫
ধ্যানঞ্চৈবাত্মনো ভূপ পরমার্থার্থশব্দিতম্।
ভেদকারি পরেভ্যস্তু পরমার্থো ন ভেদবান্ ॥২৬
পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ পরমার্থ ইতীর্য্যতে।
মিথ্যৈতদন্যদ্দ্রব্যং হি নৈতি তদ্দ্রব্যতাং যতঃ ॥২৭
তস্মাচ্ছ্রেয়াংস্যশেষাণি নৃপৈতানি ন সংশয়ঃ।
পরমার্থস্তু ভূপাল সংক্ষেপাৎ শ্রূয়তাং মম ॥২৮
একো ব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ ॥২৯
পরজ্ঞানময়োঽসদ্ভির্নামজাত্যাদিভির্বিভুঃ।
স যোগবান্ন যুক্তোঽভূন্নৈব পার্থিব যোজ্যতে ॥৩০
তস্যাত্মপরদেহেষু সতোঽপ্যেকময়ং হি যৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থোঽসৌ দ্বৈতিনোঽতত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩১
বেণুরন্ধ্রবিভেদেন ভেদঃ ষড়্জাদিসংজ্ঞিতঃ।
অভেদব্যাপিনো বায়োস্তথা তস্য মহাত্মনঃ ॥৩২
একত্বং রূপভেদশ্চ বাহ্যকর্ম্মপ্রবৃত্তিজঃ।
দেবাদিভেদেঽপধ্বস্তে নাস্ত্যেবাবরণে হি সঃ ॥৩৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

নিষ্পাদিত যে স্বর্গাদি কার্য্য, তাহা অনিত্য হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? সেই স্বর্গাদি ফল বিনাশী; কারণ, তাহার কারণ-সকল বিনাশী দ্রব্য। সুতরাং স্বর্গাদি পরমার্থ নহে; যেহেতু; পণ্ডিতগণ অবিনাশী পদার্থকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। যদি ফলহীন কর্ম্মই তোমার মতে পরমার্থ বল, তাহাও অসম্ভব; কারণ, তাদৃশ কর্ম্ম মুক্তিরূপ ফলের সাধন, সুতরাং অফলদ কর্ম্মই তাহা হইল না; এবং তাহা নিরপেক্ষও নহে, সুতরাং তাহাও পরমার্থ নহে। হে ভূপ! যদি বল দেহাদি হইতে ভিন্ন-রূপে আত্মার বিচার করিয়া তাঁহার ধ্যানই পরমার্থ; তাহাও হইতে পারে না; কারণ, এইপ্রকার ধ্যান দেহ হইতে আত্মার ভেদকারী; কিন্তু পরমার্থ ভেদবিশিষ্ট নহেন। (কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন,—একমেবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ তিনি এক এবং সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য)। উপাসনা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদস্বরূপ যোগই পরমার্থ,—এই কথা যদি বল, তাহাও নয়। কারণ পূর্ব্ববাক্যটী মিথ্যাভূত, অন্যবস্তু অপরবস্তুর সহিত মিলিত হইয়া এক হয় না; এই হেতু জীবাত্মা যদি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হয়, তবে উভয়ে একতা অসম্ভব। এই যে সকল বিষয় তোমার নিকট বলিলাম, ইহা আপেক্ষিক শ্রেয় হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমার্থ নহে। হে ভূপাল! এক্ষণে পরমার্থ কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। আত্মা,—সর্ব্বত্রই অবস্থিত, অদ্বিতীয়, সর্ব্বকালেই একরূপ, বিশুদ্ধ, নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্। তাঁহার জন্ম বা বৃদ্ধি নাই, তিনি অবিনাশী। তিনি পরম জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপক। অবিদ্যা-প্রপঞ্চ নাম-জাতিপ্রভৃতির সহিত তাহার যোগ হয় নাই, হইবে না ও হইতেছে না। তিনি আত্মদেহে ও পরদেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যমান,—এই প্রকার যে বিশেষরূপে জ্ঞান,—তাহাই পরমার্থ। মহারাজ! যাহারা দ্বৈতবাদী, তাহারা অতত্ত্বদর্শী অর্থাৎ ভ্রান্ত। অভিন্ন এবং ব্যাপক—একবায়ু যেরূপ বেণুগত রন্ধ্রাদিভেদে ষড়্জ ঋষভ গান্ধারাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেও, বস্তুতঃ অভিন্ন—একই থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন দেহাদি উপাধি-বিশিষ্ট হইলেও এক এবং সর্ব্বব্যাপকভাবেই অবস্থিত। আত্মার যে রূপভেদ কল্পিত হয়, তাহা কেবল আত্মভিন্ন দেহাদির কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন। আবার দেহাদি-ভেদ অপধ্বস্ত (নষ্ট) হইলে, তাহার বহুরূপত্ব থাকে না, কারণ তাহা মায়ার আবরণ-মাত্রে অবস্থিত, তৎকালে মায়ার আবরণ থাকে না।২১-৩৩

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[ঋভু-নিদাঘসংবাদঃ।]

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে মৌনিনং ভূয়শ্চিন্তয়ানং মহীপতিম্।
প্রত্যুবাচাথ বিপ্রোঽসাবদ্বৈতান্তর্গতাং কথাম্ ॥১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

শ্রূয়তাং নৃপশার্দ্দূল যদ্গীতমৃভুণা পুরা।
অববোধং জনয়তা নিদাঘস্য মহাত্মনঃ ॥২

ঋভুর্নামাভবৎ পুত্রো ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
বিজ্ঞাততত্ত্বসদ্ভাবো নিসর্গাদেব ভূপতে ॥৩

তস্য শিষ্যো নিদাঘোঽভূৎ পুলস্ত্যতনয়ঃ পুরা।
প্রাদাদশেষবিজ্ঞানং স তস্মৈ পরয়া মুদা ॥৪

অবাপ্তজ্ঞানতত্ত্বস্য ন তস্যাদ্বৈতবাসনাম্।
স ঋভুস্তর্কয়ামাস নিদাঘস্য নরেশ্বর ॥৫

দেবিকায়াস্তটে বীরনগরং নাম বৈ পুরম্।
সমৃদ্ধমতিরম্যঞ্চ পুলস্ত্যেন নিবেশিতম্ ॥৬

রম্যোপবনপর্য্যন্তে স তস্মিন্ পার্থিবোত্তম।
নিদাঘো নাম যোগজ্ঞ ঋভুশিষ্যোঽবসৎ পুরা ॥৭

দিব্যে বর্ষসহস্রে তু সমতীতেঽস্য তৎপুরম্।
জগাম স ঋভুঃ শিষ্যং নিদাঘমবলোককঃ ॥৮

স তস্য বৈশ্বদেবান্তে দ্বারালোকনগোচরে।
স্থিতস্তেন গৃহীতার্ঘ্যো নিজবেশ্মপ্রবেশিতঃ ॥৯

প্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রিপাণিঞ্চ কৃতাসনপরিগ্রহম্।
উবাচ স দ্বিজশ্রেষ্ঠো ভুজ্যতামিতি সাদরম্ ॥১০

ঋভুরুবাচ।

ভো বিপ্রবর্য্য ভোক্তব্যং যদন্নং ভবতো গৃহে।
তৎ কথ্যতাং কদন্নেষু ন প্রীতিঃ সততং মম ॥১১

পঞ্চদশ অধ্যায়

[ঋভু ও নিদাঘ সংবাদ।]

পরাশর বলিলেন,—এই তত্ত্ব কথা বলায়, মহীপতি যখন মৌনী হইয়া চিন্তা করিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার অদ্বৈতবাদসম্বন্ধিনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নৃপশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ঋভু মহাত্মা নিদাঘের জ্ঞান জন্মাইবার জন্য যে সকল কথা বলেন, তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার ঋভু নামে এক পুত্র হয়। হে ভূপতে! ঐ ঋভু স্বভাবতই সকল তত্ত্বে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। পূর্ব্বে পুলস্ত্যতনয় নিদাঘ তাঁহার শিষ্য হন। তিনিও অতিশয় আনন্দের সহিত নিদাঘকে অশেষবিধ জ্ঞান প্রদান করেন। হে নরেশ্বর! নিদাঘ সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ হইলেও তাঁহার এখনও অদ্বৈতবাসনা হয় নাই,—ঋভু ইহা জানিতে পারিলেন। পুলস্ত্যপ্রতিষ্ঠিত বীরনগর নামে এক পুর (নগর) ছিল। ঐ পুর অতি মনোহর সমৃদ্ধিশালী এবং দেবিকানামে নদীতটে অবস্থিত। হে নৃপোত্তম! সেই মনোহর উপবনযুক্ত বীরনগরের প্রান্তভাগে যোগজ্ঞ ঋভু-শিষ্য নিদাঘ পূর্ব্বে বাস করিতেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, একদিন সেই ঋভু শিষ্য-নিদাঘ কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন,—ইহা দেখিবার জন্য অতিথিরূপে বীরনগরে গমন করিলেন। বৈশ্বদেব-কর্ম্ম সমাপনান্তে নিদাঘ দ্বারদেশে অতিথি প্রত্যাশায় অবলোকন করিতে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। ঋভু হস্তপদ প্রক্ষালন করত আসন পরিগ্রহ করিলেন দেখিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিদাঘ আদরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি আহার করুন।" ১-১০

তখন ঋভু বলিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তোমার গৃহে

নিদাঘ উবাচ।

ভক্ত-যাবক-বাট্যানামপূপানাঞ্চ মে গৃহে।
যদ্ রোচতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তৎ ত্বং ভুঙ্‌ক্ষ যথেচ্ছয়া ॥১২

ঋভুরুবাচ।

কদন্নানি দ্বিজৈতানি মৃষ্টমন্নং প্রযচ্ছ মে।
সংযাব-পায়সাদীনি দ্রপ্স-ফাণিতবন্তি চ ॥১৩

নিদাঘ উবাচ।

হে হে শালিনি মদ্‌গেহে যৎ কিঞ্চিদতিশোভনম্।
ভক্ষ্যোপসাধনং মৃষ্টং তেনাস্যান্নং প্রসাধয় ॥১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তা তেন সা পত্নী মৃষ্টমন্নং দ্বিজস্য যৎ।
প্রসাধিতবতী তদ্বৈ ভর্ত্তুর্বচনগৌরবাৎ ॥১৫
তং ভুক্তবন্তমিচ্ছতো মৃষ্টমন্নং মহামুনিম্।
নিদাঘঃ প্রাহ ভূপাল প্রশ্রয়াবনতস্থিতঃ ॥১৬

নিদাঘ উবাচ।

অপি তে পরমা তৃপ্তিরুৎপন্না তুষ্টিরেব চ।
অপি তে মানসং স্বস্থমাহারেণ কৃতং দ্বিজ ॥১৭
ক নিবাসো ভবান্ বিপ্র ক চ গন্তং সমুদ্যতঃ।
আগম্যতে চ ভবতা যতস্তচ্চ দ্বিজোচ্যতাম্ ॥১৮

ঋভুরুবাচ।

ক্ষুদ্‌যস্য তস্য ভুক্তেঽন্নে তৃপ্তির্ব্রাহ্মণ জায়তে।
ন মে ক্ষুন্নাভবৎতৃপ্তিঃ কস্মান্মাং পরিপৃচ্ছসি ॥১৯
বহ্নিনা পার্থিবে ধাতৌ ক্ষয়িতে ক্ষুৎসমুদ্ভবঃ।
ভবত্যম্ভসি চ ক্ষীণে নৃণাং তৃড়পি জায়তে ॥২০
ক্ষুত্তৃষৌ দেহধর্ম্মাখ্যে ন মমৈতে যতো দ্বিজ ॥
ততঃ ক্ষুৎসম্ভবাভাবাৎ তৃপ্তিরস্ত্যেব মে সদা ॥২১
মনসঃ স্বস্থতা তুষ্টিশ্চিত্তধর্ম্মাবিমৌ দ্বিজ।
চেতসো যস্য তৎ পৃচ্ছ পুমানেভির্ন যুজ্যতে ॥২২

ভোক্তব্য যে অন্ন আছে, তাহা বর্ণন কর; কারণ, কুৎসিত অন্নে আমার কখনই প্রীতি হয় না। নিদাঘ বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার গৃহে ভক্ত (ভাত), যাবক (যবনির্ম্মিত খাদ্য বিশেষ), কন্দ-ফলমূলাদি এবং অপূপাদি (পিষ্টকাদি) আছে; ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে রুচি হয়, আপনি তাহাই ভোজন করুন। ঋভু কহিলেন,—হে দ্বিজ! তুমি যাহার নাম করিলে ঐ সকল অন্ন কদন্ন, আহার-যোগ্য নহে। তুমি আমাকে মিষ্ট অন্ন, সংযাব, পায়স, ঘন দধি এবং ফাণিত (গৌড়ী—অথবা ফেণী) প্রভৃতি দান কর। নিদাঘ তখন নিজ স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে শোভনে! আমার যাহা কিছু অতিশোভন ও মধুর ভক্ষ্যোপসাধন আছে, তাহা দ্বারা ইঁহার অন্ন প্রস্তুত করিয়া দাও। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! নিদাঘ গৃহিণীকে এই কথা বলিলে, তাঁহার গৃহিণী ভর্ত্তার বাক্যগৌরব প্রযুক্ত সেই ব্রাহ্মণের যথোক্ত অন্নসমূহ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। হে নৃপ! অনন্তর মহামুনি স্বীয় ইচ্ছানুসারে সেই মিষ্ট-অন্ন আহার করিলে পর, নিদাঘ বিনয়াবনত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে দ্বিজ! আহার করিয়া আপনার পরমতৃপ্তি হইয়াছে ত? আপনি তুষ্ট হইয়াছেন ত? আর আপনার মন সুস্থ হইয়াছে ত? হে বিপ্র! আপনার নিবাস কোথায়? আপনি কোথায় বা যাইতে উদ্যত হইয়াছেন? হে দ্বিজ! এখানেই বা আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? ঋভু কহিলেন,—হে ব্রাহ্মণ! যাহার ক্ষুধা হয়, তাহারই আহার করিলে তৃপ্তি হইয়া থাকে। আমার ক্ষুধাও হয় নাই, তন্নিবৃত্তি-জন্য তৃপ্তিও হয় নাই। তবে কেন এই বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? অগ্নি পার্থিবধাতু ক্ষয় করিলে, ক্ষুধার উৎপত্তি হয় এবং জল ক্ষয় হইলে, মনুষ্যদিগের তৃষ্ণা হইয়া থাকে।১১-২০

ক্ষুধা তৃষ্ণা দেহেরই ধর্ম্ম,—ইহা আমার নহে; সুতরাং ক্ষুধার সম্ভাবনা না থাকায় আমি সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত * আছি। এই চিত্তধর্ম্ম স্বস্থতা এবং তুষ্টি, ইহারা মনে থাকে; সুতরাং যাহার ধর্ম্ম, তাহাকে

* এস্থলে ক্ষুধাজন্য দুঃখাভাব পরিতৃপ্তিপদের লক্ষ্য; কারণ, আত্মার তৃপ্তির কোন গুণ এই মতে স্বীকৃত নহে।

ক নিবাসস্তবেত্যুক্তং ক গন্তাসি চ যৎ ত্বয়া।
কুতশ্চাগম্যতে তত্র ত্রিতয়েঽপি নিবোধ মে ॥২৩
পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ।
কুতঃ কুত্র ক গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবৎ কথম্ ॥২৪
নাহং গন্তা ন চাগন্তা নৈকদেশনিকেতনঃ।
ত্বঞ্চান্যে চ ন চ ত্বং ত্বং নান্যে নৈবাহমপ্যহম্ ॥২৫
মৃষ্টং ন মৃষ্টমপ্যেষা জিজ্ঞাসা মে কৃতা তব।
কিং বক্ষ্যসীতি তত্রাপি শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তম ॥২৬
কিমস্মাদথবা মৃষ্টং ভুঞ্জতোঽন্নং দ্বিজোত্তম।
মৃষ্টমেব যদামৃষ্টং তদেবোদ্বেগকারকম্ ॥২৭
অমৃষ্টং জায়তে মৃষ্টং মৃষ্টাদুদ্বিজতে জনঃ।
আদিমধ্যাবসানেষু কিমন্নং রুচিকারকম্ ॥২৮
মৃন্ময়ং হি গৃহং যদ্বন্মৃদা লিপ্তং স্থিরং ভবেৎ।
পার্থিবোঽয়ং তথা দেহঃ পার্থিবৈঃ পরমাণুভিঃ ॥২৯
যব-গোধূম-মুদ্গাদি ঘৃতং তৈলং পয়ো দধি।
গুড়ং ফলাদীনি তথা পার্থিবাঃ পরমাণবঃ ॥৩০
তদেতত্ত্ববতা জ্ঞাত্বা মৃষ্টামৃষ্টবিচারি যৎ।
তন্মনঃ সমতালম্বি কার্য্যং সাম্যং হি মুক্তয়ে ॥৩১
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য পরমার্থাশ্রিতং নৃপ।
প্রণিপত্য মহাভাগো নিদাঘো বাক্যমব্রবীৎ ॥৩২
নিদাঘ উবাচ।
প্রসীদ মদ্ধিতার্থায় কথ্যতাং যত্ত্বমাগতঃ।
নষ্টো মোহস্তবাকর্ণ্য বচাংস্যেতানি মে দ্বিজ ॥৩৩

জিজ্ঞাসা কর। পুরুষের (আত্মার) সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; আত্মা ইহাতে যুক্তও নহেন। তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তোমার গৃহ কোথায়? কোথায় যাইতেছ? এবং কোথা হইতে বা এখানে আসিলে?—এই তিন কথারই উত্তর আমার কাছে শ্রবণ কর। পুরুষ আকাশের ন্যায় যখন সকল স্থলই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্দেশে "কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথা যাইবে" এই সকল প্রযুক্ত বাক্যের কি কোন প্রকার অর্থ সম্ভব হয়? আমি কোন স্থলেই গমন বা কোন স্থল হইতে আগমন করি না,—একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থলেও আমার স্থিতি নহে। যাহাদের একদেশস্থ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহারা বা তুমি বাস্তবিক তাদৃশ নও। তুমি আমাকে যে প্রকার দেখিতেছ, বা আমি তোমাকে যে প্রকার দেখিতেছি, বাস্তবিক তুমি বা আমি সে প্রকার নহি। আমি বাস্তবিক তোমার নিকট মধুর অন্নের প্রার্থনা করি নাই; কেবল আমি মধুর অন্নের প্রার্থনা করিলে, তুমি কি উত্তর দাও, তাহা শুনিবার জন্য ঐ প্রকার বলিয়াছিলাম। ভোজনকারীর স্বাদু বা অস্বাদু অন্নে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু তোমাদের মধুর রসই অস্বাদু হয়,—ইহাই উদ্বেগের কারণ। আশ্চর্য্য, দেখ—কালবশে কুৎসিত অন্নই মধুর হয়; আবার কালক্রমে মধুর অন্ন দ্বারাই মনুষ্যের উদ্বেগ জন্মে। বল দেখি, এমন কোন অন্ন আছে, যাহা প্রথমে, মধ্যে ও শেষে রুচিকারক? মৃন্ময়গৃহে যেমন মৃত্তিকা লেপন করিলে ঐ গৃহ স্থিরভাবে থাকে, সেইরূপ পার্থিবদেহ পার্থিব পরমাণুসমষ্টি দ্বারা আলিপ্ত হইয়া স্থির হয়। যব, গোধূম, মুদ্গ আদি, ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ, দধি, গুড় ও ফল প্রভৃতি ইহারা সকলই পার্থিব পরমাণুসমষ্টি, সুতরাং স্বাদুত্ব বা অস্বাদুত্ব সকলেরই সমান। তুমি এই সকল জানিয়া মৃষ্টামৃষ্টবিচারকারী মনকে সমতাবলম্বী কর। কারণ সাম্যজ্ঞানই মুক্তির কারণ।২১-৩১

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে নৃপ! মহাভাগ নিদাঘ এই প্রকার পরমার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋভুকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে দ্বিজ! আপনি প্রসন্ন হউন, মঙ্গলের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আপনি কে? আপনার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মোহ নষ্ট হইল। ঋভু বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমার নাম ঋভু, আমি তোমার আচার্য্য। তোমায় প্রজ্ঞাদানের জন্য এখানে আসিয়াছি। তোমার নিকট পরমার্থ কহিলাম, এই নিখিল

ঋভুরুবাচ।

ঋভুরস্মি তবাচার্য্যঃ প্রজ্ঞাদানায় তে দ্বিজ।
ইহাগতোঽহং যাস্যামি পরমার্থস্তবোদিতঃ ॥৩৪
এবমেকমিদং বিদ্ধি ন ভেদি সকলং জগৎ।
বাসুদেবাভিধেয়স্য স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥৩৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা নিদাঘেন প্রণিপাতপুরঃসরম্।
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা ইচ্ছাতঃ প্রযযাবৃভুঃ ॥৩৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

জগৎকে এক এবং বাসুদেবাখ্য পরমাত্মার স্বরূপ বলিয়া জানিও; ইহাতে ভেদজ্ঞান করিও না। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তখন নিদাঘ পরম ভক্তিসহকারে "তাহাই করিব" এই কথা বলিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলে, সেই ঋভু ইচ্ছাক্রমে সেখান হইতে গমন করিলেন।৩২-৩৬

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষোড়শঃ

[নিদাঘসমীপে ঋভোঃ পুনর্গমনম্, আত্মতত্ত্বোপদেশশ্চ।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ঋভুর্বর্ষসহস্রে তু সমতীতে নরেশ্বর।
নিদাঘজ্ঞানদানায় তদেব নগরং যযৌ ॥১
নগরস্য বহিঃ সোঽথ নিদাঘং দদৃশে মুনিঃ।
মহাবলপরীবারে পুরং বিশতি পার্থিবে ॥২
দূরে স্থিতং মহাভাগং জনসম্মর্দ্দবর্জ্জকম্।
ক্ষুৎ-ক্ষামকণ্ঠমায়ান্তমরণ্যাৎ সসমিৎকুশম্ ॥৩
দৃষ্ট্বা নিদাঘং স ঋভুরুপগম্যাভিবাদ্য চ।
উবাচ কস্মাদেকান্তে স্থীয়তে ভবতা দ্বিজ ॥৪

নিদাঘ উবাচ।

ভো বিপ্র জনসম্মর্দ্দো মহানেষ জনেশ্বরে।
প্রবিবিক্ষৌ পুরং রম্যং তেনাত্র স্থীয়তে ময়া ॥৫

ঋভুরুবাচ।

নরাধিপোঽত্র কতমঃ কতমশ্চেতরো জনঃ।
কথ্যতাং মে দ্বিজশ্রেষ্ঠত্বমভিজ্ঞো মতো মম ॥৬

ষোড়শ অধ্যায়

[নিদাঘের নিকট ঋভুর পুনরায় গমন এবং আত্মতত্ত্বোপদেশ।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে নরেশ্বর! এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে ঋভু নিদাঘকে জ্ঞানদানের জন্য পুনর্ব্বার সেই নগরে গমন করিলেন। মুনি ঋভু দেখিলেন যে, তৎকালে মহতী সেনার সহিত নরপতি নগরে প্রবেশ করিতেছেন; কিন্তু নিদাঘ নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন। আরও দেখিলেন,—নিদাঘ লোকসমূহের সম্বন্ধ পরিহারপূর্ব্বক দূরে গিয়াছিলেন, কিন্তু সমিৎকুশাদি আহরণপূর্ব্বক এক্ষণে ক্ষুধায় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া আগমন করিতেছেন। তখন ঋভু এই প্রকার অবলোকন করত নিদাঘের নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মাননাপূর্ব্বক কহিলেন,—হে দ্বিজ! তুমি কেন একান্তে (নির্জ্জনে) অবস্থান করিতেছ? নিদাঘ কহিলেন,—হে বিপ্র! এই নৃপতি নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এইজন্য বহুলোকের সম্মর্দ্দ (ভীঁড়) উপস্থিত, সেই কারণে আমি এখানে অবস্থিতি করিতেছি। ঋভু

নিদাঘ উবাচ।

যোঽয়ং গজেন্দ্রমুন্মত্তমদ্রিশৃঙ্গসমুচ্ছ্রিতম্।
অধিরূঢ়ো নরেন্দ্রোঽয়ং পরলোকস্তথেতরঃ ॥৭

ঋভুরুবাচ।

এতৌ হি গজ-রাজানৌ যুগপৎ দর্শিতৌ মম।
ভবতা ন বিশেষেণ পৃথক্‌চিহ্নোপলক্ষণৌ ॥৮
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ বিশেষো ভবতানয়োঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছাম্যহং কোঽত্র গজঃ কো বা নরাধিপঃ ॥৯

নিদাঘ উবাচ।

গজো যোঽয়মধো ব্রহ্মন্ উপর্য্যস্যৈব ভূপতিঃ।
বাহ্য-বাহকসম্বন্ধং কো ন জানাতি বৈ দ্বিজ ॥১০

ঋভুরুবাচ।

জানাম্যহং যথা ব্রহ্মংস্তথা মামববোধয়।
অধঃশব্দনিগদ্যং কিং কিঞ্চোর্দ্ধমভিধীয়তে ॥১১

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সহসারুহ্য নিদাঘঃ প্রাহ তমৃভুম্।
শ্রূয়তাং কথয়াম্যেষ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১২

উপর্য্যহং যথা রাজা ত্বমধঃ কুঞ্জরো যথা।
অববোধায় তে ব্রহ্মন্ দৃষ্টান্তো দর্শিতো ময়া ॥১৩

ঋভুরুবাচ।

ত্বং রাজেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্থিতোঽহং গজবদ্ যদি।
তদেতৎ ত্বং সমাচক্ষ্ব কতমস্ত্বমহং তথা ॥১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সত্বরং তস্য প্রগৃহ্য চরণাবুভৌ।
নিদাঘঃ প্রাহ ভগবানাচার্য্যস্ত্বমৃভুর্ধ্রুবম্ ॥১৫
নান্যস্যাদ্বৈতসংস্কার-সংস্কৃতং মানসং তথা।
যথাচার্য্যস্য তেন ত্বাং মন্যে প্রাপ্তমহং গুরুম্ ॥১৬

ঋভুরুবাচ।

তবোপদেশদানায় পূর্ব্বশুশ্রূষণাদৃতঃ।
গুরুস্তেঽহমৃভুর্নাম্না নিদাঘ সমুপাগতঃ ॥১৭
তদেতদুপদিষ্টং তে সংক্ষেপেণ মহামতে।
পরমার্থসারভূতং যদদ্বৈতমশেষতঃ ॥১৮

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ বিদ্বান্ নিদাঘং স ঋভুর্গুরুঃ।
নিদাঘোঽপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোঽভবৎ ॥১৯

কহিলেন,—ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? আর কোন ব্যক্তিই বা ইতর?—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি ইহার উত্তর দাও; আমার বোধ হইতেছে, তুমি সকল জান। নিদাঘ বলিলেন,—এই পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় উন্নত গজেন্দ্রের উপর যিনি আরূঢ়, তিনিই নরেন্দ্র; আর যাহারা রহিয়াছে, তাহারা রাজা নয়। ঋভু কহিলেন,—গজ এবং রাজাকে তুমি এককালে দর্শন করাইলে, কিন্তু এই দুইয়ের বিশেষরূপে কোন পৃথক্‌চিহ্ন দেখাইলে না। হে মহাভাগ! সেই জন্য এই দুইয়ের মধ্যে 'বিশেষ' কি তাহা বল, ইহার মধ্যে রাজাই বা কে? হস্তীই বা কে? নিদাঘ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে নিম্নে রহিয়াছে, উহা গজ, আর ঐ উপরে যিনি রহিয়াছেন,—তিনি ভূপতি। হে দ্বিজ! বাহ্য এবং বাহকের সম্বন্ধ কে না জানে।১-১০

ঋভু বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! আমি যে প্রকারে জানিতে সক্ষম হই, সেইরূপেই আমাকে বুঝাইয়া দাও যে, অধঃশব্দে বা কি বুঝায় আর ঊর্দ্ধ শব্দেই বা কি বুঝায়? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ঋভু এই কথা বলিলে, নিদাঘ সহসা তাঁহার উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন,—আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর শ্রবণ কর। এই উপরে যেন আমি রাজা, আর অধোদেশে তুমি যেন হস্তী! হে ব্রহ্মন! তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। তখন ঋভু বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি যদি রাজার সদৃশই হইলে, আর আমি যদি গজের তুল্য হইলাম—তবে আমার নিকট বল, তুমিই বা কে? আর আমিই বা কে? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ঋভু এই কথা বলিলে, নিদাঘ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার চরণ-ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি নিশ্চয়ই আমার আচার্য্য ভগবান্ ঋভু! আমার আচার্য্যের মন

সর্ব্বভূতান্যভেদেন দদৃশে স তদাত্মনঃ।
যথা ব্রহ্মপরো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজঃ ॥২০

তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ তুল্যাত্মরিপুবান্ধবঃ।
ভব সর্ব্বগতং জানন্ আত্মানমবনীপতে ॥২১

সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্ ॥২২

একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।
সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্ব্বমেত-
দাত্মস্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্ ॥২৩

পরাশর উবাচ।

ইতীরিতস্তেন স রাজবর্য্য-
স্তত্যাজ ভেদং পরমার্থ
স চাপি জাতিস্মরণাত্মবোধ-
স্তত্রৈব জন্মন্যপবর্গমাপ ॥২৪

ইতি ভরতনরেন্দ্রবৃত্তসারং
কথয়তি যশ্চ শৃণোতি ভক্তিযুক্তঃ।
স বিমলমতিরেতি নাত্মমোহং
ভবতি চ সংস্মরণেষু ভক্তিযোগ্যঃ ॥২৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশে ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

যেমন অদ্বৈত সংস্কারে সংস্কৃত, এমন আর কাহারও নয়; অতএব আমি বিবেচনা করিতেছি, আপনি আমার গুরুই উপস্থিত হইয়াছেন। ঋভু কহিলেন,—হে নিদাঘ! পূর্ব্বে তোমার সেবায় অত্যন্ত আদরযুক্ত ছিলাম, এই নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিবার জন্যই আসিয়াছি, আমি বাস্তবিকই তোমার গুরু ঋভু। হে মহামতে! এই সংক্ষেপে তোমার প্রতি উপদেশ যে, সকল বস্তুতেই পরমাত্মার প্রভেদ জ্ঞানই পরমার্থ এবং সারভূত।১১-১৮

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে রাজন্! গুরু ঋভু নিদাঘকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। নিদাঘও সেই উপদেশ বলে অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইলেন। যেমন ব্রহ্মপর দ্বিজ নিদাঘ সকল ভূতকে আত্মা হইতে অভিন্ন দেখিয়া পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে অবনীপতে! হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমিও সেইরূপ আত্মা, রিপু ও বান্ধবাদিতে সমজ্ঞান করত সর্ব্বগত আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হও। আকাশ যেমন এক হইলেও কখন নীল, কখন বা সিত(শুভ্র)রূপে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপে ভ্রান্তদর্শিগণও এক আত্মাকে উপাধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে। সেই অচ্যুতস্বরূপ আত্মা এক; জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎসকলেরই স্বরূপ; সেই আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। তুমি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ; যাহা কিছু পদার্থ আছে, সকলই আত্মস্বরূপ; ভেদ-জ্ঞানজনিত মোহ পরিত্যাগ কর।১৯-২৩

পরাশর বলিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ রাজশ্রেষ্ঠ সৌবীরকে এই প্রকার জ্ঞানোপদেশ করিলে পর, রাজা পরমার্থ দর্শনপূর্ব্বক ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণও পূর্ব্বজন্মস্মরণে জ্ঞানলাভ করিয়া সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করিলেন। এই ভরত নরপতির সার বৃত্তান্ত যিনি ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার মতি প্রসন্ন হইবে, কখন আত্মমোহ উপস্থিত হইবে না এবং ভক্তিযোগ্য সেই ব্যক্তি লোকের স্মরণীয় হইবেন।২৪-২৫

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত।

চতুর্থ বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৭২]   [পঞ্চম সংখ্যা—উত্থানী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

বিষ্ণুপুরা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]   [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্রসংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্যকারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

তৃতীয়াংশঃ

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[মন্বন্তরবিবরণম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

কথিতা গুরুণা সম্যগ্ ভূসমুদ্রাদিসংস্থিতিঃ ।
সূর্য্যাদীনাঞ্চ সংস্থানং জ্যোতিষামপি বিস্তরাৎ ॥১
দেবাদীনাং তথা সৃষ্টির্ঋষীণামপি বর্ণিতা ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য চোৎপত্তিস্তির্য্যগ্‌যোনিগতস্য চ ॥২
ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিতং বিস্তরাচ্চ ত্বয়োদিতম্ ।
মন্বন্তরাণ্যশেষাণি শ্রোতুমিচ্ছাম্যনুক্রমাৎ ॥৩
মন্বন্তরাধিপাংশ্চৈব শক্রদেবপুরোগমান্ ।
ভবতা কথিতানেতান্ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং গুরো ॥৪

পরাশর উবাচ ।

অতীতানাগতানীহ যানি মন্বন্তরাণি বৈ ।
তান্যহং ভবতে সম্যক্ কথয়ামি যথাক্রমম্ ॥৫
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বো মনুঃ স্বারোচিষস্তথা ।
ঔত্তমিস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষুষস্তথা ॥৬
ষড়েতে মনবোঽতীতাঃ সাম্প্রতন্তু রবেঃ সুতঃ ।
বৈবস্বতোঽয়ং যস্যৈতৎ সপ্তমং বর্ত্ততেঽন্তরম্ ॥৭
স্বায়ম্ভুবন্তু কথিতং কল্পাদাবন্তরং ময়া ।
দেবাস্তথর্ষয়শ্চৈব যথাবৎ কথিতা ময়া ॥৮
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মনোঃ স্বারোচিষস্য তু ।
মন্বন্তরাধিপান্ সম্যগ্ দেবর্ষীংস্তৎসুতাংস্তথা ॥৯
পারাবতাঃ সতুষিতা দেবাঃ স্বারোচিষেঽন্তরে ।
বিপশ্চিচ্চৈব দেবেন্দ্রো মৈত্রেয়াসীন্মহাবলঃ ॥১০
ঊর্জ্জঃ স্তম্বস্তথা প্রাণো দত্তোলির্ঋষভস্তথা ।
নিশ্চরশ্চোর্বরীবাংশ্চ তত্র সপ্তর্ষয়োঽভবন্ ॥১১

প্রথম অধ্যায়

[মন্বন্তরবিবরণ ।]

মৈত্রেয় মহর্ষি পরাশরকে বলিলেন,—আপনি আমার গুরু; আপনি আমার নিকটে পৃথিবী ও সমুদ্র প্রভৃতির সংস্থিতি, সূর্য্য-চন্দ্রাদির এবং জ্যোতির্মণ্ডলের সংস্থান বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন। দেবপ্রভৃতির ও ঋষিগণের সৃষ্টি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের ও পশু পক্ষী আদি তির্য্যগ্‌যোনিজাত প্রাণিসমূহের উৎপত্তি এবং ধ্রুব-প্রহ্লাদচরিত, বিস্তারিতরূপে বলিয়াছেন। হে গুরুদেব! আপনি অশেষ মন্বন্তর এবং ইন্দ্রদেব প্রভৃতি সমুদায় মন্বন্তরের অধিপতিদিগের বিবরণ যথাক্রমে বলুন, আমি ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।১-৪

পরাশর বলিলেন, যে সকল মন্বন্তর অতীত হইয়াছে ও যে সকল মন্বন্তর উপস্থিত হইবে, সেই সকল আমি তোমার নিকট যথাযথ বলিতেছি। প্রথম স্বায়ম্ভুব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনু, তৃতীয় ঔত্তমি মনু, চতুর্থ তামস মনু, পঞ্চম রৈবত মনু এবং ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু—এই ছয় জন মনু অতীত হইয়াছেন। এক্ষণে সূর্য্যতনয় বৈবস্বত নামে সপ্তম মনুর অধিকার। কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুবনামে যে প্রথম মনু হন, তাঁহার অধিকার এবং অধিকার-কালে যাঁহারা দেব ও ঋষি হন, তাহাও যথাক্রমে আমি বলিয়াছি। অতঃপর স্বারোচিষ মনুর অন্তর (অধিকার) এবং সেই সময়ের মন্বন্তরাধিপতিসমূহ, দেব ও ঋষিগণ এবং তাঁহাদের পুত্রাদির বিষয় বলিতেছি। মৈত্রেয়! স্বারোচিষ মন্বন্তরকালে পারাবতগণ এবং তুষিতগণ দেবতা হন; আর মহাবল বিপশ্চিৎ দেবেন্দ্র হন। তৎকালে ঊর্জ্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দত্তোলি, ঋষভ, নিশ্চর ও ঊর্ব্বরীবান্,—ইঁহারা সপ্তর্ষি হন।৫-১১

চৈত্র-কিম্পুরুষাদ্যাশ্চ সুতাঃ স্বারোচিষস্য তু।
দ্বিতীয়মেতৎ কথিতমন্তরং শৃণু চোত্তমম্ ॥১২
তৃতীয়ে ত্বন্তরে ব্রহ্মন্ ঔত্তমির্নাম যো মনুঃ।
সুশান্তির্নাম তত্রেন্দ্রো মৈত্রেয়াসীৎ সুরেশ্বরঃ ॥১৩
সুধামানস্তথা সত্যাঃ শিবাশ্চাসন্ প্রতর্দ্দনাঃ।
বশবর্ত্তিনশ্চ পঞ্চৈতে গণা দ্বাদশকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৪
বসিষ্ঠতনয়াস্তত্র সপ্ত সপ্তর্ষয়োঽভবন্।
অজঃ পরশুদিব্যাদ্যাস্তস্যোত্তমিমনোঃ সুতাঃ ॥১৫
তামসস্যান্তরে দেবাঃ স্বরূপা হরয়স্তথা।
সত্যাশ্চ সুধিয়শ্চৈব সপ্তবিংশতিকা গণাঃ ॥১৬
শিবিরিন্দ্রস্তথা চাসীচ্ছতযজ্ঞোপলক্ষণঃ।
সপ্তর্ষয়শ্চ যে তেষাং তত্র নামানি মে শৃণু ॥১৭
জ্যোতির্দ্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রোঽগ্নির্বনকস্তথা।
পীবরশ্চর্ষয়ো হ্যেতে সপ্ত তত্রাপি চান্তরে ॥১৮
নরঃ খ্যাতিঃ শান্তহয়ো জানুজঙ্ঘাদয়স্তথা।
পুত্রাস্তু তামসস্যাসন্ রাজানঃ সুমহাবলাঃ ॥১৯
পঞ্চমে চাপি মৈত্রেয় রৈবতো নাম নামতঃ।
মনুর্বিভুশ্চ তত্রেন্দ্রো দেবাংশ্চৈবান্তরে শৃণু ॥২০
অমিতাভা ভূতরজো-বৈকুণ্ঠাঃ সসুমেধসঃ।
এতে দেবগণাস্তত্র চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ ॥২১
হিরণ্যরোমা বেদশ্রীরূর্দ্ধবাহুস্তথাপরঃ।
বেদবাহুঃ সুধামা চ পর্জ্জন্যশ্চ মহামুনিঃ ॥২২
এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্র তত্রাসন্ রৈবতেঽন্তরে।
বলবন্ধুঃ সুসম্ভারুঃ সত্যকাদ্যাশ্চ তৎসুতাঃ ॥২৩
নরেন্দ্রাঃ সুমহাবীর্য্যা বভূবুর্মুনিসত্তম ॥২৪
স্বারোচিষশ্চোত্তমিশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।
প্রিয়ব্রতান্বয়া হ্যেতে চত্বারো মনবস্তথা ॥২৫
বিষ্ণুমারাধ্য তপসা স রাজর্ষিঃ প্রিয়ব্রতঃ।
মন্বন্তরাধিপানেতান্ লব্ধবানাত্মবংশজান্ ॥২৬
ষষ্ঠে মন্বন্তরে চাসীচ্চাক্ষুষাখ্যস্তথা মনুঃ।
মনোজবস্তথৈবেন্দ্রো দেবানপি নিবোধ মে ॥২৭

স্বারোচিষের তনয়গণের নাম চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি। তোমার নিকট এই দ্বিতীয় মন্বন্তরের কথা কহিলাম। এখন উত্তমিসম্বন্ধীয় তৃতীয় মন্বন্তরের কথা শুন। হে ব্রহ্মন্! তৃতীয় মন্বন্তরে ঔত্তমি নামে মনু ছিলেন। মৈত্রেয়! তৎকালে সুশান্তি নামে ইন্দ্র দেবগণের রাজা হন। সে সময় সুধামা, সত্য, শিব, প্রতর্দ্দন ও বশবর্ত্তী—এই পঞ্চ দেবগণের নাম, এই পাঁচটি গণে—প্রত্যেকে বারটি করিয়া ছিলেন, এরূপ কথিত আছে। এই মন্বন্তরে সাতজন বসিষ্ঠতনয় সপ্তর্ষি হন। ঔত্তমি মনুর পুত্রদিগের নাম অজ, পরশু, দিব্য ইত্যাদি। তামসনামক মন্বন্তরে স্বরূপগণ, হরিগণ, সত্যগণ ও সুধীগণ দেবতা হন। ইঁহারা প্রত্যেকে সপ্তবিংশতি সংখ্যক। এই সময় শিবি-রাজা শতযজ্ঞ করিয়া ইন্দ্র হন। তখন যাঁহারা সপ্তর্ষি হন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর—জ্যোতির্দ্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বনক ও পীবর। ইঁহারা তামস মন্বন্তরে সপ্তর্ষি হন। নর, খ্যাতি, শান্তহয়, জানুজঙ্ঘ প্রভৃতি তামস-মনুর অতিশয় বলশালী পুত্রেরা রাজা হন। মৈত্রেয়! পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবত নামে মনু হন। তৎকালে বিভু ইন্দ্র হন; সে সময় যাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। অমিতাভ, ভূতরজঃ, বৈকুণ্ঠ, ও সুমেধাগণ, ইঁহারা দেবগণ ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেক গণে চতুর্দ্দশ করিয়া দেবতা। হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্জ্জন্য এবং মহামুনি; রৈবত মন্বন্তরে ইঁহারা সপ্তর্ষি ছিলেন। রৈবত মনুর পুত্রগণের নাম,—বলবন্ধু, সুসম্ভারু এবং সত্যক প্রভৃতি। হে মুনিসত্তম! ইঁহারা অতিশয় বলশালী রাজা ছিলেন।১২-২৪

স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস ও রৈবত,—এই চারিজন মনু প্রিয়ব্রতের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজর্ষি প্রিয়ব্রত তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া স্বীয়বংশে এই মন্বন্তরের অধিপতিগণকে লাভ করেন। ষষ্ঠ মন্বন্তরকালে

আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যাশ্চ পৃথুগাশ্চ দিবৌকসঃ।
মহানুভাবা লেখাশ্চ পঞ্চৈতেহপ্যষ্টকা গণাঃ ॥২৮
সুমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুত্তমো মধুঃ।
অতিনামা সহিষ্ণুশ্চ সপ্তাসন্নিতি চর্ষয়ঃ ॥২৯
উরুঃ পুরুঃ শতদ্যুম্নপ্রমুখাঃ সুমহাবলাঃ।
চাক্ষুষস্য মনোঃ পুত্রাঃ পৃথিবীপতয়োহভবন্ ॥৩০
বিবস্বতঃ সুতো বিপ্র শ্রাদ্ধদেবো মহাদ্যুতিঃ।
মনুঃ সংবর্ত্ততে ধীমান্ সাম্প্রতং সপ্তমেহন্তরে ॥৩১
আদিত্য-বসু-রুদ্রাদ্যা দেবাশ্চাত্র মহামুনে।
পুরন্দরস্তথৈবাত্র মৈত্রেয় ত্রিদশেশ্বরঃ ॥৩২
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপোহথাত্রির্জমদগ্নিঃ সগৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োহভবন্ ॥৩৩
ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্য্যাতিরেব চ।
নরিষ্যন্তশ্চ বিখ্যাতো নাভ উদ্দিষ্ট এব চ ॥৩৪
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ বসুমান্ লোকবিশ্রুতঃ।
মনোর্বৈবস্বতস্যৈতে নব পুত্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ ॥৩৫

বিষ্ণুশক্তিরনৌপম্যা সত্ত্বোদ্রিক্তা স্থিতৌ স্থিতা।
মন্বন্তরেষ্বশেষেষু দেবত্বেনাধিতিষ্ঠতি ॥৩৬
অংশেন তস্য জজ্ঞেহসৌ যজ্ঞঃ স্বায়ম্ভুবেহন্তরে।
আকূত্যাং মানসো দেব উৎপন্নঃ প্রথমেহন্তরে ॥৩৭
ততঃ পুনঃ স বৈ দেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেহন্তরে।
তুষিতায়াং সমুৎপন্নো হ্যজিতস্তুষিতৈঃ সহ ॥৩৮
ঔত্তমে ত্বন্তরে চৈব তুষিতস্তু পুনঃ স বৈ।
সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ সত্যৈঃ সহ সুরোত্তমৈঃ ॥৩৯
তামসস্যান্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে পুনরেব হি।
হর্য্যায়াং হরিভিঃ সার্দ্ধং হরিরেব বভূব হ ॥৪০
রৈবতেহপ্যন্তরে দেবঃ সম্ভূত্যাং মানসোহভবৎ।
সম্ভূতৌ রাজসৈঃ সার্দ্ধং দেবৈর্দেববরো হরিঃ ॥৪১
চাক্ষুষে চান্তরে দেবো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিকুণ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে বৈকুণ্ঠৈর্দৈবতৈঃ সহ ॥৪২
মন্বন্তরে তু সম্প্রাপ্তে তথা বৈবস্বতে দ্বিজঃ।
বামনঃ কশ্যপাদ্‌বিষ্ণুরদিত্যাং সম্বভূব হ ॥৪৩

চাক্ষুষ-নামে মনু হন। চাক্ষুষ মনুর অধিকারে মনোজব ইন্দ্র হন এবং যাঁহারা দেবতা হন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। আদ্য, প্রসূত, ভব্য, পৃথুগ ও লেখগণ--এই মহানুভব পাঁচটি গণ তখন দেবতা হন। ইঁহাদের প্রত্যেকে আট ব্যক্তিতে এক এক গণ। সেই সময়ে সুমেধা, বিরজা, হবিষ্মান্, উত্তম, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু,—ইঁহারা সপ্তর্ষি হন। উরু, পুরু, শতদ্যুম্নপ্রমুখ মহাবলশালী চাক্ষুষ-মনুপুত্রগণ তখন রাজা হন। হে বিপ্র! এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তর বিদ্যমান। বর্ত্তমানে সূর্য্যের পুত্র মহাতেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ শ্রাদ্ধদেব মনু হইয়াছেন। হে মহামুনে! এই বৈবস্বত মন্বন্তরকালে আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ দেবতা আছেন। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বন্তরে পুরন্দর দেবগণের অধিপতি।২৫-৩২

বসিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ,—ইঁহারা সপ্তর্ষি। ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, বিখ্যাত নরিষ্যন্ত, নাভ, করূষ, পৃষধ্র ও লোকবিশ্রুত বসুমান্—এই নয়টী বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইঁহারা পরম ধার্ম্মিক। এক্ষণে উপমারহিত বিষ্ণুশক্তি সত্ত্বগুণে উদ্রিক্ত। বিষ্ণুশক্তি হইতেই লোকসকল রক্ষিত হইতেছে এবং বিষ্ণুশক্তিই অশেষ মন্বন্তরে দেবরূপে অধিষ্ঠান করেন। প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরকালে আকূতির গর্ভে বিষ্ণুর অংশে যজ্ঞ এবং মানসদেব উৎপন্ন হন। স্বারোচিষ-মন্বন্তরকালে উক্ত অজিত মানসদেব তুষিতগণের সহিত তুষিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ঔত্তমমন্বন্তর-কালে ঐ তুষিত সুরোত্তম সত্যগণের সহিত সত্যার গর্ভে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া সত্য নামে বিখ্যাত হন। পরে তামসমন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ সত্য হরিগণের সহিত হরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক হর্য্যার গর্ভে উৎপন্ন হন।৩৩-৪০

রৈবত-মন্বন্তর সময়ে রাজসগণের সহিত দেবতাশ্রেষ্ঠ হরি সম্ভূতির গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মানসনামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ-মন্বন্তরে পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনামক দেবগণের সহিত বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠনাম ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমান্ লোকান্ জিত্বা যেন মহাত্মনা।
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্ ॥৪৪
ইত্যেতাস্তনবস্তস্য সপ্তমন্বন্তরেষু বৈ।
সপ্তাথবাভবন্ বিপ্র যাভিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ ॥৪৫
যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাৎ স প্রোচ্যতেবিষ্ণুর্বিশের্ধাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥৪৬
সর্ব্বে চ দেবা মনবঃ সমস্তাঃ
সপ্তর্ষয়ো যে মনুসূনবশ্চ।
ইন্দ্রশ্চ যো যস্ত্রিদশেশভূতো
বিষ্ণোরশেষাস্তু বিভূতয়স্তাঃ ॥৪৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিলেন। হে দ্বিজ! বৈবস্বত মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, ঐ মহাত্মা বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। ত্রিপদদ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়া নিষ্কণ্টক করত দেবরাজকে তাহা প্রদান করেন। হে বিপ্র! সপ্ত মন্বন্তরে বিষ্ণুর এই সপ্তমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া প্রজা রক্ষণ করিয়াছেন। সেই মহাত্মা নারায়ণের শক্তি হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন এবং সেই শক্তি-সকল বিশ্বেই প্রবিষ্ট—এইজন্য তিনি বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত; প্রবেশার্থক বিশধাতু হইতেই বিষ্ণু এই পদটী সাধিত। সকল দেবতা, সমস্ত মনু, সমস্ত মনু-সপ্তর্ষি, সমুদায় মনুপুত্র, এবং সমুদায় দেবরাজ ইন্দ্র—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর প্রসিদ্ধ বিভূতি।৪১-৪৭

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[সাবর্ণ্যাদিমন্বন্তরকথনম্, কল্পপরিমাণঞ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।
প্রোক্তান্যেতানি ভবতা সপ্ত মন্বন্তরাণি বৈ
ভবিষ্যাণ্যপি বিপ্রর্ষে মমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি ॥১
পরাশর উবাচ।
সূর্য্যস্য পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনয়া বিশ্বকর্ম্মণঃ।
মনুর্যমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ মুনে ॥২
অসহন্তী তু সা ভর্ত্তুস্তেজশ্ছায়াং যুযোজ বৈ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণেঽরণ্যং স্বয়ঞ্চ তপসে যযৌ ॥৩
সংজ্ঞেয়মিত্যথার্কশ্চ ছায়ায়ামাত্মজত্রয়ম্।
শনৈশ্চরং মনুঞ্চান্যং তপতীং চাপ্যজীজনৎ ॥৪
ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায় কুপিতা যদা।
তদান্যেয়মসৌ বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যম-সূর্য্যয়োঃ ॥৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

[সাবর্ণ্যাদি মন্বন্তর কথন এবং কল্পপরিমাণ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! আপনি আমার নিকট অতীত সপ্ত মন্বন্তরের বিষয় কহিলেন। এখন ভবিষ্য সপ্ত-মন্বন্তরের আখ্যান কীর্ত্তন করুন। পরাশর বলিলেন,—বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞা নামে এক তনয়াকে সূর্য্য পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। হে মুনে! এই সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে মনু, যম ও যমী নামে তিনটী সন্তান উৎপন্ন হয়। কিছুদিন পরে সংজ্ঞা ভর্ত্তার তেজ সহ করিতে না পারিয়া

ততো বিবস্বানাখ্যাতে তয়ৈবারণ্যসংস্থিতাম্।
সমাধিদৃষ্ট্যা দদৃশে তামশ্বাং তপসি স্থিতাম্ ॥৬
বাজিরূপধরঃ সোঽপি তস্যাং দেবাবথাশ্বিনৌ।
জনয়ামাস রেবন্তং রেতসোঽন্তে চ ভাস্করঃ ॥৭
আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্ রবিঃ।
তেজসঃ শমনঞ্চাস্য বিশ্বকর্ম্মা চকার হ ॥৮
ভ্রমিমারোপ্য সূর্য্যস্তু তস্য তেজোবিশাতনম্।
কৃতবানষ্টমং ভাগং ন ব্যশাতয়তাব্যয়ম্ ॥৯
যৎ সূর্য্যাদ্ বৈষ্ণবং তেজঃ শাতিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
জাজ্বল্যমানমপতৎ তদ্ভূমৌ মুনিসত্তম ॥১০
ত্বষ্টৈব তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ।
ত্রিশূলঞ্চৈব রুদ্রস্য শিবিকাং ধনদস্য চ ॥১১
শক্তিং গুহস্য দেবানামন্যেষাঞ্চ যদায়ুধম্।
তৎ সর্ব্বং তেজসা তেন বিশ্বকর্ম্মা ব্যবর্দ্ধয়ৎ ॥১২

ছায়াসংজ্ঞাসুতো যোঽসৌ দ্বিতীয়ঃ কথিতো মনুঃ।
পূর্ব্বজস্য সবর্ণোঽসৌ সাবর্ণিস্তেন চোচ্যতে ॥১৩
তস্য মন্বন্তরং হ্যেতৎ সাবর্ণকমথাষ্টমম্।
তৎ শৃণুষ্ব মহাভাগ ভবিষ্যং কথয়ামি তে ॥১৪
সাবর্ণিস্তু মনুর্যোঽসৌ মৈত্রেয় ভবিতা ততঃ।
সুতপাশ্চামিতাভাশ্চ মুখ্যাশ্চাপি তদা সুরাঃ ॥১৫
তেষাং গণস্তু দেবানামেকৈকো বিংশকঃ স্মৃতঃ।
সপ্তর্ষীনপি বক্ষ্যামি ভবিষ্যান্মুনিসত্তম ॥১৬
দীপ্তিমান্ গালবো রামঃ কৃপো দ্রৌণিস্তথাপরঃ।
মৎপুত্রস্তু তথা ব্যাস ঋষ্যশৃঙ্গশ্চ সপ্তমঃ ॥১৭
বিষ্ণুপ্রসাদাদনঘঃ পাতালান্তরগোচরঃ।
বিরোচনসুতস্তেষাং বলিরিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥১৮
বিরজাশ্চার্ব্বরীবাংশ্চ নির্মোহাদ্যাস্তথাপরে।
সাবর্ণস্য মনোঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি নরেশ্বরাঃ ॥১৯

ছায়ানাম্নী একটী কন্যাকে স্বামীশুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিলেন। ঐ ছায়া সংজ্ঞার অনুরূপ ছিল। দিবাকর ঐ ছায়ানাম্নী কন্যাকে সংজ্ঞা জ্ঞান করিয়া তাহার গর্ভে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। প্রথম পুত্রটীর নাম শনৈশ্চর, দ্বিতীয় পুত্রটীর নাম সাবর্ণি মনু এবং কন্যাটীর নাম তপতী। অনন্তর একদা ছায়া কুপিতা হইয়া কোন কারণে যমকে শাপ দিলেন। তখন যম ও সূর্য্য উভয়েই বুঝিলেন যে, তিনি যমজননী সংজ্ঞা নহেন, আর কোন নারী হইবেন। তখন ছায়া প্রকৃত ব্যাপার প্রকাশ করিলে সূর্য্য সমাধি-দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, সংজ্ঞা অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অরণ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছেন। অনন্তর সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই অশ্বরূপিণী সংজ্ঞাতে তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী পুত্র দেব অশ্বিনীকুমার বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। তৃতীয় পুত্রটী রেতের অবসানকালে জন্মগ্রহণ করাতে রেবন্ত নামে কীর্ত্তিত। ভগবান্ রবি সংজ্ঞাকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আনয়ন করিলেন। তখন বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্যের তেজের প্রশমন করিলেন। তিনি সূর্য্যকে ভ্রমি-যন্ত্রে আরোপণপূর্ব্বক তাঁহার তেজ চাঁচিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সূর্য্যতেজের অক্ষয় অষ্টমাংশ চাঁচিয়া ফেলিতে পারিলেন না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা সূর্য্য হইতে যে বৈষ্ণব তেজ চাঁচিলেন, সেই জাজ্বল্যমান তেজঃ ভূতলে পতিত হইল।১-১০

তখন বিশ্বকর্ম্মা ভূপতিত সেই সূর্য্যতেজদ্বারা বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের ত্রিশূল, কুবেরের শিবিকা প্রস্তুত করিলেন এবং তিনি ঐ তেজদ্বারা কার্ত্তিকেয়ের শক্তি ও অন্যান্য দেবতাগণের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। ছায়ার গর্ভে সূর্য্যের যে দ্বিতীয় পুত্র মনু বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি জ্যেষ্ঠের সমান-বর্ণপ্রযুক্ত সাবর্ণি নামে অভিহিত হন। সাবর্ণিমনুর অন্তরের নাম সাবর্ণিক মন্বন্তর। মহাভাগ! এক্ষণে সেই সাবর্ণিক অষ্টম মন্বন্তরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! সপ্তম মন্বন্তর শেষ হইলে সাবর্ণি নামে যে মনু হইবেন, তাঁহার অধিকার-কালে সুতপ, অমিতাভ ও মুখ্যগণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণে একবিংশতি করিয়া দেবতা থাকিবেন।

নবমো দক্ষসাবর্ণো মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ।
পারা মরীচিগর্ভাশ্চ সুধর্ম্মাণস্তথা ত্রিধা ॥২০
ভবিষ্যন্তি তদা দেবা একৈকো দ্বাদশো গণঃ।
তেষামিন্দ্রো মহাবীর্য্যো ভবিষ্যত্যদ্ভুতো দ্বিজ ॥২১
সবলো দ্যুতিমান্ ভব্যো বসুর্মেধা ধৃতিস্তথা।
জ্যোতিষ্মান্ সপ্তমঃ সত্যস্তত্রৈতে চ মহর্ষয়ঃ ॥২২
ধৃতকেতুর্দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাময়ঃ।
পৃথুশ্রবাদ্যাশ্চ তথা দক্ষসাবর্ণকাত্মজাঃ ॥২৩
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
সুধামানো বিরুদ্ধাশ্চ শতসংখ্যাস্তথা সুরাঃ ॥২৪
তেষামিন্দ্রশ্চ ভবিতা শান্তির্নাম মহাবলঃ।
সপ্তর্ষয়ো ভবিষ্যন্তি যে তদা তান্ শৃণুষ্ব চ ॥২৫
হবিষ্মান্ সুকৃতিঃ সত্যো হ্যপাংমূর্ত্তিস্তথাপরঃ।
নাভাগোঽপ্রতিমৌজাশ্চ সত্যকেতুস্তথৈব চ ॥২৬
সুক্ষেত্রশ্চোত্তমৌজাশ্চ হরিসেনাদয়ো দশ।
ব্রহ্মসাবর্ণপুত্রাস্তু রক্ষিষ্যন্তি বসুন্ধরাম্ ॥২৭

একাদশশ্চ ভবিতা ধর্ম্মসাবর্ণিকো মনুঃ।
বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ম্মাণরতয়স্তথা ॥২৮
গণাস্ত্বেতে তদা মুখ্যা দেবানাঞ্চ ভবিষ্যতাম্।
একৈকস্ত্রিংশকস্তেষাং গণশ্চেন্দ্রশ্চ বৈ বৃষঃ ॥২৯
নিশ্চরশ্চাগ্নিতেজাশ্চ বপুষ্মান্ বিষ্ণুরারুণিঃ।
হবিষ্মাননঘশ্চৈতে ভাব্যাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ॥৩০
সর্ব্বগঃ সর্ব্বধর্ম্মা চ দেবানীকাদয়স্তথা।
ভবিষ্যন্তি মনোস্তস্য তনয়াঃ পৃথিবীশ্বরাঃ ॥৩১
রুদ্রপুত্রস্তু সাবর্ণো ভবিতা দ্বাদশো মনুঃ।
ঋতধামা চ তত্রেন্দ্রো ভবিতা শৃণু মে সুরান্ ॥৩২
হরিতা লোহিতা দেবাস্তথা সুমনসো দ্বিজ।
সুকর্ম্মাণশ্চ তারাশ্চ দশকাঃ পঞ্চ বৈ গণাঃ ॥৩৩
তপস্বী সুতপাশ্চৈব তপোমূর্ত্তিস্তপোরতিঃ।
তপোধৃতির্দ্যুতিশ্চান্যঃ সপ্তমস্তু তপোধনঃ ॥৩৪
দেববানুপদেবশ্চ দেবশ্রেষ্ঠাদয়স্তথা।
মনোস্তস্য মহাবীর্য্যা ভবিষ্যন্তি সুতা নৃপাঃ ॥৩৫

হে মুনিসত্তম! সেই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম বলিতেছি,—দীপ্তিমান্, গালব, রাম, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা, মৎপুত্র ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গ। পাতাল-মধ্যবাসী বিরোচন-তনয় পাপহীন বলি বিষ্ণুর কৃপায় তখন ইন্দ্র হইবেন। বিরজা অর্ব্বরীবান্ ও নির্ম্মোহ প্রভৃতি অপর সাবর্ণমনুর পুত্রগণ রাজা হইবেন।১১-১৯

হে মৈত্রেয়! দক্ষসাবর্ণ নবম মনু হইবেন। পার, মরীচিগর্ভ ও সুধর্ম্মা,—এই ত্রিবিধ গণ তৎকালে দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেকগণে দ্বাদশ দেবতা থাকিবেন। হে দ্বিজ! এই সময় মহাশক্তিশালী অদ্ভুত-নামা ইন্দ্র হইবেন। এই মন্বন্তরে সবল, দ্যুতিমান্, ভব্য, বসু, মেধা, ধৃতি, জ্যোতিষ্মান্ ও সত্য—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। ধৃতকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময় ও পৃথুশ্রবা ইত্যাদি,—দক্ষসাবর্ণের পুত্রগণের নাম। হে মুনে! ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু হইবেন। এই সময় সুধাম ও বিরুদ্ধগণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেকগণে একশত করিয়া সংখ্যা। মহাবল শান্তি দেবগণের ইন্দ্র হইবেন। এই সময় যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। হবিষ্মান্, সুকৃতি, সত্য, অপাংমূর্ত্তি, নাভাগ, অপ্রতিমৌজা, সত্যকেতু, সুক্ষেত্র, উত্তমৌজা, ও হরিষেণআদি করিয়া ব্রহ্মসাবর্ণের দশ পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন। ধর্ম্মসাবর্ণি একাদশ মনু হইবেন। তৎকালীন বিহঙ্গমগণ, কামগমগণ ও নির্ম্মাণরতিগণ,—ইঁহারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই সকল দেবগণের প্রত্যেকগণে ত্রিশ জন করিয়া দেবতা। এই সময় বৃষ ইন্দ্র হইবেন। এই মন্বন্তরে নিশ্চয়, অগ্নিতেজা, বপুষ্মান্, বিষ্ণু, আরুণি, হবিষ্মান্ ও অনঘ,—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। সর্ব্বগ, সর্ব্বধর্ম্মা ও দেবানীক প্রভৃতি এই মনুর সন্তানগণ রাজা হইবেন।২০-৩১

অনন্তর রুদ্রপুত্র সাবর্ণ দ্বাদশ মনু হইবেন। সে সময় ঋতধামা ইন্দ্র হইবেন। এইকালে যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! হরিতগণ

ত্রয়োদশো রৌচ্যনামা ভবিষ্যতি মুনে মনুঃ।
সূত্রামাণঃ সুধর্ম্মাণঃ সুকর্ম্মাণস্তথাপরাঃ ॥৩৬
ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বিভেদাস্তে দেবানাং যে তু বৈ গণাঃ
দিবস্পতির্মহাবীর্য্যস্তেষামিন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥৩৭
নির্মোহস্তত্ত্বদর্শী চ নিষ্প্রকম্পো নিরুৎসুকঃ।
ধৃতিমানব্যয়শ্চান্যঃ সপ্তমঃ সুতপা মুনিঃ ॥৩৮
সপ্তর্ষয়স্ত্বিমে তস্য পুত্রানপি নিবোধ মে।
চিত্রসেনবিচিত্রাদ্যা ভবিষ্যন্তি মহীক্ষিতঃ ॥৩৯
ভৌত্যশ্চতুর্দ্দশশ্চাত্র মৈত্রেয় ভবিতা মনুঃ।
শুচিরিন্দ্রঃ সুরগণাস্তত্র পঞ্চ শৃণুষ্ব তান্ ॥৪০
চাক্ষুষাশ্চ পবিত্রাশ্চ কনিষ্ঠা ভ্রাজিরাস্তথা।
বচোবৃদ্ধাশ্চ বৈ দেবাঃ সপ্তর্ষীনপি মে শৃণু ॥৪১
অগ্নিবাহুঃ শুচিঃ শুক্রো মাগধোঽগ্নিধ্র এব চ।
যুক্তস্তথাঽজিতশ্চান্যো মনুপুত্রানতঃ শৃণু ॥৪২
উরুর্গভীরব্রধ্নাদ্যা মনোস্তস্য সুতা নৃপাঃ।
কথিতা মুনিশার্দ্দূল পালয়িষ্যন্তি যে মহীম্ ॥৪৩

চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি তানেতা ভুবি সপ্তর্ষয়ো দিবঃ ॥৪৪
কৃতে কৃতে স্মৃতের্বিপ্র প্রণেতা জায়তে মনুঃ।
দেবা যজ্ঞভুজস্তে তু যাবন্মন্বন্তরন্তু তৎ ॥৪৫
ভবন্তি যে মনোঃ পুত্রা যাবন্মন্বন্তরন্তু তৈঃ।
তদন্বয়োদ্ভবৈশ্চৈব তাবদ্ভূঃ পরিপাল্যতে ॥৪৬
মনুঃ সপ্তর্ষয়ো দেবা ভূপালাশ্চ মনোঃ সুতাঃ।
মন্বন্তরে ভবন্ত্যেতে শক্রশ্চৈবাধিকারিণঃ ॥৪৭
চতুর্দশভিরেতৈস্তু গতৈর্মন্বন্তরৈর্দ্বিজ।
সহস্রযুগপর্য্যন্তঃ কল্পো নিঃশেষ উচ্যতে ॥৪৮
তাবৎপ্রমাণা চ নিশা ততো ভবতি সত্তম।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে শেষাহাবম্বুসংপ্লবে ॥৪৯
ত্রৈলোক্যমখিলং গ্রস্ত্বা ভগবানাদিকৃদ্ বিভুঃ।
স্বমায়াসংস্থিতো বিপ্র সর্ব্বভূতো জনার্দ্দনঃ ॥৫০
ততঃ প্রবুদ্ধো ভগবান্ যথা পূর্ব্বং তথা পুনঃ।
সৃষ্টিং করোত্যব্যয়াত্মা কল্পে কল্পে রজোগুণঃ ॥৫১

লোহিতগণ, সুমনোগণ, সুকর্ম্মগণ ও তারাগণ—এই পঞ্চ গণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রতিগণেই দশ জন করিয়া দেবতা। তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি, তপোধৃতি, দ্যুতি ও তপোধন—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। দেববান্, উপদেব ও দেবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি উক্ত মনুর মহাবলশালী পুত্রেরা রাজা হইবেন। হে মুনে! রৌচ্য ত্রয়োদশ মনু হইবেন। এই মন্বন্তরে সূত্রামগণ, সুকর্ম্মগণ ও সুধর্ম্মগণ দেবতা হইবেন। ইঁহাদের প্রত্যেক গণে তেত্রিশ জন করিয়া দেবতা। মহাতেজস্বী দিবস্পতি ইঁহাদের ইন্দ্র হইবেন। নির্ম্মোহ, তত্ত্বদর্শী, নিষ্প্রকম্প, নিরুৎসুক, ধৃতিমান্, অব্যয় ও সুতপা,—ইঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন। এই মনুর পুত্রগণের নাম শ্রবণ কর; চিত্রসেন ও বিচিত্র আদি, ইঁহারা সকলেই পৃথিবীপতি হইবেন। হে মৈত্রেয়! যিনি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন, তাঁহার নাম ভৌত্য। এই মন্বন্তরে শুচি—ইন্দ্র হইবেন, তৎকালীন দেবতাগণের নাম শ্রবণ কর।৩২-৪০

চাক্ষুষগণ, পবিত্রগণ, কনিষ্ঠগণ, ভ্রাজিরগণ ও বচোবৃদ্ধগণ,—ইঁহারাই দেবতা হইবেন। এই মন্বন্তরে যাঁহারা সপ্তর্ষি হইবেন, তাঁহাদের নামও আমার নিকটে শ্রবণ কর। অগ্নিবাহু, শুচি, শুক্র, মাগধ, অগ্নিধ্র, যুক্ত ও অজিত;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই মন্বন্তরীয় মনুপুত্রগণের নাম শ্রবণ কর। উরু, গভীর, ব্রধ্ন ইত্যাদি ইঁহারা সকলে পৃথিবীপতি হইবেন। প্রত্যেক চতুর্যুগাবসানে বেদবিপ্লব হয়; অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার বেদ প্রবর্ত্তিত করেন। হে বিপ্র! মনু প্রত্যেক সত্যযুগে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা হন। এক মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত দেবতারা যজ্ঞভুক্ হন। মনুপুত্র ও তাঁহার বংশধরগণ এক মন্বন্তর-কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীপালন করিয়া থাকেন। মনু, সপ্তর্ষি, দেবরাজ, দেবগণ ও মনুপুত্র ভূপালগণ,—ইঁহারা প্রতি মন্বন্তরে উৎপন্ন হন। হে দ্বিজ! এইরূপ চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হইলে এক কল্প কথিত হয়। অনন্তর ঐ

মনবো ভূভুজঃ সেন্দ্রা দেবাঃ সপ্তর্ষয়স্তথা ।
সাত্ত্বিকোঽংশঃ স্থিতিকরো জগতো দ্বিজসত্তম ॥৫২
চতুর্যুগেঽপ্যসৌ বিষ্ণুঃ স্থিতিব্যাপারলক্ষণঃ ।
যুগব্যবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তৎ শৃণু ॥৫৩
কৃতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপধৃক্ ।
দদাতি সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥৫৪
চক্রবর্ত্তিস্বরূপেণ ত্রেতায়ামপি স প্রভুঃ ।
দুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ব্বন্ পরিপাতি জগত্রয়ম্ ॥৫৫
বেদমেকং চতুর্ভেদং কৃত্বা শাখাশতৈর্বিভুঃ ।
করোতি বহুলং ভূয়ো বেদব্যাসস্বরূপধৃক্ ॥৫৬
বেদাংস্তু দ্বাপরে ব্যস্য কলেরন্তে পুনর্হরিঃ ।
কল্কিস্বরূপী দুর্ব্বৃত্তান্ মার্গে স্থাপয়তি প্রভুঃ ॥৫৭
এবমেষ জগৎ সর্ব্বং পরিপাতি করোতি চ ।
হন্তি চান্তেষ্বনন্তাত্মা নাস্ত্যস্মাদ্ ব্যতিরেকি যৎ ॥৫৮
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বভূতান্মহাত্মনঃ ।
তদত্রান্যত্র বা বিপ্র সদ্ভাবঃ কথিতস্তব ॥৫৯
মন্বন্তরাণ্যশেষাণি কথিতানি ময়া তব ।
মন্বন্তরাধিপাশ্চৈব কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥৬০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

কল্প পরিমিত রাত্রি হয়। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! সেই রাত্রিকালে ব্রহ্মরূপী হরি জলবিপ্লবে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন।৪১-৪৯

হে বিপ্র! ভগবান্ আদি-বিভু সর্বভূতের আশ্রয় জনার্দ্দন কল্পান্তে সকল ত্রৈলোক্য গ্রাস করিয়া আপনার মায়াতে অবস্থিতি করেন। অনন্তর তাদৃশ নিশাবসানে প্রতিকল্পেই অব্যয়াত্মা ভগবান্ প্রবুদ্ধ হইয়া রজোগুণ আশ্রয় করত পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইন্দ্রগণ, দেবগণ ও সপ্তর্ষিগণ,—ইঁহারা সকলেই বিষ্ণুর ভুবনস্থিতি-কারক সাত্ত্বিক অংশ। হে মৈত্রেয়! জগতের রক্ষার নিমিত্ত বিষ্ণু চারিযুগে যে প্রকার যুগানুসারী ব্যবস্থা করেন, তাহা শ্রবণ কর। তিনি সত্যযুগে সর্ব্বভূত-হিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান-প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে সেই প্রভু চক্রবর্ত্তিস্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া ত্রিভুবন রক্ষা করেন। তিনি দ্বাপরযুগে বেদব্যাস রূপ ধারণপূর্ব্বক এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চাৎ শত শাখায় বিস্তার করেন এবং পুনর্ব্বার উহা অনেক অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন। সেই হরি এই প্রকার বেদব্যাসরূপে বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাৎ কলির শেষে কল্কিরূপ গ্রহণকরত দুর্ব্বৃত্তদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। অনন্ত-স্বরূপ বিষ্ণু এইরূপে নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং অন্তকালে ধ্বংস করিয়া থাকেন; সেই বিষ্ণু ব্যতীত দ্বিতীয় আর কেহই নাই। হে বিপ্র! ইহলোকে বা পরলোকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যত পদার্থ আছে, তাহা সকলই ভগবান্ মহাত্মা বিষ্ণু হইতেই উৎপন্ন, ইহা তোমাকে বলিয়াছি। অশেষ মন্বন্তর ও মন্বন্তরাধিপতিগণের বৃত্তান্ত তোমায় বলিলাম, এক্ষণে আর কি বলিব? ৫০-৬০

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[বেদব্যাসস্যাষ্টাবিংশতিনামকথনম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

জ্ঞাতমেতন্ময়া ত্বত্তো যথাপূর্ব্বমিদং জগৎ ।
বিষ্ণুর্বিষ্ণৌ বিষ্ণুতশ্চ ন পরং বিদ্যতে ততঃ ॥১
এতত্তু শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যস্তা বেদা মহাত্মনা ।
বেদব্যাসস্য রূপেণ যথা তেন যুগে যুগে ॥২
যস্মিন্ যস্মিন্ যুগে ব্যাসো যো য আসীন্মহামুনে ।
তং তমাচক্ষ্ব ভগবন্ ! শাখাভেদাংশ্চ মে বদ ॥৩

পরাশর উবাচ ।

বেদদ্রুমস্য মৈত্রেয় শাখাভেদৈঃ সহস্রশঃ ।
ন শক্যো বিস্তরো বক্তুং সংক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তম্ ॥৪
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে ।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ ॥৫
বীর্য্যং তেজো বলঞ্চাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্য বৈ ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ ॥৬
যয়া স কুরুতে তন্বা বেদমেকং পৃথক্ প্রভুঃ ।
বেদব্যাসাভিধানা তু সা মূর্ত্তির্মধুবিদ্বিষঃ ॥৭
যস্মিন্ মন্বন্তরে যে যে ব্যাসাস্তাংস্তান্ নিবোধ মে
যথা চ ভেদঃ শাখানাং ব্যাসেন ক্রিয়তে মুনে ॥৮
অষ্টাবিংশতি কৃত্বা বৈ বেদা ব্যস্তা মহর্ষিভিঃ ।
বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥৯
বেদব্যাসা ব্যতীতা যে অষ্টাবিংশতি সত্তম ।
চতুর্দ্ধা যৈঃ কৃতো বেদো দ্বাপরেষু পুনঃ পুনঃ ॥১০
দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা ।
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ ॥১১

তৃতীয় অধ্যায়

[বেদব্যাসের অষ্টাবিংশতি নাম কথন ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—এই জগৎ বিষ্ণুস্বরূপ ; বিষ্ণুতেই ইহা অবস্থিতি করিতেছে এবং সেই বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থই নাই ; এইবিষয় পূর্ব্বে আপনার নিকট জ্ঞাত হইয়াছি। মহাত্মা বিষ্ণু বেদব্যাসরূপে যুগে যুগে যে প্রকারে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পরন্তু হে ভগবন্ মহামুনে। কোন্ কোন্ যুগে কে কে বেদব্যাস হন এবং বেদশাখা সকলের কয় প্রকার ভেদ, তাহা বলুন। পরাশর কহিলেন,—হে মৈত্রেয়। বেদরূপ বৃক্ষের সহস্র-প্রকার শাখা ভেদপ্রযুক্ত সেই সমুদায় শাখার বিষয় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা অসম্ভব, অতএব সংক্ষেপে তাহার বিষয় শ্রবণ কর। হে মহামুনে। ব্যাসরূপী বিষ্ণু, প্রতি দ্বাপরযুগেই জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে বিভাগ করেন। তিনি মানবগণের বীর্য্য, তেজ ও বলের অল্পতা দেখিয়া সর্ব্বভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। সেই প্রভু বিষ্ণু যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বেদ বিভাগ করেন, সেই মূর্ত্তির নামই বেদব্যাস। হে মুনে। যে যে মন্বন্তরে যিনি যিনি বেদব্যাস হইয়া যে প্রকারে বেদের শাখাভেদ করেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। এই বৈবস্বত মন্বন্তরে সকল দ্বাপরযুগেই মহর্ষিগণ পুনঃপুনঃ অর্থাৎ আটাশবার বেদ বিভাগ করিয়াছেন। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ! প্রতি দ্বাপরযুগে বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বেদব্যাস অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিচয় বলিতেছি।১-১০

এই মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপরে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ স্বয়ং বেদ বিভাগ করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরে প্রজাপতি মনু বেদব্যাস

তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে চ বৃহস্পতিঃ।
সবিতা পঞ্চমে ব্যাসো মৃত্যুঃ ষষ্ঠে স্মৃতঃ প্রভুঃ ॥১২
সপ্তমে চ তথৈবেন্দ্রো বসিষ্ঠশ্চাষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতশ্চ নবমে ত্রিধামা দশমে স্মৃতঃ ॥১৩
একাদশে তু ত্রিবৃষা ভরদ্বাজস্ততঃপরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো বপ্রী চাপি চতুর্দ্দশে ॥১৪
ত্রয্যারুণঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশে ঋণজ্যোঽষ্টাদশে স্মৃতঃ ॥১৫
ততো ব্যাসো ভরদ্বাজো ভরদ্বাজাৎ তু গৌতমঃ।
গৌতমাদুত্তমো ব্যাসো হর্য্যাত্মা যোঽভিধীয়তে ॥১৬
অথ হর্য্যাত্মনো বেণঃ স্মৃতো রাজশ্রবান্বয়ঃ।
সোমশুষ্মায়নস্তস্মাৎ তৃণবিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥১৭
ঋক্ষোঽভূদ্ভার্গবস্তস্মাৎ বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে।
তস্মাদস্মৎপিতা শক্তির্ব্যাসস্তস্মাদহং মুনে ॥১৮
জাতুকর্ণোঽভবন্মত্তঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিরিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ ॥১৯

একো বেদশ্চতুর্দ্ধা তু যৈঃ কৃতো দ্বাপরাদিষু।
ভবিষ্যে দ্বাপরে চাপি দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি।
ব্যতীতে মম পুত্রেঽস্মিন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নে মুনৌ ॥২০
ধ্রুবমেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেবং ব্যবস্থিতম্।
বৃহত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥২১
প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূর্ভুবঃ স্বরিতীর্য্যতে।
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥২২
জগতঃ প্রলয়োৎপত্তৌ যত্তৎ কারণসংজ্ঞিতম্।
মহতঃ পরমং গুহ্যং তস্মৈ সুব্রহ্মণে নমঃ ॥২৩
অগাধপারমক্ষয্যং জগৎ সম্মোহনালয়ম্।
সম্প্রকাশপ্রবৃত্তিভ্যাং পুরুষার্থপ্রয়োজনম্ ॥২৪
সাঙ্খ্যজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা গতিঃ শমদমাত্মনাম্।
যত্তদব্যক্তমমৃতং প্রবৃত্তং ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥২৫
প্রধানমাত্মযোনিশ্চ গুহাসত্ত্বঞ্চ শস্যতে।
অবিভাগং তথা শুক্লমক্ষরং বহুধাত্মকম্ ॥২৬

হন। এই প্রকার তৃতীয় দ্বাপরে উশনা, চতুর্থে বৃহস্পতি, পঞ্চমে সবিতা, ষষ্ঠে মৃত্যু, সপ্তমে ইন্দ্র, অষ্টমে বশিষ্ঠ, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষা, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরীক্ষ, চতুর্দ্দশে বপ্রী, পঞ্চদশে ত্রয্যারুণ, ষোড়শে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে কৃতঞ্জয়, অষ্টাদশে ঋণজ্য, উনবিংশে ভরদ্বাজ, ভরদ্বাজের পর বিংশে গৌতম, একবিংশে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হর্য্যাত্মা, হর্য্যাত্মার পর দ্বাবিংশে রাজশ্রবার কুলজাত বেণ, ত্রয়োবিংশে সোমশুষ্মার গোত্রীয় তৃণবিন্দু, চতুর্বিংশে ভৃগুবংশীয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত হন, পঞ্চবিংশে মৎপিতা শক্তি, ষড়্‌বিংশে আমি, সপ্তবিংশে জাতুকর্ণ, অষ্টাবিংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। এই অষ্টাবিংশতি পুরাতন বেদব্যাস। ইঁহারাই প্রত্যেক দ্বাপরযুগের প্রথমে এক বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। মৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নাখ্য বেদব্যাস মুনি অতীত হইলে, ভবিষ্য দ্বাপরযুগে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বেদব্যাস হইবেন।১১-২০

'ওঁ' এই একাক্ষরই ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থিত। এই ওঁকার বেদের কারণ ও অপরিচ্ছিন্ন পুরাতন, এইজন্যই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—ইহারা প্রণবরূপ ব্রহ্মে নিয়ত অবস্থিতি করিতেছে। ওঁকার—ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদস্বরূপ, এই হেতু ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মকে নমস্কার। যিনি জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ ও পরমগুহ্য, সেই ওঙ্কারস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি। তিনি আদ্যন্তশূন্য, তিনি অপার, তিনি জগতের সম্মোহনকারী তমোগুণের আধার, তিনি সম্যক্‌প্রকাশ (সত্ত্বগুণ) ও প্রবৃত্তি (রজোগুণ) দ্বারা পুরুষগণের (ভোগ ও মোক্ষরূপ) প্রয়োজন সাধিত করিতেছেন। তিনি সাঙ্খ্যদর্শনজ্ঞ জনদিগের পরমনিষ্ঠা; অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় যাঁহাদের সংযত, তিনি তাঁহাদিগের গতি অর্থাৎ আত্ম অনাত্ম বিবেকজ্ঞানের হেতু। তিনি বহিরিন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, তিনি বিনাশরহিত। তিনি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত

পরমব্রহ্মণে তস্মৈ নিত্যমেব নমো নমঃ।
যদ্রূপং বাসুদেবস্য পরমাত্মস্বরূপিণঃ ॥২৭
এতদ্ ব্রহ্ম ত্রিধাভেদমভেদমপি স প্রভুঃ।
সর্ব্বভূতেষ্বভেদোঽসৌ ভিদ্যতে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ ॥২৮
স ঋঙ্ময়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ম্ময়ঃ।
ঋগ্‌যজুঃসামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্ ॥২৯
স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং
করোতি ভেদৈর্বহুভিঃ সশাখম্।
শাখাপ্রণেতা স সমস্তশাখা
জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্তঃ ॥৩০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

হইয়াও পরিণামরহিত নিত্য ব্রহ্ম। তিনি বিশ্বের আশ্রয় ও কারণ; তিনি আপনা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ অন্য কেহই তাহার উৎপত্তির কারণ নাই। তিনি অতি নিভৃত প্রদেশে বিদ্যমান, তিনি বিভাগরহিত, তিনি দীপ্তিশালী, ক্ষয়শূন্য এবং বহুস্বরূপ। পরমাত্ম-স্বরূপ বাসুদেবের প্রতিকৃতি সেই পরমব্রহ্মকে নিত্য নমস্কার। এই ওঙ্কাররূপ ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও গুণত্রয় বিভাগ দ্বারা তিন প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই প্রভু অভিন্নভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। তিনি ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ; তিনি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের সার স্বরূপ; তিনি দেহিগণের আত্মস্বরূপ। তিনি একমাত্র বেদস্বরূপ, অথচ শাখাদিভেদে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই বেদকে বহু শাখায় বিভক্ত করেন। তিনিই বেদের শাখারচয়িতা, তিনিই সমস্ত শাখাস্বরূপ। তিনিই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ এবং অনন্ত।২১-৩০

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[বেদব্যাসমহাত্ম্য-বেদবিভাগবর্ণনম্।]

আদ্যো বেদশ্চতুষ্পাদঃ শতসাহস্রসম্মিতঃ।
ততো দশগুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞোঽয়ং সর্ব্বকামধুক্ ॥১
ততোঽত্র মৎসুতো ব্যাসো হ্যষ্টাবিংশতিমেঽন্তরে।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ ॥২
যথা তু তেন বৈ ব্যস্তা বেদব্যাসেন ধীমতা।
বেদাস্তথা সমস্তৈস্তৈর্ব্যস্তা ব্যাসৈস্তথা ময়া ॥৩
তদনেনৈব বেদানাং শাখাভেদান্ দ্বিজোত্তম।
চতুর্যুগেষ্বারচিতান্ সমস্তেষ্ববধারয় ॥৪

চতুর্থ অধ্যায়

[বেদব্যাসের মাহাত্ম্য ও বেদবিভাগ বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত ঋক্ যজুঃ-প্রভৃতি চতুর্বিধ ভেদসমন্বিত বেদ, লক্ষ শ্লোক পরিমিত। এই বেদ হইতেই সর্ব্বপ্রকার কামনাপূর্ণকারী অগ্নিহোত্র প্রভৃতি দশটি যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎপরে অষ্টাবিংশতিতম দ্বাপরযুগে সেই চতুষ্পাদ বেদকে একীভূত দেখিয়া আমার পুত্র ধীমান্ ব্যাসদেব পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভাগ করেন। এই প্রকার অন্যান্য

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্।
কোঽন্যো হি ভুবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃদ্ভবেৎ ॥৫
তেন ব্যস্তা যদা বেদা মৎপুত্রেণ মহাত্মনা।
দ্বাপরে হ্যত্র মৈত্রেয় তন্মে শৃণু যথার্থতঃ ॥৬
ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥৭
ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ।
বৈশম্পায়ননামানং যজুর্বেদস্য চাগ্রহীৎ ॥৮
জৈমিনিং সামবেদস্য তথৈবাথর্ব্ববেদবিৎ।
সুমন্তুস্তস্য শিষ্যোঽভূদ্ বেদব্যাসস্য ধীমতঃ ॥৯
রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্।
সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ ॥১০
এক আসীদ্‌যজুর্বেদস্তং চতুর্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্ যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥১১

আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথা মুনিঃ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥১২
ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥১৩
রাজ্ঞস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি ॥১৪
সোঽয়মেকো মহাবেদতরুস্তেন পৃথক্‌কৃতঃ।
চতুর্ধা তু ততো জাতং বেদপাদপকাননম্ ॥১৫
বিভেদ প্রথমং বিপ্র পৈল ঋগ্বেদপাদপম্।
ইন্দ্রপ্রমতয়ে প্রাদাদ্ বাস্কলায় চ সংহিতে ॥১৬
চতুর্ধা স বিভেদাঽথ বাস্কলির্দ্বিজ সংহিতাম্।
বৌধ্যাদিভ্যো দদৌ তাস্তু শিষ্যেভ্যঃ স মহামুনিঃ ॥১৭
বৌধ্যাগ্নিমাঠরৌ তদ্বদ্ যাজ্ঞবল্ক্য-পরাশরৌ।
প্রতিশাখাস্তু শাখায়াস্তস্যাস্তে জগৃহুর্মুনে ॥১৮

বেদব্যাসগণ ও আমি পূর্ব্বে বেদ বিভাগ করিয়াছিলাম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপেই সমস্ত চতুর্যুগে বেদসকলের শাখা ভেদ হইয়াছে, তুমি অবগত হও। হে মৈত্রেয়! কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া বিবেচনা করিবে। নারায়ণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি মহাভারত রচনা করিতে পারে? মৈত্রেয়! দ্বাপরযুগে আমার পুত্র মহাত্মা ব্যাস যেরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ আমার নিকটে শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বেদব্যাসকে আজ্ঞা করিলে, তিনি বেদ বিভাগ করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ বেদপারগ চারি জন শিষ্য গ্রহণ করিলেন। সেই মহামুনি ব্যাসদেব,—পৈল, বৈশম্পায়ন ও জৈমিনিকে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদের শ্রাবকরূপে গ্রহণ করেন। অথর্ব্ববেদজ্ঞ সুমন্তুও সেই ধীমান্ বেদব্যাসের শিষ্য হইলেন। অনন্তর তিনি সূতজাতীয় মহাবুদ্ধি মহামুনি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণপাঠের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন।১-১০

পূর্ব্বে যজুর্ব্বেদ একপ্রকার ছিল। বেদব্যাস ঐ যজুঃপ্রধান বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাতে চাতুর্হোত্র হইল তিনি তাহার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন এই চাতুর্হোত্রের মধ্যে যজুর্ব্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব, ঋগ্বেদ দ্বারা হোত্র, সামবেদ দ্বারা ঔদ্গাত্র ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা মুনি বেদব্যাস ব্রহ্মত্ব সংস্থাপন করেন। তৎপরে তিনি ঋগ্‌বেদসকল উদ্ধার করিয়া ঋগ্‌বেদসংহিতা ও যজুঃসমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা ও সামসমুদায় উদ্ধার করিয়া সাম সংহিতা সঙ্কলিত করিলেন। হে মৈত্রেয়! অথর্ব্ববেদে রাজগণের কর্ম্মসমুদায় ও যথারীতি ব্রহ্মত্বের ব্যবস্থা করিলেন। বেদব্যাস এইরূপে মহাবেদবৃক্ষকে বিভক্ত করিলে, ঐ বেদসকল নানা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া কাননরূপে পরিগণিত হইল। হে বিপ্র! অগ্রে পৈল নামক বেদব্যাস-শিষ্য ঋগ্‌বেদরূপ বৃক্ষ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল নামক শিষ্যদ্বয়কে দুই সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। হে দ্বিজ! মহামুনি বাস্কলিও ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রথম শাখা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া আদি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইলেন। বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরনামক শিষ্য-

ইন্দ্রপ্রমতিরেকাং তু সংহিতাং স্বসুতং ততঃ।
মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানং মৈত্রেয়াধ্যাপয়ৎ তদা ॥১৯
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ পুত্রশিষ্যান্ ক্রমাদ্ যযৌ।
বেদমিত্রস্তু সাকল্যঃ সংহিতাং তামধীতবান্ ॥২০
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ।
তস্য শিষ্যাস্তু যে পঞ্চ তেষাং নামানি মে শৃণু ॥২১
মুদ্গালো গালবশ্চৈব বাৎস্যঃ শালীয় এব চ
শিশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীন্মৈত্রেয় সুমহামুনিঃ ॥২২

সংহিতাত্রিতয়ঞ্চক্রে শাকপূর্ণরথেতরম্
নিরুক্তমকরোৎ তদ্বচ্চতুর্থং মুনিসত্তম ॥২৩
ক্রোঞ্চো বেতালিকস্তদ্বদ্ বলাকশ্চ মহামতিঃ।
নিরুক্তকৃচ্চতুর্থোঽভূদ্ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥২৪
ইত্যেতাঃ প্রতিশাখাভ্যোঽপ্যনুশাখা দ্বিজোত্তম।
বাস্কলিশ্চাপরাস্তিস্রঃ সংহিতাঃ কৃতবান্ দ্বিজ ॥২৫
শিষ্যঃ কালায়নির্গার্গ্যস্তৃতীয়শ্চ কথাজবঃ।
ইত্যেতে বহুধা প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

চতুষ্টয়ও উক্ত শাখার প্রতিশাখা অধ্যয়ন করিলেন। হে মৈত্রেয়! ইন্দ্রপ্রমতি যে সংহিতা অধ্যয়ন করেন, তিনি তাহার একাংশ স্বীয় তনয় মহাত্মা মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করাইলেন। ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য-প্রশিষ্য হইতে তাহাদিগেরও শিষ্য-পুত্রাদিতে ঐ শাখা ক্রমশঃ বিস্তারিত হইল। এইরূপে শিষ্য-প্রশিষ্যে বেদমিত্র সাকল্যও উক্ত সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন।১১-২০

পরে তিনি ঐ শাখা হইতে পাঁচখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া পাঁচ জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইলেন। ঐ পঞ্চ শিষ্যের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর ;—মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচ জন মহামুনিই বেদমিত্রের শিষ্য। ইন্দ্রপ্রমতির দ্বিতীয় শিষ্য শাকপূর্ণি অধীত ঋককে বিভক্ত করিয়া তিনখানি সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। পরে তিনি একখানি নিরুক্তও প্রণয়ন করেন। ক্রোঞ্চ, বেতালিক ও মহামতি বলাক—এই তিন মহর্ষি উক্ত তিনখানি সংহিতা পাঠ করিলেন। যিনি নিরুক্ত অধ্যয়ন করেন, তিনি নিরুক্তকৃৎ নামে প্রথিত হইলেন। হে দ্বিজ! এই নিরুক্তকৃৎ বেদ ও বেদাঙ্গসমূহে পারগ ছিলেন। এইরূপে বেদবৃক্ষের প্রতিশাখা হইতে অনুশাখা সকল উৎপন্ন হইল। হে দ্বিজ! বাস্কলিও অপর তিনটী সংহিতা রচনা করিলেন।তিনি কালায়নি, গার্গ্য ও কথাজব নামক তিন জন শিষ্যকে ঐ তিন সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। এইরূপে অনেক মহর্ষি কর্তৃক বহুপ্রকারে বেদের সংহিতাসকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।২১-২৬

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়

[যজুর্ব্বেদশাখাবিভাগঃ, যাজ্ঞবল্ক্যকৃত-সূর্য্যস্তুতিশ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

যজুর্ব্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশন্মহামতিঃ ।
বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বৈ ॥১
শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহুস্তেঽপ্যনুক্রমাৎ
যাজ্ঞবল্ক্যস্তু তস্যাভূদ্ ব্রহ্মরাতসুতো দ্বিজঃ ।
শিষ্যঃ পরমধর্ম্মজ্ঞো গুরুবৃত্তিপরঃ সদা ॥২
ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি ।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রাত্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥৩
পূর্ব্বমেবং মুনিগণৈঃ সময়োঽভূৎ কৃতো দ্বিজ ।
বৈশম্পায়ন একস্তু তং ব্যতিক্রান্তবাংস্তদা ॥৪
স্বস্রীয়ং বালকং সোঽথ পদাস্পৃষ্টমঘাতয়ৎ ॥৫
শিষ্যানাহ চ ভোঃ শিষ্যাঃ ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতম্ ।
চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে ন বিচার্য্যমিদং তথা ॥৬
অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং কিমেভির্ভগবন্ দ্বিজৈঃ ।
ক্লেশিতৈরল্পতেজোভিশ্চরিষ্যেঽহমিদং ব্রতম্ ॥৭
ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ ।
মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্যক ॥৮
নিস্তেজসো বদস্যেতান্ যস্ত্বং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্ ।
তেন শিষ্যেণ নার্থোঽস্তি মমাজ্ঞাভঙ্গকারিণা ॥৯
যাজ্ঞবল্ক্যস্ততঃ প্রাহ ভক্ত্যৈতত্তে ময়োদিতম্ ।
মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যন্ময়া তদিদং দ্বিজ ॥১০

পঞ্চম অধ্যায়

[যজুর্ব্বেদশাখা বিভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সূর্য্যস্তব ।]

পরাশর বলিলেন,—মহামতি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন যজুর্ব্বেদরূপ বৃক্ষের সপ্তবিংশতি শাখা প্রণয়ন করিলেন। তিনি সেই সমুদায় শাখা বহু শিষ্যকে দিলেন। শিষ্যগণও অনুক্রমে উহা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মরাতপুত্র পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যনামা শিষ্য সর্ব্বদা গুরুসেবাপরায়ণ ছিলেন। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ঋষিগণ একদা সকলে একত্র হইয়া নিয়ম করিলেন যে, আমাদের এই মহামেরু-স্থিত সমাজে অদ্য যিনি আসিবেন না, সেই ঋষি সপ্তরাত্রির পর ব্রহ্মহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইবেন। সকল ঋষিই এই নিয়ম পালন করেন, কিন্তু একা বৈশম্পায়ন ইহার ব্যতিক্রম করেন। পরে তিনি ঐ শাপক্রমে স্বকীয় ভাগিনেয় বালককে মাড়াইয়া বিনাশ করিলেন। তখন তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে শিষ্যগণ! তোমরা সকলে আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা-পাতকবিনাশক ব্রত অনুষ্ঠান কর, ইহাতে কোন বিচার করিও না। এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে ভগবন্! এই সকল ব্রাহ্মণ অধিক তেজস্বী নহেন, অতএব ইঁহাদিগকে বৃথা ক্লেশ দিবার প্রয়োজন নাই। আমিই একাকী এই ব্রতাচরণ করিব। মহামতি গুরু বৈশম্পায়ন এই কথা শ্রবণ করিয়া—রোষপূর্ব্বক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন,—অরে বিপ্রগণের অবমাননকারিন্! তুমি আমার নিকটে যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা সমুদায় পরিত্যাগ কর। যে শিষ্য তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে নিস্তেজ বলিতেছ, আমার আজ্ঞালঙ্ঘন-কারী তোমার ন্যায় সেই শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই। অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—হে দ্বিজ! আপনাতে ভক্তি আছে বলিয়া আমি আপনাকে ঈদৃশ বাক্য বলিয়াছি। আমারও আপনার মত গুরুতে প্রয়োজন নাই। আপনার নিকট আমি যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, এই গ্রহণ করুন।১-১০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রুধিরাক্তানি সরূপাণি যজূংষি সঃ।
ছর্দ্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ ॥১১
যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ।
জগৃহুস্তিত্তিরা ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ ॥১২
ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং গুরুণা চোদিতৈস্তু যৈঃ।
চরকাধ্বর্য্যবস্তে তু চরণান্মুনিসত্তম ॥১৩
যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি মৈত্রেয় প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
তুষ্টাব প্রযতঃ সূর্য্যং যজূংষ্যভিলষংস্ততঃ ॥১৪

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

নমঃ সবিত্রে দ্বারায় বিমুক্তেঃ সিততেজসে।
ঋগ্‌যজুঃসামভূতায় ত্রয়ীধামবতে নমঃ ॥১৫
নমোঽগ্নীষোমভূতায় জগতঃ কারণাত্মনে।
ভাস্করায় পরং তেজঃ সৌষুম্নমুরু বিভ্রতে ॥১৬

কলা
ধ্যেয়
বিভা
সুধা
হিমা
তস্মৈ
যো
সত্ত্বং
সংব

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া রুধিরাক্ত সাকার যজুর্ব্বেদ উদ্গিরণ করিয়া দিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তিত্তিরপক্ষিরূপী হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। এই জন্য উক্ত যজুর্ব্বেদ-শাখা তৈত্তিরীয় নামে অভিহিত হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মহত্যা পাপনাশক ব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবলম্বিত শাখা চরকাধ্বর্য্যু নামে বিখ্যাত হইল। হে মৈত্রেয়! অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য যজুর্ব্বেদ পাইবার অভিলাষে প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া দিবাকরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—মোক্ষের দ্বারস্বরূপ শুভ্রদীপ্তি সবিতাকে নমস্কার। বেদ যাহার তেজঃস্বরূপ, সেই ঋক্, যজুঃ ও সামময় সবিতাকে নমস্কার। যিনি অগ্নীষোমীয় যজ্ঞমূর্ত্তি এবং জগতের কারণ স্বরূপ, যিনি সুষুম্ননামক মহৎ তেজ ধারণ করেন, সেই ভাস্করকে নমস্কার। যিনি কলাকাষ্ঠানিমেষাদির জ্ঞান-কারণ ধ্যেয় ও বিষ্ণুস্বরূপ, সেই পরমাক্ষররূপী দিবাকরকে নমস্কার। যিনি নিজ কিরণ দ্বারা চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করত সুধারূপ অমৃতদ্বারা পিতৃগণের পরিতুষ্টি করেন, সেই পরিতৃপ্তাত্মা সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি যথাসময়ে হিম, বৃষ্টি ও গ্রীষ্ম বিতরণ করেন ও সমুদায় সংহার করিয়া থাকেন, সেই ত্রিকাল স্বরূপ বিধাতা প্রভু সূর্য্যকে নমস্কার। যিনি একাকী এই জগতের তিমিরসমূহ দূর করেন, যিনি সত্ত্বগুণের আধার ও জগতের অধিপতি, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার।১১-২০

যিনি উদিত না হইলে জনসমূহ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না এবং জলও শৌচের কারণ হয় না, সেই দেব দিবাকরকে নমস্কার। মানবগণ যাঁহার কিরণ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ্য হয়, পবিত্রতার কারণ শুদ্ধস্বভাব সেই দিবাকরকে নমস্কার। সবিতাকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, ভাস্করকে নমস্কার, বিবস্বান্‌কে নমস্কার, দেবগণের আদিভূত আদিত্যকে নমস্কার। যাঁহার চক্ষুঃ সমুদয় ভুবন অবলোকন করিতেছে, যাঁহার রথ হিরণ্ময় ও অমৃতাহারী বেদময় অশ্বগণ যাঁহাকে বহন করিতেছে, সেই সূর্য্যকে নমস্কার। পরাশর বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকারে স্তব করিলে পর সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন,—তোমার

হিরণ্ময়ো রথো যস্য কেতবোঽমৃতধায়িনঃ।
বহন্তি ভুবনালোকিচক্ষুষং তং নমাম্যহম্ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবমাদিভিস্তেন স্তূয়মানঃ স্তবৈ রবিঃ।
বাজিরূপধরঃ প্রাহ ব্রিয়তামিতি বাঞ্ছিতম্ ॥২৫

যাজ্ঞবল্ক্যস্তদা প্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরম্।
যজূংষি তানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরৌ ॥২৬

এবমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্‌গুরুঃ ॥২৭

যজূংষি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈর্দ্বিজোত্তম।
বাজিনস্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যাশ্বঃ সোঽভবদ্ যতঃ ॥২৮

শাখাভেদাস্তু তেষাং বৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাম্।
কাণ্বাদ্যাস্তু মহাভাগ যাজ্ঞবল্ক্য-প্রবর্ত্তিতাঃ ॥২৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর। তখন যাজ্ঞবল্ক্য দিবাকরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমার গুরুও যাহা জানেন না, ঈদৃশ যজুর্ব্বেদ আমাকে দান করুন। পরাশর বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য প্রার্থনা করিলে, ভগবান্ সূর্য্য যাহা যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়নও জানেন না, তাদৃশ অযাতযামনামক যজুর্ব্বেদ তাঁহাকে দান করিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে সকল ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এই অযাতযামনামক যজুর্ব্বেদ অধীত হয়, তাঁহারা বাজি (অশ্ব) রূপ সূর্য্যপ্রোক্ত সংহিতাধ্যয়নকারী বলিয়া বাজিশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন; কারণ, এই বেদদান-কালে ভগবান্ সূর্য্য স্বয়ং বাজিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাভাগ! এই বাজিপ্রোক্ত যজুর্ব্বেদের কাণ্বপ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চদশ শাখা আছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই ঐ শাখাসকলের প্রবর্ত্তক।২১-২৯

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

[সামাথর্ব্ববেদশাখাবিভাগঃ, পুরাণনাম-লক্ষণাদিনিরূপণঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

সামবেদতরোঃ শাখা ব্যাসশিষ্যঃ স জৈমিনিঃ।
ক্রমেণ যেন মৈত্রেয় বিভেদ শৃণু তন্মম ॥১

সুমন্তুস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সুকর্ম্মাস্যাপ্যভূৎ সুতঃ।
অধীতবন্তাবেকৈকাং সংহিতাং তৌ মহামুনী ॥২

সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্ম্মা তৎসুতস্ততঃ।
চকার তঞ্চ তচ্ছিষ্যৌ জগৃহাতে মহামতী ॥৩

হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্পিঞ্জিশ্চ দ্বিজোত্তম।
উদীচ্যসামগাঃ শিষ্যাস্তেভ্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥৪

হিরণ্যনাভাৎ তাবত্যঃ সংহিতা যৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
গৃহীতাস্তেঽপি চোচ্যন্তে পণ্ডিতৈঃ প্রাচ্যসামগাঃ ॥৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

[সাম ও অথর্ব্ববেদের শাখা বিভাগ এবং পুরাণের নাম ও লক্ষণাদি নিরূপণ।]

পরাশর বলিলেন,—মৈত্রেয়! ব্যাসশিষ্য জৈমিনি যে প্রকারে সামবেদরূপ বৃক্ষের শাখাসকলের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। জৈমিনির সুমন্তু নামে এক পুত্র ও সুকর্ম্মা নামে এক পৌত্র ছিলেন। এই মহামুনিদ্বয় জৈমিনিসকাশে এক এক সাম-বেদ শাখা অধ্যয়ন করিলেন। সুমন্তু ও তৎপুত্র সুকর্ম্মা ঐ শাখাদ্বয়কে সহস্রপ্রকার সংহিতায় বিভাগ করিলেন।

লোকাক্ষিঃ কুথুমিশ্চৈব কুসীদির্লাঙ্গলিস্তথা।
পৌষ্পিঞ্জিশিষ্যাস্তম্ভেদৈঃ সংহিতা বহুলীকৃতাঃ ॥৬
হিরণ্যনাভশিষ্যশ্চ চতুর্ব্বিংশতিসংহিতাঃ।
প্রোবাচ কৃতিনামাসৌ শিষ্যেভ্যঃ স মহামতিঃ ॥৭
তৈশ্চাপি সামবেদোঽসৌ শাখাভির্বহুলীকৃতঃ ॥৮
অথর্ব্বণামথো বক্ষ্যে সংহিতানাং সমুচ্চয়ম্।
অথর্ব্ববেদং স মুনিঃ সুমন্তুরমিতদ্যুতিঃ ॥৯
শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং সোঽপি তদ্ দ্বিধা।
কৃত্বা তু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্ ॥১০
দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদ্গো ব্রহ্মবলিস্তথা।
শৌক্কায়নিঃ পিপ্পলাদস্তথান্যো মুনিসত্তম ॥১১
পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃতা যৈর্দ্বিজ সংহিতাঃ।
জাজলিঃ কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ ॥১২
শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকান্তু বভ্রবে।
দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে ॥১৩
সৈন্ধবা মুঞ্জকেশাশ্চ ভিন্না বেদা দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বেদানাং সংহিতানাং তথৈব চ ॥১৪
চতুর্থঃ স্যাদাঙ্গিরসঃ শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ।
শ্রেষ্ঠাস্ত্বথর্ব্বণামেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ ॥১৫
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥১৬
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥১৭
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্ ॥১৮
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥১৯

হে দ্বিজোত্তম! পরে সুমন্তুপুত্র সুকর্ম্মার মহামতি শিষ্যদ্বয়—কৌশল্য হিরণ্যনাভ ও পৌষ্পিঞ্জি ঐ সহস্র প্রকার সংহিতা অধ্যয়ন করিলেন। হিরণ্যনাভের পঞ্চদশ সংখ্যক শিষ্য ছিলেন। এই পঞ্চদশ শিষ্য হইতে যে পঞ্চদশ সংহিতা হইয়াছে, তাহা উদীচসাম বলিয়া জানিবে। ইঁহারা (ঐ পঞ্চদশ শিষ্য) উদীচ্যসামগ নামে বিখ্যাত। এইরূপ ঐ হিরণ্যনাভের আরও পঞ্চদশ শিষ্য ছিলেন। ঐ শিষ্যেরাও পঞ্চদশ সংহিতা অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিতেরা এই পঞ্চদশ শিষ্যকে প্রাচ্যসামগ বলিয়া থাকেন। লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি—ইঁহারা পৌষ্পিঞ্জির শিষ্য। ইঁহাদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনেক সংহিতা রচিত হইয়াছে। কৃতি নামে হিরণ্যনাভের একজন মহাবুদ্ধিমান্ শিষ্য ছিলেন, তিনি চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা অধ্যয়ন করান। কৃতির এই সকল শিষ্যগণও সামবেদের অনেক শাখা বিস্তার করেন। এক্ষণে অথর্ব্ববেদের শাখা সকল বলিতেছি। অমিততেজস্বী মুনি সুমন্তু কবন্ধনামক শিষ্যকে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করাইলেন। কবন্ধও অথর্ব্ববেদকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক দুই জন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান।১-১০

মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি ও পিপ্পলাদ—ইঁহারা দেবদর্শের শিষ্য। হে দ্বিজ! পথ্যের তিন জন শিষ্য—জাজলি, কুমুদাদি ও শৌনক। তন্মধ্যে শৌনক আপনার অধীত সংহিতা দুই ভাগ করিয়া একটী শাখা বভ্রুকে ও একটী শাখা সৈন্ধবায়নকে পাঠ করান। সৈন্ধব ও মুঞ্জকেশ স্ব স্ব সংহিতা দুই দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। নক্ষত্রকল্প, বেদকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প ও শান্তিকল্প—এই পাঁচ ভাগ সংহিতাসকলের বিকল্পক এবং অথর্ব্ববেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তৎপরে পুরাণবিষয়ে বিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্প-শুদ্ধির সহিত পুরাণ-সংহিতা রচনা করিলেন। বেদব্যাসের সূতজাতীয় লোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত অপর একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণ-সংহিতা অধ্যয়ন করাইলেন। লোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। তাঁহাদের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চাঃ, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপবংশীয় অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন—ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে অধীত মূলসংহিতা অবলম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। হে মুনে! সেই তিন ও সূতকথিত সংহিতা

চতুষ্টয়েনাপ্যেতেন সংহিতানামিদং মুনে ॥২০
আদ্যং সর্ব্বপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥২১
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যন্নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব ভবিষ্যং নবমং তথা ॥২২
দশমং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশম্ ॥২৩
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতম্।
মাৎস্যঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরম্ ॥২৪
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যন্তে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ ॥২৫
যদেতৎ তব মৈত্রেয় পুরাণং কথ্যতে ময়া।
এতদ্বৈষ্ণবসংজ্ঞং বৈ পাদ্মস্য সমনন্তরম্ ॥২৬
সর্গে চ প্রতিসর্গে চ বংশমন্বন্তরাদিষু।
কথ্যতে ভগবান্ বিষ্ণুরশেষেষ্বেব সত্তম ॥২৭

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥২৮
আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥২৯
জ্ঞেয়া ব্রহ্মর্ষয়ঃ পূর্ব্বং তেভ্যো দেবর্ষয়ঃ পুনঃ।
রাজর্ষয়ঃ পুনস্তেভ্য ঋষিপ্রকৃতয়স্ত্রয়ঃ ॥৩০
ইতি শাখাঃ প্রসংখ্যাতাঃ শাখাভেদাস্তথৈব চ।
কর্ত্তারশ্চৈব শাখানাং ভেদহেতুস্তথোদিতঃ ॥৩১
সর্ব্বমন্বন্তরেষ্বেব শাখাভেদাঃ সমাঃ স্মৃতাঃ।
প্রাজাপত্যা শ্রুতির্নিত্যা তদ্বিকল্পাস্ত্বিমে দ্বিজ ॥৩২
এতৎ তবোদিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
মৈত্রেয় বেদসম্বন্ধং কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥৩৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে শাখাভেদো নাম
ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

রোমহর্ষণিকা—এই চারি সংহিতার সারগ্রহণ করিয়া আমি এই বিষ্ণু-পুরাণসংহিতা রচনা করিয়াছি অর্থাৎ সেই চারি সংহিতায় বিষ্ণুপুরাণের তত্ত্ব যেরূপ আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই পুরাণে প্রকাশিত হইয়াছে।১১-২০

ব্রাহ্মপুরাণ সমুদয় পুরাণের আদি বলিয়া কীর্ত্তিত। পুরাণবিৎ ব্যক্তিরা বলেন,—পুরাণসকল অষ্টাদশ সংখ্যায় বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাহ্মপুরাণ, দ্বিতীয় পদ্মপুরাণ, তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম ভাগবতপুরাণ, ষষ্ঠ নারদীয়পুরাণ, সপ্তম মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অষ্টম অগ্নিপুরাণ, নবম ভবিষ্যপুরাণ, দশম ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, একাদশ লিঙ্গপুরাণ, দ্বাদশ বরাহপুরাণ, ত্রয়োদশ স্কন্দপুরাণ, চতুর্দ্দশ বামনপুরাণ, পঞ্চদশ কূর্ম্ম পুরাণ, ষোড়শ মৎস্যপুরাণ, সপ্তদশ গরুড়পুরাণ এবং অষ্টাদশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই সকল পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত (এক এক বংশজাত রাজগণের চরিত্র) এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।২১ ২৫

হে মৈত্রেয়! এই আমি তোমার নিকট যে পুরাণ বলিতেছি, ইহার নাম বিষ্ণুপুরাণ। ইহা পদ্মপুরাণের শেষে রচিত হইয়াছে। হে সত্তম! এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ও মন্বন্তর প্রভৃতি সকল ভাগেই ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র—এই চতুর্দ্দশ প্রকার বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীত বিদ্যা ও অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র—এই বিদ্যা-চতুষ্টয় মিলাইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা হয়। ঋষি প্রধানতঃ তিনপ্রকার। প্রথম ব্রহ্মর্ষি, দ্বিতীয় দেবর্ষি এবং তৃতীয় রাজর্ষি। এই তোমার নিকট বেদের শাখা, সংখ্যা, শাখাভেদ, শাখাকর্ত্তা ও শাখাভেদের কারণ বলিলাম। প্রত্যেক মন্বন্তরেই এইরূপে বেদের শাখাভেদ হয়। প্রাজাপত্য শ্রুতি অর্থাৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা প্রকাশ করেন, তাহা নিত্য। এই সমুদায় শাখাদিভেদ তাহার বিকল্পমাত্র। হে মৈত্রেয়! তুমি বেদসম্বন্ধে আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় বলিলাম, এক্ষণে তোমাকে অন্য কি বিষয় বলিব? ২৬-৩৩

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[যমগীতা।]

মৈত্রেয় উবাচ।

যথাবৎ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়া দ্বিজ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং তদ্ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥১
সপ্ত দ্বীপানি পাতাল-বীথ্যশ্চ সুমহামুনে।
সপ্ত লোকা যেঽন্তরস্থা ব্রহ্মাণ্ডস্যাস্য সর্ব্বতঃ ॥২
স্থূলৈঃ সূক্ষ্মৈস্তথা সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মৈঃ সূক্ষ্মতরৈস্তথা।
স্থূলৈঃ স্থূলতরৈশ্চৈতৎ সর্ব্বং প্রাণিভিরাবৃতম্ ॥৩
অঙ্গুলস্যাষ্টভাগোঽপি ন সোঽস্তি মুনিসত্তম।
ন সন্তি প্রাণিনো যত্র কর্ম্মবন্ধনিবন্ধনাঃ ॥৪
সর্ব্বে চৈতে বশং যান্তি যমস্য ভগবান্ কিল।
আয়ুষোঽন্তে ততো যান্তি যাতনাস্তৎপ্রচোদিতাঃ ॥৫
যাতনাভ্যঃ পরিভ্রষ্টা দেবাদ্যাস্বথ যোনিষু।
জন্তবঃ পরিবর্ত্তন্তে শাস্ত্রাণামেষ নির্ণয়ঃ ॥৬
সোঽহমিচ্ছামি তৎ শ্রোতুং যমস্য বশবর্ত্তিনঃ।
ন ভবন্তি নরা যেন তৎ কর্ম্ম কথয়ামলম্ ॥৭

পরাশর উবাচ।

অয়মেব মুনে প্রশ্নো নকুলেন মহাত্মনা।
পৃষ্টঃ পিতামহঃ প্রাহ ভীষ্মো যৎ তৎ শৃণুষ্ব মে ॥৮

ভীষ্ম উবাচ।

পুরা সমাগতো বৎস সখা কালিঙ্গকো দ্বিজঃ।
স মামুবাচ পৃষ্টো বৈ ময়া জাতিস্মরো মুনিঃ ॥৯
তেনাখ্যাতমিদঞ্চেদমিত্থঞ্চৈতদ্ভবিষ্যতি।
তথাচ তদভূদ্ বৎস যথোক্তং তেন ধীমতা ॥১০
স পৃষ্টশ্চ ময়া ভূয়ঃ শ্রদ্দধানবতা দ্বিজঃ।
যদ্ যদাহ ন তদ্দৃষ্টমন্যথা হি ময়া ক্বচিৎ ॥১১

সপ্তম অধ্যায়

[যমগীতা।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে দ্বিজ! আমি আপনার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আপনি তাহা সকলই যথাযথরূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি একটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন। হে মহামুনে! সপ্তদ্বীপ, পাতাল শ্রেণি এবং সপ্তলোক প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত সকল স্থানই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, স্থূল ও স্থূলতর জীবগণ দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। মুনিশ্রেষ্ঠ! এক অঙ্গুলির অষ্টভাগের এক ভাগ প্রমাণ অর্থাৎ যবোদরপ্রমাণ এমন স্থানও দেখা যায় না, যেখানে স্বকীয় ভাগ্যের ফলভোগার্থ জীবগণ বিচরণ না করিতেছে। ভগবন্! আয়ুঃ শেষ হইলে সকল জীবগণই যমের বশ হয় ও পরে যমের আদেশে নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অনন্তর পাপভোগ শেষ হইলে তাহারা দেবাদি শরীর গ্রহণ করে,—শাস্ত্রের ইহাই নিশ্চয়। মনুষ্যগণ যে কি প্রকার কর্ম্ম করিলে আর যমের অধীন হয় না, আমি সেই নির্ম্মল কর্ম্ম জানিতে ইচ্ছুক, আপনি তাহা বলুন।১-৬

পরাশর বলিলেন,—মুনে! মহাত্মা নকুল পিতামহ ভীষ্মের নিকট এই বিষয় প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে ভীষ্ম যাহা বলেন, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর। ভীষ্ম বলিলেন,—হে বৎস! কলিঙ্গদেশোদ্ভব আমার এক ব্রাহ্মণ সখা এক দিন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমি কোন জাতিস্মর মুনিকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, ইহা বর্ত্তমানে এইরূপ আছে, ভবিষ্যৎকালে এইরূপ হইবে। বৎস নকুল! সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা বলিলেন, তাহাই হইল।৭-১০

একদা তু ময়া পৃষ্টং যদেতদ্ ভবতোদিতম্।
প্রাহ কালিঙ্গকো বিপ্রঃ স্মৃত্বা তস্য মুনের্বচঃ ॥১২
জাতিস্মরেণ কথিতো রহস্যঃ পরমো মম।
যমকিঙ্করয়োর্যোঽভূৎ সংবাদস্তং ব্রবীমি তে ॥১৩

কালিঙ্গ উবাচ।

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং
বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে।
পরিহর মধুসূদনপ্রপন্নান্
প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥১৪
অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা
যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ
প্রভবতি সংযমেন মমাপি বিষ্ণুঃ ॥১৫
কটকমুকুটকর্ণিকাদিভেদৈঃ
কনকমভেদমপীষ্যতে যথৈকম্।
সুরপশুমনুজাদিকল্পনাভি-
র্হরিরখিলাভিরুদীর্য্যতে তথৈকঃ ॥১৬
ক্ষিতিজলপরমাণবোঽনিলান্তে
পুনরপি যান্তি যথৈকতাং ধরিত্র্যা।
সুরপশুমনুজাদয়স্তথান্তে
গুণকলুষেণ সনাতনেন তেন ॥১৭
হরিমমরগণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিপদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো হি মর্ত্ত্যঃ।
তমপগতসমস্তপাপবন্ধং
ব্রজ পরিহৃত্য যথাগ্নিমাজ্যসিক্তম্ ॥১৮
ইতি যমবচনং নিশম্য পাশী
যমপুরুষস্তমুবাচ ধর্ম্মরাজম্।
কথয় মম বিভো সমস্তধাতু-
র্ভবতি হরেঃ খলু যাদৃশোঽস্য ভক্তঃ ॥১৯

আমি শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তঃকরণে পুনর্ব্বার সেই কলিঙ্গদেশোদ্ভব ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি জাতিস্মরোক্ত যে সকল কথা আমাকে বলিলেন, তাহা সকলই অব্যভিচারী (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সত্য)। এক্ষণে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, একদা আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই কলিঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ জাতিস্মর মুনির বাক্য স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন,—পূর্ব্বে যম ও যম-কিঙ্করের পরস্পর যে অত্যন্ত গোপনীয় কথোপকথন হইয়াছিল, সেই বিষয় জাতিস্মর ব্রাহ্মণ আমার কাছে বলেন ; এক্ষণে আমি তাহা বলিতেছি। কলিঙ্গদেশবাসী বলিলেন,—পাশহস্ত স্বীয় দূতকে দেখিয়া যম তাহার কর্ণমূলে কহিলেন,—মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করিও ; যেহেতু, আমি বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য সকল জীবের প্রভু। দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত বিধাতা লোকের পাপপুণ্য-বিচারের জন্য 'যম' এই নাম দিয়া আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি গুরুস্বরূপ হরির অধীন, কিন্তু স্বাধীন নহি ; যেহেতু, হরি আমারও দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ। সুবর্ণ যেমন একরূপ হইয়াও বলয়, মুকুট, কর্ণভূষণ প্রভৃতি অলঙ্কারভেদে নানারূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার একমাত্র হরি দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক রূপভেদে বহুরূপে কীর্ত্তিত। বায়ুর স্বপ্রকৃতিতে যখন তিরোভাব হয়, সেই সময় যে প্রকার পার্থিব ও জলীয় পরমাণুসমষ্টি পৃথিবীর (সূক্ষ্মাংশ) সহিত মিশিয়া যায়, সেইরূপ গুণক্ষোভজনিত সুরাসুরমনুজাদিও প্রলয়কালে সেই সর্ব্বগুণপ্রভু সনাতন বিষ্ণুতেই বিলীন হয়। দেবগণ যাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, সেই হরিকে যিনি সকল বস্তুর আত্মা ভাবিয়া নমস্কার করেন, সেই অপগতপাপ পুরুষকে ঘৃতাহুতি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় স্পর্শ করিও না, দূর হইতে সরিয়া যাইও। পাশহস্ত যমদূত ধর্ম্মরাজ যমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল,—বিভো! কিরূপে কোন্ প্রকার ব্যক্তি হরির ভক্ত হন, তাহা বলুন। যম কহিলেন,—যিনি নিজ বর্ণের ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হন, যিনি নিজ সুহৃদ্বর্গে ও বিপক্ষপক্ষে সমভাবে দেখিয়া থাকেন ; যিনি

যম উবাচ।

ন চলতি নিজবর্ণধর্ম্মতো যঃ
সমমতিরাত্মসুহৃদ্বিপক্ষপক্ষে।
ন হরতি ন চ হন্তি কিঞ্চিদুচ্চৈঃ
সিতমনসং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥২০

কলিকলুষমলেন যস্য নাত্মা
বিমলযতের্মলিনীকৃতোঽস্তমোহে।
মনসি কৃতজনার্দ্দনং মনুষ্যং
সততমবৈহি হরেরতীব ভক্তম্ ॥২১

কনকমপি রহস্যবেক্ষ্য বুদ্ধ্যা
তৃণমিব যঃ সমবৈতি বৈ পরস্বম্।
ভবতি চ ভগবত্যনন্যচেতাঃ
পুরুষবরং তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ॥২২

স্ফটিকগিরিশিলামলঃ ক্ব বিষ্ণু-
র্মনসি নৃণাং ক্ব চ মৎসরাদিদোষঃ।
নহি তুহিনময়ূখরশ্মিপুঞ্জে
ভবতি হুতাশনদীপ্তিজঃ প্রতাপঃ ॥২৩

বিমলমতিবিমৎসরঃ প্রশান্তঃ
শুচিচরিতোঽখিলসত্ত্বমিত্রভূতঃ।
প্রিয়হিতবচনোঽস্তমানমায়ো
বসতি সদা হৃদি তস্য বাসুদেবঃ ॥২৪

বসতি হৃদি সনাতনে চ তস্মিন্
ভবতি পুমান্ জগতোঽস্য সৌম্যরূপঃ।
ক্ষিতিরসমতিরম্যমাত্মনোঽন্তঃ
কথয়তি চারুতয়ৈব শালপোতঃ ॥২৫

যমনিয়মবিধূতকল্মষাণা-
মনুদিনমচ্যুতসক্তমানসানাম্।
অপগতমদমানমৎসরাণাম্
ব্রজ ভট দূরতরেণ মানবানাম্ ॥২৬

হৃদি যদি ভগবাননাদিরাস্তে
হরিরসিশঙ্খগদাধরোঽব্যয়াত্মা।
তদঘমঘবিঘাতকর্তৃভিন্নং
ভবতি কথং সতি চান্ধকারমর্কে ॥২৭

পরদ্রব্য অপহরণ করেন না, কোন জীব হিংসা করেন না, যাঁহার অন্তঃকরণ রাগাদিশূন্য ও অতি নির্ম্মল, তাঁহাকেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবে।১১-২০

যাঁহার নির্ম্মল অন্তঃকরণ কলিকলুষ দ্বারা মলিন হয় না, যিনি মোহশূন্যহৃদয়ে সর্ব্বদা জনার্দ্দনকে চিন্তা করেন, তাঁহাকেই হরির পরম ভক্ত বলিয়া জানিবে। যিনি নির্জ্জনে পরস্ব সুবর্ণ দেখিয়াও তৃণের ন্যায় বুঝিয়া উপেক্ষা করেন, যিনি অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের চিন্তা করেন, সেই পুরুষপ্রধানকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে। স্ফটিকগিরির ন্যায় নির্ম্মল বিষ্ণু বা কোথায় ও মনুষ্যের মাৎসর্য্যাদিদোষ কলুষিত হৃদয়ই বা কোথায়? এ উভয়ের অনেক অন্তর (পার্থক্য)। চন্দ্রকিরণসমূহে কখনই হুতাশনদীপ্তিজাত উগ্রতা থাকে না অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-যুক্ত মনুষ্য কখনই হরিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না, সুতরাং বিষ্ণুভক্তই হইতে পারেনা। যে ব্যক্তি নির্ম্মলচিত্ত, মাৎসর্য্যরহিত, প্রশান্ত, বিশুদ্ধচরিত, সকল জীবেরই মিত্র, প্রিয়বাদী ও হিতবাদী এবং অভিমান ও মায়ারহিত, তাঁহার হৃদয়েই বাসুদেব বাস করেন। সেই সনাতন বিষ্ণু হৃদয়ে বাস করিলে, মনুষ্য সকল লোকেরই প্রিয়দর্শন হয়। রমণীয় নবীন বৃক্ষ দেখিলেই লোকে বুঝিয়া থাকে যে, ইহার অভ্যন্তরে রমণীয় পার্থিব রস আছে। হে দূত! যম ও নিয়ম দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি দূর হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা অচ্যুতেই আসক্ত থাকে, যাঁহাদের অভিমান, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য নাই; এবংবিধ মনুষ্যকে দেখিয়া দূর হইতেই পলায়ন করিও। শঙ্খ-খড়্গ-গদাধারী অব্যয়াত্মা ভগবান্ হরি যদি হৃদয়ে বাস করেন, তাহা সকল পাপই পাপ-বিনাশী ভগবান্ দ্বারা নষ্ট হয়; কারণ, সূর্য্য থাকিতে কখন অন্ধকার থাকিতে পারেনা। যে পরধন হরণ করে, যে প্রাণিগণের হিংসা করে, যে মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে,

হরতি পরধনং নিহন্তি জন্তূন্
বদতি তথানৃতনিষ্ঠুরাণি যশ্চ।
অশুভজনিতদুর্ম্মদস্য পুংসঃ
কলুষমতের্হৃদি তস্য নাস্ত্যনন্তঃ ॥২৮
ন সহতি পরসম্পদং বিনিন্দাং
কলুষমতিঃ কুরুতে সতামসাধুঃ।
ন যজতি ন দদাতি যশ্চ সন্তং
মনসি ন তস্য জনার্দ্দনোঽধমস্য ॥২৯
পরমসুহৃদি বান্ধবে কলত্রে
সুততনয়াপিতৃমাতৃভৃত্যবর্গে।
শঠমতিরুপযাতি যোঽর্থতৃষ্ণাং
তমধমচেষ্টমবেহি নাস্য ভক্তম্ ॥৩০
অশুভমতিরসৎপ্রবৃত্তিসক্তঃ
সততমনার্য্যবিশালসঙ্গমত্তঃ
অনুদিনকৃতপাপবন্ধযত্নঃ
পুরুষপশুর্নহি বাসুদেবভক্তঃ ॥৩১

সকলমিদমহঞ্চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥৩২
কমলনয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণিধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
ভব শরণমিতীরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তানপাপান্ ॥৩৩
বসতি মনসি যস্য সোঽব্যয়াত্মা
পুরুষবরস্য ন তস্য দৃষ্টিপাতে।
তব গতিরথবা মমাস্তি চক্র-
প্রতিহতবীর্য্যবলস্য সোঽন্যলোক্যঃ ॥৩৪

কালিঙ্গ উবাচ।

ইতি নিজভটশাসনায় দেবো
রবিতনয়ঃ স কিলাহ ধর্ম্মরাজঃ।

যে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে, যাহার মন নির্ম্মল নহে, অমঙ্গল কার্য্যে যাহার হৃদয় আসক্ত হইয়াছে,—ঈদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন না। যে ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য সহ্য করিতে পারে না, যাহার মতি কলুষিত, যে সাধুদিগের নিন্দুক যে অসাধু, যে যাগ করে না, সাধুকে দান করে না,—ঈদৃশ অধম ব্যক্তির হৃদয়ে জনার্দ্দন বাস করেন না। যে ব্যক্তি প্রিয়-সুহৃদের নিকট, বন্ধুর নিকট, স্ত্রীর নিকট, পুত্র বা কন্যার নিকট পিতামাতার নিকট কিম্বা ভৃত্যবর্গের নিকট শঠতা অবলম্বন করিয়া অর্থতৃষ্ণা করে, সেই অধমস্বভাব ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত নহে জানিবে। যে ব্যক্তির মন গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল অতি নীচসংসর্গে মত্ত থাকে, যে ব্যক্তি নিয়ত পাপরাশিতেই লিপ্ত হইতে যত্ন করে,—সেই পুরুষপশু বাসুদেবের ভক্ত নয়। ভগবান্ বাসুদেব পরমপুরুষ পরমেশ্বর এবং এক অর্থাৎ তাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই,এই সকল জগৎ এবং আমিও বাসুদেব ভিন্ন নহি। হৃদয়স্থিত সেই অনন্তদেবের প্রতি যাঁহার এইরূপ অচলমতি হয়, ঈদৃশ জনকে দূর হইতেই পরিহার করিবে।২১-৩২

হে কমলনয়ন! হে বাসুদেব! হে বিষ্ণো! হে ধরণীধর! হে অচ্যুত! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমার আশ্রয় হও,—যে সকল ব্যক্তি এইরূপ বাক্য বলেন, সেই পাপরহিত ব্যক্তিগণকে দূর হইতেই পরিহার করিও। যে পুরুষশ্রেষ্ঠের অন্তঃকরণে সেই অব্যয় হরি বাস করেন, সেই পুরুষ যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন, ততদূর পর্য্যন্ত বিষ্ণুচক্রপ্রভাবে তোমার ও আমার বলবীর্য্য বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তুমি বা আমি ঈদৃশ পুণ্যাত্মার নিকটেও গমন করিতে পারি না, তিনি বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবার যোগ্য। কলিঙ্গবাসী কহিলেন,—হে কুরুবর! দেব রবিতনয় ধর্ম্মরাজ নিজ দূতকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন। সেই জাতিস্মর মুনি আমাকে ঐ কথা

মম কথিতমিদঞ্চ তেন তুভ্যং
কুরুবর সম্যগিদং ময়াপি চোক্তম্ ॥৩৫

ভীষ্ম উবাচ।

নকুলৈতন্মমাখ্যাতং পূর্ব্বং তেন দ্বিজন্মনা।
কলিঙ্গদেশাদভ্যেত্য প্রীয়তা সুমহাত্মনা ॥৩৬
ময়াপ্যেতদ্‌যথান্যায়ং সম্যগ্‌ বৎস তবোদিতম্।
যথা বিষ্ণুমৃতে নান্যৎ ত্রাণং সংসারসাগরে ॥৩৭
কিঙ্করা দণ্ডপাশৌ বা ন যমো ন চ যাতনাঃ।
সমর্থাস্তস্য যস্যাত্মা কেশবালম্বনঃ সদা ॥৩৮

পরাশর উবাচ।

এতন্মুনে তবাখ্যাতং গীতং বৈবস্বতেন যৎ।
তৎপ্রশ্নানুগতং সম্যক্ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৩৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে যমগীতা নাম
সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি তোমার নিকট ইহা কহিলাম। ভীষ্ম বলিলেন,—হে নকুল! পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশ হইতে অভ্যাগত সুমহাত্মা ব্রাহ্মণ প্রীত হইয়া আমাকে এই বিষয় বলিয়াছেন। বৎস! অধুনা আমি সেই বৃত্তান্ত যথারীতি তোমার নিকট কহিলাম। এই সংসারসাগরে বিষ্ণু ব্যতীত আর পরিত্রাণ কর্ত্তা কেহ নাই। যাহার হৃদয় সকল সময়েই কেশবকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার যম, যম-কিঙ্কর, যম-দণ্ড, যম-পাশ বা যম-যাতনার ভয় নাই।৩৩-৩৮

পরাশর কহিলেন,—এই নকুল-প্রশ্ন প্রসঙ্গে ভীষ্মকীর্ত্তিত যমগীতা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৩৯

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম[illegible]য়ঃ

[শ্রীবিষ্ণুপূজায়াং ফলশ্রুতি-চাতুর্ব্বর্ণ্যধর্ম-কথনম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ ভগবান্ দেবঃ সংসারবিজিগীষুভিঃ।
মামাখ্যাহি জগন্নাথো বিষ্ণুরারাধ্যতে যথা ॥১
আরাধিতাচ্চ গোবিন্দাদারাধনপরৈর্নরৈঃ।
যৎ প্রাপ্যতে ফলং শ্রোতুং তবেচ্ছামি মহামুনে ॥২

পরাশর উবাচ।

যৎ পৃচ্ছতি ভবানেতৎ সগরেণ মহাত্মনা।
ঔর্ব্ব আহ যথা পৃষ্টস্তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥৩
সগরঃ প্রণিপত্যেদমৌর্বং পপ্রচ্ছ ভার্গবম্।
বিষ্ণোরারাধনোপায়সম্বন্ধং মুনিসত্তম ॥৪

অষ্টম অধ্যায়

[শ্রীবিষ্ণু পূজার ফলশ্রুতি ও চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম কথন।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! যাঁহারা সংসারকে জয় করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা কিরূপে ভগবান্ দেব জগন্নাথ বিষ্ণুর আরাধনা করেন? হে মহামুনে! ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মনুষ্যগণ কোন্ ফল লাভ করেন? ইহা আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পরাশর কহিলেন,—তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে মহাত্মা সগর কর্ত্তৃক এবিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঔর্ব্ব

ফলঞ্চারাধিতে বিষ্ণৌ যৎ পুংসামভিজায়তে ।
স চাহ পৃষ্টো যত্তেন তস্মৈত্রেয়াখিলং শৃণু ॥৫

ঔর্ব্ব উবাচ ।

ভৌমান্ মনোরথান্ স্বর্গান্ স্বর্গিবন্ধং তথাস্পদম্ ।
প্রাপ্নোত্যারাধিতে বিষ্ণৌ নির্ব্বাণমপি চোত্তমম্ ॥৬
যদ্যদিচ্ছতি যাবচ্চ ফলমারাধিতেঽচ্যুতে ।
তৎ তদাপ্নোতি রাজেন্দ্র ভূরি স্বল্পমথাপি বা ॥৭
যৎ তু পৃচ্ছসি ভূপাল কথমারাধ্যতে হি সঃ ।
তদহং সকলং তুভ্যং কথয়ামি নিবোধ মে ॥৮
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যৎ তত্তোষকারণম্ ॥৯
যজন্ যজ্ঞান্ যজত্যেনং জপত্যেনং জপন্ নৃপ ।
ঘ্নংস্তথান্যং হিনস্ত্যেনং সর্ব্বভূতো যতো হরিঃ ॥১০
তস্মাৎ সদাচারবতা পুরুষেণ জনার্দ্দনঃ ।
আরাধ্যতে স্ববর্ণোক্ত-ধর্ম্মানুষ্ঠানকারিণা ॥১১
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ ধরণীপতে ।
স্বধর্ম্মতৎপরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ॥১২
পরাপবাদং পৈশুন্যমনৃতঞ্চ ন ভাষতে ।
অন্যোদ্বেগকরঞ্চাপি তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥১৩
পরপত্নীপরদ্রব্যপরহিংসাসু যো মতিম্ ।
ন করোতি পুমান্ ভূপ তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥১৪
ন তাড়য়তি নো হন্তি প্রাণিনোঽন্যাংশ্চ দেহিনঃ ।
যো মনুষ্যো মনুষ্যেন্দ্র তোষ্যতে তেন কেশবঃ ॥১৫
দেবদ্বিজগুরূণাং যঃ শুশ্রূষাসু সদোদ্যতঃ ।
তোষ্যতে তেন গোবিন্দঃ পুরুষেণ নরেশ্বর ॥১৬
যথাত্মনি চ পুত্রে চ সর্ব্বভূতেষু যস্তথা ।
হিতকামো হরিস্তেন সর্ব্বদা তোষ্যতে সুখম্ ॥১৭

যাহা প্রত্যুত্তর দেন, আমি বলি—শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! সগর ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উপায়ে বিষ্ণুর আরাধনা হইতে পারে এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিলে মনুষ্যগণের কি ফল হয়? হে মৈত্রেয়! ঔর্ব্ব এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া যে উত্তর প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ কর। ঔর্ব্ব বলিলেন,—বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, ভূমিসম্বন্ধী সমুদায় মনোরথ সফল হয়, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি হয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বাণমুক্তিও পাওয়া যায়। হে রাজেন্দ্র! যে যে ফল যে পরিমাণে ইচ্ছা করা যায়, তাহা অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, অচ্যুতের আরাধনা করিলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। হে ভূপতে! কিরূপে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে হয়?" এই কথা যে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে আমি আপনাকে সকল বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বকীয় বর্ণোক্ত আচারসমূহের অনুষ্ঠানপরায়ণ হইলেই পুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে সমর্থ হন, যেহেতু স্ব স্ব বর্ণসম্মত আচার অনুষ্ঠান ভিন্ন (অন্য কোন পথই) বিষ্ণুর তোষজনক নহে। হে নৃপ! বিধি অনুসারে যজ্ঞ করিলেই বিষ্ণুর যজন হয়, বিধিপূর্ব্বক জপ করিলে বিষ্ণুরই জপ হয় এবং অন্য কোন প্রাণীরও হিংসা করিলে বিষ্ণুর হিংসা করা হয়, কারণ সেই বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়।১-১০

অতএব সদাচারযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ভগবান্ জনার্দ্দনের আরাধনা করা হয়। হে ধরণীপতে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইঁহাদের বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়, ইহা নিশ্চয়। যিনি সমক্ষে বা পরোক্ষে পরনিন্দা বা শঠতাচরণ বা মিথ্যা কথা ব্যবহার না করেন, যিনি এমন কোন কার্য্যই করেন না যে, তাহার দ্বারা কোন জীবের উদ্বেগ হইতে পারে, তাঁহার উপরই ভগবান্ বিষ্ণু সন্তুষ্ট হন। হে রাজন্! যিনি পরপত্নীহরণে, পরদ্রব্য গ্রহণে বা পরহিংসাকরণে মতি না করেন, তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যিনি কোন জীবকে বা উদ্ভিদকে বিনষ্ট বা প্রহার না করেন, সেই পুরুষই ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন। যিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর সেবাতে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী থাকেন, হে নরেশ্বর! তিনিই ভগবান্

যস্য রাগাদিদোষেণ ন দুষ্টং নৃপ মানসম্।
বিশুদ্ধচেতসা বিষ্ণুস্তোষ্যতে তেন সর্ব্বদা ॥১৮
বর্ণাশ্রমেষু যে ধর্ম্মাঃ শাস্ত্রোক্তা নৃপসত্তম।
তেষু তিষ্ঠন্ নরো বিষ্ণুমারাধয়তি নান্যথা ॥১৯

সগর উবাচ।

তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বর্ণধর্ম্মানশেষতঃ।
তথৈবাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ দ্বিজবর্য্য ব্রবীহি তান্ ॥২০

ঔর্ব্ব উবাচ।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ যথাক্রমম্।
ত্বমেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু ধর্ম্মান্ ময়োদিতান্ ॥২১
দানং দদ্যাদ্ যজেদ্ দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্ বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্ ॥২২
বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যানন্যানধ্যাপয়েৎ তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্ব্বর্থং ন্যায়তো দ্বিজঃ ॥২৩
সর্ব্বভূতহিতং কুর্য্যান্নাহিতং কস্যচিদ্ দ্বিজঃ।
মৈত্রী সমস্তভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্ ॥২৪
গ্রাবে রত্নে চ পারক্যে সমবুদ্ধির্ভবেদ্ দ্বিজঃ।
ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিব ॥২৫
দানাদি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োঽপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ীত চ পার্থিব ॥২৬
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষা প্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥২৭
ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।
ভবন্তি নৃপতেরংশা যতো-যজ্ঞাদিকর্ম্মণাম্ ॥২৮
দুষ্টানাং ত্রাসনাদ্ রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসংস্থাকরো নৃপঃ ॥২৯
পাশুপাল্যং বণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চ মনুজেশ্বর।
বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌ লোকপিতামহঃ ॥৩০

সর্ব্বদা উদযোগী থাকেন, হে নরেশ্বর! তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুর পরিতোষ করিতে পারেন, তাঁহার প্রতিই ভগবান্ বিষ্ণু পরিতুষ্ট হন। যিনি স্বকীয় পুত্রের ন্যায় সর্ব্বভূতেরই মঙ্গল কামনা করেন, তিনি সুখে হরির সন্তোষ জন্মাইতে পারেন। হে রাজন্! যাঁহার মন ও হৃদয় রাগাদিদোষে দূষিত নহে, সেই বিশুদ্ধচিত্ত মনুষ্যের উপর বিষ্ণু সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। হে নৃপ! শাস্ত্রে যে সমুদায় বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম উক্ত আছে, যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সেই ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করিতে পারেন, অন্যপ্রকারে নহে। সগর বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণধর্ম্মসকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, তৎসমুদায় বলুন।১১-২০

ঔর্ব্ব বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য এই যে,—ব্রাহ্মণ দান করিবেন, যজ্ঞ দ্বারা দেবতার আরাধনা করিতে থাকিবেন, বেদাদি অধ্যয়ন করিবেন, নিত্য স্নান-তর্পণাদি কর্ম্মে রত থাকিবেন এবং অগ্নি পরিগ্রহ করিয়া নিত্য অগ্নিহোত্রী হইবেন। ব্রাহ্মণ জীবিকার নিমিত্ত অন্য ব্রাহ্মণাদির যাজন করিবেন ও অধ্যয়ন করাইবেন, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বা গুরুদক্ষিণার সময় উপস্থিত হইলে ন্যায়ানুসারে প্রতিগ্রহ করিবেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধন করিবেন, কখন কাহারও অনিষ্ট করিবেন না; কারণ, সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীয় ব্রাহ্মণের উত্তম ধন। ব্রাহ্মণ পরকীয় রত্নকে প্রস্তরতুল্য বিবেচনা করিবেন। হে রাজন্! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের প্রশস্ত কর্ম্ম। ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণকে দান করিবেন, বিবিধযজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন এবং অধ্যয়ন করিবেন। শস্ত্রধারণ করা ও পৃথিবীরক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠজীবিকা। ইহার মধ্যে পৃথিবীপালন করাই প্রথম কল্প। ক্ষত্রিয় পৃথিবী-পালন দ্বারাই কৃতকৃত্য হন, যেহেতু পৃথিবীতে সম্পন্ন যজ্ঞাদি কর্ম্মের অংশ ভূপতিগণ প্রাপ্ত হন। সকল বর্ণের স্থিতিরক্ষক রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন দ্বারা আপনার অভীষ্টলোকপ্রাপ্ত হন। হে মনুজেশ্বর! লোকপিতামহ ব্রহ্মা বৈশ্যজাতির এইরূপ জীবিকা স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা পশুপালন করিবেন, বাণিজ্য ও

তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানং ধর্ম্মশ্চ শস্যতে।
নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামনুষ্ঠানঞ্চ কর্ম্মণাম্ ॥৩১
দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কর্ম্ম তাদর্থ্যং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্বাপি ধনৈঃ কারুদ্ভবেন বা ॥৩২
দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেত চ।
পিত্র্যাদিকঞ্চ বৈ সর্ব্বং শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন বৈ ॥৩৩
ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ।
ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু মহীপতে ॥৩৪
দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষানভিমানিতা।
সত্যং শৌচমনায়াসো মাঙ্গল্যং প্রিয়বাদিতা ॥৩৫
মৈত্রস্পৃহা তথা তদ্বদকার্পণ্যং নরেশ্বর।
অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥৩৬
আশ্রমাণাঞ্চ সর্ব্বেষামেতে সামান্যলক্ষণাঃ।
গুণাংস্তথাপদ্ধর্ম্মাংশ্চ বিপ্রাদীনামিমান্ শৃণু ॥৩৭
ক্ষাত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।
রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শূদ্রকর্ম্ম ন বৈ তয়োঃ ॥৩৮
সামর্থ্যে সতি তৎ ত্যাজ্যমুভাভ্যামপি পার্থিব।
তদেবাপদি কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ম্মসঙ্করম্ ॥৩৯
ইত্যেতে কথিতা রাজন্ বর্ণধর্ম্মা ময়া তব।
ধর্ম্মমাশ্রমিণাং সম্যগ্ ব্রুবতো মে নিশাময় ॥৪০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে ধর্ম্মো নাম
অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

কৃষিকর্ম্ম করিবেন। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ও দান—এই তিন প্রকারও বৈশ্যের প্রশস্ত ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত তাহারা অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপও করিবেন। শূদ্রের কর্ত্তব্য এই যে, দ্বিজগণের সেবা করিবেন; দ্বিজগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কর্ম্মাচরণ করিবেন, তাহার দ্বারা আত্মপোষণ হইবে, যদি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম দ্বারা আত্মপোষণ না হয়, তবে বাণিজ্য দ্বারা বা কারুকর্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন। এতদ্ব্যতীত শূদ্রেরা দ্বিজসেবার্জ্জিত ধন দ্বারা বৈশ্বদেব-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, দানাদি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিবেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদি করিয়া নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ভৃত্যাদির ভরণের জন্য সকল বর্ণেরই অর্থসংগ্রহ করা এবং ঋতুকালে স্বস্ত্রীতে গমন করা কর্ত্তব্য। সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, ক্লেশসহিষ্ণুতা, অভিমান-শূন্যতা, সত্য, বাহ্যশুদ্ধি ও অন্তঃশুদ্ধি, পরিমিত পরিশ্রম, মঙ্গল ও হিতকর কর্মকারিতা, প্রিয়বাদিতা, মৈত্রী, অস্পৃহা, অকার্পণ্য এবং অনসূয়তা,—হে রাজন্! এই সমুদায় গুণ সমস্ত বর্ণের ও সকল আশ্রমের পক্ষে সাধারণ লক্ষণ বলিয়া অভিহিত। অতঃপর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের আপদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জীবিকা না চলিলে, কিরূপ বৃত্তি অবলম্বন করা উচিত, তাহা শ্রবণ কর। যাজন, অধ্যাপন ও সৎপ্রতিগ্রহাত্মক ব্রাহ্মণবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ না হইলে, ব্রাহ্মণ,—ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম শস্ত্রধারণাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তদভাবে বৈশ্যকর্ম্ম পশুপালন কৃষিবাণিজ্যাদিতে রত হইবেন। ক্ষত্রিয়ও আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন; পরন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কখনও শূদ্রের বৃত্তি দাসত্বে রত হইবেন না। হে রাজন্! যদি কোনরূপে কোন উপায় থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় শূদ্রের কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন না; কিন্তু বিপৎকালে অন্য কোন উপায় না থাকিলে তাঁহারা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। যাহাতে চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয়, সেই বিষয়ে সকলেই প্রযত্নপর থাকিবে। হে রাজন্! এই আমি তোমার নিকট বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম সকল বলিলাম। এক্ষণে আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবণ কর।২১-৪০

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাশ্রমচতুষ্টয়বর্ণনম্ ।]

ঔর্ব্ব উবাচ ।

বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ ।
গুরুগেহে বসেদ্ ভূপ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥১
শৌচাচারবতা তত্র কার্য্যং শুশ্রূষণং গুরোঃ ।
ব্রতানি চরতা গ্রাহ্যো বেদশ্চ কৃতবুদ্ধিনা ॥২
উভে সন্ধ্যে রবিং ভূপ তথৈবাগ্নিং সমাহিতঃ ।
উপতিষ্ঠেৎ তথা কুর্য্যাদ্ গুরোরপ্যভিবাদনম্ ॥৩
স্থিতে তিষ্ঠেদ্ ব্রজেদ্ যাতি নীচৈরাসীৎ তথা সতি ।
শিষ্যো গুরৌ নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতিকূলং ন সম্ভজেৎ ॥৪
তেনৈবোক্তঃ পঠেদ্ বেদং নান্যচিত্তঃ পুরঃস্থিতঃ ।
অনুজ্ঞাতঞ্চ ভিক্ষান্নমশ্নীয়াদ্ গুরুণা ততঃ ॥৫
অবগাহেদপঃ পূর্ব্বমাচার্য্যেণাবগাহিতাঃ ।
সমিজ্জলাদিকঞ্চাস্য কল্যং কল্যমুপানয়েৎ ॥৬
গৃহীতগ্রাহ্যবেদশ্চ ততোঽনুজ্ঞামবাপ্য বৈ ।
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্নগুরুনিষ্কৃতিঃ ॥৭
বিধিনাবাপ্তদারস্তু ধনং প্রাপ্য স্বকর্ম্মণা ।
গৃহস্থকার্য্যমখিলং কুর্য্যাদ্ ভূপাল শক্তিতঃ ॥৮
নিবাপেন পিতৄনর্চ্চেদ্ যজ্ঞৈর্দেবাংস্তথাতিথীন্ ।
অন্নৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্ ॥৯
বলিকর্ম্মণা চ ভূতানি বাক্‌সত্যেনাখিলং জগৎ ।
প্রাপ্নোতি লোকান্ পুরুষো নিজকর্মসমর্জ্জিতান্ ॥১০

নবম অধ্যায়

[ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের বর্ণনা ।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে নৃপতে! বালক উপনয়নের পর বেদপাঠে তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গুরুগৃহে বাস করিবে। সেখানে শুচিতা ও আচার রক্ষা করিয়া গুরুশুশ্রূষা করিবে এবং ব্রতসমূহের আচরণ করত বুদ্ধি স্থির করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে। হে রাজন্! প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে দুই সন্ধ্যা সমাহিতচিত্তে সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিবে এবং উপাসনার পর গুরুকে অভিবাদন করিবে। গুরু অবস্থান করিলে শিষ্যও অবস্থান করিবে। গুরু গমন করিলে গমন করিবে, গুরু উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! কখনও গুরুর প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিবে না। গুরু অনুজ্ঞা করিলে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া অনন্যচিত্তে বেদ অধ্যয়ন করিবে, পরে গুরুর আজ্ঞা অনুসারে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করিবে। আচার্য্য অগ্রে অবগাহন করিলে, শিষ্য পশ্চাৎ অবগাহন করিবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে কুশ, জল ও পুষ্প গুরুর জন্য আহরণ করিবে। শিষ্য এইরূপে আপনার গ্রহণযোগ্য বেদপাঠ সমাপ্ত করত কৃতবিদ্য হইয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক গুরুর অনুমতি অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। রাজন্! গুরুগৃহে বাস সমাপ্ত হইলে, যথাবিধানে বিবাহ করিবে। পরে অধ্যাপনাদি নিজ নির্দিষ্ট কর্ম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া শক্তি অনুসারে সমুদায় গৃহস্থকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকিবে। পিণ্ডদানাদি-দ্বারা পিতৃগণের, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের, অন্ন দ্বারা অতিথিগণের, স্বাধ্যায় বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের, পুত্রোৎপত্তি দ্বারা প্রজাপতির, বলিকর্ম্মদ্বারা প্রাণিগণের এবং সত্যবাক্য দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর অর্চ্চনা করিয়া গৃহস্থ স্বকীয় সৎকর্ম্মার্জ্জিত উত্তমস্বর্গাদিলোকে গমন করেন।১-১০

ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড্‌ব্রহ্মচারিণঃ।
তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্ ॥১১
বেদাহরণকার্য্যেণ তীর্থস্নানায় চ প্রভো।
অটন্তি বসুধাং বিপ্রাঃ পৃথিবীদর্শনায় চ ॥১২
অনিকেতা হ্যনাহারা যে তু সায়ংগৃহাশ্চ তে।
তেষাং গৃহস্থঃ সর্ব্বেষাং প্রতিষ্ঠা যোনিরেব চ ॥১৩
তেষাং স্বাগতদানাদি বক্তব্যং মধুরং নৃপ।
গৃহাগতানাং দদ্যাচ্চ শয়নাসনভোজনম্ ॥১৪
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥১৫
অবজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভশ্চৈব গৃহে সতঃ।
পরিতাপোপঘাতৌ চ পারুষ্যঞ্চ ন শস্যতে ॥১৬
যস্তু সম্যক্ করোত্যেবং গৃহস্থঃ পরমং বিধিম্।
সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্তো লোকানাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥১৭

বয়ঃপরিণতো রাজন্ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমী।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥১৮
পর্ণমূলফলাহারঃ কেশশ্মশ্রুজটাধরঃ।
ভূমিশায়ী ভবেৎ তত্র মুনিঃ সর্ব্বাতিথির্নৃপ ॥১৯
চর্ম্মকাশকুশৈঃ কুর্য্যাৎ পরিধানোত্তরীয়কে।
তদ্বৎ ত্রিসবনং স্নানং শস্তমস্য নরেশ্বর ॥২০
দেবতাভ্যর্চ্চনং হোমঃ সর্ব্বাভ্যাগতপূজনম্।
ভিক্ষা বলিপ্রদানঞ্চ শস্তমস্য নরেশ্বর ॥২১
বন্যস্নেহেন গাত্রাণামভ্যঙ্গশ্চাস্য শস্যতে।
তপস্ততশ্চ রাজেন্দ্র শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুতা ॥২২
যস্ত্বেতাং নিহিতশ্চর্য্যাং বানপ্রস্থশ্চরেন্মুনিঃ।
স দহত্যগ্নিবদ্ দোষান্ জয়েল্লোকাংশ্চ শাশ্বতান্ ॥২৩
চতুর্থশ্চাশ্রমো ভিক্ষোঃ প্রোচ্যতে যো মনীষিভিঃ।
তস্য স্বরূপং গদতো মম শ্রোতুং নৃপার্হসি ॥২৪

যে সকল পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী ভিক্ষা দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, গৃহস্থই তাঁহাদের আশ্রয়; সেই জন্য গার্হস্থ আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়নের কার্য্যে, তীর্থস্নানের নিমিত্ত এবং পৃথিবীদর্শনের জন্য পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই আহার-সংস্থান বা গৃহ প্রভৃতি নাই। তাঁহারা ভ্রমণক্রমে সায়ংকালে যে স্থলে উপস্থিত হন, তাহাই তাঁহাদের গৃহ। গৃহস্থ এই সকল ব্যক্তির আশ্রয় ও সস্নেহে দেহপোষণের কারণ। রাজন্! এই সকল ব্যক্তি যখন গৃহে উপস্থিত হইবেন, তখন গৃহস্থ স্বাগত জানাইয়া ও কুশল-জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক মধুর-বাক্য বলিবে এবং সামর্থ্যানুসারে আহার, আসন ও শয্যা প্রদান করিবে। অতিথি হতাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যান, সেইব্যক্তি অতিথির দুষ্কৃত গ্রহণ করে এবং অতিথি গৃহস্থের সঞ্চিত পুণ্য লইয়া গমন করেন। অতিথির প্রতি অবজ্ঞা, অহঙ্কারপ্রকাশ, দম্ভ, দান করিয়া পরিতাপ, প্রত্যাখ্যান ও নিষ্ঠুরতা—এই সমুদায় গৃহস্থের উচিত নহে। যে গৃহস্থ এই সকল উত্তম বিধির অনুষ্ঠান করেন, তিনি সমুদায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে উত্তম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! গৃহস্থ এইরূপ গৃহস্থের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া পরিণতবয়স হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিবেন। হে নৃপ! অনন্তর বনে বাস করিয়া কেশ শ্মশ্রু (দাড়ি) ও জটা ধারণ পূর্ব্বক ফল, মূল ও বৃক্ষের পত্র আহার করিয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার অতিথিপূজা করিবেন। চর্ম্ম, কাশ ও কুশ দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন। হে নরেশ্বর! এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা স্নানও বনবাসীর প্রশস্ত কর্ম্ম।১১-২০

হে রাজন্! দেবতাপূজা, হোম, অভ্যাগত ব্যক্তি সকলের পূজা, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান এবং দেবতোদ্দেশে পূজোপহার প্রদানও বনবাসীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম। হে রাজশ্রেষ্ঠ! গাত্রে বনজ তৈল মাখিবেন এবং শীত গ্রীষ্ম সহ্যপূর্ব্বক তপস্যা করিবেন। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে বানপ্রস্থাশ্রমে মুনিব্যবহার করেন, তিনি অগ্নির ন্যায় আত্মদোষ সমুদায় দগ্ধ করিয়া অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।২১-২৩

পুত্রদ্রব্যকলত্রেষু ত্যক্তস্নেহো নরাধিপ।
চতুর্থমাশ্রমং স্থানং গচ্ছেন্নির্ধূতমৎসরঃ ॥২৫
ত্রৈবর্গিকাংস্ত্যজেৎ সর্ব্বানারম্ভানবনীপতে।
মিত্রাদিষু সমো মৈত্রঃ সমস্তেষ্বেব জন্তুষু ॥২৬
জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্বচিৎ।
যুক্তঃ কুর্ব্বীত ন দ্রোহং সর্ব্বসঙ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥২৭
একরাত্রস্থিতির্গ্রামে পঞ্চরাত্রস্থিতিঃ পুরে।
তথা তিষ্ঠেদ্ যথা প্রীতির্দ্বেষো বাস্য ন জায়তে ॥২৮
প্রাণযাত্রানিমিত্তশ্চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
কালে প্রশস্তবর্ণানাং ভিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্ গৃহান্ ॥২৯
কামঃ ক্রোধস্তথা দর্পমোহলোভাদয়শ্চ যে।
তাংস্তু দোষান্ পরিত্যজ্য পরিব্রাড্ নির্ম্মমো ভবেৎ ॥৩০

অভয়ং সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো দত্ত্বা যশ্চরতে মুনিঃ।
ন তস্য সর্ব্বসত্ত্বেভ্যো ভয়মুৎপদ্যতে ক্বচিৎ ॥৩১
কৃত্বাগ্নিহোত্রং স্বশরীরসংস্থং
শারীরমগ্নিং স্বমুখে জুহোতি।
বিপ্রস্তু ভিক্ষোপগতৈর্হবির্ভি-
শ্চিতাগ্নিনা স ব্রজতি স্ম লোকান্ ॥৩২
মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং
শুচিঃ স্বসঙ্কল্পিতবুদ্ধিযুক্তঃ।
অনিন্ধনং জ্যোতিরিব প্রশান্তং
স ব্রহ্মলোকং জয়তি দ্বিজাতিঃ ॥৩৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে
নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে নৃপ! পণ্ডিতেরা যে চতুর্থ আশ্রমকে ভিক্ষুর আশ্রম বলেন, এক্ষণে সেই ভিক্ষুর আশ্রমের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। হে নরাধিপ! তৃতীয় আশ্রমের পর পুত্র, স্ত্রী ও সমুদায় দ্রব্যে স্নেহশূন্য হইয়া মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করত চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে। হে রাজন্! ভিক্ষু—ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন এবং শত্রু, মিত্র ও ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, মন বা কর্ম্মদ্বারা জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সহিত সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। গ্রামে একরাত্রি ও নগরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিবেন; ইহার অধিক কাল থাকিবেন না। ইহার মধ্যেও যেখানে প্রীতি জন্মে ও দ্বেষ না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহারনিষ্পন্ন হইয়া যাইবে, সেই সময়ে ভিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। পরিব্রাজক ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, মোহ, লোভ প্রভৃতি দোষসকলপরিত্যাগ করিয়া মমতাশূন্য হইবেন। যে মুনি সর্ব্বজীবকে অভয় দান করিয়া বিচরণ করেন, সকল জীব হইতেও তাঁহার কখনও ভয় উৎপন্ন হয় না। যে ব্রাহ্মণ চতুর্থ আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভিক্ষান্নরূপ হবিঃসমূহ দ্বারা নিজ মুখে হোম করিয়া চৈতন্য অগ্নি দ্বারা কর্ম্মসকল দহন করেন, তিনি উত্তম লোক (ব্রহ্মলোক—মুক্তি) প্রাপ্ত হন। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভিন্ন সকল মিথ্যা, সমুদায় জগৎ ব্রহ্মেরই সঙ্কল্প-রচিত, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যথোক্ত বিধানে পরম পবিত্র মোক্ষের কারণ চতুর্থ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি ইন্ধনহীন জ্যোতিঃস্বরূপ প্রশান্ত ব্রহ্মলোক জয় করিবেন।২১-৩৩

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[জাতকর্মাদিক্রিয়ায়াঃ কন্যায়াশ্চ লক্ষণনিরূপণম্ ।]

সগর উবাচ ।

কথিতঞ্চাতুরাশ্রম্যং চাতুর্ব্বর্ণ্যক্রিয়া তথা ।
পুংসঃ ক্রিয়ামহং শ্রোতুমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম ॥১

নিত্যাং নৈমিত্তিকীং কাম্যাং ক্রিয়াং পুংসামশেষতঃ
সমাখ্যাহি ভৃগুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥২

ঔর্ব্ব উবাচ ।

যদেতদুক্তং ভবতা নিত্যনৈমিত্তিকাশ্রিতম্ ।
তদহং কথয়িষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥৩

জাতস্য জাতকর্ম্মাদিক্রিয়াকাণ্ডমশেষতঃ ।
পুত্রস্য কুর্ব্বীত পিতা শ্রাদ্ধঞ্চাভ্যুদয়াত্মকম্ ॥৪

যুগ্মাংস্তু প্রাঙ্মুখান্ বিপ্রান্ ভোজয়েন্মনুজেশ্বর ।
যথাবৃত্তি তথা কুর্য্যাদ্ দৈবং পিত্র্যং দ্বিজন্মনাম্ ॥৫

দধ্না যবৈঃ সবদরৈর্মিশ্রান্ পিণ্ডান্ মুদা যুতঃ ।
নান্দীমুখেভ্যস্তীর্থেন দদ্যাদ্দৈবেন পার্থিব ॥৬

প্রাজাপত্যেন বা সর্ব্বমুপচারং প্রদক্ষিণম্ ।
কুর্ব্বীত তত্তথাশেষবৃদ্ধিকালেষু ভূপতে ॥৭

ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি ।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্ ॥৮

শর্ম্মেতি ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংশ্রয়ম্ ।
গুপ্তদাসান্তকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য-শূদ্রয়োঃ ॥৯

নার্থহীনং নবাশস্তং নাপশব্দযুতং তথা ।
নামঙ্গল্যং জুগুপ্স্যং বা নাম কুর্য্যাৎ সমাক্ষরম্ ॥১০

নাতিদীর্ঘং ন হ্রস্বং বা নাতিগুর্ব্বক্ষরান্বিতম্ ।
সুখোচ্চার্য্যন্তু তন্নাম কুর্য্যাদ্ যৎ প্রবণাক্ষরম্ ॥১১

ততোঽনন্তরসংস্কারসংস্কৃতো গুরুবেশ্মনি ।
যথোক্তং বিধিমাশ্রিত্য কুর্য্যাদ্ বিদ্যাপরিগ্রহম্ ॥১২

গৃহীতবিদ্যো গুরবে দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।
গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য্যাদ্ দারপরিগ্রহম্ ॥১৩

দশম অধ্যায়

[জাতকর্মাদি ক্রিয়া ও কন্যার লক্ষণ-নিরূপণ ।]

সগর বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি চতুরাশ্রমের কর্ম্ম ও চতুর্বর্ণের ক্রিয়া সকল বলিলেন, এক্ষণে আপনার নিকট মনুষ্যের জাতকর্ম্ম আদি ক্রিয়া শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আমি জানি যে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি মানবগণের নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মসমূহ অশেষপ্রকারে বলুন।১-২

ঔর্ব্ব কহিলেন,—নৃপ! আপনি যে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ করুন। পুত্র জন্মিলে পিতা তাহার জাতকর্ম্ম প্রভৃতি অশেষ ক্রিয়াকাণ্ড ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধসময়ে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবেন এবং স্বকীয় কুল-ব্যবহার ক্রমে ব্রাহ্মণগণের দেবপক্ষের ও পিতৃপক্ষের শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিতে হইবে। হে রাজন্! সন্তুষ্টচিত্তে দধি, যব ও বদরমিশ্রিত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া দৈবতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলা হয়।) নান্দীমুখ পিতৃগণকে প্রদান করিবে। অথবা প্রজাপতি-তীর্থ অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলি-মূল দ্বারাই সমুদায় উপচারদ্রব্য প্রদান করিবে। হে ভূপতে! সমুদায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধই প্রাদক্ষিণ্য (বাম হইতে দক্ষিণ এইভাবে) ক্রমে করা কর্ত্তব্য। অনন্তর পুত্রজন্মের পর হইতে দশম দিবস অতীত হইলে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পুরুষের নাম পুরুষ-বাচক হইবে। নামের প্রথম দেবতার নাম ও শেষে শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতির যোগ করিবে। ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের নামের শেষে বর্ম্মা ও বৈশ্য-শূদ্রের নামের শেষে (যথাক্রমে) গুপ্ত-দাস প্রভৃতি যোগ করা উচিত। অর্থহীন, অপ্রশস্ত, অপশব্দযুক্ত, অমঙ্গলকর ও নিন্দিত নাম ব্যবহার করিবে না। নামের অক্ষরগুলি সম হওয়া উচিত।৩-১০

পিতা,—অনতিদীর্ঘ, অনতিহ্রস্ব, বেশী পরিমাণে যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট নহে—এমন সুখোচ্চার্য্য মধুর-অক্ষর নাম রক্ষা করিবেন। অনন্তর বালক তৎপরবর্ত্তী সংস্কারে

ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্ ।
গুরোঃ শুশ্রূষণং কুর্য্যাৎ তৎপুত্রাদেরথাপি বা ॥১৪
বৈখানসো বাপি ভবেৎ প্রব্রজেদ্ বা যথেচ্ছয়া ।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যাদৃক্ তাদৃক্ কুর্য্যান্মহীপতে ॥১৫
বর্ষৈরেকগুণাং ভার্য্যামুদ্বহেৎ ত্রিগুণঃ স্বয়ম্ ।
নাতিকেশামকেশাং বা নাতিকৃষ্ণাং ন পিঙ্গলাম্ ॥১৬
নিসর্গতো বিকলাঙ্গীমধিকাঙ্গীঞ্চ নোদ্বহেৎ ।
নাবিশুদ্ধাং সরোগাং বাহকুলজাং বাতিরোগিণীম্ ॥১৭
ন দুষ্টাং দুষ্টবাচাটাং ব্যঙ্গিনীং পিতৃমাতৃতঃ ।
ন শ্মশ্রুব্যঞ্জনবতীং ন চৈব পুরুষাকৃতিম্ ॥১৮
ন ঘর্ঘরস্বরাং ক্ষাম-বাক্যাং কাকস্বরাং ন চ ।
নানিবদ্ধেক্ষণাং তদ্বদ্ বৃত্তাক্ষীং নোদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্ ॥১৯
যস্যাশ্চ লোমশে জঙ্ঘে গুল্ফৌ যস্যাস্তথোন্নতৌ ।
গণ্ডয়োঃ কূপকৌ যস্যা হসন্ত্যাস্তাঞ্চ নোদ্বহেৎ ॥২০

নোদ্বহেৎ তাদৃশীং কন্যাং প্রাজ্ঞঃ কার্য্যবিশারদঃ ।
নাতিরুক্ষচ্ছবিং পাণ্ডুকরজামরুণেক্ষণাম্ ॥২১
আপীনহস্তপাদাঞ্চ ন কন্যামুদ্বহেদ্ বুধঃ ।
ন বামনাং নাতিদীর্ঘাং নোদ্বহেৎ সংহতভ্রুবম্ ॥২২
ন চাতিচ্ছিদ্রদশনাং ন করালমুখীং নরঃ ।
পঞ্চমীং মাতৃপক্ষাচ্চ পিতৃপক্ষাচ্চ সপ্তমীম্ ॥২৩
গৃহস্থস্তূদ্বহেৎ কন্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ ।
ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ ॥২৪
গান্ধর্ব-রাক্ষসৌ চান্যৌ পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥২৫
এতেষাং যস্য যো ধর্ম্মো বর্ণস্যোক্তো মহর্ষিভিঃ ।
কুর্ব্বীত দারাহরণং তেনান্যং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥২৬
সধর্ম্মচারিণীং প্রাপ্য গার্হস্থ্যং সহিতস্তয়া ।
সমুদ্বহেদ্ দদাত্যেষা সম্যগূঢ়া মহাফলম্ ॥২৭
ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

সংস্কৃত হইয়া গুরুগৃহে গমন করিয়া যথোক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া বিদ্যা অর্জনে রত হইবে। হে ভূপাল! পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করত গৃহস্থ হইবার ইচ্ছায় বিবাহ করিবে; অথবা সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে এবং গুরুর বা গুরুপুত্রাদির শুশ্রূষা করিবে কিংবা পূর্ব্বে যে প্রকার সঙ্কল্প থাকে, তদনুসারে বনবাসী হইবে অথবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। যিনি গৃহস্থাশ্রমী, তিনি আপনার বয়সের তৃতীয়াংশ বয়ঃক্রম এমন কন্যাকে বিবাহ করিবেন। যে কন্যা অতিকেশা বা অল্পকেশা, অতি কৃষ্ণবর্ণা বা পিঙ্গলবর্ণা, স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গী, অধিকাঙ্গী, অবিশুদ্ধা, রুগ্নশরীরা, মন্দকুলোৎপন্না, অতিশয় রোগপীড়িতা, দুষ্টা, কটুভাষিণী, পিতামাতার অঙ্গবিকার জন্য বিকৃতাঙ্গী, শ্মশ্রুচিহ্নবিশিষ্টা, পুরুষাকারা, ঘর্ঘরস্বরা, অতিক্ষীণবচনা, কাকস্বরা, পক্ষ্মশূন্য-নেত্রা বা বৃত্তনয়না হইবে, তাহাকে বিবাহ করিবেন না। যাহার জঙ্ঘাদ্বয় লোমশ, যাহার গুল্ফ উন্নত, হাস্য করিবার কালে যাহার গণ্ডদ্বয়ে গর্ত্ত হয়, তাহাকে বিবাহ করিবেন না।১১-২০

যাহার আকার অতিশয় রুক্ষ, যাহার নখ পাণ্ডুবর্ণ ও যাহার নয়ন রক্তবর্ণ—এবংবিধ কন্যাকে কর্ম্মদক্ষ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিবাহ করিবেন না। যাহার হস্ত ও পদ ঈষৎ স্থূল, ঈদৃশ কন্যাকে পণ্ডিত ব্যক্তি বিবাহ করিবেন না। যাহার শরীর অতি খর্ব্ব বা অতি দীর্ঘ, যাহার ভ্রূযুগল পরস্পর মিলিত, পণ্ডিত ব্যক্তি ঈদৃশ কন্যা বিবাহ করিবেন না। যাহার দন্তমধ্যে অধিক ছিদ্র আছে, যাহার মুখ করাল,—ঈদৃশ কন্যাকে এবং মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যাকেও বিবাহ করিবেন না। হে রাজন্! গৃহস্থ ব্যক্তি যথাশাস্ত্র ন্যায়ানুগত বিধি অনুসারে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও সর্ব্বাধম পৈশাচ—এই আট প্রকার বিবাহ আছে। এই সকল বিবাহের মধ্যে যে বর্ণের যে বিবাহ ধর্ম্মসম্মত বলিয়া মহর্ষিরা বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বিবাহ-বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিবে, কিন্তু পৈশাচিক বিবাহ করা উচিত নহে। এইরূপে গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তি বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত গার্হস্থ্য কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিবেন। (যেহেতু) সহধর্ম্মচারিণী পত্নী যথাশাস্ত্র বিবাহিতা পত্নী মহাফল প্রদান করেন।২১-২৭

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশঃ অ ঃ

[গৃহস্থসদাচারাণাং মূত্র-পুরীষোৎসর্গাদিবিধেশ্চ বর্ণনম্ ।]

সগর উবাচ ।

গৃহস্থস্য সদাচারং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং মুনে ।
লোকাদস্মাৎ পরস্মাচ্চ যমাতিষ্ঠন্ন হীয়তে ॥১

ঔর্ব্ব উবাচ ।

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল সদাচারস্য লক্ষণম্ ।
সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥২
সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥৩
সপ্তর্ষয়োঽথ মনবঃ প্রজানাং পতয়স্তথা ।
সদাচারস্য বক্তারঃ কর্ত্তারশ্চ মহীপতে ॥৪
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুস্থে চ মানসে মতিমান্ নৃপ ।
বিশুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্ ॥৫
অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ ।
দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সমদর্শিতা ॥৬
পরিত্যজেদর্থ-কামৌ ধর্ম্মপীড়াকরৌ নৃপ ।
ধর্ম্মমপ্যসুখোদর্কং লোকবিদ্বিষ্টমেব চ ॥৭
ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বর ।
নৈঋর্ত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ ॥৮
দূরাদাবসথান্মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎসৃজেৎ ।
পদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন গৃহাঙ্গনে ॥৯
আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোসূর্য্যাগ্ন্যনিলাংস্তথা ।
গুরুদ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥১০
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে জনসংসদি ।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরুষর্ষভ ॥১১

একাদশ অধ্যায়

[গৃহস্থ সদাচার ও মল-মূত্রত্যাগাদি বিধির বর্ণনা ।]

সগর বলিলেন,—হে মুনে! যে সদাচার অনুষ্ঠান করিলে গৃহস্থ ইহলোকে ও পরলোকে সুখহীন এবং ধর্ম্মচ্যুত না হয়, তাদৃশ সদাচার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে পৃথিবীপাল! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুন। সদাচারপরায়ণ মনুষ্য ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়া থাকেন। সৎ শব্দের অর্থ সাধু। যাঁহারা দোষশূন্য, তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। সেই সাধুদিগের যে আচার, তাহারই নাম সদাচার। হে মহীপতে! সপ্তর্ষিগণ, মনুগণ ও প্রজাপতিগণ, এই সদাচারের বক্তা ও কর্ত্তা। হে নৃপ! ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি জাগরিত হইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মের সহিত অবিরোধ অর্থচিন্তা করিবে। ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ের অবিরোধে কামচিন্তাও করিবে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মধ্যে কাহারও দৃষ্ট বা অদৃষ্টরূপে হানি না হয়, এইজন্য ত্রিবর্গের প্রতিই সমান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। হে নৃপ! ধর্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কাম পরিত্যাগ করিবে। যে ধর্ম পরিণামে অসুখকর বা সমাজবিরুদ্ধ, তাদৃশ ধর্মও অনুষ্ঠান করিবে না। হে রাজন্! অনন্তর প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামের নৈঋর্তকোণে বাণ নিক্ষেপের সীমা অতিক্রম করিয়া বাসস্থান হইতে দূরদেশে মলমূত্র ত্যাগ করিবে। গৃহাঙ্গনে পাদপ্রক্ষালনের জল বা উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ত্যাগ করিবে না। নিজের ছায়ার উপর, বৃক্ষচ্ছায়ার উপর এবং গো, গুরু, ব্রাহ্মণ ও বায়ু বা অগ্নির সম্মুখে অথবা সূর্য্যাভিমুখে পণ্ডিত ব্যক্তি প্রস্রাব করিবেন না।১-১০

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! হলাদি দ্বারা কৃষ্টভূমিতে, শস্যক্ষেত্র মধ্যে, গোষ্ঠ মধ্যে, জনসমাজে, পথিমধ্যে, নদ্যাদিতীর্থে,

নাপ্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনম্ ॥১২
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গঞ্চ পার্থিব ॥১৩
তৃণৈরাস্তীর্য্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥১৪
বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ॥১৫
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ ভূমিপ।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥১৬
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ ॥১৭
অচ্ছেনাগন্ধফেনেন জলেনাবুদ্বুদেন চ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথা দদ্যাৎ সমাহিতঃ ॥১৮
নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রিশৌচস্তু পাদাবভ্যুক্ষ্য বৈ পুনঃ।
ত্রিঃ পিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥১৯
শীর্ষণ্যানি ততঃ স্বানি মূর্দ্ধানঞ্চ নৃপালভেৎ।
বাহু নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি সংস্পৃশেৎ ॥২০
আচান্তশ্চ ততঃ কুর্য্যাৎ পুমান্ কেশপ্রসাধনম্।
আদর্শাঞ্জনমাঙ্গল্যদূর্ব্বাদ্যালভনানি চ ॥২১
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মেণ বৃত্ত্যর্থঞ্চ ধনার্জ্জনম্।
কুর্ব্বীত শ্রদ্ধাসম্পন্নো যজেচ্চ পৃথিবীপতে ॥২২
সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসংস্থাশ্চ সংস্থিতাঃ।
ধনে যতো মনুষ্যাণাং যতেত্তাতো ধনার্জ্জনে ॥২৩
নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু চ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ ॥২৪
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে ॥২৫
শুচিবস্ত্রধরঃ স্নাতো দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
তেষামেব হি তীর্থেন কুর্বীত সুসমাহিতঃ ॥২৬
ত্রিরপঃ প্রীণনার্থায় দেবানামপবর্জ্জয়েৎ।
তথর্ষীণাং যথান্যায়ং সকৃচ্চাপি প্রজাপতেঃ ॥২৭

জলমধ্যে, জলাশয়ের তীরে অথবা শ্মশানে মূত্র ও পুরীষ (মল) পরিত্যাগ করিবে না। হে রাজন্! কোন ব্যাঘাত না থাকিলে পণ্ডিত ব্যক্তি দিবাভাগে উত্তরমুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মলমূত্রত্যাগ করিবেন। পুরীষোৎসর্গকালে মৃত্তিকার উপর কতকগুলি তৃণ বিছাইবে, বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিবে, সে স্থানে অধিক সময় বসিয়া থাকিবে না, কথা কহিবে না। শৌচকালে বল্মীক (উঁই) কর্ত্তৃক এবং ইন্দুর কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকা, আর্দ্রমৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ-মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে না। কীটযুক্ত মৃত্তিকা এবং হলোৎখাত মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে। এই সকল ভিন্ন আর আর সকল মৃত্তিকা দ্বারা শৌচনির্ব্বাহ হইতে পারে। লিঙ্গে একবার, গুহ্যদেশে তিনবার, বামহস্তে দশবার ও হস্তদ্বয়ে সাতবার মৃত্তিকা লেপন করিলে শৌচনির্ব্বাহ হয়। অনন্তর গন্ধ ও ফেনশূন্য নির্ম্মল বুদ্বুদহীন জলে আচমন করিবে। আচমনের পূর্ব্বে একাগ্রমনে পুনর্ব্বার মৃত্তিকা গ্রহণ করত পাদশৌচ করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিবে। পরে তিনবার মুখমধ্যে জল গ্রহণ করিয়া দুইবার মুখ মার্জ্জন করিবে। তৎপরে মস্তক, ইন্দ্রিয় সকল, ব্রহ্মরন্ধ্র, বাহুদ্বয়, নাভি ও হৃদয়—এই সমুদয় স্থান যথাক্রমে সজল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে।১১-২০

এইরূপে শৌচ সাধনপূর্ব্বক স্নানান্তে আচমন করিয়া কেশপ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইবে; আদর্শ (দর্পণ), অঞ্জন, দূর্ব্বা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহের যথারীতি ব্যবহার করিবে। হে ভূপতে! এই সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে গৃহস্থ জীবিকার জন্য জাতীয় ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন করিবে এবং শ্রদ্ধা-সহকারে যাগানুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হইবে। অগ্নিষ্টোমাদি সোমসংস্থা, অগ্ন্যাধেয়াদি হবিঃসংস্থা, অষ্টকাদি পাকসংস্থা,—এই সমুদায় ধর্ম্ম্য কর্ম্ম ধন দ্বারাই সম্পন্ন হয়; সুতরাং মনুষ্য ধন উপার্জ্জন করিতে যত্ন করিবে। অনন্তর নিত্যক্রিয়ার জন্য নদী, নদ, তড়াগ কিংবা দেবখাতে অথবা পর্ব্বতপ্রস্রবণে স্নান করিবে। এইসকলের

পিতৃণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবীপতে।
পিতামহেভ্যশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্ ॥২৮
মাতামহায় তৎপিত্রে তৎপিত্রে চ সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ পৈত্রেণ তীর্থেন কাম্যঞ্চান্যৎ শৃণুষ্ব মে ॥২৯
মাত্রে প্রমাত্রে তন্মাত্রে গুরুপত্ন্যৈ তথা নৃপ।
গুরবে মাতুলাদীনাং স্নিগ্ধমিত্রায় ভূভুজে ॥৩০
ইদঞ্চাপি জপেদম্বু দদ্যাদাত্মেচ্ছয়া নৃপ।
উপকারায় ভূতানাং কৃতদেবাদিতর্পণঃ ॥৩১
দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
পিশাচা গুহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ ॥৩২
জলেচরা ভূমিলয়া বায়্বাহারাশ্চ জন্তবঃ।
প্রীতিমেতে প্রয়াস্ত্বাশু মদ্দত্তেনাম্বুনাখিলাঃ ॥৩৩
নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া ॥৩৪
যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩৫
যত্র কচন সংস্থানাং ক্ষুত্তৃষ্ণোপহতাত্মনাম্।
ইদমপ্যক্ষয়ঞ্চাস্তু ময়া দত্তং তিলোদকম্ ॥৩৬
কাম্যোদকপ্রদানন্তে ময়ৈতৎ কথিতং নৃপ।
যদ্দত্ত্বা প্রীণয়ত্যেতন্মনুষ্যঃ সকলং জগৎ ॥৩৭
জগদাপ্যায়নোদ্ভূতং পুণ্যমাপ্নোতি চানঘ।
দত্ত্বা কাম্যোদকং সম্যগেতেভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ॥৩৮
আচম্য চ ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিম্।
নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥৩৯
ততো গৃহার্চ্চনং কুর্য্যাদভীষ্টসুরপূজনম্।
জলাভিষেকপুষ্পাণাং ধূপাদেশ্চ নিবেদনৈঃ ॥৪০

অভাবে কূপ হইতে জল তুলিয়া ভূমিতে অথবা কূপোদক গৃহে আনিয়া স্নান করিবে। কোন কারণে এই ভূমিতে সকল পদার্থের সমাবেশ না ঘটিলে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করত শুচি হইয়া সমাহিতচিত্তে সেই সেই তীর্থে দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবে। দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার, ঋষিগণের প্রীতির নিমিত্ত তিন বার, প্রজাপতির প্রীতির নিমিত্ত একবার জল প্রদান করিবে। পৃথিবীপতে! এইরূপ পিতৃলোকের তৃপ্তির নিমিত্ত তিন বার জল প্রদান করিবে।* পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইঁহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা জল প্রদান করিবে। পরে কাম্য তর্পণ বলিতেছি আমার নিকট শ্রবণ কর। এই জল মাতার, ইহা প্রমাতার (পিতামহী ও মাতামহী), ইহা বৃদ্ধপ্রমাতার (প্রপিতামহী ও প্রমাতামহী) ইহা গুরুপত্নীর, ইহা গুরুর, ইহা মাতুলাদির, ইহা প্রিয় মিত্রগণের ও ইহা রাজার—এইরূপে মন্ত্র পাঠ করিয়া ইচ্ছাক্রমে অভিলষিত বন্ধুগণকে জল প্রদান করিবে। পরে সকল জীবগণের উপকারার্থ দেবাদি তর্পণ করিবে।২১-৩১

তাহার মন্ত্র,—দেবতা, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব্ব রাক্ষস, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ, কুষ্মাণ্ড, বৃক্ষ, পক্ষি এবং জলজন্তুগণ ও ভূতলস্থ কীটাদি-পবনাহারী প্রাণিগণ,—ইঁহারা সকলে আমার প্রদত্ত জল দ্বারা শীঘ্র পরিতৃপ্ত হউন। যে সকল প্রাণী বিবিধ নরকে অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিতেছে, তাহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত আমি এই জল প্রদান করিতেছি। যাঁহারা আমার বান্ধব, যাঁহারা আমার বান্ধব নহেন, যাঁহারা অন্য জন্মে আমার বান্ধব ছিলেন এবং যিনি আমার নিকট হইতে জল প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সকলেই মদ্দত্ত জল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হইয়া যে যেখানেই থাকুন, (তাঁহাদের উদ্দেশ্যে) আমার প্রদত্ত এই তিলোদক অক্ষয় হউক। হে নৃপ! কাম্যজল প্রদানের বিধি এই আমি তোমাকে বলিলাম, ইহা প্রদান করিয়া মনুষ্য অখিললোককে প্রীত করে। হে নিষ্পাপ! ইহার প্রদাতাও জগতের তৃপ্তিসম্পাদন জন্য পরম পুণ্য লাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে কাম্যোদক প্রদান পূর্ব্বক শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আচমন করত

* মৃতপিতৃকগণের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—এই তিন পুরুষের এবং জীবৎপিতৃকগণের পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ এই তিন পুরুষের তর্পণ বিধেয়।

অপূর্ব্বমগ্নিহোত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মণে ততঃ।
প্রজাপতিং সমুদ্দিশ্য দদ্যাদাহুতিমাদরাৎ ॥৪১
গুহ্যেভ্যঃ কশ্যপায়াথ ততোঽনুমতয়ে ক্রমাৎ।
তচ্ছেষং মণিকেঽন্ত্যোঽথ পর্জ্জন্যায় ক্ষিপেত্ততঃ ॥৪২
দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ মধ্যে চ ব্রহ্মণঃ ক্ষিপেৎ।
গৃহস্য পুরুষব্যাঘ্র দিগ্ দেবানপি মে শৃণু ॥৪৩
ইন্দ্রায় ধর্ম্মরাজায় বরুণায় তথেন্দবে।
প্রাচ্যাদিষু বুধো দদ্যাৎ হুতশেষাত্মকং বলিম্ ॥৪৪
প্রাগুত্তরে চ দিগ্ ভাগে ধন্বন্তরিবলিং বুধঃ।
নির্বপেদ্ বৈশ্বদেবঞ্চ কর্ম্ম কুর্য্যাদতঃ পরম্ ॥৪৫
বায়ব্যে বায়বে দিক্ষু সমস্তাসু ততো দিশাম্।
ব্রহ্মণে চান্তরিক্ষায় ভানবে প্রক্ষিপেদ্ বলিম্ ॥৪৬
বিশ্বেদেবান্ বিশ্বভূতানথো ভূতপতীন্ পিতৃন্।
যক্ষাণাঞ্চ সমুদ্দিশ্য বলিং দদ্যান্নরেশ্বর ॥৪৭
ততোঽন্যদন্নমাদায় ভূমিভাগে শুচৌ বুধঃ।
দদ্যাদশেষভূতেভ্যঃ স্বেচ্ছয়া তৎ সমাহিতঃ ॥৪৮

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥৪৯
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মণি বদ্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু ॥৫০
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু-
র্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু ॥৫১
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেত-
দহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূত-
মন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্ ॥৫২

সূর্য্যকে সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। তাহার মন্ত্র,—“নমো বিবস্বতে” ইত্যাদি। অনন্তর জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ, দীপ নিবেদন দ্বারা গৃহদেবতা ও স্বকীয় ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে।৩২-৪০

পরে প্রোক্ষণপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে, পরে প্রজাপতিকে যত্নের সহিত আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে গুহ্য, কশ্যপ ও অনুমতিকে যথাক্রমে জল প্রদান করিয়া তদবশিষ্ট জল, জলাশয়নিকটে জল ও মেঘকে উদ্দেশ করিয়া নিক্ষেপ করিবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দ্বারের দুই পার্শ্বে ধাতা ও বিধাতার উদ্দেশে ও মধ্যদেশে ব্রহ্মার উদ্দেশে জলপ্রদান করিবে। পরে গৃহের দিক্‌পালদিগের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। গৃহের পূর্ব্বে ইন্দ্রকে, দক্ষিণে ধর্ম্মরাজকে, পশ্চিমে বরুণকে এবং উত্তরে চন্দ্রকে হুতশেষ অন্নরূপ বলিপ্রদান করিবে। পূর্ব্ব-উত্তরদিকে ধন্বন্তরি-বলি ও বৈশ্বদেব-বলি প্রদান করিবে। তৎপরে নিম্ন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। হে রাজন্! বায়ুকোণে বায়ুকে, তৎপরে সমস্ত দিকে ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ ও ভানুকে বলি প্রদান করিবে। পরে বিশ্বেদেব, বিশ্বভূত, ভূতপতি, পিতৃ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলি প্রদান করিবে। অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে অন্য অন্ন লইয়া সমাহিতচিত্তে পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে তাহা প্রদান করিবেন। তাহার মন্ত্র—“দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষি, সিদ্ধ, যক্ষ, সর্প, দৈত্য, প্রেত, পিশাচ এবং তরুগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব আমার প্রদত্ত অন্ন ইচ্ছা করে, তাহারা এবং পিপীলিকা কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, আমি তাঁহাদের জন্য এই অন্ন প্রদান করিতেছি। তাঁহারা সকলেই ইহাতে পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন।৪১-৫০

যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাহাদের তৃপ্তির জন্য পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান

চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এষ
তত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং
তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু ॥৫৩
ইত্যুচ্চার্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ ॥৫৪
শ্ব-চণ্ডাল-বিহঙ্গানামেকং দদ্যাৎ ততো নরঃ।
যে চান্যে পতিতাঃ কেচিদপাত্রা ভুবি মানবাঃ ॥৫৫
ততো গোদোহমাত্রং বৈ কালং তিষ্ঠেদ্ গৃহাঙ্গনে।
অতিথিগ্রহণার্থায় তদূর্দ্ধং বা যথেচ্ছয়া ॥৫৬
অতিথিং তত্র সম্প্রাপ্তং পূজয়েৎ স্বাগতাদিনা।
তথাসনপ্রদানেন পাদপ্রক্ষালনেন চ ॥৫৭
শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন প্রিয়প্রশ্নোত্তরেণ চ।
গচ্ছতশ্চানুযাতেন প্রীতিমুৎপাদয়েদ্ গৃহী ॥৫৮
অজ্ঞাতকুলনামানমন্যতঃ সমুপাগতম্।
পূজয়েদতিথিং সম্যক্ নৈকগ্রামনিবাসিনম্ ॥৫৯
অকিঞ্চনমসম্বন্ধমন্যদেশাৎ সমাগতম্।
অসম্পূজ্যাতিথিং ভুঞ্জন্ ভোক্তুকামং ব্রজত্যধঃ ॥৬০
স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপৃষ্ট্বা চ তথা কুলম্।
হিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী ॥৬১
পিত্রর্থঞ্চাপরং বিপ্রমেকমপ্যাশয়েন্নৃপ।
তদ্দেশ্যং বিদিতাচারসম্ভূতিং পঞ্চযজ্ঞিয়ম্ ॥৬২
অন্নাগ্রঞ্চ সমুদ্ধৃত্য হন্তকারোপকল্পিতম্।
নিবাপভূতং ভূপাল শ্রোত্রিয়ায়োপকল্পয়েৎ ॥৬৩
দদ্যাচ্চ ভিক্ষাত্রিতয়ং পরিব্রাড্‌ব্রহ্মচারিণাম্।
ইচ্ছয়া চ নরো দদ্যাদ্ বিভবে সত্যবারিতম্ ॥৬৪
ইত্যেতেঽতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ প্রাগুক্তা ভিক্ষবশ্চ মে।
চতুরঃ পূজয়িত্বৈতান্ নৃযজ্ঞর্ণাৎ প্রমুচ্যতে ॥৬৫

করিলাম, এক্ষণে তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষ লাভ করুন। নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি—সকলই বিষ্ণুস্বরূপ ; কারণ, বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। এইজন্য সমুদয় ভূতসমূহ আমা হইতে ভিন্ন নহে। আমি সমুদয় জীবস্বরূপ ; অন্ন (সমুদায় প্রাণিবর্গের) তৃপ্তির জন্য প্রদান করিলাম। চতুর্দ্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণীকেই তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান করিলাম, এক্ষণে তাহারা সকলেই প্রমোদ লাভ করুন। গৃহস্থ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন প্রদান করিবে ; যেহেতু, গৃহস্থই সকলের আশ্রয়। অনন্তর কুক্কুর, চণ্ডাল ও বিহঙ্গগণের মধ্যে একজনকে এবং যে কোন পতিত ও অপাত্র মনুষ্য আছে, তাহাদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে। পরে অতিথির জন্য গোদোহন কালমাত্র গৃহপ্রাঙ্গণে অপেক্ষা করিবে। অথবা ইচ্ছানুসারে তাহা অপেক্ষা অধিক কাল গৃহের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে স্বাগত-জিজ্ঞাসা, আসনপ্রদান, পাদপ্রক্ষালন, শ্রদ্ধার সহিত অন্নদান, প্রিয় প্রশ্ন ও প্রিয় উত্তর দ্বারা এবং গমনকালে অনুগমন দ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিবে। যাহার কুল ও নাম অজ্ঞাত, অন্যদেশ হইতে যিনি সমাগত, ঈদৃশ অতিথির সম্যগ্‌ভাবে পূজা করিবে। কিন্তু এক গ্রামবাসী ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া পূজা করা উচিত নহে। যিনি অন্য দেশ হইতে সমাগত, যাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, যিনি পাথেয়াদি-রহিত, ঈদৃশ ভোজনার্থী অতিথির পূজা না করিয়া স্বয়ং গৃহস্থ যদি আহার করেন, তাহা হইলে তিনি অধো (নরক)গামী হন।৫১-৬০

গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তির গোত্র, শাখা, কুল, বিদ্যা প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া হিরণ্যগর্ভ (ভগবান্ বিষ্ণু) বিবেচনায় তাঁহার পূজা করিবে। হে নৃপ ! অনন্তর পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ও তদ্দেশীয় অন্য অন্তত একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের আচার ও কুল পরিজ্ঞাত থাকা উচিত। হে রাজন্ ! এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত ও পৃথক্ স্থাপিত অন্নাগ্র উদ্ধৃত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥৬৬
ধাতা প্রজাপতিঃ শক্রো বহ্নির্বসুগণোঽর্য্যমা।
প্রবিশ্যাতিথিমেবৈতে ভুঞ্জতেঽন্নং নরেশ্বর ॥৬৭
তস্মাদতিথিপূজায়াং যতেত সততং নরঃ।
স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যতিথিং বিনা ॥৬৮
ততঃ স্ববাসিনীদুঃখিগর্ভিণী-বৃদ্ধবালকান্।
ভোজয়েৎ সংস্কৃতান্নেন প্রথমং চরমং গৃহী ॥৬৯
অভুক্তবৎসু চৈতেষু ভুঞ্জন্ ভুঙ্‌ক্তে হি দুষ্কৃতম্।
মৃতশ্চ নরকং গত্বা শ্লেষ্মভুগ্ জায়তে নরঃ ॥৭০
অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূয়শোণিতম্।
অসংস্কৃতান্নভুঙ্ মূত্রং বালাদিপ্রথমং শকৃৎ ॥৭১
তস্মাচ্ছৃণুষ্ব রাজেন্দ্র যথা ভুঞ্জীত বৈ গৃহী।
ভুঞ্জতশ্চ তথা পুংসঃ পাপবন্ধো ন জায়তে ॥৭২

ইহ চারোগ্যমতুলং বলবৃদ্ধিস্তথা নৃপ।
ভবত্যনিষ্টশান্তিশ্চ বৈরিপক্ষাভিচারিকা ॥৭৩
স্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী ॥৭৪
কৃতজপ্যো হুতে বহ্নৌ শুদ্ধবস্ত্রধরো নৃপ।
দত্ত্বাতিথিভ্যো বিপ্রেভ্যো গুরুভ্যঃ সংশ্রিতায় চ ॥৭৫
পুণ্যগন্ধধরঃ শস্তমাল্যধারী নরেশ্বর।
নৈকবস্ত্রধরোঽথার্দ্রপাণিপাদো নরাধিপ ॥৭৬
বিশুদ্ধবদনঃ প্রীতো ভুঞ্জীত ন বিদিঙ্মুখঃ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি ন চৈবান্যমনা নৃপ ॥৭৭
অন্নং প্রশস্তং পথ্যঞ্চ প্রোক্ষিতং প্রোক্ষণোদকৈঃ।
ন কুৎসিতাহৃতং নৈব জুগুপ্সাবদসংস্কৃতম্ ॥৭৮
দত্ত্বা তু ভুক্তং শিষ্যেভ্যঃ ক্ষুধিতেভ্যস্তথা গৃহী
প্রশস্তশুদ্ধপাত্রেষু ভুঞ্জীতাকুপিতো নৃপ ॥৭৯

গৃহস্থ এইরূপে তিনপ্রকার ভিক্ষা প্রদান করিয়া যদি ঐশ্বর্য্য থাকে, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারীদিগকে অবারিত দান করিবে। শেষোক্ত এই তিন প্রকার অতিথি ও পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ, সমুদায়ে চারি প্রকার অতিথির অর্চ্চনাকারী গৃহস্থ নৃযজ্ঞরূপ ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। যাঁহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া গমন করেন, সেই গৃহস্বামী অতিথির পাপ সকল গ্রহণ করেন ; আর অতিথি গৃহস্বামী সঞ্চিত পুণ্য হরণ করিয়া গমন করেন। নরপতে। ধাতা, প্রজাপতি, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য ও বসুগণ অতিথি শরীরে প্রবেশ করিয়া অন্ন ভোজন করেন। অতএব অতিথিপূজা বিষয়ে সকলেই যত্ন করিবে। যে ব্যক্তি অতিথির অপেক্ষা না করিয়া একাকী ভোজন করে, সে কেবল পাপ ভোজন করে। অতিথিসেবার পর গৃহস্থ ব্যক্তি, স্ববাসিনী, গর্ভিণী, দুঃখার্ত্ত, বালক ও বৃদ্ধদিগকে সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিবে।৬১-৬৯

এই সকল ব্যক্তির ভোজন না হইলে গৃহীর আহার তাহার দুষ্কৃতাহার বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরকালে নরকে গমন করিয়া সে শ্লেষ্মভুক্ হইবে। যে ব্যক্তি স্নান না করিয়া ভোজন করে, সে মল ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, সে রক্ত ও পূয পান করে। যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, সে মূত্র পান করে। যে ব্যক্তি বালক বৃদ্ধ প্রভৃতির অগ্রে আহার করে, সে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র। যেরূপে গৃহস্থ ব্যক্তির ভোজন করা কর্ত্তব্য ও যেরূপ ভোজনে পাপ না জন্মে, তাহা শ্রবণ কর। বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে আহার করিলে ইহলোকে সমধিক আরোগ্য, বলবৃদ্ধি, অনিষ্ট-শান্তি ও শত্রুপক্ষের অভিচার হয়। গৃহস্থব্যক্তি স্নানানন্তর যথাবিধানে দেব, ঋষি ও পিতৃতর্পণ করত হস্তে প্রশস্ত রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণপূর্ব্বক প্রযত হইয়া আহার করিবে। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ বস্ত্র-পরিধানপূর্ব্বক জপ ও হোম করিয়া অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে আহার করাইবে। অনন্তর পবিত্র গন্ধপূর্ণ ও প্রশস্ত মাল্য ধারণ-পূর্ব্বক প্রীত, বিশুদ্ধবদন আর্দ্রপাণি (জলসিক্ত হস্ত) আর্দ্রপাদ (জলসিক্ত পদদ্বয়) হইয়া পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে মুখ করত ভোজন করিবে। ভোজনকালে একবস্ত্রধারী, বিদিঙ্মুখ (পশ্চিমাদিমুখে) বা অন্যমনা হওয়া

নাসন্দীসংস্থিতে পাত্রে নাদেশে চ নরেশ্বর।
নাকালে নাতিসঙ্কীর্ণে দত্ত্বাগ্রঞ্চ নরোঽগ্নয়ে ॥৮০
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং শস্তং ন চ পর্য্যুষিতং নৃপ।
অন্যত্র ফলমাংসেভ্যঃ শুষ্ক শাকাৎ তথৈব চ ॥৮১
তদ্বদ্ বাদরিকেভ্যশ্চ গুড়পক্বেভ্য এব চ।
ভুঞ্জীতোদ্ধৃতসারাণি ন কদাচিন্নরেশ্বর ॥৮২
নাশেষং পুরুষোঽশ্নীয়াদন্যত্র জগতীপতে।
মধ্বম্লদধিসর্পির্ভ্যঃ শক্তুভ্যশ্চ বিবেকবান্ ॥৮৩
অশ্নীয়াৎ তন্মনা ভূত্বা পূর্ব্বন্তু মধুরং রসম্।
লবণাম্লৌ তথা মধ্যে কটুতিক্তাদিকং ততঃ ॥৮৪
প্রাগ্ দ্রবং পুরুষোঽশ্নন্ বৈ মধ্যে চ কঠিনাশনম্
পুনরন্তে দ্রবাশী চ বলারোগ্যে ন মুঞ্চতি ॥৮৫
অনিন্দ্যং ভক্ষয়েদিত্থং বাগ্‌যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
পঞ্চগ্রাসান্মহামৌনং প্রাণাদ্যাপ্যায়নায় চ ॥৮৬

ভুক্ত্বা সম্যগথাচম্য প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা।
যথাবৎ পুনরাচামেৎ পাণী প্রক্ষাল্য মূলতঃ ॥৮৭
স্বস্থঃ প্রশান্তচিত্তস্তু কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
অভীষ্টদেবতানান্তু কুর্ব্বীত স্মরণং নরঃ ॥৮৮
অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বন্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ।
দত্তাবকাশং নভসা জরয়ত্বস্তু মে সুখম্ ॥৮৯
অন্নং বলায় মে ভূমেরপামগ্ন্যনিলস্য চ।
ভবত্যেতৎ পরিণতৌ মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥৯০
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা।
অন্নং পুষ্টিকরঞ্চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥৯১
অগস্তিরগ্নির্ব্বড়বানলশ্চ
ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং
যচ্ছত্বরোগো মম চাস্তু দেহে ॥৯২

উচিত নহে। অন্ন প্রশস্ত পথ্য ও প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে। কুৎসিত ব্যক্তি যে অন্ন আনিয়াছে, যাহা কদর্য্য বা অসংস্কৃত,—এতাদৃশ অন্ন আহার করিবে না। অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দানপূর্ব্বক অকুপিত হইয়া প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ পাত্রে আহার করিবে। হে নররাজ! কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্য স্থানে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে।৭০-৮০

হে রাজন্! প্রশস্ত অন্ন মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পর্য্যুষিত (বাসী) অন্ন ভোজন করিবে না। ফল, মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য। বাদরিক এবং গুড়পক্ব দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভক্ষণ করিবে না। যাহার সার উদ্ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে, ঈদৃশ বস্তুও কখন ভক্ষণ করিবে না। হে জগতীপতে। বিবেকী ব্যক্তি মধু, অম্ল, দধি, ঘৃত ও শক্তু (ছাতু) ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ করিয়া ভক্ষণ করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিবে। প্রথমতঃ মধুর, মধ্যে লবণ ও অম্ল এবং শেষে কটুতিক্তাদি রস আহার করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ দ্রবদ্রব্য, মধ্যে কঠিন, শেষে আবার দ্রবদ্রব্য ভোজন করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না। এই প্রকার রীতিতে অনিষিদ্ধ অন্ন আহার করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত আহারসময়ে বাগ্‌যত হইয়া থাকিবে এবং ভোজ্য অন্নের নিন্দা করিবে না। ভোজনারম্ভসময়ে মহামৌনী হুঙ্কারাদিবর্জ্জিত হইয়া পঞ্চগ্রাস ভক্ষণ করিবে। আহারান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে যথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত পুনর্ব্বার আচমন করিবে। অনন্তর আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক সুস্থ ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া অভীষ্ট দেবগণের স্মরণ করিবে। বায়ুকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্ত্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিবধাতু পরিপুষ্ট হউক এবং আমার সুখ হউক। অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু, এই সমুদায়ের শক্তি বর্দ্ধিত হউক এবং অন্নই ঐ ধাতুচতুষ্টয়রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হউক, আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক।৮১-৯০

বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহি-
প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেত-
দারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥৯৩
বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা।
সত্যেন তেন বৈ ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা ॥৯৪
ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমৃষ্য তথোদরম্।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥৯৫
সচ্ছাস্ত্রাদিবিনোদেন সন্মার্গাদ্যবিরোধিনা।
দিনং নয়েৎ ততঃ সন্ধ্যামুপতিষ্ঠেৎ সমাহিতঃ ॥৯৬
দিনান্তসন্ধ্যাং সূর্য্যেণ পূর্ব্বামৃক্ষৈর্যুতাং বুধঃ।
উপতিষ্ঠেদ্ যথান্যায়ং সম্যগাচম্য পার্থিব ॥৯৭
সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যয়োঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥৯৮
সূর্য্যেণাভ্যুদিতো যশ্চ ত্যক্তঃ সূর্য্যেণ চ স্বপন্।
অন্যত্রাতুরভাবাৎ তু প্রায়শ্চিত্তী ভবেন্নরঃ ॥৯৯
তস্মাদনুদিতে সূর্য্যে সমুত্থায় মহীপতে।
উপতিষ্ঠেন্নরঃ সন্ধ্যামস্বপংশ্চ দিনান্তজাম্ ॥১০০
উপতিষ্ঠন্তি যে সন্ধ্যাং ন পূর্ব্বাং ন চ পশ্চিমাম্।
ব্রজন্তি তে দুরাত্মানস্তামিস্রং নরকং নৃপ ॥১০১
পুনঃ পাকমুপাদায় সায়মপ্যবনীপতে।
বৈশ্বদেবনিমিত্তং বৈ পত্ন্যমন্ত্রং বলিং হরেৎ ॥১০২
তত্রাপি শ্বপচাদিভ্যস্তথৈবান্নাপবর্জ্জনম্।
অতিথিঞ্চাগতং তত্র স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্ বুধঃ ॥১০৩
পাদশৌচাসনপ্রহ্বস্বাগতোক্ত্যা চ পূজনম্।
ততশ্চান্নপ্রদানেন শয়নেন চ পার্থিব ॥১০৪
দিবাতিথৌ তু বিমুখে গতে যৎ পাতকং নৃপ।
তদেবাষ্টগুণং পুংসাং সূর্য্যোঢ়ে বিমুখে গতে ॥১০৫

এই অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পঞ্চ বায়ুর পুষ্টিকর হউক, আমারও ব্যাঘাত-রহিত সুখলাভ হউক। আমি যে সমুদায় অন্ন ভোজন করিয়াছি, তাহা অগস্তি, অগ্নি ও বড়বানল দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হউক এবং আমি অন্নপরিপাকজন্য সুখও লাভ করি, আমার শরীরও রোগহীন হউক। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত ইন্দ্রিয়, দেহ ও আত্মার শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি যে উপাসনা করি, সেই সত্য উপাসনার বলে এই মদ্ভুক্ত নানাবিধ অন্ন আরোগ্যপ্রদ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হউক। আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক। বিষ্ণু ভোক্তা, সেইরূপ অন্নও তিনি এবং তাহার পরিণামও বিষ্ণু—এই প্রকার ভাবনাময়-সত্য উপাসনাবলে আমার এই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হউক। গৃহস্থ ব্যক্তি এই সকল পূর্ব্বলিখিত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উদর মার্জ্জনা করিয়া আলস্য পরিত্যাগ করত অনায়াসসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সাধুসমাদৃত পথের অবিরোধী সৎ-শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা দ্বারা দিবসের শেষভাগ অতিবাহিত করিবে। অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সমাহিত-মানসে সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইবে। হে নৃপ! নক্ষত্র থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা ও সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে সায়ংসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। সন্ধ্যোপাসনাসময়ে যথাবিধি আচমন করিবে। হে নৃপ! সূতকাশৌচ, মৃতকাশৌচ, পীড়া ও ভয়—এই কয়েকটী বাধা না থাকিলে প্রতিদিনই সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি পীড়া ব্যতীত সূর্য্যের উদয় বা অস্তকালে শয়ন করিয়া থাকে, সে পাপী হয়। মহীপতে! এই কারণে গৃহস্থ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুত্থান-পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। দিনাবসানে সন্ধ্যাকালেও শয়ন না করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে।৯১-১০০॥

হে নৃপ! যে সকল দুরাত্মা প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা না করে, তাঁহারা অন্ধতামিস্র নামক নরকে গমন করে। অবনীপতে! সায়ংকালে গৃহস্থপত্নী পাক করিয়া অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক বৈশ্বদেব নিমিত্ত মন্ত্রহীন বলি প্রদান করিবে। এ সময়েও জ্ঞানবান্ পুরুষ,—চণ্ডাল-প্রভৃতি অসম্বল ব্যক্তিকে অন্ন প্রদান করিবে। যদি সায়ংকালে অতিথি উপস্থিত হন, তাহা হইলে যথাশক্তি তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। পাদোদকপ্রদান, আসনদান,

তস্মাৎ স্বশক্ত্যা রাজেন্দ্র সূর্য্যোঢ়মতিথিং নরঃ।
পূজয়েৎ পূজিতে তস্মিন্ পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥১০৬
অন্নশাকাম্বুদানেন স্বশক্ত্যা প্রীণয়েৎ পুমান্।
শয়নপ্রস্তরমহীপ্রদানৈরথবাপি তম্ ॥১০৭
কৃতপাদাদিশৌচশ্চ ভুক্ত্বা সায়ং ততো গৃহী।
গচ্ছেদস্ফুটিতাং শয্যামপি দারুময়ীং নৃপ ॥১০৮
নাবিশালাং ন বা ভগ্নাং নাসমাং মলিনাং ন চ।
ন চ জন্তুময়ীং শয্যামধিতিষ্ঠেদনাস্তৃতাম্ ॥১০৯
প্রাচ্যাং দিশি শিরঃ শস্তং যাম্যায়ামথবা নৃপ।
সদৈব স্বপতঃ পুংসো বিপরীতস্তু রোগদম্ ॥১১০
ঋতাবুপগমঃ শস্তঃ স্বপত্ন্যামবনীপতে।
পুন্নামর্ক্ষে শুভে কালে জ্যেষ্ঠযুগ্মাসু রাত্রিষু ॥১১১
নাস্নাতান্তু স্ত্রিয়ং গচ্ছেন্নাতুরাং ন রজস্বলাম্।
নানিষ্টাং ন প্রকুপিতাং নাপ্রশস্তাং ন গর্ভিণীম্ ॥১১২
নাদক্ষিণাং নান্যকামাং নাকামাং নান্যযোষিতম্।
ক্ষুৎক্ষামামতিভুক্তাং বা স্বয়ঞ্চৈভির্গুণৈর্যুতঃ ॥১১৩
স্নাতঃ স্রগ্গন্ধধৃক্ প্রীতো ন ধ্মাতঃ ক্ষুধিতোঽপি বা।
সকামঃ সানুরাগশ্চ ব্যবায়ং পুরুষো ব্রজেৎ ॥১১৪
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যাথ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥১১৫
তৈলস্ত্রীমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।
বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রয়াতি নরকং নৃপ ॥১১৬
অশেষপর্ব্বস্বেতেষু তস্মাৎ সংযমিভির্বুধৈঃ।
ভাব্যং সচ্ছাস্ত্রদেবেজ্যাধ্যানজপ্যপরৈর্নরৈঃ ॥১১৭
নান্যযোনাবযোনৌ বা নোপযুক্তৌষধস্তথা।
দেবদ্বিজগুরূণাঞ্চ ব্যবায়ী নাশ্রমে ভবেৎ ॥১১৮
চৈত্যচত্বরতীর্থেষু গোষ্ঠে নৈব চতুষ্পথে।
নৈব শ্মশানোপবনসলিলেষু মহীপতে ॥১১৯

নম্রতাপ্রকাশ, কুশলপ্রশ্ন, অন্নপ্রদান ও শয্যাদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। হে রাজন্! দিবাভাগে অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে যে পরিমাণে পাপ হয়, সূর্য্যাস্তগমনের পর অতিথি বিমুখ হইয়া গমন করিলে তাহার অষ্টগুণ পাপ হয়। হে রাজেন্দ্র! এইজন্য সূর্য্যাস্তগমনের পর সমাগত অতিথিকে সামর্থ্যানুসারে পূজা করিবে। রাত্রিকালে অতিথি পুজিত হইলে সমুদায় দেবতার পূজা করা হয়। ভোজনার্থ শাক, অন্ন ও জল প্রদান এবং শয়নার্থ শয্যা, প্রস্তর বা ভূমি প্রদান দ্বারা স্বশক্তি অনুসারে অতিথির প্রীতি উৎপাদন করিবে। হে রাজন্! গৃহস্থ রাত্রিকালে ভোজনান্তে পাদাদিপ্রক্ষালন করিয়া ছিদ্রাদিরহিত কাষ্ঠাদিময় পর্য্যঙ্কাদিতে শয়নার্থ গমন করিবে। এই পর্য্যঙ্কাদি যেন ক্ষুদ্র বা ভগ্ন না হয়, অসম, কীটপূর্ণ না হয় এবং মলিন ও অনাবৃত না হয়। শয়নকালে পূর্ব্ব বা দক্ষিণদিকে মস্তক করা কর্ত্তব্য। পশ্চিম বা উত্তরশিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ হয়।১০১-১০

হে অবনীপতে! ঋতুকালে স্বপত্নীতে গমন করা কর্ত্তব্য। পুংনামক নক্ষত্রে শুভ সময়ে প্রশস্ত যুগ্ম রাত্রিতে গমন করা উচিত। অস্নাতা, পীড়িতা, রজস্বলা অপ্রিয়া, অপ্রশস্তা অথবা কুপিতা বা গর্ভিণী রমণীতে গমন করিবে না। যে স্ত্রী অনুকূলা নহে, যে অন্য পুরুষে আসক্তা, যে অকামা, যে পরপত্নী, যে ক্ষুধার্ত্তা, যে অধিক ভোজন করিয়াছে, তাহাতে গমন করিবে না এবং নিজেও যদি পূর্ব্বোক্ত স্বভাবান্বিত হয়, তবে স্ত্রীগমন করিবে না। স্নাত, মাল্য ও গন্ধদ্রব্যধারী, প্রীত, সকাম ও সানুরাগ হইয়া স্ত্রীগমন করিবে। ক্ষুধাযুক্ত বা চিন্তান্বিত হইয়া গমন করিবে না। হে রাজেন্দ্র! চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি—এই কয়েক দিবস পর্ব্ব। যে পুরুষ এই সকল পর্ব্বদিবসে তৈল মর্দ্দন, মাংসভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগ করে, সে মল-মূত্র-ভোজন নামক নরকে গমন করে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই সকল পর্ব্বদিবসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া সৎশাস্ত্রচর্চ্চা, দেবপূজা, যাগ, ধ্যান ও জপ করিবেন। গো-ছাগাদিযোনিতে, অযোনিতে, দেবালয়ে, ব্রাহ্মণ বা গুরুর আলয়ে অথবা কোনরূপ ঔষধ খাইয়া মৈথুন করিবে না। ভূপতে! চৈত্যবৃক্ষতলে, প্রাঙ্গণে, তীর্থে, গোষ্ঠে, চতুষ্পথে, শ্মশানে, উপবনে বা

প্রোক্তপর্ব্বস্বশেষেষু নৈব ভূপাল সন্ধ্যয়োঃ।
গচ্ছেদ্ ব্যবায়ং মতিমান্ মূত্রোচ্চারপীড়িতঃ ॥১২০

পর্ব্বস্বভিগমোঽধন্যো দিবা পাপপ্রদো নৃপ।
ভুবি রোগাবহো নৃণাম প্রশস্তো জলাশয়ে ॥১২১

পরদারান্ন গচ্ছেচ্চ মনসাপি কদাচন।
কিমু বাচাস্থিবন্ধোঽপি নাস্তি তেষু ব্যবায়িনাম্ ॥১২২

মৃতো নরকমভ্যেতি হীয়তেঽত্রাপি চায়ুষঃ।
পরদারগতিঃ পুংসামুভয়ত্রাপি ভীতিদা ॥১২৩

ইতি মত্বা স্বদারেষু ঋতুমৎসু নরো ব্রজেৎ।
যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি ॥১২৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে
একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

জলমধ্যে মৈথুন করা উচিত নহে। হে নৃপ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত সমুদায় পর্ব্বদিবসে, প্রত্যূষে, সন্ধ্যাসময়ে কিংবা মলমূত্রবেগযুক্ত হইয়া স্ত্রীগমন করিবে না। পর্ব্বদিবসে স্ত্রীগমন করিলে ধনহানি হয়, দিবাভাগে গমন করিলে পাপ হয়, ভূমিতলে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে রোগ হয়, জলাশয়ে গমন করিলে অমঙ্গল হয়। বাক্য বা মন দ্বারাও কখন পরস্ত্রীগমন করিবে না; কারণ, পরস্ত্রীগমন করিলে অস্থিবিহীন হইতে হয়। পরস্ত্রীগমন করিলে ইহলোকে আয়ুঃক্ষয় হয় ও পরলোকে নরকে গমন করে। পরদারাশ্রয়ী পুরুষেরা কি ইহকাল, কি পরকাল উভয়ত্রই ভয়গ্রস্ত হয়। জ্ঞানবান্ এই সমুদায় চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত দোষশূন্য সকামা স্বকীয় পত্নীতে ঋতুকালে বা অন্য সময়ে ইচ্ছানুসারে গমন করিবে।১১১-২৪

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[গৃহস্থাচারকথনম্।]

ঔর্ব্ব উবাচ।

দেব-গো-ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধবৃদ্ধাচার্য্যাংস্তথার্চ্চয়েৎ।
দ্বিকালঞ্চ নমেৎ সন্ধ্যামগ্নীনুপচরেৎ তথা ॥১

সদানুপহতে বস্ত্রে প্রশস্তাশ্চ তথৌষধীঃ।
গারুড়ানি চ রত্নানি বিভৃয়াৎ প্রযতো নরঃ ॥২

প্রস্নিগ্ধামলকেশশ্চ সুগন্ধিশ্চারুবেশধৃক্।
সিতাঃ সুমনসো হৃদ্যা বিভৃয়াচ্চ নরঃ সদা ॥৩

কিঞ্চিৎ পরস্বং ন হরেন্নাল্পমপ্যপ্রিয়ং বদেৎ।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়ান্নান্যদোষানুদীরয়েৎ ॥৪

নান্যস্ত্রিয়ং তথা বৈরং রোচয়েৎ পুরুষেশ্বর।
ন দুষ্টং যানমারোহেৎ কূলচ্ছায়াং ন সংশ্রয়েৎ ॥৫

বিদ্বিষ্টপতিতোন্মত্তবহুবৈরাতিকীটকৈঃ।
বন্ধকী-বন্ধকীভর্ত্তৃ-ক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ ॥৬

দ্বাদশ অধ্যায়

[গৃহস্থব্যক্তিগণের আচার কথন।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—গৃহস্থ প্রতিদিন দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ ও বৃদ্ধ আচার্য্যগণের পূজা করিবে এবং দুই সন্ধ্যা সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার করিবে। অগ্নিসকলের হোমাদি দ্বারা উপচরণ করিবে। গৃহস্থ সর্ব্বদা প্রযত হইয়া অনুপহত (অচ্ছিন্ন) বস্ত্রদ্বয়, মহৌষধি ও গারুড় রত্নসকল ধারণ করিবে। কেশগুলি সর্ব্বদা চিক্কণ ও পরিষ্কার রাখিবে। সুগন্ধযুক্ত মনোহর বেশধারী হইবে ও উত্তম শুক্ল পুষ্প ধারণ করিবে। কখন কিছুমাত্রও পরস্ব হরণ করিবে না, কাহাকেও অল্প মাত্রও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, মিথ্যা

তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরিবাদরতৈঃ শঠৈঃ।
বুধো ন মৈত্রীং কুর্ব্বীত নৈকপন্থানমাশ্রয়েৎ ॥৭
নাবগাহেজ্জলৌঘস্য বেগমগ্রে নরেশ্বর।
প্রদীপ্তং বেশ্ম ন বিশেন্নারোহেচ্ছিখরং তরোঃ ॥৮
ন কুর্য্যাদ্দন্তসংঘর্ষং ন কুষ্ণীয়াচ্চ নাসিকাম্।
নাসংবৃতমুখো জৃম্ভেৎ শ্বাস-কাসৌ চ বর্জ্জয়েৎ ॥৯
নোচ্চৈর্হসেৎ সশব্দঞ্চ ন মুঞ্চেৎ পবনং বুধঃ।
নখান্ন বাদয়েচ্ছিন্দ্যান্ন তৃণং ন মহীং লিখেৎ ॥ ১০
ন শ্মশ্রু ভক্ষয়েল্লোষ্টং ন মৃদ্নীয়াদ্ বিচক্ষণঃ।
জ্যোতীংষ্যমেধ্যঃ শস্তানি নাভিবীক্ষেত চ প্রভো ॥১১
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ঞ্চৈব সূর্য্যঞ্চাস্তমনোদয়ে।
ন হুং কুর্য্যাচ্ছবঞ্চৈব শবগন্ধো হি সোমজঃ ॥১২
চতুষ্পথান্ চৈত্যতরূন্ শ্মশানোপবনানি চ।
দুষ্টস্ত্রীসন্নিকর্ষঞ্চ বর্জ্জয়েন্নিশি সর্ব্বদা ॥১৩

পূজ্যদেবধ্বজজ্যোতিশ্ছায়াং নাতিক্রমেদ্ বুধঃ।
নৈকঃ শূন্যাটবীং গচ্ছেন্ন চ শূন্যগৃহে বসেৎ ॥১৪
কেশাস্থি-কণ্টকামেধ্য-বহ্নি-ভস্ম-তুষাংস্তথা।
স্নানার্দ্রাং ধরণীঞ্চৈব দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১৫
নানার্য্যানাশ্রয়েৎ কাংশ্চিন্নজিহ্মান্ রোচয়েদ্ বুধঃ।
উপসর্পেত ন ব্যালান্ চিরং তিষ্ঠেন্ন চোত্থিতঃ ॥১৬
অতীব জাগরস্বপ্নে তদ্বৎ স্নানাসনে বুধঃ।
ন সেবেত তথা শয্যাং ব্যায়ামঞ্চ নরেশ্বর ॥১৭
দংষ্ট্রিণং শৃঙ্গিণঞ্চৈব প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জ্জয়েৎ।
অবশ্যায়ঞ্চ রাজেন্দ্র পুরোবাতাতপৌ তথা ॥১৮
ন স্নায়ান্ন স্বপেন্নগ্নো ন চৈবোপস্পৃশেদ্ বুধঃ।
মুক্তকচ্ছশ্চ নাচামেৎ দেবাভ্যর্চ্চাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥১৯
হোমদেবার্চ্চনাদ্যাসু ক্রিয়াস্বাচমনে তথা।
নৈকবস্ত্রঃ প্রবর্ত্তেত দ্বিজবাচনিকে জপে ॥২০

প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিবে না। অন্যের দোষ বর্ণন করিবে না। হে পুরুষেশ্বর! অন্যের সম্পদ্ দেখিয়া লোভ করিবে না, কাহারও সহিত শত্রুতাও করিবে না। নিন্দিত যানে আরোহণ করিবে না এবং নদীকূলচ্ছায়া আশ্রয় করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি লোকবিদ্বিষ্ট ব্যক্তির সহিত, পতিত বা উন্মত্ত ব্যক্তির সহিত, বহুশত্রুসমন্বিত লোকের সহিত, কুদেশস্থিত মনুষ্যের সহিত, বেশ্যা ও বেশ্যাপতির সহিত, অল্পলাভগর্ব্বিত ব্যক্তির সহিত, মিথ্যাবাদীর সহিত, অতি ব্যয়কারী মনুষ্যের সহিত, পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তির সহিত ও শঠের সহিত মিত্রতা করিবেন না এবং এক পথও আশ্রয় করিবেন না। হে নরেশ্বর! স্রোতস্বতী নদ্যাদির স্রোতোরহিত জলে স্নান করিবে না; প্রজ্বলিত গৃহে প্রবেশ বা বৃক্ষের শিখরে আরোহণ করিবে না। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবে না, নাসিকা কুঞ্চিত করিবে না। মুখ আবৃত না করিয়া হাই তুলিবে না। শ্বাস ও কাস অনাবৃত মুখ হইয়া বর্জ্জন করিবে। উচ্চ হাস্য বা শব্দপূর্ব্বক অধোবায়ু পরিত্যাগ করিবে না। নখবাদ্য বা নখ দ্বারা ভূমিতে লিখিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি শ্মশ্রুচর্ব্বণ বা লোষ্ট্রমর্দ্দন করিবেন না। হে প্রভো! অপবিত্র অবস্থায় সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ ও ব্রাহ্মণাদি প্রশস্ত পদার্থ নিরীক্ষণ করা উচিত নহে।১-১১

উলঙ্গ পরস্ত্রী ও উদয়াস্তকালীন দিবাকর দর্শন করিবে না; শব দর্শন করিয়া ও শবগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘৃণা করিবে না; যেহেতু, শবগন্ধ সোমের অংশ। রাত্রিকালে চতুষ্পথ, চৈত্যবৃক্ষ, শ্মশান, উপবন ও দুষ্টনারী—এই সমুদায়ের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে। পূজ্য ব্যক্তি, দেবতা, ধ্বজা ও তেজঃপদার্থ—এই সকলের ছায়া অতিক্রম করা বিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত নহে। শূন্যগৃহে বাস বা একাকী শূন্য অরণ্যে গমন করিবে না। কেশ, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র বস্তু, অগ্নি, ভস্ম, তুষ ও স্নানজল দ্বারা আর্দ্র ভূমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। অনার্য্য ব্যক্তিকে আশ্রয় করিবে না, কুটিল লোকের সহিত আসক্তি করিবে না। হিংস্র জন্তুর নিকট গমন করিবে না। নিদ্রাভঙ্গের পর অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবে না। অধিকক্ষণ নিদ্রা, অধিকক্ষণ জাগরণ, অধিকক্ষণ অবস্থান, অধিকক্ষণ স্নান, অধিকক্ষণ উপবেশন, অধিকক্ষণ শয্যাসেবন ও অধিকক্ষণ

নাসমঞ্জসশীলৈস্তু সহাসীত কদাচন।
সদ্বৃত্তসন্নিকর্ষো হি ক্ষণার্দ্ধমপি শস্যতে ॥২১
বিরোধং নোত্তমৈর্গচ্ছেন্নাবরৈশ্চ সদা বুধঃ।
বিবাদশ্চ বিবাহশ্চ সমশীলৈর্নৃপেষ্যতে ॥২২
নারভেত কলিং প্রাজ্ঞঃ শুষ্কবৈরং ন কারয়েৎ।
অপ্যল্পহানিঃ সোঢব্যা বৈরেণার্থাগমং ত্যজেৎ ॥২৩
স্নাতো নাঙ্গানি নির্মার্জ্জেৎ স্নানশাট্যা ন পাণিনা।
ন চ নির্ধূনয়েৎ কেশানাচামেন্নৈব চোত্থিতঃ ॥২৪
পাদেন নাক্রামেৎ পাদং ন পূজ্যাভিমুখং নয়েৎ।
বীরাসনং গুরোরগ্রে ত্যজেত বিনয়ান্বিতঃ ॥২৫
অপসব্যং ন গচ্ছেচ্চ দেবাগারচতুষ্পথান্।
মঙ্গল্যপূজ্যাংশ্চ ততো বিপরীতান্ন দক্ষিণান্ ॥২৬
সোমাগ্ন্যর্কাম্বুবায়ূনাং পূজ্যানাঞ্চ ন সম্মুখম্।
কুর্য্যাৎ ষ্ঠীবনবিন্মূত্রসমুৎসর্গঞ্চ পণ্ডিতঃ ॥২৭

তিষ্ঠন্ন মূত্রয়েৎ তদ্বৎ পন্থানং নাবমূত্রয়েৎ।
শ্লেষ্মবিণ্মূত্ররক্তানি সর্ব্বদৈব ন লঙ্ঘয়েৎ ॥২৮
শ্লেষ্মসিংহানকোৎসর্গো নান্নকালে প্রশস্যতে।
বলিমঙ্গলজপ্যাদৌ ন হোমে ন মহাজনে ॥২৯
যোষিতো নাবমন্যেত ন চাসাং বিশ্বসেদ্ বুধঃ।
ন চৈবের্ষুর্ভবেৎ তাসু নাধিকুর্য্যাৎ কদাচন ॥৩০
মাঙ্গল্যপুষ্পরত্নাজ্যপূজ্যাননভিবাদ্য চ।
ন নিষ্ক্রামেদ্ গৃহাৎ প্রাজ্ঞঃ সদাচারপরো নৃপ ॥৩১
চতুষ্পথান্ নমস্কুর্য্যাৎ কালে হোমপরো ভবেৎ।
দীনানভ্যুদ্ধরেৎ সাধূনুপাসীত বহুশ্রুতান্ ॥৩২
দেবর্ষিপূজকঃ সম্যক্ পিতৃপিণ্ডোদকপ্রদঃ।
সৎকর্ত্তা চাতিথীনাং যঃ স লোকানুত্তমান্ ব্রজেৎ ॥৩৩
হিতং মিতং প্রিয়ং কালে বশ্যাত্মা যোঽভিভাষতে।
স যাতি লোকানাহ্লাদ-হেতুভূতান্ নৃপাক্ষয়ান্ ॥৩৪

ব্যায়াম করিবে না। হে রাজেন্দ্র! প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি দংষ্ট্রীর ও শৃঙ্গীর নিকটে যাইবে না। সম্মুখ বায়ু, সম্মুখ রৌদ্র এবং নীহার পরিত্যাগ করিবে। উলঙ্গ হইয়া স্নান, নিদ্রা ও আচমন করিবে না। কাছা খুলিয়া আচমন বা দেবপূজা করিবে না। হোম দেবপূজা আদি ক্রিয়া, আচমন, পুণ্যাহ-বাচন ও জপকার্য্যে একবস্ত্র হইয়া প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।১২-২০

কুটিলচিত্ত মনুষ্যের সহিত কখনই একত্র অবস্থান করিবে না। ক্ষণার্দ্ধ কালও সাধু ব্যক্তির সংসর্গ প্রশস্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তম বা অধম লোকের সহিত বিরোধ করিবে না। হে নৃপ! বিবাদ ও বিবাহ সমশীল লোকের সহিত করাই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কাহারও সহিত বিবাদ আরম্ভ করিবে না, নিষ্ফল শত্রুতা করিবে না। অল্প ক্ষতিও সহ্য করা উচিত, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা দ্বারা অর্থ লাভ করা উচিত নহে। স্নান করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বা হস্ত দ্বারা গাত্রসকল মার্জ্জন করিবে না। কেশ কম্পন করিবে না। স্নানের পর জল হইতে উঠিয়া স্থলে আচমন করিবে না। পদ দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না। পূজ্য ব্যক্তির অভিমুখে পদ স্থাপন করিবে না। গুরুজনের সম্মুখে বিনয়ী হইবে ও বীরাসন পরিত্যাগ করিবে। দেবাগার, চতুষ্পথ, মাঙ্গলিক দ্রব্য ও পূজ্য ব্যক্তি—এই সমুদায়ের বামভাগ দিয়া গমন করিবে না। এতদ্বিপরীত বস্তু বা ব্যক্তির দক্ষিণ দিক্ দিয়া যাইবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকলের অভিমুখে নিষ্ঠীবন(থুথু), মূত্র বা বিষ্ঠা (মল) পরিত্যাগ করিবে না। দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্রাব করিবে না, পথেও প্রস্রাব করিবে না। শ্লেষ্মা, মল, মূত্র, ও রক্ত কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। আহারের সময়, দেবপূজা, মাঙ্গলিক কার্য্য ও জপ হোম প্রভৃতি কার্য্যকালে এবং মহাজনসমীপে শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না; হাঁচিবে না। স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিবে না, তাঁহাদের উপর অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে না এবং তাঁহাদের উপর কোন বিষয়ের কর্তৃত্বও দিবে না।২১-৩০

সদাচারপরায়ণ বিদ্বান্ ব্যক্তি মাঙ্গলিক বস্তু, পুষ্প, রত্ন, ঘৃত ও পূজ্য ব্যক্তিকে নমস্কার না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবে না। চতুষ্পথসমূহকে নমস্কার করিবে।

ধীমান্ হ্রীমান্ ক্ষমাযুক্ত আস্তিকো বিনয়ান্বিতঃ।
বিদ্যাভিজনবৃদ্ধানাং যাতি লোকাননুত্তমান্ ॥৩৫
অকালগর্জ্জিতাদৌ তু পর্ব্বস্বাশৌচকাদিষু।
অনধ্যায়ং বুধঃ কুর্য্যাদুপরাগাদিকে তথা ॥৩৬
শমং নয়তি যঃ ক্রুদ্ধান্ সর্ব্ববন্ধুরমৎসরী।
ভীতাশ্বাসনকৃৎ সাধুঃ স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলম্ ॥৩৭
বর্ষাতপাদিকে ছত্রী দণ্ডী রাত্র্যটবীষু চ।
শরীরত্রাণকামো বৈ সোপানৎকঃ সদা ব্রজেৎ ॥৩৮
নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্ দূরং বা নিরীক্ষন্ পর্য্যটেদ্ বুধঃ।
যুগমাত্রং মহীপৃষ্ঠং নরো গচ্ছেদ্ বিলোকয়ন্ ॥৩৯
দোষহেতূনশেষাংস্তু বশ্যাত্মা যো নিরস্যতি।
তস্য ধর্ম্মার্থকামানাং হানির্নাল্পাপি জায়তে ॥৪০

পাপেঽপ্যপাপঃ পরুষেঽপ্যভিধত্তে প্রিয়াণি যঃ।
মৈত্রীদ্রবান্তঃকরণস্তস্য মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥৪১
যে কামক্রোধলোভানাং বীতরাগা ন গোচরে।
সদাচারস্থিতাস্তেষামনুভাবৈর্ধৃতা মহী ॥৪২
তস্মাৎ সত্যং বদেৎ প্রাজ্ঞো যৎ পরপ্রীতিকারণম্।
সত্যং যৎ পরদুঃখায় তত্র মৌনপরো ভবেৎ ॥৪৩
প্রিয়ং যুক্তং হিতং নৈতদিতি মত্বা ন তদ্বদেৎ।
শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্ ॥৪৪
প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥৪৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

যথাকালে হোম-পর হইবে, দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার ও বিদ্বান্ সাধু ব্যক্তির সম্মান করিবে। যিনি দেবগণের ও ঋষিগণের পূজক, যিনি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও তর্পণকারী এবং যিনি অতিথি-সৎকার করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম লোকে গমন করেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সময়ে মিত, হিত ও প্রিয়বাক্য বলেন, তিনি দেহাবসানে আনন্দজনক অক্ষয় লোকে গমন করেন। যিনি ধীমান্, হ্রীমান্, ক্ষমাবান্, আস্তিক ও বিনীত, তিনি সৎকুলজাত বিদ্যা-কুলধর্মপরায়ণ বৃদ্ধব্যক্তির যোগ্য উত্তম লোকে গমন করেন। সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণকালে, পর্ব্বদিবসে, অশৌচ সময়ে অকালে মেঘগর্জ্জনে এবং পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি কুপিত ব্যক্তির ক্রোধের উপশম করেন, যিনি সকলের বন্ধু ও অমৎসর এবং সাধু ভীত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গলাভ অতি সামান্য ফল। যিনি শরীর রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বর্ষার ও রৌদ্রের সময় ছত্র ব্যবহার করিবেন। রাত্রিতে গমন বা বনমধ্যে প্রবেশের সময় দণ্ডপাণি হইয়া চলিবেন এবং গমনকালে সর্ব্বদাই পাদুকা ব্যবহার করিবেন। পার্শ্ব বা উর্দ্ধ বা দূরতর প্রদেশ দেখিতে দেখিতে পণ্ডিতদের যাওয়া উচিত নহে; গমনকালে সম্মুখবর্ত্তী চারি হস্ত ভূমি পর্য্যবেক্ষণ করত যাইবেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পূর্ব্বোক্ত সমুদায় ও অন্যান্য দোষের হেতুকে বিনষ্ট করেন, তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অল্পও ব্যাঘাত হয় না।৩১-৪০

পাপী ব্যক্তির প্রতি যিনি পাপ ব্যবহার না করেন, কোন ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে, যিনি তাহাকে প্রিয় বাক্য বলেন, যিনি সমুদায় প্রাণীর বন্ধু এবং সেই বন্ধুতানিবন্ধন যাঁহার চিত্ত আর্দ্র থাকে, মুক্তি তাহার হস্তগত। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সদাচারপরায়ণ ও বীতরাগ, যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার প্রভাবেই পৃথিবী অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল সময়ে সত্য বাক্য বলিবেন, সত্যই সকলের প্রীতি উৎপাদন করে; যে স্থলে সত্য কথা কহিলে কাহারও অনিষ্ট হয়, সেই স্থলে মৌনী হইয়া থাকিবে;—ইহা প্রিয়, যুক্তিযুক্ত ও হিতকর নহে, এই মনে করিয়া তাদৃশ সত্যকথা বলিবে না। কারণ, হিতবাক্য যদিও নিতান্ত অপ্রিয় হয়, তথাপি তাহাও বলা শ্রেয়ঃ। যে কার্য্য ইহলোকে প্রাণিগণের মঙ্গলকারী হয়, মতিমান্ সেই কার্য্যই কায়মনোবাক্যে ভজনা করিবেন।৪১-৪৫

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[শবদাহস্য, অশৌচস্য, একোদ্দিষ্টস্য, সপিণ্ডীকরণস্য চ ব্যবস্থা ।]

ঔর্ব্ব উবাচ ।

সচেলস্য পিতুঃ স্নানং জাতে পুত্রে বিধীয়তে ।
জাতকর্ম্ম ততঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমভ্যুদয়ে চ যৎ ॥১

যুগ্মান্ দৈবাংশ্চ পিত্র্যাংশ্চ সম্যক্ সব্যক্রমাদ্ দ্বিজান্ ।
পূজয়েদ্ভোজয়েচ্চৈব তন্মনা নান্যমানসঃ ॥২

দধ্যক্ষতৈঃ সবদরৈঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা ।
দৈবতীর্থেন বৈ পিণ্ডান্ দদ্যাৎ কায়েন বা নৃপ ॥৩

নান্দীমুখঃ পিতৃগণস্তেন শ্রাদ্ধেন পার্থিব ।
প্রীয়তে তত্তু কর্ত্তব্যং পুরুষৈঃ সর্ব্ববৃদ্ধিষু ॥৪

কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা ॥৫

সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে ।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ॥৬

পিতৃপূজাবিধিঃ প্রোক্তো বৃদ্ধাবেষ সমাসতঃ ।
শ্রূয়তামবনীপাল প্রেতকর্ম্মক্রিয়াবিধিঃ ॥৭

প্রেতদেহং শুভৈঃ স্নানৈঃ স্নাপিতং স্রগ্বিভূষিতম্ ।
দগ্ধ্বা গ্রামাদ্ বহিঃ স্নাতাঃ সচেলাঃ সলিলাশয়ে ॥৮

যত্র তত্র স্থিতায়ৈতদমুকায়েতি বাদিনঃ ।
দক্ষিণাভিমুখা দদ্যুর্বান্ধবাঃ সলিলাঞ্জলিম্ ॥৯

প্রবিষ্টাশ্চ সমং গোভির্গ্রামং নক্ষত্রদর্শনে ।
কটধর্ম্মাংস্ততঃ কুর্য্যুর্ভূমৌ প্রস্তরশায়িনঃ ॥১০

দাতব্যোঽনুদিনং পিণ্ডঃ প্রেতায় ভুবি পার্থিব ।
দিবা চ ভক্তং ভোক্তব্যমমাংসং মনুজর্ষভ ॥১১

দিনাদি তাবদিচ্ছাতঃ কর্ত্তব্যং বিপ্রভোজনম্ ।
প্রেতস্তৃপ্তিং তথা যাতি বন্ধুবর্গেণ ভুঞ্জতা ॥১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[শবদাহ, অশৌচ, একোদ্দিষ্ট এবং সপিণ্ডীকরণের ব্যবস্থা ।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—পুত্র জন্মিবামাত্র নিকটস্থ পিতা তৎক্ষণাৎ সচেল (পরিহিত বস্ত্রের সহিত) স্নান করিবেন, অনন্তর পুত্রের জাতকর্ম্ম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবেন। তিনি অনন্যমানস হইয়া বামদিক্ হইতে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে যুগ্মযুগ্ম ব্রাহ্মণ স্থাপন করত পূজা করিবেন ও ব্রাহ্মণদিগকে আহার করাইবেন। হে নৃপ ! প্রাঙ্মুখ বা উত্তরমুখ হইয়া দধি, আতপতণ্ডুল ও কুলফল দ্বারা নির্ম্মিত পিণ্ড দেবতীর্থ বা প্রজাপতিতীর্থ দ্বারা প্রদান করিবেন। হে রাজন্ ! এই শ্রাদ্ধ নান্দীমুখ, ইহা দ্বারা পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। এই কারণে সকল পুরুষের সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিকার্য্যে এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কন্যার বিবাহ, পুত্রের বিবাহ, নূতন গৃহপ্রবেশ, বালকের নামকরণ, চূড়াকর্ম্ম, সীমন্তোন্নয়ন ও পুত্রমুখদর্শন কালে এবং অন্যান্য অভ্যুদয় কালে গৃহস্থ প্রযত হইয়া নান্দীমুখ পিতৃগণের পূজা করিবেন। হে অবনীপাল ! পূর্ব্বে প্রাচীন মতানুসারে সংক্ষেপে পিতৃপূজায় বিধি উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে প্রেতকর্ম্মের ক্রম শ্রবণ করুন। মরণান্তে সেই মৃতদেহকে স্নান ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত করিয়া গ্রামের বাহিরে দগ্ধ করিবে। পরে সেই বস্ত্রের সহিত জলাশয়ে স্নান করত দক্ষিণমুখ হইয়া 'যত্র তত্র স্থিতায় এতৎ' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বান্ধবগণ সলিলাঞ্জলি প্রদান করিবে। দিনের মধ্যে দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইলে, গোগণের সহিত সায়ংকালে নক্ষত্রদর্শনপূর্ব্বক গ্রামে প্রবেশ করিবে। পরে ভূমিতে তৃণশয্যায় শয়ান থাকিয়া কটধর্ম্ম (প্রেতকার্য্য) পালনে প্রবৃত্ত হইবে।১-১০

হে নৃপ ! অশৌচকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে ভূমিতে এক একটী পিণ্ড দিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ ! দিবাভাগে একবার মাংসহীন অন্ন আহার করিবে। এই অশৌচকালে ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে ও সপিণ্ডজ্ঞাতিদিগকে ভোজন

প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ সপ্তমে নবমে তথা।
বস্ত্রত্যাগং বহিঃস্নানং কৃত্বা দদ্যাৎ তিলোদকম্ ॥১৩
ততোঽস্য বন্ধুবর্গস্তু ভুবি দদ্যাৎ তিলোদকম্।
চতুর্থেঽহ্নি চ কর্ত্তব্যং ভস্মাস্থিচয়নং নৃপ ॥১৪
তদূর্দ্ধমঙ্গস্পর্শশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।
যোগ্যাঃ সর্বক্রিয়াণাস্তু সমানসলিলাস্তথা ॥১৫
অনুলেপনপুষ্পাদিভোগাদন্যত্র পার্থিব।
শয্যাসনোপভোগশ্চ সপিণ্ডানামপীষ্যতে।
ভস্মাস্থিচয়নাদূর্দ্ধং সংযোগো ন তু যোষিতা ॥১৬
বালে দেশান্তরস্থে চ পতিতে চ মুনৌ মৃতে।
সদ্যঃশৌচং তথেচ্ছাতো জলাগ্ন্যুদ্বন্ধনাদিষু ॥১৭
মৃতবন্ধোর্দশাহানি কুলস্যান্নং ন ভুঞ্জতে।
দানং প্রতিগ্রহো যজ্ঞঃ স্বাধ্যায়শ্চ নিবর্ত্ততে ॥১৮
বিপ্রস্যৈতদ্ দ্বাদশাহং রাজন্যস্যাপ্যশৌচকম্।
অর্দ্ধমাসশ্চ বৈশ্যস্য মাসঃ শূদ্রস্য শুদ্ধয়ে ॥১৯
অযুজো ভোজয়েৎ কামং দ্বিজানাদ্যে ততো দিনে
দদ্যাদ্ দর্ভেষু পিণ্ডঞ্চ প্রেতায়োচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥২০
বার্য্যায়ুধপ্রতোদাস্তু দণ্ডশ্চ দ্বিজভোজনাৎ।
স্প্রষ্টব্যোঽনন্তরং বর্ণৈঃ শুধ্যেরংস্তে ততঃ ক্রমাৎ ॥২১
ততঃ স্ববর্ণধর্ম্মা যে বিপ্রাদীনামুদাহৃতাঃ।
তান্ কুর্বীত পুমান্ জীবেন্নিজধর্ম্মার্জ্জনৈস্তথা ॥২২
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টমতঃ পরম্।
আহ্বানাদিক্রিয়াদৈব-নিয়োগরহিতং হি তৎ ॥২৩
একোঽর্ঘস্তত্র দাতব্যস্তথৈবৈকং পবিত্রকম্।
প্রেতায় পিণ্ডো দাতব্যো ভুক্তবৎসু দ্বিজাতিষু ॥২৪
প্রশ্নশ্চ তত্রাভিরতির্যজমানৈর্দ্বিজন্মনাম্।
অক্ষয্যমমুকস্যেতি বক্তব্যং বিরতৌ তথা ॥২৫

করাইবে; কারণ, বন্ধুবর্গ ভোজন করিলে মৃত ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। অশৌচের প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম দিবসে বস্ত্রত্যাগ, বহির্দ্দেশে স্নান এবং প্রেতের উদ্দেশে সতিলোদক প্রদান করিবে। তাহার পরে প্রেত-বন্ধুগণও ভূমিতে সতিলোদক প্রদান করিবে। হে নৃপ! অশৌচের চতুর্থ দিবসে ভস্ম ও অস্থিচয়ন করিবে, অনন্তর সপিণ্ড জ্ঞাতিবর্গের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে। হে ভূপতে! যাঁহারা সমানোদক, তাঁহারা অশৌচে পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে পারেন, কিন্তু স্রক্ (মালা) চন্দন ও পুষ্প প্রভৃতির ভোগ করিবেন না। ঐ কালে সপিণ্ডগণও শয্যা আসন প্রভৃতির ভোগ করিতে পারেন। ভস্ম ও অস্থি চয়নের পর স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিবে। বালক, দেশান্তরিত ব্যক্তি, পতিত ব্যক্তি ও গুরু দেহত্যাগ করিলে, অথবা কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে, কিংবা জল, অগ্নি বা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা অপমৃত্যু হইলে, শ্রবণ মাত্রই সদ্যঃ শৌচ হয়। মৃতব্যক্তির সপিণ্ডকুলের অন্ন মৃতাহ হইতে দশ দিন ভোজন করিবে না। অশৌচকালে দান, প্রতিগ্রহ, যজ্ঞ ও অধ্যয়নকর্ম্ম করিবে না। ব্রাহ্মণের অশৌচ দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন, বৈশ্যের পঞ্চদশ দিবস, এবং শূদ্রের একমাস অশৌচ। অশৌচান্তে আদ্যশ্রাদ্ধে তিনটি বা পাঁচটি অথবা যেরূপ অভিরুচি, সেইরূপ অযুগ্ম ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। এই ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে কুশের উপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিবে।১১-২০

পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে ব্রাহ্মণ জলকে, ক্ষত্রিয় অস্ত্রকে,—বৈশ্য প্রতোদকে ও শূদ্র যষ্টিকে স্পর্শ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। অশৌচান্তে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের যে ধর্ম্ম, তিনি তাহাই অবলম্বন করিবেন এবং ধর্ম্মোপার্জ্জিত ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইবেন। পরে প্রতিমাসে মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। এই মাসিক শ্রাদ্ধে আবাহনাদি ক্রিয়া ও বৈশ্যদেব আবাহন করিতে হয় না, এই মাসিক শ্রাদ্ধে একটী অর্ঘ ও একটী পবিত্রদান করিবে। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে প্রেতোদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে। অনন্তর যজমানের 'অভিরম্যতাম্' এই কথার পর ব্রাহ্মণগণ 'অভিরতাঃ স্মঃ' এই উত্তর করিবেন ও 'অমুকস্য অক্ষয্যমিদমুপতিষ্ঠতাম্,' এই বাক্য বলিবেন। এইরূপ

একোদ্দিষ্টময়ো ধর্ম্ম ইত্থমা বৎসরাৎ স্মৃতঃ।
সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্ কালে রাজেন্দ্র তচ্ছৃণু ॥২৬
একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব।
তিলগন্ধোদকৈর্যুক্তং তত্র পাত্রচতুষ্টয়ম্ ॥২৭
পাত্রং প্রেতস্য তত্রৈকং পাত্রত্রয়যুতং তথা।
সেচয়েৎ পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং নৃপ ত্রিষু ॥২৮
ততঃ পিতৃত্বমাপন্নে তস্মিন্ প্রেতে মহীপতে।
শ্রাদ্ধধর্ম্মৈরশেষৈস্তু তৎপূর্ব্বানর্চ্চয়েৎ পিতৃন্ ॥২৯
পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ।
সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে ॥৩০
তেষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ।
মাতৃপক্ষস্য পিণ্ডেন সম্বদ্ধা যে জলেন বা ॥৩১
কুলদ্বয়েঽপি চোচ্ছিন্নে স্ত্রীভিঃ কার্য্যা ক্রিয়া নৃপ।
সংঘাতান্তর্গতৈর্বাপি কার্য্যা প্রেতস্য বা ক্রিয়া ॥৩২
উৎসন্নবন্ধু-ঋক্‌থানাং কারয়েদবনীপতিঃ।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়া মধ্যমাশ্চ তথা চৈবোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩৩
ত্রিপ্রকারাঃ ক্রিয়াঃ হ্যেতাস্তাসাং ভেদং শৃণুষ্ব মে।
আদাহবার্য্যায়ুধাদি-স্পর্শাদ্যন্তাস্তু যাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩৪
তাঃ পূর্ব্বা মধ্যমা মাসি মাস্যেকোদ্দিষ্টসংজ্ঞিতাঃ।
প্রেতে পিতৃত্বমাপন্নে সপিণ্ডীকরণাদনু ॥৩৫
ক্রিয়ন্তে যাঃ ক্রিয়াঃ পিত্র্যাঃ প্রোচ্যন্তে তা নৃপোত্তরাঃ।
পিতৃমাতৃসপিণ্ডৈস্তু সমানসলিলৈস্তথা ॥৩৬
তৎসঙ্ঘান্তর্গতৈশ্চৈব রাজ্ঞা বা ধনহারিণা।
পূর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তু কর্ত্তব্যাঃ পুত্রাদ্যৈরেব চোত্তরাঃ ॥৩৭
দৌহিত্রৈর্বা নরশ্রেষ্ঠ কার্য্যাস্তত্তনয়ৈস্তথা।
মৃতাহনি চ কর্ত্তব্যাঃ স্ত্রীণামপ্যুত্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রতিসংবৎসরং রাজন্নেকোদ্দিষ্টবিধানতঃ ॥৩৮
তস্মাদুত্তরসংজ্ঞা যাঃ ক্রিয়াস্তাঃ শৃণু পার্থিব।
যদা যদা চ কর্ত্তব্যা বিধিনা যেন বানঘ ॥৩৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ বিধি বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে পার্থিব! এই সপিণ্ডীকরণও একোদ্দিষ্ট বিধিক্রমে করিতে হইবে। পরন্তু ইহাতে তিল, গন্ধ ও উদকযুক্ত চারিটী পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। এই পাত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রেতের একপাত্র ও পিতৃলোকের তিনপাত্র। অনন্তর প্রেতপাত্রস্থ জলাদি দ্বারা পিতৃপাত্রত্রয় সেচন করিবে। হে মহীপতে! সেই প্রেত পিতৃভাব প্রাপ্ত হইবার পর স্বধাকারাদি দ্বারা তাহা হইতে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষের অর্চ্চনা করিবে। হে নৃপ! পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র কিংবা অন্য কোন সপিণ্ডসন্তান সপিণ্ডীকরণে অধিকারী।২১-৩০

যদি ইহাদের অভাব হয়, তবে সমানোদক সন্তান তদভাবে মাতামহসপিণ্ড, তাহারও অভাব হইলে মাতামহ-সমানোদক সন্তান সপিণ্ডীকরণ করিবে। হে নৃপ! যাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই লোপ পাইয়াছে, স্ত্রীলোকে তাহার সপিণ্ডীকরণ করিতে পারিবে। তাদৃশ স্ত্রীলোক না থাকিলে সমানপ্রবর সহাধ্যায়ী প্রভৃতিরাও প্রেতকৃত্য করিতে পারে। যাহার বন্ধু বা উত্তরাধিকারী কেহই নাই, রাজা তাহার আদ্য, মধ্যম ও অন্তিম প্রেতক্রিয়া করাইবেন। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার ভেদ আমার নিকট শ্রবণ করুন। দাহ হইতে বর্ণানুসারে জল-শস্ত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া, তাহার নাম আদ্য-ক্রিয়া। মাসিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধকে মধ্য ক্রিয়া বলা যায়। প্রেত পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, তাহার নাম অন্তিমক্রিয়া। পিতা, মাতা, সপিণ্ড, সমানোদক, শিষ্য, গুরু, সহাধ্যায়ী, বন্ধু, রাজা বা অপর কোন উত্তরাধিকারী পূর্ব্বক্রিয়া করিতে পারেন; পরন্তু পুত্রপৌত্রাদিই অন্তিম ক্রিয়া করিতে পারে, অপরে ঐ ক্রিয়ার অধিকারী নহে। পুত্রাদির অভাবে দৌহিত্র বা দৌহিত্রতনয় অন্তিমক্রিয়া করিবে। হে নৃপ! প্রতিবৎসর মৃততিথিতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের রীতিক্রমে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অন্তিমক্রিয়া করা উচিত। হে পার্থিব! যাহাকে অন্তিমক্রিয়া কহে, তাহা যে যে সময় যে যে বিধি অনুসারে করিবে, তাহা শ্রবণ করুন।৩১-৩৯

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রাদ্ধফলশ্রুতি-বিশেষশ্রাদ্ধফল-পিতৃগীতাবর্ণনম্ ।]

ঔর্ব্ব উবাচ ।

ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্র-নাসত্য-সূর্য্যাগ্নি-বসু-মারুতান্ ।
বিশ্বেদেবানৃষিগণান্ বয়াংসি মনুজান্ পশূন্ ॥১
সরীসৃপান্ পিতৃগণান্ যচ্চান্যদ্ ভূতসংজ্ঞকম্ ।
শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধান্বিতঃ কুর্বন্ তর্পয়ত্যখিলং হি তৎ ॥২
মাসি মাস্যসিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং নরেশ্বর ।
তথাষ্টকাসু কুর্ব্বীত কাম্যান্ কালান্ শৃণুষ্ব মে ॥৩
শ্রাদ্ধার্হমাগতং দ্রব্যং বিশিষ্টমথবা দ্বিজম্ ।
শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত বিজ্ঞায় ব্যতীপাতেঽয়নে তথা ॥৪
বিষুবে চৈব সম্প্রাপ্তে গ্রহণে শশি-সূর্য্যয়োঃ ।
সমস্তেষ্বেব ভূপাল রাশিষ্বর্কে চ গচ্ছতি ॥৫
নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুষ্টস্বপ্নাবলোকনে ।
ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত নবশস্যাগমে তথা ॥৬
অমাবস্যা যদা মৈত্র-বিশাখা-স্বাতিযোগিনী ।
শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃগণস্তৃপ্তিং তদাপ্নোত্যষ্টবার্ষিকীম্ ॥৭
অমাবস্যা যদা পুষ্যে রৌদ্রে চর্ক্ষে পুনর্বসৌ ।
দ্বাদশাব্দং তদা তৃপ্তিং প্রযান্তি পিতরোঽর্চ্চিতাঃ ॥৮
বাসবাজৈকপাদৃক্ষে পিতৄণাং তৃপ্তিমিচ্ছতাম্ ।
বারুণে চাপ্যমাবস্যা দেবানামপি দুর্লভা ॥৯
নবস্বৃক্ষেষ্বমাবস্যা যদৈতেষ্ববনীপতে ।
তদা তৃপ্তিপ্রদং শ্রাদ্ধং পিতৄণাং শৃণু চাপরম্ ॥১০
গীতং সনৎকুমারেণ যদৈলায় মহাত্মনে ।
পৃচ্ছতে পিতৃভক্তায় শ্রদ্ধয়াবনতায় চ ॥১১
বৈশাখমাসস্য তু যা তৃতীয়া
নবম্যসৌ কার্ত্তিকশুক্লপক্ষে ।
নভস্যমাসস্য তমিস্রপক্ষে
ত্রয়োদশী পঞ্চদশী চ মাঘে ॥১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[শ্রাদ্ধফলশ্রুতি, বিশেষশ্রাদ্ধফল এবং পিতৃগীতা বর্ণন।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিলে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, অগ্নি, বসু, মরুৎ, বিশ্বেদেব, ঋষি, পক্ষী, মানুষ, পশু, সর্প ও পিতৃগণ এবং অন্যান্য সমুদায় ভূতগণ তৃপ্তিলাভ করেন। হে নৃপ! প্রতি মাসে অমাবস্যা তিথিতে এবং অষ্টকাতে শ্রাদ্ধ করিবে। ইহা নিত্য শ্রাদ্ধকাল। শ্রাদ্ধের কাম্যকাল আমার নিকট শ্রবণ কর। যখন শ্রাদ্ধের যোগ্য দ্রব্য গৃহে উপস্থিত হইবে অথবা যখন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে কিংবা যখন উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়নের শেষ হইবে; তখন কাম্যশ্রাদ্ধ করিবে। বিষুব-সংক্রান্তিতে, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণকালে, প্রত্যেক সংক্রান্তি দিবসে, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জন্য পীড়া উপস্থিত হইলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে ও নূতন শস্য গৃহে আসিলে কাম্যশ্রাদ্ধ বিধেয়। যে অমাবস্যা তিথি অনুরাধা, বিশাখা বা স্বাতীনক্ষত্রযুক্তা হয়, সেই অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ আট বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যে অমাবস্যা তিথি পুষ্যা, আর্দ্রা বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তা হয়, সেই অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। যিনি দেবগণের তৃপ্তি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষাযুক্তা অমাবস্যা অতীব দুর্লভ অর্থাৎ তাদৃশ অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ও দেবগণ অতিশয় তৃপ্তিলাভ করেন। হে অবনীপতে! অমাবস্যা পূর্ব্বোক্ত নয়টী নক্ষত্রযুক্তা হইলে, তাহাতে

এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈ-
রনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ ॥১৩
চন্দ্রক্ষয়ো মাধবমাসি যত্র
দিনক্ষয়ে বৈ বিষুবদ্বয়ঞ্চ।
মন্বন্তরাদ্যাস্তিথয়স্তথৈব
চ্ছায়াগতশ্চ ব্যতিপাতযোগঃ ॥১৪
উপপ্লবে চন্দ্রমসো রবেশ্চ
ত্রিম্বষ্টকাস্বপ্যয়নদ্বয়ে চ।
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রয়তো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥১৫
মাঘাসিতে পঞ্চদশী কদাচি-
দুপৈতি যোগং যদি বারুণেন।
ঋক্ষেণ কালঃ স পরঃ পিতৃণাং
নহ্যল্পপুণ্যৈর্নৃপ লভ্যতেঽসৌ ॥১৬

কালে ধনিষ্ঠা যদি নাম তস্মিন্
ভবন্তি ভূপাল তদা পিতৃভ্যঃ।
দত্তং জলান্নং প্রদদাতি তৃপ্তিং
বর্ষাযুতং তৎকুলজৈর্মনুষ্যৈঃ ॥১৭
তত্রৈব চেদ্ভাদ্রপদাস্ত পূর্ব্বাঃ
কালে তদা যৎ ক্রিয়তে পিতৃভ্যঃ।
শ্রাদ্ধং পরাং তৃপ্তিমুপেত্য তেন
যুগং সমগ্রং পিতরঃ স্বপন্তি ॥১৮
গঙ্গাং শতদ্রুমথবা বিপাশাং
সরস্বতীং নৈমিষগোমতীং বা।
অত্রাবগাহ্যার্চ্চনমাদরেণ
কৃত্বা পিতৃণাং দুরিতং নিহন্তি ॥১৯
গায়ন্তি চৈতৎ পিতরঃ সদৈব
বর্ষামঘাতৃপ্তিমবাপ্য ভূয়ঃ।
মাঘাসিতান্তে শুভতীর্থতোয়ৈ-
র্যাস্যামি তৃপ্তিং তনয়াদিদত্তৈঃ ॥২০

কৃত শ্রাদ্ধ পিতৃলোককে অতিশয় তৃপ্ত করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে দিনে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, তাহা শ্রবণ কর।১-১০

পিতৃভক্ত শ্রদ্ধাবনত মহাত্মা পুরূরবা সনৎকুমারের সমীপে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়া, কার্ত্তিকশুক্লা নবমী, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী এবং মাঘমাসের অমাবস্যা—এই চারি মাসের চারিটী তিথির নাম যুগাদ্যা। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে, এই চারি দিবস শ্রাদ্ধাদি করিলে, অনন্ত ফললাভ হয়। বৈশাখ মাসের অমাবস্যা, দিনক্ষয়যুক্ত বিষুব-সংক্রান্তিদ্বয়, মন্বন্তরের আদ্যতিথিসকল, ছায়াগত ব্যতীপাতযোগ, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, অষ্টকাত্রয় এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভ সময়—এই সকল সময়ে যে ব্যক্তি প্রযত হইয়া পিতৃগণকে সতিল জল প্রদান করে, তাহার সহস্রবৎসর শ্রাদ্ধকরণজন্য ফললাভ হয়। সকলের অবিদিত এই দিবসসমূহের কথা পিতৃগণই বলিয়া থাকেন। যদি কদাচিৎ মাঘমাসের অমাবস্যা-তিথি শতভিষা নক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে সেই তিথি পিতৃগণের উৎকৃষ্ট সময়। হে নৃপ! অল্প পুণ্যে মনুষ্যগণ এবংবিধ যোগ প্রাপ্ত হয় না। হে রাজন্! মাঘমাসের অমাবস্যা তিথিতে যদি ধনিষ্ঠানক্ষত্রের যোগ উপস্থিত হয়, তবে সেই দিবস তৎকুলোৎপন্ন মনুষ্যেরা পিতৃগণের উদ্দেশে অন্ন জল প্রদান করিলে, সেই পিতৃগণ দশসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। মাঘমাসের অমাবস্যা যদি পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রযুক্তা হয়, তবে ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে, পিতৃগণ সম্পূর্ণ একযুগ তৃপ্তির সহিত নিদ্রা যান। গঙ্গা, শতদ্রু, বিপাশা, সরস্বতী ও নৈমিষারণ্যস্থ গোমতী—এই সকল নদীতে অবগাহন করিয়া আদরের সহিত পিতৃলোকের অর্চ্চনা করিলে, সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয়। পিতৃগণ সর্ব্বদাই এই গান করেন যে, বর্ষাকালের মঘাতৃপ্তি (অপরপক্ষীয় মঘাযুক্ত ত্রয়োদশীতে বিহিত শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্তি) লাভ করিয়া পুনর্ব্বার মাঘমাসে অমাবস্যাতে পুত্রপৌত্রাদি প্রদত্ত মঙ্গলময় তীর্থজল দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিব।১১-২০

চিত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ নৃণাং বিশুদ্ধং
শস্তশ্চ কালঃ কথিতো বিধিশ্চ।
পাত্রং যথোক্তং পরমা চ ভক্তি-
র্নৃণাং প্রযচ্ছন্ত্যভিবাঞ্ছিতানি ॥২১
পিতৃগীতাস্তথৈবাত্র শ্লোকাস্তাশ্চ শৃণুষ্ব মে।
শ্রুত্বা তথৈব ভবতা ভাব্যং তত্রাদৃতাত্মনা ॥২২
অপি ধন্যঃ কুলে জায়াদস্মাকং মতিমান্ নরঃ।
অকুর্ব্বন্ বিত্তশাঠ্যং যঃ পিণ্ডান্ নো নির্ব্বপিষ্যতি ॥২৩
রত্নবস্ত্রমহীযান-সর্ব্বভোগাদিকং বসু।
বিভবে সতি বিপ্রেভ্যো যোঽস্মানুদ্দিশ্য দাস্যতি ॥২৪
অন্নেন বা যথাশক্ত্যা কালেঽস্মিন্ ভক্তিনম্রধীঃ।
ভোজয়িষ্যতি বিপ্রাগ্র্যান্ তন্মাত্রবিভবো নরঃ ॥২৫
অসমর্থোঽন্নদানস্য ধান্যমামং স্বশক্তিতঃ।
প্রদাস্যতি দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ স্বল্পাল্পাং বাপি দক্ষিণাম্ ॥২৬
তত্রাপ্যসামর্থ্যযুতঃ করাগ্রাগ্রস্থিতাংস্তিলান্।
প্রণম্য দ্বিজমুখ্যায় কস্মৈচিদ্ভূপ দাস্যতি ॥২৭
তিলৈঃ সপ্তাষ্টভির্বাপি সমবেতান্ জলাঞ্জলীন্।
ভক্তিনম্রঃ সমুদ্দিশ্য ভুব্যস্মাকং প্রদাস্যতি ॥২৮
যতঃ কুতশ্চিৎ সম্প্রাপ্য গোভ্যো বাপি গবাহ্নিকম্।
অভাবে প্রীণয়ন্নস্মান্ শ্রদ্ধাযুক্তঃ স দাস্যতি ॥২৯
সর্বাভাবে বনং গত্বা কক্ষামূলপ্রদর্শকঃ।
সূর্য্যাদিলোকপালানামিদমুচ্চৈঃ পঠিষ্যতি ॥৩০
ন মেঽস্তি বিত্তং ন ধনং ন চান্যৎ
শ্রাদ্ধোপযোগ্যং স্বপিতৄন্নতোঽস্মি।
তৃপ্যন্তু ভক্ত্যা পিতরো মযৈতৌ
ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য ॥৩১
ঔর্ব্ব উবাচ।
ইত্যেতৎ পিতৃভির্গীতং ভাবাভাবপ্রয়োজনম্।
যঃ করোতি কৃতং তেন শ্রাদ্ধং ভবতি পার্থিব ॥৩২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বিশুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ মন, প্রশস্ত কাল, কথিত বিধি এবং যথোক্তপাত্র ও পরমভক্তি—শ্রাদ্ধ সময়ে এই সকলের সমাবেশে মনুষ্যগণ বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন। এস্থলে কতকগুলি পিতৃগীতা শ্লোক আমার নিকট শ্রবণ করুন; আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন। যিনি বিত্তশাঠ্য পরিহারকরত আমাদিগকে পিণ্ডদান করিবেন; এরূপ ধন্য কোনও মতিমান্ ব্যক্তি যদি আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সন্তানের যদি বিভব থাকে, তবে তিনি আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণসকলকে রত্ন, বস্ত্র, ভূমি, যান, ধন ও সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যদ্রব্য দান করিবেন। তাদৃশ ঐশ্বর্য্য না থাকিলে, শ্রাদ্ধকালে ভক্তিনম্রবুদ্ধি হইয়া স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে ভোজন করাইবে। যদি অন্নদানেও শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে স্বশক্তি অনুসারে আমধান্য অথবা যৎকিঞ্চিন্মাত্র দক্ষিণা প্রদান করিবে। হে ভূপ! যদি কোন ব্যক্তি এপ্রকার করিতেও অশক্ত হয়, তাহা হইলে করাগ্রে কতকগুলি তিল লইয়া কোন দ্বিজশ্রেষ্ঠকে প্রণিপাত করত অর্পণ করিবে অথবা ভক্তিনম্র হইয়া আমাদের উদ্দেশে ভূমিতে সাতটী আটটী তিল মিশ্রিত জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। অথবা যদি ইহাতেও অসমর্থ হয়, তাহা হইলে কোন স্থান হইতে গবাহ্নিক (গাভীর একাহভক্ষ্য) তৃণ আহরণ করত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাদের প্রীতির জন্য গাভীকে প্রদান করিবে। যদি ইহার মধ্যে কোনও দ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নিজের নির্ধনত্বজ্ঞাপনের জন্য ঊর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্যাদি লোকপালগণের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে যে—আমার বিত্ত নাই, ধন নাই, পিতৃশ্রাদ্ধোপযোগী আর কোন বস্তু নাই, এইজন্য আমি পিতৃগণকে প্রণাম করিতেছি। আমার ভক্তি দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করুন, আমি এই বাহুদ্বয় বায়ুপথ গগনে উত্থাপিত করিলাম। ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে নৃপ! ধন থাকুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থাতে যে প্রকারে শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়, পিতৃগণ তাহা বলিয়াছেন; সেই বিধি অনুসারে যিনি কার্য্য করেন, তাঁহার যথাবিহিত শ্রাদ্ধই করা হয়।২১-৩২

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রাদ্ধভোজি-বিপ্রলক্ষণাদিকথনম্, যোগিপ্রশংসা চ ।]

ঔর্ব্ব উবাচ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছ্রাদ্ধে যদ্‌গুণাংস্তান্নিবোধ মে ।
ত্রিণাচিকেতস্ত্রিমধুস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥১
বেদবিচ্ছ্রোত্রিয়ো যোগী তথা বৈ জ্যেষ্ঠসামগঃ ।
ঋত্বিক্ স্বস্রীয়দৌহিত্রজামাতৃশ্বশুরস্তথা ॥২
মাতুলোঽথ তপোনিষ্ঠঃ পঞ্চাগ্ন্যভিরতস্তথা ।
শিষ্যাঃ সম্বন্ধিনশ্চৈব মাতাপিতৃরতশ্চ যঃ ॥৩
এতান্ নিয়োজয়েচ্ছ্রাদ্ধে পূর্বোক্তান্ প্রথমং নৃপ ।
ব্রাহ্মণান্ পিতৃপুষ্ট্যর্থমনুকল্পেষ্বনন্তরান্ ॥৪
মিত্রধ্রুক্ কুনখী ক্লীবঃ শ্যাবদন্তস্তথা দ্বিজঃ ।
কন্যাদূষয়িতা বহ্নিবেদোজ্‌ঝঃ সোমবিক্রয়ী ॥৫
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ পিশুনো গ্রামযাজকঃ ।
ভৃতকাধ্যাপকস্তদ্বদ্ ভৃতকাধ্যাপিতশ্চ যঃ ॥৬
পরপূর্বাপতিশ্চৈব মাতাপিত্রোস্তথোজ্‌ঝকঃ ।
বৃষলীসূতিপোষ্টা চ বৃষলীপতিরেব চ ।
তথা দেবলকশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্ ॥৭
প্রথমেঽহ্নি বুধঃ শস্তান্ শ্রোত্রিয়াদীন্ নিমন্ত্রয়েৎ ।
কথয়েচ্চ তদৈবৈষাং নিয়োগান্ পৈত্র্য-দৈবিকান্ ॥৮
ততঃ ক্রোধব্যবায়াদীনায়াসঞ্চ দ্বিজৈঃ সহ ।
যজমানো ন কুর্ব্বীত দোষস্তত্র মহানয়ম্ ॥৯
শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্ত্বা তু ভোজয়িত্বা নিযুজ্য চ ।
ব্যবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৃন্ ॥১০
তস্মাৎ প্রথমমত্রোক্তং দ্বিজাগ্র্যাণাং নিমন্ত্রণম্ ।
অনিমন্ত্র্য দ্বিজান্ গেহমাগতান্ ভোজয়েদ্ যতীন্ ॥১১
পবিত্রপাণিরাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ ॥১২

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শ্রাদ্ধভোজী বিপ্রলক্ষণাদিকথন ও যোগিপ্রশংসা ।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—শ্রাদ্ধকালে যাদৃশ গুণশালী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে, তাহা শ্রবণ কর। ত্রিণাচিকেত* ত্রিমধু, ত্রিসুপর্ণ, ষড়ঙ্গ বেদাধ্যায়ী, বেদবিৎ, শ্রোত্রিয়, যোগী ও জ্যেষ্ঠ সামগ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে, ঋত্বিক্, ভাগিনেয়, দৌহিত্র, জামাতা, শ্বশুর, মাতুল, তপস্যাপরায়ণ, পঞ্চাগ্নিনিরত (১), শিষ্য, সম্বন্ধী, মাতাপিতার সেবাপরায়ণ এই সমুদয় ব্রাহ্মণকে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করিবে। শ্রাদ্ধকালে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ না থাকিলে, যথাক্রমে তদনুকল্প শেষোক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। মিত্রদ্রোহী, কুনখী, ক্লীব, শ্যাবদন্ত (স্বভাবতঃ কৃষ্ণদন্ত), কন্যাদূষক, অগ্নি ও বেদত্যাগী, সোমবিক্রয়ী, মহাপাতকী বলিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধ, চৌর, পিশুন (খল), গ্রামযাজক, বেতন গ্রহণপূর্বক অধ্যয়নকর্ত্তা, পরপূর্ব্বাপতি (পূর্ব্বে অন্যকে যে কন্যা দত্তা হইয়াছে, তৎপরে অপর পতি।) মাতাপিতার পরিত্যাগকারী, শূদ্রসন্তান-প্রতিপালক, শূদ্রাণীর ভর্ত্তা ও দেবল (যে ধনার্থী হইয়া তিন বৎসর দেবার্চ্চনা করিয়াছে।) এই সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে স্থান পাইতে পারেন না। বিজ্ঞব্যক্তি শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিনে প্রশস্ত শ্রোত্রিয় প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে 'আপনি দেবপক্ষের ব্রাহ্মণ ও আপনি পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ' ইহা বলিয়া দিবেন। শ্রাদ্ধের দিবস শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণের সহিত কলহাদি, ক্রোধ, স্ত্রীসহবাস এবং পরিশ্রম করিবে না, কারণ; তাহা মহাদোষ। পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিয়া বা নিমন্ত্রিত হইয়া পরদিন শ্রাদ্ধে ভোজন করাইয়া

* যিনি বেদের দুইটি কঠিকা তিনটি অনুবাক অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাকে 'বলে ত্রিণাচিকেত। 'মধুবাতা' ইত্যাদি তিন ঋক্ যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি—ত্রিমধু। 'ব্রাহ্মণেনমান' ইত্যাদি তিনটি অনুবাক যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি—ত্রিসুপর্ণ। 'মূর্দ্ধানং দিব' ইত্যাদি ঋগ্‌বিশেষ গীতকে বলা হয়—জ্যেষ্ঠসাম; তদ্‌গাতাকে বলে—জ্যেষ্ঠসামগ।

(১) গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চবিধ অগ্নির উপাসক।

পিতৄণামযুজো যুগ্মান্ দেবানামিচ্ছয়া দ্বিজান্।
দেবানামেকমেকং বা পিতৄণাঞ্চ নিয়োজয়েৎ ॥১৩
তথা মাতামহশ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবসমন্বিতম্।
কুর্ব্বীত ভক্তিসম্পন্নস্তন্ত্রং বা বৈশ্বদৈবিকম্ ॥১৪
প্রাঙ্মুখান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ দেবানামুভয়াত্মকান্।
পিতৃপৈতামহানাঞ্চ ভোজেয়েচ্চাপ্যুদঙ্মুখান্ ॥১৫
পৃথক্ তয়োঃ কেচিদাহুঃ শ্রাদ্ধস্য করণং নৃপ।
একত্রৈকেন পাকেন বদন্ত্যন্যে মহর্ষয়ঃ ॥১৬
বিষ্টরার্থং কুশান্ দত্ত্বা সম্পূজ্যার্ঘ্যবিধানতঃ।
কুর্য্যাদাবাহনং প্রাজ্ঞো দেবানাং তদনুজ্ঞয়া ॥১৭
যবাম্বুনা তু দেবানাং কুর্য্যাদর্ঘ্যং বিধানবিৎ।
স্রগ্-গন্ধ-ধূপ-দীপাংশ্চ দত্ত্বা তেভ্যো যথাবিধি ॥১৮
পিতৄণামপসব্যং তৎ সর্বমেবোপকল্পয়েৎ।
অনুজ্ঞাঞ্চ ততঃ প্রাপ্য দত্ত্বা দর্ভান্ দ্বিধাকৃতান্ ॥১৯
মন্ত্রপূর্বং পিতৄণাস্তু কুর্য্যাদাবাহনং বুধঃ।
তিলাম্বুনা চাপসব্যং দদ্যাদর্ঘ্যাদিকং নৃপ ॥২০
কালে তত্রাতিথিং প্রাপ্তমন্নকামং নৃপাধ্বগম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কামং তমপি পূজয়েৎ ॥২১
যোগিনো বিবিধৈ রূপৈর্নরাণামুপকারিণঃ।
ভ্রমন্তি পৃথিবীমেতামবিজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥২২
তস্মাদভ্যর্চ্চয়েৎ প্রাপ্তং কালে তত্রাতিথিং বুধঃ।
শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হন্তি নরেন্দ্রাপূজিতোঽতিথিঃ ॥২৩
জুহুয়াদ্ ব্যঞ্জনক্ষারবর্জ্জমন্নং ততোঽনলে।
অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তৈস্তু ত্রিকৃত্বঃ পুরুষর্ষভ ॥২৪
অগ্নয়ে কব্যবাহায় স্বাহেত্যাদৌ নৃপাহুতিঃ।
সোমায় বৈ পিতৃমতে দাতব্যা তদনন্তরম্।
বৈবস্বতায় চৈবান্যা তৃতীয়া দীয়তে ততঃ ॥২৫

বা ভোজন করিয়া মৈথুন করিলে মৈথুনকর্ত্তা নিজ পিতৃগণকে রেতঃ (বীর্য্য) কুণ্ডে নিমগ্ন করিয়া থাকে।১-১০

এই কারণে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিবে। অনিমন্ত্রিত যতিগণ গৃহে উপস্থিত হইলে, শ্রাদ্ধে তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণগণ গৃহে আগমন করিলে শৌচাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। পরে সেই ব্রাহ্মণগণ আচমন করিলে, পবিত্রপাণি হইয়া অর্থাৎ প্রাদেশপ্রমাণ কুশাগ্রভাগ হস্তে লইয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দিস্ট আসনসমূহে উপবেশন করাইবে। সামর্থ্যানুসারে পিতৃপক্ষে অযুগ্ম ও দেবপক্ষে যুগ্ম ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে; নিতান্ত অসমর্থকল্পে পিতৃপক্ষে একটী ও দেবপক্ষে একটী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবে। এইরূপ ভক্তিসহকারে বৈশ্বদেব-ব্রাহ্মণযুক্ত মাতামহ শ্রাদ্ধ করিবে কিংবা পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একটী বৈশ্বদেব নিয়োগ করিবে। দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। পিতৃপক্ষের ও মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণদিগকে উত্তরমুখে বসাইয়া ভোজন করাইবে। হে নৃপ! কোন কোন মহর্ষিগণ বলেন যে, পিতামহবর্গের ও মাতামহবর্গের পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। কাহারও বা মতে একত্র একবারেই উভয়বর্গের শ্রাদ্ধ করা যায়। বিজ্ঞব্যক্তি প্রথমত ব্রাহ্মণগণকে আসনের জন্য কুশসমূহ প্রদান করিয়া অর্ঘ্যবিধানানুসারে অর্চ্চনা করত তাঁহাদের অনুমতি লইয়া দেবগণের আবাহন করিবে। পরে বিধানজ্ঞব্যক্তি যবসহিত উদক দ্বারা যথাবিধানে দেবগণের অর্ঘ্যপ্রদান করিবে ও মাল্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ দান করিবে। অনন্তর বামভাগে পিতৃগণকেও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে তৎপরে ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করত দুই ভাগে দর্ভপ্রদান করিবে। পরে পণ্ডিত ব্যক্তি পিতৃগণের আবাহন করিবে। হে রাজন্! বামভাগে সতিল জল দ্বারা অর্ঘ্যাদি প্রদান করিবে।১১-২০

এই সময় অন্নলাভের ইচ্ছায় কোন পথিক অতিথি উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার যথেষ্ট পূজা করিবে। অবিজ্ঞাতস্বরূপ যোগিগণ লোকের উপকার করিবার জন্য নানারূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। হে নরেন্দ্র! এই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত অতিথির পূজা করিয়া থাকেন; অতিথি অপূজিত হইলে, শ্রাদ্ধফলকে বিনষ্ট করেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা লইয়া

হুতাবশিষ্টমল্পাল্পং পিতৃপাত্রেষু নির্বপেৎ।
ততোঽত্র মিষ্টমত্যর্থমভীষ্টমতিসংস্কৃতম্ ॥২৬
দত্ত্বা জুষধ্বমিচ্ছাতো বাচ্যমেতদনিষ্ঠুরম্।
ভোক্তব্যং তৈশ্চ তচ্চিত্তৈর্মৌনিভিঃ সুমুখৈঃ সুখম্ ॥২৭
অক্রুধ্যতা চাত্বরতা দেয়ং তেনাপি ভক্তিতঃ।
রক্ষোঘ্নমন্ত্রপঠনং ভূমেরাস্তরণং তিলৈঃ ॥২৮
কৃত্বা ধ্যেয়াঃ স্বপিতরস্ত এব দ্বিজসত্তমাঃ।
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মম তৃপ্তিং প্রয়াস্ত্বদ্য বিপ্রদেহেষু সংস্থিতাঃ ॥২৯
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মম তৃপ্তিং প্রয়াস্ত্বগ্নি-হোমাপ্যায়িতমূর্ত্তয়ঃ ॥৩০
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিং প্রয়ান্তু পিণ্ডেন ময়া দত্তেন ভূতলে ॥৩১
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
তৃপ্তিং প্রয়ান্তু মে ভক্ত্যা যন্ময়ৈতদিহাকৃতম্ ॥৩২
মাতামহস্তৃপ্তিমুপৈতু তস্য
পিতা তথা তস্য পিতা তথান্যঃ।
বিশ্বে চ দেবাঃ পরমাং প্রয়ান্তু
তৃপ্তিং প্রণশ্যন্তু চ যাতুধানাঃ ॥৩৩
যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্য-
ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো
রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্বে ॥৩৪
তৃপ্তেষু তেষু বিকিরেদন্নং বিপ্রেষু ভূতলে।
দদ্যাচ্চাচমনার্থায় তেভ্যো বারি সকৃৎ সকৃৎ ॥৩৫
সুতৃপ্তৈস্তৈরনুজ্ঞাতঃ সর্বেণান্নেন ভূতলে।
সতিলেন ততঃ পিণ্ডান্ সম্যগ্ দদ্যাৎসমাহিতঃ ॥৩৬

লবণরহিত শাক প্রভৃতি ব্যঞ্জন ও অন্ন দ্বারা তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। হে রাজন্! তন্মধ্যে 'অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া প্রথম আহুতি, 'সোমায় পিতৃমতে স্বাহা' এই মন্ত্র বলিয়া দ্বিতীয় আহুতি এবং 'বৈবস্বতায় স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করত তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে হুতাবশিষ্ট অন্ন লইয়া অল্প অল্প পিতৃপাত্রসমুদায়ে নির্ব্বপণ (প্রদান) করিবে। অনন্তর অত্যন্ত অভীস্ট অতি সংস্কৃত মিষ্ট অন্ন নিমন্ত্রিত দ্বিজগণকে দান করিয়া কোমলভাবে বলিবে যে, আপনারা যথেচ্ছরূপে ভোজন করুন। ব্রাহ্মণগণও তদ্গতচিত্ত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক প্রসন্নমুখে ভোজন করিবেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ক্রোধ ও ত্বরাহীন হইয়া ভক্তিসহকারে ভক্ষ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। অনন্তর 'রক্ষোঘ্ন' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ও ভূমিতে তিল ছড়াইয়া সেই সকল দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণকে আপনার পিতৃলোকস্বরূপ চিন্তা করিবে। আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ব্রাহ্মণশরীরে অধিষ্ঠান করত তৃপ্তি লাভ করুন। আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ অগ্নিতে হোম দ্বারা আপ্যায়িতমূর্ত্তি হইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করুন।২১-৩০

আমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ভূতলে মদ্দত্ত পিণ্ড দ্বারা তৃপ্তি লাভ করুন। এই শ্রাদ্ধে আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইলাম, তাহাও পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, আমার ভক্তি দ্বারা সম্পন্ন এই শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হউন। আমার মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং বিশ্বেদেবগণ পরিতৃপ্ত হউন, রাক্ষস সকল প্রনস্ট হউক। সমস্ত হব্য(দেবোদ্দিষ্ট অন্ন)কব্য(পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন) ভোক্তা অব্যয়াত্মা যজ্ঞেশ্বর হরি এখানে রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধান-হেতু এইক্ষণেই সমুদায় রাক্ষস ও সমুদায় অসুর পলায়ন করুন। এই মন্ত্র কয়টী ভক্তিভাবে পাঠ করিতে হইবে। পরে ব্রাহ্মণগণ পরিতৃপ্ত হইলে, কতক অন্ন ভূতলে ছড়াইয়া দিবে। পরে আচমনের জন্য ব্রাহ্মণগণকে এক এক গণ্ডূষ জলপ্রদান করিবে। অনন্তর পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণগণ অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, সমাহিতমানসে তিল ও ব্যঞ্জনাদি সহিত উত্তম অন্ন দ্বারা ভূমির উপর পিণ্ড দিবে। অনন্তর পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলসহিত জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। মাতামহদিগকেও পিতৃতীর্থ দ্বারা পিণ্ড

পিতৃতীর্থেন সতিলান্ দদ্যাদথ জলাঞ্জলীন্।
মাতামহেভ্যস্তেনৈব পিণ্ডাংস্তীর্থেন নির্বপেৎ ॥৩৭
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ।
অবকাশেষু চোক্ষেষু জলতীরেষু চৈব হি ॥৩৮
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু পুষ্পধূপাদিপূজিতম্।
স্বপিত্রে প্রথমং পিণ্ডং দদ্যাদুচ্ছিষ্টসন্নিধৌ ॥৩৯
পিতামহায় চৈবান্যৎ তৎপিত্রে চ তথাপরম্।
দর্ভমূলে লেপভুজঃ প্রীণয়েল্লেপঘর্ষণৈঃ ॥৪০
পিণ্ডৈর্মাতামহাংস্তদ্বদ্গন্ধমাল্যাদিসংযুতৈঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যাণাং দদ্যাচ্চাচমনং ততঃ ॥৪১
পিত্রেভ্যঃ প্রথমং ভক্ত্যা তন্মনস্কো নরেশ্বর।
সুস্বধেত্যাশিষা যুক্তাং দদ্যাচ্ছক্ত্যা চ দক্ষিণাম্ ॥৪২
দত্ত্বা চ দক্ষিণাং তেভ্যো বাচয়েদ্ বৈশ্বদেবিকান্।
প্রীয়ন্তামিতি যে বিশ্বেদেবাস্তেন ইতীরয়েৎ ॥৪৩
তথেতি চোক্তে তৈর্বিপ্রৈঃ প্রার্থনীয়াস্তথাশিষঃ।
পশ্চাদ্ বিসর্জ্জয়েদ্দেবান্ পূর্বং পৈত্র্যান্ মহামতে ॥৪৪
মাতামহানামপ্যেবং সহ দেবৈঃ ক্রমঃ স্মৃতঃ।
ভোজনে চ স্বশক্ত্যা চ দানে তদ্বদ্ বিসর্জ্জনে ॥৪৫
আপাদশৌচনাৎ পূর্বং কুর্য্যাদ্দেবদ্বিজন্মসু।
বিসর্জ্জনন্তু প্রথমং পৈত্রমাতামহেষু বৈ ॥৪৬
বিসর্জ্জয়েৎ প্রীতিবচঃ সম্মানাভ্যর্চ্চিতাংস্ততঃ।
নিবর্ত্তেতাভ্যনুজ্ঞাত আ দ্বারান্তাদনুব্রজেৎ ॥৪৭
ততস্তু বৈশ্বদেবাখ্যং কুর্য্যান্নিত্যক্রিয়াং বুধঃ।
ভুঞ্জীয়াচ্চ সমং পূজ্য-ভৃত্য-বন্ধুভিরাত্মনঃ ॥৪৮
এবং শ্রাদ্ধং বুধঃ কুর্য্যাৎ পৈত্র্যং মাতামহং তথা।
শ্রাদ্ধৈরাপ্যায়িতা দদ্যুঃ সর্বকামান্ পিতামহাঃ ॥৪৯
ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ।
রজতস্য তথা দানং কথাসন্দর্শনাদিকম্ ॥৫০

প্রদান করা উচিত। এই সকল কার্য্য যত্নপূর্ব্বক দক্ষিণাপ্রবণ। (দক্ষিণদিগভিমুখে ঢিলা) ভূমিতে করিবে। ইহার মধ্যে জলতীরে বা অন্য কোন উত্তম পরিষ্কৃত স্থানে কিংবা ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টের নিকটে দক্ষিণাগ্র কুশসকল বিস্তার করিয়া প্রথমে পিতাকে পুষ্প, ধূপ, দীপাদি দ্বারা অর্চ্চিত পিণ্ড প্রদান করিবে। তৎপরে পিতামহকে একটী ও প্রপিতামহকে একটী পিণ্ড দিবে। অনন্তর হস্তলিপ্ত অন্ন ঘর্ষণপূর্ব্বক লেপভোজী পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিবে।৩১-৪০

অনন্তর গন্ধমাল্য প্রভৃতি সংযুক্ত পিণ্ডসকল দ্বারা মাতামহগণের পূজা করিয়া দ্বিজসমূহকে আচমনীয় জলপ্রদান করিবে। হে নরেশ্বর! অনন্তর তন্মনা হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক "সুস্বধা" এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণগণকে সামর্থ্যানুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে! অনন্তর দক্ষিণাপ্রদান করিয়া বৈশ্বদেবিক ব্রাহ্মণগণের নিকট বলিবে যে, এই দক্ষিণাপ্রদান দ্বারা বিশ্বেদেবগণ প্রীত হউন। ঐ ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহার উত্তর গ্রহণ করিবে। হে মহামতে! ব্রাহ্মণেরা "তথাস্তু" এই কথা বলিলে তাঁহাদের নিকট হইতে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবে। প্রথমতঃ পিতৃসম্বন্ধী ব্রাহ্মণদিগকে পশ্চাৎ দেবপক্ষের ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে। দেবগণের সহিত মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবার কালেও এইরূপ বিধান অবলম্বনীয়। ভোজন, যথাশক্তি দান ও বিসর্জ্জন পিতৃশ্রাদ্ধের ক্রমেই করিবে। উভয় পক্ষের শ্রাদ্ধস্থলেই অগ্রে দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণের পাদশৌচ প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে, পরন্তু পিতৃপক্ষীয় ও মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণের বিসর্জ্জন অগ্রে করিতে হইবে। অনন্তর প্রীতি-বাক্যে ও সম্মানপূর্ব্বক পূজিত ব্রাহ্মণগণকে বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জনকালে দ্বারপর্য্যন্ত পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তৎপরে বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈশ্বদেব নামক নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে, অনন্তর সংযতচিত্তে মান্যব্যক্তি, বন্ধু ও ভৃত্য প্রভৃতির সহিত একত্র ভোজন করিবে। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ ও মাতামহ শ্রাদ্ধ করিবেন। পিতামহগণ শ্রাদ্ধ দ্বারা তৃপ্তিলাভ

বর্জ্যানি কুর্বতা শ্রাদ্ধং কোপোঽধ্বগমনং ত্বরা
ভোক্তুরপ্যত্র রাজেন্দ্র ত্রয়মেতন্ন শস্যতে ॥৫১

বিশ্বেদেবাঃ সপিতরস্তথা মাতামহা নৃপ।
কুলঞ্চাপ্যায়তে পুংসাং সর্বং শ্রাদ্ধং প্রকুর্বতাম্ ৫২

সোমাধারঃ পিতৃগণো যোগাধারস্তু চন্দ্রমাঃ।
শ্রেষ্ঠযোগিনিয়োগস্তু তস্মাদ্ ভূপাল শস্যতে ॥৫৩
সহস্রস্যাপি বিপ্রাণাং যোগী চেৎ পুরতঃ স্থিতঃ।
সর্বান্ ভোক্তৄংস্তারয়তি যজমানং তথা নৃপ ॥৫৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে
পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিলে, সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ করেন। শ্রাদ্ধ-স্থলে দৌহিত্র*, কুতপ†, তিল, রজত গ্রহণ, রজত দর্শন ও রজতকথা শ্রবণ, এই সমুদায় পবিত্রতাজনক।৪১-৫০

হে রাজেন্দ্র! যিনি শ্রাদ্ধকর্তা তাঁহার ক্রোধ, পথগমন ও কোন বিষয়ে ত্বরা পরিত্যাগ করা উচিত। যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাঁহার পক্ষেও ঐ তিনটী কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। মহারাজ! সমুদয় শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রতি বিশ্বদেব, পিতৃগণ, মাতামহগণ ও তদ্বংশীয় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। হে ভূপতে! অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ সোম (চন্দ্র)াধার (সোমোপজীবী) এবং চন্দ্র যোগাধার (অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ যোগবলে চন্দ্রের আপ্যায়ন (পরিবর্দ্ধন) করেন। সেইজন্য যোগিমাত্রই পিতৃগণের আহ্লাদক, অতএব শ্রাদ্ধকালে শ্রেষ্ঠ যোগীকে নিয়োগ করা উচিত। হে রাজন্! সহস্র শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণের অগ্রে যদি একজন মাত্র যোগী অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি সমুদায় ভোক্তা এবং যজমানকে উদ্ধার করেন।৫১-৫৪

* চন্দ্র অমাবস্যাগত হইলে, যে গাভী তৃণ ভক্ষণ করে, সেই গাভীকে বলে 'দৌহিত্রী'। তাহার দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন ঘৃতকে বলে—'দৌহিত্র'। কেহ বলেন—গণ্ডারের চর্মনির্মিত পাত্র।

† দিনের অষ্টম ভাগকে বলে—'কুতপ'। কেহ বলেন—ছাগলোমজাত কম্বল।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রাদ্ধে মধুমাংসাদিদানফলস্য ক্লীবাদিদ্বারাশ্রাদ্ধদর্শনদোষস্য চ বর্ণনম্।]

ঔর্ব্ব উবাচ।
হবিষ্য-মৎস্য-মাংসৈস্তু শশস্য শকুনস্য চ।
শৌকরচ্ছাগলৈরৈণৈরৌরবৈর্গবয়েন চ ॥১
ঔরভ্রগব্যৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যা পিতামহাঃ।
প্রয়ান্তি তৃপ্তিং মাংসৈস্তু নিত্যং বাধ্রীণসামিষৈঃ ॥২
খড়্গমাংসমতীবাত্র কালশাকং তথা মধু।
শস্তানি কর্ম্মণ্যত্যন্ত-তৃপ্তিদানি নরেশ্বর ॥৩

গয়ামুপেত্য যঃ শ্রাদ্ধং করোতি পৃথিবীপতে।
সফলং তস্য তজ্জন্ম জায়তে পিতৃতুষ্টিদম্ ॥৪
প্রসান্তিকাঃ সনীবারাঃ শ্যামাকা দ্বিবিধাস্তথা।
বনৌষধীপ্রধানাস্তু শ্রাদ্ধার্হাঃ পুরুষর্ষভ ॥৫
যবাঃ প্রিয়ঙ্গবো মুদ্গা গোধূমা ব্রীহয়স্তিলাঃ।
নিষ্পাবাঃ কোবিদারাশ্চ সর্ষপাশ্চাত্র শোভনাঃ ॥৬

ষোড়শ অধ্যায়

[শ্রাদ্ধে মধু-মাংসাদি দানফল এবং ক্লীবাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ দর্শন দোষ বর্ণন।]

ঔর্ব্ব বলিলেন,—শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে পিতৃগণ একমাস পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য প্রদানে দুইমাস, শশকমাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষিমাংস প্রদানে চারি মাস, শূকরমাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগমাংস প্রদানে ছয় মাস; এণ(মৃগবিশেষ)মাংস দিলে সাত মাস, রুরুমৃগমাংস প্রদান করিলে আট মাস, গবয়মাংস প্রদানে নয় মাস, মেষমাংস প্রদানে দশ মাস, গোমাংস

অকৃতাগ্রয়ণং যচ্চ ধান্যজাতং নরেশ্বর।
রাজমাষানণূংশ্চৈব মসূরাংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৭
অলাবুং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং পিণ্ডমূলকম্।
গান্ধারকং করম্ভাণি লবণান্যৌসরাণি চ ॥৮
আরক্তাশ্চৈব নির্য্যাসাঃ প্রত্যক্ষলবণানি চ।
বর্জ্জ্যান্যেতানি বৈ শ্রাদ্ধে যচ্চ বাচা ন শস্যতে ॥৯
নক্তাহৃতং ন চোৎসৃষ্টং তৃপ্যতে ন চ যত্র গৌঃ।
দুর্গন্ধি ফেনিলঞ্চাম্বু শ্রাদ্ধযোগ্যং ন পার্থিব ॥১০
ক্ষীরমেকশফানাং যদৌষ্ট্রমাবিকমেব চ।
মার্গঞ্চ মাহিষঞ্চৈব বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥১১
ষণ্ডাপবিদ্ধচাণ্ডালপাষণ্ডোন্মত্তরোগিভিঃ।
কৃকবাকু-শ্ব-নগ্নৈশ্চ বানরগ্রামশূকরৈঃ ॥১২
উদক্যাসূতকাশৌচিমৃতহারৈশ্চ বীক্ষিতে।
শ্রাদ্ধে সুরা ন পিতরো ভুঞ্জতে পুরুষর্ষভ ॥১৩
তস্মাৎ পরিশ্রিতে কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
উর্ব্যাঞ্চ তিলবিক্ষেপাদ্ যাতুধানান্ নিবারয়েৎ ॥১৪
ন পূতি নৈবোপপন্নং কেশকীটাদিভির্নৃপ।
ন চৈবাভিষবৈর্মিশ্রমন্নং পর্য্যুষিতং তথা ॥১৫
শ্রদ্ধাসমন্বিতৈর্দত্তং পিতৃভ্যো নামগোত্রতঃ।
যদাহারাস্তু তে জাতাস্তদাহারত্বমেতি তৎ ॥১৬
শ্রূয়ন্তে চাপি পিতৃভির্গীতা গাথা মহীপতে।
ঈক্ষ্বাকোর্ম্মনুপুত্রস্য কলাপোপবনে পুরা ॥১৭
অপি নস্তে ভবিষ্যন্তি কুলে সন্মার্গগামিনঃ।
গয়ামুপেত্য যে পিণ্ডান্ দাস্যন্ত্যস্মাকমাদরাৎ ॥১৮

প্রদান করিলে এগার মাস পর্য্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। পরন্তু যদি বাধ্রীণস* মাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন। হে রাজন্! গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণ শাক ও মধু—এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্ম্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক। পৃথিবীপতে! যে ব্যক্তি গয়াতে গমনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করে, তাহার জন্ম সফল হয়। তাহার পিতৃগণ পরিতুষ্ট থাকেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবধান্য, নীবারধান্য, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ এই দুই প্রকার শ্যামাক ধান্য ও পশ্চাদুক্ত প্রধান বন্যৌষধি—এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধের উপযুক্ত। যব, প্রিয়ঙ্গু (কায়ীননামক শস্য বিশেষ।), মুগকলায়, গম, ব্রীহি (শরৎপক্ক ধান), তিল, শিম্বী, কোবিদার ও সর্ষপ—এই সমুদায় ওষধি শ্রাদ্ধে প্রশংসনীয়। হে নরেশ্বর! অকৃতাগ্রয়ণ ধান্য, রাজমাষ, সূক্ষ্ম শালি ধান্য ও মসূরদ্বিদল, অলাবু (লাউ), গৃঞ্জন (গাঁজা), পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), পিণ্ডাকৃতি মূলক, গান্ধার (শাকবিশেষ), করম্ভ আধ ভাজা খই বা শাকবিশেষ), ঊষর ভূমিতে উৎপন্ন লবণ, স্বভাবত ঈষৎ রক্তবর্ণ বৃক্ষরস, প্রত্যক্ষ লবণ ও অপ্রশস্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধকালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে আনীত জল, অপ্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকার জল, গোসমূহের অতৃপ্তিকারক জল, দুর্গন্ধ জল ও ফেনিল জল শ্রাদ্ধযোগ্য নহে ।১-১০

একশফ (একখুর) জন্তুর দুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, মেষদুগ্ধ, মৃগদুগ্ধ ও মহিষদুগ্ধ শ্রাদ্ধকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে। ক্লীব, অপবিদ্ধ (মহাজন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত পাষণ্ড কিংবা বৈদিক কর্মত্যাগী), চাণ্ডাল, পাষণ্ড, উন্মত্ত, চিররোগী, কুক্কুর, নগ্ন (গ্রন্থকার পরে যে 'নগ্ন' সংজ্ঞা বলিবেন, সেই নগ্ন) বানর, গ্রামশূকর, রজস্বলা নারী, জননাশৌচ ও মরণশৌচবিশিষ্ট এবং মৃতহারক (শববহন করা যাহাদের বৃত্তি) শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে, দেবগণ ও পিতৃগণ শ্রাদ্ধে ভোজন করেন না; অতএব সাবধানে সদাচার-পরায়ণ লোকগণের সম্মুখে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রাদ্ধ করিবে। ভূমিতে তিলনিক্ষেপ করিয়া নিশাচরগণকে দূর করিবে। দুর্গন্ধ, কেশযুক্ত, কীটযুক্ত, কাঞ্জিক-মিশ্রিত ও পর্যুষিত অন্ন শ্রাদ্ধে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। শ্রদ্ধাসহকারে নামগোত্র উল্লেখ করিয়া পিতৃগণকে অন্নদান করিলে, পিতৃগণ যেরূপ আহারে যুক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা সেইরূপ আহার প্রাপ্ত হন। হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী কলাপগ্রামের কলাপী নামক উপবনে পিতৃগণ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুকে এই গাথা গীতা বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বংশে সন্মার্গগামী এমন কোন সন্তান জন্মে যে, সে পুত্র গয়ায় গিয়া সমাদরের সহিত আমাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে। আমাদের কুলে এমন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে যে, সে আমাদের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের মঘাসংযুক্ত ত্রয়োদশী তিথিতে ঘৃতমধুসংযুক্ত পায়স প্রদান করে।

* ত্রিঃ পিবন্ত্বিন্দ্রিয়ং ক্ষীণং শ্বেতং বৃদ্ধপ্রজাপতিম্।
বাধ্রীনসন্তু তং প্রাহুর্যাজ্ঞিকাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি ॥
(জলপানে যস্য মুখবৎ কর্ণৌ চ জলং স্পৃশতঃ স ত্রিপিবঃ।)
যদ্বা
কৃষ্ণগ্রীবো রক্তশিরাঃ শ্বেতপক্ষো বিহঙ্গমঃ।
স বৈ বাধ্রীণসঃ প্রোক্ত ইত্যেষা নৈগমী শ্রুতিঃ।

অপি নঃ স্বকুলে জায়াদ্ যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পির্ভ্যাং বর্ষাসু চ মঘাসু চ ॥১৯
গৌরীং* বাপ্যুদ্বহেৎ কন্যাং নীলংᵗ বা বৃষমুৎসৃজেৎ
যজেত বাশ্বমেধেন বিধিবদ্দক্ষিণাবতা ॥২০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে
ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

আমাদের বংশে এমন কোন পুত্র জন্মে যে, সে গৌরী কন্যা বিবাহ বা বৃষ উৎসর্গ করে, অথবা যথাবিধি দক্ষিণা দান করত অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়।১১-২০

* অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষাৎ তু রোহিণী। দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥
গৌরীং দদন্নাকপৃষ্ঠং বৈকুণ্ঠং যাতি রোহিণীম্। কন্যাং দদদ্ ব্রহ্মলোকং রৌরবন্তু রজস্বলাম্ ॥
† লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডরঃ। শ্বেতঃ খুর-বিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে ॥

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

[নগ্নলক্ষণম্, ভীষ্ম-বশিষ্ঠসংবাদঃ, বিষ্ণুস্তুতিঃ, মায়ামোহোৎপত্তিশ্চ।]

পরাশর উবাচ।
ইত্যাহ ভগবানৌর্বঃ সগরায় মহাত্মনে।
সদাচারান্ পুরা সম্যঙ্ মৈত্রেয় পরিপৃচ্ছতে ॥১
ময়াপ্যেতদশেষেণ কথিতং ভবতে দ্বিজ।
সমুল্লঙ্ঘ্য সদাচারং কশ্চিন্নাপ্নোতি শোভনম্ ॥২
মৈত্রেয় উবাচ।
ষণ্ডাপবিদ্ধপ্রমুখা বিদিতা ভগবন্ মম।
উদক্যাদ্যাশ্চ যে সর্বে নগ্নমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩
কো নগ্নঃ কিংসমাচারো নগ্নসংজ্ঞাং নরো লভেৎ।
নগ্নস্বরূপমিচ্ছামি যথাবদ্ গদিতং ত্বয়া ॥৪
পরাশর উবাচ।
ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞেয়ং ত্রয়ী বর্ণাবৃতির্দ্বিজ।
এতামুজ্‌ঝতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মৃতঃ ॥৫
ত্রয়ী সমস্তবর্ণানাং দ্বিজ সংবরণং যতঃ।
নগ্নো ভবত্যুজ্‌ঝিতায়ামতস্তস্যামসংশয়ম্ ॥৬

সপ্তদশ অধ্যায়

[নগ্ন লক্ষণ, ভীষ্ম-বশিষ্ঠসংবাদ, বিষ্ণুস্তুতি এবং মায়ামোহোৎপত্তি।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বকালে সদাচারসমূহের বিষয় মহাত্মা সগর জানিতে ইচ্ছা করিলে ভগবান্ ঔর্ব্ব এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। আমি তোমার কাছে অশেষপ্রকারে সেই সদাচারের বিষয় বলিলাম। হে দ্বিজ! সদাচার লঙ্ঘন করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবান্! ক্লীব, অপবিদ্ধ ও উদক্যাদি কাহাকে বলে, তাহা আমার জানা আছে; কিন্তু নগ্ন কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি। নগ্ন কে? মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিলে নগ্নসংজ্ঞা লাভ করে? নগ্নের স্বরূপ বা কি? এ সমুদায় আপনি যথাবিধি বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। পরাশর বলিলেন,—দ্বিজ! বর্ণত্রয়ের আবরণ স্বরূপ ঋগ্-যজুঃ-সাম-সংজ্ঞক ত্রয়ীকে যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরিত্যাগ করে, সেই পাতকীর নাম নগ্ন। হে ব্রহ্মন্! ত্রয়ীই সমস্ত বর্ণের সংবরণ; অতএব এই ত্রয়ীরূপ সংবরণ পরিত্যাগ করিলে নগ্ন হয়, ইহাতে সংশয় নাই। আমার ধর্ম্মজ্ঞ পিতামহ বশিষ্ঠ মহাত্মা

ইদঞ্চ শ্রূয়তামন্যদ্ ভীষ্মায় সুমহাত্মনে।
কথয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো বসিষ্ঠো মৎপিতামহঃ ॥৭
ময়াপি তস্য গদতঃ শ্রুতমেতন্মহাত্মনঃ।
নগ্নসম্বন্ধি মৈত্রেয় যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া ॥৮
দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং দিব্যমব্দং পুরা দ্বিজ।
তস্মিন্ পরাজিতা দেবা দৈত্যৈর্হ্রাদপুরোগমৈঃ ॥৯
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং গত্বাতপ্যন্ত বৈ তপঃ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় জগুশ্চেমং স্তবং তথা ॥১০

দেবা ঊচুঃ।

আরাধনায় লোকানাং বিষ্ণোরীশস্য যাং গিরম্।
বক্ষ্যামো ভগবানাদ্যস্তয়া বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥১১
যতো ভূতান্যশেষাণি প্রসূতানি মহাত্মনঃ।
যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যন্তি কস্তং সংস্তোতুমীশ্বরঃ ॥১২
তথাপ্যরাতিবিধ্বংসধ্বস্তবীর্য্যা ভবার্থিনঃ।
ত্বাং স্তোষ্যামস্তবোক্তীনাং যাথার্থ্যং নৈবগোচরে ॥১৩

ত্বমুর্ব্বী সলিলং বহ্নির্বায়ুরাকাশমেব চ।
সমস্তমন্তঃকরণং প্রধানং তৎপরঃ পুমান্ ॥১৪
একং তবৈতদ্ভূতাত্মন্ মূর্ত্তামূর্ত্তময়ং বপুঃ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং স্থানকালবিভেদবৎ ॥১৫
তত্রেশ তব তৎ পূর্ব্বং ত্বন্নাভিকমলোদ্ভবম্।
রূপং সর্গোপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥১৬
শক্রার্করুদ্রবস্বগ্নি-মরুৎ-সোমাদিভেদবৎ।
বয়মেব স্বরূপং যৎ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ ॥১৭
দম্ভপ্রায়মসম্বোধি তিতিক্ষা-দমবর্জ্জিতম্।
যদ্রূপং তব গোবিন্দ তস্মৈ দৈত্যাত্মনে নমঃ ॥১৮
নাতিজ্ঞানবহা যস্মিন্ নাড্যঃ স্তিমিততেজসি।
শব্দাদিলোভি যৎ তস্মৈ তুভ্যং যক্ষাত্মনে নমঃ ॥১৯
ক্রৌর্য্যমায়াময়ং ঘোরং যচ্চ রূপং তবাসিতম্।
নিশাচরাত্মনে তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তম ॥২০
স্বর্গস্থধর্ম্মিসদ্ধর্ম্ম-ফলোপকরণং তব।
ধর্ম্মাখ্যঞ্চ তথা রূপং নমস্তস্মৈ জনার্দ্দন ॥২১

ভীষ্মকে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়! তুমি যে আমার নিকট নগ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা মহাত্মা মৎপিতামহ যখন ভীষ্মের নিকট বলেন, তখন শুনিয়াছি। হে দ্বিজ! পূর্ব্বকালে কোন সময় দিব্য এক বৎসর ব্যাপিয়া দেবগণ ও অসুরগণের পরস্পর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হ্রাদপ্রমুখ দৈত্যগণ দেবগণকে পরাজয় করেন। অনন্তর দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরকূলে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনার জন্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন ও এই স্তব করিতে লাগিলেন।১-১০

দেবগণ বলিলেন,—আমরা লোকপ্রভু বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্ত যে সকল বাক্য বলিব, তদ্দ্বারা সেই আদিভূত ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হউন। যে মহাত্মা হইতে অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহাতে সকলেই বিলীন হইবে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? হে প্রভো! তোমার স্তবোক্তির বিষয় যদিও আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর, তথাপি আমরা শত্রুকৃত পরাজয় দ্বারা হীনবীর্য্য হইয়া নিজেদের মঙ্গলার্থে তোমার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তুমি পৃথিবী, তুমি সলিল, তুমি অগ্নি, তুমি বায়ু, তুমি আকাশ, তুমি সমুদায় অন্তঃকরণ, তুমি প্রকৃতি এবং তুমি প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র পুরুষ। হে ভূতাত্মন্! তোমার একমাত্র মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তময় শরীর আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান এবং কালের বিভেদ করিতেছে। হে ঈশ্বর! সৃষ্টি করিবার জন্য তোমার নাভিকমল হইতে সমুৎপন্ন যে প্রথম মূর্ত্তি, তিনিই ব্রহ্মা; তুমিই সেই ব্রহ্মার স্বরূপ। আমরা ব্রহ্মরূপী তোমাকে নমস্কার করি। আমরা ইন্দ্র, সূর্য্য, রুদ্র, বসু, অগ্নি, মরুৎ, সোম প্রভৃতি বিবিধ ভেদে যাঁহার স্বরূপ হইতেছি, সেই সমুদায় দেবতাস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে গোবিন্দ! তোমার যে মূর্ত্তি দম্ভময়, বিবেকশূন্য, ক্ষমা ও দান্ততা-বিবর্জ্জিত সেই দৈত্যরূপী তোমাকে নমস্কার। হৃদয়রূপ নাড়ীসকল সমধিক জ্ঞানের আধার নয় বলিয়া যাহাদের তেজ স্তিমিত, শব্দ-রূপ-রস প্রভৃতি বিষয়ে

হর্ষপ্রায়মসংসর্গি গতিমদ্গমনাদিষু ।
সিদ্ধাখ্যং তব যদ্রূপং তস্মৈ সিদ্ধাত্মনে নমঃ ॥২২

অতিতিক্ষাধনং ক্রূরমুপভোগময়ং হরে ।
দ্বিজিহ্বং তব যদ্রূপং তস্মৈ সর্পাত্মনে নমঃ ॥২৩

অববোধি চ যচ্ছান্তমদোষমপকল্মষম্ ।
ঋষিরূপাত্মনে তস্মৈ বিষ্ণো রূপায় তে নমঃ ॥২৪

ভক্ষয়ত্যথ কল্পান্তে ভূতানি যদবারিতম্ ।
ত্বদ্রূপং পুণ্ডরীকাক্ষ তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥২৫

সম্ভক্ষ্য সর্ব্বভূতানি দেবাদীন্যবিশেষতঃ ।
নৃত্যত্যন্তে চ যদ্রূপং তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥২৬

প্রবৃত্ত্যা রজসো যচ্চ কর্ম্মণাং কারকাত্মকম্ ।
জনার্দ্দন নমস্তস্মৈ ত্বদ্রূপায় নরাত্মনে ॥২৭

অষ্টাবিংশদ্বধোপেতং যদ্রূপং তামসং তব ।
উন্মার্গগামি সর্বাত্মন্ তস্মৈ পশ্বাত্মনে নমঃ ॥২৮

যজ্ঞাঙ্গভূতং যদ্রূপং জগতঃ সিদ্ধিসাধনম্ ।
বৃক্ষাদিভেদৈর্যদ্ভেদি তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ ॥২৯

তির্য্যঙ্‌মানুষদেবাদি ব্যোমশব্দাদিকঞ্চ যৎ ।
রূপং তবাদেঃ সর্বস্য তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ ॥৩০

প্রধানবুদ্ধ্যাদিময়াদশেষাদ্
　　যদন্যদস্মাৎ পরমং পরাত্মন্ ।
রূপং তবাদ্যং ন যদন্যতুল্যং
　　তস্মৈ নমঃ কারণকারণায় ॥৩১

শুক্লাদিদীর্ঘাদিঘনাদিহীন-
　　মগোচরে যচ্চ বিশেষণানাম্ ।
শুদ্ধাতিশুদ্ধং পরমর্ষিদৃশ্যং
　　রূপায় তস্মৈ ভগবন্ নতাঃ স্ম ॥৩২

যন্নঃ শরীরেষু যদন্যদেহে-
　　ষ্বশেষজন্তুষ্বক্ষমব্যয়ং যৎ ।
যস্মাচ্চ নান্যদ্ব্যতিরিক্তমস্তি
　　ব্রহ্মস্বরূপায় নতাঃ স্ম তস্মৈ ॥৩৩

সকলমিদমজস্য যস্য রূপং
　　পরমপদাত্মবতঃ সনাতনস্য ।

যাহাদের আসক্তি, তাদৃশ যক্ষরূপী তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! ক্রূরতা ও মায়ার অদ্বিতীয় আধার যে মূর্ত্তি ঘোর তমোময় বলিয়া খ্যাত, তুমি সেই নিশাচর স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার।১১-২০

হে জনার্দ্দন! স্বর্গস্থিত ধার্ম্মিকগণের উত্তম ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অদৃষ্ট, তোমারই রূপভেদ; সেই অদৃষ্টরূপী তোমাকে নমস্কার। যাঁহারা অগ্নি জল প্রভৃতি গমনীয় স্থানে গমন করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা প্রসন্নতাময়, তাদৃশ সিদ্ধগণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। হে হরে! অক্ষমাই যাহাদের সর্ব্বস্ব, যাঁহারা ক্রূর, যাহাদের উপভোগে পরিতৃপ্তি হয় না, ঈদৃশ দ্বিজিহ্ব সর্পগণরূপী তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি জ্ঞানময়, প্রশান্ত, দোষহীন ও পাপরহিত, সেই ঋষিগণরূপী তোমার মূর্ত্তিকে নমস্কার। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার যে মূর্ত্তি কল্পান্তে অবারিতরূপে সমুদায় ভূতকে ভক্ষণ করে, সেই কালরূপী তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি দেব, মনুষ্য প্রভৃতি সমুদায় জীবসমূহকে নিঃশেষরূপে ভক্ষণপূর্ব্বক নৃত্য করে, তোমার সেই রুদ্রমূর্ত্তিকে নমস্কার। হে জনার্দ্দন! যাহারা রজোগুণের পরিচালনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তুমি সেই মনুষ্যসরূপ, তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! যাহারা অষ্টাবিংশতি প্রকার বধযুক্ত (একাদশ ইন্দ্রিয় বধ, নবতুষ্টি বধ ও অষ্টসিদ্ধি বধ—সমুদায়ে অষ্টাবিংশতিপ্রকার বধ।) তমোময় ও উন্মার্গগামী, সেই পশুমূর্ত্তি স্বরূপ তোমাকে নমস্কার। তোমার যে মূর্ত্তি জগতের সিদ্ধিসাধন যজ্ঞাঙ্গস্বরূপ, বৃক্ষলতাদি ভেদে বিভিন্নপ্রকার, সেই উদ্ভিদাত্মক তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের আদি কারণ। তির্য্যক্, মানুষ, দেব, আকাশ, শব্দ প্রভৃতি সকলই তোমার মূর্ত্তি, অতএব সর্ব্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার।২১-৩০

হে পরমাত্মন্! তোমার যে মূর্ত্তি প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রপঞ্চময় অশেষ জগৎ হইতে পৃথক্ স্পষ্ট, সকলের আদি, যাহার সদৃশ অন্য কোন রূপ নাই, সেই কারণ-কারণ মূর্ত্তিস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবন্। তোমার যে মূর্ত্তি শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপরহিত, যে মূর্ত্তির হ্রস্বতা দীর্ঘতা প্রভৃতি পরিমাণ নাই, যে মূর্ত্তি ঘনাদি গুণশূন্য, যাহা সমুদায় বিশেষণের অগোচর, যাহা

তমনিধনমশেষবীজভূতং
প্রভুমমলং প্রণতাঃ স্ম বাসুদেবম্ ॥৩৪
পরাশর উবাচ।
স্তোত্রস্যাস্যাবসানে তু দদৃশুঃ পরমেশ্বরম্।
শঙ্খচক্রগদাপাণিং গরুড়স্থং সুরা হরিম্ ॥৩৫
তমূচুঃ সকলা দেবাঃ প্রণিপাতপুরঃসরম্।
প্রসীদ দেব দৈত্যেভ্যস্ত্রাহীতি শরণার্থিনঃ ॥৩৬
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ দৈত্যৈর্হ্রাদপুরোগমৈঃ।
হৃতং নো ব্রহ্মণোঽপ্যাজ্ঞামুল্লঙ্ঘ্য পরমেশ্বর ॥৩৭
যদ্যপ্যশেষভূতস্য বয়ং তে চ তবাংশকাঃ।
তথাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পশ্যামহে জগৎ ॥৩৮
স্ববর্ণধর্ম্মাভিরতা বেদমার্গানুসারিণঃ।
ন শক্যাস্তেঽরয়ো হন্তুমস্মাভিস্তপসান্বিতাঃ ॥৩৯
তমুপায়মমেয়াত্মন্নস্মাকং দাতুমর্হসি।
যেন তানসুরান্ হন্তুং ভবেম ভগবন্ ক্ষমাঃ ॥৪০

পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তো ভগবাংস্তেভ্যো মায়ামোহং শরীরতঃ।
তমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ প্রাহ চেদং সুরোত্তমান্ ॥৪১
শ্রীভগবানুবাচ।
মায়ামোহোঽয়মখিলান্ দৈত্যাংস্তান্মোহয়িষ্যতি।
ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥৪২
স্থিতৌ স্থিতস্য মে বধ্যা যাবন্তঃ পরিপন্থিনঃ।
ব্রহ্মণো যেঽধিকারস্য দেবদৈত্যাদিকাঃ সুরাঃ ॥৪৩
তদ্গচ্ছত ন ভীঃ কার্য্যা মায়ামোহোঽয়মগ্রতঃ।
গচ্ছন্নদ্যোপকারায় ভবিতা ভবতাং সুরাঃ ॥৪৪
ইত্যুক্তাঃ প্রণিপত্যৈনং যযুর্দেবা যথাগতম্।
মায়ামোহোঽপি তৈঃ সার্দ্ধং যযৌ যত্র মহাসুরাঃ ॥৪৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

পবিত্র হইতেও পবিত্রতর, মহর্ষিরা যে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতেছি। যিনি আমাদের শরীরে, অন্যান্য সমুদায় শরীরে ও সমুদায় পদার্থে অবস্থান করেন, যিনি জন্ম ও ক্ষয়রহিত, যাঁহা হইতে ভিন্ন আর কোন বস্তুই নাই, সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুকে নমস্কার। যিনি উৎপত্তিহীন, এই সমুদায় প্রপঞ্চ যাঁহার রূপভেদ, পরমপদ ব্রহ্মই যাঁহার আত্মা, যিনি নিত্য অক্ষয় নির্ম্মল প্রভু, যিনি নিখিল জগতের কারণীভূত, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। পরাশর বলিলেন,—স্তবের অবসান হইলে দেবগণ শঙ্খ-চক্র-গদাপাণি গরুড়ারূঢ় পরমেশ্বর হরিকে দেখিতে পাইলেন। তখন সমুদায় দেবগণ তাঁহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলিলেন,—হে নাথ! প্রসন্ন হও; আমরা শরণাপন্ন, আমাদিগকে দৈত্যগণ হইতে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বর! হ্রাদ প্রভৃতি দৈত্যগণ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আমাদের ত্রিলোক রাজ্য ও যজ্ঞভাগ হরণ করিয়াছে। যদিও তুমি অশেষ জীবস্বরূপ এবং আমরা ও তাহারা তোমার অংশ, তথাপি আমরা অবিদ্যাভেদে জগৎ সমুদায় পরস্পর ভিন্ন দেখিতেছি। আমাদের শত্রুগণ স্ব স্ব বর্ণধর্ম্মে নিরত, বেদমার্গানুসারী ও তপঃসম্পন্ন, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে অমেয়াত্মন্ ভগবন্! যাহাতে আমরা সেই সমুদয় অসুরকে নষ্ট করিতে পারি, তুমি আমাদের এইরূপ কোন উপায় করিয়া দাও।৩১-৪০

পরাশর বলিলেন,—দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া সুরশ্রেষ্ঠগণকে প্রদান করিলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই মায়ামোহ সমুদায় দৈত্যকে মোহিত করিবে, পরে তাহারা বেদমার্গবিহীন হইলে, তোমরা অনায়াসে তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে। হে দেবগণ! সৃষ্টিরক্ষার জন্য ব্রহ্মা নিযুক্ত আছেন। যে সকল দৈত্য বা দেবতা ব্রহ্মার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা আমারই বধ্য। হে দেবগণ! এক্ষণে তোমরা গমন কর, ভয় করিও না; এই মায়ামোহ অগ্রে অগ্রে তোমাদের উপকারের জন্য গমন করুক। পরাশর বলিলেন,—বিষ্ণু এইরূপ কহিলে, দেবগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক গমন করিলেন। যেখানে অসুরগণ অবস্থিতি করিতেছে, মায়ামোহও তাঁহাদের সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন।৪১-৪৫

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

[অসুরেভ্যো মায়ামোহস্যোপদেশদানম্, বৌদ্ধধর্মোৎপত্তিঃ, নগ্নসম্পর্কদোষঃ, নৃপস্য শতধনোরুপাখ্যানঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

তপস্যভিরতান্ সোঽথ মায়ামোহো মহাসুরান্ ।
মৈত্রেয় দদৃশে গত্বা নর্ম্মদাতীরসংশ্রয়ান্ ॥১
ততো দিগম্বরো মুণ্ডো বর্হিপত্রধরো দ্বিজ ।
মায়ামোহোঽসুরান্ শ্লক্ষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥২

মায়ামোহ উবাচ ।

ভো দৈত্যপতয়ো ব্রূত যদর্থং তপ্যতে তপঃ ।
ঐহিকং বাথ পারত্র্যং তপসঃ ফলমিচ্ছথ ॥৩

অসুরা ঊচুঃ ।

পারত্র্যফললাভায় তপশ্চর্য্যা মহামতে ।
অস্মাভিরিয়মারব্ধা কিং বা তেঽত্র বিবক্ষিতম্ ॥৪

মায়ামোহ উবাচ ।

কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্ ॥৫
ধর্ম্মো বিমুক্তেরর্হোঽয়ং নৈতদস্মাৎ পরঃ পরঃ ।
অত্রৈবাবস্থিতাঃ স্বর্গং বিমুক্তিং বা গমিষ্যথ ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ সর্ব্বে যূয়ং মহাবলাঃ ॥৬

পরাশর উবাচ ।

এবং প্রকারৈর্বহুভির্যুক্তিদর্শনবর্দ্ধিতৈঃ ।
মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদপাকৃতাঃ ॥৭
ধর্ম্মায়ৈতদধর্ম্মায় সদেতন্ন সদিত্যপি ।
বিমুক্তয়ে ত্বিদং নৈতদ্বিমুক্তিং সম্প্রযচ্ছতি ॥৮
পরমার্থোঽয়মত্যর্থং পরমার্থো ন চাপ্যয়ম্ ।
কার্য্যমেতদকার্য্যঞ্চ নৈতদেবং স্ফুটস্ত্বিদম্ ।
দিগ্বাসসাময়ং ধর্ম্মো ধর্ম্মোঽয়ং বহুবাসসাম্ ॥৯
ইত্যনৈকান্তবাদঞ্চ মায়ামোহেন নৈকধা ।
তেন দর্শয়তা দৈত্যাঃ স্বধর্ম্মাংস্ত্যাজিতা দ্বিজ ॥১০

অষ্টাদশ অধ্যায়

[অসুরগণকে মায়ামোহের উপদেশদান, বৌদ্ধ-ধর্মোৎপত্তি, নগ্নসম্পর্কদোষ এবং রাজা শতধনুর উপাখ্যান ।]

পরাশর বলিলেন,—মৈত্রেয় ! অনন্তর মায়ামোহ সেই স্থান হইতে গমন করিয়া দেখিলেন, সেই মহাসুরগণ নর্ম্মদাতীরে তপস্যা করিতেছে। হে দ্বিজ ! তখন মায়ামোহ দিগম্বর, মুণ্ডিতমস্তক ও বর্হিপত্রধারী হইয়া অসুরগণকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে দৈত্যপতিগণ ! তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ, তাহা বল। এই তপস্যা দ্বারা তোমরা ঐহিক না পারলৌকিক ফল ইচ্ছা কর ? অসুরগণ বলিল,—হে মহামতে ! পারত্রিক-ফল লাভের জন্য আমরা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ বিষয়ে তুমি কি বলিতে ইচ্ছা কর ? মায়ামোহ বলিলেন, যদি তোমরা মুক্তির ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর এবং মুক্তির অসংবৃত দ্বার-স্বরূপ মদুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এই ধর্ম্মই মুক্তির উপযোগী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্মই নাই। এই ধর্ম্মে অবস্থান করিলে স্বর্গ বা মুক্তি, যাহাতে অভিরুচি তাহা পাইতে পারিবে। তোমরা সকলেই মহাবল, তোমরা এই ধর্ম্ম গ্রহণ কর। পরাশর বলিলেন,—এইরূপে মায়ামোহ নানাপ্রকার যুক্তি-প্রদর্শন দ্বারা এবং পরিবর্দ্ধিত বাক্যসমূহ দ্বারা দৈত্যগণকে বেদমার্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। ইহাতে ধর্ম্ম হয়, ইহাতে অধর্ম্ম হয়, এইটী সৎ, এইটী অসৎ, ইহা মুক্তির কারণ, ইহাতে মুক্তিলাভ হয় না, ইহা অত্যন্ত পরমার্থ, এই কার্য্য পরমার্থ নহে, এইটী সৎকার্য্য, এইটী অকার্য্য, এই বিষয় এরূপ নহে, ইহা স্পষ্ট এই প্রকার, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, ইহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম, হে দ্বিজ ! এইরূপ অনেক প্রকার সংশয়-

অর্হথেমং মহাধর্ম্মং মায়ামোহেন তে যতঃ।
প্রোক্তাস্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমার্হতাস্তেন তেঽভবন্ ॥১১
ত্রয়ীধর্ম্মসমুৎসর্গং মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
কারিতাস্তন্ময়া হ্যাসংস্তথান্যে তৎপ্রবোধিতাঃ ॥১২
তৈরপ্যন্যে পরে তৈশ্চ তৈরপ্যন্যে পরে চ তৈঃ।
অল্পৈরহোভিঃ সন্ত্যক্তা তৈর্দৈত্যৈঃ প্রায়শস্ত্রয়ী ॥১৩
পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃঙ্মায়ামোহোঽজিতেক্ষণঃ।
অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদ্বল্পমধুরাক্ষরম্ ॥১৪

মায়ামোহ উবাচ।

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্বাণার্থমথাসুরাঃ।
তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত ॥১৫
বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমুদীরিতম্ ॥১৬
জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্।
রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে ॥১৭

পরাশর উবাচ।

এবং বুধ্যত বুধ্যধ্বং বুধ্যতৈবমিতীরয়ন্।
মায়ামোহঃ স দৈতেয়ান্ ধর্ম্মমত্যাজয়ন্নিজম্ ॥১৮
নানাপ্রকারবচনং স তেষাং যুক্তিযোজিতম্।
তথা তথা চ তদ্ধর্ম্মং তত্যজুস্তে যথা যথা ॥১৯
তেঽপ্যন্যেষাং তথৈবোচুরন্যৈরন্যে তথোদিতাঃ।
মৈত্রেয় তত্যজুর্ধর্ম্মং বেদস্মৃত্যুদিতং পরম্ ॥২০
অন্যানপ্যন্যপাষণ্ড-প্রকারৈর্বহুভির্দ্বিজ।
দৈতেয়ান্ মোহয়ামাস মায়ামোহোঽতিমোহকৃৎ ॥২১
স্বল্পেনৈব হি কালেন মায়ামোহেন তেঽসুরাঃ।
মোহিতাস্তত্যজুঃ সর্ব্বাং ত্রয়ীমার্গাশ্রিতাং কথাম্ ॥২২
কেচিদ্বিনিন্দাং বেদানাং দেবানামপরে দ্বিজ।
যজ্ঞকর্ম্মকলাপস্য তথান্যে চ দ্বিজন্মনাম্ ॥২৩
নৈতদ্যুক্তিসহং বাক্যং হিংসা ধর্ম্মায় নেষ্যতে।
হবীংষ্যনলদগ্ধানি ফলায়েত্যর্ভকোদিতম্ ॥২৪

জনক বাক্য বলিয়া মায়ামোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইলেন।১-১০

মায়া-মোহ দৈত্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই মহাধর্ম্ম মান্য কর। এইজন্য যাহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে বিখ্যাত হয়। মায়া-মোহ এইরূপে অসুরগণকে বেদধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইলেন; অসুরসমূহও মায়ামোহ-প্রভাবে মূঢ় হইয়া অন্যান্য জনকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে লাগিল। অসুরদীক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্য দৈত্যদিগকে, অন্য দৈত্যেরাও অপর দৈত্যদিগকে, তাহারা আবার আর আর ব্যক্তিকে এবং আর আর ব্যক্তিরাও অন্যান্য দৈত্যগণকে ঐ ধর্ম্মগ্রহণ করাইল; অল্প দিনের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। অনন্তর মায়ামোহ রক্তাম্বর পরিধানপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জনরাগ করিয়া অন্য অসুরগণের নিকট গমনপূর্ব্বক মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে অসুরগণ! যদি নির্ব্বাণমুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি দুষ্ট ধর্ম্মে কোন ফল হইবে না—ইহা জানিবে, জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্য ভাল করিয়া বুঝ, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন যে, এই জগৎ অনাধার, ভ্রমজ্ঞানগোচর, অর্থান্বেষণে তৎপর ও রাগাদিদোষে সাতিশয় দূষিত। ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। পরাশর বলিলেন,—মায়ামোহ এইরূপ জ্ঞাত হও, এইরূপ বুঝিবে এবং এইরূপ বুঝিয়া রাখ— এই কথা বলিয়া দানবগণকে নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইলেন। মায়ামোহ দৈত্যগণের নিকট এইরূপ নানা-প্রকার যুক্তিযুক্ত, বাক্য বলিতে লাগিলেন যে, তাহারা সেই বাক্যানুসারে স্ব স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ধর্ম্মত্যাগিগণ অন্যের নিকট বলিল,—অন্যেও পরের নিকট প্রচার করিতে লাগিল। হে মৈত্রেয়! দৈত্যেরা এইরূপে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত পরম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল।১১-২০

হে দ্বিজ! অতিশয় মোহজনক মায়ামোহ অন্যান্য বহুবিধ পাষণ্ডরূপ ধারণ করিয়া অপরাপর অসুরগণকে

যজ্ঞৈরনেকৈর্দ্দেবত্বমবাপ্যেন্দ্রেণ ভুজ্যতে।
শম্যাদি যদি চেৎ কাষ্ঠং তদ্বরং পত্রভুক্ পশুঃ ॥২৫
নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে ॥২৬
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ ॥২৭
জনশ্রদ্ধেয়মিত্যেতদবগম্য ততো বচঃ।
উপেক্ষ্য শ্রেয়সে বাক্যং রোচতাং যন্ময়েরিতম্ ॥২৮
ন হ্যাপ্তবাদা নভসো নিপতন্তি মহাসুরাঃ।
যুক্তিমদ্বচনং গ্রাহ্যং ময়ান্যৈশ্চ ভবদ্বিধৈঃ ॥২৯
মায়ামোহেন তে দৈত্যাঃ প্রকারৈর্বহুভিস্তথা।
ব্যুত্থাপিতা যথা নৈষাং ত্রয়ীং কশ্চিদরোচয়ৎ ॥৩০

ইত্থমুন্মার্গযাতেষু তেষু দৈত্যেষু তেঽমরাঃ।
উদ্‌যোগং পরমং কৃত্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥৩১
ততো দেবাসুরং যুদ্ধং পুনরেবাভবদ্দ্বিজ।
হতাশ্চ তেঽসুরা দেবৈঃ সন্মার্গপরিপন্থিনঃ ॥৩২
স্বধর্ম্মকবচস্তেষামভূদ্ যঃ প্রথমং দ্বিজ।
তেন রক্ষাভবৎ পূর্বং নেশুর্নষ্টে চ তত্র তে ॥৩৩
ততো মৈত্রেয় তন্মার্গবর্ত্তিনো যেঽভবন্ জনাঃ।
নগ্নাস্তে তৈর্যতস্ত্যক্তং ত্রয়ীসংবরণং বৃথা ॥৩৪
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থস্তথাশ্রমাঃ।
পরিব্রাড্ বা চতুর্থোঽত্র পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥৩৫
যস্তু সন্ত্যজ্য গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থো ন জায়তে।
পরিব্রাড্ বাপি মৈত্রেয় স নগ্নঃ পাপকৃন্নরঃ ॥৩৬

মোহিত করিল। এইরূপে মায়ামোহের মোহপ্রভাবে অসুরগণ অল্পকালে বেদমার্গাশ্রিত সমুদায় কথা পরিত্যাগ করিল। হে দ্বিজ! তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বেদের নিন্দা করিল, কেহ কেহ বা দেবগণের নিন্দা আরম্ভ করিল; কেহবা যজ্ঞাদি কর্ম্মকলাপের কেহ বা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতে লাগিল। যে কার্য্যে কোন প্রাণীর হিংসা হয়, ঈদৃশ কার্য্যে ধর্ম্ম হয়—এই বাক্য কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। ঘৃতসমূহ অনলে দগ্ধ হইলে ফল প্রদান করে—ইহা বালকের যোগ্য বাক্য। অনেক যজ্ঞ দ্বারা দেবতা হইয়া ইন্দ্রের সহিত যদি শমী প্রভৃতি কাষ্ঠ ভোজন করিতে হয়, তবে দেবতা অপেক্ষা পশুও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু পশু সরস পত্র ভক্ষণ করে। যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে, যদি সেই পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন আপনার পিতাকে বধ করে না? শ্রাদ্ধকালে একব্যক্তি ভোজন করিলে যদি অন্য ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহা হইলে প্রবাস গমন কালে খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইবার কি প্রয়োজন? (পুত্রগণ শ্রদ্ধার সহিত গৃহে আহার করিলেই প্রবাসীর তৃপ্তি হইতে পারে) অতএব ইহা কেবল লোকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতেছে। তোমরা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহাতে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমি যাহা কহিলাম, তাহাতে তোমাদের রুচি হউক। হে অসুরগণ! আপ্তবাক্য সকল আকাশ হইতে পতিত হয় না। তোমরা, আমি বা অন্য ব্যক্তি সকলেরই যুক্তিসঙ্গত বাক্য গ্রহণ করা উচিত। মায়ামোহ এইরূপে বহুবিধ উপায় দ্বারা দৈত্যগণকে ঈদৃশ বিকৃতি ভাবাপন্ন করিয়া দিল যে, তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই আর বেদে রুচি রহিল না।২১-৩০

এইরূপে দৈত্যগণ কুপথগামী হইলে, দেবগণ পরম উদ্‌যোগ করিয়া তাহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর পুনর্ব্বার দেবাসুরের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন দেবতারা সন্মার্গভ্রষ্ট অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। পূর্ব্বে অসুরগণের স্বধর্ম্মরূপ যে কবচ ছিল, তদ্দ্বারাই তাহারা রক্ষিত ছিল, এক্ষণে সেই ধর্ম্মরূপ কবচ নষ্ট হওয়াতে তাহারা বিনষ্ট হইল। হে মৈত্রেয়! এই সময় অবধি যে সকল মনুষ্য মায়ামোহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারাই নগ্ন; কারণ, তাহারা বেদরূপ আবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজক,—এই চতুর্বিধ আশ্রম আছে। পঞ্চম আশ্রম নাই। হে মৈত্রেয়! যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ

নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিপ্র তস্য হানিরহর্নিশম্ ।
অকুর্বন্ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পততি তদ্দিনে ॥৩৭
প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিং প্রাপ্নোত্যনাপদি ।
পক্ষং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্ত্তা মৈত্রেয় মানবঃ ॥৩৮
সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোঽভিজায়তে ।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা ॥৩৯
স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্মহামতে ।
পুংসো ভবতি তস্যোক্তা ন শুদ্ধিঃ পাপকর্ম্মণঃ ॥৪০
দেবর্ষিপিতৃভূতানি যস্য নিঃশ্বস্য বেশ্মনি ।
প্রয়াস্ত্যনর্চ্চিতান্যত্র লোকে তস্মান্ন পাপকৃৎ ॥৪১
দেবাদিনিঃশ্বাসহতং শরীরং যস্য বেশ্ম চ ।
ন তেন সঙ্করং কুর্য্যাদ্ গৃহাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥৪২
সম্ভাষণানুপ্রশ্নাদি সহাস্যাঞ্চৈব কুর্বতঃ ।
জায়তে তুল্যতা পুংসস্তেনৈব দ্বিজ বৎসরম্ ॥৪৩

অথ ভুঙ্ক্তে গৃহে তস্য করোত্যাস্যাং তথাসনে ।
শেতে চাপ্যেকশয়নে স সদ্যস্তৎসমো ভবেৎ ॥৪৪
দেবতাপিতৃভূতানি তথানভ্যর্চ্চ্য যোঽতিথীন্ ।
ভুঙ্ক্তে স পাতকং ভুঙ্ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য কীদৃশী ॥৪৫
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ যে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মাদন্যতোমুখম্ ।
যান্তি তে নগ্নসংজ্ঞাস্তু হীনকর্ম্মস্ববস্থিতাঃ ॥৪৬
চতুর্ণাং যত্র বর্ণানাং মৈত্রেয়াত্যন্তসঙ্করঃ ।
তত্রাস্থা সাধুবৃত্তীনামুপঘাতায় জায়তে ॥৪৭
অনভ্যর্চ্চ্য ঋষীন্ দেবান্ পিতৄন্ ভূতাতিথীংস্তথা ।
যে ভুঙ্ক্তে তস্য সম্ভাষাৎ পতন্তি নরকে নরাঃ ॥৪৮
তস্মাদেতান্ নরো নগ্নাংস্ত্রয়ীসন্ত্যাগদূষিতান্ ।
সর্বদা বর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞ আলাপস্পর্শনাদিষু ॥৪৯
শ্রদ্ধাবদ্ভিঃ কৃতং যত্নাদ্ দেবান্ পিতৃপিতামহান্ ।
ন প্রীণয়তি তচ্ছ্রাদ্ধং যদেভিরবলোকিতম্ ॥৫০

করিয়া বানপ্রস্থ বা পরিব্রাজক না হয়, সেই পাপাত্মাও নগ্ন বলিয়া গণ্য। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়া একদিনমাত্র বিধিবিহিত ক্রিয়া না করে, সে তদ্দিনেই পতিত হয়, তাহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় নিত্য কর্ম্মও বিনষ্ট হয়। হে মৈত্রেয়! বিপৎকাল ব্যতীত যে একপক্ষ নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করে, সেই ব্যক্তি মহৎ প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। এক বৎসর-কাল যে মনুষ্যের নিত্যক্রিয়া না হয়, তাহাকে দর্শন করিলে সাধুদিগের সূর্য্য দর্শন করা কর্ত্তব্য। হে মহামতে! ঈদৃশ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত স্নান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই পাতকীর শুদ্ধি কিছুতেই হইতে পারে না।৩১-৪০

এই পৃথিবী মধ্যে যাহার গৃহে দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণ পূজা না পাইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র প্রতিগমন করেন, তাহা হইতে আর পাপাচারী নাই। যাহার শরীর ও গৃহ দেবগণ, পিতৃগণ ও ভূতগণের নিশ্বাস দ্বারা মলিন হয়, তাহার সহিত এক গৃহ, এক আসন বা এক পরিচ্ছদ দ্বারা সম্পর্ক করিবে না। যে ব্যক্তি উক্ত পাতকীর সহিত এক বৎসর কাল সম্ভাষণ, কুশলপ্রশ্ন বা একত্র উপবেশন করে, সে তৎসদৃশ পাতকী হয়। যে ব্যক্তি ঈদৃশ পাতকীর গৃহে ভোজন করে বা তাহার সহিত একাসনে উপবেশন করে কিংবা এক শয্যায় শয়ন করে, সে তৎক্ষণাৎ তৎসদৃশ হয়। যে ব্যক্তি দেবতাদিগের, পিতৃগণের, ভূতবর্গের ও অতিথিবৃন্দের পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে এবং তাহার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম পরাঙ্মুখ হয় কিংবা হীনবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে নগ্ন সংজ্ঞা লাভ করে। হে মৈত্রেয়! একগৃহে যদি বর্ণচতুষ্টয় অত্যন্ত সংসর্গ করে, তাহা হইলে সেই গৃহবাসে সাধুব্যবহারের উপঘাত (হানি) হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঋষি এবং দেবতাদিগকে, পিতৃগণকে, ভূতগণকে ও অতিথিবৃন্দকে পূজা না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিলে, লোক নরকে গমন করে। এই সকল কারণে বিজ্ঞ ব্যক্তি বেদপরিত্যাগদূষিত এই সমস্ত নগ্ন ব্যক্তির সহিত কখন আলাপাদি বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না। শ্রদ্ধাবান্ লোকে যখন যত্নপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ

শ্রূয়তে চ পুরা খ্যাতো রাজা শতধনুর্ভুবি ।
পত্নী চ শৈব্যা তস্যাভূদতিধর্ম্মপরায়ণা ॥৫১
পতিব্রতা মহাভাগা সত্য-শৌচ-দয়ান্বিতা ।
সর্বলক্ষণসম্পন্না বিনয়েন নয়েন চ ॥৫২
স তু রাজা তয়া সার্দ্ধং দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ।
আরাধয়ামাস বিভুং পরমেণ সমাধিনা ॥৫৩
হোমৈর্জপৈস্তথা দানৈরুপবাসৈশ্চ ভক্তিতঃ ।
পূজাভিশ্চানুদিবসং তন্মনা নান্যমানসঃ ॥৫৪
একদা তু সমং স্নাতৌ তৌ তু ভার্য্যাপতী জলে ।
ভাগীরথ্যাঃ সমুত্তীর্ণৌ কার্ত্তিক্যাং সমুপোষিতৌ ॥৫৫
পাষণ্ডিনমপশ্যেতামায়ান্তং সম্মুখং দ্বিজ ।
চাপাচার্য্যস্য তস্যাসৌ সখা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥৫৬
অতস্তদ্ গৌরবাৎ তেন সহালাপমথাকরোৎ ।
ন তু সা বাগ্‌যতা দেবী তস্য পত্নী যতব্রতা ॥৫৭
উপোষিতাস্মীতি রবিং তস্মিন্ দৃষ্টে দদর্শ চ ॥৫৮
সমাগম্য যথান্যায়ং দম্পতী তৌ যথাবিধি ।
বিষ্ণোঃ পূজাদিকং সর্বং কৃতবন্তৌ দ্বিজোত্তম ॥৫৯
কালেন গচ্ছতা রাজা মমারাসৌ সপত্নজিৎ ।
অন্বারুরোহ তং দেবী চিতাস্থং ভূপতিং পতিম্ ॥৬০
স তু তেনাপচারেণ শ্বা জজ্ঞে বসুধাধিপঃ ।
উপোষিতেন পাষণ্ডসম্ভাষো যঃ কৃতোঽভবৎ ॥৬১
সাপি জাতিস্মরা জজ্ঞে কাশীরাজসুতা শুভা ।
সর্ববিজ্ঞানসম্পূর্ণা সর্বলক্ষণপূজিতা ॥৬২
তাং পিতা দাতুকামোঽভূদ্ বরায় বিনিবারিতঃ ।
তয়ৈব তন্ব্যা বিরতেতি বিবাহারম্ভতো নৃপঃ ॥৬৩
ততঃ সা দিব্যয়া দৃষ্ট্যা দৃষ্ট্বা শ্বানং নিজং পতিম্ ।
বৈদিশাখ্যং পুরং গত্বা তদবস্থং দদর্শ তম্ ॥৬৪

করেন, সেই সময় নগ্নগণ যদি অবলোকন করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধকর্ত্তাদেরও সেই শ্রাদ্ধ পিতৃপিতামহগণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না ।৪১-৫০

শুনিয়াছি,—পূর্ব্বকালে শতধনু নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন। অতি ধর্ম্মপরায়ণা শৈব্যা নাম্নী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন। ঐ শৈব্যা পতিব্রতা, মহাভাগ্যবতী, সত্যনিষ্ঠা, শৌচপরায়ণা, দয়াপরতন্ত্রা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ও বিনয়ান্বিতা ছিলেন। সেই রাজা শৈব্যার সহিত পরম সমাধি দ্বারা দেবদেব বিভু জনার্দ্দনের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রতিদিন তন্মনা হইয়া ভক্তিসহকারে হোম, জপ, দান, উপবাস ও পূজা দ্বারা আরাধনা করিতেন, অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না। একদা তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া একত্র ভাগীরথী-সলিলে স্নানপূর্ব্বক উত্থান করিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখে আগত এক পাষণ্ডকে অবলোকন করিলেন। হে দ্বিজ! এই পাষণ্ড মহাত্মা রাজা চাপাচার্য্যের সখা। রাজা আচার্য্যের গৌরব স্মরণ করিয়া সেই পাষণ্ডের সহিত আলাপ করিলেন, পরন্তু তাঁহার পত্নী আরব্ধব্রতা দেবী শৈব্যা বাগ্‌যতা হইয়া থাকিলেন। আমি উপবাস করিয়া আছি—এই বিবেচনা করিয়া তিনি সেই পাষণ্ডের দর্শন হওয়ায় সূর্য্য দর্শন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! অনন্তর সেই দম্পতী যথারীতি আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে বিষ্ণুপূজা প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম করিলেন। কিছুকাল পরে শত্রুবিজয়ী রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দেবী শৈব্যাও চিতারূঢ় পতির অনুগমন করিলেন ।৫১-৬০

রাজা উপোষিত হইয়া যে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সেই দোষের জন্য কুকুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্নীও কাশীরাজের দুহিতারূপে জন্মিলেন এবং সর্ব্ব-বিজ্ঞানযুক্তা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না, শোভনা ও জাতিস্মরা হইলেন। অনন্তর কাশীরাজ কোন বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে, ঐ কন্যাই তাঁহাকে বিবাহের ব্যাপারে নিষেধ করাতে রাজা বিরত হইলেন। পরে কাশীপতিতনয়া শৈব্যা দিব্য চক্ষু দ্বারা দেখিলেন যে, তাঁহার পতি কুকুর হইয়া বিদিশা-নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তখন তিনি সেই স্থানে গিয়া

তং দৃষ্ট্বৈব মহাভাগং শ্বানং ভূতং পতিং তথা।
দদৌ তস্মৈ বরাহারং সংকারপ্রবণং শুভম্ ॥৬৫
ভুঞ্জন্ দত্তং তয়া সোঽন্নমতিমিষ্টমভীপ্সিতম্।
শ্বজাতিললিতং কুর্ব্বন্ বহু চাটু চকার বৈ ॥৬৬
অতীব ব্রীড়িতা বালা কুর্বতা চাটু তেন সা।
প্রণামপূর্বমাহেদং দয়িতং তং কুযোনিজম্ ॥৬৭

পত্ন্যুবাচ।

স্মর্য্যতাং তন্মহারাজ দাক্ষিণ্যললিতং ত্বয়া।
যেন শ্বযোনিমাপন্নো মম চাটুকরো ভবান্ ॥৬৮
পাষণ্ডিনং সমাভাষ্য তীর্থস্নানাদনন্তরম্।
প্রাপ্তোঽসি কুৎসিতাং যোনিং কিন্ন স্মরসি তৎ প্রভো ॥৬৯

পরাশর উবাচ।

তয়ৈবং স্মারিতে তত্র পূর্বজাতিকৃতে তদা।
দধ্যৌ চিরমথাবাপ নির্বেদমতিদুর্লভম্ ॥৭০
নির্ব্বিণ্ণচিত্তঃ স ততো নির্গম্য নগরাৎ ততঃ।
মরুপ্রপতনং কৃত্বা শার্গালীং যোনিমাগতঃ ॥৭১
সাপি দ্বিতীয়ে সম্প্রাপ্তে বর্ষে দিব্যেন চক্ষুষা।
জ্ঞাত্বা শৃগালং তং দ্রষ্টুং যযৌ কোলাহলং গিরিম্ ॥৭২
তত্রাপি দৃষ্ট্বা তং প্রাহ শার্গালীং যোনিমাগতম্।
ভর্ত্তারমতিচার্বঙ্গী তনয়া পৃথিবীপতে ॥৭৩

পত্ন্যুবাচ।

অপি স্মরসি রাজেন্দ্র শ্বযোনিস্থস্য যন্ময়া।
প্রোক্তং তে পূর্ব্বচরিতং পাষণ্ডালাপসংশ্রয়ম্ ॥৭৪
পুনস্তয়োক্তস্তজ্জ্ঞাত্বা সত্যং সত্যবতাং বরঃ।
কাননে স নিরাহারস্তত্যাজ স্বং কলেবরম্ ॥৭৫
ভূয়স্ততো বৃকং জাতং গত্বা তং নির্জ্জনে বনে।
স্মারয়ামাস ভর্ত্তারং পূর্ব্ববৃত্তমনিন্দিতা ॥৭৬

তদবস্থায় ভর্ত্তাকে দেখিতে পাইলেন। হে মহাভাগ! ভর্ত্তাকে তাদৃশ কুক্কুর হইতে দেখিয়া কাশীরাজদুহিতা আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে উত্তম আহার প্রদান করিলেন। তাঁহার ভর্ত্তাও তৎপ্রদত্ত অভিলষিত অতি মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে করিতে স্বজাতি যোগ্য চাটু প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্বামীর চাটুদর্শনে বালিকা কাশীরাজ-কন্যা অতীব লজ্জিতা হইলেন। তিনি কুযোনিজাত ভর্ত্তাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মহারাজ! আপনি গুরুর সখাবোধে গৌরব প্রকাশপূর্ব্বক পাষণ্ডকে যে প্রীতিমধুর বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে অদ্য কুক্কুর-জন্ম গ্রহণ করিয়া এই প্রকার চাটু করিতেছেন —তাহা স্মরণ করুন। প্রভো! আপনি তীর্থস্নানের পর পাষণ্ড সম্ভাষণ করিয়া এই কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—ইহা কেন স্মরণ করিতেছেন না? ৬১-৬৯

পরাশর বলিলেন,—কাশীরাজদুহিতা এইরূপ স্মরণ করাইয়া দিলে, কুক্কুর পূর্ব্বজন্মের জন্য অনেকক্ষণ চিন্তা করিল ও পরে অতিদুর্লভ নির্ব্বেদ(খেদ)প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সেই কুক্কুর নির্ব্বিণ্নহৃদয় হইয়া সেই নগরী হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে মরুভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করত শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল। পরে দ্বিতীয় বৎসর সেই শৈব্যা দিব্যচক্ষু দ্বারা পতি শৃগাল-যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোলাহলপর্ব্বতে গমন করিলেন। রমণীয়াকৃতি রাজকুমারী সেখানে শৃগাল-যোনিপ্রাপ্ত ভর্ত্তাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে রাজেন্দ্র! কুক্কুর-যোনিতে অবস্থানকালে পূর্ব্বে পাষণ্ডের সহিত আলাপবিষয়ক যে পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, তাহা কি স্মরণ করেন? পরাশর বলিলেন,—পরম সত্যনিষ্ঠ রাজা শতধনু পত্নীর নিকট তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সমুদায় বুঝিতে পারিলেন এবং অনাহারে সেই কানন মধ্যেই শৃগালদেহ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি বৃক হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। অনিন্দিতা কাশীরাজতনয়া নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বৃকরূপী ভর্ত্তাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিলেন;—মহাভাগ! আপনি বৃক নহেন। আপনি শতধনু নামক রাজা। আপনি পূর্ব্বে কুক্কুর পরে শৃগাল হইয়া জন্মিয়াছিলেন; এক্ষণে

ন ত্বং বৃকো মহাভাগ রাজা শতধনুর্ভবান্।
শ্বা ভূত্বা ত্বং শৃগালোঽভূর্ব্বৃকত্বং সাম্প্রতং গতঃ ॥৭৭

পরাশর উবাচ।

স্মারিতেন যদা ত্যক্তস্তেনাত্মা গৃধ্রতাং গতঃ।
অবাপ সা পুনশ্চৈনং বোধয়ামাস ভাবিনী ॥৭৮
নরেন্দ্র স্মর্য্যতামাত্মা হ্যলং তে গৃধ্রচেষ্টয়া।
পাষণ্ডালাপজাতোঽয়ং দোষো যদ্‌গৃধ্রতাং গতঃ ॥৭৯
ততঃ কাকত্বমাপন্নং সমনন্তরজন্মনি।
উবাচ তন্বী ভর্ত্তারমুপলভ্যাত্মযোগতঃ ॥৮০
অশেষা ভূভৃতঃ পূর্ব্বং বশ্যা যস্মৈ বলিং দদুঃ।
স ত্বং কাকত্বমাপন্নো জাতোঽদ্য বলিভুক্ প্রভো ॥৮১

পরাশর উবাচ।

এবমেব চ কাকত্বে স্মারিতঃ স পুরাতনম্।
তত্যাজ ভূপতিঃ প্রাণান্ ময়ূরত্বমবাপ চ ॥৮২
ময়ূরং তং ততঃ সা বৈ চকারানুগতং শুভা।
দত্তৈঃ প্রতিক্ষণং হৃদ্যৈস্তৎ তং তজ্জাতিভোজনৈঃ ॥৮৩
ততস্তু জনকো রাজা বাজিমেধং মহাক্রতুম্।
চকার তস্যাবভৃথে স্নাপয়ামাস তং তদা ॥৮৪
সস্নৌ স্বয়ঞ্চ তন্বঙ্গী স্মারয়ামাস চাপি তম্।
যথাসৌ শ্বশৃগালাদ্যা যোনির্জগ্রাহ পার্থিবঃ ॥৮৫
স্মৃতজন্মক্রমঃ সোঽথ তত্যাজ স্বং কলেবরম্।
জজ্ঞে চ জনকস্যৈব পুত্রোঽসৌ সুমহাত্মনঃ ॥৮৬
ততঃ সা পিতরং তন্বী বিবাহার্থমচোদয়ৎ।
স চাপি কারয়ামাস পিতা তস্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥৮৭
স্বয়ংবরে কৃতে সা তং সম্প্রাপ্তং পতিমাত্মনঃ।
বরয়ামাস ভূয়োঽপি ভর্তৃভাবেন ভাবিনী ॥৮৮
বুভুজে চ তয়া সার্দ্ধং স ভোগান্ নৃপনন্দনঃ।
পিতর্য্যুপরতে রাজ্যং বিদেহেষু চকার বৈ ॥৮৯
ইয়াজ যজ্ঞান্ সুবহূন্ দদৌ দানানি চার্থিনাম্।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস যুযুধে চ সহারিভিঃ ॥৯০
রাজ্যং ভুক্ত্বা যথান্যায়ং পালয়িত্বা বসুন্ধরাম্।
তত্যাজ সপ্রিয়ান্ প্রাণান্ সংগ্রামে ধর্ম্মতো নৃপঃ ॥৯১

বৃক হইয়া জন্মিয়াছেন। কাশীরাজদুহিতা এই কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, রাজা বৃকদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃধ্র (শকুনি) হইয়া জন্মিলেন। রাজকুমারী পুনর্ব্বার গৃধ্রের নিকট গিয়া সমুদায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন যে,—রাজন্! আপনি গৃধ্রের ন্যায় চেষ্টা করিবেন না, আপনি কে তাহা স্মরণ করিয়া দেখুন। পাষণ্ডালাপ-জনিতদোষে আপনি গৃধ্র হইয়াছেন। পরে রাজা গৃধ্রশরীর পরিত্যাগ করিয়া কাক হইলেন। ক্ষীণাঙ্গী কাশীরাজ-দুহিতা যোগবলে কাকরূপী ভর্ত্তাকে জানিয়া বলিলেন,—প্রভো! পূর্ব্বে অশেষ ভূপ বশীভূত হইয়া যাহাকে বলি প্রদান করিত, এক্ষণে সেই আপনি কাক হইয়া বলিভুক্ হইলেন। পরাশর বলিলেন,—কাকজন্মেও রাজা এই প্রকার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মারিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ও পরে ময়ূর হইয়া জন্মিলেন।৭০-৮২

তখন কাশীরাজতনয়া ভর্ত্তাকে ময়ূর হইয়া জন্মিতে দেখিয়া প্রতিক্ষণে ময়ূরজাতির ভক্ষ্য পরম রমণীয় বিবিধ দ্রব্য প্রদান দ্বারা তৃপ্তি সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুগত করিতে লাগিলেন। অনন্তর জনক রাজা অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই যজ্ঞে সেই ময়ূরটীকে স্নান করাইলেন। কাশীরাজনন্দিনী স্বয়ংও স্নান করিয়া রাজা কিরূপে কুক্কুর শৃগাল প্রভৃতির যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ময়ূররূপী রাজাও ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন এবং সেই মহাত্মা জনক রাজারই পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর কৃশাঙ্গী কাশীরাজকন্যা পিতাকে বিবাহের আয়োজন করিতে বলিলেন। কাশীরাজও কন্যার নিমিত্ত স্বয়ংবরসভা করিলেন। যখন স্বয়ংবরসভা হইল, তখন রাজকন্যা স্বীয় ভর্ত্তাকে সমাগত দেখিয়া পুনর্ব্বার ভর্তৃভাবে বরণ করিলেন। জনকরাজার পুত্রও কাশীরাজতনয়ার সহিত বিবিধ ভোগ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পরে জনকরাজার মৃত্যুর পর তিনি বিদেহ-দেশে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ও যাচকগণকে বহুসংখ্যক ধন দান করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহার বহু পুত্র জন্মিল; তিনি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ন্যায়ানুসারে

ততশ্চিতাস্থং তং ভূয়ো ভর্ত্তারং সা শুভেক্ষণা।
অন্বারুরোহ বিধিবদ্ যথাপূর্ব্বং মুদা সতী ॥৯২
ততোঽবাপ তয়া সার্দ্ধং রাজপুত্র্যা স পার্থিবঃ।
ঐন্দ্রানতীত্য বৈ লোকান্ লোকান্ কামদুহোঽ-
ক্ষয়ান্ ॥৯৩
স্বর্গাক্ষয়ত্বমতুলং দাম্পত্যমতিদুর্লভম্।
প্রাপ্তং পুণ্যফলং প্রাপ্য সংশুদ্ধিং তাং দ্বিজোত্তম ॥৯৪
এস পাষণ্ডসম্ভাষদোষঃ প্রোক্তো ময়া দ্বিজ।
তথাশ্বমেধাবভৃথস্নানমাহাত্ম্যমেব চ ॥৯৫
তস্মাৎ পাষণ্ডিভিঃ পাপৈরালাপ-স্পর্শনে ত্যজেৎ।
বিশেষতঃ ক্রিয়াকালে যজ্ঞাদৌ চাপি দীক্ষিতঃ ॥৯৬
ক্রিয়াহানির্গৃহে যস্য মাসমেকং প্রজায়তে।
তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যং পশ্যেত মতিমান্ নরঃ ॥৯৭
কিং পুনর্যৈস্তু সাত্যক্তা ত্রয়ী সর্বাত্মনা দ্বিজ।
পরান্নভোজিভিঃ পাপৈর্বেদবাদবিরোধিভিঃ ॥৯৮
পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥৯৯
দূরাদপাস্তঃ সম্পর্কঃ সহাস্যাপি চ পাপিভিঃ।
পাষণ্ডিভির্দুরাচারৈস্তস্মাৎ তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥১০০
এতে নগ্নাস্তবাখ্যাতা দৃষ্ট্যা শ্রাদ্ধোপঘাতকঃ।
যেষাং সম্ভাষণাৎ পুংসাং দিনপুণ্যং প্রণশ্যতি ॥১০১
এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা ন হ্যেতানলপেদ্ বুধঃ।
পুণ্যং নশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবম্ ॥১০২
পুংসাং জটাধরণমৌণ্ড্যবতাং বৃথৈব
মোঘাশিনামখিলশৌচনিরাকৃতানাম্।
তোয়প্রদানপিতৃপিণ্ডবহিষ্কৃতানাং
সম্ভাষণাদপি নরা নরকং প্রযান্তি ॥১০৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

রাজ্যভোগ ও পৃথিবী পালন করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিলেন। সুলোচনা সতী রাজকন্যা আনন্দের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার বিধানানুসারে চিতাশায়ী মৃতপতির অনুগমন করিলেন।৮৩-৯২

অনন্তর রাজা সেই রাজকন্যার সহিত ইন্দ্রলোক অতিক্রমপূর্ব্বক বিবিধ কামপ্রদ অক্ষয়লোকে গমন করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তিনি পরিশুদ্ধ হইয়া অতুলনীয় অক্ষয় স্বর্গ, দুর্লভ দাম্পত্য-সুখ ও পূর্ব্বার্জ্জিত সমুদয় পুণ্যের ফল ভোগ করেন। হে দ্বিজ! এই আমি তোমার সমীপে পাষণ্ডের সহিত সম্ভাষণের দোষ ও অশ্বমেধযজ্ঞে স্নানের মাহাত্ম্য বলিলাম। এতএব পাষণ্ড পাপাচারীদিগের সহিত আলাপ বা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না। বিশেষতঃ কোন নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার সময় তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা অতীব কর্ত্তব্য। যাহার গৃহে একমাস কাল নিত্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাদৃশ ব্যক্তির দর্শনে শুদ্ধির জন্য সূর্য্য দর্শন করিবেন। বিশেষতঃ পরান্নভোজী বেদ-বিরোধী যে সকল পাপাত্মা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করা অতীব কর্ত্তব্য। পাষণ্ড, বিকর্ম্মক, বৈড়ালব্রতিক, শঠ, হৈতুক ও বকবৃত্তি—এই সকল মনুষ্যকে বাক্যমাত্র দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না। সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক একত্রে পাপীদিগের সহিত অবস্থানেও দোষ স্পর্শ করে, এইজন্য তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবে। নগ্ন কাহাকে বলে, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। ইহারা শ্রাদ্ধ দর্শন করিলে শ্রাদ্ধ বিনষ্ট হয়। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে একদিনের পুণ্য নস্ট হয়। এই পাপাত্মাদিগের নাম পাষণ্ড। পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাদের সহিত আলাপ করিবেন না। ইহাদের সহিত সম্ভাষণ করিলে সেই দিনের উপার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হয়। নিরর্থকরূপধারী, বিনাকারণে মণ্ডিতমুণ্ড, দেবাতিথি পূজা ব্যতিরেকে আহারকারী, সর্ব্বপ্রকার শৌচহীন এবং তর্পণ কিংবা পিতৃপিণ্ডদানে পরাঙ্মুখ—এই সকল ব্যক্তির সম্ভাষণমাত্র করিলেও মনুষ্যগণ নরকে গমন করে।৯৩-১০৩

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয়াংশ সমাপ্ত।

চতুর্থাংশঃ

প্রথমঃ ঃ

[বংশবিস্তারকথনম্। ব্রহ্মণো দক্ষাদীনাঞ্চোৎপত্তিঃ, পুরূরবসো জন্ম, রেবত্যা সহ বলরামস্য বিবাহশ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ যন্নরৈঃ কার্য্যং সাধুকর্ম্মণ্যবস্থিতৈঃ।
তন্মহ্যং গুরুণাখ্যাতং নিত্যনৈমিত্তিকাত্মকম্ ॥১
বর্ণধর্ম্মাস্তথাখ্যাতা ধর্ম্মা যে চাশ্রমেষু বৈ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বংশান্ তাংস্ত্বং প্রব্রূহি মে গুরো ॥২

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় ! শ্রূয়তাময়মনেকযজ্বিবীরশূরভূপালালঙ্কৃতো ব্রহ্মাদির্মানবো বংশঃ।

তথা চোচ্যতে।

ব্রহ্মাদ্যং যো মনোর্ব্বংশমহন্যহনি সংস্মরেৎ।
তস্য বংশসমুচ্ছেদো ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি ॥৩

তদস্য বংশানুপূর্ব্বীমশেষপাপপ্রক্ষালনায় মৈত্রেয়ৈতাং শৃণু। তদ্ যথা সকলজগতামনাদিরাদিভূত ঋগ্‌যজুঃ-সামাদিময়ো ভগবদ্বিষ্ণুময়ং ব্রহ্মণো মূর্ত্তিরূপং হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মাণ্ডতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাগ্বভূব ॥৪

ব্রহ্মণশ্চ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠজন্মা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ, দক্ষস্যাপ্যদিতিঃ, অদিতের্বিবস্বান্, বিবস্বতো মনুঃ, মনোরিক্ষ্বাকু-নৃগ-ধৃষ্ট-শর্য্যাতি-নরিষ্যন্ত-প্রাংশু-নাভাগনেদিষ্ঠ-করূষ-পৃষধ্রাখ্যাঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥৫
ইষ্টিঞ্চ মিত্রাবরুণয়োর্ম্মনুঃ পুত্রকামশ্চকার ॥৬
তত্রাপহুতে হোতুরপচারাদিলা নাম কন্যা বভূব ॥৭

সৈব চ মিত্রাবরুণপ্রসাদাৎ সুদ্যুম্নো নাম মনোঃ পুত্রো মৈত্রেয়াসীৎ। পুনশ্চেশ্বরকোপাৎ স্ত্রী সতী সোমসূনোর্ব্বুধস্যাশ্রমসমীপে বভ্রাম ॥৮

সানুরাগশ্চ তস্যাং বুধঃ পুরূরবসমাত্মজমুৎ-পাদয়ামাস ॥৯

জাতে চ তস্মিন্নমিততেজোভিঃ পরমর্ষিভিরিষ্টিময় ঋঙ্‌ময়ো যজুর্ম্ময়ঃ সামময়োঽথর্ব্বময়ঃ সর্বময়ো মনোময়ো জ্ঞানময়োঽকিঞ্চিন্ময়ো ভগবান্ যজ্ঞপুরুষস্বরূপী সুদ্যুম্নস্য পুংস্ত্বমভিলষদ্ভির্যথাবদিষ্টঃ ॥১০

প্রথম অধ্যায়

[বংশ বিস্তারকথন। ব্রহ্মা ও দক্ষাদির উৎপত্তি, পুরূরবার জন্ম এবং রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! সৎকর্মনিষ্ঠ মনুষ্যগণের নিত্য ও নৈমিত্তিক যে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, গুরুদেব আপনি তাহা আমাকে বলিয়াছেন। হে গুরো! আপনি আশ্রমসমূহের ও বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মও বলিয়াছেন। এক্ষণে আমি বংশসকলের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বলুন।১-২

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! নানা যজ্ঞকর্ত্তা বীর ও শূর ভূপালগণ উৎপন্ন হইয়া যে বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই মনুর বংশ শ্রবণ কর। এই ভূপালগণের আদিপুরুষ ব্রহ্মা। এই প্রকার উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি আদিপুরুষ ব্রহ্মা হইতে সমগ্র মনুবংশ প্রতিদিন স্মরণ করে, কখনও তাহার বংশ সমুচ্ছেদ হয় না। হে মৈত্রেয়! পূর্ব্বোক্ত কারণে অশেষবিধ পাপ প্রক্ষালনের জন্য এই মনুর বংশ যথানুক্রমে শ্রবণ কর। সেই বংশের বিবরণ এই প্রকার,—পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবদ্বিষ্ণুময় পরমব্রহ্মের

তৎপ্রসাদাদিলা পুনরপি সুদ্যুম্নোঽভবৎ ॥১১
তস্যাপ্যুৎকল-গয়-বিনতসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ।
সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রীপূর্ব্বকত্বাদ্ রাজ্যভাগং ন লেভে ॥১২
তৎপিত্রা তু বসিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠানং নাম নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তম্। তচ্চাসৌ পুরূরবসে প্রাদাৎ।
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ ॥১৩
করূষাৎ কারূষা মহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ ॥১৪
নাভাগো নেদিষ্ঠপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ ॥১৫

তস্মাদ্ভলন্দনঃ পুত্রোঽভবৎ। ভলন্দনাদ্বৎসপ্রিরুদারকীর্ত্তিঃ, বৎসপ্রেঃ প্রাংশুরভবৎ, প্রজানিশ্চ প্রাংশোরেকোঽভবৎ, ততশ্চ খনিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষুপঃ, ক্ষুপাচ্চ অতিবলপরাক্রমোঽবিবিংশোঽভবৎ। ততো বিবিংশঃ, তস্মাচ্চ খনীনেত্রঃ, ততশ্চাতিবিভূতিঃ, অতিবিভূতের্ভূরিবলপরাক্রমঃ করন্ধমঃ পুত্রোঽভবৎ। তস্মাদপ্যবিক্ষিঃ, অবিক্ষেরপ্যতিবলঃ পুত্রো মরুত্তোঽভবৎ ॥১৬

যস্যেমাবদ্যাপি শ্লোকৌ গীয়েতে। মরুত্তস্য যথা যজ্ঞস্তথা কস্যাভবদ্ ভুবি। সর্ব্বং হিরণ্ময়ং যস্য যজ্ঞবস্ত্বতিশোভনম্। অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ। মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ সদস্যাশ্চ দিবৌকসঃ ॥১৭

মরুত্তশ্চক্রবর্ত্তী নরিষ্যন্তনামানং পুত্রমবাপ। তস্মাচ্চ দমঃ, দমস্য পুত্রো রাজ্যবর্দ্ধনো জজ্ঞে। রাজ্যবর্দ্ধনাৎ সুধৃতিরভূৎ। ততশ্চ নরঃ, তস্মাচ্চ কেবলঃ, কেবলাদ্

মূর্ত্তিস্বরূপ, অনাদি, সকল জগতের আদিভূত, ঋগ্-যজুঃ-সামময় ও হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আবির্ভূত হন।৩-৪

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষের অদিতি এক নাম্নী কন্যা হয়, সেই অদিতির পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যের পুত্র মনু। মনুর যে কয়জন পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট, শর্য্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নাভাগ, নেদিষ্ঠ, করূষ ও পৃষধ্র *। মনু পুত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে পুত্রকামনায় মিত্রাবরুণ নামক দেবদ্বয়ের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করেন। মনুপত্নীর প্রার্থনানুসারে হোতা কন্যালাভের সঙ্কল্প করাতে ঐ বৈকল্পিক যজ্ঞে ইলা নাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইলেন। হে মৈত্রেয়! মিত্রাবরুণদেবের অনুগ্রহে সেই ইলানাম্নী কন্যাতে মনুর সুদ্যুম্ননামক পুত্র হইল। পুনর্ব্বার ঈশ্বরকোপে ঐ সুদ্যুম্ন কন্যা হইয়া চন্দ্রপুত্র বুধের আশ্রম সমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বুধ সেই কন্যাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাতে পুরূরবানামক পুত্রকে উৎপাদন করিলেন। পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিলে পর অমিততেজা পরমর্ষিগণ সুদ্যুম্নের পুরুষত্ব অভিলাষে ঋঙ্ময়, যজুর্ম্ময়, সামময়, অথর্ব্বময়, সর্ব্বময়, ও মনোময়, কিন্তু পরমার্থতঃ অকিঞ্চিন্ময় ভগবান্ যজ্ঞপুরুষরূপী শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন।৫-১০

ভগবানের প্রসাদে ইলা পুনর্ব্বার পুরুষ সুদ্যুম্ন হইলেন। সেই সুদ্যুম্নের তিন পুত্র হয়; তাঁহাদের নাম উৎকল, গয় ও বিনত। সুদ্যুম্ন পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন বলিয়া রাজ্যভাগ প্রাপ্ত হইলেন না। সুদ্যুম্নের পিতা বসিষ্ঠ-বাক্যানুসারে সুদ্যুম্নকে প্রতিষ্ঠাননামক নগর প্রদান করেন। সুদ্যুম্নও ঐ নগর পুরূরবাকে দান করিলেন। পৃষধ্র গুরুর গোবধ করিয়াছিলেন বলিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। করূষ হইতে 'কারূষ' নামে মহাবল ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হন। নেদিষ্ঠপুত্র নাভাগ বৈশ্যতা প্রাপ্ত হন। নাভাগের বৈশ্যত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বে ভলন্দন নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র উদারকীর্ত্তি বৎসপ্রিয় ও বৎসপ্রিয়ের পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর প্রজানি নামে এক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র কনিত্র, কনিত্রের পুত্র ক্ষুপ। ক্ষুপের অবিবিংশনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র বিবিংশ, তৎপুত্র খনীনেত্র, তৎপুত্র অতি-বিভূতি, তৎপুত্র ভূরিবল (মহাবলশালী) পরাক্রান্ত করন্ধম,

* কেহ কেহ অর্থ করেন,—ইক্ষ্বাকুপুত্র নৃগ, নৃগপুত্র ধৃষ্ট ইত্যাদি।

বন্ধুমান্, বন্ধুমতো বেগবান্, বেগবতো বুধঃ, ততঃ তৃণবিন্দুঃ, তস্যাপ্যেকা কন্যা ইলিবিলা নাম। ততোহলম্বুষা নাম বরাপ্সরা তৃণবিন্দুং ভেজে। তস্যামস্য বিশালো জজ্ঞে; যঃ পুরীং বৈশালীং নাম নির্ম্মমে। হেমচন্দ্রশ্চ বিশালস্য পুত্রোঽভবৎ। তস্মাচ্চ সুচন্দ্রঃ, তত্তনয়ো ধূম্রাশ্বঃ, তস্যাপি সৃঞ্জয়োঽভূৎ। সৃঞ্জয়াৎ সহদেবঃ, ততঃ কৃশাশ্বো নাম পুত্রোঽভূৎ। সোমদত্তঃ কৃশাশ্বাজ্জজ্ঞে; যো দশাশ্বমেধানাজহার। তৎপুত্রশ্চ জনমেজয়ঃ, জনমেজয়াৎ সুমতিঃ। এতে বৈশালকা ভূভৃতঃ ॥১৮

শ্লোকোঽপ্যত্র গীয়তে।

তৃণবিন্দোঃ প্রসাদেন সর্ব্বে বৈশালকা নৃপাঃ।
দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তোঽতিধার্ম্মিকাঃ ॥১৯

শর্য্যাতেঃ কন্যা সুকন্যা নামাভবৎ; যামুপযেমে চ্যবনঃ। আনর্ত্তশ্চ নাম ধার্ম্মিকঃ শর্য্যাতিপুত্রোঽভবৎ। আনর্ত্তস্যাপি রেবতো নাম পুত্রো জজ্ঞে। যোঽসাবানর্ত্তবিষয়ং বুভুজে, পুরীঞ্চ কুশস্থলীমধ্যুবাস। রেবতস্যাপি রৈবতঃ পুত্রঃ ককুদ্মী নাম ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃশতজ্যেষ্ঠোঽভবৎ। তস্য চ রেবতী নাম কন্যা। তামাদায় কস্যেয়মর্হতীতি ভগবন্তমব্জযোনিং প্রষ্টুং ব্রহ্মলোকং জগাম। তাবচ্চ ব্রহ্মণোঽন্তিকে হাহাহূহূসংজ্ঞাভ্যাং গন্ধর্ব্বাভ্যামতিতানং নাম দিব্যং গান্ধর্ব্বমগীয়ত ॥২০

তাবচ্চ ত্রিমার্গপরিবর্ত্তৈরনেকযুগপরিবৃত্তি তিষ্ঠন্নপি রৈবতকঃ শৃণ্বন্ মুহূর্ত্তমিব মেনে ॥২১

গীতাবসানে ভগবন্তমব্জযোনিং প্রণম্য রৈবতকঃ

তৎপুত্র অবিক্ষি। অবিক্ষিরও অতি বলশালী মরুত্ত নামে পুত্র হয়।১১-১৬

আজ পর্য্যন্ত মরুত্ত সম্বন্ধে এই শ্লোকদ্বয় গীত হইয়া থাকে, যথা—মরুত্ত রাজার যে প্রকার যজ্ঞ হয়, ভুবনে তাদৃশ যজ্ঞ আর কোথায় হইয়াছে? সেই যজ্ঞে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞীয় বস্তুই সুবর্ণময় ছিল। সেই যজ্ঞে সোমপানে ইন্দ্র হৃষ্ট হন ও দক্ষিণা দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সন্তোষ লাভ করেন। এই যজ্ঞে স্বর্গবাসী দেবগণ অন্নাদি পরিবেশন করেন ও সদস্য হন। চক্রবর্ত্তী রাজা মরুত্ত নরিষ্যন্ত নামে পুত্র লাভ করেন। তৎপুত্র দম, দমেরও রাজ্যবর্দ্ধন নামে এক পুত্র জন্মে। রাজ্যবর্দ্ধনের সুধৃতিনামা পুত্র হয়। তৎপুত্র নর; তৎপুত্র কেবল; তৎপুত্র বন্ধুমান্; তৎপুত্র বেগবান্; তৎপুত্র বুধ এবং বুধপুত্র তৃণবিন্দু। তৃণবিন্দুর প্রথমে ইলিবিলা নামে এক কন্যা জন্মে, পরে অলম্বুষা নাম্নী অপ্সরা সেই তৃণবিন্দুকে ভজনা করেন। তাঁহার গর্ভে তৃণবিন্দুর বিশাল নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়; ঐ বিশাল বৈশালী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। বিশালের হেমচন্দ্র নামে পুত্র জন্মে। হেমচন্দ্রের পুত্র সুচন্দ্র, তাহার পুত্র ধূম্রাশ্ব। তৎপুত্র সৃঞ্জয়; তৎপুত্র সহদেব; সহদেবের কৃশাশ্বনামা পুত্র হয়। তৎপুত্র সোমদত্ত। এই সোমদত্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সোমদত্তের পুত্র জনমেজয়; তৎপুত্র সুমতি। এই বিশালবংশীয় নরপতিগণ। ইঁহাদের সম্বন্ধে এক শ্লোকও গীত হয়,—"তৃণবিন্দুর প্রসাদে সকল বিশালবংশীয় নৃপতিগণ দীর্ঘায়ু, মহাত্মা, বীর্য্যবান্ ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন।১৭-১৯

শর্যাতির সুকন্যা নাম্নী এক কন্যা হয়। তাঁহাকে চ্যবন বিবাহ করেন। শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে এক পরমধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। আনর্ত্তেরও রেবত নামে এক পুত্র হয়। সেই রেবত রাজা আনর্ত্তের বিষয় ভোগ করেন ও কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করেন। রেবতেরও রৈবত ককুদ্মীনামা অতি ধর্ম্মাত্মা একপুত্র ছিলেন এবং তিনি একশত রেবতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার রেবতী নামে এক কন্যা হয়। রৈবত ককুদ্মী "এই কন্যা, কাহার উপযুক্তা" এই কথা ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলোক হাহা ও হূহূনামে গন্ধর্ব্বদ্বয় অতিতাননামে দিব্যগন্ধর্ব্ব গান করিতেছিলেন। তখন

কন্যাযোগ্যং বরমপৃচ্ছৎ। তঞ্চাহ ভগবন্ কথয় যোঽভিমতস্তে বর ইতি। পুনশ্চ প্রণম্য ভগবতে যথাভিমতান্ আত্মনঃ স বরান্ কথয়ামাস—ক এষাং ভগবতোঽভিমতঃ ? কস্মৈ কন্যামিমাং প্রযচ্ছামীতি। ততঃ কিঞ্চিদবনতশিরাঃ সস্মিতো ভগবানব্জ-যোনিরাহ ॥২২

যে এতে ভবতোঽভিমতা নৈতেষাং সাম্প্রতমপত্যা-পত্যসন্ততিরপ্যবনীতলেঽস্তি। বহূনি হি তবাত্রৈ তদ্গান্ধর্ব্বং শৃণ্বতশ্চতুর্যুগান্যতীতানি। সাম্প্রতং ভূতলেঽষ্টাবিংশতিতমস্য মনোশ্চতুর্যুগমতীতপ্রায়ম্, আসন্নো হি তৎকলিঃ। অন্যস্মৈ কন্যারত্নমিদং ভবতৈকাকিনা দেয়ম্ ॥২৩

ভবতোঽপি মিত্র-মন্ত্রি-ভৃত্য-কলত্র-বন্ধু-বল-কোষাদয়ঃ কালেনৈতেনাত্যন্তমতীতাঃ ॥২৪

পুনরপ্যুৎপন্নসাধ্বসঃ স রাজা ভগবন্তং প্রণম্য পপ্রচ্ছ, ভগবন্! এবমবস্থিতে মমেয়ং কস্মৈ দেয়েতি। ততঃ স ভগবান্ কিঞ্চিদবনতকন্ধরং কৃতাঞ্জলিভূতং সপ্তলোকগুরুরব্জযোনিরাহ ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ।

ন হ্যাদিমধ্যান্তমজস্য যস্য
বিদ্মো বয়ং সর্ব্বগতস্য ধাতুঃ।
ন চ স্বরূপং ন পরং স্বভাবং
ন চৈব সারং পরমেশ্বরস্য ॥২৬
কলামুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো
ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুঃ।
অজন্মনাশস্য সমস্তমূর্ত্তে-
রনামরূপস্য সনাতনস্য ॥২৭

ষড়্জ, মধ্যম, গান্ধারাদি (অথবা তারা, উদারা ও মুদারা এই ত্রিবিধ) স্বর পরিবর্ত্তনে অতি মনোহর সেই গান শ্রবণ করিতে করিতে রাজা অনেক যুগের পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, পরন্তু তাঁহার যেন মনে হইল তিনি এক মুহূর্ত্তকাল গান শ্রবণ করিতেছেন। পরে গীত সমাপ্ত হইলে রৈবতকরাজ ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কন্যার উপযুক্ত বরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন যে, "তোমার কোন্ বর অভিমত ? তাহা বল।" তখন রৈবতক রাজা পুনর্ব্বার ভগবান্ পদ্মযোনিকে প্রণাম করিয়া আপনার অভিমত বরসকলের নাম করত বলিলেন,—ইহাদের মধ্যে কোন্ বর আপনার অভিমত বা কাকে আমি এই কন্যা প্রদান করিব ? তখন ভগবান্ ব্রহ্মা মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—যে সকল তোমার অভিমত বরের কথা বলিলে, অবনীতলে এক্ষণে ইহাদের পুত্রপৌত্রাদির পুত্রাদিও বর্ত্তমান নাই; কারণ, তোমার এইস্থলে গীত শ্রবণের মধ্যে বহু যুগ অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ভূতলে অষ্টাবিংশতিতম মনুর অধিকারের চতুর্যুগ গতপ্রায় এবং চতুর্থ কলিযুগও আসন্ন, এক্ষণে তুমি একাকী *, অন্য কোন বরকে কন্যারত্ন প্রদান কর। এইকালের মধ্যে তোমার মন্ত্রী, মিত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু, সৈন্য ও কোষাদি একেবারে অতীত হইয়াছে।২০-২৪

তখন রৈবতক ভয় সহকারে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এইরূপ অবস্থায় আমার কন্যা কাহাকে প্রদান করা যায় ? অনন্তর সপ্তলোকগুরু পদ্মযোনি ভগবান্ ব্রহ্মা অবনতকন্ধর কৃতাঞ্জলি রাজাকে বলিলেন,—জন্মরহিত যে ভগবানের আদি, মধ্য বা অন্ত আমরা কিছুই জানি না; যিনি সর্ব্বগত ও ধাতা; যে পরমেশ্বরের স্বরূপ, পর (তত্ত্বসীমা) স্বভাব বা বলের বিষয়ও আমরা জানি না; কলামুহূর্ত্তময় কালও যাহার বিভূতির পরিণামের কারণ নয়† যাহার জন্ম বা

* তোমার সদৃশ অন্য কোন পুরুষ এক্ষণে বর্ত্তমান নাই; সুতরাং তুমি একাকী (সজাতীয় দ্বিতীয় শূন্য)।

† ইহার ভাব এই,—মনুষ্যাদির বিভূতি কালক্রমে ফুরাইয়া যায়; কারণ, তাহা অনিত্য। কিন্তু ভগবানের বিভূতি নিত্য, চিরকালই তাহা সমভাবেই রহিয়াছে; কাল তাহার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না।

যস্য প্রসাদাদহমচ্যুতস্য
ভূতঃ প্রজাসৃষ্টিকরোঽন্তকারী।
ক্রোধাচ্চ রুদ্রঃ স্থিতিহেতুভূতো
যস্মাচ্চ মধ্যে পুরুষঃ পরস্মাৎ ॥২৮

মদ্রূপমাস্থায় সৃজত্যজো যঃ
স্থিতৌ চ যোঽসৌ পুরুষস্বরূপী।
রুদ্রস্বরূপেণ চ যোঽত্তি বিশ্বং
ধত্তে তথানন্তবপুঃ সমস্তম্ ॥২৯

শক্রাদিরূপী পরিপাতি বিশ্ব-
মর্কেন্দুরূপশ্চ তমো হিনস্তি।
পাকায় যোঽগ্নিত্বমুপেত্য লোকান্
বিভর্ত্তি পৃথ্বীবপুরব্যয়াত্মা ॥৩০

চেষ্টাং করোতি শ্বসনস্বরূপী
লোকস্য তৃপ্তিঞ্চ জলস্বরূপী।
দদাতি বিশ্বস্থিতিসংস্থিতস্তু
সর্ব্বাবকাশঞ্চ নভঃস্বরূপী ॥৩১

যঃ সৃজ্যতে সর্গকৃদাত্মনৈব
যঃ পাল্যতে পালয়িতা চ দেবঃ।
বিশ্বাত্মনঃ সংহ্রিয়তেঽন্তকারী
পৃথঙ্ন যস্যাস্য চ যোঽব্যয়াত্মা ॥৩২

যস্মিন্ জগদ্ যো জগদেতদাদ্যো
যশ্চাশ্রিতোঽস্মিন্ জগতি স্বয়ম্ভূঃ।
স সর্ব্বভূতপ্রভবো ধরিত্র্যাং
স্বাংশেন বিষ্ণুর্নৃপতেঽবতীর্ণঃ ॥৩৩

কুশস্থলী যা তব ভূপ রম্যা
পুরী পুরাভূদমরাবতীব।
সা দ্বারকা সম্প্রতি তত্র চাস্তে
স কেশবাংশো বলদেবনামা ॥৩৪

তস্মৈ ত্বমেনাং তনয়াং নরেন্দ্র!
প্রযচ্ছ মায়ামনুজায় জায়াম্।
শ্লাঘ্যো বরোঽসৌ তনয়া তবেয়ং
স্ত্রীরত্নভূতা সদৃশো হি যোগঃ ॥৩৫

নাশ নাই, যিনি সনাতন ও সর্বস্বরূপ ও যাঁহাকে নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, যাঁহার অনুগ্রহে আমি প্রজাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছি, যাঁহার ক্রোধময় রুদ্র জগতের অন্তকর্ত্তা ও স্থিতিকালে পুরুষস্বরূপ যে পরম হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের স্থিতিকর্ত্তা, যিনি জন্মহীন হইয়াও মৎস্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি স্থিতিকালে স্বয়ং পুরুষ বিষ্ণুরূপী, যিনি রুদ্রস্বরূপে এই জগতের প্রলয় করেন এবং যিনি অনন্ত শরীর ধারণ করিয়া এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রাদিরূপে বিশ্বের পরিপালন করেন, যিনি সূর্য্য-চন্দ্ররূপে অন্ধকার বিনষ্ট করেন, পৃথিবীস্বরূপী যে ভগবান্ পাকের জন্য অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া সকল লোকের পোষণ করিতেছেন ও যিনি অব্যয়াত্মা, যিনি শ্বাসস্বরূপে জীবগণের চেষ্টা করিতেছেন, যিনি জলরূপে লোকসমূহের তৃপ্তিসাধন করিতেছেন, বিশ্বের স্থিতির জন্য যিনি আকাশরূপে অবস্থিতি করত সকলের অবকাশ প্রদান করিতেছেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তারূপে আপনাকেই আপনি সৃষ্টি করিতেছেন, যিনি আপনা দ্বারা পালিত, অথচ স্বয়ং প্রতিপালক, যিনি বিশ্ব সংসারের অন্তকারী হইয়া স্বয়ং রক্ষিত হইতেছেন, যাঁহা হইতে পৃথক্ পদার্থ আর কিছুই নাই ও যিনি অব্যয়াত্মা, যাঁহাতে জগৎ অবস্থিত, যিনি এই জগৎস্বরূপ, আবার এই জগতেই যিনি আশ্রিত, অথচ যিনি স্বয়ম্ভূ; হে নৃপতে! যিনি সকলের কারণ, তিনি স্বকীয় অংশে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ভূপ! পূর্ব্বকালে তোমার যে অমরাবতীতুল্য রমণীয় কুশস্থলী নামে পুরী ছিল, সেই পুরী এক্ষণে দ্বারকা নাম্নী পুরী হইয়াছে, সেই পুরীতে শ্রীভগবান্ বিষ্ণু স্বকীয় অংশে বলদেব নাম গ্রহণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।২৫-৩৪

হে নরেন্দ্র! সেই মায়ামনুজ ভগবান্ বলদেবকে তোমার এই কন্যাকে পত্নীরূপে প্রদান কর। এই বলদেব জগতে শ্লাঘ্যতম, তোমার এই তনয়াও

পরাশর উবাচ।

ইতীরিতোঽসৌ কমলোদ্ভবেন
ভুবং সমাসাদ্য পতিঃ প্রজানাম্।
দদর্শ হ্রস্বান্ পুরুষানশেষা-
নল্পৌজসঃ স্বল্পবিবেকবীর্য্যান্ ॥৩৬

কুশস্থলীং তাঞ্চ পুরীমুপেত্য
দৃষ্টান্যরূপাং প্রদদৌ স্বকন্যাম্।
সীরধ্বজায় স্ফটিকাচলাভ-
বক্ষঃস্থলায়াতুলধীর্নরেন্দ্রঃ ॥৩৭

উচ্চপ্রমাণামতি তামবেক্ষ্য
স্বলাঙ্গলাগ্রেণ স তালকেতুঃ।
বিনাময়ামাস ততশ্চ সাপি
বভূব সদ্যো বনিতা যথান্যা ॥৩৮

তাং রেবতীং রৈবতভূপকন্যাং
সীরায়ুধোঽসৌ বিধিনোপযেমে।
দত্ত্বা চ কন্যাং স নৃপো জগাম
হিমাচলং বৈ তপসে ধৃতাত্মা ॥৩৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

স্ত্রীরত্নভূতা ; অতএব ইঁহাদের পরস্পর যোগ (মিলন)যোগ্য হইবে,—তাহার সন্দেহ নাই। পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর রাজা রৈবতক পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সকল পুরুষই হ্রস্ব, অল্পতেজাঃ, অল্পবীর্য্য ও হীন-বিবেক হইয়াছে। তখন অতুলনীয় বুদ্ধিমান্ নরেন্দ্র আপনার পুরী কুশস্থলীকে অন্য প্রকার দেখিলেন ; অনন্তর সেখানে বলদেবকে স্বকীয় কন্যা প্রদান করিলেন। ভগবান্ বলদেবের বক্ষঃস্থল স্ফটিক পর্ব্বতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছিল। ভগবান্ বলদেব সেই রেবতীকে অতি দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া স্বকীয় লাঙ্গলাগ্র দ্বারা তাঁহাকে নম্রাকার করিলেন ; তখন রেবতীও তৎকালীন অন্য বনিতার ন্যায় খর্ব্বাকার হইলেন। বলদেব সেই রৈবতরাজকন্যা রেবতীকে যথাবিধানে বিবাহ করিবার পর ধীরস্বভাব রৈবতক রাজাও কন্যাপ্রদানান্তে তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন।৩৫-৩৯

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[ইক্ষ্বাকোর্জন্ম, ককুৎস্থবংশস্য যুবনাশ্বস্য সৌভরেশ্চোপাখ্যানম্ ।]

পরাশর উবাচ।

যাবচ্চ ব্রহ্মলোকাৎ ককুদ্মী রৈবতো নামাভ্যেতি তাবৎ পুণ্যজনসংজ্ঞা রাক্ষসাস্তামস্য পুরীং কুশস্থলীং জঘ্নুঃ ॥১

তাবচ্চাস্য ভ্রাতৃশতং পুণ্যজনত্রাসাদ্ দিশো ভেজে। তদন্বয়াশ্চ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বদিক্ষু অভবন্। ধৃষ্টস্যাপি ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং সমভবৎ। নভাগস্যাত্মজো নাভাগঃ, তস্যাম্বরীষঃ, অম্বরীষস্যাপি বিরূপোঽভবৎ। বিরূপাৎ পৃষদশ্বো জজ্ঞে। ততশ্চ রথীতরঃ। তত্রায়ং শ্লোকঃ।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥২

ক্ষুবতশ্চ মনোরিক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ পুত্রো জজ্ঞে। তস্য পুত্রশতপ্রবরা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডাখ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। শকুনিপ্রমুখাঃ পঞ্চাশৎ পুত্রা উত্তরাপথরক্ষিতারো বভূবুঃ। চত্বারিংশদষ্টৌ চ দক্ষিণাপথে ভূপালাঃ ॥৩

স চ ইক্ষ্বাকুরষ্টকায়ামুৎপাদ্য শ্রাদ্ধার্হমাংসমানয়েতি বিকুক্ষিমাজ্ঞাপয়ামাস ॥৫

স তথেতি গৃহীতাজ্ঞো বনমভ্যেত্যানেকান্ মৃগান্ হত্বা অতিশ্রান্তোঽতিক্ষুৎপরীতো বিকুক্ষিরেকং শশমভক্ষয়ৎ, শেষঞ্চ মাংসমানীয় পিত্রে নিবেদয়ামাস। ইক্ষ্বাকুণাপি ইক্ষ্বাকুকুলাচার্য্যস্তৎপ্রোক্ষণায় বসিষ্ঠঃ প্রচোদিতঃ প্রাহ,—অলমনেনামেধ্যেনামিষেণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ইক্ষ্বাকুর জন্ম, ককুৎস্থবংশ এবং যুবনাশ্ব ও সৌভরির উপাখ্যান।]

পরাশর বলিলেন,—যে কালের মধ্যে রৈবত ককুদ্মী ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তাহার মধ্যে পুণ্যজন-নামক রাক্ষসগণ তাঁহার সেই কুশস্থলী নাম্নী পুরী ধ্বংস করে। সেই সময় রৈবত রাজার একশত ভ্রাতা পুণ্যজনসংজ্ঞক রাক্ষসগণের ভয়ে দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিল। সেই ভ্রাতৃশতের বংশে উৎপন্ন ক্ষত্রিয়গণ সকল দিকেই অবস্থিতি করেন। ধৃষ্টের বংশীয়েরা ধার্ষ্টক নামে অভিহিত হন। নভাগের পুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, অম্বরীষের বিরূপ নামে পুত্র হয়। বিরূপের পুত্র পৃষদশ্ব। তাঁহার পুত্র রথীতর। সেই রথীতরের সম্বন্ধে একটী শ্লোক গীত হয় যে, "এই রথীতরের বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়, অথচ আঙ্গিরস বলিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা যায়। হাঁচিবার সময় মনুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার একশত পুত্রের মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড নামে তিন পুত্র শ্রেষ্ঠ। শকুনি-প্রমুখ তাঁহার পঞ্চাশৎ পুত্র উত্তরাপথে রাজা হন, অপর আটচল্লিশজন পুত্র দক্ষিণাপথে রাজা হন। সেই রাজা ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষিকে উৎপাদন করিয়া এক দিবস অষ্টকাশ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহাকে আজ্ঞা করিলেন,—"তুমি শ্রাদ্ধোচিত মাংস আনয়ন কর।" বিকুক্ষি "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া বনগমনপূর্ব্বক অনেক মৃগ হননান্তে অতিশয় শ্রান্ত ও ক্ষুধাপীড়িত হইলেন। তখন তিনি সেই সমাহৃত মৃত পশুগণের মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিলেন ও ভক্ষণান্তে অপর মাংস সকল আনয়ন করত পিতাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা ইক্ষ্বাকু ইক্ষ্বাকুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠকে সেই মাংস সকল প্রোক্ষণ করিতে বলিলেন। তখন বশিষ্ঠ বলিলেন,—এই অপবিত্র মাংসে

দুরাত্মনানেন তে পুত্রেণ এতম্মাংসমুপহতং, যতোঽনেন শশকো ভক্ষিতঃ। ততশ্চাসৌ বিকুক্ষিঃ গুরুণৈবমুক্তঃ শশাদসংজ্ঞামবাপ, পিত্রাপি চ পরিত্যক্তঃ। পিতর্য্যুপরতে চাখিলামেতাং পৃথ্বীং ধর্ম্মতঃ শশাস। শশাদস্য চ পরঞ্জয়ো নাম পুত্রোঽভবৎ ॥৬

ইদঞ্চান্যৎ,—পুরা হি ত্রেতায়াং দৈবাসুরমতীব ভীষণং যুদ্ধমাসীৎ। তত্র চাতিবলিভিরসুরৈরমরাঃ পরাজিতা ভগবন্তং বিষ্ণুমারধয়াঞ্চক্রুঃ। প্রসন্নশ্চ দেবানামনাদিনিধনঃ সকলজগৎপরায়ণো নারায়ণঃ প্রাহ,—জ্ঞাতমেব ময়া যুষ্মাভির্যদভিলষিতম্, তদর্থমিদং শ্রূয়তাম্ ॥৮

পরঞ্জয়ো হি নাম শশাদস্য চ রাজর্ষেস্তনয়ঃ ক্ষত্রিয়বর্য্যঃ। তচ্ছরীরেঽহমংশেন স্বয়মেবাবতীর্য্য তানশেষানসুরান্ নিহনিষ্যামি, তদ্ভবদ্ভিঃ পরঞ্জয়োঽসুরবধার্থায় ইহ কার্য্যোদ্যোগঃ কার্য্য ইতি। এতচ্ছ্রুত্বা প্রণম্য ভগবন্তং বিষ্ণুমমরাঃ পরঞ্জয়সকাশমাজগ্মুঃ ॥৯

ঊচৈনং ভোঃ ভোঃ ক্ষত্রিয়বর্য্য। অস্মাভিরভ্যর্থিতেন ভবতা অস্মাকমরাতিবধোদ্যতানাং সাহায়কং কৃতমিচ্ছামঃ ॥১০

তদ্ভবতা অস্মাকমভ্যাগতানাং প্রণয়ভঙ্গো ন কার্য্যঃ। ইত্যুক্তঃ পরঞ্জয়ঃ প্রাহ,—সকলত্রৈলোক্যনাথো যোঽয়ং যুষ্মাকমিন্দ্রঃ শতক্রতুরস্য যদ্যহং স্কন্ধমারূঢ়ো যুষ্মদরাতিভিঃ সহ যোৎস্যে, তদাহং ভবতাং সহায়ঃ। ইত্যাকর্ণ্য সমস্তদেবৈরিন্দ্রেণ চ বাঢ়মিত্যেবমঙ্গীপ্সিতম্ ॥১১

ততশ্চ শতক্রতোর্বৃষভরূপধারিণঃ ককুৎস্থো হর্ষ-

কি প্রয়োজন? তোমার এই দুরাত্মা পুত্র মাংসসকল নষ্ট করিয়াছে; কারণ, এই পুত্র ইহার মধ্য হইতে একটী শশক ভক্ষণ করিয়াছে। গুরু এই কথা বলিলে, বিকুক্ষি তখন শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন ও তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। পরে ইক্ষ্বাকু মৃত হইলে শশাদ এই অখিল পৃথিবীকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে লাগিলেন। শশাদের পরঞ্জয় নামে পুত্র হয়। আর ইহাও শুনা যায় যে, পূর্ব্বকালে ত্রেতাযুগে দেবতা ও অসুরগণের পরস্পর অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। পরে অতিবল অসুরগণ দেবগণকে পরাজয় করিলে, দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর অনাদিনিধন ও সকলজগতের গতি ভগবান্ নারায়ণ দেবগণের উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—তোমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আমি জানিয়াছি; এক্ষণে তোমাদের অভিলাষ কিসে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শশাদ নামক রাজর্ষির পরঞ্জয়নামে এক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্র আছে। আমি তাহার শরীরে স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া সকল অসুরগণকে বিনষ্ট করিব। এই কারণে তোমরা অসুরবধের জন্য পরঞ্জয়কে কার্য্যোদ্যোগী অর্থাৎ যুদ্ধারম্ভের জন্য উদ্যুক্ত কর। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করত পরঞ্জয় নিকটে আগমন করিলেন।১-৯

দেবগণ আগমন করিয়া পরঞ্জয়কে বলিলেন,—হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার নিকট অভ্যর্থনা (অনুনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা) করিতেছি যে, আমরা অরাতিবধে প্রবৃত্ত, তুমি আমাদের সহায়তা করিও। এই কারণে আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি আমাদের প্রণয়ভঙ্গ করিও না। দেবগণ এই কথা বলিলে, পরঞ্জয় বলিলেন,—সকলত্রৈলোক্যের অধিপতি শতক্রতু, যিনি তোমাদের ইন্দ্র, ইঁহার স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক আমি যদি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পাই, তাহা হইলে আমি তোমাদের সহায় হইব, নচেৎ নহে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল দেবগণ ও ইন্দ্র "আচ্ছা, তাহাই হইবে" ইহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর দেবাসুরসংগ্রামে বৃষভরূপধারী ইন্দ্রের ককুৎ (স্কন্ধ)-প্রদেশে অবস্থিত ও হৃষ্ট রাজা পরঞ্জয় চরাচরগুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত অসুর-

সমন্বিতো ভগবতশ্চরাচরগুরোরচ্যুতস্য তেজসাপ্যায়িতো দেবাসুরসংগ্রামে সমস্তানেবাসুরান্ নিজঘান। যতশ্চ বৃষভককুৎস্থেন রাজ্ঞা নিসূদিতমসুরবলম্, ততশ্চাসৌ ককুৎস্থসংজ্ঞামবাপ ॥১২

ককুৎস্থস্যাপ্যনেনাঃ পুত্রোঽভূৎ। অনেনসঃ পৃথুঃ, পৃথোর্বিশ্বগশ্বঃ, তস্য চার্দ্রোঽভূৎ, অর্দ্রস্য যুবনাশ্বঃ তস্য শ্রাবস্তঃ, যঃ শ্রাবস্তীং পুরীং নিবেশয়ামাস। শ্রাবস্তস্য বৃহদশ্বঃ, বৃহদশ্বস্যাপি কুবলয়াশ্বঃ; যোঽসাবুতঙ্কস্য মহর্ষেরপকারিণং ধুন্ধুনামানমসুরং বৈষ্ণবেন তেজসাপ্যায়িতঃ পুত্রসহস্রৈরেকবিংশতিভিঃ পরিবৃতো জঘান, ধুন্ধুমারসংজ্ঞাঞ্চাবাপ। তস্য চ সমস্তা এব পুত্রা ধুন্ধুমুখনিঃশ্বাসাগ্নিনা বিপ্লুষ্টা বিনেশুঃ ॥১৩

দৃঢ়াশ্ব-চন্দ্রাশ্ব-কপিলাশ্বাস্ত্রয়ঃ কেবলমবশেষিতাঃ। দৃঢ়াশ্বাদ্ বার্য্যশ্বঃ, তস্মাদ্ নিকুম্ভঃ, নিকুম্ভাৎ সংহতাশ্বঃ, ততশ্চ কৃশাশ্বঃ, তস্মাৎ প্রসেনজিৎ, ততো যুবনাশ্বোঽভবৎ। তস্য চাপুত্রস্যাতিনির্ব্বেদাদ্ মুনীনামাশ্রমমণ্ডলে নিবসতঃ কৃপালুভিস্তৈর্মুনিভিরপত্যোৎপাদনায় ইষ্টিঃ কৃতা। তস্যাঞ্চ মধ্যরাত্রে নিবৃত্তায়াং মন্ত্রপূতজলপূর্ণকলসং বেদিমধ্যে নিবেশ্য তে মুনয়ঃ সুষুপুঃ ॥১৪

তেষু চ সুপ্তেষু অতীব তৃট্‌পরীতঃ স ভূপালস্তমাশ্রমং বিবেশ, সুপ্তাংশ্চ তানৃষীন্ নৈবোত্থাপয়ামাস ॥১৫

তচ্চ কলসজলমপরিমেয়মাহাত্ম্যং মন্ত্রপূতং পপৌ। প্রবুদ্ধাশ্চ ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ,—কেনৈতন্মন্ত্রপূতং বারি পীতম্? অত্র হি পীতে রাজ্ঞোঽস্য যুবনাশ্বস্য পত্নী মহাবলপরাক্রমং পুত্রং জনয়িষ্যতি। ইত্যাকর্ণ্য স রাজা অজানতা ময়া পীতমিত্যাহ ॥১৬

গণকে হনন করিলেন। যেহেতু রাজা বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুৎপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া অসুরদলকে দলিত করেন, সে কারণে তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল। ককুৎস্থের অনেনা নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র পৃথু। তৎপুত্র বিশ্বগশ্ব। তাঁহার পুত্র অর্দ্র। অর্দ্রের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত। এই শ্রাবস্ত শ্রাবস্তী নামে পুরী স্থাপনা করেন। শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, তাঁহার পুত্র কুবলয়াশ্ব। এই কুবলয়াশ্ব একবিংশতি সহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া বৈষ্ণব তেজঃপ্রভাবে পরিপুষ্টতা লাভ করত উতঙ্ক নামক মহর্ষির অপকারী ধুন্ধুনামক অসুরকে বিনাশ করেন, এইজন্য ইনি ধুন্ধুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এই কুবলয়াশ্বের সকল পুত্রই ধুন্ধুনামক অসুরের মুখনিশ্বাসসম্ভূত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। কেবল তাহার মধ্যে দৃঢ়াশ্ব, চন্দ্রাশ্ব ও কপিলাশ্ব নামে তিন পুত্র অবশিষ্ট থাকে। দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্য্যশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব, তৎপুত্র কৃশাশ্ব, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র যুবনাশ্ব। যুবনাশ্ব অপুত্রত্ব-নিবন্ধন অতি নির্ব্বেদ (খেদ) প্রাপ্ত হইয়া মুনিগণের আশ্রমে বাস করিতেন, কালক্রমে মুনিগণ কৃপাপরবশ হইয়া যুবনাশ্বের পুত্রোৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করিলেন। সেই যজ্ঞ মধ্যরাত্রে নিবৃত্ত হইলে, মুনিগণ মন্ত্রপূত জলকলস বেদিমধ্যে রাখিয়া শয়ন করেন। অনন্তর ঋষিগণ নিদ্রিত হইলে রাজা যুবনাশ্ব অতিশয় তৃষ্ণাযুক্ত হইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু মুনিগণকে আর উঠাইলেন না। রাজা সেই অপরিমেয় মাহাত্ম্য মন্ত্রপূত বারি পান করিলেন। তারপর ঋষিগণ জাগরিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে এই মন্ত্রপূত বারি পান করিয়াছে? এই জল পান করিলে, যুবনাশ্বপত্নী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন, এই জল তাঁহার জন্য ছিল।" রাজা এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—না জানিয়া আমি এই জল পান করিয়াছি। তখন যুবনাশ্বেরই গর্ভ হইল ও কালক্রমে গর্ভ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর যথাসময়ে নৃপতির দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বালক নিষ্ক্রান্ত হইল; কিন্তু রাজা মরিলেন না। তখন মুনিগণ বলিলেন,—এই জাত বালক কাহাকে ধয়ন (পান) করিবে? অর্থাৎ কাহার স্তন্যাদি পান করিয়া জীবিত

গর্ভশ্চ যুবনাশ্বোদরেঽভবৎ। ক্রমেণ চ ববৃধে। প্রাপ্তসময়শ্চ দক্ষিণং কুক্ষিমবনীপতের্নির্ভিদ্য নিশ্চক্রাম ন চাসৌ রাজা মমার ॥১৭

জাতো নামৈষ কং ধাস্যতীতি তে মুনয়ঃ প্রোচুঃ। অথাগম্য দেবরাড়ব্রবীৎ,—মাময়ং ধাস্যতীতি। ততো মান্ধাতা নামতোঽভবৎ। বক্ত্রে চাস্য প্রদেশিনী দেবরাজেন ন্যস্তা, তাং পপৌ। তাঞ্চামৃতস্রাবিণীমাসাদ্য পীত্বা চাহ্নৈব ব্যবর্দ্ধত। স তু মান্ধাতা চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপাং মহীং বুভুজে। ভবতি চাত্র শ্লোকঃ,—

যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্ব্বং তদ্‌যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥১৮

মান্ধাতা চ শশবিন্দুদুহিতরং বিন্দুমতীমুপযেমে, পুরুকুৎসমম্বরীষং মুচুকুন্দঞ্চ তস্যামপত্যত্রয়মুৎপাদয়ামাস। পঞ্চাশচ্চ দুহিতরস্তস্য নৃপতের্বভূবুঃ। বহ্বৃচশ্চ সৌভরির্নাম ঋষিরন্তর্জলে দ্বাদশাব্দং কালমুবাস ॥১৯

তত্র চান্তর্জলে সম্মদনামাতিবহুপ্রজোঽতিপ্রমাণো মীনাধিপতিরাসীৎ। তস্য পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোঽগ্রতো বক্ষঃ-পুচ্ছ-শিরসাঞ্চোপরি ভ্রমন্তস্তেনৈব সহাহর্নিশমতিনির্বৃতা রেমিরে। স চাপি তৎস্পর্শোপচীয়মানহর্ষপ্রকর্ষো বহুপ্রকারং তস্যর্ষেঃ পশ্যতস্তৈরাত্মজ-পৌত্র-দৌহিত্রাদিভিঃ সহানুদিবসং বহুপ্রকারং রেমে। অথান্তর্জলাবস্থিতঃ স সৌভরিরেকাগ্রতাসমাধানমপহায়ানুদিনং তৎ তস্য মৎস্যস্যাত্মজপৌত্রদৌহিত্রাদিভিঃ সহাতিরমণীয়ং ললিতমবেক্ষ্যাচিন্তয়ৎ ॥২০

অহো ধন্যোঽয়মীদৃশমপি অনভিমতং যোন্যন্তরমবাপ্য এভিরাত্মজপৌত্রাদিভিঃ সহ রমমাণোঽতীবাস্মাকং স্পৃহামুৎপাদয়তি। বয়মপ্যেবং পুত্রাদিভিঃ সহ রময়িষ্যামঃ। ইত্যেবমভিসমীক্ষ্য স তস্মাদন্তর্জলান্নিষ্ক্রম্য নির্বেষ্টুকামঃ কন্যার্থং মান্ধাতারং রাজানমগচ্ছৎ ॥২১

থাকিবে? তখন দেবরাজ ইন্দ্র আগমনপূর্ব্বক বলিলেন,—এই বালক আমাকে ধয়ন করিবে (অর্থাৎ আমার সাহায্যে জীবিত থাকিবে). এই কারণে এই কুমারের মান্ধাতা (মাং ধাতা) নাম হইল। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বালকের মুখে প্রদেশিনী অঙ্গুলি বিন্যাস করিলেন। বালক ঐ অঙ্গুলিই চুষিতে লাগিল। সেই অমৃতস্রাবিণী অঙ্গুলি প্রাপ্ত হইয়া বালক একদিনেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই বালক মান্ধাতা কালে চক্রবর্ত্তী ভূপাল হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ভোগ করেন। এই মান্ধাতা সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে যে, "সূর্য্য যেখান হইতে উদিত ও যেখানে অস্ত যান, তাহার অন্তর্গত সমুদায় ক্ষেত্রই যুবনাশ্ববংশীয় রাজা মান্ধাতার বলিয়া কীর্ত্তিত।১০-১৮

মান্ধাতা শশবিন্দুকন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিন অপত্য (পুত্র) উৎপাদন করেন। রাজা মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা হয়। এই কালে বহ্বৃগ্‌বেত্তা সৌভরিনামক ঋষি জলমধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যাপিয়া বাস করেন।১৯

সেই জলমধ্যে সম্মদনামা বহুসন্তানশালী অতি দীর্ঘাকার এক মৎস্যাধিপতি বাস করিত। সেই মৎস্যের পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রগণ সর্ব্বকালেই তাহার পার্শ্বে, পৃষ্ঠদেশে ও অগ্রভাগে এবং বক্ষঃ, পুচ্ছ ও মস্তকের উপর ভ্রমণকরত ঐ মৎস্যের সহিত দিবারাত্রই অতি সুস্থাবস্থায় ক্রীড়া করিত। এই ক্রীড়াদর্শনকারী মহর্ষির অগ্রভাগে সেই সম্মদনামক মৎস্য সন্তানাদির স্পর্শজনিত হর্ষোচ্ছ্বাসভরে পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদির সহিত প্রতিদিনই বহুপ্রকার ক্রীড়া করিত। অনন্তর জলমধ্যস্থিত সৌভরিও একাগ্রতা সমাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন সেই মৎস্যের পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদির সহিত মনোহর ক্রীড়া অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আহা! এই মৎস্যই ধন্য! কারণ, এই মৎস্য ঈদৃশ অপকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াও এই সকল পুত্র-পৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করত আমার অতিশয় স্পৃহা উৎপাদন করিতেছে। আমিও এইরূপ পুত্রপৌত্রাদির সহিত ক্রীড়া করিব। এই প্রকার বিবেচনা করত সৌভরি সেই জলমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত

অথাগমনশ্রবণসমনন্তরং চোত্থায় তেন রাজ্ঞা সম্যগ্ অর্ঘ্যাদিনা পূজিতঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ সৌভরিরুবাচ।

নির্ব্বেষ্টুকামোঽস্মি নরেন্দ্র কন্যাং
প্রযচ্ছ মে মা প্রণয়ং বিভাঙ্ক্ষীঃ।
ন হ্যর্থিনঃ কার্য্যবশাভ্যুপেতাঃ
ককুৎস্থগোত্রে বিমুখাঃ প্রয়ান্তি ॥২২

অন্যেঽপি সন্ত্যেব নৃপাঃ পৃথিব্যাং
ক্ষ্মাপাল যেষাং তনয়াঃ প্রভূতাঃ।
কিন্ত্বর্থিনামর্থিতদানদীক্ষা-
কৃতব্রতং শ্লাঘ্যমিদং কুলং তে ॥২৩

শতার্দ্ধসঙ্খ্যাস্তব সন্তি কন্যা-
স্তাসাং মমৈকাং নৃপতে প্রযচ্ছ।
যৎ প্রার্থনাভঙ্গভয়াদ্ বিভেমি
তস্মাদহং রাজবরাতিদুঃখাৎ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

ইতি ঋষিবচনমাকর্ণ্য স রাজা জরাজর্জ্জরিত-দেহং তমৃষিমালোক্য প্রত্যাখ্যানকাতরস্তস্মাচ্চ ভগবতঃ শাপতো বিভ্যৎ কিঞ্চিদধোমুখশ্চিরং দধ্যৌ।

ঋষিরুবাচ।

নরেন্দ্র কস্মাৎ সমুপৈষি চিন্তা-
মশক্যমুক্তং ন ময়াত্র কিঞ্চিৎ।
যাঽবশ্যদেয়া তনয়া তয়ৈব
কৃতার্থতা নো যদি কিং ন লব্ধম্ ॥২৫

পরাশর উবাচ।

অথ তস্য শাপভীতঃ সপ্রশ্রয়মুবাচাসৌ রাজা।

রাজোবাচ।

ভগবন্! অস্মৎকুলস্থিতিরিয়ং—য এব কন্যায়া অভিরুচিতোঽভিজনবান্ বরঃ, তস্মৈ কন্যা প্রদীয়তে। ভগবদ্‌যাচ্ঞা চাস্মন্মনোরথানামপ্যগোচরবর্ত্তিনি কথমপ্যেষা সঞ্জাতা। তদেবমবস্থিতে ন বিদ্মঃ কিং কুর্ম্ম ইতি তন্ময়া চিন্ত্যত ইত্যভিহিতে তেন ভূভুজা মুনিরচিন্তয়ৎ। অহো অয়মন্যোঽস্মৎ প্রত্যাখ্যানোপায়ঃ। বৃদ্ধোঽয়মনভিমতঃ স্ত্রীণাং কিমুত কন্যানামিতি অমুনা সঞ্চিন্ত্যৈবমভিহিতম্ ॥২৬

এবমস্তু তথা করিষ্যামীতি সঞ্চিন্ত্য মান্ধাতারমুবাচ ॥২৭

হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার অভিলাষে কন্যালাভের জন্য রাজা মান্ধাতার নিকট গমন করিলেন।২০-২১

সৌভরির আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা মান্ধাতা গাত্রোত্থান করত অর্ঘ্যাদি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে ঋষি সৌভরির পূজা করিলে পর তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন,—হে নরেন্দ্র। আমি বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর। আমি প্রার্থী, সুতরাং কাম্য বস্তুর অপ্রদানে আমাকে পরাঙ্মুখ করিয়া প্রণয়ভঙ্গ করিও না। ককুৎস্থকুলে আগমনকরত যাচকগণ কখনও পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে না। হে ভূপতে! পৃথিবীতে এমন অনেক ভূপতি আছেন, যাঁহাদের অনেক তনয়া আছে, কিন্তু তোমার এই কুলই শ্লাঘ্য; কারণ, যাচকদিগের প্রার্থিত দান করাই এই কুলের ব্রতস্বরূপ।২২-২৩

হে নৃপতে! তোমার পঞ্চাশৎ কন্যা আছে, তাহার মধ্যে একটী কন্যা আমাকে প্রদান কর। হে ভূপতে! প্রার্থনা-ভঙ্গের আশঙ্কাসমুৎপন্ন দুঃখ হইতে আমি ভীত হইতেছি। পরাশর বলিলেন,—ঋষির এই বাক্য শ্রবণান্তে রাজা তাঁহাকে জরাজর্জ্জরিতগাত্র দেখিয়া প্রত্যাখ্যানকাতর ও সেই ভগবান্ সৌভরির শাপভয়ে ভীত হইয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখে অবস্থান করত বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঋষি বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন? এই স্থলে আমি অসাধ্য কিছুই বলি নাই। তোমার যে কন্যা অবশ্য প্রদেয়া, তাহা দ্বারা যদি আমার কৃতার্থতা হয়, তবে আমার কি না লব্ধ হইল? ২৪-২৫

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর রাজা সৌভরির শাপভয়ে ভীত হইয়া অতি বিনয় সহকারে বলিলেন,—হে ভগবন্! আমাদের কুলের এই প্রকার নিয়ম যে, কন্যা সৎকুলোৎপন্ন যে বরকে মনোনীত করে, তাহাকেই

যদ্যেবং তদাদিশ্যতামস্মাকং প্রবেশায় কন্যান্তঃপুরবর্ষবরঃ ॥২৮

যদি কন্যৈব কাচিন্মামভিলষতি, তদাহং দারপরিগ্রহং করিষ্যামীতি। অন্যথা চেৎ তদলমস্মাকম্ এতেনাতীতকালারম্ভেণেত্যুক্ত্বা বিররাম। ততশ্চ মান্ধাত্রা মুনিশাপশঙ্কিতেন কন্যান্তঃপুরবর্ষবরঃ সমাজ্ঞপ্তঃ। কন্যান্তঃপুরং প্রবিশন্নেব ভগবানখিলসিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যেভ্যোঽতিশয়েন কমনীয়ং রূপমকরোৎ। প্রবেশ্য চ তমৃষিমন্তঃপুরবর্ষবরস্তাঃ কন্যকাঃ প্রাহ, ভবতীনাং জনয়িতা মহারাজঃ সমাজ্ঞাপয়তি, অয়মস্মান্ ব্রহ্মর্ষিঃ কন্যার্থী সমভ্যাগতঃ, ময়া চাস্য প্রতিজ্ঞাতং, যদ্যস্মৎকন্যকা কাচিদ্ ভগবন্তং বরয়তি, তৎকন্যায়াশ্ছন্দে নাহং পরিপন্থানং করিষ্যামি, ইত্যাকর্ণ্য সর্ব্বা এব তাঃ কন্যকাঃ সানুরাগাঃ সমন্মথাঃ করেণব ইবেভযূথপতিং তমৃষিমহমহমিকয়া বরয়াম্বভূবুরূচুশ্চ ॥২৯

অলং ভগিন্যোঽহমিমং বৃণোমি
বৃতো ময়া নৈষ তবানুরূপঃ।
মমৈব ভর্ত্তা বিধিনৈষ সৃষ্টঃ
সৃষ্টাহমস্যোপশমং প্রযাহি ॥৩০

বৃতো ময়ায়ং প্রথমং ময়ায়ং
গৃহং বিশন্নেব বিহন্যসে কিম্।
ময়া ময়েতি ক্ষিতিপাত্মজানাং
তদর্থমত্যর্থকলির্বভূব ॥৩১

যদা তু সর্ব্বাভিরতীব হার্দ্দাদ্
ধৃতঃ স কন্যাভিরনিন্দ্যকীর্ত্তিঃ।
তদা স কন্যাধিকৃতো নৃপায়
যথাবদাচষ্ট বিনম্রমূর্ত্তিঃ ॥৩২

তদবগমাৎ কিমেতৎ কথয়, কিং করোমীতি কিং ময়াভিহিতমিত্যাকুলমতিরনিচ্ছন্নপি কথমপি রাজানুমেনে। কৃতানুরূপবিবাহশ্চ মহর্ষিঃ সকলা এব

কন্যা প্রদান করা যায়। আপনার প্রার্থনা আমাদের মনোরথের অগোচরে বর্ত্তমান। এইরূপ স্থলে আমার কি করা উচিত, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া চিন্তা করিতেছি। রাজা এই কথা বলিলে মুনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই আর এক আমার প্রত্যাখ্যানোপায়। এই ব্যক্তি বৃদ্ধ, সেইহেতু স্ত্রীদিগের অনভিমত; সুতরাং কন্যাগণের ত কথাই নাই, নিশ্চয় এই প্রকার চিন্তা করিয়াই রাজা এতাদৃশ কথা বলিয়াছেন। তখন সৌভরি এই প্রকার চিন্তা করিয়া মান্ধাতাকে বলিলেন,—মহারাজ! এই প্রকার তোমার কুলস্থিতি থাকুক; আমি তাহাই করিতেছি। তবে আমাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করাইবার জন্য কন্যান্তঃপুররক্ষক বর্ষবরকে আদেশ কর। যদি কোন কন্যা আমাকে অভিলাষ করে, তবেই আমি দারপরিগ্রহ করিব; যদি অন্যথা হয়, তবে আমার এ বৃদ্ধবয়সে বৃথা উদ্‌যোগে কি প্রয়োজন? এই কথা বলিয়া ঋষি বিরত হইলেন। অনন্তর মান্ধাতা শাপাশঙ্কায় মুনিকে কন্যান্তঃপুররক্ষক বর্ষবরকে সেখানে প্রবেশ করাইতে আজ্ঞা করিলেন। তারপর ভগবান্ সৌভরি কন্যান্তঃপুরে প্রবেশকালেই অখিল সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বমনুষ্যগণ অপেক্ষা অতিশয় মনোহর রূপ ধারণ করিলেন। পরে সেই ঋষিকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া অন্তঃপুর-রক্ষক ক্লীব সেই কন্যাগণকে কহিল,—আপনাদের পিতা আজ্ঞা করিলেন,—এই ব্রহ্মর্ষি কন্যার্থী হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, আমিও ইঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি আমার কোন কন্যা আপনাকে বরণ করে, তাহা হইলে আমি সেই কন্যার ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ কখনই করিব না। এইকথা শ্রবণ করিয়া সেই কন্যাগণ সকলেই কামপরায়ণা হস্তিনীগণ যেরূপ যূথপতিকে বরণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করে, সেইরূপ "আমি অগ্রে" এই প্রকার বলিতে বলিতে অনুরাগ ও অভিলাষের সহিত সেই ঋষিকে বরণ করিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল,—ভগিনীগণ! তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ, আমি ইঁহাকে বরণ করিলাম। আমি বরণ করিয়াছি, ইনি তোমার অনুরূপ

তাঃ কন্যকাঃ স্বমাশ্রমমনয়ৎ। তত্র চাশেষশিল্পিশিল্পপ্রণেতারং বিধাতারমিবান্যং বিশ্বকর্ম্মাণমাহূয় সকলকন্যানামেকৈকস্যাঃ প্রোৎফুল্লপঙ্কজকূজৎকলহংসকারণ্ডবাদিবিহঙ্গমাভিরামজলাশয়াঃ সোপবনাঃ সবিকাশাঃ সাধুশয্যাসনপরিচ্ছদাঃ প্রাসাদাঃ ক্রিয়ন্তামিত্যাদিদেশ ॥৩৩

তচ্চ তথৈবানুষ্ঠিতমশেষশিল্পবিশেষাচার্য্যস্ত্বষ্টা দর্শিতবান্ ॥৩৪

ততশ্চ পরমর্ষিণা সৌভরিণাজ্ঞপ্তস্তেষু গৃহেষনপায়ানন্দনামা মহানিধিরাসাঞ্চক্রে ॥৩৫

ততোঽনবরতভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যাদ্যুপভোগৈরাগতানুগতভৃত্যাদীনহর্নিশমশেষগৃহেষু তাঃ ক্ষিতীশদুহিতরো ভোজয়ামাসুঃ ॥৩৬

একদা তু দুহিতৃস্নেহাকৃষ্টহৃদয়ঃ স মহীপতিরতিদুঃখিতাস্তাঃ সুখিতা বা ইতি বিচিন্ত্য তস্য মহর্ষেরাশ্রমমুপেত্য স্ফুরদংশুমালাং স্ফটিকময়ীং প্রাসাদমালামতিরম্যোপবনজলাশয়াং দদর্শ ॥৩৭

প্রবিশ্য চৈকং প্রাসাদমাত্মজাং পরিষ্বজ্য কৃতাসনপরিগ্রহঃ প্রবৃত্তস্নেহনয়নাম্বুগর্ভনয়নোঽব্রবীৎ ॥৩৮

অপ্যত্র বৎসে ভবত্যাঃ সুখমুত কিঞ্চিদসুখমপি তে মহর্ষিঃ স্নেহবান্ উত সংস্মর্য্যতেঽস্মদ্গৃহবাসস্য। ইত্যুক্তা তত্তনয়া পিতরমাহ তাত অতিশয়রমণীয়ঃ প্রাসাদোঽত্র অতিমনোজ্ঞমুপবনমতিকলবাক্যবিহগাভিরুতাঃ প্রোৎফুল্লপদ্মাকরজলাশয়াঃ মনোঽনুকূলভক্ষ্যভোজ্যানুলেপনবস্ত্রভূষণাদিভোগোপভোগো মৃদূনি শয়নানি সর্ব্বসম্পৎসমবেতমেতদ্গার্হস্থ্যং, তথাপি

নহেন। বিধি ইঁহাকে আমারই ভর্ত্তা করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তোমরা শান্ত হও।২৬-৩০

কেহ বা বলিতে লাগিল,—"আহা, ইনি যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তৎকালে প্রথমেই আমি ইঁহাকে বরণ করিয়াছি, তুমি কেন বৃথা বিনষ্ট হইতেছ?" তখন 'আমি বরণ করিয়াছি, আমি বরণ করিয়াছি' এই কথা লইয়া নরপতিকন্যাগণের অতিশয় বিবাদ আরম্ভ হইল। যখন অতিশয় অনুরাগ-সহকারে কন্যাগণ সেই অনিন্দনীয়কীর্ত্তি ঋষিকে বরণ করিল, তখন কন্যান্তঃপুররক্ষক বিনম্রমূর্ত্তি হইয়া রাজাকে সকল কথা বলিল।৩১-৩২

ইহা অবগত হইয়া রাজা 'ইহা কি বল?' 'আমি কি করিব?' 'আমি কি বলিয়াছি?' এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন; অবশেষে অত্যন্ত আকুলচিত্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতি কষ্টে তিনি পূর্ব্বাঙ্গীকার পালন করিলেন। ঐ অনুরূপ বিবাহ সমাপ্ত হইলে, মহর্ষি সেই সকল রাজকন্যাকেই নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন। অনন্তর সেই তপোবন মধ্যেই মহর্ষি অশেষশিল্পিপ্রণেতা দ্বিতীয় বিধাতার সদৃশ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন যে, এই সকল কন্যাগণের প্রত্যেকের জন্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর; এই সকল প্রাসাদে যে জলাশয় থাকিবে, তাহা উৎফুল্ল পঙ্কজ ও কূজনশীল কলহংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলপক্ষিগণ দ্বারা রমণীয় হইবে। তাহাতে বিচিত্র উপবন থাকিবে, বহু স্থান থাকিবে ও রমণীয় শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদে প্রাসাদসকল পরিপূর্ণ থাকিবে। অশেষশিল্পবিশেষাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মাও তাঁহার আজ্ঞানুরূপ সকলই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখাইলেন! অনন্তর সেই ঋষির আজ্ঞানুসারে অনপায়ানন্দ নামে এক মহানিধি সেই গৃহসমূহে অবস্থান করিতে লাগিল। তারপর ক্ষিতিপতিকন্যাগণ নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্যাদি উপভোগদ্বারা সমাগত অতিথি প্রভৃতি অনুগত কুটুম্বাদি ও ভৃত্যবর্গকে সেই গৃহসমূহে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।৩৩-৩৬

একদিবস কন্যাস্নেহে আকৃষ্টহৃদয় রাজা "আমার সেই কন্যাগণ দুঃখে আছে বা সুখে আছে" এই প্রকার চিন্তাপূর্ব্বক মহর্ষির আশ্রমে আগমন করত দীপ্যমান তেজোবিশিষ্ট স্ফটিকময় সেই প্রাসাদমালা ও তাহাতে অতি মনোহর উপবন জলাশয় প্রভৃতি অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাহার মধ্যে একটী প্রাসাদে

কেন বা জন্মভূমিন' স্মর্য্যতে? ত্বৎপ্রসাদাদিদমশেষমতি-শোভনম্ ॥৩৯

কিন্তু এতৎ মমৈকং দুঃখকারণং যদস্মদ্ভর্ত্তাস্মদ্‌গেহান্ন নিঃসরতি। মমৈব কেবলমতিপ্রীত্যা সমীপবর্ত্তী, নান্যাসাং মস্তগিনীনামেবঞ্চ মম সহোদরা দুঃখিতা ইত্যেবমতিদুঃখকারণম্, ইত্যুক্তস্তয়া দ্বিতীয়ং প্রাসাদমুপেত্য স্বতনয়াং পরিষ্বজ্যোপবিষ্টস্তথৈব পৃষ্টবান্। তয়াপি তথৈব সর্ব্বমেতৎ প্রাসাদাদ্যুপভোগসুখমাখ্যাতং মমৈব কেবলং পার্শ্ববর্ত্তী নান্যাসামস্মদ্ভগিনীনামিত্যেবমাদি শ্রুত্বা সমস্তপ্রাসাদেষু রাজা প্রবিবেশ, তনয়াং তনয়াং তথৈবাপৃচ্ছৎ, তাভিশ্চ তথৈবাভিহিতঃ। পরিতোষবিস্ময়নির্ভরবিবশহৃদয়ো ভগবন্তং সৌভরিমেকান্তাবস্থিতমুপেত্য কৃতপূজোঽব্রবীৎ ॥৪০

দৃষ্টস্তে ভগবন্ সুমহানেষ সিদ্ধিপ্রভাবো নৈবংবিধমন্যস্য কস্যচিদস্মাভির্বিভূতিবিলসিতমুপলক্ষিতম্। কিয়দেতদ্ভগবংস্তপসঃ ফলমিত্যভিপূজ্য তমৃষিং তত্রৈব তেন ঋষিবর্য্যেণ সহ কিঞ্চিৎ কালমভিমতোপভোগং বুভুজে স্বপুরঞ্চ জগাম ॥৪১

কালেন গচ্ছতা তস্য রাজতনয়াসু তাসু পুত্রশতং সার্দ্ধমভবৎ। তদনুদিনানুরূঢ়স্নেহঃ স তত্রাতীব মমতাকৃষ্টহৃদয়োঽভবৎ ॥৪২

অপ্যেতেঽস্মৎপুত্রাঃ কলভাষিণঃ পদ্ভ্যাং গচ্ছেয়ুঃ, অপ্যেতে যৌবনিনো ভবেয়ুঃ, অপি কৃতদারানেতান্ পশ্যেয়ম্, অপ্যেতেষাং পুত্রা ভবেয়ুঃ, অথ তৎপুত্রান্ পুত্রসমন্বিতান্ পশ্যেয়ম্, এবমাদিমনোরথমনুদিনকাল-সম্পত্তিবৃদ্ধিমবৈত্যৈতৎ সঞ্চিন্তয়ামাস ॥৪৩

প্রবেশপূর্ব্বক কন্যাকে স্নেহালিঙ্গন করত আসন পরিগ্রহ করিলেন ও স্নেহাশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন,—বৎসে! এখানে তোমার সুখ অথবা কোন অসুখ আছে? মহর্ষি কি তোমাকে অনুরাগ করেন? তুমি কি আমার গৃহবাস স্মরণ করিয়া থাক? রাজা এই কথা বলিলে, সেই কন্যা পিতাকে কহিল,—তাত! এইখানে অতিশয় রমণীয় প্রাসাদ, অতি মনোহর উপবন, অতি কলভাষী পক্ষিগণের শব্দে রমণীয় প্রফুল্লপদ্মপূর্ণ জলাশয়, মনোনুরূপ ভোজ্য, ভক্ষ্য, অনুলেপন, ভূষণ এবং বস্ত্রাদির ভোগোপভোগ ও অতি কোমল শয্যা, এই গার্হস্থ্যে সর্ব্বসম্পদই আছে, জন্মভূমি কে না স্মরণ করে? পিতঃ! আপনার প্রসাদে এখানে সকলই অত্যন্ত সুন্দর।৩৭-৩৯

কিন্তু আমার ইহাই এক দুঃখের কারণ যে, আমাদিগের পতি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হন না। কেবল প্রণয়সহকারে আমার নিকটেই রহিয়াছেন, আমার ভগিনীদিগের মধ্যে অপর কাহারও নিকটে যাননা, এইজন্য আমার ভগিনীগণ বড়ই দুঃখিতা আছেন। ইহাই আমার অতিশয় দুঃখের কারণ। রাজা এই প্রকারে এক কন্যার গৃহে উক্ত হইয়া আর এক কন্যার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্নেহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন; সেই কন্যাও সেই প্রকার সর্ব্ববিধ প্রাসাদাদির উপভোগসুখ বর্ণন করিল। আর পূর্ব্বোক্ত কন্যার ন্যায়ই কহিল,—আমার পতি আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াই থাকেন, অন্য কোন ভগিনীর নিকটে যান না, ইহাই কেবল দুঃখের কারণ। এই প্রকার শ্রবণ করিয়া রাজা একে একে সকল প্রাসাদেই প্রবেশপূর্ব্বক সকল কন্যাকেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল কন্যাও পূর্ব্বোক্তরূপ সুখের কথা নৃপতির নিকট কীর্ত্তন করিল। তখন রাজা আনন্দ ও বিস্ময়নির্ভরে অবশ-হৃদয় হইয়া নির্জ্জনে অবস্থিত ভগবান্ সৌভরির নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করত বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার এই সুমহান্ সিদ্ধিপ্রভাব অবলোকন করিলাম। আমরা অপর কোন ব্যক্তির এই প্রকার বিভূতিবিলাস অবলোকন করি নাই। আমার বিশ্বাস ভগবানের তপস্যার ফল ইহা হইতেও অনেকগুণ অধিক, ইহা ত কিঞ্চিন্মাত্র। অনন্তর রাজা এই প্রকারে সেই ঋষির পূজা করিলেন ও সেই স্থানেই ঐ ঋষিশ্রেষ্ঠের সহিত কিছুকাল অভিলাষানুরূপ উপভোগ করিয়া নিজপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।৪০-৪১

কালক্রমে সেই সকল রাজতনয়ার গর্ভে সৌভরির

অহো মে মোহস্যাতিবিস্তারঃ।
মনোরথানাং ন সমাপ্তিরস্তি
বর্ষাযুতেনাপি তথাব্দলক্ষৈঃ।
পূর্ণেষু পূর্ণেষু পুনর্নবানাম্
উৎপত্তয়ঃ সন্তি মনোরথানাম্ ॥৪৪
পদ্ভ্যাং গতা যৌবনিনশ্চ জাতা
দারৈশ্চ সংযোগমিতাঃ প্রসূতাঃ।
দৃষ্টাঃ সুতাস্তত্তনয়প্রসূতিং
দ্রষ্টুং পুনর্বাঞ্ছতি মেঽন্তরাত্মা ॥৪৫
দ্রক্ষ্যামি তেষামপি চেৎ প্রসূতিং
মনোরথো মে ভবিতা ততোঽন্যঃ।
পূর্ণেঽপি তত্রাপ্যপরস্য জন্ম
নিবার্য্যতে কেন মনোরথস্য ॥৪৬
আমৃত্যুতো নৈব মনোরথানা-
মন্তোঽস্তি বিজ্ঞাতমিদং ময়া চ।
মনোরথাসক্তিপরস্য চিত্তং
ন জায়তে বৈ পরমাত্মসঙ্গি ॥৪৭
স মে সমাধির্জলবাসমিত্র-
মৎস্যস্য সঙ্গাৎ সহসৈব নষ্টঃ।
পরিগ্রহঃ সঙ্গকৃতো মমায়ং
পরিগ্রহোত্থাশ্চ মহাবিধিৎসাঃ ॥৪৮
দুঃখং যদেবৈকশরীরজন্ম
শতার্দ্ধসঙ্খ্যং তদিদং প্রসূতম্।
পরিগ্রহেণ ক্ষিতিপাত্মজানাং
সুতৈরনেকৈর্বহুলীকৃতং তৎ ॥৪৯
সুতাত্মজৈস্তত্তনয়ৈশ্চ ভূয়ো
ভূয়শ্চ তেষাং স্বপরিগ্রহেণ।
বিস্তারমেষ্যত্যতিদুঃখহেতুঃ
পরিগ্রহো বৈ মমতানিধানম্ ॥৫০

একশত পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মিল। অনন্তর সৌভরির প্রতিদিন সেই সকল পুত্রাদির প্রতি স্নেহ বাড়িতে লাগিল; তখন তিনি অতিশয় মমতাকৃষ্টহৃদয় হইয়া উঠিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন, আহা! এই মধুরভাষী আমার পুত্রগণ কি হাঁটিতে শিখিবে? ইহারা কি যুবা হইবে? আহা! আমি কি ইহাদিগকে কৃতদার দেখিব? ইহাদের কি পুত্র হইবে? আহা! তাহাদের পুত্রগণকেও কি পুত্রসমন্বিত দেখিতে পাইব? এইরূপে যেমন এক একটী ভাবনার পর এক একটী করিয়া মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল, অমনি আর একটী অভিলাষ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই প্রকার কালানুরূপ মনোরথের আবৃত্তি জন্মিয়া সৌভরি একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! আমার মোহের কি বিস্তার! অযুত অথবা লক্ষ লক্ষ বৎসরেও মনোরথের সমাপ্তি হয় না; কতকগুলি মনোরথ পূর্ণ হইলে, আবার নূতন মনোরথসকল উৎপন্ন হয়। আমার পুত্রগণ চলিতে শিখিল, যুবা হইল, বিবাহ করিল ও সন্তানোৎপাদন করিল, ইহা ত দেখিলাম; এক্ষণে আমার অন্তরাত্মা আবার সেই পৌত্রগণের পুত্র-জন্ম দেখিতে অভিলাষী। আবার যদি তাহাদেরও সন্তান দেখিতে পারি, তখন নিশ্চয় আবার অন্য মনোরথ উপস্থিত হইবে, আবার সেই মনোরথ পূর্ণ হইলে, অপর মনোরথের জন্ম কে নিবারণ করিবে? ৪২-৪৬

মরণ পর্য্যন্ত মনোরথসমূহের অন্ত নাই, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। যাহার চিত্ত মনোরথ-সমূহে আসক্ত, তাহার অন্তঃকরণ কখনই পরমাত্মসঙ্গী হইতে পারে না। আহা! জলবাস-সহচর মৎস্য-সঙ্গে আমার সেই সমাধি সহসা বিনষ্ট হইল। আমার এই দারপরিগ্রহ আসক্তিজন্য, তাহার সন্দেহ কি? আর দারপরিগ্রহ দ্বারা এই মহতী কার্য্যেচ্ছা হইয়াছে। শরীরগ্রহণই এক দুঃখ, আমার সেই দুঃখ নরপতিতনয়াগণের পরিগ্রহে একশত পঞ্চাশটীতে পরিণত এবং বহুসুতরূপে তাহা এক্ষণে আরও বহুলীকৃত হইয়াছে, পুত্রের পুত্রসমূহ, আবার তাহাদেরও

চীর্ণং তপো যত্তু জলাশ্রয়েণ
তস্যর্দ্ধিরেষা তপসোঽন্তরায়ঃ।
মৎস্যস্য সঙ্গাদভবচ্চ যো মে
সুতাদিরাগো মুষিতোঽস্মি তেন ॥৫১
নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ়যোগোঽপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগী কিমুতাল্পসিদ্ধিঃ ॥৫২
অহং চরিষ্যামি তথাত্মনোঽর্থে
পরিগ্রহগ্রাহগৃহীতবুদ্ধিঃ।
যথা হি ভূয়ঃ পরিহীণদোষো
জনস্য দুঃখৈর্ভবিতা ন দুঃখী ॥৫৩
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মণোরণীয়াংসমতিপ্রমাণম্।
সিতাসিতঞ্চেশ্বরমীশ্বরাণা-
মারাধয়িষ্যে তপসৈব বিষ্ণুম্ ॥৫৪
তস্মিন্নশেষৌজসি সর্ব্বরূপি-
ণ্যব্যক্তবিস্পষ্টতনাবনন্তে।
মমাচলং চিত্তমপেতদোষং
সদাস্তু বিষ্ণাবভবায় ভূয়ঃ ॥৫৫
সমস্তভূতাদমলাননস্তাৎ
সর্ব্বেশ্বরাদন্যদনাদিমধ্যাৎ।
যস্মান্ন কিঞ্চিৎ তমহং গুরূণাং
পরং গুরুং সংশ্রয়মেমি বিষ্ণুম্ ॥৫৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

পুত্রসমূহ, আবার তাহাদেরও পরিগ্রহদ্বারা আমার এই মমতানিধান দুঃখহেতু পরিগ্রহ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।৪৭-৫০

আমি জলবাস করিয়া যে তপশ্চর্য্যা করিলাম, তাহার প্রসাদে এই সকল সম্পৎ। আহা! মৎস্য-সঙ্গে তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ আমার যে পুত্রাদির অনুরাগ উৎপন্ন হইল, তাহাতেই আমি বঞ্চিত হইলাম। নিঃসঙ্গতাই যতিগণের মুক্তির কারণ; সঙ্গ হইতে অশেষবিধ দোষ উৎপন্ন হয়। যাহার যোগ পূর্ণ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সঙ্গদোষে অধঃপাতে যায়; যাহার সিদ্ধি অল্প, তাহার ত কথাই নাই। পরিগ্রহরূপগ্রাহে আমার বুদ্ধি আক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমি দোষহীন হইয়া যে প্রকারে পুনর্ব্বার পরিজনের দুঃখে আর দুঃখী না হই, সে প্রকারে আত্মোদ্ধারের আচরণ করিব। যিনি সকলেরই বিধাতা, যাঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়, যিনি অণু হইতেও অণু, অথচ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যিনি শুভ্র (সত্ত্ব) ও কৃষ্ণ (তমঃ) স্বরূপ এবং যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিব। সেই অনন্ত, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বরূপী ও অব্যক্ত বিষ্ণুর প্রতি আমার চিত্ত দোষহীন হইয়া সর্ব্বদা মোক্ষের জন্য অচলভাবে পুনর্ব্বার আসক্ত হউক। যিনি সমস্ত ভূতস্বরূপ, অমর ও অনন্ত, যিনি সর্ব্বেশ্বর, যাঁহার আদি বা মধ্য নাই, যাঁহা ব্যতিরেকে আর কিছুই সত্য নাই, সেই গুরুগণেরও পরমগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলাম।৫১-৫৬

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[সর্পবিনাশমন্ত্রবর্ণনম্, অনরণ্যবংশস্য সগরোৎপত্তেশ্চ কথনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

ইত্যাত্মানমাত্মনৈবাভিধায়াসৌ সৌভরিরপহায় পুত্র-গৃহাসনপরিবর্হাদিকমশেষমর্থজাতং সকলভার্য্যা-সমবেতো বনং প্রবিবেশ । তত্রাপ্যনুদিনং বৈখানস-নিষ্পাদ্যমশেষং ক্রিয়াকলাপং নিষ্পাদ্য ক্ষয়িত-সকলপাপঃ পরিপক্কমনোবৃত্তিরাত্মন্যগ্নীনারোপ্য ভিক্ষুরভবৎ ॥১

ভগবতি আসজ্যাখিলং কর্ম্মকলাপমজমবিকার-মমরণাদিধর্ম্মমবাপ পরং পরবতামচ্যুতপদম্ ॥২

ইত্যেতন্মান্ধাতুর্দুহিতৃসম্বন্ধাদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥৩

যশ্চৈতৎ সৌভরিচরিতমনুস্মরতি পঠতি শৃণোত্যব-ধারয়তি তস্যাষ্টৌ জন্মান্যসম্মতিরসদ্ধর্ম্মো বা মনসোঽসন্মার্গাচরণমশেষহেয়েষু বা মমত্বং ন ভবতীতি । অতো মান্ধাতুঃ পুত্রসন্ততিরভিধীয়তে ॥৪

অম্বরীষস্য মান্ধাতুস্তনয়স্য যুবনাশ্বঃ পুত্রোঽভূৎ । তস্মাৎ হরিতঃ, যতোঽঙ্গিরসো হারিতাঃ ॥৫

রসাতলে চ মৌনেয়া নাম গন্ধর্ব্বাঃ ষট্‌কোটি-সঙ্খ্যাস্তৈরশেষাণি নাগকুলানি অপহৃতপ্রধানরত্নাধি-পত্যান্যক্রিয়ন্ত ॥৬

তৈশ্চ গন্ধর্ব্ববীর্য্যাবধূতৈরুরগেশ্বরৈর্ভগবান্ অশেষ-দেবেশস্তবশ্রবণোন্মীলিতোন্নিদ্র-পুণ্ডরীকনয়নো জল-শয়নো নিদ্রাবসানাদ্বিবুদ্ধঃ প্রণিপত্যাভিহিতো ভগবন্ অপ্যস্মাকমেতেভ্যো গন্ধর্ব্বেভ্যো ভয়মুপশম-মেষ্যতীত্যাহ ভগবানাদিপুরুষঃ পুরুষোত্তমো

তৃতীয় অধ্যায়

[সর্পবিনাশ মন্ত্রের বর্ণন, অনরণ্যবংশ ও সগরের উৎপত্তিকথন ।]

পরাশর বলিলেন,—সৌভরি এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া পুত্র, গৃহ, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করত সকল ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন ও প্রতিদিবস সেই বনে বৈখানসকর্ত্তব্য অশেষবিধ ক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পরে পাপসকল ক্ষীণ হইলে, রাগাদিরহিতচেতা হইয়া বৈবাহিক অগ্নিকে সঙ্গে করত যতি হইলেন। অনন্তর সৌভরি ভগবান্ বিষ্ণুতে সকল কর্ম্ম বিন্যাস (সমর্পণ) করিয়া অচ্যুতপদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হইলেন। এই অচ্যুতপদ উৎপত্তি-রহিত, বিকার-হীন, মরণাদি ধর্ম্মশূন্য ও ইন্দ্রিয়াদিরও পরমান্তর।১-২

মান্ধাতার তনয়াদিগের কথাপ্রসঙ্গে এই সৌভরিচরিত কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি এই সৌভরি চরিত স্মরণ, পাঠ বা শ্রবণ করিয়া অবধারণ করিবে, তাহার আটজন্ম পর্য্যন্ত দুর্ম্মতি, অধর্ম্ম ও মনের অসৎমার্গে অনুধাবন হইবে না এবং অশেষবিধ হেয় (সংসার) সমূহে তাহার মমত্ব জন্মিবে না। ইহার পর মান্ধাতার পুত্রপৌত্রাদির বিবরণ বলিতেছি। মান্ধাতৃ-পুত্র অম্বরীষের যুবনাশ্ব নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র হরিত, এই হরিত হইতে হারিত আঙ্গিরস নামে ক্ষত্রিয়কুল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রসাতলে ষট্‌কোটীসংখ্যক মৌনেয়নামক গন্ধর্ব্ব বাস করিত। তাহারা নাগকুলের প্রধান রত্নসমূহ ও আধিপত্য হরণ করে। তখন গন্ধর্ব্ববীর্য্যপরাভূত নাগগণ নিদ্রাবসানে প্রবুদ্ধ, স্তবশ্রবণে উন্মীলিত-পুণ্ডরীকনেত্র ও জলশায়ী ভগবানের নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ভগবন্! এই গন্ধর্ব্ব হইতে উৎপন্ন আমাদের ভয় কি বিনষ্ট হইবে? তখন আদিপুরুষ পুরুষোত্তম ভগবান্ কহিলেন,—যৌবনাশ্ব মান্ধাতার পুরুকুৎস নামক

যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ পুরুকুৎসনামা পুত্রস্তমহমনুপ্রবিশ্যৈতানশেষদুষ্টগন্ধর্ব্বানুপশমং নয়িষ্যামি ॥৭

ইত্যাকর্ণ্য ভগবতে কৃতপ্রণামাঃ পুনর্নাগলোকমাগতাঃ পন্নগপতয়ো নর্ম্মদাঞ্চ পুরুকুৎসানয়নায় চোদয়ামাসুঃ॥৮

সা চৈনং রসাতলে নীতবতী। রসাতলগতশ্চাসৌ ভগবত্তেজসাপ্যায়িতাত্মবীর্য্যঃ সকল-গন্ধর্ব্বান্ জঘান, পুনশ্চ স্বভবনমাজগাম। সকলপন্নগপতয়শ্চ নর্ম্মদায়ৈ বরং দদুঃ। যস্তেঽনুস্মরণসমবেতং নামগ্রহণং করিষ্যতি তস্য সর্পবিষভয়ং ন ভবিষ্যতীতি ॥৯

অত্র শ্লোকঃ

নর্ম্মদায়ৈ নমঃ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমো নিশি।
নমোঽস্তু নর্ম্মদে তুভ্যং রক্ষ মাং বিষসর্পতঃ॥

ইত্যুচ্চার্য্যাহর্নিশমন্ধকারপ্রবেশে বা ন সর্পৈর্দশ্যতে ॥১০

ন চাপি কৃতানুস্মরণভুজো বিষমপি সুভুক্তমুপঘাতায় ভবিষ্যতি ॥১১

পুরুকুৎসায় চ ভবতঃ সন্ততিবিচ্ছেদো ন ভবিষ্যতীত্যুরগপতয়ো বরং দদুঃ ॥১২

পুরুকুৎসো নর্ম্মদায়াং ত্রসদস্যুমজীজনৎ।

ত্রসদস্যুসুতঃ সম্ভূতঃ, ততোঽনরণ্যস্তং রাবণো দিগ্বিজয়ে জঘান। অনরণ্যস্য পৃষদশ্বঃ, পৃষদশ্বস্য হর্য্যশ্বঃ পুত্রোঽভবৎ। ততশ্চ সুমনাঃ, তস্যাপি ত্রিধন্বা, ত্রিধন্বনস্ত্র্যয্যারুণঃ ॥১৩

তস্মাৎ সত্যব্রতঃ। সোঽসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ, চণ্ডালতামুপগতশ্চ দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং চাণ্ডালপ্রতিগ্রহপরিহরণায় চ জাহ্নবীতীরে ন্যগ্রোধে মৃগমাংসমনুদিনং ববন্ধ ॥১৪

পরিতুষ্টেন চ বিশ্বামিত্রেণ সশরীরঃ স্বর্গমারোপিতঃ। ত্রিশঙ্কোর্হরিশ্চন্দ্রঃ। তস্মাৎ রোহিতাশ্বঃ। ততশ্চ

পুত্রের শরীরে প্রবেশ করিয়া অশেষ দুষ্ট গন্ধর্ব্বকুলের বিনাশ সাধন করিব। ভগবানের এই কথা শ্রবণ করিয়া নাগপতিগণ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রসাতলে আগমন করত পুরুকুৎসকে আনিবার জন্য নর্ম্মদাকে প্রেরণ করিলেন। ঐ নর্ম্মদা পুরুকুৎসকে রসাতলে লইয়া গেলেন। রাজা পুরুকুৎস রসাতলে গমনপূর্ব্বক ভগবানের তেজঃপ্রভাবে স্বশক্তিবর্দ্ধন করিয়া সকল গন্ধর্ব্বগণকে বিনাশ করিলেন ও পুনরায় স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন সকল সর্পপতিগণ প্রসন্ন হইয়া নর্ম্মদাকে বর প্রদান করিলেন যে, যে ব্যক্তি নিম্নলিখিত শ্লোকসমবেত তোমার নাম গ্রহণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। সেই শ্লোকটী এই,—'প্রাতঃকালে নর্ম্মদাকে নমস্কার, রাত্রিকালে নর্ম্মদাকে নমস্কার। হে নর্ম্মদে! তোমাকে নমস্কার, আমাকে সর্পবিষ হইতে রক্ষা কর।' এই কথা উচ্চারণ করিয়া দিবসে বা রাত্রিতে অন্ধকারে প্রবেশ করিলেও সর্পে দংশন করিবে না।৩-১০

যে ব্যক্তি নর্ম্মদাকে স্মরণ করিয়া বিষপান করে, তাহার সেই ভুক্ত বিষও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। সর্পপতিগণ পুরুকুৎসকেও 'তোমার কখনই বংশচ্ছেদ হইবে না' এই বর দিলেন। পুরুকুৎস নর্ম্মদার গর্ভে ত্রসদস্যুনামে এক পুত্রোৎপাদন করেন। ত্রসদস্যুর পুত্র 'সম্ভূত'। তৎপুত্র অনরণ্য, দিগ্বিজয়কালে রাবণ এই অনরণ্যকে বিনাশ করে। অনরণ্যের পুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র সুমনাঃ, তৎপুত্র ত্রিধন্ব, ত্রিধন্বার পুত্র ত্র্যয্যারুণ, ত্র্যয্যারুণের পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন ও চণ্ডালতা * প্রাপ্ত হন। এই সময় দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়; তখন রাজা ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের পরিবার পরিপোষণ জন্য,—চণ্ডালের দান গ্রহণে দোষ না ঘটে এই অভিপ্রায়ে, জাহ্নবীতীরস্থ একটী ন্যগ্রোধ (বট) বৃক্ষে প্রতিদিন মৃগমাংস বন্ধন করিয়া রাখিতেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

* পরিণীয়মানা ব্রাহ্মণকন্যাকে হরণ করায় ইঁহার পিতা ইঁহাকে 'চণ্ডাল হও' বলিয়া শাপ প্রদান করেন।

হরিতঃ, হরিতাচ্চঞ্চুঃ, চঞ্চোর্বিজয়-দেবৌ। রুরুকো বিজয়াৎ, রুরুকস্য চ বৃকস্ততো বাহুঃ। যোঽসৌ হৈহয়তালজঙ্ঘাদিভিরবজিতোঽন্তর্বত্ন্যা মহিষ্যা সহ বনং প্রবিবেশ ॥১৫

তস্যাশ্চ সপত্ন্যা গর্ভস্তম্ভনায় গরো দত্তঃ। তেনাস্যা গর্ভঃ স সপ্তবর্ষাণি জঠর এব তস্থৌ। স চ বাহুর্বৃদ্ধভাবাদৌর্ব্বাশ্রমসমীপে মমার ॥১৬

সা তস্য ভার্য্যা চিতাং কৃত্বা তমারোপ্যানুমরণকৃতনিশ্চয়াভূৎ। অথৈনামতীতানাগতবর্ত্তমানকালবেদী ভগবানৌর্ব্বঃ স্বস্মাদাশ্রমান্নির্য্যায়াব্রবীৎ, অলমেতেনাসদ্গ্রহেণ। অখিলভূমণ্ডলপতিরতিবীর্য্যপরাক্রমোঽনেকযজ্ঞকৃদরাতিপক্ষক্ষয়কর্ত্তা তবোদরে চক্রবর্ত্তী তিষ্ঠতি। মৈবং মৈবং সাহসাধ্যবসায়িনী ভবতী ভবতু ইত্যুক্তা চ সা তস্মাদনুমরণনির্ব্বন্ধাদ্ বিররাম ॥১৭

তেনৈব ভগবতা স্বাশ্রমমানীয়ত। কতিপয়দিনাভ্যন্তরে চ সহৈব তেন গরেণাতিতেজস্বী বালকো জজ্ঞে। তস্যৌর্ব্বো জাতকর্ম্মাদিকাং ক্রিয়াং নিষ্পাদ্য সগর ইতি নাম চকার। কৃতোপনয়নঞ্চৈনমৌর্ব্বো বেদান্ শাস্ত্রাণ্যশেষাণি অস্ত্রঞ্চাগ্নেয়ং ভার্গবাখ্যমধ্যাপয়ামাস। উৎপন্নবুদ্ধিশ্চ মাতরমপৃচ্ছৎ,—অম্ব! কথমত্র বয়ম্? ক্ব বা তাতঃ? তাতোঽস্মাকং কঃ। ইত্যেবমাদি পৃচ্ছতঃ তন্মাতা সর্ব্বমবোচৎ। ততঃ পিতৃরাজ্যহরণামর্ষিতো হৈহয়তালজঙ্ঘাদিবধায় প্রতিজ্ঞামকরোৎ। প্রায়শশ্চ হৈহয়ান্ জঘান। শক-যবন-কাম্বোজ-পারদ-পহ্লবা হন্যমানাস্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ ॥১৮

অথৈতান্ বসিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরনুসৃতৈঃ॥১৯

সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করান। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র তৎপুত্র রোহিতাশ্ব, তৎপুত্র হরিত, তৎপুত্র চঞ্চু। চঞ্চুর দুই পুত্র, বিজয় ও বসুদেব; বিজয়ের পুত্র রুরুক, তৎপুত্র বৃক, তৎপুত্র বাহু। হৈহয় তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ এই বাহুকে পরাজয় করাতে তিনি মহিষীর সহিত বনে প্রবেশ করেন।১১-১৫

পরে বনে মহিষীর গর্ভ হইলে, তাঁহার সপত্নী গর্ভস্তম্ভনের জন্য বিষ প্রদান করে। সেই বিষপ্রভাবে মহিষীর গর্ভস্থ জীব সাত বৎসর পর্য্যন্ত জঠরেই অবস্থান করেন। রাজা বাহুও বার্দ্ধক্য অবস্থায় নীত হইয়া অবশেষে ঔর্ব্বনামক ঋষির আশ্রমনিকটে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন রাজমহিষী চিতা রচনা করিয়া তাহাতে মৃত মহারাজকে আরোপণপূর্ব্বক সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন। অনন্তর অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকাল-বৃত্তান্তবেত্তা ভগবান্ ঔর্ব্ব স্বকীয় আশ্রম হইতে নির্গমন করিয়া বলিলেন,—হে সাধ্বি! আপনি এই অসদারম্ভ কেন করিতেছেন? আপনার উদরে অখিল ভূমণ্ডলপতি, চক্রবর্ত্তী, অতিবীর্য্যপরাক্রমশালী অনেক যজ্ঞকর্ত্তা ও শত্রুপক্ষক্ষয়কারী বালক অবস্থিতি করিতেছেন। আপনি এ প্রকার সাহস ও অধ্যবসায় করিবেন না—করিবেন না। ঋষি এই কথা বলিলে, রাজমহিষী সেই সহমরণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্তা হইলেন।১৬-১৭

ভগবান্ ঔর্ব্ব তৎপরে তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। কতিপয় দিনের মধ্যেই সেই বিষের সহিত অতিতেজস্বী বালক জন্মগ্রহণ করিল। ঔর্ব্ব সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক তাহার 'সগর' এই নাম রাখিলেন। পরে সেই বালকের উপনয়ন হইলে, ঔর্ব্ব তাঁহাকে বেদ, অখিলশাস্ত্র ও ভার্গবাখ্য আগ্নেয়অস্ত্র শিক্ষা দিলেন। বালক পরিপক্ববুদ্ধি হইয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতঃ! আমরা কেন এই তপোবনে রহিয়াছি? আমার পিতাই বা কোথায়? আর আমার পিতাই বা কে? বালক এই প্রকার নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, জননী তাঁহার নিকটে সকল অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর সগর পিতার রাজ্যাপহরণে ক্রুদ্ধ হইয়া হৈহয় তালজঙ্ঘাদির বধার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতাঃ ॥২০

স তথেতি তদ্গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্ব-মকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ, অর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্, প্রহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্, নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্ব্বীং প্রশশাস ॥২১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

অনন্তর প্রায় সকল হৈহয় নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিলেন। পরে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণ তৎকর্ত্তৃক আহত হইয়া তাঁহার কুলগুরু বসিষ্ঠের শরণাপন্ন হইল। অনন্তর বসিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবন্মৃতপ্রায় করিয়া সগরকে বলিলেন,—বৎস! এই জীবন্মৃতগণের অনুসরণ করিয়া কি ফল হইবে? ১৮-১৯

এই দেখ, আমি ইহাদিগকে তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য স্বকীয় ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণসংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি (সুতরাং ইহারা জীবন্মৃত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?)। রাজা সগর "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া গুরুবাক্য অভিনন্দনপূর্ব্বক তাহাদের বিভিন্নপ্রকার বেশ করিয়া দিলেন। তিনি যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত করিলেন, শকগণকে অর্দ্ধমুণ্ডিত করিলেন, পারদগণকে প্রলম্বমান-কেশযুক্ত করিলেন, পহ্লবগণকে শ্মশ্রুধারী করিলেন এবং ইহাদিগকে ও অন্যান্য তাদৃশ ক্ষত্রিয়গণকে স্বাধ্যায় ও বষট্কারবিহীন করিয়া দিলেন। তাহারা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর সগর রাজাও স্বপুরে আগমন করত অপ্রতিহত সৈন্যগণে বেষ্টিত হইয়া সপ্তদ্বীপ-বতী এই পৃথিবীকে শাসন করিতে লাগিলেন।২০-২১

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[সগরস্যাশ্বমেধযজ্ঞঃ, ভগীরথস্য গঙ্গানয়নম্, রামচন্দ্রাদীনামুৎপত্তিশ্চ ।]

পরাশর উবাচ।

কশ্যপদুহিতা সুমতির্বিদর্ভরাজতনয়া চ কেশিনী দ্বে ভার্য্যে সগরস্যাস্তাম্ ॥১

তাভ্যাঞ্চাপত্যার্থমারাধিত ঔর্ব্বঃ পরমেণ সমাধিনা বরমদাৎ ॥২

একা বংশধরমেকং পুত্রমপরা ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি জনয়িষ্যতীতি যস্যা যদভিমতং গৃহ্যতাম্। ইত্যুক্তে কেশিনী পুত্রমেকং, সুমতিঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং বব্রে। তথেতি চ ঋষিণাভিহিতে অল্পৈরেবাহোভিরেক-মসমঞ্জসং নাম বংশধরং পুত্রমসূত কেশিনী। বিনতা-তনয়ায়াস্তু সুমত্যাঃ ষষ্টীঃ পুত্রসহস্রাণ্যভবন্। তস্মাদসমঞ্জসোহংশুমান্ নাম কুমারো জজ্ঞে ॥৩

স তু অসমঞ্জা বাল্যাদেবাপরবৃত্তঃ। পিতা চাস্যাচিন্তয়ৎ—অয়মতীতবাল্যো বুদ্ধিমান্ ভবিষ্যতীতি। অথ তত্রাপি বয়স্যতীতে তচ্চরিতমেবৈনং পিতা তত্যাজ ॥৪

তান্যপি ষষ্টিঃ কুমারসহস্রাণি অসমঞ্জসশ্চরিত-মনুচক্রুঃ ॥৫

ততশ্চাসমঞ্জসশ্চরিতানুকারিভিঃ সাগরৈরপধ্বস্ত-যজ্ঞাদিসন্মার্গে জগতি দেবাঃ সকলবিদ্যাময়মসংস্পৃষ্ট-মশেষদোষৈর্ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্যাংশভূতং কপিলর্ষিং প্রণম্য তদর্থমূচুঃ ॥৬

ভগবান্ এভিঃ সগরতনয়ৈরসমঞ্জসশ্চরিতমনু-গম্যতে, কথমেবমেভিরনুসরদ্ভির্জগদ্ভবিষ্যতীত্যার্ত্ত-জগৎপরিত্রাণায় চ ভগবতোহত্র শরীরগ্রহণম্। ইত্যাকর্ণ্য ভগবান্ 'অল্পৈরেব দিনৈরেতে বিনঙ্ক্ষ্যন্তি' ইত্যুক্তবান্ ॥৭

তত্রান্তরে চ সগরো হয়মেধমারেভে। তত্র চ

চতুর্থ অধ্যায়

[সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ, ভগীরথের গঙ্গানয়ন এবং রামচন্দ্রাদির উৎপত্তি।]

পরাশর বলিলেন,—কশ্যপদুহিতা সুমতি ও বিদর্ভ-রাজতনয়া কেশিনী—সগরের এই দুইটী পত্নী। এই পত্নীদ্বয় পুত্রলাভের জন্য পরম সমাধি দ্বারা ঔর্ব্বমহর্ষির আরাধনা করিলে, তিনি বর প্রদান করেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন বংশধর এক পুত্র প্রসব করিবে, আর একজন ষষ্টিসহস্র পুত্র প্রসব করিবে, এই দুই বরের মধ্যে যাহার যাহাতে অভিরুচি হয়, সে সেই বর গ্রহণ কর। ঔর্ব্ব এই কথা বলিলে, কেশিনী একপুত্র প্রার্থনা করিলেন এবং সুমতি ষষ্টিসহস্র পুত্রপ্রার্থনা করিলেন। "তাহাই হইবে" ঋষি এই কথা বলিলে, পরে অল্পদিনের মধ্যেই কেশিনী অসমঞ্জস নামে এক বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বিনতাতনয়া সুমতিরও কালক্রমে ষষ্টিসহস্র পুত্র জন্মিল। কেশিনীতনয় অসমঞ্জার অংশুমান্ নামে এক পুত্র হয়। সেই অসমঞ্জা বাল্যকাল হইতে বড় দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন; তাঁহার পিতা চিন্তা করিলেন,—অসমঞ্জা যৌবনকালে বুদ্ধিমান্ হইবেন। অনন্তর বাল্যকাল অতীত হইলেও তিনি সেই প্রকার অসচ্চরিত্র রহিলেন দেখিয়া সগর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। সগর রাজার অপর ষষ্টিসহস্র পুত্রও অসমঞ্জার চরিত্রের অনুকরণ করিল।১-৫

তখন অসমঞ্জার চরিত্রানুকারী সগরতনয়গণ জগতে যজ্ঞাদিসন্মার্গ বিনষ্ট করিতেছে দেখিয়া দেবগণ সকল বিদ্যাময়, অশেষদোষে নির্লিপ্ত, ভগবান্ পুরুষোত্তম-অংশভূত কপিল ঋষিকে প্রণাম করিয়া সেই বিষয়ের জন্য

তৎপুত্রৈরধিষ্ঠিতমশ্বাশ্বং কোঽপ্যপহৃত্য ভুবো বিবরং প্রবিবেশ ॥৮

ততশ্চাশ্বান্বেষণায় তনয়ান্ যুযোজ। ততস্তত্তনয়াশ্চাশ্বখুরপদবীমনুসরন্তোঽতিনির্ব্বন্ধেন বসুধাতলমেকৈকো যোজনং যোজনমবনেশ্চখান ॥৯

পাতালে চাশ্বং পরিভ্রমন্তমবনীপতিনন্দনাস্তে দদৃশুঃ। নাতিদূরস্থিতঞ্চ ভগবন্তমপঘনে শরৎকালেঽর্কমিব তেজোভিরনবরতমূর্দ্ধ্বমধশ্চাশেষদিশশ্চোদ্ভাসয়মানং কপিলর্ষিমপশ্যন্ ॥১০

ততশ্চোদ্যতায়ুধা দুরাত্মায়মস্মদপকারী যজ্ঞবিঘাতকর্ত্তা হয়হর্ত্তা হন্যতাং হন্যতামিত্যধাবন্। ততশ্চ তেনাপি ভগবতা কিঞ্চিদীষৎপরিবর্ত্তিতলোচনেন বিলোকিতাঃ, স্বশরীরসমুত্থেনাগ্নিনা দহ্যমানা বিনেশুঃ ॥১১

সগরোঽপ্যনুগম্যাশ্বানুসারি তৎ পুত্রবলমশেষং পরমর্ষিকপিলতেজসা দগ্ধমংশুমন্তমসমঞ্জসঃ পুত্রমশ্বানয়নায় চোদয়ামাস ॥১২

স তু সগরতনয়খাতমার্গেণ কপিলমুপগম্য ভক্তিনম্রস্তথা তথা চ তুষ্টাব, যথৈনং ভগবানাহ—গচ্ছৈনং পিতামহায়াশ্বং প্রাপয়, বরং বৃণীষ্ব চ। পুত্র পৌত্রশ্চ তে স্বর্গাদ্ গঙ্গামানয়িষ্যতীতি ॥১৩

অথাংশুমানপি ব্রহ্মদণ্ডহতানামস্মৎপিতৃণাং স্বর্গাস্বর্গাযোগ্যানাং স্বর্গপ্রাপ্তিকরং বরমস্মাকং ভগবান্ প্রযচ্ছতু ইত্যাহ ॥১৪

তঞ্চাহ ভগবান্ উক্তমেবৈতন্ময়া পৌত্রস্তে

বলিলেন,—হে ভগবন্! এই সকল সগরতনয়গণ অসমঞ্জার চরিত্রের অনুগমন করিতেছে, এই সকল অসন্মার্গানুসারী সগরতনয়গণ থাকিলে জগতের কি দশা হইবে? হে ভগবন্! আর্ত্তজনগণের পরিত্রাণের জন্যই আপনি এই শরীর ধারণ করিয়াছেন। ভগবান্ কপিল এইকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—অল্প দিনের মধ্যেই ইহারা বিনষ্ট হইবে। তারপর সেই সময়ে সগর রাজা অশ্বমেধযজ্ঞের আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞে সগরপুত্রগণ যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষক ছিল। একদিন সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে কোনও ব্যক্তি অপহরণ করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করিল। সগর তনয়গণকে অশ্বান্বেষণের জন্য নিযুক্ত করিলেন। পরে অশ্বান্বেষণে নিযুক্ত সগরতনয়গণ অতিনির্ব্বন্ধসহকারে অশ্বখুর-চিহ্নিতপথের অনুসরণ করিতে করিতে এক একজনে এক একযোজন বসুধাপৃষ্ঠ খননপূর্ব্বক সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সগরপুত্রগণ পাতালে যজ্ঞীয় অশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা দেখিতে পাইল। আরও দেখিল যে, অশ্বের অনতিদূরে কপিল বিরাজমান; ভগবান্ কপিল ঋষি শরৎকালের নির্ম্মল আকাশস্থিত সূর্য্যের ন্যায় অবিরত স্বতেজের দ্বারা ঊর্দ্ধ, অধঃ ও অষ্টদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া বসিয়াছিলেন।৬-১০

অনন্তর সগরতনয়গণ অস্ত্র উদ্যত করিয়া "এই দুরাত্মা আমাদের অপকারী, এই ব্যক্তিই যজ্ঞবিঘাতের জন্য অশ্ব চুরি করিয়াছে, ইহাকে হনন কর—হনন কর" এই প্রকার বলিতে বলিতে সেই কপিলমুনির দিকে ধাবিত হইল; তখন সেই ভগবান্ মহর্ষি কপিল নয়ন ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন এবং তাঁহার নিজ শরীর-সমুদ্ভূত বহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া সগরতনয়গণকে বিনষ্ট করিলেন। সগর রাজা সেই অশ্বানুগমনকারী পুত্রগণ পরমর্ষি কপিলতেজে দগ্ধ হইয়াছে, ইহা জানিয়া অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্‌কে অশ্বানয়নের জন্য প্রেরণ করিলেন। তখন অংশুমান্ সেই সগরতনয়গণকৃত পথ দ্বারা মহর্ষি কপিলের নিকট গমনপূর্ব্বক ভক্তিনম্রভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ মহর্ষি কপিল বলিলেন,—বৎস! গমন কর, পিতামহকে এই অশ্ব প্রদান কর; হে পুত্র! বর প্রার্থনা কর, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিবে।

ত্রিদিবাদ্ গঙ্গাং ভুবমানয়িষ্যতীতি। তদম্ভসা সংস্পৃষ্টেষ্বস্থিভস্মস্বেতে স্বর্গমারোক্ষ্যন্তি। ভগবদ্বিষ্ণু-পাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গতজলস্য হি তন্মাহাত্ম্যং যন্ন কেবলমভি-সন্ধিপূর্ব্বকং স্নানাদ্যুপভোগেষূপকারকমনভি-সংহিতমপ্যপেত-প্রাণস্যাস্থি-চর্ম্ম-স্নায়ুকেশাদ্যুৎসৃষ্টং শরীরজং যত্তুপতিতং সদ্যঃ শরীরিণং স্বর্গং নয়তী-ত্যুক্তঃ প্রণম্য চ ভগবতেঽশ্বমাদায় পিতামহযজ্ঞ-মাজগাম ॥১৫

সগরোঽপ্যাশ্বমাদয় তং যজ্ঞং সমাপয়ামাস। সাগরং চাত্মজপ্রীত্যা পুত্রত্বে কল্পয়ামাস ॥১৬

তস্যাপ্যংশুমতো দিলীপঃ পুত্রোঽভবৎ। দিলীপ-স্যাপি ভগীরথঃ, যোঽসৌ গঙ্গাং স্বর্গাদিহানীয় ভাগীরথীসংজ্ঞাং চকার ॥১৭

ভগীরথাৎ শ্রুতঃ, তস্যাপি নাভাগঃ, ততোঽ-প্যম্বরীষঃ, তস্মাৎ সিন্ধুদ্বীপঃ, তস্যাপ্যযুতাশ্বঃ, তৎপুত্র ঋতুপর্ণো, নলসহায়োঽক্ষহৃদয়জ্ঞোঽভূৎ ॥১৮

ঋতুপর্ণ-পুত্রঃ সর্ব্বকামঃ। তত্তনয়ঃ সুদাসঃ। সুদাসাৎ সৌদাসো মিত্রসহনামা ॥১৯

যোঽসাবটব্যাং মৃগয়াগতো ব্যাঘ্রদ্বয়মপশ্যৎ, তাভ্যাঞ্চ তদ্বনমপমৃগং কৃতম্ ॥২১

স চৈকং তয়োর্ব্বাণেন জঘান ॥২২

ম্রিয়মাণশ্চাসাবতিভীষণাকৃতিরতিকরালবদনো রাক্ষসোঽভবৎ ॥২৩

দ্বিতীয়োঽপি প্রতিক্রিয়াং তে করিষ্যামীত্যুক্ত্বান্ত র্দ্ধানং জগাম ॥২৪

কালেন গচ্ছতা স সৌদাসো যজ্ঞমযজৎ। পরি-নিষ্ঠিতযজ্ঞে চাচার্য্যবসিষ্ঠে নিষ্ক্রান্তে তদ্রক্ষো বসিষ্ঠরূপ-মাস্থায় যজ্ঞাবসানে মম মাংসং ভোজনং দেয়ং, তৎ সংস্ক্রিয়তাং ক্ষণাদিহাগমিষ্যামীত্যুক্ত্বা নিষ্ক্রান্তঃ ॥২৫

ভূয়শ্চ সূদবেশং কৃত্বা রাজাজ্ঞয়া মানুষমাংসং

অনন্তর আংশুমানও বর প্রার্থনা করিলেন যে, ব্রহ্মদণ্ডহত অতএব স্বর্গাযোগ্য আমার এই পিতৃব্যগণের স্বর্গ-প্রাপ্তিকর বর ভগবান্ প্রদান করুন।১১-১৪

তখন ভগবান্ কপিল তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস। আমি ইহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমার পৌত্র স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনয়ন করিবে। সেই গঙ্গাজল দ্বারা ইহাদের অস্থিসকল স্পৃষ্ট হইলে ইহারা স্বর্গারোহণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণুর পাদাঙ্গুষ্ঠবিনির্গত জলের ইহাই মাহাত্ম্য যে, কেবল কামনাপূর্ব্বক তাহাতে স্নানাদি করিলেই যে উপকার হয়—তাহা নহে। অকালেও বিগত-প্রাণের ভূপতিত এবং পরিত্যক্ত শরীরজ অস্থি-চর্ম্ম-স্নায়ু-কেশাদিও ইহাতে পতিত হইলে, ইহা শরীরীকে স্বর্গারোহণ করাইয়া থাকে। ঋষি এই কথা বলিলে পর অংশুমান ভগবান্ কপিলকে প্রণাম করিয়া অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক পিতামহযজ্ঞে আগমন করিলেন। সগর রাজাও অংশুমানের নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন ও আত্মজ-প্রীতি-প্রযুক্ত সাগরকে পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ইনিই স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করেন বলিয়া গঙ্গার নাম ভাগীরথী হয়। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অম্বরীষ, তৎপুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তাঁহার পুত্র অযুতাশ্ব, তৎপুত্র ঋতুপর্ণ; ইনি নলের সহায় ও অক্ষক্রীড়ায় পারদর্শী ছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, তৎপুত্র সুদাস, তৎপুত্রের নাম সৌদাস মিত্রসহ। এই মিত্রসহ একদিন মৃগয়ায় গিয়া বনমধ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় অবলোকন করেন।১৫-২০

ঐ ব্যাঘ্রদ্বয় বনের সকল মৃগই ভক্ষণ করিয়াছিল। রাজা মিত্রসহ সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের একটীকে বাণ দ্বারা নিহত করিলেন। মরণকালে ঐ ব্যাঘ্র অতি ভীষণা-কৃতি করালবদন রাক্ষসরূপ ধারণ করিল। দ্বিতীয় ব্যাঘ্র "তোমার প্রতিক্রিয়া করিব" এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। কিছুকাল পরে ঐ সৌদাস রাজা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে আচার্য্য বসিষ্ঠ যজ্ঞ সমাপন

সংস্কৃত্য রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ। অসাবপি হিরণ্যপাত্রস্থিতং মাংসমাদায় বসিষ্ঠাগমনপ্রতীক্ষোঽভবৎ ॥২৬

আগতায় চ বসিষ্ঠায় নিবেদিতবান্, স চাচিন্তয়ৎ, অহো রাজ্ঞোঽস্য দৌঃশীল্যম্ যেনৈতন্মাংসমস্মাকং প্রযচ্ছতি। কিমেতদ্দ্রব্যজাতমিতি ধ্যানপরোঽভুৎ, অপশ্যচ্চ তন্মানুষমাংসম্। ততশ্চ ক্রোধকলুষীকৃতচেতা রাজানং প্রতিশাপমুৎসসর্জ্জ, যস্মাদভোজ্যমস্মদ্বিধানাং তপস্বিনাম্ অবগচ্ছন্নপি ভবান্ মহ্যং দদাতি, তস্মাত্তবৈবাত্র লোলুপা বুদ্ধির্ভবিষ্যতীতি ॥২৭

অনন্তরঞ্চ তেনাপি ভগবতৈবাভিহিতোঽস্মীত্যুক্তঃ, কিং কিং ময়ৈবাভিহিতম্ ইতি পুনরপি সমাধৌ তস্থৌ ॥২৮

সমাধিবিজ্ঞানবিগতার্থশ্চাস্যানুগ্রহং চকার, নাত্যন্তমেতৎ, দ্বাদশাব্দং ভবতো ভোজনং ভবিষ্যতীতি ॥২৯

অসাবপি তু প্রগৃহ্যোদকাঞ্জলিং মুনিশাপপ্রদানায়োদ্যতো ভগবানস্মদ্গুরুর্নার্হস্যেবং কুলদেবতাভূতমাচার্য্যং শপ্তুমিতি স্বপত্ন্যা মদয়ন্ত্যা প্রসাদিতঃ। শস্যাম্বুদরক্ষার্থং তচ্ছাপাম্বু নোর্ব্ব্যাং নাকাশে চিক্ষেপ, তেনৈব স্বপাদৌ সিষেচ ॥৩০

তেন ক্রোধশৃতেনাম্ভসা দগ্ধচ্ছায়ৌ তৎপাদৌ কল্মাষতামুপগতৌ ॥৩১

ততশ্চ স কল্মাষপাদসংজ্ঞামবাপ, বসিষ্ঠশাপাচ্চ ষষ্ঠে কালে রাক্ষসভাবমুপেত্যাটব্যাং পর্য্যটন্নেকশো মানুষানভক্ষয়ৎ ॥৩২

করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে, সেই রাক্ষস বসিষ্ঠরূপ গ্রহণপূর্ব্বক, "যজ্ঞাবসানে আমাকে মাংসের সহিত ভোজন করান কর্ত্তব্য, সেই জন্য অন্নাদির সংস্কার কর, আমি ক্ষণকাল মধ্যেই আগমন করিতেছি" রাজাকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার নিষ্ক্রান্ত হইল। পরে রন্ধনকারী পাচকের বেশ ধারণ করিয়া রাজাজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক মনুষ্যমাংস রন্ধন করত রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা সৌদাসও সেই মাংস সুবর্ণপাত্রে রাখিয়া বসিষ্ঠাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।২১-২৬

অনন্তর বসিষ্ঠ আগমন করিলে, রাজা তাঁহাকে ঐ মাংস নিবেদন করিলেন। তখন বসিষ্ঠ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই রাজার কি দুঃশীলতা! রাজা আমাকে এই মাংস প্রদান করিল! পরে এই সকল দ্রব্য কি? ইহা জানিবার জন্য তিনি ধ্যানপর হইলেন ও ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, তাহা মনুষ্য-মাংস। অনন্তর তিনি ক্রোধবশে কলুষীকৃত-চিত্ত হইয়া রাজার প্রতি শাপ দিলেন যে, আপনি জানিতে পারিয়াও যে কারণ আমাদের ন্যায় তপস্বিগণের অভোজ্য এই অন্ন আমাকে প্রদান করিতেছেন, সেই জন্য আপনার বুদ্ধি নরমাংসলোলুপ হইবে অর্থাৎ আপনি রাক্ষস হইবেন। অনন্তর রাজা বলিলেন — হে ভগবন্! আপনিই আমাকে এই প্রকার করিতে বলিয়াছেন। এই কথা শ্রবণান্তে বশিষ্ঠ—কি কি? —আমি বলিয়াছি, এই বলিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানপর হইলেন। অনন্তর বসিষ্ঠ সমাধিবলে সকল বিষয় জানিতে পারিয়া রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন ও বলিলেন—বহুদিনের জন্য আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে না, দ্বাদশ বৎসর মাত্র আপনার নরমাংস ভোজন করিতে হইবে। তখন রাজাও অঞ্জলিপূরিয়া জলগ্রহণপূর্ব্বক বসিষ্ঠকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। সেই সময় তাঁহার পত্নী, মদয়ন্তী—"কি করেন! ভগবান্ বসিষ্ঠ আমাদের গুরু, এই প্রকারে কুলদেবতাস্বরূপ আচার্য্যকে শাপপ্রদান করা কর্ত্তব্য নহে"—এই বলিয়া তাঁহাকে প্রসাদিত করিলেন। তখন অঞ্জলিস্থিত সেই শাপ-জল 'পৃথিবীতে বা আকাশে নিক্ষেপ করিলে শস্য ও মেঘ নষ্ট হইবে', এই বিবেচনায় রাজা ঐ জল স্বকীয় চরণদ্বয়ে সেচন করিলেন।২৭-৩০

সেই ক্রোধাগ্নিতপ্ত জলসংস্পর্শে তাঁহার পাদদ্বয় বিনষ্টকান্তি হইয়া কল্মাষবর্ণ (কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণ) ধারণ করিল।

একদা তু কঞ্চিন্মুনিমৃতুকালে ভার্য্যয়া সহ সঙ্গতং দদর্শ ॥৩৩

তয়োশ্চ তমতিভীষণং রাক্ষসমবলোক্য ত্রাসাৎ প্রধাবিতয়োর্দম্পত্যোর্ব্রাহ্মণং জগ্রাহ ॥৩৪

ততঃ সা ব্রাহ্মণী বহুশস্তং যাচিতবতী, প্রসীদেক্ষ্বাকু-কুলতিলকভূতস্ত্বং মহারাজমিত্রসহো ন রাক্ষসঃ। নার্হসি স্ত্রীধর্ম্মসুখাভিজ্ঞো ময্যকৃতার্থায়ামিমং মদ্ভর্ত্তারমন্তুমিত্যেবং বহুপ্রকারং তস্যাং বিলপন্ত্যাং ব্যাঘ্রঃ পশুমিব তং ব্রাহ্মণমভক্ষয়ৎ ॥৩৫

ততশ্চাতিকোপসমন্বিতা ব্রাহ্মণী তং রাজানং 'যস্মাদেবং ময্যতৃপ্তায়াং ত্বয়ায়ং মৎপতির্ভক্ষিতঃ, তস্মাৎ ত্বমপ্যন্তমবলোপভোগপ্রবৃত্তো প্রাপ্স্যসি' ইতি শশাপাগ্নিং প্রবিবেশ চ ॥৩৬

ততস্তস্য দ্বাদশাব্দপর্য্যয়ে বিমুক্তশাপস্য স্ত্রীবিষয়াভিলাষিণো মদয়ন্তী স্মারয়ামাস ॥৩৭

ততশ্চ পরমসৌ স্ত্রীসম্ভোগং তত্যাজ। বসিষ্ঠশ্চ অপুত্রিণা রাজ্ঞা পুত্রার্থমভ্যর্থিতো মদয়ন্ত্যাং গর্ভাধানং চকার। যদা চ সপ্ত বর্ষাণ্যসৌ গর্ভো ন জজ্ঞে, ততস্তং গর্ভমশ্মনা দেবী জঘান। পুত্রশ্চাজায়ত। তস্য চাশ্মক এব নামাভবৎ। অশ্মকস্য মূলকো নাম পুত্রোঽভবৎ। যোঽসৌ নিঃক্ষত্রেঽস্মিন্ ক্ষমাতলে ক্রিয়মাণে স্ত্রীভির্বিবস্ত্রাভিঃ পরিবার্য্য রক্ষিতঃ। ততস্তং নারীকবচমুদাহরন্তি। মূলকাদ্ দশরথঃ, তস্মাদিলিবিলঃ, ততশ্চ বিশ্বসহঃ, তস্মাচ্চ খট্বাঙ্গো দিলীপঃ। যোঽসৌ দেবাসুরাণাং সংগ্রামে দেবতাভিরভ্যর্থিতোঽসুরান্ জঘান। স্বর্গে চ কৃত-

---

এই কারণে তাঁহার নাম কল্মাষপাদ হইল। পরে বসিষ্ঠশাপবশে রাজা তৃতীয় দিবসে রাক্ষসরূপী হইয়া বনে পর্য্যটন করত অনেক মানুষ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ রাক্ষসরূপী রাজা একদিন ঋতুকালে দয়িতাসঙ্গত এক ব্রাহ্মণকে দর্শন করিলেন। তখন অতিভীষণ রাক্ষস দেখিয়া ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ সেই দম্পতীর মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট অনেক যাচ্ঞা করিতে লাগিল যে,—হে মহারাজ! প্রসন্ন হও, তুমি ইক্ষ্বাকু-কুলের তিলকস্বরূপ মহারাজ মিত্রসহ, রাক্ষস নহ। তুমি স্ত্রীধর্ম্মসুখে অভিজ্ঞ; আমাতে অপূর্ণ-মনোরথ আমার এই ভর্ত্তাকে ভক্ষণকরা তোমার উচিত নহে। এই প্রকারে ব্রাহ্মণী বহু বিলাপ করিলেও রাজা তাহা শ্রবণ না করিয়া ব্যাঘ্র যে প্রকার পশুকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করিলেন। তখন অতি কোপসমন্বিতা ব্রাহ্মণী রাজাকে শাপ প্রদান করিল যে, "আমার তৃপ্তি হইতে না হইতেই তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করিলে, এই কারণে তুমি স্ত্রী সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।" ব্রাহ্মণী এইরূপ শাপ প্রদান করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল।৩১-৩৬

অনন্তর দ্বাদশবৎসর অতীত হইলে রাজা শাপমুক্ত হইয়া স্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষী হইলে, তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী তাঁহাকে ব্রাহ্মণীশাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, সেই অবধি রাজা স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্যাগ করিলেন। পরে অপুত্র রাজার প্রার্থনানুসারে বসিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। সপ্তমবর্ষ অতীত হইল, তথাপি গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া দেবী মদয়ন্তী প্রস্তর দ্বারা গর্ভে আঘাত করিলেন, তখন পুত্র জন্মিল। সেই পুত্রের নাম অশ্মক হইল। অশ্মকের মূলক নামে পুত্র হইল। এই সময় পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিবস্ত্র স্ত্রীগণ মূলককে পরিবেস্টন করিয়া রক্ষা করেন, সেই জন্য তাঁহাকে নারীকবচ বলিয়া থাকে। মূলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র ইলিবিল, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র খট্বাঙ্গ দিলীপ। এই খট্বাঙ্গ দিলীপ দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করেন। তখন স্বর্গস্থ দেবগণ প্রিয়কারী বলিয়া

প্রিয়ৈর্দেবৈর্বরার্থং চোদিতঃ প্রাহ,—যদ্যবশ্যং বরো গ্রাহ্যস্তন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি। অনন্তরঞ্চৈতৈরুক্তম্—একমুহূর্ত্তপ্রমাণমায়ুঃ। ইত্যুক্তোঽস্খলিতগতিনা বিমানেন লঘিমগুণো মর্ত্ত্যলোকমাগম্যাহ,—যথা ন ব্রাহ্মণেভ্যঃ সকাশাদাত্মাপি মে প্রিয়তরঃ, ন চাপি স্বধর্ম্মোল্লঙ্ঘনং ময়া কদাচিদপ্যনুষ্ঠিতং, ন চ সকলদেবমানুষ-পশু-বৃক্ষাদিকেঽপ্যচ্যুতব্যতিরেকবতী দৃষ্টির্মমাভূৎ, তথা তমেব দেবং মুনিজনানুস্মৃতং ভগবন্তমস্খলিতগতির্গচ্ছ প্রাপয়েয়মিত্যশেষদেবগুরৌ ভগবত্যনির্দ্দেশ্যবপুষি সত্তামাত্রাত্মন্যাত্মানং পরমাত্মনি বাসুদেবে যুযোজ, তত্রৈব লয়মবাপ ॥৩৮

তত্রাপি শ্রূয়তে শ্লোকো গীতঃ সপ্তর্ষিভিঃ পুরা।
খট্বাঙ্গেন সমো নান্যঃ কশ্চিদুর্ব্ব্যাং ভবিষ্যতি ॥
যেন স্বর্গাদিহাগত্য মুহূর্ত্তং প্রাপ্য জীবিতম্।
ত্রয়োঽভিসংহিতা লোকা বুদ্ধ্যা দানেন চৈব হি ॥৩৯

খট্বাঙ্গতো দীর্ঘবাহুঃ পুত্ত্রোঽভবৎ। ততো রঘুঃ, তস্মাদপ্যজঃ, অজাদ্ দশরথঃ, দশরথস্যাপি শ্রীভগবান্ অব্জনাভো জগৎস্থিত্যর্থমাত্মাংশেন রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নরূপিণা চতুর্দ্ধা পুত্রত্বমযাসীৎ ॥৪০

রামোঽপি বাল এব বিশ্বামিত্রযজ্ঞরক্ষণায় গচ্ছংস্তাড়কাং জঘান ॥৪১

যজ্ঞে চ মারীচমিষুপাতাহতং দূরং চিক্ষেপ, সুবাহুপ্রমুখাশ্চ ক্ষয়মনয়ৎ। সন্দর্শনমাত্রেণৈবাহল্যামপাপাং চকার। জনকগৃহে চ মাহেশ্বরং চাপমনায়াসেনৈব বভঞ্জ, সীতাঞ্চাযোনিজাং জনকরাজতনয়াং বীর্য্যশুল্কাং লেভে ॥৪২

তাঁহাকে বর দিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন,—যদি আমাকে নিতান্তই বর গ্রহণ করিতে হয়, তবে এই আমার বর যে, "আপনারা বলুন, আমি কতকাল বাঁচিব ?" অনন্তর দেবগণ বলিলেন,—আপনার এক মুহূর্ত্তপ্রমাণ আয়ু অবশিষ্ট আছে। দেবগণ এই কথা বলিলে, খট্বাঙ্গদিলীপ অস্খলিতগতি দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক অতি শীঘ্রগতিতে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, "যেহেতু ব্রাহ্মণগণ হইতে আমার আত্মাও প্রিয়তর নহে, যেহেতু আমি কখনই স্বধর্ম্মোল্লঙ্ঘন করি নাই, যেহেতু আমার দৃষ্টি দেব-মানুষ-পশু-বৃক্ষ প্রভৃতিতেও অচ্যুতভেদ উপলব্ধি করে নাই, সেই নিমিত্ত আমি অদ্য অস্খলিত-জ্ঞানে সেই মুনি-জনানুস্মৃত দেব ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হই" এইরূপ বলিতে বলিতে রাজা খট্বাঙ্গদিলীপ সেই অশেষগুরু, অনির্দ্দেশ্যশরীর, সত্তামাত্র স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে আত্মার যোগ করিলেন ও ভগবান্ বাসুদেবেই বিলীন হইয়া গেলেন। ৩৭-৩৮

সপ্তর্ষিগণ পুরাকালে এই খট্বাঙ্গদিলীপ সম্বন্ধে এক শ্লোকগান করিয়াছেন। সে শ্লোক এই যে, "পৃথিবীতে খট্বাঙ্গ সদৃশ অপর কেহই জন্মিবে না। এই খট্বাঙ্গ মুহূর্ত্তকালমাত্র আয়ু জানিতে পারিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক বুদ্ধিপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান দ্বারা ত্রিলোকই জয় করিয়াছেন। খট্বাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, তৎপুত্র রঘু, তৎ পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এই দশরথের ঔরসে ভগবান্ পদ্মনাভ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, ও শত্রুঘ্নরূপ চারিভাগে স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৯-৪০

রামচন্দ্র বাল্যাবস্থাতেই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষণের জন্য গমন করিতে করিতে পথেই তাড়কানামে রাক্ষসীকে বিনাশ করেন। তিনি বিশ্বামিত্রযজ্ঞে মারীচকে বাণপাতে আহত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, সুবাহু প্রমুখ রাক্ষসগণকে বিনাশ করেন ও অহল্যাকে দর্শনমাত্রই অপাপা করেন। অনন্তর জনক-গৃহে অনায়াসেই মহেশ্বরের ধনুর্ভঙ্গ করেন ও অযোনিজা জনকরাজতনয়া সীতাকে বীর্য্যের শুল্কস্বরূপ পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র বিবাহানন্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে সকল ক্ষত্রিয়ক্ষয়কারী, অশেষ হৈহয়কুলের কেতুস্বরূপ পরশুরামের বীর্য্য ও বলজনিত গর্ব্বকে

সকলক্ষত্রক্ষয়কারিণমশেষহৈহয়কুলকেতুভূতঞ্চ পরশুরামমপাস্তবীর্য্য-বলাবলেপং চকার ॥৪৩

পিতৃবচনাচ্চাগণিতরাজ্যাভিলাষো ভ্রাতৃভার্য্যা-সমন্বিতো বনং বিবেশ ॥৪৪

বিরাধ-খর-দূষণাদীন্ কবন্ধ-বালিনৌ চ জঘান। বদ্ধা চাম্ভোনিধিম্ অশেষরাক্ষসকুলক্ষয়ং কৃত্বা দশাননাপহৃতাং তদ্বধাপহতকলঙ্কামপ্যনলপ্রবেশশুদ্ধা-মশেষদেবেশসংস্তূয়মানাং সীতাং জনকরাজতনয়া-মযোধ্যামানিন্যে ॥৪৫

ভরতোঽপি গন্ধর্ববিষয়সাধনায়োগ্রগন্ধর্ব্বকোটী-স্তিস্রো জঘান। শত্রুঘ্নেনাপ্যমিতবলপরাক্রমো মধু-পুত্রো লবণো নাম রাক্ষসেশ্বরো নিহতো মথুরা চ নিবেশিতা। ইত্যেবমাদ্যতুলবলপরাক্রমবিক্রমণৈরতি-দুষ্টনিবর্হণৈরশেষস্যাস্য জগতো নিষ্পাদিতস্থিতয়ো রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নাঃ পুনর্দ্দিবমারূঢ়াঃ। যেঽপি তেষু ভগবদংশেষ্বনুরাগিণঃ কোশলনগরজনপদা স্তেঽপি তন্মনসস্তৎসলোকতামবাপুঃ ॥৪৬

রামস্য তু কুশ-লবৌ পুত্রৌ, লক্ষ্মণস্যাঙ্গদ-চন্দ্রকেতু, তক্ষ-পুষ্করৌ ভরতস্য, সুবাহু-শূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নস্য॥৪৭

কুশস্যাতিথিঃ, অতিথেরপি নিষধঃ পুত্রোঽভবৎ। নিষধস্যাপি নলঃ, তস্যাপি নভাঃ, নভসঃ পুণ্ডরীকঃ, তত্তনয়ঃ ক্ষেমধন্বা, তস্য চ দেবানীকঃ। তস্যাপ্যহীনগুঃ (ততো রূপঃ) ততো রুরুঃ, তস্য চ পারিপাত্রঃ, পারিপাত্রাদ্দলঃ, দলাচ্ছলঃ, তস্যাপ্যুকৃথঃ, উকৃথাদ্বজ্র-নাভঃ, তস্মাৎ শঙ্খনাভঃ, ততো ব্যুত্থিতাশ্বঃ, ততশ্চ বিশ্বসহো জজ্ঞে। হিরণ্যনাভস্ততো মহাযোগীশ্বর-জৈমিনিশিষ্যঃ। যতো যাজ্ঞবল্ক্যো যোগমবাপ। হিরণ্যনাভস্য পুত্রঃ পুষ্যঃ, তস্মাদ্ ধ্রুবসন্ধিঃ, ততঃ সুদর্শনঃ, তস্মাদগ্নিবর্ণঃ, ততশ্চ শীঘ্রঃ, ততোঽপি মরুঃ পুত্রোঽভূৎ। যোঽসৌ যোগমাস্থায়াদ্যাপি কলাপ-গ্রামমাশ্রিতস্তিষ্ঠতি। আগামিযুগে সূর্য্যবংশক্ষত্র-

---

খর্ব্ব করিলেন এবং পিতৃবাক্যে রাজ্যাভিলাষকে গণনা না করিয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বনে বিরাধ-খর-দূষণাদি রাক্ষসগণ এবং কবন্ধ ও বালিকে হনন করিলেন। পরে সমুদ্র বন্ধন পূর্ব্বক অশেষ রাক্ষসকুলক্ষয় করিয়া দশাননাপহৃতা, দশাননবধদূরীভূতকলঙ্কা, অথচ অগ্নি-প্রবেশশুদ্ধা, অশেষদেবেশসংস্তূয়মানা জনকরাজতনয়া সীতাকে অযোধ্যায় আনয়ন করেন। ভরতও গন্ধর্ব্বরাজ্য লাভ করিবার জন্য তিনকোটী সংখ্যক গন্ধর্ব্বকে বিনাশ করেন। শত্রুঘ্নও অমিতবলপরাক্রম মধুপুত্র লবণনামক রাক্ষসেশ্বরকে হনন পূর্ব্বক মথুরা নামক একটী পুরী স্থাপন করেন। এইরূপ নানা প্রকার অতুলনীয় বল-পরাক্রম-বিক্রমসমূহ দ্বারা বহু দুরাত্মাদিগকে বধ করিয়া এই সকল জগতের স্থিতি সম্পাদন পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। সেই সময় অযোধ্যাবাসী যে মনুষ্যগণ সেই ভগবদংশ-চতুষ্টয়ে অনুরাগী ছিলেন, তাঁহারাও রামচন্দ্রে মন অর্পণ করিয়া তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হন ।৪১-৪৬

রামের পুত্র কুশ ও লব, লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের পুত্র তক্ষ ও পুষ্কর এবং শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহু ও শূরসেন। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির নিষধ নামে পুত্র হয়, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নভঃ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু (তৎপুত্র রূপ।) তৎপুত্র রুরু। তৎপুত্র পারিপাত্র, তৎপুত্র দল, তৎপুত্র ছল, তৎপুত্র উকৃথ, তৎপুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র শঙ্খনাভ, তৎপুত্র ব্যুত্থিতাশ্ব, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র মহাযোগীশ্বর জৈমিনিশিষ্য হিরণ্যনাভ। এই হিরণ্যনাভের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যোগশিক্ষা করেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। তৎপুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের মরু নামে পুত্র হয়। এই মরু যোগে অবস্থান করত অদ্যাপি কলাপগ্রাম

প্রবর্ত্তয়িতা ভবিষ্যতীতি। প্রসুশ্রুতস্তস্যাত্মজঃ, তস্যাপি সুগন্ধিঃ, ততশ্চামর্ষঃ, তস্য মহস্বান্ ততো বিশ্রুতবান্, ততো বৃহদ্বলঃ যোঽর্জ্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত ॥৪৮

এতে হীক্ষ্বাকুভূপালাঃ প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ। এতেষাঞ্চরিতং শৃণ্বন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন এবং ইনিই আগামী যুগে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রবর্ত্তয়িতা হইবেন। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তৎপুত্র সুগন্ধি, তৎপুত্র অমর্ষ, তৎপুত্র মহস্বান, তৎপুত্র বিশ্রুতবান্ ও তৎপুত্র বৃহদ্বল। ভারতযুদ্ধে অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে বিনাশ করিয়াছেন। এই সকল প্রধান প্রধান ইক্ষ্বাকুকুল-নৃপতিগণের বিষয় আমি বলিলাম। ইঁহাদের চরিত্র শ্রবণ করিলে, মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।৪৭-৪৯

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[নিমিযজ্ঞবিবরণম্, সীতায়া উৎপত্তিঃ, কুশধ্বজবংশকথনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ

ইক্ষ্বাকুতনয়ো যোঽসৌ নিমির্নাম, স তু সহস্রবৎসরং সত্রমারেভে, বসিষ্ঠঞ্চ হোতারং বরয়ামাস ॥১

তমাহ বসিষ্ঠঃ, অহমিন্দ্রেণ পঞ্চবর্ষশতং যাগার্থং প্রথমতরং বৃতঃ, তদনন্তরং প্রতিপাল্যতাম্, আগতস্তবাপি ঋত্বিগ্ ভবিষ্যামি, ইত্যুক্তে স পৃথিবীপতিনা ন কিঞ্চিদুক্তঃ ॥২

বসিষ্ঠোঽপ্যনেন সমন্বীপ্সিতমিত্যমরপতের্যাগমকরোৎ ॥৩

সোঽপি তৎকালমেবান্যৈর্গৌতমাদিভির্যাগমকরোৎ। সমাপ্তে চামরপতের্যাগে ত্বরাবান্ বসিষ্ঠো নিমেঃ কর্ম্ম করিষ্যামীত্যাজগাম, তৎকর্ম্মকর্ত্তৃত্বঞ্চ তত্র গৌতমস্য দৃষ্ট্বা, অথ স্বপতে তস্মৈ রাজ্ঞে মাম-প্রত্যাখ্যায়ৈতদনেন গৌতমায় কর্ম্মান্তরমর্পিতং

পঞ্চম অধ্যায়

[নিমিযজ্ঞ বিবরণ, সীতার উৎপত্তি ও কুশধ্বজ বংশ কথন।]

পরাশর বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে যে পুত্র ছিলেন, তিনি কোন সময়ে সহস্র সংবৎসরব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সেই যজ্ঞে বসিষ্ঠকে হোতৃত্বে বরণ করেন। বরণ কালে বসিষ্ঠ বলিলেন,—ইন্দ্র পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাবৎকাল আপনি প্রতীক্ষা করুন; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপনান্তে আমি গমন করিয়া আপনার ঋত্বিক্ হইব। বসিষ্ঠ এই কথা বলিলে পর রাজা নিমি তাঁহাকে আর কিছুই বলিলেন না। তখন বসিষ্ঠ 'আমার কথা রাজা স্বীকার করিলেন'—ইহা ভাবিয়া সুরপতির যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। রাজা নিমিও সেই কালে গৌতমাদি অন্য ঋষিগণের দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে "নিমি রাজার যজ্ঞ করিতে হইবে" এই ভাবিয়া বসিষ্ঠ ত্বরা

যস্মাৎ, তস্মাদয়ং বিদেহো ভবিষ্যতীতি শাপং দদৌ ॥৪

প্রতিবুদ্ধশ্চাসাববনীপতিরপি প্রাহ, যস্মান্মামসম্ভাষ্য অজ্ঞানত এব শয়ানস্য শাপোৎসর্গমসৌ দুষ্টগুরুশ্চকার, তস্মাৎ তস্যাপি দেহঃ পতিতো ভবিষ্যতীতি প্রতিশাপং দত্ত্বা দেহমত্যজৎ ॥৫

তস্মাচ্ছাপাচ্চ মিত্রাবরুণয়োস্তেজসি বসিষ্ঠতেজঃ প্রবিষ্টম্, উর্ব্বশীদর্শনাদুদ্ভূতবীর্য্যপ্রপাতয়োঃ সকাশাদ্ বসিষ্ঠো দেহমপরং লেভে ॥৬

নিমেরপি তচ্ছরীরমতিমনোহরতৈলগন্ধাদিভিরুপশ্লিষ্যমাণং, নৈব ক্লেদাদিকং দোষমবাপ, সদ্যো মৃতমিব তস্থৌ ॥৭

যজ্ঞসমাপ্তৌ চ ভাগগ্রহণায়াগতান্ দেবান্ ঋত্বিজ ঊচুঃ, যজমানায় বরো দীয়তামিতি। দেবৈশ্ছন্দিতো নিমিরাহ ॥৮

ভগবন্তোঽখিলসংসারদুঃখসঙ্ঘাতস্য চ্ছেত্তারো ন হ্যেতাবজ্জগত্যন্যদ্ দুঃখমস্তি, যচ্ছরীরাত্মনোর্ব্বিয়োগো ভবতি, তদহমিচ্ছামি সকললোকলোচনেষু বস্তুম্, ন পুনঃ শরীরগ্রহণং কর্ত্তুম্। ইত্যুক্তে দেবৈরসাবশেষভূতানাং নেত্রেষু আসাং কারিতঃ ॥৯

ততো ভূতান্যুন্মেষনিমেষং চক্রুঃ। অপুত্রস্য চ তস্য ভূভুজঃ শরীরমরাজকভীরবস্তে মুনয়োঽরণ্যাং মমন্থুঃ ॥১০

তত্র কুমারো জজ্ঞে। জননাজ্জনকসংজ্ঞাঞ্চাসাববাপ ॥১১

অভূদ্ বিদেহোঽস্য পিতেতি বৈদেহো মথনান্মিথিরভূৎ। তস্যোদাবসুঃ পুত্রোঽভূৎ। ততো নন্দিবর্দ্ধনঃ, তস্মাৎ সুকেতুঃ, তস্যাপি দেবরাতঃ, ততশ্চ বৃহদুক্থঃ, তস্য চ মহাবীর্য্যঃ, তস্যাপি সত্যধৃতিঃ, ততশ্চ ধৃষ্টকেতুঃ, ধৃষ্টকেতোর্হর্য্যশ্বঃ, তস্য চ মরুঃ, মরোঃ প্রতিবন্ধকঃ, তস্মাৎ কৃতরথঃ, তস্মাৎ কৃতিঃ, তস্য

সহকারে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি 'গৌতম সকল যজ্ঞকর্ম্মের কর্তৃত্ব করিতেছেন' দেখিয়া নিদ্রাগত রাজা নিমিকে শাপপ্রদান করিলেন যে, রাজা নিমি যেমন আমাকে অবজ্ঞা করিয়া গৌতমের প্রতি এই সকল কর্ম্মের ভার প্রদান করিয়াছেন, সে কারণে তিনি বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন হইবেন।১-৪

অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"যে কারণে এই দুষ্ট গুরু বসিষ্ঠ আমাকে সম্ভাষণ না করিয়া শয়ান এবং এই সকল বিষয়ে অজ্ঞাত আমাকে শাপ প্রদান করিলেন, সেই জন্য তাঁহারও দেহ পতিত হইবে।" রাজা এই প্রকার প্রতিশাপ-প্রদানান্তে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই শাপের প্রভাবে মিত্রাবরুণের তেজে বসিষ্ঠের তেজ প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর উর্ব্বশীদর্শনে ঐ মিত্রাবরুণের রেতঃ (বীর্য্য) স্খলিত হইলে, সেই বীর্য্য হইতে বসিষ্ঠ অপরদেহ লাভ করিলেন। নিমি রাজারও সেই মৃতদেহ অতি মনোহর তৈল গন্ধাদি দ্বারা লিপ্ত থাকাতে, ক্লেদাদিদোষদূষিত হইল না বরং সদ্যোমৃতের ন্যায় অবিকৃতই রহিল।৫-৭

যজ্ঞ সমাপ্তি হইলে, ভাগগ্রহণার্থে আগত দেবগণকে ঋত্বিগ্‌গণ বলিলেন,—আপনারা যজমানকে বর প্রদান করুন। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণার্থে আজ্ঞা করিলে, নিমি কহিলেন,—"হে অখিল সংসারের দুঃখচ্ছেদকারী ভগবদ্গণ! জগতে ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি।" রাজা নিমি এই কথা বলিলে পর দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি করাইলেন। সেই কারণেই ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না থাকাতে মুনিগণ অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া রাজার শরীর অরণীতে (অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠে)

বিবুধঃ, তস্যাপি মহাধৃতিঃ, তস্য চ কৃতিরাতঃ, ততো মহারোমা, ততঃ সুবর্ণরোমা, তস্যাপি পুত্রো হ্রস্বরোমা, ততঃ সীরধ্বজোঽভূৎ। তস্য পুত্রার্থং যজনভুবং কৃষতঃ সীরে সীতা দুহিতা সমুৎপন্নাসীৎ। সীরধ্বজস্য ভ্রাতা সাঙ্কাশ্যাধিপতিঃ কুশধ্বজনামা। সীরধ্বজস্যাপত্যং ভানুমান্ ॥১২

ভানুমতঃ শতদ্যুম্নঃ, তস্য শুচিঃ, তস্মাদূর্জ্জবহো নাম পুত্রো জজ্ঞে। তস্যাপি সত্যধ্বজঃ(ক), ততঃ কুনিঃ, (ক্রুণিঃ) কুনেরঞ্জনঃ, তৎপুত্রঃ ঋতুজিৎ, ততোঽরিষ্টনেমিঃ, তস্মাৎ শ্রুতায়ুঃ, ততঃ সূর্য্যাশ্বঃ, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ (সংনয়ঃ), ততঃ ক্ষেমারিঃ, তস্মাদনেনাঃ, তস্মান্মীনরথঃ (মানরথঃ), তস্য সত্যরথঃ, তস্য সাত্যরথিঃ, সাত্যরথেরুপগুঃ, তস্মাৎ শ্রুতঃ, (উপগুপ্তঃ,) তস্মাৎ শাশ্বতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা (সুবর্চ্চাঃ), তস্যাপি সুভাসঃ, ততঃ সুশ্রুতঃ, তস্মাজ্জয়ঃ, জয়পুত্রো বিজয়ঃ, তস্য ঋতঃ, ঋতাৎ সুনয়ঃ, ততো বীতহব্যঃ, তস্মাৎ সঞ্জয়ঃ, তস্মাদ্ (ক্ষেমাশ্বঃ, তস্মাৎ) ধৃতিঃ, ধৃতের্বহুলাশ্বঃ, তস্য পুত্রঃ কৃতিঃ, কৃতৌ সন্তিষ্ঠতেঽয়ং জনক-বংশঃ ॥১৩

ইত্যেতে মৈথিলাঃ। প্রাচুর্য্যেণ এতেষামাত্মবিদ্যাশ্রয়িণো ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি ॥১৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। এইরূপে জনকের দেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয়; ঐ পুত্রের পিতা বিদেহ হন বলিয়া তাঁহার নাম বৈদেহ হয় এবং মন্থন দ্বারা তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম "মিথি" হয়। তাঁহার উদাবসু নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র দেবরাত, তৎপুত্র বৃহদুক্থ। তৎপুত্র মহাবীর্য্য, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র মরু, তৎপুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরথ, তৎপুত্র কৃতি, তৎপুত্র বিবুধ, তৎপুত্র মহাধৃতি, তৎপুত্র কৃতিরাত, তৎপুত্র মহারোমা, তৎপুত্র সুবর্ণরোমা, তৎপুত্র হ্রস্বরোমা ও তৎপুত্র সীরধ্বজ। তিনি পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, এই সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগে সীতা নামে দুহিতা সমুৎপন্ন হন। সীরধ্বজের ভ্রাতার নাম কুশধ্বজ, ইনি সাঙ্কাশ্যনগরের অধিপতি। সীরধ্বজের পুত্র ভানুমান্।৮-১২

ভানুমানের পুত্র শতদ্যুম্ন, তৎপুত্র শুচি; শুচির উর্জ্জবহনামে পুত্রজন্মে। তৎপুত্র সত্যধ্বজ, তৎপুত্র কুনি, তৎপুত্র অঞ্জন, তৎপুত্র ঋতুজিৎ, তৎপুত্র অরিষ্টনেমি, তৎপুত্র শ্রুতায়ুঃ, তৎপুত্র সূর্য্যাশ্ব, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র ক্ষেমারি, তৎপুত্র অনেনাঃ, তৎপুত্র মীনরথ, তৎপুত্র সত্যরথ, তৎপুত্র সাত্যরথি, তৎপুত্র উপগু, তৎপুত্র শ্রুত (উপগুপ্ত), তৎপুত্র শাশ্বত, তৎপুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র সুভাস, তৎপুত্র সুশ্রুত, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র ঋত, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র বীতহব্য, তৎপুত্র সঞ্জয়, (তৎপুত্র ক্ষেমাশ্ব,) তৎপুত্র ধৃতি। ধৃতির পুত্র বহুলাশ্ব, তৎপুত্র কৃতি। এই কৃতিতেই জনকবংশের অবসান হয়। এই মৈথিল ভূপালগণ। ইঁহাদের মধ্যে প্রায়শই সকল ভূপতিগণ আত্মবিদ্যাশ্রয়ী অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পণ্ডিত।১৩-১৪

পাঠান্তর :—(ক) তস্যাপি শতধ্বজঃ,

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

৬ঃ অধ্যায়ঃ

[চন্দ্রবংশকথনম্, তারাহরণম্, অগ্নিত্রয়োৎপত্তিশ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

সূর্য্যস্য ভগবন্ বংশঃ কথিতো ভবতা মম।
সোমস্য বংশে ত্বখিলান্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থিবান্ ॥১
কীর্ত্ত্যতে স্থিরকীর্ত্তীনাং যেষামদ্যাপি সন্ততিঃ।
প্রসাদসুমুখস্তন্মে ব্রহ্মন্নাখ্যাতুমর্হসি ॥২

পরাশর উবাচ।

শ্রূয়তাং মুনিশার্দ্দূল বংশঃ প্রথিততেজসঃ।
সোমস্যানুক্রমাৎ খ্যাতা যত্রোর্ব্বীপতয়োঽভবন্ ॥৩

অয়ং হি বংশোঽতিবলপরাক্রমদ্যুতিশীলচেষ্টাবদ্ভি-রতিগুণান্বিতৈর্নহুষ-যযাতি-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদিভির্ভূপা-লৈরলঙ্কৃতঃ ॥৪

তমহং কথয়ামি শ্রূয়তাম্—অখিলজগৎস্রষ্টুর্ভগবন্না-রায়ণনাভিসরোজিনীসমুদ্ভবাব্জযোনের্ব্রহ্মণঃ পুত্রো-ঽত্রিঃ, অত্রেঃ সোমঃ, তঞ্চ ভগবানব্জযোনিরশেষৌষধি-দ্বিজ-নক্ষত্রাণামাধিপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥৫

স চ রাজসূয়মকরোৎ। তৎপ্রভাবাদত্যুৎকৃষ্টাধি-পত্যাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চৈনং মদ আবিবেশ ॥৬

মদাবলেপাচ্চাসৌ সকলদেবগুরোর্বৃহস্পতেস্তারাং নাম পত্নীং জহার ॥৭

বহুশশ্চ বৃহস্পতিচোদিতেন ভগবতা ব্রহ্মণা চোদ্যমানঃ সকলৈশ্চ দেবর্ষিভির্যাচ্যমানোঽপি ন মুমোচ। তস্য হি বৃহস্পতিদ্বেষাদুশনাঃ পার্ষ্ণিগ্রা-হোঽভবৎ ॥৮

অঙ্গিরসশ্চ সকাশোপলব্ধবিদ্যো ভগবান্ রুদ্রো বৃহস্পতেঃ সাহায্যমকরোৎ ॥৯

যতশ্চোশনাঃ, ততো হি জম্ভ-কুজম্ভাদ্যাঃ সমস্তা

ষষ্ঠ অধ্যায়

[চন্দ্রবংশ কথন, তারাহরণ ও অগ্নিত্রয়ের উৎপত্তি।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি আমার নিকট সূর্য্যের বংশ কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে আমি চন্দ্রের বংশে সমুৎপন্ন নৃপতিগণের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে ব্রহ্মন্! যে চন্দ্রবংশীয় স্থিরকীর্ত্তি নৃপতিগণের সন্ততি অদ্যাপি জগতে কীর্ত্তিত হয়, আপনি প্রসন্নবদনে সেই নৃপতিগণের বিষয় আমার নিকটে বলুন। পরাশর বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! প্রথিততেজা সোমের বংশে প্রখ্যাত ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশ অনুক্রমে শ্রবণ কর।১-৩

অতিবলপরাক্রমশালী, কান্তিমান্, সৎস্বভাব, দানাদি ক্রিয়ান্বিত ও অতিগুণবান্ নহুষ, যযাতি, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-প্রভৃতি ভূপালগণ এই চন্দ্রবংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই বংশের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি,—শ্রবণ কর। অখিলজগৎস্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণের নাভিসরোজিনী হইতে সমুৎপন্ন পদ্মযোনি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি। অত্রির পুত্র চন্দ্র। ভগবান্ ব্রহ্মা চন্দ্রকে অশেষ নক্ষত্র, ওষধি ও দ্বিজগণের আধিপত্যে অভিষেক করেন। চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, পরে সেই রাজসূয় যজ্ঞপ্রভাবে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধিপত্যের অধিষ্ঠাতৃত্বহেতু তাঁহার অহঙ্কার উপস্থিত হয়। মদদোষপ্রযুক্ত চন্দ্র সকলদেবগুরু বৃহস্পতির তারা নাম্নী পত্নীকে হরণ করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান্ ব্রহ্মা চন্দ্রকে বহুবার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ যাচ্ঞা করিলেও চন্দ্র তারাকে

এব দৈত্যদানবনিকায়া মহান্তমুদ্যমং চক্রুঃ। বৃহস্পতেরপি সকলদেবসৈন্যসহায়ঃ শক্রোঽভবৎ ॥১০

এবঞ্চ তয়োরতীবোগ্রঃ সংগ্রামস্তারকানিমিত্ত-স্তারকাময়ো নামাভবৎ। ততশ্চ সমস্তশস্ত্রাণ্যসুরেষু রুদ্রপুরোগমা দেবা দেবেষু চাশেষদানবা মুমুচুঃ ॥১১

এবঞ্চ দেবাসুরাহবক্ষোভক্ষুব্ধহৃদয়মশেষমেব জগদ্ ব্রহ্মাণং শরণং জগাম ॥১২

ততশ্চ ভগবানপ্যুশনসং শঙ্করমসুরান্ দেবাংশ্চ নিবার্য্য বৃহস্পতেস্তারামদাৎ। তাঞ্চান্তঃপ্রসবা-মবলোক্য বৃহস্পতিরাহ ॥১৩

নৈষ মম ক্ষেত্রে ভবত্যান্যসুতো ধার্য্যস্তদুৎসৃজৈন-মলমতিধার্ষ্ট্যেনেতি। সা চ তেনৈবমুক্তা পতিব্রতা ভর্তৃবচনাৎ তমীষিকাস্তম্বে গর্ভমুৎসসর্জ্জ ॥১৪

স চোৎসৃষ্টমাত্র এবাতিতেজসা দেবানাং তেজাং-স্যাচিক্ষেপ ॥১৫

বৃহস্পতিমিন্দুং চ তস্য কুমারস্যাতিচারুতয়া সাভিলাষৌ দৃষ্ট্বা দেবাঃ সমুৎপন্নসন্দেহাস্তারং পপ্রচ্ছুঃ, সত্যং কথয়াস্মাকমতিসুভগে কস্যায়মাত্মজঃ, সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ? ইত্যুক্তাপি সা তারা হ্রিয়া ন কিঞ্চিদুবাচ ॥১৬

বহুশোঽপ্যভিহিতা যদাসৌ দেবেভ্যো নাচচক্ষে, ততঃ কুমারস্তাং শপ্তুমুদ্যতঃ, প্রাহ চ দুষ্টে অম্ব কস্মান্মম তাতং নাখ্যাসি, অদ্যৈব তেঽলীকলজ্জাবত্যাঃ শাস্তিমহমহং করোমি, যথা নৈবমদ্যাপ্যতিমন্থরবচনা ভবতীতি ॥১৭

অথ ভগবান্ পিতামহস্তং কুমারং সন্নিবার্য্য স্বয়-

পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষ থাকায় শুক্রও তাঁহার সহায় হইলেন। এদিকে অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান্ রুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া জম্ভ কুজম্ভ প্রভৃতি দানবগণ তাঁহার সাহায্যার্থ মহান্ উদ্যোগ করিল। এদিকে সকল দেবসৈন্য সহায় ইন্দ্র বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন।৪-১০

তখন উভয় পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইল, এই সংগ্রাম তারার নিমিত্ত হইল বলিয়া ইহার নাম তারকাময়। অনন্তর রুদ্রপ্রমুখ দেবগণ ও দানবগণ পরস্পর শস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে এই প্রকারে দেবাসুর-যুদ্ধে ক্ষুব্ধ-হৃদয় সমস্ত জগৎ ব্রহ্মার শরণ লইল। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা, শুক্র, শঙ্কর, অসুর ও দেবগণকে নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি তারাকে গর্ভিণী দেখিয়া বলিলেন,—"আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরসজাতপুত্র তোমার ধারণ করা উচিত নহে; তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর।" বৃহস্পতি এই কথা বলিলে পতিব্রতা তারা পতিবাক্যে সেই গর্ভ ঈষিকাস্তম্বে (মুঞ্জ তৃণগুচ্ছে) পরিত্যাগ করিলেন। নিক্ষেপমাত্রে সমুৎপন্ন পুত্র স্বকীয় কান্তি দ্বারা দেবগণেরও তেজকে অভিভূত করিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন সেই কুমারের প্রতি বৃহস্পতি ও চন্দ্র,—এই উভয়কেই সাভিলাষে অবলোকন করিতে দেখিয়া দেবগণ সন্দিহানভাবে তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে অতিসুভগে! তুমি সত্য করিয়া বল, এই সন্তান কাহার? চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির? দেবগণ এই কথা বলিলে, তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলেও যখন তারা দেবগণের নিকট কিছুই বলিলেন না, তখন সেই কুমার তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—"অয়ি দুষ্টস্বভাবে জননি! কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না? অলীকলজ্জাবতী তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহও তোমার ন্যায় এইরূপ মন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না।১১-১৭

অনন্তর ভগবান্ পিতামহ সেই কুমারকে নিবারণ

মপৃচ্ছৎ তারাম্, কথয় বৎসে কস্যায়মাত্মজঃ সোমস্যাথ বৃহস্পতেঃ ? ইত্যুক্তা লজ্জাজড়মাহ সোমস্যেতি ॥১৮

ততঃ স্ফুরদুচ্ছ্বাসিতামলকপোলকান্তির্ভগবানুড়ুপতিস্তমালিঙ্গ্য কুমারং সাধু সাধু বৎস প্রাজ্ঞোঽসীতি বুধ ইতি নাম চক্রে ॥১৯

স চ আখ্যাতমেবৈতৎ — যথেলায়ামাত্মজং পুরূরবসমুৎপাদয়ামাস।

পুরূরবাস্ত্বতিদানশীলোঽতিযজ্বাতিতেজস্বী। যং সত্যবাদিনমতিরূপবন্তং মিত্রাবরুণশাপান্মানুষে লোকে ময়া বস্তব্যম্ ইতি কৃতমতিরুর্ব্বশী দদর্শ ॥২০

দৃষ্টমাত্রে চ যস্মিন্ অপহায় মানমশেষমপাস্য স্বর্গ-সুখাভিলাষং তন্মনা ভূত্বা তমেবোপতস্থে ॥২১

সোঽপি চ তামতিশয়িতসকললোকস্ত্রীকান্তি-সৌকুমার্য্য-লাবণ্যাতিবিলাস-হাসাদিগুণামবলোক্য তদায়ত্তচিত্তবৃত্তির্বভূব ॥২২

উভয়মপি তন্মনস্কমনন্যদৃষ্টি পরিত্যক্তসমস্তান্যপ্রয়োজনমভূৎ ॥২৩

রাজা তু প্রাগল্ভ্যাৎ তমাহ ॥২৪

সুভ্রু ত্বামহমভিকামোঽস্মি প্রসীদানুরাগমুদ্বহ ইত্যুক্তা লজ্জাবখণ্ডিতমুর্ব্বশী প্রাহ ॥২৫

ভবত্বেবং যদি মে সময়পরিপালনং ভবান্ করোতীতি ॥২৬

আখ্যাহি মে সময়মিত্যথ পৃষ্টা পুনরব্রবীৎ ॥২৭

শয়নসমীপে মমোরণকদ্বয়ং পুত্রভূতং নাপনেয়ম্ ॥২৮

ভবাংশ্চ ময়া নগ্নো ন দ্রষ্টব্যঃ, ঘৃতমাত্রঞ্চ মমাহারঃ। ইত্যেবমেবেতি ভূপতিরাহ। তয়া চ সহাবনীপতিরলকায়াং চৈত্ররথাদিবনেষু অমলপদ্মষণ্ডেষু অভিরমণীয়েষু মানসাদিসরঃসু অভিরমমাণ এব ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি অনুদিনপ্রবর্দ্ধমানপ্রমোদোঽনয়ৎ।

করিয়া তারাকে কহিলেন,—"বৎসে! বল এ পুত্র কাহার—চন্দ্রের অথবা বৃহস্পতির?" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তারা লজ্জাজড়িতভাবে বলিলেন,—"চন্দ্রের"। অনন্তর ভগবান্ চন্দ্র সেই কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—হে বৎস! সাধু সাধু, তুমি প্রাজ্ঞ বটে, এই কারণে তোমার নাম বুধ রহিল। আলিঙ্গনকালে চন্দ্রের কপোলকান্তি উচ্ছ্বসিত ও দীপ্যমান হইয়াছিল। সেই বুধ ইলার গর্ভে যে প্রকারে পুরূরবাকে উৎপাদন করেন, ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পুরূরবা অতি দানশীল, বহু যজ্ঞকারী ও তেজস্বী ছিলেন। অনন্তর কোন সময়ে "মিত্রাবরুণের শাপপ্রভাবে আমাকে মনুষ্যলোকে বাস করিতে হইবে" ইহা বিবেচনা করিয়া উর্ব্বশী মনুষ্যলোকে আগমন করত সেই সত্যবাদী অতি রূপবান্ রাজা পুরূরবাকে দর্শন করিলেন।১৮-২০

তাঁহাকে দেখিবামাত্র উর্ব্বশী অশেষ মান ও স্বর্গসুখাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা পুরূরবাও সেই সকল স্ত্রীকান্তি-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য হইতে অতিশয় লাবণ্যাদিযুক্তা, অতিবিলাস হাস্যাদিগুণময়ী উর্ব্বশীকে দেখিয়া তদধীনমনোবৃত্তি অর্থাৎ অত্যন্ত আকৃষ্টচিত্ত হইলেন। তৎকালে রাজা ও উর্ব্বশী উভয়েই পরস্পরাসক্তচিত্ত ও অনন্যদৃষ্টি হইলেন এবং অন্য সকল কাম্য বস্তুকে নিষ্প্রয়োজন বোধ করিলেন। তখন রাজা অসঙ্কোচে বলিলেন,—হে সুভ্রু! আমি তোমার প্রতি অভিলাষী হইয়াছি, তুমি প্রসন্ন হও এবং আমার প্রতি অনুরাগ বহন কর অর্থাৎ আমাতে অনুরক্ত হও। রাজা এই প্রকার বলিলে, উর্ব্বশী লজ্জাশিথিল ভাবে বলিলেন,—আমার প্রতিজ্ঞা যদি আপনি পালন করেন, তাহা হইলে এই প্রকারই হইবে। "তোমার কি প্রতিজ্ঞা" এই কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিলে উর্ব্বশী পুনর্ব্বার বলিলেন,—আমার পুত্রদ্বয়-স্বরূপ এই মেষদ্বয়কে আপনি কখনই আমার শয্যার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারিবেন না; আপনি আমার নিকট

উর্ব্বশী চ তদুপভোগাৎ প্রতিদিনপ্রবর্দ্ধমানানুরাগা অমরলোকবাসেঽপি ন স্পৃহাং চকার। বিনা চোর্ব্বশ্যা সুরলোকোঽপ্সরসাং সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ নাতিরমণীয়োঽভবৎ ॥২৯

ততশ্চোর্ব্বশী পুরূরবসোঃ সময়বিদ্ বিশ্বাবসুর্গন্ধর্ব্ব-সমবেতো নিশি শয়নাভ্যাসাদেকমুরণকং জহার ॥৩০

তস্য চাকাশে নীয়মানস্যোর্ব্বশী শব্দমশৃণোৎ। আহ চ, মমানাথায়াঃ পুত্রঃ কেনাপ্যয়মপহ্রিয়তে, কং শরণমুপযামীত্যাকর্ণ্য রাজা, নগ্নং মাং দেবী দ্রক্ষ্যতীতি ন যযৌ। অথান্যমপ্যুরণকমাদায় গন্ধর্ব্বা যযুঃ। তস্যাপ্যপহ্রিয়মাণস্য শব্দমাকর্ণ্য আকাশে পুনরপি 'অনাথাস্ম্যহমভর্তৃকা কুপুরুষাশ্রয়েতি' আর্ত্তরাবিণী বভূব। রাজাপ্যমর্ষবশাদন্ধকারমেতদিতি খড়্গমাদায় দুষ্ট দুষ্ট হতোঽসীতি ব্যাহরন্নভ্যধাবৎ। তাবচ্চ গন্ধর্ব্বৈরতীবোজ্জ্বলা বিদ্যুজ্জনিতা। তৎ-প্রভয়া চোর্ব্বশী রাজানমপগতাম্বরং দৃষ্ট্বা অপবৃত্ত-সময়া তৎক্ষণাদেবাপক্রান্তা ॥৩১

পরিত্যজ্য তাবুরণকৌ গন্ধর্ব্বাঃ সুরলোকমুপাগতাঃ। রাজাপি তৌ মেষাবাদায় হৃষ্টমনাঃ স্বশয়ন-মায়াতো নোর্ব্বশীং দদর্শ ॥৩২

তাঞ্চাপশ্যন্নপগতাম্বর এবোন্মত্তরূপো বভ্রাম, কুরুক্ষেত্রে চাম্ভোজসরসি অন্যাভিশ্চতসৃভিরপ্সরোভিঃ সমবেতামুর্ব্বশীং দদর্শ। ততশ্চোন্মত্তরূপো রাজা জায়েহ তিষ্ঠ, মনসি ঘোরে বচসি, ইত্যনেকপ্রকারং সূক্তমবোচৎ ॥৩৩

আহ চোর্ব্বশী, মহারাজ অলমনেনাবিবেকচেষ্টিতেন।

উলঙ্গ হইবেন না এবং ঘৃতমাত্রই আমার আহার—এই তিনটাই আমার পণ। তখন রাজা বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। অনন্তর রাজা উর্ব্বশীর সহিত কখন অলকায় চৈত্ররথাদি বনে, কখন বা অতি রমণীয় অমল-পদ্মসমূহ-শোভিত মানসাদি সরোবরে ক্রীড়া করত প্রতিদিনই নানা প্রকার প্রমোদ বৃদ্ধি সহকারে ষষ্টিসহস্র বৎসর যাপন করিলেন। উর্ব্বশীও রাজার সহিত উপভোগ-সুখে প্রতিদিনই অনুরাগ বর্দ্ধিত হওয়ায় অমর-লোকবাসেরও স্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন। তখন উর্ব্বশী ব্যতিরেকে অপ্সরা, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের সুরলোক আর রমণীয় বোধ হইল না।২১-২৯

অনন্তর পণবেত্তা বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়া রাত্রে উর্ব্বশী ও পুরূরবার শয্যার সমীপ হইতে একটি মেষ হরণ করিলেন। আকাশমার্গে অপহ্রিয়মাণ মেষের শব্দ শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী বলিলেন,—আমি অনাথা, কোন ব্যক্তি আমার পুত্রহরণ করিতেছে, আমি কাহার শরণ লইব? এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা নিজের উলঙ্গাবস্থা প্রযুক্ত এই অবস্থা পাছে উর্ব্বশী দেখিতে পান, এই ভয়ে মেষের উদ্ধার করিতে গমন করিলেন না। অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ আর একটি মেষ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন সেই অপহ্রিয়মাণ মেষের শব্দ পুনর্ব্বার শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী আর্ত্তস্বরে বলিলেন,—আমি অনাথা, ভর্তৃহীনা ও কুপুরুষাশ্রয়া, কে আমার সন্তানকে রক্ষা করিবে? তখন রাজা ক্রোধবশে 'এক্ষণে অন্ধকার, আমার উলঙ্গাবস্থা উর্ব্বশী দেখিতে পাইবেন না'—এই ভাবিয়া খড়্গগ্রহণ-পূর্ব্বক, 'অরে দুস্ট দুস্ট! হত হইলি'—এই বলিতে বলিতে ধাবিত হইলেন। সেই সময় গন্ধর্ব্বগণ অতি উজ্জ্বল বিদ্যুৎ স্ফুরণ করিলেন; সেই বিদ্যুৎপ্রভায় উর্বশী রাজাকে বিগতবস্ত্র দেখিতে পাইয়া 'পণভঙ্গ হইয়াছে' এই বোধে প্রস্থান করিলেন।৩০-৩১

তখন গন্ধর্ব্বগণ মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে রাজা সেই মেষদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টমনে নিজশয্যায় আগমন করিলেন, কিন্তু উর্বশীকে দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর উর্বশীর অদর্শনে রাজা বিগতবস্ত্র হইয়া উন্মত্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিবস কুরুক্ষেত্রে অম্ভোজসরোবরে রাজা অন্যান্য চারি জন অপ্সরার সহিত বর্ত্তমানা উর্বশীকে

অন্তর্বত্নী অহম্, অব্দান্তে ভবতাত্রাগন্তব্যম্, কুমারস্তে ভবিষ্যতি, একাঞ্চ নিশামহং ত্বয়া সহ বৎস্যামি, ইত্যুক্তঃ প্রহৃষ্টঃ স্বপুরমাজগাম। তাসাঞ্চাপ্সরসামুর্ব্বশী কথয়ামাস, অয়ং স পুরুষোৎকর্ষো, যেন অহমেতাবন্তং কালমনুরাগাকৃষ্টমনসা সহোষিতা ॥৩৪

ইত্যেবমুক্তাস্তা অপ্সরস ঊচুঃ—সাধু সাধু অস্য রূপম্, অনেন সহাস্মাকমপি সর্ব্বকালমভিরন্তুং স্পৃহা ভবেদিতি ॥৩৫

অব্দে চ পূর্ণে স রাজা তত্রাজগাম, কুমারঞ্চায়ুসমস্মৈ তদোর্ব্বশী দদৌ, একাঞ্চ নিশাং তেন রাজ্ঞা সহোষিত্বা পঞ্চপুত্রোৎপত্তয়ে গর্ভমাপ ॥৩৬

উবাচ চৈনং রাজানম্, অস্মৎপ্রীত্যা মহারাজায় সর্ব্ব এব গন্ধর্ব্বা বরদাঃ সংবৃত্তাঃ, তস্মাদ্ ব্রিয়তাং বর ইতি ॥৩৭

আহ রাজা চ, বিজিত-সকলারাতিরহতেন্দ্রিয়-সামর্থ্যো বন্ধুমানমিতবলকোষঃ, নান্যদস্মাকমুর্ব্বশী-সালোক্যাদ্ অপ্রাপ্যমস্তি, তদহমনয়া সহোর্ব্বশ্যা কালং নেতুমভিলষামি ॥৩৮

ইত্যুক্তে গন্ধর্ব্বা রাজ্ঞেঽগ্নিস্থালীং দদুঃ ॥৩৯

ঊচুশ্চ এনমগ্নিমাম্নায়ানুসারী ভূত্বা, ত্রিধা কৃত্বা, ঊর্ব্বশীসলোকতামনোরথমুদ্দিশ্য সম্যগ্ যজেথাঃ। ততোঽবশ্যমভিলষিতমবাপ্স্যসি ॥৪০

ইত্যুক্তস্তামগ্নিস্থালীমাদায়াজগাম, অন্তরটব্যামচিন্তয়ৎ,—অহো মে অতিমূঢ়তা, যদগ্নিস্থালী ময়ানীতা নোর্ব্বশীতি। অথৈনামটব্যামেবাগ্নিস্থালীং তত্যাজ স্বপুরঞ্চাজগাম ॥৪১

দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইবামাত্র উন্মত্তপ্রায় রাজা উর্বশীকে বলিলেন,—হে নির্দ্দয়ে। জায়ে! এস আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, আমার কথা শুন! এইরূপ বহুবিধ সূক্ত বাক্য বলিলেন। তাহা শ্রবণে উর্বশী বলিলেন,—মহারাজ! অবিবেকের ন্যায় চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই, এক্ষণে আমি গর্ভবতী, এক বৎসর পরে আপনি এখানে আসিবেন, ঐ সময় আপনার একটি পুত্র হইবে এবং একরাত্রি আমি আপনার সহবাস করিব। উর্বশী এইকথা বলিলে পর রাজা হৃষ্ট হইয়া স্বপুরে গমন করিলেন। তখন উর্বশী অপর অপ্সরোগণকে বলিলেন,—ইনিই সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরূরবা। ইঁহার সহিতই অনুরাগাকৃষ্ট-হৃদয়ে এতকাল সহবাস করিয়াছি। এই প্রকার উক্ত হইয়া অপ্সরোগণ বলিলেন,—ইহার রূপ সাধু! সাধু! (অতিশয় সুন্দর) আমাদেরও ইঁহার সহিত সর্বকালে অভিরমণে স্পৃহা হয়।৩২-৩৫

অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হইলে রাজা পুনর্বার সেই স্থানে আগমন করিলেন। তখন উর্বশী তাঁহাকে আয়ু নামক একটি পুত্র প্রদান করিলেন এবং এক নিশা রাজার সহবাস করিয়া পুনর্বার পাঁচটি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভধারণ করিলেন। অনন্তর উর্বশী রাজাকে বলিলেন,—আমার প্রীতিনিবন্ধন সকল গন্ধর্বগণ মহাজারকেও বর প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেই কারণে আপনি তাঁহাদের নিকটে বর প্রার্থনা করুন। রাজা বলিলেন,—আমার শত্রুগণ পরাজিত, এখন ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য অব্যাহত, বর্দ্ধমান ও পরিমিত সৈন্য এবং কোষ পরিপূর্ণই আছে। কেবল উর্বশী সহবাস এক্ষণে আমার অপ্রাপ্য,—এই কারণে আমি উর্বশীর সহিত কালযাপন করিতে ইচ্ছা করি। রাজা এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে গন্ধর্বগণ তাঁহাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন ও বলিলেন,—বেদানুসারী হইয়া উর্বশীসহবাস-কামনা পূর্বক প্রতিদিন তিন ভাগ করত এই অগ্নির যজন করিবেন, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবেন।৩৬-৪০

এইরূপে উক্ত হইয়া রাজা অগ্নিস্থালী গ্রহণ করত স্বপুর অভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন; আগমনকালে পথে বনমধ্যে চিন্তা করিলেন,—'অহো

ব্যতীতার্দ্ধরাত্রৌ বিনিদ্রশ্চাচিন্তয়ৎ,—মমোর্ব্বশী-সালোক্যপ্রাপ্ত্যর্থমগ্নিস্থালী গন্ধর্ব্বৈর্দত্তা, সা চ ময়া অটব্যাং পরিত্যক্তা। তদহং তত্র তদাহরণায় যাস্যামি ইত্যুত্থায় তত্রাপ্যুপগতো নাগ্নিস্থালী-মপশ্যৎ। শমীগর্ভঞ্চাশ্বত্থমগ্নিস্থালীস্থানে দৃষ্ট্বা অচিন্তয়ৎ—ময়াত্র স্থালী নিক্ষিপ্তা, সা চাশ্বত্থঃ শমী-গর্ভোঽভূৎ। তদেতমেবাহমগ্নিরূপমাদায় স্বপুরমভি-গম্য অরণীং কৃত্বা তদুৎপন্নাগ্নেরুপাস্তিং করিষ্যা-মীতি ॥৪২

এবমেব স্বপুরমুপগতোঽরণীং চকার ॥৪৩

তৎপ্রমাণঞ্চাঙ্গুলৈঃ কুর্ব্বন্ গায়ত্রীমপঠৎ।
পঠতশ্চাক্ষরসংখ্যান্যেবাঙ্গুলান্যরণ্যভবৎ ॥৪৪

তত্রাগ্নিং নির্ম্মথ্যাগ্নিত্রয়মাম্নায়ানুসারী ভূত্বা জুহাব, উর্ব্বশীসালোক্যং চেহ ফলমভিসংহিতবান্। তেনৈবাগ্নিবিধিনা বহুবিধান্ যজ্ঞান্ ইষ্ট্বা গন্ধর্ব্ব-লোকান্ প্রাপ্য উর্ব্বশ্যা সহ বিয়োগং নাবাপ ॥৪৫

একোঽগ্নিরাদাবভূৎ, ঐলেন ত্বত্র মন্বন্তরে ত্রেতা প্রবর্ত্তিতা ॥৪৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

আমার কি মূঢ়তা, যেহেতু অগ্নিস্থালী আনয়ন করিলাম, কিন্তু উর্বশীকে আনয়ন করিলাম না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা বনমধ্যে সেই অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ পূর্বক স্বপুরে আগমন করিলেন। অনন্তর অর্দ্ধরাত্র অতীত হইলে বিনিদ্র রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, উর্বশী-সহবাসলাভের নিমিত্ত গন্ধর্বগণ আমাকে অগ্নিস্থালী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সেই অগ্নিস্থলী বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আমি সেই অগ্নিস্থালী আনয়ন করিবার জন্য সেই স্থলে গমন করিব। এইপ্রকার চিন্তাপূর্বক রাজা সেই বনে গমন করিলেন, কিন্তু অগ্নিস্থালী দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর পূর্বে যেখানে অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইখানে শমীগর্ভস্থ একটি অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইয়া চিন্তা করিলেন, 'এইখানেই আমি অগ্নিস্থালী নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই স্থালীই শমীগর্ভস্থ অশ্বত্থরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই জন্য আমি এই অশ্বত্থকে অগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়া নিজপুরে গমন করত তাহাকে অরণী করিয়া তদুৎপন্ন অগ্নির উপাসন করিব।৪১-৪২

এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা সেই অশ্বত্থকে গ্রহণ করত নিজপুরে আগমন করিলেন এবং তাহা দ্বারা অরণী করিলেন। পরে সেই কাষ্ঠকে অঙ্গুলীপ্রমাণ করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিলেন। অনন্তর গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যানুসারে অঙ্গুলী-প্রমাণ অরণি উৎপন্ন হইল। তারপর রাজা সেই অরণী ঘর্ষণ করিয়া অগ্নিত্রয় উৎপাদন করত বেদানুসারে তাহাতে হোম করিতে লাগিলেন এবং ইহলোকে উর্বশীর সহবাসরূপ ফল কামনা করিলেন। অনন্তর সেই অগ্নিবিধি দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞ করিয়া তৎপ্রসাদে গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন আর তাঁহার উর্বশীবিয়োগ হইল না। পূর্বে এক অগ্নিই ছিল, কিন্তু এই মন্বন্তরে ইলাপুত্র পুরূরবা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামে ত্রিবিধ অগ্নি প্রবর্ত্তিত করিলেন।৪৩-৪৬

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[পুরূরবসো জহ্নোশ্চ বংশকথনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

তস্যাপ্যায়ুর্ধীমানমাবসু-বিশ্বাবসু-শতায়ু-শ্রুতায়ুঃ (অযুতায়ুঃ) সংজ্ঞাঃ ষড়ভবন্ পুত্রাঃ ॥১

অমাবসোর্ভীমো নাম পুত্রোঽভবৎ । ভীমস্য কাঞ্চনঃ, কাঞ্চনাৎ সুহোত্রঃ, তস্যাপি জহ্নুঃ । যোঽসৌ যজ্ঞবাধমখিলং গঙ্গাম্ভসা প্লাবিতমালোক্য ক্রোধসংরক্তনয়নো ভগবন্তং যজ্ঞপুরুষমাত্মনি পরমেণ সমাধিনা সমারোপ্যাখিলামেব গঙ্গামপিবৎ ॥২

অথৈনং দেবর্ষয়ঃ প্রসাদয়ামাসুঃ, দুহিতৃত্বে চাস্য গঙ্গামনয়ৎ । জহ্নোশ্চ সুজহ্নুর্নাম পুত্রোঽভবৎ । তস্যাপ্যজকঃ, ততো বলাকাশ্বঃ, তস্মাৎ কুশঃ, কুশস্য কুশাশ্ব-কুশনাভামূর্ত্তরয়ামাবসবশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ ॥৩

তেষাং কুশাশ্বঃ "শক্রতুল্যো মে পুত্রো ভবেদি"তি তপশ্চচার । তঞ্চোগ্রতপসমবলোক্য "মা ভবত্বন্যোঽস্মত্তুল্যবীর্য্য" ইত্যাত্মনৈবাস্যেন্দ্রঃ পুত্রত্বমগচ্ছৎ ॥৪

গাধির্নাম স কৌশিকোঽভবৎ । গাধিশ্চ সত্যবতীং নাম কন্যামজনয়ৎ । তাঞ্চ ভার্গব ঋচীকো বব্রে ॥৫

গাধিরপ্যতিরোষণায় অতিবৃদ্ধায় চ ব্রাহ্মণায় দাতুমনিচ্ছন্নেকতঃ শ্যামকর্ণানামিন্দুবর্চ্চসামনিলরংহসামশ্বানাং সহস্রং কন্যাশুল্কমযাচত ॥৬

তেনাপি ঋষিণা বরুণসকাশাদুপলভ্য অশ্বতীর্থোৎপন্নং তাদৃশাশ্বসহস্রং দত্তম্ ॥৭

ততস্তামৃচীকঃ কন্যামুপযেমে । ঋচীকশ্চ তস্যাশ্চরুমপত্যার্থং চকার । তথা প্রসাদিতশ্চ তন্মাত্রে ক্ষত্রবরপুত্রোৎপত্তয়ে চরুমপরং সাধয়ামাস ॥৮

সপ্তম অধ্যায়

[পুরূরবা ও জহ্নুর বংশকথন ।]

পরাশর বলিলেন,—পুরূরবারও আয়ুঃ, ধীমান্, অমাবসু, বিশ্বাবসু, শতায়ুঃ ও শ্রুতায়ু (অযুতায়ুঃ) নামে ছয়টি পুত্র হয় । অমাবসুরও ভীম নামে পুত্র হইল । ভীমের পুত্র কাঞ্চন, তৎপুত্র সুহোত্র ও তৎপুত্র জহ্নু । এই জহ্নু নিজের সমস্ত যজ্ঞবাটিকে গঙ্গাজলে প্লাবিত দেখিয়া ক্রোধসংরক্তনয়নে পরমসমাধিবলে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে স্বীয় আত্মাতে সমারোপণ পূর্ব্বক সমুদয় গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন । সেই সময় দেবর্ষিগণ ইঁহাকে প্রসন্ন করত গঙ্গাকে ইঁহার দুহিতাস্বরূপে স্বীকার করান । তখন জহ্নু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন । জহ্নুর সুজহ্নু নামে পুত্র হয়, তৎপুত্র অজক, তৎপুত্র বলাকাশ্ব, তৎপুত্র কুশ, কুশের কুশাশ্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরয় ও অমাবসু নামে চারিজন পুত্র হয় ; তাঁহাদের মধ্যে কুশাশ্ব 'আমার ইন্দ্রতুল্য পুত্র জন্মিবে' এই সঙ্কল্প করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন । অনন্তর তিনি উগ্র তপস্যা করিতেছেন দেখিয়া ইন্দ্র 'অপর কেহ মৎসদৃশ পরাক্রমশালী না হউক' এই ভাবিয়া স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন ।১-৪

এই ইন্দ্রই কৌশিক গাধি-নামা হইলেন । গাধির সত্যবতীনাম্নী এক কন্যা হয় । এই সত্যবতীকে ভার্গব ঋচীক প্রার্থনা করিলেন । গাধিও অতি-ক্রুদ্ধস্বভাব অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এক সহস্র শ্যামকর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতকান্তি ও বায়ু-সদৃশ বেগবান্ অশ্ব কন্যার মূল্যস্বরূপে যাচ্ঞা করিলেন । সেই ঋষিও বরুণদেবের নিকট হইতে অশ্বতীর্থোৎপন্ন তাদৃশ অশ্বসহস্র লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন । অনন্তর ঋচীক সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন । তারপর

এষ চরুর্ভবত্যা অয়মপরস্তন্মাত্রা সম্যগুপযোজ্য ইত্যুক্ত্বা বনং জগাম ॥৯

উপযোগকালে চ তাং মাতা সত্যবতীমাহ, সর্ব্ব এবাত্মপুত্রমতিগুণং সমভিলষতি, নাত্মজায়াভ্রাতৃগুণেষ্বতীবাদৃতো ভবতীত্যতোঽর্হসি মম স্বমাত্মীয়ঞ্চরুং দাতুং মদীয়ঞ্চরুমাত্মনোপযোক্তুম্ ॥১০

মৎপুত্রেণ হি সকলভূমণ্ডলপরিপালনং কার্য্যম্॥১১

কিয়দ্‌ব্রাহ্মণস্য বলবীর্য্যসম্পদিত্যুক্তা সা স্বং চরুং মাত্রে দত্তবতী ॥১২

অথ বনাদভ্যাগত্য সত্যবতীমৃষিরপশ্যৎ, আহ চৈনাম্, অতিপাপে কিমিদমকার্য্যং ভবত্যা কৃতম্, অতিরৌদ্রং তে বপুরালক্ষ্যতে, নূনং ত্বয়া ত্বন্মাতৃসৎকৃতশ্চরুরুপযুক্তো ন যুক্তমেতৎ ॥১৩

ময়া হি তত্র চরৌ সকলৈব শৌর্য্য-বীর্য্য-বলসম্পদা-রোপিতা, ত্বদীয়ে চরাবপ্যখিলশান্তি-জ্ঞানতিতিক্ষাদিকা ব্রাহ্মণগুণসম্পৎ। এতচ্চ বিপরীতং কুর্ব্বত্যাস্তবাতিরৌদ্রাস্ত্রধারণ-মারণনিষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াচারঃ পুত্রো ভবিষ্যত্যস্যাশ্চোপশমরুচির্ব্রাহ্মণাচারঃ ॥১৪

ইত্যাকর্ণ্যৈব সা তস্য পাদৌ জগ্রাহ। প্রণিপত্য চ এনমাহ,—ভগবন্ ময়ৈতদজ্ঞানাদনুষ্ঠিতং, প্রসাদং মে কুরু, মৈবংবিধঃ পুত্রো ভবতু, কামমেবংবিধঃ পৌত্রো ভবতু ইত্যুক্তো মুনিরপ্যাহ, এবমস্তু ইতি ॥১৫

কোন সময়ে ঋচীক সত্যবতীর সন্তানকামনায় চরু (যজ্ঞীয় পায়স) করিলেন। তখন সত্যবতী তাঁহাকে প্রসন্ন করত স্বকীয় জননীরও ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপত্তির জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি আর এক চরুপ্রস্তুত করিলেন। চরু প্রস্তুত হইলে মহর্ষি ঋচীক স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে এই চরু তোমার এবং এই অপরটি তোমার মাতার উপযোগী,—এই বলিয়া বনে গমন করিলেন।৫-৯

অনন্তর চরুসেবনকালে সত্যবতীর জননী সত্যবতীকে বলিলেন,—সকলেই নিজের জন্য অতিগুণবান্ পুত্রের অভিলাষ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই নিজপত্নীর ভ্রাতার গুণে তাদৃশ অতিশয় আদর করে না, (এইজন্য বোধ হয়, ঋষি আমার চরু অপেক্ষা তোমার চরুই তাদৃশ উত্তম করিয়াছেন) অতএব তুমি তোমার চরুটী আমাকে দাও ও আমার চরুটী তুমি ভক্ষণ কর।" আরও বলিলেন,—"আমার পুত্রের সকল ভূমণ্ডল পালন করিতে হইবে। আর ব্রাহ্মণের বলবীর্য্য সম্পত্তিতে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে?" জননী এই কথা বলিলে পর সত্যবতী স্বকীয় চরু মাতাকে প্রদান-পূর্ব্বক মাতৃচরু নিজে ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর ঋষি বন হইতে আগমন করিয়া সত্যবতীকে দেখিলেন ও বলিলেন,—হে অতিপাপে! তুমি এ কি অকার্য্য করিয়াছ? তোমার শরীর অতি রৌদ্র দেখাইতেছে; আমি বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি তোমার মাতার চরু ভক্ষণ করিয়াছ। সত্যবতি! তোমার এ কর্ম্ম উচিত হয় নাই; কারণ, তোমার মাতার চরুতে আমি সকল বীর্য্যসম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম এবং তোমার চরুতে অখিল শান্তি-জ্ঞান-মতি-তিতিক্ষা প্রভৃতি ব্রাহ্মণসম্পদের সমাবেশ করিয়াছিলাম; তুমি ইহার বিপরীত করিয়াছ—এই কারণে তোমার পুত্র রৌদ্রাস্ত্রধারণ ও মারণাদিনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচার হইবে, আর তোমার মাতার পুত্র শান্তির অভিলাষী ব্রাহ্মণাচার হইবে।১০-১৪

ঋষি এই কথা বলিলে, সত্যবতী ঋষির পাদদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া বলিলেন,—"ভগবন্! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ এইরূপ করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমার যেন এতাদৃশ পুত্র না হয়, পরন্তু এতাদৃশ পৌত্র হউক। সত্যবতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে ঋষি বলিলেন,—"তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে।" অনন্তর যথাসময়ে সত্যবতী জমদগ্নিকে

অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনৎ। তম্মাতা চ বিশ্বামিত্রং জনয়ামাস। সত্যবতী চ কৌশিকী নাম নদ্যভবৎ। জমদগ্নিরিক্ষ্বাকুবংশোদ্ভবস্য রেণোস্তনয়াং রেণুকামুপযেমে। তস্যাঞ্চাশেষক্ষত্রবংশহন্তারং পরশুরামসংজ্ঞং ভগবতঃ সকললোকগুরোর্নারায়ণস্যাংশং জমদগ্নিরজীজনৎ ॥১৬

বিশ্বামিত্রপুত্রস্তু ভার্গব এব শুনঃশেফো নাম দেবৈর্দত্তঃ, ততশ্চ দেবরাতনামাভবৎ। ততশ্চ তে মধুচ্ছন্দ-জয়-কৃতদেব-দেবাষ্টক-কচ্ছপ-হারীতকাখ্যা বিশ্বামিত্রপুত্রা বভূবুঃ ॥১৭

তেষাঞ্চ বহূনি কৌশিকগোত্রাণি ঋষ্যন্তরেষু বৈবাহ্যানি ভবন্তীতি ॥১৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

প্রসব করিলেন এবং তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। পরে সত্যবতী কৌশিকী নামে নদী হইলেন। জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রেণু নামক রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন এবং সেই রেণুকার গর্ভে অশেষ-ক্ষত্রিয়বংশের উচ্ছেদকারী সকল লোকগুরু নারায়ণের অংশভূত পরশুরাম নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। দেবগণ ভৃগুবংশীয় শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের পুত্ররূপে প্রদান করেন। সেইজন্য তিনি দেবরাত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎপরে বিশ্বামিত্রের অন্যান্য যে সকল পুত্র জন্মিল, তাহাদের নাম মধুচ্ছন্দ, জয়, কৃতদেব, দেবাষ্টক, কচ্ছপ ও হারীতক। সেই সকল অপত্যাদির কৌশিকগোত্র এবং ঋষ্যন্তরবংশে বিবাহযোগ্য বহু পুত্র হয়। ১১-১৮

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[আয়ুর্বংশকথনম্, ধন্বন্তরেরুৎপত্তিঃ, তদ্বংশবর্ণনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

পুরূরবসো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো যস্ত্বায়ুর্নামা স বাহোর্দুহিতরমুপযেমে। তস্যাং স পঞ্চ পুত্রান্ জনয়ামাস। নহুষ-ক্ষত্রবৃদ্ধ-রম্ভ-রজিসংজ্ঞাঃ, তথৈবানেনাঃ পঞ্চমঃ পুত্রোঽভূৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধাৎ সুহোত্রঃ পুত্রোঽভূৎ। কাশ-লেশ-গৃৎসমদাস্তস্য পুত্রাস্ত্রয়োঽভবন্। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতাঽভূৎ ॥১

কাশস্য কাশিরাজঃ, ততো দীর্ঘতমাঃ পুত্রোঽভবৎ। ধন্বন্তরিস্তু দীর্ঘতমসোঽভূৎ। স হি সংসিদ্ধকার্য্যকরণঃ সকলসম্ভূতিষ্বশেষজ্ঞানবিৎ ॥২

অষ্টম অধ্যায়

[আয়ুর বংশ কথন এবং ধন্বন্তরির উৎপত্তি ও তদ্বংশবর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—পুরূরবার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যাঁহার নাম আয়ুঃ, তিনি বাহুর কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার গর্ভে পাঁচটী সন্তান উৎপাদন করিলেন। সেই সন্তানগণের নাম যথা,—নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রম্ভ এবং রজি ও অনেনাঃ নামে তাঁহার পঞ্চম পুত্র হয়। ক্ষত্রবৃদ্ধের সুহোত্রনামক পুত্র হয়। এই সুহোত্রের তিন পুত্র,—কাশ, লেশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকই চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তক। ১

কাশের পুত্র কাশিরাজ, কাশিরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়, দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরি; এই ধন্বন্তরির

ভগবতা নারায়ণেন চ অতীতসম্ভূতাবস্মৈ বরো দত্তঃ ॥৩

কাশিরাজগোত্রেঽবতীর্য্য ত্বমষ্টধা সম্যগায়ুর্ব্বেদং করিষ্যসি। যজ্ঞভাগ্ ভবিষ্যসি ইতি ॥৪

তস্য চ ধন্বন্তরেঃ পুত্রঃ কেতুমান্। কেতুমতো ভীমরথঃ, তস্যাপি দিবোদাসঃ, ততঃ প্রতর্দ্দনঃ। স চ ভদ্রশ্রেণ্যবংশবিনাশাদশেষাঃ শত্রবোঽনেন জিতা ইতি শত্রুজিদভবৎ ॥৫

তেন চ প্রীতিমতাত্মপুত্রো বৎস বৎসেত্যভিহিতঃ, ততো বৎসোঽসাবভবৎ ॥৬

সত্যব্রততয়া ঋতধ্বজসংজ্ঞামবাপ। পুনশ্চ কুবলয়নামানমশ্বং লেভে, কুবলয়াশ্ব ইত্যস্যাং পৃথিব্যাং প্রথিতঃ ॥৭

তস্য চ বৎসস্য পুত্রোঽলর্কো নামাভবৎ। যস্যায়মদ্যাপি শ্লোকো গীয়তে।—

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
অলর্কাদপরো নান্যো বুভুজে মেদিনীং যুবা ॥৮

তথালর্কস্য সন্নতির্নামাত্মজোঽভবৎ। ততঃ সুনীথঃ, তস্য সুকেতুঃ, ততো ধর্ম্মকেতুঃ, ততঃ সত্যকেতুঃ, তস্মাদ্ বিভুঃ, তত্তনয়ঃ সুবিভুঃ, ততশ্চ সুকুমারঃ, তস্যাপি ধৃষ্টকেতুঃ, ততশ্চ বৈনহোত্রঃ (ক), ততশ্চ ভার্গঃ, ভার্গস্য ভার্গভূমিঃ, অতশ্চাতুর্ব্বণ্যপ্রবৃত্তিঃ, ইত্যেতে কাশ্যপা ভূপতয়ঃ কথিতাঃ। রজেস্তু সন্ততিঃ শ্রূয়তামিতি ॥৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে মর্ত্ত্যধর্ম্ম ছিল না এবং ইনি সকল প্রাণিতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ নারায়ণ ইঁহাকে বর প্রদান করেন যে, তুমি কাশিরাজগোত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করিবে * এবং তুমি যজ্ঞভাগী হইবে।২-৪

সেই ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, কেতুমানের পুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র দিবোদাস, তৎপুত্র প্রতর্দ্দন, প্রতর্দ্দন ভদ্রশ্রেণ্যবংশের উচ্ছেদ করিয়া অশেষ শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার 'শত্রুজিৎ' নাম হয়। ইঁহার পিতা দিবোদাস ইঁহাকে অতি প্রীতির সহিত "বৎস! বৎস!" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, সেই কারণে ইঁহার অপর নাম বৎস এবং ইনি অতিশয় সত্যব্রত ছিলেন বলিয়া ইহার আর একটী নাম হয় ঋতধ্বজ। পুনরায় ইনি কুবলয়নামক অশ্ব লাভ করায় পরে কুবলয়াশ্বনামে এই পৃথিবীতে প্রখ্যাত হন। এই বৎসের অলর্কনামা পুত্র হয়। এই অলর্ক সম্বন্ধে অদ্যাবধি একটী শ্লোক গীত হয় যথা,—"পূর্ব্বকালে অলর্ক ব্যতিরেকে অপর কোন ভূপতিই যুবাবস্থায় ষাট্ হাজার ও ষাট্ শত বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভোগ করিতে পারেন নাই। সেই অলর্কের সন্নতিনামক পুত্র হয়। তৎপুত্র সুনীত, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র ধর্ম্মকেতু, তৎপুত্র সত্যকেতু, তৎপুত্র বিভু, তৎপুত্র সুবিভু, তৎপুত্র সুকুমার তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তৎপুত্র বৈনহোত্র, তৎপুত্র ভার্গ, তৎপুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রচার হয়। এই কাশ্যপভূপালগণের বিষয় তোমাকে বলিলাম। এক্ষণে রজির বংশাবলি শ্রবণ কর।৫-৯

* কায়-বাল-গ্রহোঽর্দ্ধ্বা চ শল্যং দংষ্ট্রং জরা বিষম্।
অষ্টাবঙ্গানি তস্যাহুশ্চিকিৎসা যেষু সংস্থিতা ॥
যদ্বা "শল্যং শলাকা ভূতবিদ্যা কায়শুদ্ধিশ্চ অগদং তন্ত্রং রসায়নং বাজীকরণং কুমারতন্ত্রম্" ইত্যষ্টধা।

পাঠান্তর :– (ক)—ততশ্চ বীতিহোত্রঃ

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[রজের্দৈত্যানাঞ্চ যুদ্ধম্, ক্ষত্রবৃদ্ধস্য বংশাবলিকথনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

রজেঃ পঞ্চপুত্রশতান্যতুলবীর্য্যসারাণ্যাসন্। দেবাসুরসংগ্রামারম্ভে পরস্পরবধেপ্সবো দেবাশ্চাসুরাশ্চ ব্রহ্মাণং পপ্রচ্ছুঃ ॥১

ভগবন্ অস্মাকমত্র বিরোধে কতরঃ পক্ষো জেতা ভবিষ্যতীতি। অথাহ ভগবান্ যেষামর্থে রজিরাত্তায়ুধো যোৎস্যতীতি। অথ দৈত্যৈরুপেত্য রজিরাত্মসাহায্যদানায়াভ্যর্থিতঃ প্রাহ,—যোৎস্যেঽহং ভবতামর্থে, যদ্যহমমরজয়াদ্ভবতামিন্দ্রো ভবিষ্যামি। ইত্যাকর্ণ্যৈতৎ তৈরভিহিতো ন বয়মন্যথা বদিষ্যামোঽন্যথা করিষ্যামঃ। অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদস্তদর্থময়মুদ্যম ইত্যুক্ত্বা গতেষ্বসুরেষু দেবৈরপ্যসাববনীপতিরেবমেবোক্তঃ। তেনাপি চ তথৈবোক্তঃ। দেবৈরিন্দ্রস্ত্বং ভবিষ্যসীতি সমন্বীপ্সিতম্ ॥২

রজিনাপি দেববৈন্যসহায়েন অনেকৈর্মহাস্ত্রৈস্তদশেষমসুরবলং নিষূদিতম্। অবজিতারাতিপক্ষশ্চ ইন্দ্রো রজিচরণযুগলমাত্মশিরসা নিপীড্যাহ,—ভয়ত্রাণদানাদস্মৎপিতা ভবান্, অশেষলোকানামুত্তমোত্তমো ভবান্, যস্যাহং পুত্রস্ত্রিলোকেন্দ্রঃ ॥৩

স চাপি রাজা প্রহস্যাহ, এবমেবাস্তু, অনতিক্রমণীয়া হি বৈরিপক্ষাদপ্যনেকবিধচাটুবাক্যগর্ভা প্রণতিঃ, ইত্যুক্ত্বা স্বপুরমাজগাম ॥৪

শতক্রতুরপীন্দ্রত্বং চকার। স্বর্যাতে চ রজৌ

নবম অধ্যায়

[রজি ও দৈত্যগণের যুদ্ধ এবং ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশাবলিকথন।]

পরাশর বলিলেন,—রজির অতুল-পরাক্রমসার পঞ্চশত পুত্র ছিল। কোন কালে দেবাসুর-সংগ্রামে পরস্পর বধেচ্ছু দেব ও অসুরগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন্! আমাদের এই বিরোধে কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে? অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন,—যাঁহাদিগের জন্য রজিরাজা অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন, তাঁহারাই জয়ী হইবেন। তারপর দৈত্যগণ আসিয়া সাহায্যলাভার্থ রজির নিকট প্রার্থনা করাতে, রজি বলিলেন,—"যদি আপনারা সুরগণকে জয় করিয়া আমাকে ইন্দ্রত্বপ্রদান করেন তাহা হইলে আমি আপনাদের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া অসুরগণ বলিল,—"আমরা একপ্রকার বলিয়া অন্যপ্রকার আচরণ করিব না। প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র, তাঁহার জন্যই আমাদের এই উদ্‌যোগ, অতএব আপনার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পারিব না।" এইরূপ বলিয়া দৈত্যগণ প্রস্থান করিলে পর দেবগণ আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রার্থনা করিলে, রাজাও পূর্ব্বে যে প্রকার অসুরগণের নিকট বলিয়াছিলেন, দেবগণের নিকটও তাহাই বলিলেন। তখন দেবগণও স্বীকার করিলেন,—"আপনিই আমাদের ইন্দ্র হইবেন"।১-২

অনন্তর রজি দেবসৈন্যসহায় হইয়া অনেক মহাস্ত্র দ্বারা সেই অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। যখন শত্রুপক্ষ সকল বিনষ্ট হইল, তখন ইন্দ্র রজির পদদ্বয় স্বীয় মস্তক দ্বারা নিপীড়ন (স্পর্শ) করিয়া বলিলেন,—"আপনি ভয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের পিতা*, আপনি এক্ষণে লোকসমূহের মধ্যে

* অন্নদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা তথৈব চ।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥
—ইতি শাস্ত্রবচনাৎ।

নারদর্ষিচোদিতা রাজসুতাঃ শতক্রতুমাত্মপিতৃপুত্র-মাচারাদ্ রাজ্যং যাচিতবন্তঃ ॥৫

অপ্রদানে চাবজিত্যেন্দ্রমতিবলিনঃ স্বয়মিন্দ্রত্বং চক্রুঃ। ততশ্চ বহুতিথে কালে ব্যতীতে বৃহস্পতি-মেকান্তে দৃষ্ট্বাপহৃতত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগঃ শতক্রতুরাহ॥৬

বদরীফলমাত্রমপ্যর্হসি মম আপ্যায়নায় পুরোডাশ-খণ্ডং দাতুমিত্যুক্তো বৃহস্পতিরূচে,—যদ্যেবং পূর্ব্বমেব ত্বয়াহং চোদিতঃ স্যাং, তন্ময়া ত্বদর্থং কিমকর্ত্তব্যমিতি ॥৭

স্বল্পৈরেবাহোভিস্ত্বাং নিজং পদং প্রাপয়িষ্যামি ইত্যভিধায় তেষামনুদিনাভিচারিকং বুদ্ধিমোহায় শক্রস্য চ তেজোবৃদ্ধয়ে জুহাব। তে চাপি তেন বুদ্ধিমোহে-নাভিভূয়মানা ব্রহ্মদ্বিষো ধর্ম্মত্যাগিনো বেদবাদপরাঙ্মুখা বভূবুঃ। ততশ্চ তানপেতধর্ম্মাচারান্ ইন্দ্রো জঘান। পুরোহিতাপ্যায়িততেজাশ্চ ত্রিদিবমাক্রামৎ। এতদিন্দ্রস্য স্বপদচ্যবনারোহণং শ্রুত্বা পুরুষঃ স্বপদভ্রংশং দৌরাত্ম্যং বা ন চাপ্নোতি। রম্ভস্ত্বনপত্যোঽভবৎ। ক্ষত্রবৃদ্ধসুতঃ প্রতিক্ষত্রঃ, তৎপুত্রঃ সঞ্জয়ঃ, ততশ্চ বিজয়ঃ, তস্মাচ্চ যজ্ঞকৃৎ, তস্য হর্ষবর্দ্ধনঃ, হর্ষবর্দ্ধনসুতঃ সহদেবঃ, তস্মাদদীনঃ, তস্য জয়সেনঃ, ততশ্চ সংকৃতিঃ, তৎপুত্রঃ ক্ষত্রধর্ম্মাঃ, ইত্যেতে ক্ষত্রবৃদ্ধস্য। অতো নহুষবংশং বক্ষ্যামি ইতি ॥৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

সর্ব্বোত্তম হইলেন; কারণ, ত্রিলোকেন্দ্র আমি আপনার পুত্র।" তখন রাজা রজিও হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হউক, বৈরিপক্ষেরও অনেকবিধ চাটুবাক্যযুক্ত প্রণতি অতিক্রমকরা উচিত নহে—স্বপক্ষের ত কথাই নাই।" এই বলিয়া রাজা স্বপুরে আগমন করিলেন।৩-৪

ওদিকে শতক্রতুই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা রজি স্বর্গে গমন করিলে পর, রজিপুত্রেরা নারদ-ঋষিপ্রেরণায় স্বকীয় পিতার স্বীকৃত পুত্র ইন্দ্রের নিকট আচারানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে ইন্দ্র রাজ্য প্রদান না করাতে অতি বলশালী রজিপুত্রগণ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া আপনারাই ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে অপহৃত-ত্রৈলোক্যযজ্ঞভাগ ইন্দ্র নির্জ্জনে বৃহস্পতিকে দর্শন করিয়া বলিলেন,—"বদরীফলপ্রমাণ ঘৃত প্রদান করিয়া কি আমার তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবেন?" ইন্দ্র এই কথা বলিলে, বৃহস্পতি বলিলেন,—"যদি তুমি পূর্ব্বেই আমার নিকট প্রার্থনা করিতে, তাহা হইলে তোমার জন্য কোন্ কর্ম্ম আমার অকরণীয় হইত? এক্ষণে অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।" এই বলিয়া বৃহস্পতি রজিপুত্রগণের বুদ্ধিমোহের জন্য প্রতিদিন অভিচারাদিক্রিয়া করিতে লাগিলেন ও ইন্দ্রের তেজো-বৃদ্ধির জন্য হোম করিতে লাগিলেন। অনন্তর রজিপুত্রগণ সেই বুদ্ধিমোহ প্রযুক্ত অভিভূত হইয়া ব্রহ্মদ্বেষী, ধর্ম্মত্যাগী ও বেদবাদ-পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন ইন্দ্র অনায়াসে ধর্ম্মাচারবিহীন সেই রজিপুত্রগণকে হনন করিলেন এবং পুরোহিত বৃহস্পতির অনুগ্রহে বর্দ্ধিততেজা হইয়া স্বর্গ আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ইন্দ্রের এই পদভ্রংশ ও পুনঃপদপ্রাপ্তি শ্রবণ করিলে পুরুষ স্বপদভ্রংশ কিংবা দৌরাত্ম্যপ্রাপ্ত হয় না। রম্ভ পুত্র-কন্যাহীন ছিলেন। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র জয়, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র যজ্ঞকৃৎ, তৎপুত্র হর্ষবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধনের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র অদীন, তৎপুত্র জয়সেন, তৎপুত্র সংকৃতি এবং তৎপুত্র ক্ষত্রধর্ম্মা। ক্ষত্রবৃদ্ধবংশীয় ভূপালগণের বিষয় কথিত হইল। অতঃপর নহুষবংশ বলিব।৫-৮

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[নহুষবংশবর্ণনম্, যযাতেরুপাখ্যানঞ্চ ।]

যতি-যযাতি-সংযাতি-অযাতি-বিযতি-কৃতিসংজ্ঞা নহুষস্য ষট্পুত্রা মহাবলপরাক্রমা বভূবুঃ। যতিস্তু রাজ্যং নৈচ্ছৎ। যযাতিস্তু ভূভৃদভবৎ, উশনসশ্চ দুহিতরং দেবযানীং শর্ম্মিষ্ঠাঞ্চ বার্ষপর্ব্বণীমুপযেমে ॥১

অত্রানুবংশশ্লোকা ভবতি।

যদুঞ্চ তুর্ব্বসুঞ্চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যুঞ্চানুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্ম্মিষ্ঠা বার্ষপর্ব্বণী ॥২

কাব্যশাপাচ্চ অকালেনৈব যযাতির্জরামবাপ ॥৩

প্রসন্নশুক্রবচনাচ্চ জরাং সংক্রাময়িতুং জ্যেষ্ঠং পুত্রং যদুমুবাচ,—ত্বন্মাতামহশাপাদিয়মকালেনৈব জরা মামুপস্থিতা। তামহং তস্যৈবানুগ্রহাদ্ ভবতঃ সঞ্চারয়ামি। একং বর্ষসহস্রং ন তৃপ্তোঽস্মি বিষয়েষু ত্বদ্বয়সা বিষয়ানহং ভোক্তুমিচ্ছামি ॥৪

নাত্র ভবতা প্রত্যাখ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তঃ স নৈচ্ছৎ তাং জরামাদাতুম্। তঞ্চাপি পিতা শশাপ ত্বৎপ্রসূতির্ন রাজ্যার্হা ভবিষ্যতীতি ॥৫

অনন্তরঞ্চ দ্রুহ্যুং তুর্ব্বসুমনুঞ্চ পৃথিবীপতির্জরা-গ্রহণার্থং স্বযৌবনপ্রদানায় চ চোদয়ামাস। তৈষ্বপ্যে-কৈকস্তেন প্রত্যাখ্যাতস্তাংশ্চ শশাপ। অথ শর্ম্মিষ্ঠা-তনয়মশেষকনীয়াংসং পুরুং তথৈবাহ, স চাতিপ্রবণ-মতিঃ প্রণম্য পিতরং সবহুমানো মহান্ প্রসাদোঽয়-মস্মাকমিত্যুদারমভিধায় জরাঃ প্রতিজগ্রাহ। স্বকীয়ঞ্চ যৌবনং পিত্রে দদৌ। সোঽপি চ নবং যৌবনমাসাদ্য ধর্ম্মাবিরোধেন যথাকামং যথাকালোপপন্নং যথোৎসাহং বিষয়ং চচার। সম্যক্ প্রজাপালনমকরোৎ ॥৬

বিশ্বাচ্যা সহোপভোগং ভুক্ত্বা কামানামন্তমবাপ্স্যা-মীত্যনুদিনং তন্মনস্কো বভূব ॥৭

দশম অধ্যায়

[নহুষবংশবর্ণন ও যযাতির উপাখ্যান।]

পরাশর বলিলেন,—যতি, যযাতি, সংযাতি, অযাতি, বিযতি ও কৃতি নামে নহুষের ছয়টি পুত্র হয়। ইঁহারা সকলেই মহাবলশালী ও পরাক্রান্ত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যতি রাজ্য ইচ্ছা করেন নাই; যযাতিই রাজা হইলেন। তিনি শুক্রের দুহিতা দেবযানী ও বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন। এইস্থলে যযাতি পুত্রগণের সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে, যথা,—দেবযানী যদু ও তুর্ব্বসুকে প্রসব করেন এবং বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা দ্রুহ্য, অনু ও পুরুকে প্রসব করেন। যযাতি শুক্রের শাপে অকালেই জরা প্রাপ্ত হন।১-৩

অনন্তর শুক্র প্রসন্ন হইলে তদ্বচনানুসারে যযাতি স্বীয় জরা সংক্রামিত করিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে বলিলেন,-হে পুত্র! তোমার মাতামহ-শাপপ্রভাবে অকালেই আমার জরা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার অনুগ্রহেই আমি সেই জরা তোমাতে এক সহস্র বৎসরের জন্য সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা করি। আমি এখনও বিষয়-ভোগে তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং আমি বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়ে তুমি আমাকে প্রত্যাখান করিও না। রাজা এই কথা বলিলে, যদু জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন যযাতি তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন যে, 'তোমার বংশে কেহই রাজ্যার্হ অর্থাৎ পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিবার উপযুক্ত রাজা হইবে না'।৪-৫

অনন্তর রাজা ক্রমে ক্রমে দ্রুহ্য, তুর্ব্বসু ও অনুর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের যৌবন-গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের জরা তাঁহাদের সংক্রামণ করিতে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু একে একে তাঁহারা সকলেই যযাতিকে প্রত্যাখান করিলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা সর্বকনিষ্ঠ শর্ম্মিষ্ঠাপুত্র পুরুর নিকট গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিষয় কহিলেন। তখন অতি প্রবলমতি পুরু পিতাকে

অনুদিনঞ্চ উপভোগতশ্চ কামানতীব রম্যান্ মেনে ॥৮

ততশ্চৈবমগায়ত।

যযাতিরুবাচ।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৯
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ ॥১০
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষু পাপকম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বা এব সুখা দিশঃ(ক) ॥১১
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সন্ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥১২
জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশা চ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি ॥১৩
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা মমৈতেষ্বেব জায়তে ॥১৪
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নির্ম্মমো ভূত্বা চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥১৫

পরাশর উবাচ

পুরোঃ সকাশাদাদায় জরাং দত্ত্বা চ যৌবনম্।
রাজ্যেঽভিষিচ্য পুরুঞ্চ প্রযযৌ তপসে বনম্ ॥১৬
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং প্রত্যথাদিশৎ।
প্রতীচ্যাঞ্চ তথা দ্রুহ্যুং দক্ষিণাপথতো যদুম্ ॥১৭
উদীচ্যাঞ্চ তথৈবানুং কৃত্বা মণ্ডলিনো নৃপান্।
সর্ব্বপৃথ্বীপতিং পুরুং সোঽভিষিচ্য বনং যযৌ ॥১৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

প্রণামপূর্ব্বক বহুমানের সহিত 'আমার উপর ইহা আপনার মহান্ অনুগ্রহ' এইরূপ উদার বাক্য বলিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিলেন ও পিতাকে স্বকীয় যৌবন প্রদান করিলেন। অনন্তর রাজা যযাতিও নবীন যৌবন প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের অবিরোধে অভিলাষানুরূপ যথাকালে উপপন্ন ও নিয়মিত উৎসাহে বিষয় ভোগ ও সম্যগ্রূপে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। রাজা যযাতি বিশ্বাচী নাম্নী অপ্সরার সহিত নানাপ্রকার উপভোগ করত প্রতিদিনই 'কামসমূহের অন্ত দেখিব' এই প্রকার বিবেচনায় নিতান্ত তন্মনস্ক হইলেন। প্রতিদিনই তিনি এই প্রকারে উপভোগে রত হইয়া বিষয়সকলকে অতি রমণীয় বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা যযাতি একদিন বলিতে লাগিলেন,—বিষয়ভোগের অভিলাষ কখনই উপভোগ দ্বারা শান্ত হয় না, বরঞ্চ ঘৃতাহুতি দ্বারা বর্দ্ধিত অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পৃথিবীতে ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি যত বিষয় আছে, তাহাতে এক ব্যক্তিরও অভিলাষ পূর্ণ হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়া অতি তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।৬-১০

পুরুষ যখন সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি করত সকল ভূতেই পাপময় ভাব (রাগাদি) না করেন, তখন তাঁহার পক্ষে সকল দিক্ই সুখময় হয়। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, যাহা শরীর জীর্ণ হইলেও জীর্ণ হয় না, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলে পরম/ সুখে পরিপূর্ণ হইতে পারেন। জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশসমূহ জীর্ণ হয় এবং দন্ত সকলও জীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার ধনাশা ও জীবনাশা কখনও জীর্ণ হয় না; নিত্য নূতন ভাবেই বাড়িয়া থাকে। এক সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইল, আমার মন বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে আসক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রতিদিন সমস্ত বিষয়ে আমার তৃষ্ণা বাড়িতেছে। এই সকল কারণে আমি তৃষ্ণা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে মন অর্পণ করত দ্বন্দ্বহীন ও নির্ম্মম হইয়া মৃগসমূহের সহিত বনে বিচরণ করিব। পরাশর বলিলেন,—অনন্তর রাজা যযাতি পুরুর নিকট হইতে জরা গ্রহণ করত তাঁহাকে যৌবন অর্পণ পূর্ব্বক রাজ্যে অভিষেক করিয়া তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। রাজা যযাতি দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিমদিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণাপথে যদু এবং উত্তরদিকে অনুকে খণ্ড খণ্ড ভাগে রাজ্য প্রদান করত পুরুকে সর্ব্বপৃথ্বীপতিত্বে অভিষেক করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন।১১-১৮

পাঠান্তর :—(ক)—সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

[চতুর্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭২] [ষষ্ঠ সংখ্যা—ছাদনী যাত্রা (প্রাবরণী যাত্রা)]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

বিষ্ণুপুরাণম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গোঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[যদুবংশস্য সহস্রহস্তার্জ্জুনচরিত্রস্য চ বর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

অতঃপরং যযাতেঃ প্রথমপুত্রস্য যদোর্বংশমহং কথয়ামি। যত্রাশেষলোকনিবাসিমনুষ্য-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-গুহ্যক-কিম্পুরুষাপ্সর-উরগ-বিহগ-দৈত্য-দানব-দেবর্ষি - দ্বিজর্ষি-মুমুক্ষুভির্ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থিভিস্তৎফললাভায় সদাভিষ্টুতাপরিচ্ছেদ্যমাহাত্ম্যোনাংশেন ভগবাননাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার ॥১

অত্র শ্লোকঃ ।

যদোর্ব্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
যত্রাবতীর্ণং বিষ্ণ্বাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিরাকৃতি ॥২

সহস্রজিৎ-ক্রোস্টু-নল-রঘুসংজ্ঞাশ্চত্বারো যদুপুত্রা বভূবুঃ। সহস্রজিৎপুত্রঃ শতজিৎ। তস্য হৈহয়-হেহয়-বেণুহয়াহ্বয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। হৈহয়াদ্ ধর্ম্মনেত্রঃ, ততঃ কুন্তিঃ, কুন্তেঃ সাহঞ্জিঃ, তত্তনয়ো মহিষ্মান্, তস্মাদ্ ভদ্রশ্রেণ্যঃ, ততো দুর্দ্দমঃ, তস্মাদ্ ধনকঃ, ধনকস্য কৃতবীর্য্য-কৃতাগ্নি-কৃতবর্ম্ম-কৃতৌজসশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ। কৃতবীর্য্যাদর্জ্জুনঃ সপ্তদ্বীপপতির্বাহুসহস্রো জজ্ঞে। যোঽসৌ ভগবদংশমত্রিকুলপ্রসূতং দত্তাত্রেয়াখ্যমারাধ্য বাহুসহস্রমধর্ম্মসেবানিবারণং ধর্ম্মেণ পৃথিবীজয়ং ধর্ম্মতশ্চানুপালনমরাতিভ্যোঽপরাজয়মখিলজগৎপ্রখ্যাতপুরুষাচ্চ মৃত্যুম্,—ইত্যেতান্ বরান্ অভিলষিতবান্, লেভে চ। তেনেয়মশেষদ্বীপবতী পৃথ্বী সম্যক্ পরিপালিতা। দশযজ্ঞসহস্রাণ্যসাবযজৎ। তস্য চ শ্লোকোঽদ্যাপি গীয়তে ॥৩

নূনং ন কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞৈর্দানৈস্তপোভির্বা প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥৪

একাদশ অধ্যায়

[যদুবংশ ও সহস্রবাহু অর্জুনের বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—(হে মৈত্রেয়!) অতঃপর আমি তোমাকে যযাতির প্রথম পুত্র যদুর বংশের কথা বলিব। বহুলোক-নিবাসী মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, গুহ্যক, কিম্পুরুষ, অপ্সর, সর্প, বিহগ, দৈত্য, দানব, দেবর্ষি ও দ্বিজর্ষিগণ—কেহবা মোক্ষের প্রত্যাশায়, কেহ বা ধর্ম্ম ও অর্থের প্রত্যাশায় যাঁহাকে সর্ব্বদা স্তব করেন, সেই অনাদিনিধন ভগবান্ বিষ্ণু এই যদুবংশে অপরিমিত মহত্বশালী স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হন।১

'এই যদুবংশ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে, যথা,—"যে যদুবংশে নিরাকার বিষ্ণু-সংজ্ঞক পরব্রহ্ম অবতীর্ণ হন, সেই বংশের বিবরণ শ্রবণ করিলে মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়"।২

যদুর চারিটী পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—সহস্রজিৎ, ক্রোস্টা, নল ও রঘু; সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ, শতজিতের হৈহয়, হেহয় ও বেণুহয় নামে তিন পুত্র হয়। হৈহয়ের পুত্র ধর্ম্মনেত্র, তৎপুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র সাহঞ্জি, তৎপুত্র মহিষ্মান্, তৎপুত্র ভদ্রশ্রেণ্য, তৎপুত্র দুর্দ্দম এবং তৎপুত্র ধনক। ধনকের কৃতবীর্য্য, কৃতাগ্নি, কৃতবর্ম্মা ও কৃতৌজাঃ নামে চারিজন পুত্র হয়। তন্মধ্যে কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুনের সহস্র বাহু ছিল ও তিনি সপ্তদ্বীপপতি হন। এই অর্জ্জুন ভগবানের অংশ অত্রিকুলসমুৎপন্ন দত্তাত্রেয়কে আরাধনা করিয়া "সহস্রবাহু, অধর্ম্মসেবানিবারণ, ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবী-জয় ও ধর্ম্ম দ্বারাই তাহার প্রতিপালন, শত্রুর নিকট অপরাজয় এবং অখিলজগৎপ্রখ্যাত পুরুষের হস্তে মরণ"—এই কয়টী বর প্রার্থনা করেন। দত্তাত্রেয়ও তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত বর কয়টী প্রদান করেন। এই অর্জ্জুন সপ্তদ্বীপবতী

অনষ্টদ্রব্যতা চ তস্য রাজ্যেঽভবৎ ॥৫

এবং পঞ্চাশীতিসহস্রাণ্যব্দানব্যাহতারোগ্যশ্রীবল-পরাক্রমো রাজ্যমকরোৎ। মাহিষ্মত্যাং দিগ্বিজয়াভ্যাগতো নর্ম্মদাজলাবগাহনক্রীড়ানিপানমদাকুলেনাযত্নেনৈব তেনাশেষদেবদৈত্যগন্ধর্ব্বেশজয়োদ্ভূতমদাবলেপোঽপি রাবণঃ পশুরিব বদ্ধা স্বনগরৈকান্তে স্থাপিতঃ ॥৬

যঃ পঞ্চাশীতিবর্ষসহস্রোপলক্ষণকালাবসানে ভগবন্নারায়ণাংশেন পরশুরামেণ উপসংহৃতঃ। তস্য পুত্রশত প্রধানাঃ পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ, শূর-শূরসেন-বৃষণ-মধুধ্বজ-জয়ধ্বজসংজ্ঞাঃ। জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘঃ পুত্রোঽভবৎ। তালজঙ্ঘস্য পুত্রশতমাসীৎ। যেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রঃ, তথান্যো ভরতঃ, ভরতাদ্ বৃষ-সুজাতৌ চ। বৃষস্য পুত্রো মধুরভবৎ। তস্যাপি বৃষ্ণিপ্রমুখং পুত্রশতমাসীৎ। যতো বৃষ্ণিসংজ্ঞামেতদ্ গোত্রমবাপ। মধুসংজ্ঞাহেতুশ্চ মধুরভবৎ। যাদবাশ্চ যদুনামোপলক্ষণাৎ ॥৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বসুমতীকে সম্যক্‌প্রকারে প্রতিপালন করেন ও দশসহস্র যজ্ঞ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী শ্লোক অদ্যাপি গীত হইয়া থাকে; যথা—"বহুতর যজ্ঞ, বহুতর দান, অনন্ত তপস্যা, বিনয় বা ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা অন্য কোন ভূপতিই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না।" তাঁহার রাজ্যে কোন দ্রব্যই নষ্ট হইত না।৩-৫

রাজা অর্জ্জুন এই প্রকারে আরোগ্য, সম্পত্তি, বল ও পরাক্রম সুরক্ষিত রাখিয়া পঞ্চাশীতি (৮৫) সহস্র বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। একদিবস তিনি নর্ম্মদাজলাবগাহনক্রীড়া সময়ে অতিশয়-মদ্যপান-জনিত মত্ততায় আকুল ছিলেন, এমন সময় বহু দেব, দৈত্য ও গন্ধর্ব্বেশ্বরগণের জয়সম্ভূত গর্ব্বে রাবণ তাঁহার মাহিষ্মতী নগরী আক্রমণ করেন; তখন তিনি অনায়াসেই রাবণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া স্বীয় নগরের এক নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দেন।৬

এই অর্জ্জুন পঞ্চাশীতি সহস্র বৎসর অতীত হইলে পর ভগবান্ নারায়ণের অংশ পরশুরাম কর্ত্তৃক নিহত হন। অর্জ্জুনের একশত পুত্র; তন্মধ্যে পাঁচজন পুত্র প্রধান। তাঁহাদের নাম যথা,—শূর, শূরসেন, বৃষণ, মধুধ্বজ ও জয়ধ্বজ। তন্মধ্যে জয়ধ্বজের তালজঙ্ঘ নামে এক পুত্র হয়। এই তালজঙ্ঘের এক শত পুত্র; তাহাদের মধ্যে বীতিহোত্র ও ভরতই জ্যেষ্ঠ। ভরতের পুত্র বৃষ ও সুজাত। বৃষের মধু নামে এক পুত্র হয়। এই মধুরও বৃষ্ণিপ্রমুখ একশত পুত্র হয়; এই কারণেই যদুকুল বৃষ্ণি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এই কুলের মধুসংজ্ঞার কারণ মধুই হন। যদু নামের জন্যই ইঁহারা যাদব নামে বিখ্যাত।৭

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

[যদুপুত্রক্রোষ্টুবংশকথনম্।]

পরাশর উবাচ।

ক্রোষ্টুশ্চ যদুপুত্রস্যাত্মজো বৃজিনীবান্। ততশ্চ স্বাহিঃ, ততো রুষদ্রুঃ, রুষদ্রোশ্চিত্ররথঃ, তত্তনয়ঃ শশবিন্দুশ্চতুর্দ্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্ত্যভবৎ ॥১

তস্য চ শতসহস্রং পত্নীনামভবৎ। দশলক্ষসংখ্যাশ্চ পুত্রাঃ। তেষাঞ্চ পৃথুযশাঃ, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়ঃ, পৃথুদানঃ, পৃথুকীর্ত্তিঃ, পৃথুশ্রবাঃ, ষট্ পুত্রাঃ প্রধানাঃ। পৃথুশ্রবসঃ পুত্রস্তমঃ, তস্মাদুশনাঃ। যো বাজিমেধানাং শতমাজহার। তস্য চ শিতেষুর্নাম পুত্রোঽভূৎ, তস্যাপি রুক্মকবচঃ, ততঃ পরাবৃৎ, পরাবৃতো রুক্মেষু-পৃথুরুক্ম-জ্যামঘ-পালিত-হরিত-সংজ্ঞাঃ পঞ্চাত্মজা বভূবুঃ। অত্রাপ্যাপি জ্যামঘস্য শ্লোকো গীয়তে ॥২

ভার্য্যাবশ্যাস্তু যে কেচিদ্ ভবিষ্যন্ত্যথবা মৃতাঃ।
তেষান্তু জ্যামঘঃ শ্রেষ্ঠঃ শৈব্যাপতিরভূন্নৃপঃ ॥
অপুত্রা তস্য সা পত্নী শৈব্যা নাম তথাপ্যসৌ।
অপত্যকামোঽপি ভয়ান্নান্যাং ভার্য্যামবিন্দত ॥

স ত্বেকদাতিপ্রভূত-গজ-তুরগ-সম্মর্দ্দেনাতিদারুণে মহাহবে যুধ্যমানঃ সকলমেবারাতিচক্রমজয়ৎ। তচ্চারিচক্রমপাস্তপুত্রকলত্রবন্ধুবলকোষং স্বমধিষ্ঠানং পরিত্যজ্য দিশঃ প্রবিদ্রুতম্ ॥৩

তস্মিংশ্চ বিদ্রুতেঽতিত্রাসাল্লোলায়তলোচনযুগলং ত্রাহি তাত ভ্রাতরিত্যাকুলবিলাপবিধুরং রাজকন্যা-রত্নমদ্রাক্ষীৎ ॥৪

তদ্দর্শনাচ্চ তস্যামনুরাগানুগতান্তরাত্মা স ভূপোঽচিন্তয়ৎ ॥৫

দ্বাদশ অধ্যায়

[যদুপুত্র ক্রোষ্টুর বংশকথন।]

পরাশর বলিলেন,—যদুপুত্র ক্রোষ্টার বৃজিনীবান্ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র স্বাহি, তৎপুত্র রুষদ্রু, রুষদ্রুর পুত্র চিত্ররথ, তৎপুত্র শশবিন্দুর নিকট চতুর্দ্দশ* মহারত্ন ছিল এবং ইনি চক্রবর্ত্তী রাজা হন।১

শশবিন্দুর শতসহস্র (একলক্ষ) পত্নী ও দশলক্ষ সংখ্যক পুত্র হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে পৃথুযশা, পৃথুকর্ম্মা, পৃথুজয়, পৃথুদান, পৃথুকীর্ত্তি ও পৃথুশ্রবাঃ নামে ছয়টি পুত্রই শ্রেষ্ঠ। পৃথুশ্রবার পুত্র তমঃ, তৎপুত্র উশনাঃ। এই উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; ইঁহার শিতেষু নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র রুক্মকবচ, তৎপুত্র পরাবৃৎ। পরাবৃতের পাঁচটী পুত্র হয়; তাঁহাদিগের নাম—রুক্মেষু, পৃথুরুক্ম, জ্যামঘ, পালিত ও হরিত। ইহাদের মধ্যে জ্যামঘ সম্বন্ধে শ্লোক গীত হইয়া থাকে, যথা—"জগতে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া যাহারা মৃত হইয়াছে বা উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগের মধ্যে শৈব্যাপতি রাজা জ্যামঘই শ্রেষ্ঠ।" তাঁহার পত্নী শৈব্যা অপুত্রা হন, অপত্যকাম হইলেও রাজা তাঁহার ভয়ে অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সেই রাজা জ্যামঘ একদিবস বহুসংখ্যক অশ্ব গজ প্রভৃতির সম্মর্দ্দন-জনিত অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে

* চতুর্দ্দশ মহারত্ন দ্বিবিধ,—প্রাণী ও অপ্রাণী। স্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, রথী, পদাতি, অশ্বারোহী এবং গজারোহী—এই সাতটি মহারত্ন প্রাণী। আর চক্র, রথ, মণি, খড়্গ, চর্ম (ঢাল), ধ্বজা ও নিধি—এই সাতটি মহারত্ন অপ্রাণী।

চক্রং রথো-মণিঃ খড়্গাশ্চর্ম রত্নঞ্চ পঞ্চমম্।
কেতুর্নিধিশ্চ সপ্তৈব প্রাণহীনানি চক্ষতে ॥
ভার্য্যা পুরোহিতশ্চৈব সেনানী রথকৃচ্চ যঃ।
পত্ত্যশ্বকলভাশ্চেতি প্রাণিনঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ)
চতুর্দ্দশেতি রত্নানি সর্ব্বেষাং চক্রবর্ত্তিনাম্ ॥

সাধ্বিদং মমাপত্যবিরহিতস্য বন্ধ্যাভর্তুঃ সাম্প্রতং বিধিনাপত্যকারণং কন্যারত্নমুপপাদিতম্, তদেতৎ সমুদ্বহামি। অথ চৈনাং স্যন্দনমারোপ্য স্বমধিষ্ঠানং নয়ামি ॥৬

তথৈব দেব্যাহমনুজ্ঞাতঃ সমুদ্বক্ষ্যামীতি। অথৈনাং রথমারোপ্য স্বনগরমাগচ্ছৎ ॥৭

বিজয়িনঞ্চ রাজানমশেষপৌরভৃত্যপরিজনামাত্য-সমবেতা শৈব্যা দ্রষ্টুমধিষ্ঠানদ্বারমাগতা ॥৮

সা চ অবলোক্য রাজ্ঞঃ সব্যপার্শ্ববর্ত্তিনীং কন্যামীষদুদ্ভূতামর্ষস্ফুরদধরপল্লবা রাজানমবোচৎ,—অতিচপলচিত্তাত্র স্যন্দনে কেয়মারোপিতা ইতি। অসাবপ্যনালোচিতোত্তরবচনোঽতিভয়াৎ তামাহ, স্নুষা মমেয়মিতি ॥৯

অথৈনং শৈব্যোবাচ।

নাহং প্রসূতা পুত্রেণ নান্যা পত্ন্যভবৎ তব।
স্নুষাসম্বন্ধবাচ্যেয়া কতমেন সুতেন তে ॥১০

পরাশর উবাচ।

ইত্যাত্মের্ষ্যাকোপ-কলুষিত - বচনমুষিতবিবেকতয়া দুরুক্তপরিহারার্থমিদমবনীপতিরাহ ॥১১

যস্তে জনিষ্যত্যাত্মজঃ, তস্যেয়মনাগতমেব ভার্য্যা নিরূপিতা,—ইত্যাকর্ণ্যোদ্ভূতমৃদুহাসা তথেত্যাহ, প্রবিবেশ চ রাজ্ঞা সহাধিষ্ঠানমিতি ॥১২

অনন্তরঞ্চাতিশুদ্ধলগ্নহোরাংশকাবয়বোক্ত কৃতপুত্রজন্মালাপগুণাদ্ বয়সঃ পরিণামমুপগতাপি শৈব্যা স্বল্পৈরেবাহোভির্গর্ভমবাপ ॥১৩

কালেন চ পুত্রমজীজনৎ। তস্য চ বিদর্ভ ইতি পিতা নাম চক্রে। স চ তাং স্নুষামুপযেমে ॥১৪

করিতে সকল শত্রু-সৈন্যই পরাজয় করিলেন। অনন্তর পরাজিত শত্রুসমূহ পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও কোষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় নগর ছাড়িয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল।২-৩

শত্রুসমূহ পলায়ন করিলে রাজা "হে তাত! হে ভ্রাতঃ! আমাকে রক্ষা কর" এইরূপে বিলাপরত এক রাজকন্যারত্ন দেখিতে পাইলেন। অতিশয় ভয়বশতঃ ঐ কন্যার আয়ত নয়নদ্বয় চঞ্চল হওয়াতে তাহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ কন্যার দর্শনে তাহার প্রতি অনুরাগাকৃষ্টচিত্ত রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি অপত্যহীন ও বন্ধ্যাভর্তা, সম্প্রতি বিধাতা আমায় অপত্যলাভের জন্যই এই কন্যারত্ন প্রদান করিলেন; আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিব। অতএব ইহাকে এক্ষণে নিজ নগরে লইয়া যাই। তারপর সেইখানে দেবী শৈব্যার অনুজ্ঞায় ইহাকে বিবাহ করা যাইবে।" এই প্রকার চিন্তা করিয়া রাজা সেই কন্যাকে রথে আরোহণ করাইয়া নিজ নগরে গমন করিলেন। দেবী শৈব্যা অনেক পরিজন, পৌর, ভৃত্য ও অমাত্যগণের সহিত বিজয়ী রাজাকে দেখিবার জন্য নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।৪-৮

পরে তিনি রাজার বামপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যাকে অবলোকনকরত তৎকালসমুৎপন্ন কোপে অধরপল্লব ঈষৎস্ফুরিত করিয়া রাজাকে বলিলেন,—"হে অতিচপলচিত্ত! এই রথে কাহাকে আরোহণ করাইয়াছ?" তখন রাজা অতিশয় ভয়ে আলোচনা না করিয়াই প্রত্যুত্তর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন,—"এ কন্যাটী আমার পুত্রবধূ।" অনন্তর শৈব্যা রাজাকে বলিলেন,—"আমার ত পুত্র হয় নাই, তোমার অন্য পত্নীও নাই; তবে তোমার কি প্রকার পুত্রের সম্বন্ধে ইহাকে পুত্রবধূ বলিতেছ?" পরাশর বলিলেন,—এই প্রকার নিজের প্রতি শৈব্যার কোপ-কলুষিত বাক্যে বিবেক-নাশ-হওয়ায় কথিত ঐ অসম্বন্ধবাক্য পরিহারার্থে রাজা বলিলেন,—"তোমার যে পুত্র জন্মিবে, ভবিষ্যৎকালে ইনি তাঁহারই ভার্য্যারূপে নিরূপিতা হইয়াছেন।" এই কথা শ্রবণে শৈব্যা ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হইবে।" অনন্তর রাজার সহিত শৈব্যা

তস্যাঞ্চাসৌ ক্রথ-কৌশিকসংজ্ঞৌ পুত্রাবজনয়ৎ। পুনশ্চ তৃতীয়ং রোমপাদসংজ্ঞং কুমারমজীজনৎ। রোমপাদাদ্ বভ্রুঃ, বভ্রোঃ পুত্রো ধৃতিঃ। কৌশিকস্যাপি চেদিঃ পুত্রোঽভূৎ, যস্য সন্ততৌ চৈদ্যা ভূপালাঃ। ক্রথস্য স্নুষাপুত্রস্য পুত্রঃ কুন্তিরভবৎ ॥১৫

কুন্তের্বৃষ্ণিঃ, বৃষ্ণের্নির্বৃতিঃ, নির্বৃতের্দশার্হঃ, ততশ্চ ব্যোমা, তস্মাদপি জীমূতঃ, তস্যাপি বংশকৃতিঃ, ততো ভীমরথঃ, তস্মাদ্ নবরথঃ, ততশ্চ দশরথঃ, তস্য শকুনিঃ, তত্তনয়ঃ করম্ভিঃ, করম্ভের্দেবরাতোঽভবৎ। তস্মাদ্ দেবক্ষত্রঃ, তস্য মধুঃ, মধোরনবরথঃ, অনবরথাৎ কুরুবৎসঃ, ততশ্চানুরথঃ, ততঃ পুরুহোত্রো জজ্ঞে। ততশ্চ অংশঃ, ততশ্চ সত্বতঃ, সত্বতাদেতে সাত্বতাঃ ॥১৬

ইত্যেতাং জ্যামঘসন্ততিং সম্যক্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় রাজা ও শৈব্যার পুত্র-জন্মবিষয়ক এই যে আলাপ, তাহা বিশুদ্ধ লগ্নহোরাংশক অবয়বাদিতে* নিষ্পন্ন হয়, এই কারণে শৈব্যা সন্তানপ্রসবোচিত বয়ঃক্রম অতিক্রম করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হইলেন।৯-১৩

কালক্রমে শৈব্যা পুত্র প্রসব করিলেন। পিতা জ্যামঘ পুত্রের বিদর্ভ এই নাম রাখিলেন। অনন্তর যথাকালে এই বিদর্ভ সেই পূর্ব্বোক্ত রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন। বিদর্ভ সেই রাজকন্যার গর্ভে ক্রথ ও কৌশিক নামক দুই পুত্রোৎপাদন করিলেন। পরে পুনর্ব্বার রোমপাদ নামক আর এক পুত্রোৎপাদন করেন। রোমপাদের পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র ধৃতি। কৌশিকেরও চেদি নামে পুত্র হইল। এই চেদির সন্ততিতে চৈদ্য ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। জ্যামঘের পুত্র-বধূর পুত্র ক্রথেরও কুন্তি নামে পুত্র হইল। কুন্তির পুত্র বৃষ্ণি, বৃষ্ণির পুত্র নির্ব্বৃতি, নির্ব্বৃতির পুত্র দশার্হ, তৎপুত্র ব্যোমা, তৎপুত্র জীমূত, তৎপুত্র বংশকৃতি, তৎপুত্র ভীমরথ, তৎপুত্র নবরথ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র শকুনি, তৎপুত্র করম্ভি এবং করম্ভির দেবরাত নামে পুত্র হয়। দেবরাতের পুত্র দেবক্ষত্র ও তৎপুত্র মধু। মধুর পুত্র অনবরথ, অনবরথের পুত্র কুরুবৎস, তৎপুত্র অনুরথ হইতে পুরুহোত্রের জন্ম হয়। পুরুহোত্রের পুত্র অংশ, তৎপুত্র সত্বত, এই সত্বত হইতে সাত্বত বংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই জ্যামঘ-বংশাবলি যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন।১৪-১৭

* জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত প্রশস্ত সময়বিশেষই ইহার তাৎপর্য্য।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[সত্বতপুত্রাণাং বর্ণনম্, স্যমন্তকমণিবৃত্তান্তকথনঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

ভজিন-ভজমান-দিব্যান্ধক-দেবাবৃধ-মহাভোজ-বৃষ্ণি-সংজ্ঞাঃ সত্বতস্য পুত্রা বভূবুঃ ॥১

ভজমানস্য নিমি-বৃকণ-বৃষ্ণয়ঃ, তথান্যে তদ্‌বৈমাত্রাঃ—শতাজিৎ-সহস্রাজিদ্-অযুতাজিৎসংজ্ঞাঃ ॥২

দেবাবৃধস্যাপি বভ্রুঃ পুত্রোঽভূৎ । তস্য চ অয়ং শ্লোকো গীয়তে ॥৩

যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথান্তিকাৎ ।
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দৈবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ ॥৪
পুরুষাঃ ষট্ চ ষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ ।
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি ॥৫

মহাভোজস্ত্বতিধর্ম্মাত্মা । তস্যান্বয়ে ভোজ মার্ত্তিকাবতা বভূবুঃ ॥৬

বৃষ্ণেঃ সুমিত্রো যুধাজিচ্চ পুত্রোঽভবৎ । ততশ্চানমিত্র-শিনী তথা ॥৭

অনমিত্রান্নিঘ্নঃ, নিঘ্নস্য প্রসেন-সত্রাজিতৌ । তস্য চ সত্রাজিতস্য ভগবানাদিত্যঃ সখাভবৎ ॥৮

একদা ত্বম্ভোধেস্তীরসংশ্রয়ঃ সূর্য্যং সত্রাজিতস্তুষ্টাব । তন্মনস্কতয়া চ ভাস্বানভিষ্টূয়মানোঽগ্রতস্তস্য তস্থৌ, অস্পষ্টমূর্ত্তিধরং চৈনমালোক্য সত্রাজিতঃ সূর্য্যমাহ, যথৈব ব্যোম্নি ত্বাং বহ্নিপিণ্ডোপমমহমপশ্যং তথৈবাদ্যাগ্রতো গতমপ্যত্র ন কিঞ্চিদ্ভগবতা প্রসাদীকৃতং বিশেষমুপলক্ষয়ামি ॥৯

ইত্যেবমুক্তে (ভগবতা) সূর্য্যেণ নিজকণ্ঠাদুন্মুচ্য স্যমন্তকনামা মণিরবতার্য্য একান্তে ন্যস্তঃ, ততস্তমাতাম্রোজ্জ্বলহ্রস্ববপুষম্ ঈষদাপিঙ্গলনয়নমাদিত্য-

---

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[সত্বতের পুত্রগণের বর্ণনা এবং স্যমন্তকমণির বৃত্তান্তকথন ।]

পরাশর বলিলেন,—সত্বতের যে কয় জন পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম যথা—ভজিন, ভজমান, দিব্য, অন্ধক, দেবাবৃধ, মহাভোজ ও বৃষ্ণি। ভজমানের পুত্র নিমি, বৃকণ ও বৃষ্ণি এই তিনজনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ। দেবাবৃধের বভ্রু নামক একপুত্র হয়। সেই বভ্রু সম্বন্ধে এই শ্লোক গীত হয়; যথা—"আমরা দূর হইতে যেমন শুনিয়া থাকি, ইঁহার নিকটে আসিয়াও তাদৃশই দেখিতে পাই। বভ্রু মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ এবং দেবাবৃধও দেবগণের তুল্য। এই বভ্রু ও দেবাবৃধের প্রবর্ত্তিত পথে গমন করিয়া ছয় হাজার চুয়াত্তর জন (কেহ বলেন—ক্রমান্বয়ে ছয়জন, ষাটজন ও ছয় এবং আট সহস্র জন) অমরপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" মহাভোজ অতি ধর্ম্মাত্মা ছিলেন; তাঁহার বংশে ভোজ ও মার্ত্তিকাবত ভূপালগণ জন্মগ্রহণ করেন। বৃষ্ণির সুমিত্র ও যুধাজিৎ নামে দুই পুত্র হয়। সুমিত্রের পুত্র অনমিত্র ও শিনি। অনমিত্রের পুত্র নিঘ্ন, নিঘ্নের পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিত। ভগবান্ আদিত্য সত্রাজিতের সখা হন। সত্রাজিত একদিবস সমুদ্রের তীরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যের স্তব করিতে লাগিলেন। সত্রাজিত তন্ময় হইয়া স্তব করিতে থাকিলে দিবাকর তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যকে অস্পষ্ট-মূর্ত্তিধর অবলোকন করিয়া সত্রাজিত বলিলেন,—"আপনাকে আকাশে যেমন তপ্ত-বহ্নিপিণ্ডের ন্যায় দেখিয়াছি, আপনি আমার সম্মুখে আসিয়াছেন, কিন্তু আপনার প্রসাদে কৈ তাহা হইতে কিছুই ত বিশেষ দেখিতে পাইতেছি না।" সত্রাজিত এইরূপ বলিলে পর (ভগবান্) সূর্য্য নিজ কণ্ঠদেশ হইতে স্যমন্তক নামক মণি খুলিয়া একস্থানে রাখিয়া

মদ্রাক্ষীৎ। কৃতপ্রণিপাতস্তবাদিকঞ্চ সত্রাজিতমাহ ভগবান্, বরমস্মত্তোঽভিমতং বৃণীষ্বেতি, স চ তদেব মণিরত্নমযাচত। স চাপি তস্মৈ তং দত্ত্বা বিয়তি স্বং ধিষ্ণ্যমারুরোহ ॥১০

সত্রাজিতোঽপ্যমল-মণিরত্নসনাথকণ্ঠতয়া সূর্য্য ইব তেজোভিরশেষদিগন্তরাণ্যুদ্ভাসয়ন্ দ্বারকাং বিবেশ ॥১১

দ্বারকাবাসিজনপদস্তু তমায়ান্তমবেক্ষ্য ভগবন্তমনাদি-পুরুষং পুরুষোত্তমমবনিভারাবতারণায়াংশেন মানুষ-রূপধারিণং প্রণিপত্যাহ, ভগবন্! ভগবন্তময়ং নূনং দ্রষ্টুমায়াত্যাদিত্যঃ। ইত্যাকর্ণ্য প্রহস্য চ তানাহ ভগবান্, নায়মাদিত্যঃ, সত্রাজিতোঽময়াদিত্যদত্তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিং বিভ্রদত্রোপায়াতি। তদেনং বিশ্রব্ধাঃ পশ্যত, ইত্যুক্তাস্তে যযুঃ ॥১২

স চ তং স্যমন্তকাখ্যং মহামণিমাত্মনিবেশনে চক্রে ॥১৩

প্রতিদিনঞ্চ তন্মণিরত্নপ্রবরমষ্টৌ কনকভারান্ স্রবতি ॥১৪

তৎপ্রভাবাচ্চ সকলস্যৈব রাষ্ট্রস্যোপসর্গা অনাবৃষ্টি-ব্যালাগ্নিচৌরদুর্ভিক্ষাদিভয়ং ন ভবতি ॥১৫

অচ্যুতোঽপি তদ্রত্নমুগ্রসেনস্য ভূপতের্যোগ্যমেত-দিতি লিপ্সাঞ্চক্রে, গোত্রভেদভয়াচ্চ শক্তোঽপি ন জহার ॥১৬

সত্রাজিতোঽপ্যচ্যুতো মামেতদ্ যাচিষ্যতীত্যবগত-রত্নলোভঃ স্বভ্রাত্রে প্রসেনায় তদ্রত্নং দত্তবান্ ॥১৭

তচ্চ শুচিনা ধ্রিয়মাণমশেষসুবর্ণস্রাবাদিকং গুণমুৎপাদয়তি, অন্যথা য এব ধারয়তি, তমেব হন্তীতি। অসাবপি প্রসেনঃ স্যমন্তকেন কণ্ঠাসক্তেনাশ্বমারুহ্যা-

---

দিলেন। অনন্তর সত্রাজিত সূর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার নয়ন ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ, তাঁহার বপুঃ ঈষৎ তাম্রবর্ণ, উজ্জ্বল, অথচ হ্রস্ব। অনন্তর সত্রাজিত পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক স্তবাদি করিলে ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি তোমার অভিমত বর আমার নিকটে প্রার্থনা কর। তখন সত্রাজিত সূর্য্যের নিকট সেই স্যমন্তক মণিটী প্রার্থনা করিলেন। সূর্য্যও সত্রাজিতকে ঐ মণিরত্ন প্রদান করিয়া অন্তরিক্ষে নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন।১-১০

অনন্তর সত্রাজিত কণ্ঠদেশে সেই নির্ম্মল মণিরত্ন ধারণ করত সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান হইয়া অশেষ তেজঃসমূহ দ্বারা দিগন্তর সকল উদ্ভাসিত করিতে করিতে দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। দ্বারকায় সত্রাজিতকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দ্বারকাবাসী জনগণ অবনী-ভারাবতারণার্থ স্বীয় অংশে অবতীর্ণ, মানুষরূপী অনাদিপুরুষ পুরুষোত্তমকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিল,—"ভগবন্! নিশ্চয়ই ভগবান্ সূর্য্য ভগবৎস্বরূপ আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন,—"এই ব্যক্তি আদিত্য নহেন; ইনি সত্রাজিত, আদিত্য-প্রদত্ত স্যমন্তকাখ্য মণিধারণ করিয়া এখানে আসিতেছেন। তোমরা বিশ্বস্ত হইয়া ইঁহাকে দর্শন কর।" ভগবান্ এই কথা বলিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিল।১১-১২

অনন্তর সত্রাজিত সেই মণি আপনার গৃহে রাখিয়া দিলেন। প্রতিদিন সেই সর্ব্বোত্তম মণিরত্ন আট ভার করিয়া সুবর্ণ প্রসব করিতে লাগিল এবং সেই মণির প্রভাবে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রেরই রোগ, অনাবৃষ্টি, হিংস্র জন্তু, অগ্নি ও চৌরাদি হইতে ভয় দূর হইল। ভগবান্ অচ্যুতও 'রাজা উগ্রসেনেরই এবংবিধ রত্ন ধারণ করা উচিত' এই বিবেচনায় সেই রত্নের প্রতি সস্পৃহ হইলেন; কিন্তু সামর্থ থাকিলেও গোত্রভেদভয়ে তাহা হরণ করিলেন না। সত্রাজিতও কৃষ্ণের সেই রত্নে লোভ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, "পাছে হরি আমার নিকট এই রত্ন যাচ্ঞা করেন,—এই ভয়ে স্বকীয় ভ্রাতা প্রসেনকে ঐ রত্ন প্রদান করিলেন। এই রত্নের ইহাই গুণ ছিল যে, ইহা শুদ্ধাবস্থায় ধৃত হইলে অশেষ সুবর্ণাদি প্রসব

টব্যাং মৃগয়ামগচ্ছৎ। তত্র চ সিংহাদ্ বধমবাপ। সাশ্বঞ্চ তং নিহত্য সিংহোঽপ্যমলমণিরত্নমস্যাগ্রেণাদায় গন্তুমুদ্যতঃ ঋক্ষাধিপতিনা জাম্ববতা দৃষ্টো ঘাতিতশ্চ। জাম্ববানপ্যমলং তন্মণিরত্নমাদায় স্ববিলং প্রবিবেশ, সুকুমারকসংজ্ঞায় চ বালকায় ক্রীড়নমকরোৎ ॥১৮

অনাগচ্ছতি চ তস্মিন্ প্রসেনে কৃষ্ণো মণিরত্নমভিলষিতবান্, ন চ প্রাপ্তবান্. নূনমেতদস্য কর্ম্ম, নান্যেন প্রসেনো হন্যত ইত্যখিল এব যদুলোকঃ পরস্পরং কর্ণাকর্ণ্যকথয়ৎ ॥১৯

বিদিতলোকাপবাদবৃত্তান্তশ্চ ভগবান্ যদুসৈন্যপরিবারঃ প্রসেনাশ্বপদবীমনুসসার, দদর্শ চাশ্বসমেতং প্রসেনং নিহতং সিংহেন। অখিলজনপদমধ্যে সিংহপদদর্শনকৃতপরিশুদ্ধিঃ সিংহপদমনুসসার ॥২০

ঋক্ষবিনিহতঞ্চ সিংহমপ্যল্পে ভূমিভাগে দৃষ্ট্বা ততশ্চ তদ্রত্নগৌরবাদৃক্ষস্যাপি পদান্যনুযযৌ। গিরিতটে চ সকলমেব যদুসৈন্যমবস্থাপ্য তৎপদানুসারী ঋক্ষবিলং প্রবিবেশ। অর্দ্ধপ্রবিষ্টশ্চ ধাত্র্যাঃ সুকুমারমুল্লাপয়ন্ত্যা বাণীং শুশ্রাব ॥২১

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক! মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥২২

ইত্যাকর্ণ্য লব্ধস্যমন্তকোদন্তোঽন্তঃপ্রবিষ্টঃ কুমারক্রীড়নকীকৃতঞ্চ ধাত্রীহস্তে তেজোভির্জ্জাজ্বল্যমানং স্যমন্তকং দদর্শ ॥২৩

তঞ্চ স্যমন্তকাভিলাষচক্ষুষমপূর্ব্বং পুরুষমাগতমবেক্ষ্য ধাত্রী ত্রাহি ত্রাহীতি ব্যাজহার ॥২৪

তদার্ত্তনাদশ্রবণানন্তরঞ্চামর্ষপূর্ণহৃদয়ঃ স জাম্ববান্ আজগাম, তয়োশ্চ পরস্পরং যুধ্যতোর্দ্বয়োর্যুদ্ধ-

করিত; কিন্তু অশুচি অবস্থায় ইহাকে ধারণ করিলে. ইহা ধারণকর্ত্তার প্রাণ বধ করিত। এই প্রসেন একদিন স্যমন্তক মণি কণ্ঠে ধারণ করিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার জন্য বনে গমন করিলেন। সেই স্থলে এক সিংহ তাঁহাকে বধ করিল। অশ্বের সহিত প্রসেনকে বধ করিয়া সিংহ সেই অমল মণিরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় ভল্লুকাধিপতি জাম্ববান্ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বিনাশ করিলেন। অনন্তর জাম্ববান্ সেই অমল রত্ন গ্রহণপূর্ব্বক নিজগর্ত্তে প্রবেশ করিয়া মণিটী নিজের সুকুমার নামক বালককে ক্রীড়ার্থে প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই প্রসেন আগমন করিতেছেন না দেখিয়া, যদুকুলে সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিলেন যে, "কৃষ্ণ এই মণির প্রতি অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু ঐ মণি তিনি পান নাই, নিশ্চয়ই ইহা কৃষ্ণের কর্ম্ম; প্রসেনকে আর কেহই বধ করে নাই।" অনন্তর ভগবান্ তাদৃশ লোকাপবাদবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া যদুসৈন্যের সহিত প্রসেনের অশ্বপদবী অনুসরণ করত দেখিলেন, অশ্বসমেত প্রসেন সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তখন সিংহপদ দেখিয়া অখিল জনগণই বিশ্বাস করিল যে, সিংহই প্রসেনকে নিহত করিয়াছে। কৃষ্ণ করেন নাই। ভগবান্ও তখন বিশুদ্ধ হইয়া সিংহপদের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।১৩-২০

অনন্তর অল্প দূরেই গিয়া দেখিলেন যে সিংহ এক ভল্লুক কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তিনি সেই ভল্লুকের পদবীর অনুসরণ করিলেন। তারপর তিনি গিরি-তটে সকল সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া ঋক্ষ (ভল্লুক) পদানুসরণ করত সেই ঋক্ষ-বিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াই একটী সুন্দর বালকের প্রলোভনার্থে কোন ধাত্রী-মুখোচ্চারিত বক্ষ্যমাণ বাক্য শ্রবণ করিলেন,—যথা,—সিংহ প্রসেনকে বধ করিয়াছে, জাম্ববান্ও সেই সিংহকে বিনাশ করিয়াছেন। হে সুকুমার! তুমি রোদন করিও না; এই স্যমন্তক মণি তোমারই, এই কথা শ্রবণে ভগবান্ স্যমন্তক মণির বার্ত্তা জানিতে পারিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ কুমারের ক্রীড়ার জন্য ধাত্রী-হস্তে স্যমন্তক মণি স্বকীয়তেজে অতিশয়

মেকবিংশতিদিনান্যভবৎ। তে চ যদুসৈনিকাস্তত্র সপ্তাষ্টদিনানি তন্নিষ্ক্রান্তিমুদীক্ষমাণাস্তস্থুঃ। অনিষ্ক্রমমাণে চ মধুরিপৌ অসাববশ্যমত্র বিলেঽত্যন্তনাশমাপ্তো ভবিষ্যত্যন্যথা তস্য কথমেতাবন্তি দিনানি শত্রুজয়ে ব্যাক্ষেপো ভবতীতি কৃতাধ্যবসায়া দ্বারকামাগতা হতঃ কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাসুঃ ॥২৫

তদ্বান্ধবাশ্চ তৎকালোচিতমখিলমুপরতক্রিয়াকলাপং চক্রুঃ ॥২৬

তত্র চাস্য যুধ্যমানস্যাতিশ্রদ্ধাদত্তবিশিষ্টপাত্রোপযুক্তান্নতোয়াদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূৎ ॥২৭

ইতরস্যানুদিনমতিগুরুপুরুষভিদ্যমানস্যাতিনিষ্ঠুরপ্রহারপীড়িতাখিলাবয়বস্য নিরাহারতয়া বলহানিঃ। নির্জ্জিতশ্চ ভগবতা জাম্ববান্ প্রণিপত্যাহ—অসুরসুর-যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-রাক্ষসাদিভিরপ্যখিলৈর্ভগবান্ ন জেতুং শক্যঃ, কিমুতাবনিগোচরৈরল্পবীর্য্যৈর্নরাবয়বভূতৈশ্চ তির্য্যগ্‌যোন্যনুসৃতিভিঃ কিং পুনরস্মদ্বিধৈরবশ্যং ভগবতোঽস্মৎ-স্বামিনো নারায়ণস্য সকলজগৎপরায়ণস্যাংশেন ভগবতা ভবিতব্যমিত্যুক্তঃ ॥২৮

তস্মৈ ভগবানখিলমবনিভারাবতারমাচচক্ষে ॥২৯

প্রীত্যাভিব্যঞ্জিতকরতলস্পর্শনেন চৈনমপগতযুদ্ধখেদং চকার ॥৩০

স চ প্রণিপত্যৈনং পুনরপি প্রসাদ্য জাম্ববতীং নাম কন্যাং গৃহাগমনার্ঘ্যভূতাং গ্রাহয়ামাস ॥৩১

স্যমন্তকমণিমপ্যসৌ প্রণিপত্য তস্মৈ প্রদদৌ। অচ্যুতোঽপ্যতিপ্রণতাৎ তস্মাদগ্রাহ্যমপি তন্মণিরত্নমাত্মশোধনায় জগ্রাহ ॥৩২

সহ জাম্ববত্যা দ্বারকামাজগাম। ভগবদাগমনোদ্ভূতহর্ষোৎকর্ষস্য দ্বারকাবাসিজনস্য কৃষ্ণাবলোকনাৎক্ষণ-

---

দীপ্তি পাইতেছে। তখন ধাত্রী স্যমন্তকাভিলাষে নিহিতদৃষ্টি সেই পুরুষকে আগত দেখিয়া 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। ধাত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ ক্রোধপূর্ণহৃদয়ে সেইস্থানে আগমন করিলেন। তখন দুইজনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; পরে উভয়ের পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে একবিংশতি দিন অতীত হইয়া গেল। এদিকে যদুসৈনিকগণ গর্ত্ত হইতে কৃষ্ণের নির্গমনাশায় সাত আট দিন প্রতীক্ষা করিয়া যখন দেখিল যে, ভগবান্ মধুসূদন নিষ্ক্রান্ত হইলেন না, তখন তাহারা বিবেচনা করিল,—তিনি এই গর্ত্তের মধ্যে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা না হইলে, এতদিন তাঁহার শত্রুজয়ে বিলম্ব হইবে কেন? তখন তাহারা এই প্রকার স্থির করিয়া দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রচার করিল যে, "কৃষ্ণ হত হইয়াছেন"।২১-২৫

অনন্তর কৃষ্ণের বান্ধবগণ তৎকালোচিত প্রেতক্রিয়াসকল (শ্রাদ্ধাদি) সম্পন্ন করিলেন। এদিকে সেই সকল বান্ধবগণ কর্ত্তৃক অতি শ্রদ্ধাসহকারে প্রদত্ত অন্নজলাদি দ্বারা যুদ্ধকালে ভগবানের বল ও প্রাণের পুষ্টি হইল। কিন্তু অতি মহান্ পুরুষকর্ত্তৃক মর্দিত ও অতি নিষ্ঠুরপ্রহারপীড়িত জাম্ববানের আহার অভাবে বলহানি হইতে লাগিল। এই কারণে ভগবান্ জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিলেন। তখন জাম্ববান্ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—সুর, অসুর, যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদি সকলে মিলিত হইয়াও ভগবান্‌কে জয় করিতে পারে না; আমাদের ন্যায় অবনীতলবিহারী মনুষ্যদের ক্রীড়া-সাধন, অল্পবীর্য্য ও তির্য্যগ্‌জন্মানুসারিগণের ত কথাই নাই। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের স্বামী, সকল জগতের গতি নারায়ণের অংশ,—তাহাতে সন্দেহ নাই। জাম্ববান্ এই কথা বলিলে, ভগবান্ তাঁহাকে অখিল-অবনীভারহরণের জন্য স্বকীয় অবতারের বিষয় বলিলেন এবং প্রীতির সহিত তদীয় অঙ্গে করস্পর্শ করিয়া তাঁহার যুদ্ধপীড়া অপনয়ন করিলেন।২৬-৩০

অনন্তর জাম্ববান্ ভগবান্‌কে পুনর্ব্বার প্রণামপূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া গৃহাগমনের অর্ঘ্যস্বরূপ স্বীয় কন্যা জাম্ববতীকে তাঁহার পত্নীরূপে গ্রহণ করাইলেন এবং পুনরায় প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে স্যমন্তক মণি প্রদান করিলেন।

মেবাতিপরিণতবয়সোঽপি নবযৌবনমিবাভবৎ। আনকদুন্দুভিঞ্চ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চ সকলযাদবাঃ স্ত্রিয়শ্চ সভাজয়ামাসুঃ ॥৩৩

ভগবানপি যথানুভূতমশেষযাদবসমাজে যথাবদাচচক্ষে, স্যমন্তকঞ্চ সত্রাজিতায় দত্ত্বা মিথ্যাভিশস্তিবিশুদ্ধিমবাপ, জাম্ববতীঞ্চান্তঃপুরে নিবেশয়ামাস। সত্রাজিতোঽপি ময়াস্যাভূতমলিনমারোপিতমিতি জাতসন্ত্রাসঃ স্বসুতাং সত্যভামাং ভগবতে ভার্য্যাং দদৌ ॥৩৪

তাঞ্চাক্রূর-কৃতবর্ম্ম-শতধন্বপ্রমুখা যাদবাঃ পূর্ব্বং বরয়ামাসুঃ। ততস্তৎপ্রদানাদবজ্ঞাতমাত্মানং মন্যমানাঃ সত্রাজিতে বৈরানুবন্ধং চক্রুঃ। অক্রূর-কৃতবর্ম্মপ্রমুখাশ্চ শতধন্বানমূচুঃ, অয়মতিদুরাত্মা সত্রাজিতো যোঽস্মাভির্ভবতা চাভ্যর্থিতোঽপ্যাত্মজামস্মান্ ভবন্তং চাবিগণয্য কৃষ্ণায় দত্তবান্, তদলমনেন জীবতা। ঘাতয়িত্বৈনং তন্মহারত্নং ত্বয়া কিং ন গৃহ্যতে বয়মপ্যভ্যুপপৎস্যামঃ যদ্যচ্যুতস্তবাপি বৈরানুবন্ধং করিষ্যতীতি ॥৩৫

এবমুক্তস্তথেত্যসাবপ্যাহ। জতুগৃহদগ্ধানাঞ্চ পাণ্ডুনন্দনানাং বিদিতপরমার্থোঽপি ভগবান্ দুর্য্যোধনপ্রযত্নশৈথিল্যার্থং কুল্যকরণায় বারণাবতং গতঃ ॥৩৬

গতে চ তস্মিন্ সুপ্তমেব সত্রাজিতং শতধন্বা জঘান, মণিরত্নঞ্চাদদে। পিতৃবধামর্ষপূর্ণা চ সত্যভামা শীঘ্রং স্যন্দনমারূঢ়া বারণাবতং গত্বা ভগবতেঽহং

তখন ভগবান্ অচ্যুত 'অতি প্রণত জাম্ববানের নিকট হইতে সেই মণিরত্ন অগ্রাহ্য হইলেও' আত্মশোধনের জন্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ জাম্ববতীর সহিত দ্বারকায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণকে দেখিবার পরক্ষণেই দ্বারকাবাসিগণ ভগবানেরআগমনে উদ্ভূত হর্ষভরে যেন বৃদ্ধাবস্থা ছাড়িয়া নূতন যৌবন প্রাপ্ত হইল। তখন যাদব ও স্ত্রীগণ সকলে মিলিয়া "বসুদেবকে বড়ই মঙ্গল, মঙ্গল" এই প্রকার বাক্যে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ভগবান্ যাদবসমাজে তাহা সমস্ত বলিলেন; সত্রাজিতকে স্যমন্তক মণি প্রদানপূর্ব্বক মিথ্যাপবাদ দোষ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করিলেন এবং জাম্ববতীকে অন্তঃপুরে নিবেশিত করিলেন। সত্রাজিতও আমি কৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছি,—এই ভাবিয়া ভীত হইয়া নিজ কন্যা সত্যভামাকে ভগবানের ভার্য্যাস্বরূপে প্রদান করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বে অক্রূর, কৃতবর্ম্মা ও শতধন্বা প্রভৃতি যাদবগণ সেই কন্যাকে (সত্যভামাকে) প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্রাজিত ভগবান্‌কে ঐ কন্যা অর্পণ করিলে "সত্রাজিত আমাদিগকে অবজ্ঞা করিল" এই ভাবিয়া তাঁহারা সত্রাজিতের প্রতি শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। অক্রূর কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি যাদবগণ শতধন্বাকে বলিলেন,—"এই সত্রাজিত অতি দুরাত্মা; কারণ, আমরা ইহার নিকট প্রার্থনা করিলেও এই দুষ্ট আমাদিগকে এবং আপনাকে গণনা না করিয়া কৃষ্ণকে স্বীয় তনয়া প্রদান করিয়াছে। অতএব ইহার জীবনে কি প্রয়োজন, আপনি ইহাকে বিনাশ করিয়া এই মহারত্ন কেন লইতেছেন না? যদি কৃষ্ণ আপনার সহিত ইহার জন্য শত্রুতা করেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই আপনার সাহায্য করিব।৩১-৩৫

তাঁহারা এইকথা বলিলে শতধন্বা বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই করিব। এদিকে ভগবান্ কৃষ্ণ জতুগৃহ-দাহানন্তর পাণ্ডবদিগের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াও দুর্য্যোধনের যত্নের শিথিলতা সম্পাদনার্থে কুলোচিত সৌজন্য দেখাইবার জন্য বারণাবতে গমন করিলেন। কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে পর শতধন্বা নিদ্রিত সত্রাজিতকে বধ করিয়া স্যমন্তক মণিরত্নটীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পিতৃবধজন্য ক্রোধপূর্ণহৃদয়া সত্যভামা শীঘ্র রথারোহণপূর্ব্বক বারণাবতে গমন করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে বলিলেন,—"পিতা আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন,

প্রতিপাদিতেতি অক্ষান্তিমতা শতধন্বনা অস্মৎপিতা ব্যাপাদিতঃ, তচ্চ স্যমন্তকমণিরত্নমপহৃতম্। তদিয়মস্যাবহাসনা। তদালোচ্য যদত্র যুক্তং, তৎ ক্রিয়তামিতি কৃষ্ণমাহ ॥৩৭

তয়া চৈবমুক্তঃ পরিতুষ্টান্তঃকরণোঽপি কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে মমৈষাবহাসনা, নাহমেতাং তস্য দুরাত্মনঃ সহিষ্যে ॥৩৮

ন হ্যনুল্লঙ্ঘ্য বরপাদপং তৎকৃতনীড়াশ্রয়িণো বিহঙ্গা বধ্যন্তে ॥৩৯

তদলমত্যর্থমমুনাস্মৎপুরতঃ শোকপ্রেরিতবাক্যপরিকরেণ, ইত্যুক্ত্বা দ্বারকামভ্যেত্য বলদেবমেকান্তে বাসুদেবঃ প্রাহ, মৃগয়াগতং প্রসেনমটব্যাং মৃগপতির্জঘান। সত্রাজিতোঽপ্যধুনা শতধন্বনা নিধনং প্রাপিতঃ। তদুভয়বিনাশাৎ তন্মণিরত্নমাবাভ্যাং সামান্যং ভবিষ্যতি ॥৪০

তদুত্তিষ্ঠ, আরুহ্যতাং রথঃ, শতধনুর্নিধনায়োদ্যমং কুরু, ইত্যভিহিতস্তথেতি সমন্বীপ্সিতবান্। কৃতোদ্যোগৌ চ তাবুভাবুপলভ্য শতধন্বা কৃতবর্ম্মাণমুপেত্য পাষ্ণিপূরণকর্মনিমিত্তমচোদয়ৎ। আহ চৈনং কৃতবর্ম্মা, নাহং বলভদ্র-বাসুদেবাভ্যাং সহ বিরোধায়ালম্, ইত্যুক্তশ্চাক্রূরমচোদয়ৎ। আহ চাসাবপি,—নহি কশ্চিদ্ ভগবতা পাদপ্রহারপরিকম্পিতজগত্রয়েণ অসুরবরবনিতাবৈধব্যকারিণা প্রবলরিপুচক্রাপ্রতিহতচক্রেণ চক্রিণা, মদমুদিত-নয়নাবলোকিতারিবলবিশাতনেন অতিগুরুবৈরিবারণাকর্ষণাবিষ্কৃত-মহিমোরুসীরেণ সীরিণা চ সহ সকলজগদ্বন্দ্যানামমরবরাণামপি যোদ্ধুং সমর্থঃ, কিমুতাহম্। তদন্যতঃ শরণমভিলষ্যতাম্ ॥৪১

ইত্যুক্তঃ শতধনুরাহ, যদ্যস্মৎপরিত্রাণাসমর্থং ভবানাত্মানমবগচ্ছতি, তদয়মস্মন্মণিঃ সংগৃহ্য

এইজন্য শতধন্বা ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পিতাকে বধ করিয়াছে এবং সেই স্যমন্তক নামক মণিরত্নও অপহরণ করিয়াছে। এইব্যক্তি এইরূপে অবমান করিয়াছে, ইহা আলোচনা করিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তাহা করুন" ।৩৬-৩৭

সত্যভামা এই কথা বলিলে, ভগবান্ মনে মনে পরিতুষ্ট হইয়াও প্রকাশে ক্রোধতাম্র-নয়নে সত্যভামাকে বলিলেন,—"সত্য, শতধন্বা এই অবমাননা আমারই করিয়াছে, আমি তাহার এই অবমাননা কখনই সহ্য করিব না। প্রকাণ্ড বৃক্ষ উল্লঙ্ঘন না করিয়া কখনও তাহার উপরে বাসায় স্থিত পক্ষিগণকে হনন করা যায় না। আমার কাছে এ প্রকার শোকসম্ভূত বাক্য আর কেন বলিতেছ? শোক পরিত্যাগ কর। আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।" ভগবান্ এই কথা বলিয়া দ্বারকায় আগমন করত নির্জ্জনে বলদেবকে বলিলেন,—বনমধ্যে মৃগয়াগত প্রসেনকে সিংহ হনন করিয়াছে, এই সত্রাজিতকে সম্প্রতি শতধন্বা নিধন করিয়াছে; সুতরাং অধিকারী না থাকাতে ঐ মণিরত্ন এক্ষণে আমাদের দুজনেরই সম্পত্তি হইবে; অতএব উত্থিত হইয়া রথে আরোহণ করুন এবং শতধন্বার নিধনের জন্য উদ্যুক্ত হউন। ভগবান্ এই কথা বলিলে, বলদেবও তাহা স্বীকার করিলেন। অনন্তর শতধন্বা 'বাসুদেব ও বলদেব উদ্যোগ করিতেছেন' জানিতে পারিয়া কৃতবর্ম্মার নিকটে গমন করত তাঁহাকে সাহায্যলাভের প্রত্যাশায় প্রার্থনা করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে বলিলেন,—আমি বাসুদেব ও বলভদ্রের সহিত বিরোধে সমর্থ নহি। এই কথা শ্রবণে শতধন্বা অক্রূরকে প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অক্রূরও বলিলেন,—জগতে এমন কেহই নাই যে, যাহার পাদ-প্রহারে ত্রিজগৎ কম্পিত হয় এবং যিনি অসুর-শ্রেষ্ঠগণের বনিতাসমূহের বৈধব্যকারী, প্রবল রিপুমণ্ডলে অপ্রতিহতচক্র সেই চক্রীর সহিত,—অথবা মদমুদিত-নয়নাবলোকন দ্বারা অরিবলের দমনকারী এবং অতি বলশালী শত্রুরূপ হস্তিগণের আকর্ষণার্থে আবিষ্কৃতমহিমা সেই প্রকাণ্ড হলধারী

রক্ষ্যতাম্। ইত্যুক্তঃ সোঽপ্যাহ, যদ্যন্ত্যায়ামপ্যবস্থায়াং ন কস্মৈচিদ্ভবান্ কথয়িষ্যতি, তদহমেনং গ্রহীষ্যামি। তথেত্যুক্তে অক্রূরস্তন্মণিরত্নং জগ্রাহ ॥৪২

শতধনুরপ্যতুলবেগাং শতযোজনবাহিনীং বড়বা-মারুহ্যাপক্রান্তঃ। শৈব্য-সুগ্রীব-মেঘপুষ্প-বলাহ-কাশ্বচতুষ্টয়যুক্তরথাবস্থিতৌ বলদেব-বাসুদেবৌ তমনুপ্রয়াতৌ ॥৪৩

সা চ বড়বা শতযোজনপ্রমাণং মার্গমতীত্য পুনরপি বাহ্যমানা মিথিলাবনোদ্দেশে প্রাণানুৎসসর্জ্জ। শতধনুরপি তাং পরিত্যজ্য পদাতিরেবাদ্রবৎ ॥৪৪

কৃষ্ণোঽপি বলভদ্রমাহ,—তাবদত্রৈব স্যন্দনে ভবতা স্থেয়ম্। অহমেনমধমাচারং পদাতিরেব পদাতি-মনুগম্য যাবদ্ঘাতয়ামি। অত্র হি ভূভাগে দৃষ্টদোষা হয়াঃ, নৈতেঽশ্বা ভবতেমং ভূমিভাগমুল্লঙ্ঘ্য নেয়াঃ ॥৪৫

তথেত্যুক্ত্বা বলভদ্রো রথ এব তস্থৌ। কৃষ্ণোঽপি দ্বিক্রোশমাত্রং ভূমিভাগমনুসৃত্য দূরস্থস্যৈব চক্রং ক্ষিপ্ত্বা শতধনুষঃ শিরশ্চিচ্ছেদ। তচ্ছরীরাম্বরাদিষু চ বহুপ্রকারমন্বিষ্যন্নপি স্যমন্তকং মণিং নাবাপ যদা, তদোপগম্য বলভদ্রমাহ, বৃথৈবাস্মাভির্ঘাতিতঃ শতধনুর্ন প্রাপ্তমখিলজগৎসারভূতং তন্মণিরত্নম্। ইত্যাকর্ণ্য উদ্ভূতকোপো বলদেবো বাসুদেবমাহ,—ধিক্ ত্বাং যস্ত্বমর্থলিপ্সুঃ। এতচ্চ তে ভ্রাতৃত্বান্মর্ষয়ে তদয়ং পন্থাঃ, স্বেচ্ছয়া গম্যতাম্, ন মে দ্বারকয়া, ন ত্বয়া, ন বন্ধুভিঃ কার্য্যম্। অলমেভির্ম্মাগ্রতোঽলীক-

---

হলধরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়; আমার ত সাধ্যই নাই। এই কারণে আপনি অন্যত্র শরণ প্রার্থনা করুন।৩৮-৪১

অক্রূর এই প্রকার বলিলে শতধন্বা বলিলেন, যদি আপনি আপনাকে আমার পরিত্রাণে অসমর্থ বিবেচনা করেন, তবে আমার এই মণিটী গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষা করুন। শতধনুঃ এই প্রকার বলিলে, অক্রূর বলিলেন,—আমি ইহাকে তবেই রাখিতে পারি, যদি আপনি মরণকালেও এই মণির সন্ধান কাহাকেও না বলেন। অনন্তর শতধনুঃ "তাহাই হইবে" এই কথা বলিলে পরে, অক্রূর ঐ মণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শতধনুঃ,—অতুল বেগবতী শতযোজনবাহিনী এক বড়বা(ঘোটকী)তে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিলেন। তৎপরে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে অশ্বচতুষ্টয় যুক্ত রথে আরোহণ করিয়া বলদেব ও বাসুদেব তাঁহার অনুগমন করিলেন।৪২-৪৩

সেই বড়বা শতযোজন-প্রমাণ পথ অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার বহনার্থে প্রযুক্ত হওয়ায় মিথিলার বনসমীপে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন শতধনুঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণও বলভদ্রকে বলিলেন,—আমি পদব্রজেই সেই পদাতি অধমাচারপরায়ণ শতধনুর অনুসরণ করিয়া তাহাকে হনন করত যতক্ষণ না প্রত্যাবর্ত্তন করি, আপনি ততক্ষণ এই রথে অবস্থান করুন। অশ্বগণ এই ভূমিভাগে বড়বার মৃত শরীরাদি দেখিয়াছে, সুতরাং ইহাদিগকে এই ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া লইয়া যাওয়া আপনার উচিত নহে।৪৪-৪৫

বলভদ্র "তাহাই হউক" এই বলিয়া রথোপরি অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণও দুইক্রোশ মাত্র ভূমিভাগ অনুসরণ করত দূরস্থ শতধনুকে দেখিতে পাইয়া চক্রক্ষেপে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার শরীর ও বস্ত্রাদিতে বহুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া যখন ঐ স্যমন্তক মণি পাইলেন না, তখন বলভদ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৃথাই আমরা শতধনুকে বিনাশ করিলাম; কিন্তু অখিলসংসারের সারভূত সেই মণিরত্নটী পাইলাম না। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলভদ্র কোপসহকারে বাসুদেবকে বলিলেন,—তোমাকে ধিক্! তুমি অর্থলিপ্সু, তুমি ভ্রাতা বলিয়া আমি তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করিলাম। এই সেই পথ; তুমি স্বেচ্ছায় চলিয়া যাও, তোমাতে বা বন্ধুবর্গে কিংবা দ্বারকায়

শপথৈঃ। ইত্যাক্ষিপ্য তং তথা প্রসাদ্যমানোঽপি ন তস্থৌ, বিদেহপুরীং প্রবিবেশ ॥৪৬

জনকশ্চার্ঘ্যপূর্ব্বকমেবৈনং গৃহং প্রবেশয়ামাস। স তত্রৈব চ তস্থৌ বাসুদেবোঽপি দ্বারকামাজগাম। যাবচ্চ জনকরাজগৃহে বলভদ্রোঽবতস্থে, তাবদ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রো দুর্য্যোধনস্তৎসকাশাদ্ গদাশিক্ষামশিক্ষত ॥৪৭

বর্ষত্রয়ান্তে চ বভ্রুগ্রসেনপ্রভৃতিভির্যাদবৈর্ন তদ্রত্নং কৃষ্ণেনাপহৃতমিতি কৃতাবগতিবিদেহপুরীং গত্বা বলদেবঃ সংপ্রত্যায্য দ্বারকামানীতঃ ॥৪৮

অক্রূরোঽপ্যুত্তমমণিসমুদ্ভূতসুবর্ণধ্যানপরস্ততো যজ্ঞানীজে ॥৪৯

সবনগতৌ হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যৌ নিঘ্নন্ ব্রহ্মহা ভবতীত্যতো দীক্ষাকবচং প্রবিষ্ট এব তস্থৌ দ্বিষষ্টিবর্ষাণি ॥৫০

এবং তন্মণিরত্নপ্রভাবাৎ তত্রোপসর্গদুর্ভিক্ষমরকাদিকং নাভূৎ ॥৫১

অথাক্রূরপক্ষীয়ৈর্ভোজৈঃ শত্রুঘ্নে সাত্বতস্য প্রপৌত্রে ব্যাপাদিতে ভোজৈঃ সহাক্রূরো দ্বারকামপহায় অপক্রান্তঃ ॥৫২

তদপক্রান্তিদিনাদারভ্য তত্রোপসর্গব্যালানাবৃষ্টিমরকাদ্যুপদ্রবা বভূবুঃ। অথ যাদব-বলভদ্রোগ্রসেনসমবেতোঽমন্ত্রয়দ্ ভগবানুরগারিকেতনঃ কিমিদমেকদৈব প্রচুরোপদ্রবাগমনমেতদালোচ্যতাম্ ॥৫৩

ইত্যুক্তে অন্ধকনামা যদুবৃদ্ধঃ প্রাহ, অস্যাক্রূরস্য পিতা শ্বফল্কো নাম যত্র যত্রাভূৎ, তত্র তত্র দুর্ভিক্ষঃমরকানাবৃষ্ট্যাদিকঞ্চ নাভূৎ ॥৫৪

কাশিরাজস্য বিষয়েঽত্যন্তানাবৃষ্ট্যাং শফল্কোঽনীয়ত ততস্তৎক্ষণাদেব দেবো ববর্ষ। কাশিরাজস্য পত্ন্যাশ্চ গর্ভে কন্যা পূর্ব্বমাসীৎ ॥৫৫

আমার কোন প্রয়োজন নাই। কেন তুমি আমার সম্মুখে অলীক শপথ করিতেছ? বলভদ্র এই প্রকারে ভগবানকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তারপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সেখানে অবস্থিতি না করিয়া বিদেহপুরীতে প্রবেশ করিলেন। বিদেহরাজ জনক তাঁহাকে অর্ঘ্যপ্রদানপূর্ব্বক নিজ গৃহে প্রবেশ করাইলেন। বলভদ্রও সেইখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বাসুদেবও দ্বারকায় আগমন করিলেন। যে সময় বলভদ্র জনকরাজগৃহে অবস্থান করেন, সেইসময় দুর্য্যোধন তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন।৪৬-৪৭

অনন্তর তিন বৎসরের পর বভ্রু উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ 'কৃষ্ণ সেই রত্ন অপহরণ করেন নাই' ইহা জানিয়া বিদেহপুরীতে গমনপূর্ব্বক শপথাদি দ্বারা বলদেবের বিশ্বাস উৎপাদন করত তাঁহাকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। এখানে অক্রূরও সেই উত্তমমণিসমুদ্ভূত সুবর্ণসমূহ দ্বারা কোন্ কর্ম্ম করা উচিত তাহা বিবেচনা করিয়া অনেক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞে দীক্ষিত ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে হনন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সুতরাং যজ্ঞদীক্ষিত অবস্থায় কৃষ্ণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া কখনই মণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, এইরূপ চিন্তা করিয়া অক্রূর দীক্ষারূপ বর্ম্ম ধারণ করত দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার সেই মণিরত্নের প্রভাবে দ্বারকায় আর কোন উপসর্গ, দুর্ভিক্ষ বা মরকাদি হইতে পারিত না।৪৮-৫১

অনন্তর অক্রূরপক্ষীয় ভোজগণ সাত্বতের প্রপৌত্র শত্রুঘ্নকে বিনাশ করিলে পর, সেই ভোজগণের সহিত অক্রূরও দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অক্রূরের পলায়নদিন হইতেই দ্বারকায় উপসর্গ, হিংস্রজন্তুর ভয়, অনাবৃষ্টি ও মরকাদি উপদ্রব উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ গরুড়ধ্বজ যাদব, বলভদ্র ও উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বলিলেন,—এক দিবসেই এবংবিধ প্রচুর উপদ্রব কেন উপস্থিত হইল? ইহার

সাপি পূর্ব্বেঽপি প্রসূতিকালে নৈব নিশ্চক্রাম। এবঞ্চ তস্য গর্ভস্য দ্বাদশ বর্ষাণ্যনিক্রামতো যযুঃ। কাশিরাজস্ত তামাত্মজাং গর্ভস্থামাহ, পুত্রি কস্মান্ন জায়সে নিক্রম্যতাম্, আস্যন্তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি। স্বকাঞ্চ মাতরং কিমিতি চিরং ক্লেশয়সি ইত্যুক্তা সা গর্ভস্থৈব ব্যাজহার,—তাত যদ্যেকৈকাং গাং দিনে দিনে ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছসি, তদাহমন্যৈস্ত্রিভির্বর্ষৈরস্মাদ্ গর্ভাৎ তাবদবশ্যং নিক্রমিষ্যামীতি। এতচ্চ তদ্বচনমাকর্ণ্য রাজা ব্রাহ্মণায় দিনে দিনে গাং প্রাদাৎ, সাপি তাবতা কালেন জাতা। ততস্তস্যাঃ পিতা গান্দিনীতি নাম চকার। তাঞ্চ গান্দিনীং কন্যাং শ্বফল্কায়োপকারিণে গৃহাগতায়ার্ঘ্যভূতাং প্রাদাৎ, সা চ গান্দিনী প্রতিদিনং যাবজ্জীবং ব্রাহ্মণায় গাং দত্তবতী। তস্যাময়মক্রূরঃ শ্বফল্কাজ্জজ্ঞে। তস্যৈবংগুণমিথুনাদুৎপত্তিঃ ॥৫৬

তৎ কথমস্মিন্নপক্রান্তেঽত্র মরকদুর্ভিক্ষাদ্যুপদ্রবা ন ভবিষ্যন্তি। তদয়মানীয়তামিতি, অলমত্রাতিগুণবত্যপরাধান্বেষণেন ইতি ॥৫৭

যদুবৃদ্ধস্যান্ধকস্য এতদ্বচনমাকর্ণ্য কেশবোগ্রসেনবলভদ্রপুরোগমৈর্যদুভিঃ কৃতাপরাধতিতিক্ষাভবমভয়ং দত্ত্বা শ্বাফল্কিঃ স্বপুরমানীতঃ, তত্র চাগত এব তৎস্যমন্তকমণেরনুভাবাদনাবৃষ্টিমরকদুর্ভিক্ষব্যালাদ্যুপদ্রবঃ শশাম। কৃষ্ণশ্চ চিন্তয়ামাস,—স্বল্পমেতৎ কারণং, যদয়ং গান্দিন্যাং শ্বফল্কেনাক্রূরো জনিতঃ, সুমহাংশ্চায়মনাবৃষ্টিদুর্ভিক্ষমরকাদ্যুপশমনকারী প্রভাবঃ ॥৫৮

তন্নূনমস্য সকাশে স মহামণিঃ স্যমন্তকাখ্যস্তিষ্ঠতি।

কারণ অনুসন্ধান করা উচিত। ভগবান্ এই কথা বলিলে, অন্ধকনামা একজন যদুবৃদ্ধ বলিলেন,—এই অক্রূরের পিতা শ্বফল্ক যেখানে যেখানে বাস করিতেন, সেইখানে সেইখানেই মরক ও অনাবৃষ্ট্যাদি হইত না। কোন সময় কাশিরাজের রাজ্যে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হইল, সেই সময় সেইখানে শ্বফল্ককে লইয়া যাওয়া হয়। শ্বফল্ক সেখানে গমন করিবামাত্রই দেবরাজ জলবর্ষণ করিলেন। এই সময় কাশিরাজের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, ঐ গর্ভে একটা কন্যা ছিল।৫২-৫৫

প্রসবকাল উপস্থিত হইলেও সেই কন্যা গর্ভ হইতে নিক্রান্ত হইল না। এই প্রকারে দ্বাদশ বৎসর গত হইল, তথাপি কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল না। অনন্তর কাশিরাজ একদিন গর্ভস্থা তনয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে পুত্রি! তুমি কেন জন্মগ্রহণ করিতেছ না এবং কেনই বা তুমি নিক্রান্ত হইতেছ না? আমি তোমার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করি, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন তোমার মাতাকে ক্লেশ দিতেছ? রাজা এই প্রকার বলিলে, সেই গর্ভস্থ কন্যা বলিতে আরম্ভ করিল—যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে এক একটী করিয়া গাভী প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তিন বৎসর পরে আমি অবশ্যই গর্ভ হইতে নিক্রান্ত হইব। কন্যার এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা প্রতিদিনই ব্রাহ্মণগণকে একটী করিয়া গাভী প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিন বৎসর অতীত হইলে, সেই কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। তখন কাশিরাজ ঐ কন্যার 'গান্দনী' নাম রাখিলেন। তারপর গৃহাগত উপকারী শ্বফল্ককে অর্ঘ্যস্বরূপে ঐ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই গান্দিনীও যাবজ্জীবন প্রতিদিনই ব্রাহ্মণকে একটী করিয়া গাভী দান করিতেন। সেই শ্বফল্ক গান্দিনীতে এই অক্রূরকে উৎপাদন করেন। এই প্রকার গুণবিশিষ্ট মিথুন হইতেই অক্রূরের জন্ম; সুতরাং সেই অক্রূর চলিয়া গেলে কেনই বা মরক দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রব হইবে না? এই কারণে এক্ষণে অক্রূরকে আনয়ন করুন; অতি গুণবান্ সেই অক্রূরের অপরাধ অন্বেষণে কোন প্রয়োজন নাই।৫৬-৫৭

যদুবৃদ্ধ অন্ধকের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশব, উগ্রসেন, বলভদ্র প্রমুখ যাদবগণ 'তাহাদের সমস্ত অপরাধ আমরা সহ্য করিব' এইরূপ অভয় প্রদান করিয়া শ্বফল্কপুত্র অক্রূরকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন। অক্রূর

তস্য হ্যেবংবিধাঃ প্রভাবাঃ শ্রূয়ন্তে। অয়মপি যজ্ঞাদনন্তরমন্যং ক্রত্বন্তরং, তস্মাদ্ যজ্ঞান্তরং যজতীতি। অল্পোপাদানঞ্চাস্য। অসংশয়মত্রাসৌ বরমণিস্তিষ্ঠতীতি কৃতাধ্যবসায়োঽন্যৎ প্রয়োজনমুদ্দিশ্য সকলযাদবসমাজমাত্মগেহে এবাচীকরৎ। তত্র চোপবিষ্টেষ্বখিলেষু যাদবেষু পূর্ব্বপ্রয়োজনমুপন্যস্য পর্য্যবসিতে চ তস্মিন্ প্রসঙ্গাগতপরিহাসকথামক্রূরেণ সহ কৃত্বা জনার্দ্দনস্তমক্রূরমাহ ॥৫৯

দানপতে! জানীম এব বয়ং,—যথা শতধন্বনা অখিলজগৎসারভূতং স্যমন্তকরত্নং ভবতঃ সকাশে সমর্পিতম্। তদেতদ্রাষ্ট্রোপকারকং ভবতঃ সকাশে তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠতু, সর্ব্ব এব বয়ং তৎপ্রভাবফলভুজঃ, কিন্ত্বেষ বলভদ্রোঽস্মানাশঙ্কিতবান্। তদস্মৎপ্রীতয়ে দর্শয়, ইত্যভিহিতঃ সরত্নঃ সোঽচিন্তয়ৎ। কিমত্রানুষ্ঠেয়ম্ অন্যথা চেৎ ব্রবীম্যহং, তৎ কেবলাম্বরতিরোধানমিন্বিষ্যন্তো রত্নমেতে দ্রক্ষ্যন্তীতি, অতোঽন্বেষণং ন ক্ষেমমিতি সঞ্চিন্ত্য তমখিলজগৎকারণভূতং নারায়ণমাহাক্রূরঃ,—ভগবন্! মমৈতৎ স্যমন্তকমণিরত্নং শতধনুষা সমর্পিতম্ ॥৬০

অপগতে চ তস্মিন্ অদ্য শ্বঃ পরশ্বো বা ভগবান্ মাং যাচিষ্যতীতি কৃতমতিরতিকৃচ্ছ্রেণৈতাবন্তং কালমধারয়মস্য চ ধারণক্লেশেনাহমশেষোপভোগেষ্বসঙ্গিমানসো ন বেদ্মি স্বসুখকলামপি ॥৬১

এতাবন্মাত্রমশেষরাষ্ট্রোপকারি ধারয়িতুং ন

আগমন করিবামাত্রই সেই স্যমন্তক মণির প্রভাবে অনাবৃষ্টি, মরক, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র জন্তু প্রভৃতির উপদ্রব শান্ত হইল। তখন কৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'অক্রূর গান্দিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন', ইহা অল্পমাত্র কারণ, এবংবিধ মরক দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবের প্রশমনকারী হেতু নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুতর হইবে। সেই কারণে নিশ্চয়ই ইহার নিকটে সেই স্যমন্তকাখ্য মহামণি আছে; কারণ, সেই মণির এই প্রকার প্রভাবসকল শুনা গিয়াছে। আর এ ব্যক্তিও এক যজ্ঞের পর আর এক যজ্ঞ, আবার তাহা সমাপ্ত হইলে আর এক যজ্ঞ আরম্ভ করে; কিন্তু ইহার তাদৃশ ধনাদিও দেখা যায় না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠমণি নিশ্চয়ই ইহার কাছে আছে। ভগবান্ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোন প্রয়োজন উদ্দেশে নিজগৃহে সকল যাদবগণের এক সভা করিলেন। অনন্তর সকল যাদবগণ উপবেশন করিলে পূর্ব্বপ্রয়োজন সকলের নিকট বিজ্ঞাপিত ও তাহা সমাপ্ত করিয়া জনার্দ্দন অক্রূরের সহিত প্রসঙ্গক্রমে হাস্য-পরিহাস সূচক কথা দ্বারা পরিচয় করত তাঁহাকে বলিলেন।৫৮-৫৯

হে দানপতে! আমরা সকলেই ইহা জানি যে, শতধন্বা অখিল জগতের সারভূত সেই স্যমন্তকরত্ন আপনার নিকট অর্পণ করিয়াছে, এইক্ষণে সেই রাজ্যোপকারক রত্ন আপনার নিকটে রহিয়াছে, থাকুক; তাহাতে ক্ষতি কি? বরঞ্চ আমরা সকলেই সেই রত্নের প্রসাদ ভোগ করিতেছি। কিন্তু বলভদ্র আশঙ্কা করিয়াছেন যে, ঐ রত্ন আমার নিকটে আছে, এ কারণে আপনি আমাদের প্রীতির জন্য একবার তাঁহাকে সেই রত্নটি দেখান। ভগবান এই কথা বলিলে পর, নিজের কাছে সেইখানেই ঐ রত্ন থাকায় অক্রূর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এস্থলে কি করা কর্ত্তব্য? যদি আমি মিথ্যা কথা বলি, তাহা হইলে ইহারা অন্বেষণপূর্ব্বক কেবল বস্ত্র দ্বারা আবৃত এই রত্নকে দেখিতে পাইবে। অতএব অন্বেষণ কখনই মঙ্গলের জন্য হইবে না। অক্রূর এই প্রকার চিন্তা করিয়া সকল জগতের কারণভূত নারায়ণকে বলিলেন,—হে ভগবন্! এই সেই স্যমন্তক মণি, শতধনুঃ ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন।৬০

সেই শতধন্বার মৃত্যুর পর 'অদ্য বা কল্য আপনি আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন' এই ভাবিয়া অনেক কষ্টে এতকাল ইহাকে ধারণ করিয়াছিলাম। ইহার ধারণজনিত ক্লেশে আমার মানস এতকাল উপভোগসমূহ ভোগ করিতে পারে নাই, সেইজন্য

শক্নোতীতি মাং ভগবান্ মংস্যত ইত্যাত্মনা ন চোদিতম্ ॥৬২

তদিদং স্যমন্তকরত্নং গৃহ্যতাম্, ইচ্ছয়া যস্যাভিমতং তস্য সমর্প্যতাম্। ততঃ সোঽধরবস্ত্রনিগোপিতাতি-লঘুকনকসমুদ্গকং প্রকটীকৃতবান্ ॥৬৩

ততশ্চ নিষ্ক্রাম্য স্যমন্তকমণিং তত্র যদুসমাজে মুমোচ। মুক্তমাত্রে চ তেনাতিকান্ত্যা তদখিল-মাস্থানমুদ্দ্যোতিতম্ ॥৬৪

অথাহাক্রূরঃ,—স এষ মণির্যঃ শতধন্বনাস্মাকং সমর্পিতঃ, যস্যায়ং স এনং গৃহ্লাত্বিতি। তন্মণি-রত্নমালোক্য সর্ব্বযাদবানাং সাধু সাধ্বিতি বিস্মিতমনসাং বাচোঽশ্রূয়ন্ত। তমালোক্য মমায়-মচ্যুতেনৈব সামান্যঃ সমন্বীপ্সিত ইতি বলভদ্রঃ সস্পৃহোঽভবৎ ॥৬৫

মমৈবেদং পিতৃধনমিত্যতীব চ সত্যভামাপি স্পৃহয়াঞ্চকার। বল-সত্যানানাবলোকনাৎ কৃষ্ণোঽ-প্যাত্মানং চক্রান্তরাবস্থিতমিব মেনে ॥৬৬

সকলযাদবসমক্ষঞ্চাক্রূরমাহ,—এতদ্ধি মণিরত্নমাত্ম-শোধনায়ৈষাং যদূনাং দর্শিতম্। এতচ্চ মম বল-ভদ্রস্য চ সামান্যং, পিতৃধনঞ্চৈতৎ সত্যভামায়া নান্যস্য ॥৬৭

এতচ্চ সর্ব্বকালং শুচিনা ব্রহ্মচর্য্যগুণবতা ধ্রিয়-মাণমশেষরাষ্ট্রস্যোপকারকম্, অশুচিনা ধ্রিয়মাণ-মাধারমেব হন্তি ॥৬৮

অতোঽহমস্য ষোড়শস্ত্রীসহস্রপরিগ্রহাদসমর্থো ধারণে ॥৬৯

কথঞ্চৈতৎ সত্যভামা স্বীকরোতু? আর্য্যেণ বলভদ্রেণাপি মদিরাপানাদ্যশেষোপভোগপরিত্যাগঃ

এতকাল আমি অংশমাত্রও সুখ অনুভব করিতে পারি নাই। পাছে ভগবান্ (আপনি) মনে করেন যে এই ব্যক্তি রাজ্যের অশেষ উপকারী অথচ অল্পভারপদার্থটীও ধারণ করিতে সমর্থ হইল না, এই ভাবিয়া আমি নিজে বলি নাই। এক্ষণে এই স্যমন্তক রত্ন আপনি গ্রহণ করুন এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই ইহা প্রদান করুন। অক্রূর এই কথা বলিয়া স্বকীয় অধরবস্ত্র দ্বারা সঙ্গোপিত অতিলঘু একটী সুবর্ণকৌটা বাহির করিলেন। অনন্তর অক্রূর কৌটা হইতে সেই স্যমন্তক মণি বাহির করিয়া যদুসমাজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন; সেই মণি স্থাপিত হইবামাত্র স্বকীয় কান্তিদ্বারা অখিল সভাকে উদ্ভাসিত করিল।৬১-৬৪

অনন্তর অক্রূর বলিলেন,—যে স্যমন্তকমণি শতধন্বা আমাকে দিয়াছিল, এই সেই স্যমন্তক মণি; এই মণিতে যাঁহার অধিকার আছে, তিনি গ্রহণ করুন। তখন সেই মণিরত্ন অবলোকন করিয়া বিস্মিত-মানস সকল যাদবগণের মুখেই "সাধু সাধু" এই বাক্য শুনা যাইল। সেই মণি অবলোকন করিয়া 'কৃষ্ণের সহিত ইহা আমার তুল্যরূপে উপভোগ্য' ইহা ভাবিয়া বলভদ্রও তাহাতে সস্পৃহ হইলেন। 'ইহা আমারই পিতৃধন' এই ভাবিয়া সত্যভামাও তাহার প্রতি স্পৃহাবতী হইলেন। বলভদ্র ও সত্যভামার মুখ অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া চক্রমধ্যগতের ন্যায় আপনার প্রতি সংশয়িত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ সকল যাদবগণের সমক্ষে অক্রূরকে বলিলেন,—আমার অপবাদক্ষালন দ্বারা আত্মশুদ্ধিপ্রকাশ করিবার জন্য এই রত্নসকল যাদবগণের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই রত্নে বলভদ্র ও আমার সমান অধিকার, আর ইহা সত্যভামার পিতৃধন, অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। আমি ষোড়শসহস্র স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ নহি; কারণ, সর্ব্বকালেই শুচি ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া ইহাকে ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলেই রাজ্যের উপকার হয়। কিন্তু অশুচি হইয়া ইহাকে ধারণ করিলে ইহা ধারণকর্ত্তাকে বিনাশ করে।৬৫-৬৯

এই কারণে সত্যভামাই বা ইহাকে কেমন

কথং কার্য্যঃ। তদয়ং যদুলোকোঽয়ং বলভদ্রোঽহং সত্যা চ ত্বাং দানপতে! প্রার্থয়ামঃ, এতদ্ ভবানেব ধারয়িতুং সমর্থঃ, ত্বৎস্থঞ্চাস্য রাষ্ট্রস্যোপকারকং, তদ্ভবানশেষরাষ্ট্রোপকারনিমিত্তমেতৎ পূর্ব্ববদ্ ধারয়তু। ত্বয়ান্যথা ন বক্তব্যমিত্যুক্তে দানপতিস্তথেত্যুক্ত্বা জগ্রাহ তন্মহামণিরত্নম্। ততঃ প্রভৃতি চাক্রূরঃ প্রকটেনৈবাতীব তেজসা জাজ্বল্যমানেনাত্মকণ্ঠাসক্তেনাদিত্য ইবাংশুমালী চচার ॥৭০

ইত্যেতাং ভগবতো মিথ্যাভিশস্তিক্ষালনাং যঃ স্মরতি, ন তস্য কদাচিদল্পাপি মিথ্যাভিশস্তির্ভবতি, অব্যাহতেন্দ্রিয়শ্চাখিলপাপমোক্ষমবাপ্নোতি ॥৭১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিয়া গ্রহণ করিবেন? আর্য্য বলভদ্রই বা কি প্রকারে মদিরাপানাদি উপভোগ পরিত্যাগ করিবেন? এইজন্য হে দানপতে অক্রূর! এই সকল যাদবগণ, বলভদ্র, সত্যভামা ও আমি সকলে মিলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনিই ইহাকে ধারণ করিতে সমর্থ, আর আপনার কাছে থাকিলেই ইহা এই রাজ্যের উপকারক হইবে, অতএব আপনিই সকল রাজ্যের উপকারার্থে ইহাকে ধারণ করুন; আপনি ইহার অন্যথা কিছু বলিবেন না। ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, দানপতি অক্রূর "তাহাই হইবে" এই বলিয়া ঐ মণিটী গ্রহণ করিলেন। তদবধি অক্রূর স্বীয় কণ্ঠে সংস্থিত সেই জাজ্বল্যমান মণির জ্যোতি দ্বারা অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া সকলের সমক্ষেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই ভগবানের মিথ্যাপবাদক্ষালনবৃত্তান্ত যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহার কোন কালে অল্পমাত্রও মিথ্যাপবাদ হইবে না। তাহার ইন্দ্রিয় অব্যাহত থাকিবে এবং সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৭০-৭১

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

[অনমিত্রান্ধকয়োর্বংশবর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

অনমিত্রস্যানুজঃ শিনির্নামাভবৎ । তস্যাপি সত্যকঃ, সত্যকাৎ সাত্যকির্যুযুধাননামা, ততোঽপ্যসঙ্গঃ, তৎপুত্রশ্চ তূণিঃ, তূণের্যুগন্ধর ইতি শৈনেয়াঃ ॥১

অনমিত্রস্যৈবান্বয়ে পৃশ্নিঃ, তস্মাচ্চ শ্বফল্কঃ । তৎপ্রভাবঃ কথিত এব । শ্বফল্কস্য কনীয়াংশ্চিত্রকো নামাভবদ্ ভ্রাতা, শ্বফল্কাদক্রূরো গান্দিন্যামভবৎ । তথোপমদ্গু-মৃদর-বিশারি-মেজয়-গিরিক্ষত্রোপক্ষত্র-শত্রুঘ্ন-বিমর্দ্দন-ধর্ম্মধৃগ্ দৃষ্টশর্ম্ম- গন্ধমোজাবাহ - প্রতিবাহাখ্যাঃ পুত্রাঃ সুতারাখ্যা চ কন্যা । দেববান্ উপদেবশ্চ অক্রূরপুত্রৌ । পৃথু-বিপৃথু-প্রমুখাশ্চিত্রকস্য পুত্রা বহবোঽভবন্ ॥২

কুকুর-ভজমান - শুচি - কম্বলবর্হিমাখ্যাস্তথান্ধকস্য চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥৩

কুকুরাদ্ ধৃষ্টঃ, তস্মাচ্চ কপোতরোমা, ততশ্চ বিলোমা, তস্মাদপি তুম্বুরুসখা ভবসংজ্ঞকশ্চন্দনোদকদুন্দুভিঃ । ততশ্চাভিজিৎ, ততঃ পুনর্ব্বসুঃ, তস্যাপ্যাহুকঃ পুত্রঃ, আহুকী কন্যাভূৎ ॥৪

আহুকস্য দেবকোগ্রসেনৌ দ্বৌ পুত্রৌ । দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেবরক্ষিতো দেবকস্যাপি চত্বারঃ পুত্রাঃ । তেষাঞ্চ বৃকদেবা উপদেবা দেবরক্ষিতা শ্রীদেবা শান্তিদেবা সহদেবা দেবকী চ সপ্ত ভগিন্যঃ । তাশ্চ সর্ব্বা এব বসুদেব উপযেমে । উগ্রসেনস্যাপি কংস-ন্যগ্রোধ-সুনাম-কঙ্ক-শঙ্কু-স্বভূমি-

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[অনমিত্র ও অন্ধকের বংশ বর্ণন ।]

পরাশর বলিলেন,—অনমিত্রের শিনি নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । শিনির পুত্র সত্যক, সত্যক-পুত্র সাত্যকি যুযুধান, তৎপুত্র অসঙ্গ, তৎপুত্র তুণি, তৎপুত্র যুগন্ধর; ইঁহারাই শৈনেয় বলিয়া খ্যাত । অনমিত্রের বংশে পৃশ্নি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পুত্র শ্বফল্ক । এই এই শ্বফল্কের প্রভাব পূর্ব্বে বলিয়াছি । চিত্রকনামে শ্বফল্কের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্বফল্কের সুতারা নামে এক কন্যা হয় ও আরও কয়টী পুত্র হয় । তাহাদিগের নাম যথা—উপমদ্গু, মৃদর, বিশারি, মেজর, গিরিক্ষত্র, উপক্ষত্র, শত্রুঘ্ন, বিমর্দ্দন, ধর্ম্মধৃক্, দৃষ্টশর্ম্ম, গন্ধমোজ, অবাহ ও প্রতিবাহ । অক্রূরের দুই পুত্র—দেববান্ ও উপদেব । চিত্রকেরও পৃথু-বিপৃথুপ্রমুখ বহুপুত্র হইয়াছিল ।১-২

অন্ধকের চারিটী পুত্র; তাঁহাদের নাম—কুকুর, ভজমান, শুচি ও কম্বলবর্হিষ । কুকুরের পুত্র ধৃষ্ট, তৎপুত্র কপোতরোমা, তৎপুত্র বিলোমা, তৎপুত্র ভব; ইনি তুম্বুরুসখা; ইহার আর এক নাম চন্দনোদকদুন্দুভি । ভবের পুত্র অভিজিৎ । তৎপুত্র পুনর্ব্বসু, পুনর্ব্বসুর আহুক নামে পুত্র ও আহুকী নাম্নী এক কন্যা হয় । দেবক ও উগ্রসেন নামে আহুকের দুই পুত্র । দেবকের চারি পুত্র—দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেবরক্ষিত । এই চারি পুত্রের সাতটী ভগিনী; তাহাদের নাম—বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও দেবকী । বসুদেব

রাষ্ট্রপাল-যুদ্ধমুষ্টি-তুষ্টিমৎসংজ্ঞাঃ পুত্রাঃ, কংসা কংসবতী সুতনূ রাষ্ট্রপালী কঙ্কী চোগ্রসেনতনুজাঃ ॥৫

ভজমানাচ্চ বিদূরথঃ পুত্ত্রোঽভবৎ। বিদূরথাৎ শূরঃ, শূরাৎ শমী, শমিনঃ প্রতিক্ষত্রঃ, তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজঃ, ততশ্চ হৃদিকঃ ॥৬

ততশ্চ কৃতবর্ম্মা, তস্মাৎ শতধনুর্দেবমীঢ়ুষাদ্যা বভূবুঃ ॥৭

দেবমীঢুষস্য শূরঃ, শূরস্যাপি মারিষা নাম পত্ন্যভবৎ ॥৮

অস্যাঞ্চাসৌ দশ পুত্ত্রানজনয়দ্ বাসুদেবপূর্ব্বান্। বাসুদেবস্য জাতমাত্রস্যৈব এতদ্গৃহে ভগবদংশাবতারমব্যাহতদৃষ্ট্যা পশ্যদ্ভির্দেবৈর্দিব্যা আনকা দুন্দুভয়শ্চ বাদিতাঃ ॥৯

ততস্তদৈবানকদুন্দুভিসংজ্ঞামবাপ। তস্যাপি দেবভাগ-দেবশ্রবোঽনাধৃষ্টি - করুন্ধক - বৎসবালক-সৃঞ্জয়-শ্যাম-শমীক-গণ্ডূষ-সংজ্ঞা নব ভ্রাতরো বভূবুঃ, পৃথা শ্রুতদেবা-শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবা-রাজাধিদেবী চ বসুদেবাদীনাং পঞ্চভগিন্যোঽভবন্। শূরস্য চ কুন্তিভোজনামা সখাভবৎ। তস্মৈ চাপুত্রায় পৃথামাত্মজাং বিধিনা শূরোঽদদৎ। তাঞ্চ পাণ্ডুরুবাহ। তস্যাঞ্চ ধর্মানিলশক্রৈর্যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুনাখ্যাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ। পূর্ব্বমনূঢ়ায়াশ্চ ভগবতা ভাস্বতা কর্ণাখ্যঃ কানীনঃ পুত্ত্রোঽজন্যত ॥১০

তস্যাশ্চ সপত্নী মাদ্রী নামাভবৎ। তস্যাঞ্চ নাসত্যদস্রাভ্যাং নকুল-সহদেবৌ পাণ্ডোঃ পুত্ত্রৌ জনিতৌ। শ্রুতদেবাস্তু বৃদ্ধশর্ম্মা নাম কারূষ উপযেমে। তস্যাং দন্তবক্রো নাম মহাসুরো জজ্ঞে। শ্রুতকীর্ত্তিমপি কৈকেয়বাজ উপযেমে। তস্যাং

এই সাতটী কন্যাকেই বিবাহ করেন। উগ্রসেনের পুত্রগণের নাম—কংস, ন্যগ্রোধ, সুনাম, কঙ্ক, শঙ্কু, স্বভূমি, রাষ্ট্রপাল, যুদ্ধমুষ্টি ও তুষ্টিমান্। কন্যাগণের নাম—কংসা, কংসবতা, সুতনু, রাষ্ট্রপালী ও কঙ্কী। ভজমানের বিদূরথ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র শূর, তৎপুত্র শমী, তৎপুত্র প্রতিক্ষত্র, তৎপুত্র স্বয়ম্ভোজ, তৎপুত্র হৃদিক, তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপুত্র শতধনুঃ ও দেবমীঢুষাদি। দেবমীঢুষের শূরনামা এক পুত্র হয়। এই শূরের মারিষা নাম্নী এক পত্নী ছিলেন।৩-৮

শূর সেই পত্নীগর্ভে বসুদেব আদি করিয়া দশ পুত্র উৎপাদন করেন। জন্মিবামাত্র অব্যাহত দৃষ্টি দ্বারা ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা দেবগণ "ইহার গৃহে ভগবদংশ অবতীর্ণ হইবেন" এই বলিয়া আনকদুন্দুভি বাদ্য করিয়াছিলেন; এই কারণে সেই সময়েই তাঁহার আনকদুন্দুভি নাম হইল। বসুদেবের নয়জন ভ্রাতা ও পাঁচটী ভগিনী ছিলেন। তাঁহাদের নাম—দেবভাগ, দেবশ্রবাঃ, অনাধৃষ্টি, করুন্ধক, বৎসবালক, সৃঞ্জয়, শ্যাম, শমীক ও গণ্ডূষ এই নয় জন ভ্রাতা এবং পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী এই পাঁচ জন ভগিনী। বসুদেবের পিতা শূরের কুন্তিভোজ নামে এক সখা ছিলেন। এই কুন্তিভোজ অপুত্র, এইজন্য শূর তাঁহাকে বিধানানুসারে পোষ্যকন্যারূপে স্বীয়কন্যা পৃথাকে সমর্পণ করেন। এই পৃথাকে পাণ্ডু বিবাহ করেন এবং এই পৃথার গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিবাহের পূর্ব্বেই ভগবান্ সূর্য্য পৃথার গর্ভে কর্ণ নামক এক কানীন* পুত্র উৎপাদন করেন।৯-১০

পৃথার মাদ্রী নাম্নী এক সপত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও দুই পুত্র উৎপাদন করেন; তাঁহাদের নাম—নকুল ও সহদেব। কারূষ বৃদ্ধশর্ম্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে দন্তবক্রনামক মহাসুর জন্মগ্রহণ করে। কৈকেয়রাজ শ্রুতকীর্ত্তির গর্ভে সন্তর্দ্দন প্রভৃতি পাঁচজন কৈকেয়াখ্য পুত্র হয়। অবন্তিরাজ রাজাধিদেবীকে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে দুই সন্তান

* অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রের নাম কানীন

সন্তর্দ্দনাদয়ঃ পঞ্চ কৈকেয়াঃ পুত্রা বভূবুঃ। রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ জজ্ঞাতে ॥১১

শ্রুতশ্রবসমপি চেদিরাজো দমঘোষনামা উপযেমে। তস্যাং শিশুপালমুৎপাদয়ামাস। স হি পূর্ব্বমপ্যনাচারবিক্রমসম্পন্নো দৈত্যাদিপুরুষো হিরণ্যকশিপুরভূৎ ॥১২

যশ্চ ভগবতা সকললোকগুরুণা ঘাতিতঃ, পুনরপ্যক্ষতবীর্য্যশৌর্য্যসম্পৎপরাক্রমগুণঃ সমাক্রান্তসকলত্রৈলোক্যেশ্বরপ্রতাপো দশাননোঽভবৎ ॥১৩

বহুকালোপভুক্তভগবৎসকাশাদেবাপ্ত-শরীরপাতোদ্ভবপুণ্যফলোঽথ ভগবতৈব রাঘবরূপিণা সোঽপি নিধনমুপনীতঃ, পুনশ্চেদিরাজ-দমঘোষপুত্রঃ শিশুপালনামাভবৎ ॥১৪

শিশুপালত্বে চ ভগবতো ভূভারাবতারণায়াবতীর্ণাংশস্য পুণ্ডরীকনয়নাখ্যস্য উপরি দ্বেষানুবন্ধমতিতরাং চকার। ভগবতা চ নিধনমুপনীতস্তত্রৈব পরমাত্মভূতে মনসস্তদেকাগ্রতয়া তত্রৈব সাযুজ্যমবাপ ॥১৫

ভগবান্ হি প্রসন্নো যথাভিলষিতং দদাতি, অপ্রসন্নোঽপি নিঘ্নন্ দিব্যমনুপমং স্থানং

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

হয়; তাঁহাদের নাম যথা—বিন্দ ও অনুবিন্দ। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে শিশুপাল নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। সেই শিশুপালই পূর্ব্বজন্মে অনাচারবিক্রমসম্পন্ন দৈত্যাদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ছিল। এই হিরণ্যকশিপু সকললোকগুরু ভগবান্ বিষ্ণু-কর্তৃক নিহত হয় এবং পরে পুনর্ব্বার অক্ষত-বীর্য্য-শৌর্য্যসম্পত্তিমান্ সকল-ত্রৈলোক্যেশ্বরপ্রতাপশালী পরাক্রান্ত দশাননরূপে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ রাবণ নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তুসকল উপভোগ করিল এবং ভগবানের হস্তেই নিধনরূপ পুণ্যের বলে পুনর্ব্বার রামরূপী ভগবান্ কর্তৃক ঘাতিত হইল। তারপর মরণান্তে দমঘোষপুত্র শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিল। এই শিশুপালজন্মেও ভূমিভারহরণের জন্য অংশরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত দ্বেষ করিতে লাগিল। অনন্তর ভগবান্ তাহাকে নিধন করিলে, সে সেই পরমাত্মভূত ভগবানের প্রতি মনের একাগ্রতা প্রযুক্ত সাযুজ্য (মুক্তি) প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ প্রসন্ন হইলে যেমন অভিলষিত বস্তু দান করেন, সেইরূপ অপ্রসন্ন হইয়া বিনাশ করিলেও দিব্য অনুপম স্থান প্রদান করিয়া থাকেন।১১-১৬

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[শিশুপালস্য পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্তস্য, বসুদেবস্য চ সন্তানানাং বর্ণনম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।

হিরণ্যকশিপুত্বে চ রাবণত্বে চ বিষ্ণুনা।
অবাপ নিহতো ভোগানপ্রাপ্যানমরৈরপি ॥
ন লয়ং তত্র তেনৈব নিহতঃ স কথং পুনঃ।
সম্প্রাপ্তঃ শিশুপালত্বে সাযুজ্যং শাশ্বতে হরৌ ॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্ব্বধর্ম্মভৃতাং বর।
কৌতূহলপরেণৈতৎ পৃষ্টো মে বক্তুমর্হসি ॥১

দৈত্যেশ্বরস্য তু বধায়াখিললোকোৎপত্তিস্থিতি-বিনাশকারিণা পূর্ব্বতনুং গৃহ্নতা নৃসিংহরূপমাবিষ্কৃতম্। তত্র হিরণ্যকশিপোর্বিষ্ণুরয়মিত্যেবং ন মনস্যভূৎ ॥২

নিরতিশয়পুণ্যজাতসম্ভূতমেতৎ সত্ত্বমিতিরজো-দ্রেকপ্রেরিতৈকাগ্রমতিস্তদ্ভাবনাযোগাৎ ততোঽবাপ্ত-বধহেতুকীং নিরতিশয়ামেবাখিলত্রৈলোক্যাধিক্য-ধারিণীং দশাননত্বে ভোগসম্পদমবাপ ॥৩

নাতস্তস্মিন্ অনাদিনিধনে পরব্রহ্মভূতে ভগবত্য-নালম্বনি কৃতে মনসস্তত্র লয়ম্ ॥৪

দশাননত্বেঽপ্যনঙ্গপরাধীনতয়া জানকীসমাসক্ত-চেতসো দাশরথিরূপধারিণস্তদ্রূপদর্শনমেবাসীৎ, নায়মচ্যুত ইত্যাসক্তিবিপদ্যতোঽন্তঃকরণস্য মানুষ-বুদ্ধিরেব কেবলমভূৎ ॥৫

পুনরচ্যুতবিনিপাতমাত্রফলমখিল-ভূমণ্ডলশ্লাঘ্য-চেদিরাজকুলজন্মাব্যাহতং চৈশ্বর্য্যং শিশুপালত্বে চাবাপ ॥৬

তত্র ত্বখিলান্যেব ভগবন্নামকারণান্যভবন্। ততশ্চ

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শিশুপালের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত ও বসুদেবের সন্তানগণের বর্ণনা।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—আপনি সকল ধর্ম্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আমি কৌতূহল পরবশ হইয়া একটী বিষয় শুনিবার জন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন। সেই বিষয়টী এই যে, এই শিশুপাল পূর্ব্বে হিরণ্যকশিপু ও রাবণজন্মে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নানাপ্রকার দেবদুর্লভ ভোগসমূহ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সেই জন্মেই বা কি কারণে সেই ভগবানে লয়প্রাপ্ত হয় নাই; আর শিশুপাল জন্মেই বা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া, কেনই বা সেই সনাতন ভগবানে লয় (সাযুজ্য মুক্তি) প্রাপ্ত হইল? ১-৩

পরাশর বলিলেন,—পূর্ব্বকালে দৈত্যেশ্বরের বধের জন্য অখিল লোকের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকারী ভগবান্ অপূর্ব্বতনুগ্রহণকালে নৃসিংহরূপই প্রকটিত করেন। সেই সময় 'এই নৃসিংহই বিষ্ণু' এইপ্রকার চিন্তা হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে উদিত হয় নাই। 'কিন্তু ইহা নিরতিশয় পুণ্যসমূহসম্ভূত প্রাণী' এই প্রকার রজোগুণপ্রেরণায় একাগ্রমতি হইয়া মরণকালে তাদৃশ ভাবনা করিয়াছিল বলিয়া ভগবান্ হইতে মরণলাভ-জনিত অখিলত্রৈলোক্য-মধ্যে অধিকারিণী অতিশয় ভোগ সম্পত্তি রাবণজন্মে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণেই হিরণ্যকশিপুর সেই আদি ও অন্তরহিত পরব্রহ্মভূত ভগবানে মন লীন হয় নাই। অনন্তর দশাননজন্মেও চিত্তের কামপরাধীনার জন্য জানকীর প্রতি আসক্তচিত্ত রাবণের দাশরথিরূপধারী ভগবানের দর্শন মাত্রই হইয়াছিল; কিন্তু সেই রামচন্দ্রই যে স্বয়ং অচ্যুত, এ কথা

তৎকারণকৃতানাং তেষামশেষাণামেবাচ্যুতনাম্নামনবরতমনেকজন্মসংবর্দ্ধিতবিদ্বেষানুবন্ধিচিত্তো বিনিন্দন্ সন্তর্জ্জনাদিষু উচ্চারণমকরোৎ ॥৭

তচ্চ রূপমুৎফুল্লপদ্মদলামলাক্ষমত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্রধার্য্যমল-কিরীট-কেয়ূর-কটকোপশোভিতমুদারপীবর-চতুর্ব্বাহুশঙ্খ-চক্র-গদাসিধরমতিপ্রৌঢ়বৈরানুভাবাদটন-ভোজন-স্নানাসন-শয়নাদিষ্ববস্থান্তরেষু নৈবাপযযাবস্থাস্বচেতসঃ ॥৮

ততস্তমেবাক্রোশেসূচ্চারয়ন্ তমেব হৃদয়ে ধারয়ন্নাত্মবধায় ভগবদ্ধস্তচক্রাংশুমালোজ্জ্বলমক্ষয়ে তেজঃস্বরূপং পরমব্রহ্মস্বরূপমপগতরাগদ্বেষাদিদোষং ভগবন্তমদ্রাক্ষীৎ ॥৯

তাবচ্চ ভগবচ্চক্রেণাশু ব্যাপাদিতঃ। তেন তৎস্মরণদগ্ধাখিলাঘসঞ্চয়ো ভগবতৈবান্তমুপনীতস্তস্মিন্নেব লয়মুপযযৌ। এতৎ তবাখিলং ময়াভিহিতম্। ভগবানিহ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদি-দুর্ল্লভং ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ ভক্তিমতাম্ ॥১০

বসুদেবস্যানকদুন্দুভেঃ পৌরবী-রোহিণী-মদিরা-ভদ্রা-দেবকী-প্রমুখা বহ্ব্যঃ পত্ন্যোঽভবন্ ॥১১

বলভদ্র-শারণ-শঠ-দুর্ম্মদাদীন্ পুত্রান্ রোহিণ্যামানকদুন্দুভিরুৎপাদয়ামাস। বলভদ্রোঽপি রেবত্যাং নিশঠোল্মুকৌ পুত্রাবজনয়ৎ। মার্ষ্টিমার্ষিমচ্ছিশি-শিশু-সত্যধৃতিপ্রমুখাঃ শারণস্যাত্মজাঃ। ভদ্রাশ্ব-ভদ্রবাহু দুর্দ্দম-ভূতাদ্যা রোহিণ্যাঃ কুলজাঃ ॥১২

নন্দোপনন্দকৃতকাদ্যা মদিরায়াস্তনয়াঃ। ভদ্রায়াশ্চোপনিধি-গদাদ্যাঃ। বৈশাল্যাং চ কৌশিকমেকমজনয়দানকন্দুভিঃ। দেবক্যামপি কীর্ত্তিমৎ-

---

মনে উদিত হয় নাই, সুতরাং বিপন্ন অন্তঃকরণে কেবল তাঁহার প্রতি মানুষবুদ্ধিই হইয়াছিল। পরে পুনর্ব্বার নারায়ণের হস্তে নিধনের ফলস্বরূপ অখিলভূমণ্ডলে শ্লাঘ্য চেদিরাজকুলে শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করত অব্যাহত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইল।৪-৬

এই শিশুপাল-জন্মে এমন বহুতর কারণ ছিল, যাহাতে প্রায়ই ভগবানের নাম স্মরণ করিতে হইত। অনেক জন্ম হইতেই ভগবানের প্রতি চিত্তের বিদ্বেষ থাকায় সন্তর্জ্জনাদিতে নিন্দাচ্ছলে শিশুপাল অচ্যুতের অনেক নামের প্রায়ই উচ্চারণ করিত। তখন বহুকালের শত্রুতাহেতু শিশুপালের চিত্ত হইতে ভ্রমণ, ভোজন, স্নান, আসন ও শয়নাদি অবস্থাসমূহেও প্রফুল্লপদ্মদল-সদৃশ অমলনেত্রধারী, অত্যুজ্জ্বলপীতবস্ত্রধারী, অমল কেয়ূর, কিরীট ও কটক দ্বারা সুশোভিত, উদার পীবর চতুর্ব্বাহু দ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও অসিধারী। ভগবানের রূপ অপসৃত হইত না। অনন্তর শিশুপাল আক্রোশকালেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করত তাঁহারই চিন্তা করিতে লাগিল, আর সকল সময়েই দেখিতে লাগিল যেন স্বীয় বধের জন্য ভগবান্ চক্র ক্ষেপণ করিয়াছেন এবং সেই চক্রের তেজোরাশিতে উজ্জ্বল পরমব্রহ্মস্বরূপ রাগদ্বেষাদি-দোষরহিত ভগবান্ অক্ষয়-তেজরূপে বিরাজ করিতেছেন।৭-৯

শিশুপালের এই প্রকার মানসিক ভাবের সময় ভগবান্ চক্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কারণে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত শিশুপাল অখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সেই ভগবানেই লয় প্রাপ্ত হইল। আমি তোমার নিকট এই সকল বিষয় বলিলাম। দ্বেষের সহিতও যদি ভগবানের নাম স্মরণাদি ও কীর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলেও তিনি অখিল-সুরাসুরাদিদুর্ল্লভ ফল প্রদান করেন; ভক্তির সহিত স্মরণাদি করিলে ত কথাই নাই। আনকদুন্দুভি বসুদেবের পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা ও দেবকী আদি বহু পত্নী ছিল। আনকদুন্দুভি রোহিণীর গর্ভে বলভদ্র, শারণ, শঠ ও দুর্ম্মদ প্রভৃতি বহু সন্তান উৎপাদন করেন। বলভদ্র রেবতীর গর্ভে নিশঠ ও উল্মুক নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। মার্ষ্টি, মার্ষিমৎ, শিশি, শিশু ও সত্যরতিপ্রমুখ শারণের

সুষেণোদাপি-ভদ্রসেন ঋজুদাস ভদ্রদেহাখ্যাঃ ষট্ পুত্রা জজ্ঞিরে ॥১৩

তাংশ্চ সর্ব্বানেব কংসো ঘাতিতবান্। অনন্তরঞ্চ সপ্তমং গর্ভমর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রেরিতা যোগনিদ্রা রোহিণ্যা জঠরমপকৃষ্য নীতবতী ॥১৪

কর্ষণাচ্চাসাবপি সঙ্কর্ষণাখ্যমবাপ ॥১৫

ততঃ সকলজগন্মহাতরুমূলভূতো ভূতাতীত-ভবিষ্যাদিসকল-সুরাসুর-মুনি-মনুজ-মনসামপ্যগোচরো-ঽজভবপ্রমুখৈরনলপ্রমুখৈশ্চ প্রণম্যাবনিভারাবতারণায় প্রসাদিতো ভগবাননাদিমধ্যো দেবকীগর্ভে সমবততার বাসুদেবঃ ॥১৬

তৎপ্রসাদবিবর্দ্ধিতনানাভিমানা চ যোগনিদ্রা নন্দগোপপত্ন্যা যশোদায়া গর্ভমধিষ্ঠিতবতী ॥১৭

সুপ্রসন্নাদিত্যচন্দ্রাদিগ্রহমব্যালাদিভয়ং সুস্থমানস-মখিলমেবৈতজ্জগদপাস্তাধর্ম্মমভবৎ — তস্মিংশ্চ পুণ্ডরীকনয়নে জায়মানে ॥১৮

জাতেন চ তেনাখিলমেবৈতৎ সম্মার্গবর্ত্তি জগদ-ক্রিয়ত। ভগবতোঽপ্যত্র মর্ত্ত্যলোকেঽবতীর্ণস্য ষোড়শ-সহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্। তাসাঞ্চ রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী-জালহাসিনী প্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ। তাসু চাষ্টাযুতানি লক্ষঞ্চ পুত্রাণাং ভগবানখিলমূর্ত্তিরনাদিমানজনয়ৎ ॥১৯

তেষাঞ্চ প্রদ্যুম্ন - চারুদেষ্ণ - সাম্বাদয়স্ত্রয়োদশ প্রধানাঃ। প্রদ্যুম্নো হি রুক্মিণস্তনয়াং ককুদ্বতীং নামো-পযেমে। তস্যামস্যানিরুদ্ধো জজ্ঞে। অনিরুদ্ধোঽপি রুক্মিণ এব পৌত্রীং সুভদ্রাং নামোপযেমে। তস্যামস্য বজ্রোঽভবৎ। বজ্রস্য প্রতিবাহুঃ, তস্যাপি

বহু সন্তান হয়। ভদ্রাশ্ব, ভদ্রবাহু দুর্দ্দম ও ভূতপ্রমুখ রোহিণীর কুলজাত। নন্দ, উপনন্দ ও কৃতক প্রভৃতি মদিরার পুত্র। উপনিধি ও গদ প্রভৃতি ভদ্রার পুত্র। আনকদুন্দুভিও বৈশালীর গর্ভে কৌশিক নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবকীর গর্ভেও কীর্ত্তিমান্ সুষেণ, উদাপি, ভদ্রসেন, ঋজুদাস ও ভদ্রদেহ নামে ছয়টী পুত্র হয়।১০-১৩

ঐ ছয় জন পুত্রকেই কংস বিনাশ করিয়াছিল। অনন্তর সপ্তম বার গর্ভ হইলে, অর্দ্ধরাত্রে ভগবৎপ্রেরিতা যোগনিদ্রা দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর জঠরে সন্তান লইয়া যান। বলভদ্র গর্ভাবস্থানকালে আকৃষ্ট হন বলিয়া তাঁহার সঙ্কর্ষণ নাম হয়। অনন্তর নিখিল-জগৎ-স্বরূপ মহাবৃক্ষের মূলভূত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সকল সুরাসুর ও মুনিগণের মনেরও অগোচর, আদি ও মধ্যরহিত ভগবান্ বাসুদেব পৃথিবীর ভারহরণের জন্য ব্রহ্মা ও অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ কর্ত্তৃক প্রণামের সহিত প্রসাদিত হইয়া দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন। ভগবানের অনুগ্রহে বর্দ্ধিত মান ও অভিমানযুক্তা যোগনিদ্রাও নন্দনগোপপত্নী যশোদার গর্ভে অধিষ্ঠিত হন। কমললোচন ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলে এই জগতের অধর্ম্ম নষ্ট হইল, আদিত্য ও চন্দ্রাদি গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল, হিংস্র জন্তু প্রভৃতির ভয় দূরীভূত এবং অখিললোকই সুস্থ-মানস (নিশ্চিন্ত) হইল।১৪-১৮

ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া অখিল জগৎকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ ভগবানের ষোড়শ সহস্র ও একশত পত্নী হয়। তাঁহাদের মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ও জালহাসিনী প্রভৃতি আটটী স্ত্রীই প্রধানা। আদি-মধ্য-রহিত অখিল-মূর্ত্তি ভগবান্ সেই সকল পত্নীর গর্ভে আট অযুত ও আট লক্ষ পুত্র উৎপাদন করেন। সেই সকল পুত্রগণের মধ্যে প্রদ্যুম্ন চারুদেষ্ণ ও সাম্বআদি ত্রয়োদশ পুত্রই প্রধান। প্রদ্যুম্ন ককুদ্বতী নামে রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধও রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে অনুরুদ্ধেরও বজ্র নামে এক পুত্র হয়। বজ্রের পুত্র

সুচারুঃ। এবমনেকশতসাহস্রপুরুষসঙ্খ্যস্য যদুকুলস্য পুরুষসংখ্যা বর্ষশতৈরপি জ্ঞাতুং ন শক্যতে। যতো হি শ্লোকবত্র চরিতার্থৌ ॥২০

তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ।
কুমারাণাং গৃহাচার্য্যাশ্চাপযোগে যে রতাঃ ॥২১

সঙ্খ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্।
যত্রাযুতানামযুতং লক্ষেণাস্তে শতাধিকম্ ॥২২

দেবাসুরহতা যে তু দৈতেয়াঃ সুমহাবলাঃ।
তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু জনোপদ্রবকারিণঃ ॥২৩

তেষামুৎসাদনার্থায় ভুবি দেবো যদোঃ কুলে।
অবতীর্ণঃ কুলশতং যত্রৈকাভ্যধিকং দ্বিজ ॥২৪

বিষ্ণুস্তেষাং প্রমাণে চ প্রভুত্বে চ ব্যবস্থিতঃ।
নিদেশস্থায়িনস্তস্য বভূবুঃ সর্ব্বযাদবাঃ ॥২৫

প্রসূতিং বৃষ্ণিবীরাণাং যঃ শৃণোতি নরঃ সদা।
স সর্ব্বপাতকৈর্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

প্রতিবাহু, তৎপুত্র সুচারু এই প্রকারে অনেক শত সহস্র পুরুষসমূহ-শোভিত যদুকুলের পুরুষ সংখ্যা একশত বর্ষেও জ্ঞাত হইতে পারা যায় না। এই শ্লোকদ্বয়ই এখানে যথেষ্ট।১৯-২০

যথা—"যদুকুমারগণের চাপ (ধনু) শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তিন কোটি অষ্টাশীতি শত সহস্র (৮৮ লক্ষ) সংখ্যক গৃহাচার্য্য সর্ব্বদা রত থাকিতেন; মহাত্মা যাদবগণের এইপ্রকারে গণনা করিতে কে সক্ষম হইবে? এই যাদবগণের সংখ্যা লক্ষ অযুত হইবে"।২১-২২

যে সকল মহাবল দৈত্যগণ দেবাসুরসংগ্রামে নিহত হন, তাঁহারাই জনসমূহের উপদ্রব করিবার জন্য মনুষ্যলোকে যদুবংশে উৎপন্ন হন। হে দ্বিজ! তাঁহাদেরই উৎপাদন করিবার জন্য দেব বাসুদেব যদুকুলে অবতীর্ণ হন। এই যদু হইতে একাধিক শত কুল উৎপন্ন হয়। সেই যাদবগণের কার্য্যাকার্য্য-নিয়ম ও পালনে বিষ্ণুই প্রভু ছিলেন। সকল যাদবগণ তাঁহার নির্দ্দেশে অবস্থিতি করিতেন। যে মানুষ বৃষ্ণি-বীরগণের বংশের কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।২৩-২৬

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

[তুর্ব্বসুবংশকথনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

ইত্যেষ সমাসতস্তে কথিতঃ, তুর্ব্বসোর্বংশমবধারয় ॥১

তুর্ব্বসোর্বহ্নিরাত্মজঃ, বহ্নের্গোভানুঃ, ততশ্চ ত্রৈশাম্বঃ, তস্মাচ্চ করন্ধমঃ, তস্মাদপি মরুত্তঃ, সোঽনপত্যোঽভবৎ। ততশ্চ পৌরবং দুষ্মন্তং পুত্রমকল্পয়ৎ। এবং যযাতিশাপাৎ তদ্বংশঃ পৌরবং বংশমাশ্রিতবান্ ॥২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

তুর্ব্বসুর বংশকথন ।]

পরাশর বলিলেন,—এই যদুবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম। এক্ষণে তুর্ব্বসুর বংশ শ্রবণ কর। তুর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র গোভানু, তৎপুত্র ত্রৈশাম্ব, তৎপুত্র করন্ধম ও তৎপুত্র মরুত্ত। এই মরুত্ত অনপত্য (পুত্র-কন্যাহীন) ছিলেন, এই কারণে তিনি পুরুবংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে কল্পিত করেন। এইপ্রকারে যযাতিশাপ-প্রভাবে তুর্ব্বসুর বংশ পৌরববংশকে আশ্রয় করিয়াছিল।১-২

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ অধ্যায়

[দ্রুহ্যুবংশবিবরণম্

পরাশর উবাচ ।

দ্রুহ্যোস্তু তনয়ো বভ্রুঃ ॥১

ততঃ সেতুঃ, সেতুপুত্র আরদ্বান্ নাম, তদাত্মজো গান্ধারঃ, ততো ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাদ্ ধৃতঃ, ধৃতাদ্ দুর্গমঃ, ততঃ প্রচেতাঃ, প্রচেতসঃ পুত্রশতমধর্ম্মবহুলানাং ম্লেচ্ছানামুদীচ্যাদীনামাধিপত্যমকরোৎ ॥২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়

[দ্রুহ্যুবংশবিবরণ ।]

পরাশর বলিলেন,—দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু। বভ্রুর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরদ্বান্, তৎপুত্র গান্ধার, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্গম এবং তৎপুত্র প্রচেতাঃ। প্রচেতার একশত পুত্র উদীচ্যাদি ম্লেচ্ছগণের আধিপত্য করিয়াছিলেন।১-২

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

[যযাতিপুত্রস্যানোর্বংশবর্ণনম্‌ ।]

পরাশর উবাচ ।

যযাতেশ্চতুর্থস্য পুত্রস্য অনোঃ সভানর-চাক্ষুষ-পরমেক্ষু-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ; সভানরপুত্রঃ কালানরঃ, কালানরাৎ সৃঞ্জয়ঃ, সৃঞ্জয়াৎ পুরঞ্জয়ঃ, তস্মাজ্জনমেজয়ঃ, ততো মহামণিঃ, তস্মাচ্চ মহামনাঃ, তস্মাদপ্যুশীনর-তিতিক্ষু দ্বৌ পুত্রাবুৎপন্নৌ । উশীনরস্যাপি শিবি-নৃগ-নর-কৃমি-বর্ব্বাখ্যাঃ পঞ্চ পুত্রা বভূবুঃ। বৃষদর্ভ - সুবীর - কৈকয়-মদ্রকাশ্চত্বারঃ শিবিপুত্রাঃ, তিতিক্ষোরুষদ্রথঃ পুত্রোঽভূৎ । ততো হেমঃ, হেমাৎ সুতপাঃ, তস্মাদ্‌ বলিঃ, যস্য ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসা অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সুহ্মপুণ্ড্রাখ্যং বালেয়ং ক্ষত্রমজন্যত ॥১

তন্নামসন্ততিসংজ্ঞাশ্চ পঞ্চ বিষয়া বভূবুঃ ॥২

অঙ্গসুতঃ পারঃ, ততো দিবিরথঃ, তস্মাদ্‌ ধর্ম্মরথঃ, ততশ্চিত্ররথঃ। রোমপাদসংজ্ঞো যস্য পুত্রো দশরথো জজ্ঞে। যস্মৈ অজপুত্রো দশরথঃ শান্তাং নাম কন্যামনপত্যায় দুহিতৃত্বে যুযোজ ॥৩

রোমপাদাচ্চ তুরঙ্গঃ, তস্মাচ্চ পৃথুলাক্ষঃ, ততশ্চম্পঃ। যশ্চম্পাং নিবেশয়ামাস ॥৪

চম্পস্য হর্য্যঙ্গঃ, ততো ভদ্ররথো বৃহদ্রথো বৃহৎকর্ম্মা চ। বৃহৎকর্ম্মণশ্চ বৃহদ্ভানুঃ, তস্মাদ্‌ বৃহন্মনাঃ, ততো জয়দ্রথঃ। জয়দ্রথস্তু ব্রহ্মক্ষত্রান্তরালসম্ভূত্যাং পত্ন্যাং বিজয়ং নাম পুত্রমজীজনৎ ॥৫

বিজয়শ্চ ধৃতিং পুত্রমবাপ। তস্যাপি ধৃতব্রতঃ

অষ্টাদশ অধ্যায়

[যযাতি পুত্র অনুর বংশবর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—যযাতির চতুর্থ পুত্র অনুর তিনটি পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—সভানর, চাক্ষুষ ও পরমেক্ষু। সভানরের পুত্র কালানর, কালানরের পুত্র সৃঞ্জয়, সৃঞ্জয়ের পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র মহামণি এবং তৎপুত্র মহামনা। মহামনার উশীনর ও তিতিক্ষু নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। উশীনরেরও পাঁচটী পুত্র হয়, তাঁহাদের নাম—শিবি, নৃগ, নর, কৃমি ও বর্ব্ব। শিবির চারিজন পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম—বৃষদর্ভ, সুবীর, কৈকয় ও মদ্রক। তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ, তৎপুত্র হেম, হেমের পুত্র সুতপাঃ এবং তৎপুত্র বলি। এই বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা নামে ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, ও পুণ্ড্র নামে পাঁচজন বালেয় ক্ষত্রিয় উৎপাদন করেন। এই বলির সন্ততিগণের নামানুসারে পাঁচটী দেশের নামও অঙ্গ-বঙ্গ প্রভৃতি হইয়াছে।১-২

অঙ্গের পুত্র পার, তৎপুত্র দিবিরথ, তৎপুত্র ধর্ম্মরথ ও তৎপুত্র চিত্ররথ। এই চিত্ররথের পুত্র দশরথ, এই দশরথের আর একটী নাম রোমপাদ; এই রোমপাদের কোন পুত্র-কন্যা না থাকায় অজপুত্র দশরথ স্বীয় কন্যা শান্তাকে ইঁহার কন্যাস্বরূপে প্রদান করেন। পরে রোমপাদের একটী পুত্র হয়, তাহার নাম তুরঙ্গ, তৎপুত্র পৃথুলাক্ষ, তৎপুত্র চম্প; ইনি চম্পা নাম্নী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। চম্পের পুত্র হর্য্যঙ্গ; তৎপুত্র ভদ্ররথ, বৃহদ্রথ ও বৃহৎকর্ম্মা। বৃহৎকর্ম্মার পুত্র বৃহদ্ভানু, তৎপুত্র জয়দ্রথ। জয়দ্রথ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সঙ্কর হইতে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভে বিজয় নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বিজয়

পুত্রোঽভূৎ। ধৃতব্রতাৎ সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মণস্ত্বধিরথঃ। যোঽসৌ গঙ্গাং গতো মঞ্জুষাগতং পৃথাপবিদ্ধং কর্ণং পুত্রমবাপ ॥৬

কর্ণাদ্ বৃষসেন ইত্যেতে অঙ্গাঃ ॥৭
অতশ্চ পুরোর্ব্বংশং শ্রোতুমর্হসীতি ॥৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ধৃতি নামে এক পুত্র প্রাপ্ত হন। সেই ধৃতির পুত্র ধৃতব্রত, ধৃতব্রতের পুত্র সত্যকর্ম্মা, সত্যকর্ম্মার পুত্র অধিরথ। এই অধিরথই পৃথার পরিত্যক্ত কর্ণ নামে পুত্রকে কাষ্ঠপিঞ্জর মধ্যে প্রাপ্ত হন। কর্ণের পুত্র বৃষসেন। ইঁহারাই অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত। অনন্তর পুরুর বংশ বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩-৮

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[পুরুবংশকথনম্।]

পরাশর উবাচ।

পুরোর্জনমেজয়ঃ পুত্রস্তস্যাপি প্রচিন্বান্, প্রচীম্বতঃ প্রবীরঃ, তস্মান্মনস্যুঃ, মনস্যোশ্চাভয়দস্তস্যাপি সুদ্যুম্নঃ, ততো বহুগবঃ, তস্য সম্পাতিঃ, সম্পাতেরহম্পাতিস্ততো রৌদ্রাশ্বঃ। ঋতেয়ুঃ, কৃতেয়ুঃ, কক্ষেয়ুঃ, স্থণ্ডিলেয়ুর্ধৃতেয়ুঃ, স্থলেয়ুঃ, সন্ততেয়ুর্ধনেয়ুঃ, বনেয়ুর্নামানো রৌদ্রাশ্বস্য দশাত্মজা বভূবুঃ ॥১

ঋতেয়ো রন্তিনারঃ পুত্রোঽভূৎ। তংসুমপ্রতিরথং ধ্রুবঞ্চ রন্তিনারঃ পুত্রানবাপ। অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। তংসোরৈনিলঃ, ততো দুষ্মন্তাদ্যাশ্চত্বারঃ পুত্রা বভূবুঃ, দুষ্মন্তাচ্চক্রবর্ত্তী ভরতোঽভবৎ। যন্নামহেতুর্দেবৈঃ শ্লোকো গীয়তে।২

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।
ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥৩

রেতোধাঃ পুত্র উন্নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।
ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥৪

ঊনবিংশ অধ্যায়

[পুরুবংশকথন।]

পরাশর বলিলেন,—পুরুর পুত্র জনমেজয়, তৎপুত্র প্রচিন্বান্, তৎপুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনস্যু। মনস্যুর পুত্র অভয়দ, তৎপুত্র সুদ্যুম্ন (সুদ্যু), তৎপুত্র বহুগব (বহুগত), তৎপুত্র সম্পাতি (সংযাতি), তৎপুত্র অহম্পাতি (অহংযাতি), তৎপুত্র রৌদ্রাশ্ব, রৌদ্রাশ্বের দশজন পুত্র; তাঁহাদের নাম,—ঋতেয়ু, কৃতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, ধৃতেয়ু, স্থলেয়ু, জলেয়ু, সন্ততেয়ু, ধনেয়ু ও বনেয়ু।১

ঋতেয়ুর রন্তিনার নামে এক পুত্র হয়। রন্তিনার তংসু, অপ্রতিরথ ও ধ্রুব নামে তিনটী পুত্র লাভ করেন। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, তৎপুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেই কাণ্বায়ন নামে দ্বিজগণ উৎপন্ন হন। তংসুর পুত্র ঐনিল, ঐনিলের দুষ্মন্ত প্রভৃতি চারিজন পুত্র হয়। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত চক্রবর্ত্তী রাজা হন। ইঁহার

ভরতস্য চ পত্নীনাং যে নব পুত্রা বভূবুর্নৈতে মমানুরূপাঃ পুত্রা ইত্যভিহিতাস্তন্মাতরো জঘ্নুঃ পরিত্যাগভয়াৎ ॥৫

ততোঽস্য পুত্রজন্মনি বিতথে পুত্রার্থিনো মরুৎস্তোমযাজিনো দীর্ঘতমসা পার্ষ্ণ্যপাস্তবৃহস্পতিবীর্য্যাদুতথ্যপত্নী-মমতাসমুৎপন্নো ভরদ্বাজাখ্যঃ পুত্রো মরুদ্ভির্দত্তঃ। তস্যাপি নামনির্ব্বচনশ্লোকঃ পঠ্যতে ॥৬

মূঢ়ে ভরদ্বাজমিমং ভরদ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্ ॥৭

ইতি। ভরদ্বাজশ্চ তস্য বিতথে পুত্রজন্মনি মরুদ্ভির্দত্তঃ, ততো বিতথসংজ্ঞামবাপ ॥৮

বিতথস্য ভবন্মন্যুঃ পুত্রোঽভূৎ। বৃহৎক্ষত্র-মহাবীর্য্য-নর-গর্গাখ্যাভবন্মন্যুপুত্রঃ। নরস্য সংকৃতিঃ, সংকৃতে রুচিরধী-রন্তিদেবৌ। গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যাঃ শৈন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ ॥৯

মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়ো নাম পুত্রোঽভূৎ। তস্য ত্রয্যারুণ-পুষ্করিণ্যৌ কপিলশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাদ্ বিপ্রতামুপজগাম। বৃহৎক্ষত্রস্য সুহোত্রঃ, সুহোত্রাৎ হস্তী। য ইদং হস্তিনাপুরমারোপয়ামাস। অজমীঢ় - দ্বিমীঢ় -পুরুমীঢ়াস্ত্রয়ো হস্তিনস্তনয়াঃ, অজমীঢ়াৎ কণ্বঃ, কণ্বাদ্ মেধাতিথিঃ, যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ ॥১০

অজমীঢ়স্যান্যঃ পুত্রো বৃহদিষুঃ, বৃহদিষোর্বৃহদ্বসুঃ, ততশ্চ বৃহৎকর্ম্মা, তস্মাৎ জয়দ্রথঃ। ততোঽপি

ভরত নাম হইবার কারণস্বরূপ একটী শ্লোক দেবগণ গান করিয়া থাকেন, যথা,—"মাতা কেবল চর্ম্মময় পাত্রের তুল্য, পুত্রের প্রতি পিতারই অধিকার; পুত্র যাহার ঔরসজাত, সে তাহারই স্বরূপ। হে দুষ্মন্ত! তুমি পুত্রের ভরণ কর; শকুন্তলার অবমান করিও না। হে নরদেব! ঔরসজাত পুত্র পিতাকে যমগৃহ হইতে উদ্ধার করে, তুমি এইপুত্রের আধাতা, শকুন্তলা একথা সত্যই বলিয়াছেন।২-৪

ভরতের পত্নীগণের গর্ভে যে নয়টী পুত্র হয়, "ইহারা আমার অনুরূপ নহে" ভরত এই কথা বলায় ঐ পুত্রের জননীগণ "পাছে রাজা আমাদের পরিত্যাগ করেন" এই ভয়ে সেই পুত্রগণকে বিনাশ করেন। অনন্তর ভরতের পুত্র জন্মের বৈফল্য হইলে পর তিনি মরুৎস্তোম নামে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই সময় মরুদ্গণ তাঁহাকে ভরদ্বাজ নামে এক পুত্র প্রদান করিলেন। এই ভরদ্বাজ দীর্ঘতমমুনির পদতলপ্রহারক্ষিপ্ত বৃহস্পতিবীর্য্যে উতথ্য-পত্নী মমতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভরদ্বাজেরও নামকারণ একটী শ্লোক পঠিত হয়, যথা,—এই ভরদ্বাজের জন্মের পর বৃহস্পতি মমতাকে বলিলেন,—হে মূঢ়ে! মমতে! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতেই উৎপন্ন, তুমি ইহাকে ভরণ কর। তখন মমতা বলিলেন,—হে বৃহস্পতে! এই পুত্র আমাদের দুইজন হইতে উৎপন্ন, অতএব তুমি ইহাকে ভরণ কর। পরস্পর এইরূপ বলিয়া পিতা ও মাতা প্রস্থান করিলে এই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ হইল।৫-৭

ভরতের পুত্রজন্ম বিতথ (ব্যর্থ) হওয়ায় মরুদ্গণ এই ভরদ্বাজকে পুত্র-স্বরূপে প্রদান করেন বলিয়া এই ভরদ্বাজের একটী নাম হইল "বিতথ"। বিতথের ভবন্মন্যু নামে এক পুত্র হয়। ভবন্মন্যুর বৃহৎক্ষত্র, মহাবীর্য্য, নর ও গর্গাদি অনেক পুত্র হয়। নরের পুত্র সংকৃতি, সংকৃতির দুই পুত্র—রুচিরধী ও রন্তিদেব। গর্গের পুত্র শিনি, এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈন্য নামে কীর্ত্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাবীর্য্যের উরুক্ষয় নামে এক পুত্র হয়। এই উরুক্ষয়ের ত্রয্যারুণ, পুষ্করিণ্য ও কপিল নামে তিনজন পুত্র হন এবং এই তিন পুত্রই পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র সুহোত্র, সুহোত্রের পুত্র হস্তী। এই হস্তীই হস্তিনা নামে পুরী নির্ম্মাণ করেন। হস্তীর তিন পুত্র; অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতেও কাণ্বায়ন দ্বিজগণ উৎপন্ন হন।৮-১০

বিশ্বজিৎ, ততশ্চ সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব-কাশ্য-দৃঢ়-ধনুর্বৎসহনুসংজ্ঞাঃ সেনাজিতঃ পুত্রাঃ। রুচিরাশ্বতঃ পৃথুসেনঃ, তস্মাৎ পারঃ, পারাদ্ নীপঃ। তস্যৈক-শতং পুত্রাণাম্, তেষাং প্রধানঃ কাম্পিল্যাধিপতিঃ সমরঃ ॥১১

সমরস্যাপি পার-সম্পার-সদশ্বাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। পারাৎ পৃথুঃ, পৃথোঃ সুকৃতিঃ, সুকৃতেবিভ্রাজঃ ততশ্চানুহঃ। স চ শুকদুহিতরং কীর্ত্তিং নামোপযেমে ॥১২

অনুহাদ্ ব্রহ্মদত্তস্ততো বিষ্বক্সেনস্তস্যোদকসেনস্ততো ভল্লাটঃ, তস্যাত্মজো দ্বিমীঢ়ঃ, দ্বিমীঢ়স্য যবীনরসংজ্ঞস্তস্যাপি ধৃতিমান্, ততঃ সত্যধৃতিঃ, ততশ্চ দৃঢ়নেমিঃ, তস্মাচ্চ সুপার্শ্বঃ, ততঃ সুমতিঃ, ততশ্চ সন্নতিমান্, সন্নতিমতঃ কৃতোঽভূৎ। যং হিরণ্যনাভো যোগমধ্যাপয়ামাস। যশ্চতুর্ব্বিংশতিং প্রাচ্যসামগানাং চকার সংহিতাঃ ॥১৩

কৃতাচ্চোগ্রায়ুধঃ। যেন প্রাচুর্য্যেণ নৃপক্ষয়ঃ কৃতঃ ॥১৪

উগ্রায়ুধাৎ ক্ষেম্যস্তস্মাৎ সুবীরস্তস্য নৃপঞ্জয়ঃ, ততো বহুরথঃ। ইত্যেতে পৌরবাঃ। অজমীঢ়স্য নীলিনী নাম পত্নী। তস্যাং নীলসংজ্ঞঃ পুত্রোঽভবৎ। তস্মাদপি শান্তিঃ, শান্তেঃ সুশান্তিঃ, সুশান্তেঃ পুরুজানুঃ, ততশ্চক্ষুস্ততোহর্য্যশ্বঃ, তস্মাদ্ মুদ্গল-সৃঞ্জয়-বৃহদিষু-প্রবীর-কাম্পিল্যাঃ। পঞ্চানামেতেষাং বিষয়াণাং রক্ষণায়ালমেতে মৎপুত্রাঃ, ইতি পিত্রাভিহিতাঃ অতস্তে পাঞ্চালাঃ ॥১৫

মুদ্গলাচ্চ মৌদ্গল্যাঃ, ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভূবুঃ। মুদ্গলাদ্ বৃদ্ধশ্বঃ, বৃদ্ধশ্বাৎ দিবোদাসোঽহল্যা চ মিথুনমভূৎ। শরদ্বতোঽহল্যায়াং শতানন্দোঽভবৎ। শতানন্দাৎ সত্যধৃতিঃ ধনুর্বেদান্তগো জজ্ঞে। সত্যধৃতেস্তু বরাপ্সরসমুর্ব্বশীং দৃষ্ট্বা রেতঃ স্কন্নং শরস্তম্বে পপাত ॥১৬

তচ্চ দ্বিধাগতমপত্যদ্বয়ং কুমারঃ কন্যকা চ অভবৎ। মৃগয়ামুপাগতঃ শান্তনুর্দৃষ্ট্বা কৃপয়া জগ্রাহ ॥১৭

অজমীঢ়ের আর এক পুত্রের নাম বৃহদিষু, বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্বসু, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র জয়দ্রথ, তৎপুত্র বিশ্বজিৎ, তৎপুত্র সেনজিৎ। রুচিরাশ্ব, কাশ্য, দৃঢ়ধনুঃ ও বৎসহনু নামে সেনজিতের চারিজন পুত্র হয়। রুচিরাশ্বের পুত্র পৃথুসেন, তৎপুত্র পার, পারের পুত্র নীপ। নীপের একশত পুত্র; তাহাদের মধ্যে কাম্পিল্যাধিপতি সমরই শ্রেষ্ঠ। সমরের তিন পুত্র—পার, সম্পার ও সদশ্ব। পারের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র সুকৃতি, সুকৃতির পুত্র বিভ্রাজ, তৎপুত্র অনুহ; অনুহ শুককন্যা কীর্ত্তিকে বিবাহ করেন। অনুহের পুত্র ব্রহ্মদত্ত, তৎপুত্র বিষ্বক্সেন, তৎপুত্র উদক্সেন, তৎপুত্র ভল্লাট, তৎপুত্র দ্বিমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, তৎপুত্র ধৃতিমান্, তৎপুত্র সত্যধৃতি, তৎপুত্র দৃঢ়নেমি, তৎপুত্র সুপার্শ্ব, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমানের পুত্র কৃত। এই কৃতকে হিরণ্যনাভ যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করান এবং এই কৃত প্রাচ্য-সামগগণের চতুর্বিংশতি সংহিতা প্রণয়ন করেন। কৃতের পুত্র উগ্রায়ুধ; এই উগ্রায়ুধ অনেক নৃপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করেন।১১-১৪

উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুবীর, তৎপুত্র নৃপঞ্জয় ও তৎপুত্র বহুরথ। এই ইঁহারাই পুরুবংশীয় নৃপতি। অজমীঢ়ের নীলিনী নামে এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে নীল নামা এক পুত্র জন্মে। নীলের পুত্র শান্তি, শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজানু; তৎপুত্র চক্ষু, তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্বের পাঁচজন পুত্র—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য। পিতা ঐ পুত্রগণের উদ্দেশে 'এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটী দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ' এই কথা বলায় উঁহাদের নাম 'পাঞ্চাল' হয়। মুদ্গল হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ কোন কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত মৌদ্গল্য নামে অভিহিত হন। মুদ্গলের পুত্র বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের দিবোদাস নামে পুত্র

ততঃ স কুমারঃ কৃপঃ, কন্যা চাশ্বত্থাম্নোজননী কৃপী দ্রোণপত্ন্যভবৎ। দিবোদাসস্য মিত্রয়ুঃ, মিত্রয়োশ্চ্যবনো নাম রাজা, চ্যবনাৎ সুদাসঃ সৌদাসঃ সহদেবস্তস্যাপি সোমকস্ততো জন্তুঃ শতপুত্রজ্যেষ্ঠোঽভবৎ। তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ, পৃষতাদ্ দ্রুপদস্তস্মাদ্ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, তস্মাদ্ ধৃষ্টকেতুঃ। অজমীঢ়স্যান্য-ঋক্ষনামা পুত্রোঽভূৎ। ঋক্ষাৎ সংবরণঃ, সংবরণাৎ কুরুঃ। য ইদং ধর্ম্মক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং চকার॥১৮

সুধনু-জহ্নু-পরিক্ষিৎ-প্রমুখাঃ কুরোঃ পুত্রা বভূবুঃ। সুধনুষঃ সুহোত্রঃ, তস্মাচ্চ্যবনঃ, চ্যবনাৎ কৃতকঃ, ততশ্চোপরিচরো বসুঃ। বৃহদ্রথ-প্রত্যগ্র-কুশাম্ব-মাবেল্লমৎস্যপ্রমুখা বসোঃ পুত্রাঃ সপ্তাজায়ন্ত বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ, তস্মাদৃষভঃ, ততঃ পুষ্পবান্, তস্মাৎ সত্যধৃতঃ, তস্মাৎ সুধন্বা, তস্য চ জন্তুঃ। বৃহদ্রথাচ্চান্যঃ শকলদ্বয়জন্মা জরয়া সন্ধিতো জরাসন্ধো নাম, তস্মাৎ সহদেবঃ, ততঃ সোমাপিঃ, ততঃ শ্রুতশ্রবাঃ। ইত্যেতে মাগধা ভূভৃতঃ॥১৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ॥

ও অহল্যা নামে এক কন্যা হয়। অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামে এক পুত্র হয়, শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি; এই সত্যধৃতি ধনুর্ব্বেদের পারদর্শী ছিলেন। এক দিবস অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে দেখিয়া সত্যধৃতির রেতঃ (বীর্য্য) স্খলিত হইয়া শরগুচ্ছে পতিত হইল।১৫-১৬

অনন্তর ঐ রেতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটী পুত্র ও একটী কন্যাতে পরিণত হইল। এই সময় রাজা শান্তনু মৃগয়ার্থে আগমন করেন। তিনি সেই পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ঐ দুইটীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই কুমারের নাম হইল কৃপ, আর কন্যার নাম কৃপী। এই কৃপী অশ্বত্থামার জননী এবং দ্রোণপত্নী। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ুঃ, মিত্রয়ুর পুত্র রাজা চ্যবন, চ্যবনের পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমক, সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং এই একশত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পৃষত। পৃষতের পুত্র দ্রুপদ, তৎপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু। অজমীঢ়ের ঋক্ষ নামে আর একটী পুত্র ছিল। ঋক্ষের পুত্র সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু; এই কুরুই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র স্থাপন করেন। সুধনু, জহ্নু ও পরিক্ষিৎ-প্রমুখ কুরুর অনেক পুত্র হয়। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তৎপুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র কৃতক, তৎপুত্র উপরিচর-বসু; উপরিচরবসুর সাত জন পুত্র হয়; তন্মধ্যে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, কুশাম্ব, মাবেল্ল ও মৎস্যই শ্রেষ্ঠ। বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তৎপুত্র ঋষভ, তৎপুত্র পুষ্পবান্, তৎপুত্র সত্যধৃত, তৎপুত্র সুধন্বা, তৎপুত্র জন্তু। বৃহদ্রথের আর একটী পুত্র হয়, এই পুত্র জন্মকালে দুই খণ্ডে বিভক্ত থাকে। পরে জরা নামে এক রাক্ষসী ঐ দুই খণ্ডকে একত্রিত করায় ঐ পুত্রের নাম জরাসন্ধ হয়। তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবাঃ। ইঁহারাই মাগধ নরপতি।১৭-১৯

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[কুরুবংশবর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

পরিক্ষিতো জনমেজয়-শ্রুতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাশ্চত্বারঃ পুত্রাঃ ॥১

জহ্নোস্তু সুরথো নামাত্মজো বভূব ॥২

তস্য বিদূরথঃ, বিদূরথস্য সার্ব্বভৌমঃ, সার্ব্বভৌমাজ্জয়সেনঃ, তস্মাদারাবী, ততশ্চাযুতায়ুঃ, অযুতায়োরক্রোধনঃ, তস্মাদ্ দেবাতিথিঃ, ততশ্চ ঋক্ষোঽভবৎ ॥৩

ঋক্ষাদ্ ভীমসেনঃ, ততশ্চ দিলীপঃ, দিলীপাৎ প্রতীপস্তস্যাপি দেবাপি-শান্তনু-বাহ্লীক-সংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। দেবাপির্বাল্য এবারণ্যং বিবেশ ॥৪

শান্তনুরবনীপতিরভবৎ। অয়ঞ্চ তস্য শ্লোকঃ পৃথিব্যাং গীয়তে ॥

যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ
শান্তিঞ্চাপ্নোতি যেনাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ ॥৫

তস্য শান্তনো রাষ্ট্রে দ্বাদশবর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ ॥৬

ততশ্চাশেষরাষ্ট্রবিনাশমবেক্ষ্যাসৌ রাজা ব্রাহ্মণানপৃচ্ছৎ, ভোঃ কস্মাদস্মিন্ রাষ্ট্রে দেবো ন বর্ষতি, কো মমাপরাধ ইতি। তে তমূচুঃ—অগ্রজস্য তেঽর্হেয়মবনিস্ত্বয়া ভুজ্যতে পরিবেত্তা ত্বম্, ইত্যুক্তঃ। স পুনস্তানপৃচ্ছৎ কিং ময়া বিধেয়মিতি। তে তমূচুঃ—যাবদ্ দেবাপির্ন পতনাদিভির্দোষৈরভিভূয়তে তাবত্তস্যার্হং রাজ্যং, তদলমেতেন তস্মৈ দীয়তাম্ ইত্যুক্তে তস্য মন্ত্রিপ্রবরেণাশ্মসারিণা তত্রারণ্যে তপস্বিনে বেদবাদবিরোধবক্তারঃ প্রয়োজিতাঃ ॥৭

তৈরপ্যতিঋজুমতের্মহীপতিপুত্রস্য বুদ্ধির্বেদবিরোধমার্গানুসারিণ্যক্রিয়ত ॥৮

বিংশ অধ্যায়

[কুরুবংশের বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—পরিক্ষিতের চারিপুত্র; জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। জহ্নুর সুরথ নামে এক পুত্র হয়। তৎপুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌমের পুত্র জয়সেন, তৎপুত্র আরাবী, তৎপুত্র অযুতায়ু, অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তৎপুত্র দেবাতিথি, তৎপুত্র ঋক্ষ। এই ঋক্ষ অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষ হইতে স্বতন্ত্র। ঋক্ষের পুত্র ভীমসেন, তৎপুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র; দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক। দেবাপি বাল্যকালেই অরণ্যে প্রবেশ করেন; শান্তনু রাজা হন। পৃথিবীতে এই শান্তনু সম্বন্ধে একটী শ্লোক গীত হয়; যথা,—'রাজা শান্তনু স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা যে যে বৃদ্ধকে স্পর্শ করিতেন, সেই সেই বৃদ্ধই যৌবন লাভ করিত এবং তাহার স্পর্শে জীবগণ অত্যুত্তম শান্তিলাভ করিত। এই কর্ম্ম জন্যই ইঁহার নাম শান্তনু হয়'।১-৫

সেই শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি হয় নাই। অনন্তর রাজা শান্তনু সমস্ত রাষ্ট্রের বিনাশ হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'হে দ্বিজগণ! আমার রাজ্যে বৃষ্টি হইতেছে না কেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি? তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—এই পৃথিবী আপনার অগ্রজের, অথচ আপনি ইহার ভোগ করিতেছেন, সুতরাং আপনি পরিবেত্তা—এই দোষেই অনাবৃষ্টি হইয়াছে। অনন্তর আমার কি কর্ত্তব্য পুনর্ব্বার এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপি যতদিন পর্য্যন্ত পাতিত্যজনক কোন দোষাচরণ না করেন, ততদিন এই রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য, সুতরাং তাঁহার প্রাপ্য রাজ্য

রাজা চ শান্তনুর্দ্বিজবচনোৎপন্নপরিবেদনশোকস্তান্ ব্রাহ্মণান্ অগ্রণীকৃত্য অগ্রজরাজ্যপ্রদানায়ারণ্যং জগাম। তদাশ্রমমুপগতাশ্চ তমবনীপতিপুত্রং দেবাপিমুপতস্থুঃ। তে ব্রাহ্মণা বেদবাদানুবন্ধানি বচাংসি রাজ্যমগ্রজেন কর্ত্তব্যমিত্যর্থবন্তি তমূচু অসাবপি বেদবাদবিরোধিযুক্তিদূষিতমনেকপ্রকারং তানাহ। ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ শান্তনুমূচুঃ, আগচ্ছ ভো রাজন্ অলমত্রাতিনির্বন্ধেন, প্রশান্ত এবাসাবনাবৃষ্টিদোষঃ পতিতোঽয়মনাদিকাল-মহিতবেদবচনদূষণোচ্চারণাৎ। পতিতে চাগ্রজে নৈব পরিবেত্তৃত্বং ভবতি ইত্যুক্তঃ, শান্তনুঃ স্বপুরমাগত্য রাজ্যমকরোৎ। বেদবাদবিরোধিবচনোচ্চারণদূষিতে চ জ্যেষ্ঠেঽস্মিন্ ভ্রাতরি দেবাপাবখিলশস্যনিষ্পত্তয়ে ববর্ষ ভগবান্ পর্জ্জন্যঃ॥৯

বাহ্লীকস্য সোমদত্তঃ পুত্রোঽভূৎ। সোমদত্তস্যাপি ভূরি-ভূরিশ্রবঃ-শল্যসংজ্ঞাস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ। শান্তনোরপ্যমরনদ্যাং গঙ্গায়ামুদারকীর্ত্তিরশেষশাস্ত্রার্থবিদ্ ভীষ্মঃ পুত্রোঽভূৎ। সত্যবত্যাঞ্চ চিত্রাঙ্গদ-বিচিত্রবীর্য্যৌ পুত্রাবজনয়ং শান্তনুঃ। চিত্রাঙ্গদস্তু বাল এব চিত্রাঙ্গদেন গন্ধর্বেণাহবে বিনিহতঃ। বিচিত্রবীর্য্যোঽপি কাশিরাজতনয়ে অম্বিকাম্বালিকে উপযেমে। তদুপভোগাদিখেদাচ্চ যক্ষ্মণা গৃহীতঃ পঞ্চত্বমগমৎ। সত্যবতীনিয়োগাচ্চ মৎপুত্রঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মাতুর্বচনমনতিক্রমণীয়মিতি বিচিত্রবীর্য্যক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডূ তৎপ্রহিত-ভুজিষ্যায়াঞ্চ বিদুরমুৎপাদয়ামাস ॥১০

ধৃতরাষ্ট্রোঽপি দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদিপ্রধানং পুত্রশতং (গান্ধার্য্যাম্) উৎপাদয়ামাস। পাণ্ডোরপ্যরণ্যে মৃগশাপোপহতপ্রজাজননসামর্থ্যস্য ধর্ম্মবায়ু-

---

তাঁহাকে প্রদান করুন। ইহাতে আপনার প্রয়োজন কি?' ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিলে পর শান্তনুর মন্ত্রী অশ্মসারী বনমধ্যে স্থিত দেবাপির নিকট বেদবাদবিরোধবক্তাকে প্রেরণ করিলেন।৬-৭

সেই বেদবাদবিরুদ্ধবক্তারাও অতি সরলমতি রাজপুত্র দেবাপির বুদ্ধিকে বেদবিরুদ্ধমার্গানুসারিণী করিল। এদিকে রাজা শান্তনু ব্রাহ্মণগণের বাক্যে অতিশয় পরিবেদনশোকে আচ্ছন্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অগ্রসর করত অগ্রজকে রাজ্য প্রদান করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ, বনে রাজপুত্র দেবাপির নিকট উপস্থিত হইয়া "অগ্রজেরই রাজ্য করা কর্ত্তব্য", এই প্রকার নানাবিধ বেদবাদ-সম্মত অর্থযুক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবাপিও যুক্তিদূষিত ও বেদবাদবিরুদ্ধ অনেক প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ রাজা শান্তনুকে বলিলেন,—"হে রাজন্! এই বিষয়ে অধিক আগ্রহ দেখাইবার প্রয়োজন নাই, আপনি আগমন করুন। এই ব্যক্তি অনাদিকালপূজিত বেদবাক্যের বিরোধী বাক্য উচ্চারণ করাতে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং অগ্রজ পতিত হইলে কনিষ্ঠ আর পরিবেত্তা হয় না।" তাঁহারা এইরূপ বলিলে রাজা শান্তনু নিজপুরে আগমন করত পুনর্ব্বার রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবাপি বেদবাদবিরুদ্ধবাক্যোচ্চারণ করিয়া দূষিত হইলে পর অখিলশস্য নিষ্পত্তির জন্য পর্জ্জন্যদেব বারি বর্ষণ করিলেন।৮-৯

বাহ্লীকের পুত্র সোমদত্ত, সোমদত্তের তিন পুত্র—ভূরি, ভূরিশ্রবাঃ ও শল্য। শান্তনুর অমরনদী গঙ্গার গর্ভে উদারকীর্ত্তি ও অশেষ-শাস্ত্রার্থবিৎ ভীষ্ম নামে এক পুত্র হয়। সত্যবতী নাম্নী আর এক পত্নীর গর্ভে শান্তনু বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে আরও দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন। চিত্রাঙ্গদ বাল্যকালে চিত্রাঙ্গদ নামক এক গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন। কিন্তু ঐ কন্যাদ্বয়ের অতিশয় উপভোগ বশত খিন্ন হইয়াই অকালে যক্ষ্মা রোগে প্রাণপরিত্যাগ করেন। অনন্তর সত্যবতীর নিয়োগানুসারে আমার পুত্র

শক্রের্যুধিষ্ঠির-ভীমসেনার্জ্জুনাঃ কুন্ত্যাং, নকুল-সহদেবৌ চ অশ্বিভ্যাং মাদ্র্যাং পঞ্চ পুত্রাঃ সমুৎপাদিতাঃ। তেষাং দ্রৌপদ্যাং পঞ্চপুত্রা বভূবুঃ। যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ, ভীমসেনাৎ সুতসোমঃ, শ্রুতকীর্ত্তিরর্জ্জুনাৎ, শতানীকো নকুলাৎ, শ্রুতকর্ম্মা সহদেবাৎ। অপরে চ পাণ্ডবানামাত্মজাঃ। তদ্‌যথা, যৌধেয়ী যুধিষ্ঠিরাদ্ দেবকং পুত্রমবাপ। হিড়িম্বা ঘটোৎকচং ভীমসেনাৎ পুত্রমবাপ। কাশী চ ভীমসেনাদেব সর্ব্বত্রগং পুত্রমবাপ। সহদেবাচ্চ বিজয়া সুহোত্রং নাম পুত্রং প্রাপ্তবতী। করেণুমত্যাঞ্চ নকুলোঽপি নিরমিত্রমজীজনৎ। অর্জ্জুনস্যাপ্যুলুপ্যাং নাগকন্যায়ামিরাবান্ নাম পুত্রোঽভূৎ। মণিপুরপতি-পুত্র্যাঞ্চ পুত্রিকাধর্ম্মেণ বভ্রুবাহনং নাম পুত্রমজীজনৎ ॥১১

সুভদ্রায়াঞ্চার্ভকত্বেঽপি যোঽসাবতিবলপরাক্রমসমস্তারাতিরথবিজেতা সোঽভিমন্যুরজায়ত। অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরিক্ষীণেষু কুরুষশ্বত্থামপ্রযুক্তব্রহ্মাস্ত্রেণ গর্ভএব ভস্মীকৃতো ভগবতঃ সকলসুরাসুরবন্দিত-চরণযুগলস্যাত্মেচ্ছাকারণমানুষরূপধারিণোঽনুভাবাৎ পুনর্জ্জীবিতমবাপ্য পরিক্ষিৎ জজ্ঞে ॥১২

যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্‌ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তি ধর্ম্মেণ পালয়তীতি ॥১৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে বিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন "মাতার বাক্য অনতিক্রমণীয়" এই বলিয়া বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে উৎপাদন করেন এবং বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীপ্রেরিত দাসীর গর্ভে বিদুরকে উৎপাদন করেন।১-১০

ধৃতরাষ্ট্র (গান্ধারীর গর্ভে) দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদি-প্রধান এক শত পুত্র উৎপাদন করেন। পাণ্ডু অরণ্যে মৃগরূপধারী ঋষির শাপপ্রভাবে জনন-সামর্থ্যহীন হন, এই কারণে তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্র যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র উৎপাদন করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তৎপত্নী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবকে উৎপাদন করেন। এই যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডুপুত্রগণের ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের পুত্র সুতসোম, অর্জ্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্ত্তি নকুলের পুত্র শতানীক ও সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্ম্মা। পাণ্ডবগণের আরও অনেক পুত্র ছিল, যথা—যৌধেয়ী যুধিষ্ঠিরের ঔরসে দেবক নামে পুত্র লাভ করেন, ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বা ঘটোৎকচ নামে পুত্র এবং কাশী সর্ব্বত্রগ নামে পুত্র লাভ করেন। বিজয়া সহদেবের ঔরসে সুহোত্র নামে এক পুত্র লাভ করেন। নকুল করেণুমতীর গর্ভে নিরমিত্র নামক এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনেরও নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইরাবান্ নামে এক পুত্র হয় এবং পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে অর্জ্জুন মণিপুরাধিপতির কন্যাতে বভ্রুবাহন নামক আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। যিনি বালক হইয়াও অতিবলপরাক্রমশালী, শত্রুপক্ষসকলের বিজয়কারী, সেই অভিমন্যু অর্জ্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে অশ্বত্থামা স্বপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অভিমন্যুসম্ভূত উত্তরার গর্ভকে ভস্মীভূত করেন; কিন্তু পরে সকল-সুরাসুর যাঁহার চরণযুগল বন্দনা করেন এবং নিজ ইচ্ছাবশতই যিনি মায়ামনুষ্যরূপধারণ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ঐ গর্ভে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া পরিক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিক্ষিৎ পরবর্ত্তিকালেও শুভময় এই অখিল ভূমণ্ডল সম্প্রতি ধর্ম্মের সহিত শাসন করিতেছেন।১১-১৩

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[ভাবিনৃপতীনাং বিবরণম্।]

পরাশর উবাচ।

অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কীর্ত্তয়িষ্যে। যোঽয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ, তস্যাপি জনমেজয়-শ্রুতসেনোগ্রসেন-ভীমসেনাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভবিষ্যন্তি ॥১

তস্যাপরঃ শতানীকো ভবিষ্যতি। যোঽসৌ যাজ্ঞবল্ক্যাদ্ বেদমধীত্য কৃপাদস্ত্রাণ্যবাপ্য বিষয়-বিরক্তচিত্তবৃত্তিশ্চ শৌনকোপদেশাদাত্মবিজ্ঞানপ্রবণঃ পরং নির্ব্বাণমবাপ্স্যতি ॥২

শতানীকাদশ্বমেধদত্তো ভবিতা, তস্মাদপ্যধিসীমকৃষ্ণঃ, অধিসীমকৃষ্ণাদ্ নিচক্ষুঃ, যো গঙ্গয়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশাম্ব্যাং নিবৎস্যতি। তস্যাপ্যুষ্ণঃ পুত্রো ভবিতা। উষ্ণাচ্চিত্ররথঃ, ততঃ শুচিরথঃ, তস্মাদ্ বৃষ্ণিমান্, ততঃ সুষেণঃ, তস্মাদপি সুনীথঃ, সুনীথাদৃচঃ, ততো নৃচক্ষুঃ, তস্যাপি সুখাবলঃ, তস্মাৎ পরিপ্লবঃ, ততশ্চ সুনয়ঃ, ততো মেধাবী, মেধাবিনো নৃপঞ্জয়ঃ, ততো মৃদুঃ, তস্মাৎ তিগ্মঃ, তিগ্মাদ্ বৃহদ্রথঃ, তস্মাদ্ বসুদানঃ, ততোঽপ্যপরঃ শতানীকঃ ॥৩

তস্মাচ্চ উদয়নঃ, উদয়নাদহীনরঃ, ততশ্চ খণ্ডপাণিঃ, ততো নিরমিত্রঃ, তস্মাচ্চ ক্ষেমকঃ। তত্রায়ং শ্লোকঃ।

ব্রহ্মক্ষত্রস্য যে যোনির্ব্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে একবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

একবিংশ অধ্যায়

[ভাবী নৃপতিগণের বিবরণ।]

পরাশর বলিলেন,—ইহার পরে আমি ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব, শ্রবণ কর। যিনি এইক্ষণে রাজা, তাঁহার চারিজন পুত্র হইবে; জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। জনমেজয়ের শতানীক নামে এক পুত্র হইবে। ঐ শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদ অধ্যয়ন ও কৃপের নিকট শস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়া পরে বিষয়সমূহে বিরক্তচিত্ত হইবেন এবং পরে শৌনকের উপদেশে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবেন।১-২

শতানীকের অশ্বমেধদত্ত নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র অধিসীমকৃষ্ণ, অধিসীমকৃষ্ণের নিচক্ষু (নিচক্নু), নামে এক পুত্র হইবে। এই নিচক্ষুই গঙ্গা কর্তৃক হস্তিনাপুরে অপহৃত হইলে, কৌশাম্বীতে আসিয়া বাস করিবেন। তাঁহার উষ্ণ নামে এক পুত্র হইবে। উষ্ণের পুত্র চিৎরথ, তৎপুত্র শুচিরথ, তৎপুত্র বৃষ্ণিমান, তৎপুত্র সুষেণ, তৎপুত্র সুনীথ, সুনীথের পুত্র ঋচ, তৎপুত্র নৃচক্ষু, তৎপুত্র সুখাবল, তৎপুত্র পরিপ্লব, তৎপুত্র সুনয়, তৎপুত্র মেধাবী, মেধাবীর পুত্র নৃপঞ্জয়, তৎপুত্র মৃদু, তৎপুত্র তিগ্ম, তিগ্মের পুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র বসুদান, তৎপুত্র শতানীক; সুতরাং এই শতানীক জনমেজয়ের পুত্র শতানীক হইতে স্বতন্ত্র। তৎপুত্র উদয়ন, উদয়নের পুত্র অহীনর, তৎপুত্র খণ্ডপাণি, তৎপুত্র নিরমিত্র, নিরমিত্রের ক্ষেমক নামে এক পুত্র হইবেন। এই ক্ষেমক সম্বন্ধে একটী শ্লোক বলিতেছি; যথা—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ যে বংশকে অনেক রাজর্ষিগণ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, সেই বংশ কলিযুগে ক্ষেমক নামে রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমাপ্তি লাভ করিবে।৩-৪

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[ভাবি-কালস্থেক্ষ্বাকুবংশীয়নৃপাণাং বর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।

অতশ্চেক্ষ্বাকবো ভবিষ্যাঃ পার্থিবাঃ কথ্যন্তে। বৃহদ্‌বলস্য পুত্রো বৃহৎক্ষণঃ ॥১

তস্মাদ্‌ গুরুক্ষেপঃ, ততো বৎসঃ, বৎসাদ্‌ বৎসব্যূহঃ, ততঃ প্রতিব্যোমঃ, তস্যাপি দিবাকরঃ, তস্মাৎ সহদেবঃ ॥২

ততো বৃহদশ্বঃ, তৎসূনুর্ভানুরথঃ, তস্যাপি সুপ্রতীকঃ, ততো মরুদেবঃ, মরুদেবাৎ সুনক্ষত্রঃ, তস্মাৎ কিন্নরঃ, কিন্নরাদন্তরিক্ষঃ, তস্মাৎ সুবর্ণঃ, ততশ্চামিত্রজিৎ, ততশ্চ বৃহদ্ভ্রাজঃ, তস্যাপি ধর্ম্মী, ধর্ম্মিণঃ কৃতঞ্জয়ঃ, কৃতঞ্জয়াদ্রণঞ্জয়ঃ, রণঞ্জয়াৎ সঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ শাক্যঃ, শাক্যাৎ শুদ্ধোদনঃ, তস্মাদ্রাতুলঃ, ততঃ প্রসেনজিৎ, ততশ্চ ক্ষুদ্রকঃ, ততঃ কুণ্ডকঃ, তস্মাদপি সুরথঃ, ততশ্চ সুমিত্রোঽন্ত্যঃ—ইত্যেতে চেক্ষ্বাকবো বৃহদ্বলান্বয়াঃ। অত্রানুবংশশ্লোকঃ।

ইক্ষ্বাকূণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি।
যতস্তং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থা প্রাপ্স্যতে কলৌ ॥৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[ভবিষ্যৎকালের ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিগণের বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—অতঃপর ইক্ষ্বাকুবংশের ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব। বৃহদ্বলের বৃহৎক্ষণ নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র গুরুক্ষেপ, তৎপুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎসব্যূহ, তৎপুত্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাকর, তৎপুত্র সহদেব, তৎপুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র ভানুরথ, তৎপুত্র সুপ্রতীক, তৎপুত্র মরুদেব, মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ, তৎপুত্র সুপর্ণ, তৎপুত্র অমিত্রজিৎ, তৎপুত্র ধর্ম্মী, ধর্ম্মীর পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের পুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র শুদ্ধোধন, তৎপুত্র রাহুল, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, তৎপুত্র কুণ্ডক, তৎপুত্র সুরথ এবং তৎপুত্র সুমিত্র; এই ইঁহারাই ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বলের সন্ততিগণ ভূপতি হইবেন। এই বংশ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে; যথা,—"এই প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই; কারণ, ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্রনামক রাজাকে পাইয়া কলিযুগে সমাপ্তি লাভ করিবে"।১-৩

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[মগধবংশবর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ

মাগধানাং বার্হদ্রথানাং ভবিষ্যাণামনুক্রমং কথয়ামি ॥১

অত্র হি বংশে মহাবলা জরাসন্ধপ্রধানা বভূবুঃ ॥২

জরাসন্ধসুতাৎ সহদেবাৎ সোমাপিঃ, তস্মাৎ শ্রুতবান, তস্যাপ্যযুতায়ুঃ, ততশ্চ নিরমিত্রঃ, তত্তনয়ঃ সুক্ষত্রস্তস্মাদপি বৃহৎকর্ম্মা, ততশ্চ সেনজিৎ, তস্মাচ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ, ততো বিপ্রঃ, তস্য চ পুত্রঃ শুচিনামা ভবিষ্যতি। তস্যাপি ক্ষেম্যঃ, ততশ্চ সুব্রতাদ্ ধর্ম্মঃ, ততঃ সুশ্রমঃ, ততো দৃঢ়সেনঃ, ততঃ সুমতিঃ, তস্মাৎ সুবলঃ, তস্য সুনীতো ভবিতা। ততঃ সত্যজিৎ, সত্যজিতো বিশ্বজিৎ, তস্যাপি রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ, ইত্যেতে বার্হদ্রথা ভূপতয়ো বর্ষসহস্রমেকং ভবিষ্যন্তি ॥৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[মগধবংশবর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—ভাবিকালের মগধ দেশীয় বার্হদ্রথ (বৃহদ্রথবংশীয়) নৃপতিগণের অনুক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই বংশে মহাবল জরাসন্ধ প্রভৃতি নৃপতিগণই প্রধান ছিলেন। জরাসন্ধপুত্র সহদেবের সোমাপি নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র শ্রুতবান্, তৎপুত্র নিরমিত্র, তৎপুত্র সুক্ষত্র, তৎপুত্র বৃহৎকর্ম্মা, তৎপুত্র সেনজিৎ, তৎপুত্র শ্রুতঞ্জয় ও তৎপুত্র বিপ্র। বিপ্রের শুচিনামা এক পুত্র হইবে। শুচির পুত্র ক্ষেম্য, তৎপুত্র সুব্রত, তৎপুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র সুশ্রম, তৎপুত্র দৃঢ়সেন, তৎপুত্র সুমতি, তৎপুত্র সুবল। সুবলের সুনীতি নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র বিশ্বজিৎ এবং তৎপুত্র রিপুঞ্জয়। এই বার্হদ্রথ ভূপতিগণ এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন।১ ৩

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ

[কলিকালস্থিত-নৃপাণাং কলিধর্ম্মস্য চ বর্ণনম্। রাজবংশবর্ণনোপসংহারশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

যোঽয়ং রিপুঞ্জয়ো নাম বার্হদ্রথোঽন্ত্যঃ, তস্য সুনিকো নামামাত্যো ভবিষ্যতি ॥১

স চৈনং স্বামিনং হত্বা স্বপুত্রং প্রদ্যোতনামানমভিষেক্ষ্যতি। তস্যাপি পালকনামা পুত্রো ভবিতা। ততশ্চ বিশাখযূপঃ, তৎপুত্রো জনকঃ, তস্য চ নন্দিবর্দ্ধনঃ ইত্যেতে অষ্টবিংশদুত্তরমব্দশতং পঞ্চপ্রদ্যোতাঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ॥২

ততশ্চ শিশুনাগঃ, তৎপুত্রশ্চ কাকবর্ণো ভবিতা। তৎপুত্রঃ ক্ষেমধর্ম্মা, তস্যাপি ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্রো বিম্বসারঃ, ততশ্চাজাতশত্রুঃ, তস্মাচ্চ দর্ভকঃ, দর্ভকাচ্চোদয়াশ্বঃ, তস্মাদপি নন্দিবর্দ্ধনঃ, ততো মহানন্দী, ইত্যেতে শৈশুনাগা দশ ভূমিপালাস্ত্রীণি বর্ষশতানি দ্বিষষ্ট্যধিকানি ভবিষ্যন্তি ॥৩

মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মানন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা ॥৪

ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি, স চৈকচ্ছত্রামনুল্লঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতি ॥৫

তস্যাপ্যষ্টৌ সুতাঃ সুমাল্যাদ্যা ভবিতারঃ। তস্য চ মহাপদ্মস্যানু পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একং বর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি ॥৬

তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি ॥৭

তস্যাপি পুত্রো বিন্দুসারো ভবিষ্যতি। তস্যাপি

চতুর্বিংশ অধ্যায়

[কলিকালস্থিত নরপতিগণ এবং কলিধর্ম্মবর্ণন ও রাজবংশবর্ণনার উপসংহার।]

পরাশর বলিলেন,—বৃহদ্রথবংশে রিপুঞ্জয় নামে যে শেষ রাজা, তাঁহার সুনিক নামে এক অমাত্য হইবে। সে স্বামী রিপুঞ্জয়কে হত্যা করিয়া প্রদ্যোতনামা স্বকীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। প্রদ্যোতের পালকনামা এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র বিশাখযূপ, তৎপুত্র জনক, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন। প্রদ্যোতবংশীয় এই পাঁচজন নৃপতি একশত আটত্রিশ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র শিশুনাগ, শিশুনাগের কাকবর্ণ নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তৎপুত্র ক্ষত্রৌজাঃ, তৎপুত্র বিম্বসার, তৎপুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র দর্ভক, দর্ভকের পুত্র উদয়াশ্ব, তৎপুত্র নন্দিবর্দ্ধন এবং তৎপুত্র মহানন্দী। এই শিশুনাগবংশীয় দশ জন ভূমিপাল তিন শত বাষট্টি বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে।১-৩

মহানন্দীর শূদ্রাগর্ভজাত অতিলোভী মহাপদ্মানন্দনামা এক পুত্র হইবে। এই ব্যক্তি দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ করিবে। সেই সময় হইতে শূদ্রগণ ভূমিপাল (রাজা) হইবে। সেই মহাপদ্ম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট রাজধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া সমগ্রা পৃথিবী ভোগ করিবে। মহাপদ্মের সুমালী প্রভৃতি আটজন পুত্র হইবে এবং তাহারা মহাপদ্মের মরণান্তে পৃথিবী ভোগ করিবে। মহাপদ্ম ও তৎপুত্রগণের রাজ্যভোগকাল একশত বৎসর। কৌটিল্য নামে একজন ব্রাহ্মণ (চাণক্য) এই নয় জন নন্দবংশীয়কেই উচ্ছেদ করিবেন। নন্দবংশীয়গণের উচ্ছেদের পর, মৌর্য্য

অশোকবর্দ্ধনঃ, ততঃ সুযশাঃ, ততো দশরথঃ, ততঃ সঙ্গতঃ, ততঃ শালিশুকঃ, তস্মাৎ সোমশর্ম্মা, তস্মাৎ শতধন্বা, তস্যাপ্যনুবৃহদ্রথনামা ভবিতা। এবং মৌর্য্যা দশ ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি অব্দশতং সপ্তত্রিংশদুত্তরম্। তেষামন্তে পৃথিবীং শুঙ্গা ভোক্ষ্যন্তি ॥৮

ততঃ পুষ্পমিত্রঃ সেনাপতিঃ স্বামিনং হত্বা রাজ্যং করিষ্যতি ॥৯

অস্যাত্মজোঽগ্নিমিত্রঃ, তস্মাৎ সুজ্যেষ্ঠঃ, ততো বসুমিত্রঃ, তস্মাদপ্যার্দ্রকঃ, ততঃ পুলিন্দকঃ, ততো ঘোষবসুঃ, তস্মাদপি বজ্রমিত্রঃ, ততো ভাগবতঃ ॥১০

তস্মাদ্ দেবভূতিঃ, ইত্যেতে দশ শুঙ্গা দ্বাদশোত্তরং বর্ষশতং পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি ততঃ কণ্বানেষা ভূর্যাস্যতি ॥১১

দেবভূতিস্তু শুঙ্গরাজানং ব্যসনিনং তস্যৈবামাত্যঃ কণ্বো বসুদেবনামা নিপাত্য স্বয়মবনীং ভোক্তা। তৎপুত্রো ভূমিমিত্রঃ, তস্যাপি নারায়ণঃ, নারায়ণস্য সুশর্ম্মা, এতে কাণ্বায়নাশ্চত্বারঃ, পঞ্চচত্বারিংশদ্বর্ষাণি ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। সুশর্ম্মাণং কণ্বঞ্চ ভৃত্যো বলাৎ শিপ্রকনামা হত্বা অন্ধ্রজাতীয়ো বসুধাং ভোক্ষ্যতি। ততশ্চ কৃষ্ণনামা তদ্‌ভ্রাতা ভূপতির্ভাবী। তস্য শ্রীকান্তকর্ণিঃ, তস্যাপি পূর্ণোৎসঙ্গঃ, তৎপুত্রশ্চ শাতকর্ণিঃ, তস্মাচ্চ লম্বোদরঃ, তস্মাদ্ দ্বিবিলকঃ, ততো মেঘস্বাতিঃ, ততঃ পটুমান্, ততশ্চ অরিষ্টকর্ম্মা, ততো হালঃ, হালাৎ পুত্তলকঃ, ততঃ প্রবিল্লসেনঃ, ততঃ সুন্দরঃ শাতকর্ণী, তস্মাচ্চকোরঃ শাতকর্ণী ॥১২

ততঃ শিবস্বাতিঃ, ততশ্চ গোমতীপুত্রঃ, তৎপুত্রঃ পুলিমান, তস্যাপি শাতকর্ণী শিবশ্রীঃ, ততঃ শিবস্কন্ধঃ, ততো যজ্ঞশ্রীঃ, ততো বিজয়ঃ, ততশ্চন্দ্রশ্রীঃ, তস্যাপি পুলোমাচিঃ, এবমেতে ত্রিংশৎ, চত্বার্য্যব্দশতানি ষট্‌পঞ্চাশদধিকানি পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি অন্ধ্র-

---

শূদ্ররাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। কৌটিল্যই মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন ।৪-৭

চন্দ্রগুপ্তের বিন্দুসার নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র অশোকবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুযশাঃ, তৎপুত্র দশরথ, তৎপুত্র সঙ্গত, তৎপুত্র শালিশুক, তৎপুত্র সোমশর্ম্মা, তৎপুত্র শতধন্বা ও শতধন্বার পুত্র বৃহদ্রথ। এই দশ জন মৌর্য্য-বংশীয় ভূপতি হইবে, ইহারা এক শত সাইত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। তৎপরে শুঙ্গবংশীয় রাজগণ পৃথিবী ভোগ করিবে। অনন্তর সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজত্ব করিবে। এই পুষ্পমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সুজ্যেষ্ঠ, তৎপুত্র বসুমিত্র, তৎপুত্র আর্দ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দক, তৎপুত্র ঘোষবসু, তৎপুত্র বজ্রমিত্র, তৎপুত্র ভাগবত এবং তৎপুত্র দেবভূতি। এই শুঙ্গবংশীয় দশজন ভূপতি একশত বার বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন। অনন্তর এই পৃথিবী কণ্ববংশীয় নৃপতিগণকে আশ্রয় করিবে ।৮-১১

দেবভূতিনামা কণ্ববংশীয় একজন শুঙ্গরাজবংশের অমাত্য ব্যসনাসক্ত শুঙ্গবংশীয় রাজাকে হনন করিয়া নিজেই পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবভূতির পুত্র ভূমিমিত্র, তৎপুত্র নারায়ণ, নারায়ণের পুত্র সুশর্ম্মা। কণ্ববংশীয় এই চারিজন ভূপতি পঁয়তাল্লিশ বৎসর কাল যথাসম্ভব রাজত্ব করিবে। অন্ধ্রজাতীয় শিপ্রকনামা একজন ভৃত্য কণ্ববংশীয় সুশর্ম্মাকে নিহত করিয়া রাজা হইবে। তাহার পর শিপ্রকের ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজা হইবে। কৃষ্ণের পুত্র শ্রীশান্তকর্ণি, তৎপুত্র পূর্ণোৎসঙ্গ, তৎপুত্র শাতকর্ণি, তৎপুত্র লম্বোদর, তৎপুত্র দ্বিবিলক, তৎপুত্র মেঘস্বাতি, তৎপুত্র পটুমান্, তৎপুত্র অরিষ্টকর্ম্মা, তৎপুত্র হাল, হালের পুত্র পুত্তলক, তৎপুত্র প্রবিল্লসেন, তৎপুত্র সুন্দর শাতকর্ণী; তৎপুত্র চকোর শাতকর্ণী,

ভৃত্যাঃ। সপ্তাভীরা দশগর্দ্দভিলা ভূভুজো ভবিষ্যন্তি ॥১৩

ততঃ ষোড়শ শকা ভূভুজো ভবিতারঃ। ততশ্চ অষ্টৌ যবনাঃ, চতুর্দ্দশ তুখারাঃ, মুণ্ডাশ্চ ত্রয়োদশ, একাদশ মৌনাঃ, এতে পৃথিবীং ত্রয়োদশ বর্ষশতানি নবনবত্যধিকানি ভোক্ষ্যন্তি ॥১৪

ততশ্চ পৌরা একাদশ ভূপতয়োঽষ্টশতানি ত্রীণি মহীং ভোক্ষ্যন্তি ॥১৫

তেষূচ্ছন্নেষু কৈলকিলা যবনা ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। মূর্দ্ধাভিষিক্তস্তেষাং বিন্ধ্যশক্তিঃ ॥১৬

ততঃ পুরঞ্জয়ঃ, ততো রামচন্দ্রঃ, তস্মাদ্ ধর্ম্মঃ, ধর্ম্মাদ্ বরাঙ্গঃ, কৃতনন্দনঃ, সুষিনন্দিঃ, নন্দিযশাঃ, শিশকপ্রবারী চ। এতে বর্ষশতং ষড়্ বর্ষাণি ভবিষ্যন্তি। ততস্তৎপুত্রাস্ত্রয়োদশৈব, বাহ্লীকাশ্চ ত্রয়ঃ, ততঃ পুষ্পমিত্র-পটুমিত্র-পদ্মমিত্রাস্ত্রয়োদশ মেকলাশ্চ সপ্ত কোশলায়ান্তু নবৈব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নৈষধাস্তু তাবন্ত এব ভূপতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥১৭

মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিকসংজ্ঞোঽন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দব্রহ্মাণান রাজ্যে স্থাপয়িষ্যন্ উৎসাদ্যাখিলক্ষত্রজাতিম্। নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি। কোশলোড্র-(পরোড্রক) তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি। কলিঙ্গ-মাহিষিকমাহেন্দ্রভৌমা গুহাং ভোক্ষ্যন্তি। নৈষাদ-নৈনীষিক-কালতোয়ান্ জনপদান্ মণিধারবংশা ভোক্ষ্যন্তি। স্ত্রীরাজ্য (ত্রৈরাজ্য) মুষিকজনপদান্ কনকাহ্বয়া ভোক্ষ্যন্তি। সৌরাষ্ট্রাবন্তিশূদ্রানর্বুদমরু-ভূমিবিষয়াংশ্চ ব্রাত্যা দ্বিজাভীরশূদ্রাদ্যা ভোক্ষ্যন্তি।

তৎপুত্র শিবস্বাতি, তৎপুত্র গোমতীপুত্র, তৎপুত্র পুলিমান্, তৎপুত্র শাতকর্ণী শিবশ্রী, তৎপুত্র শিবস্কন্ধ, তৎপুত্র যজ্ঞশ্রী, তৎপুত্র বিজয়, তৎপুত্র চন্দ্রশ্রী, তৎপুত্র পুলোমাচি—এই অন্ধ্রজাতীয় ভৃত্য-বংশীয় ত্রিশ জন ভূপতি যথাসম্ভব চারিশত ছাপ্পান্ন বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। তৎপরে সাত জন আভীর ও দশজন গর্দ্দভিল রাজা হইবে।১২-১৩

অনন্তর ষোল জন শকবংশীয় রাজা হইবে। তৎপরে আটজন যবন রাজা হইবে। তৎপরে চতুর্দ্দশ তুখার, তৎপরে ত্রয়োদশ মুণ্ড ও একাদশ মৌনগণ যথাক্রমে এক হাজার তিন শত নিরানব্বই বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর পৌরবংশীয় এগার জন ভূপতি তিন শত বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। পরে তাহারা বিনষ্ট হইলে কৈলকিল নামে যবনগণ রাজা হইবে। বিন্ধ্যশক্তি তাহাদের মুখ্য রাজা। বিন্ধ্যশক্তির পুত্র পুরঞ্জয়, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে বরাঙ্গ, কৃতনন্দন, সুষিনন্দি, নন্দিযশাঃ ও শিশকপ্রবারী উৎপন্ন হইবে। ইহারা যথাসম্ভব এক শত ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিবে। অনন্তর ইহাদের ত্রয়োদশ জন পুত্র, পরে বাহ্লীকবংশীয় তিন জন, অনন্তর পুষ্পমিত্র, পটুমিত্র ও পদ্মমিত্র আদি ত্রয়োদশ জন ও মেকলদেশজাত সাত জন ও নয় জন কোশলাপুরীতে যথাক্রমে রাজা হইবে। পরে নিষধদেশীয় নয় জন রাজা হইবে।১৪-১৭

অনন্তর মগধাপুরীতে বিশ্বস্ফটিক নামা একজন রাজা অন্য বর্ণ প্রবর্ত্তিত করিবে এবং সমগ্র ক্ষত্র-জাতির উচ্ছেদ করিয়া ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী কৈবর্ত্ত, কটু ও পুলিন্দগণকে রাজ্যে স্থাপিত করিবে। পদ্মাবতীপুরীতে নাগবংশীয় নয় জন এবং গঙ্গা ও প্রয়াগের নিকটস্থিত কান্তিপুরী ও মথুরায় মাগধগণ ও গুপ্তগণ রাজা হইয়া পৃথিবী ভোগ করিবে। দেবরক্ষিত নামে এক ব্যক্তি কোশল, ওড্র ও তাম্রলিপ্ত জনপদসমূহ এবং সমুদ্রতটস্থ পুরীসকলকে রক্ষা করিবে। কলিঙ্গ, মাহিষিক, মাহেন্দ্র ও ভৌমগণ গুহাপুরীকে রক্ষা করিবে। মণিধার-বংশীয়গণ নৈষাদ, নৈনিষিক ও

সিন্ধুতটদার্ব্বীকোর্ব্বী-চন্দ্রভাগা-কাশ্মীরবিষয়ান্ ব্রাত্যা ম্লেচ্ছাদয়ঃ শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তি। এতে চ তুল্যকালাঃ সর্ব্বে পৃথিব্যাং ভূভৃতো ভবিষ্যন্তি। অল্পপ্রসাদা বৃহৎকোপাঃ সর্ব্বকালমনৃতাধর্ম্মরুচয়ঃ স্ত্রী-বাল-গো-বধকর্ত্তারঃ পরস্বাদানরুচয়োঽল্পসারা উদিতাস্তমিত-প্রায়াঃ স্বল্পায়ুষো মহেচ্ছা অত্যল্পধর্ম্মাশ্চ ভবিষ্যন্তি ॥১৮

তৈশ্চ বিমিশ্রা জনপদাস্তচ্ছীলবর্ত্তিনো রাজা-শ্রয়শুষ্মিণো ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ বিপর্য্যয়েণ বর্ত্তমানাঃ প্রজাঃ ক্ষপয়িষ্যন্তি ॥১৯

ততশ্চানুদিনমল্পাল্পহ্রাসাদ্ ব্যবচ্ছেদাদ্ ধর্ম্মার্থ-য়োর্জগতঃ সংক্ষেপো ভবিষ্যতি ॥২০

ততশ্চার্থ এবাভিজনহেতুর্ধনমেবাশেষধর্ম্মহেতুরভি-রুচিরেব দাম্পত্যসম্বন্ধহেতুরনৃতমেব ব্যবহারজয়হেতুঃ স্ত্রীত্বমেবোপভোগহেতূ রত্নতাম্রভাগিতৈব পৃথিবী-হেতুর্ব্রহ্মসূত্রমেব বিপ্রত্বহেতুর্লিঙ্গধারণমেবাশ্রম-হেতুরন্যায় এব বৃত্তিহেতুঃ ॥২১-২২

দৌর্ব্বল্যমেব আবৃত্তিহেতুর্ভয়গর্ব্বোচারণমেব পাণ্ডিত্যহেতুঃ ॥২৩

দানমেব ধর্ম্মহেতুঃ, আঢ্যতৈব সাধুত্বহেতুঃ ॥২৪

স্নানমেব প্রসাধনহেতুঃ, স্বীকরণং বিবাহহেতুঃ, সদ্বেশধার্য্যেব পাত্রং দূরায়তনোদকমেব তীর্থমিত্যে-বমনেকদোষোত্তরে ভূমণ্ডলে সর্ব্ববর্ণেষ্বেব যো যো বলবান্ স স ভূপতির্ভবিষ্যতি এবঞ্চাতিলুব্ধকর-ভারাসহাঃ শৈলানামন্তরা দ্রোণীঃ প্রজাঃ সংশ্রয়িষ্যন্তি মধুশাকমূলফলপত্রপুষ্পাহারাশ্চ ভবিষ্যন্তি, তরুবল্কল-চীরপ্রাবরণাশ্চাতিবহুপ্রজাঃ শীতবাতাতপবর্ষসহা ভবিষ্যন্তি। ন চ কশ্চিৎ ত্রয়োবিংশতিবর্ষাণি

কালতোয় প্রভৃতি জনপদ ভোগ করিবে। কনকবংশীয়-গণ স্ত্রীরাজ্য ও মূষিক নামে জনপদসমূহ ভোগ করিবে। পতিত ব্রাহ্মণাদি, আভীর ও শূদ্রাদি জাতি তখন সৌরাষ্ট্র, অবন্তি, শূদ্র, অর্ব্বুদ ও মরুভূমি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ভোগ করিবে। সিন্ধুতট, দার্ব্বীকোর্ব্বী, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীর প্রভৃতি দেশসকলকে ম্লেচ্ছ ও ব্রাত্য শূদ্রগণ ভোগ করিবে। ইহারা সকলেই সমানকাল পৃথিবীতে রাজ্য করিবে। এই সকল নৃপতি সর্বদাই অপ্রসন্ন, অতিকোপশালী, সর্ব্বকালেই মিথ্যা ও অধর্ম্মে স্পৃহাবান্, স্ত্রী, বালক ও গোবধকারী, পরধনগ্রহণ-প্রয়াসী, অল্পশক্তি এবং উদয় ও অস্তের ন্যায় স্বল্পায়ু হইবে। ইহাদের ইচ্ছা মহতী হইবে, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য অতি অল্পই নিষ্পন্ন হইবে। ইহাদের দ্বারা জনপদসকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া যাইবে এবং রাজস্বভাবানুকারী ও রাজার আশ্রয় লাভে বলবান্ আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ বিপরীত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই সকল রাজার অধিকারকালে প্রজাক্ষয় করিবে। অনন্তর প্রতিদিন ধর্ম্মের এবং অর্থের অল্প অল্প হ্রাস ও ক্ষয়হেতু সংসারও নষ্ট অর্থাৎ জগতে ধর্ম্ম ও অর্থ সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।১৮-২০

তৎপরে অর্থই কুলের কারণ হইবে, ধনই অশেষ ধর্ম্মের প্রতি কারণ হইবে, অভিরুচিমাত্রই দাম্পত্য সম্বন্ধের হেতু হইবে, বিচারে মিথ্যারই জয় হইবে, স্ত্রীই উপভোগের কারণ হইবে (অর্থাৎ জাত্যাদিবিচার থাকিবে না), রত্ন ও তাম্র (অর্থ) যাহার যত থাকিবে, সে-ই তাবৎ পরিমাণে পৃথিবী ভোগ করিবে। যজ্ঞোপবীতই বিপ্রত্বের হেতু হইবে, চিহ্ন ধারণ মাত্রই আশ্রমের হেতু হইবে এবং অন্যায়ই জীবিকানির্ব্বাহের কারণ হইবে। দুর্ব্বলতা অবৃত্তির হেতু ও ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক চীৎকারই পাণ্ডিত্যের কারণ হইবে। দানই ধর্ম্মের কারণ ও নির্ধনতাই সাধুতার কারণ হইবে। সেইসময় স্নানই বেশের কারণ হইবে, স্বীকারমাত্রই বিবাহের কারণ হইবে, যিনি সদ্বেশধারী তিনিই সৎপাত্র হইবেন এবং দূরবর্ত্তী আয়তন বা জল তীর্থরূপে পরি-গণিত হইবে। এই প্রকার বহুদোষময় ভূমণ্ডলে যে যে বলবান্ হইবে, সেই সেই ব্যক্তিই পৃথিবীপতি

জীবিষ্যতি। অনবরতং চাত্র কলিযুগে ক্ষয়মায়াত্যখিলমেবৈষ জনঃ ক্ষয়মুপৈষ্যতি ॥২৫

শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্মে বিপ্লবমত্যন্তমুপগতে ক্ষীণপ্রায়ে চ কলাবশেষজগৎস্রষ্টুশ্চরাচরগুরোরাদিমধ্যান্তময়স্য সর্ব্বময়স্য ব্রহ্মময়স্যাত্মস্বরূপিণো ভগবতো বাসুদেবস্যাংশঃ সম্ভলগ্রামপ্রধানব্রাহ্মণবিষ্ণুযশসো গৃহে অষ্টগুণর্দ্ধিসমন্বিতঃ কল্কিরূপী জগত্যত্রাবতীর্য্য সকলম্লেচ্ছদস্যুদুষ্টাচরণচেতসামশেষাণামপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্যশক্তিঃ ক্ষয়ং করিষ্যতি ॥২৬

স্বধর্ম্মেষু চাখিলং জগৎ সংস্থাপয়িষ্যতীতি। অনন্তরঞ্চাশেষকলেরবসানে প্রবুদ্ধানাং তেষামেব জনপদানামমলস্ফটিকবিশুদ্ধমতয়ো ভবিষ্যন্তি ॥২৭

তেষাঞ্চ বীজভূতানামশেষমনুষ্যাণাং পরিণতানামপি তৎকালকৃতানামপত্যপ্রসূতির্ভবিষ্যন্তি ॥২৮

তানি চ তদপত্যানি কৃতযুগধর্ম্মানুসারীণি ভবিষ্যন্তীতি ॥২৯

অত্রোচ্যতে

যদা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথা তিষ্য-বৃহস্পতী।
একরাশৌ সমেষ্যন্তি ভবিষ্যতি তদা কৃতম্ ॥৩০
অতীতা বর্ত্তমানাশ্চ তথৈবানাগতাশ্চ যে।
এতে বংশেষু ভূপালাঃ কথিতা মুনিসত্তম ॥৩১
যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥৩২
সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্ ॥৩৩

হইবে। প্রজাসকল অতিলোলুপ রাজার করভার সহন করিতে না পারিয়া পর্ব্বতের কন্দরসমূহে আশ্রয় করিবে ও মধু, শাক, মূল, ফল, পত্র ও পুষ্প আহার করিবে। তখন প্রজাগণ তরুবল্কল কাপড় ও চাদর করিবে এবং শীত, বায়ু, আতপ (গ্রীষ্ম) ও বর্ষাদি সহ্য করিবে। কোন ব্যক্তিই ত্রয়োবিংশতি বৎসরও জীবিত থাকিবে না। কলিযুগ এইপ্রকার যতই অন্তিম দশায় উপনীত হইবে, ততই সমস্ত লোকও অনবরত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্ম অত্যন্ত বিপ্লব প্রাপ্ত এবং কলি ক্ষীণপ্রায় হইলে, যিনি অখিল জগৎ সৃজন করিয়াছেন, যিনি চরাচরের গুরু ও আদিভূত, যিনি অন্তময়, সর্ব্বময়, ব্রহ্মময় ও পরমাত্মস্বরূপ, সেই ভগবান্ বাসুদেবের অংশ সম্ভল গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার গৃহে অষ্টৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, অসীমশক্তি ও মাহাত্মশালী কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল ম্লেচ্ছ, দস্যু ও দুরাত্মাদিগের ক্ষয় করিবেন।২১-২৬ ভগবান্ কল্কিরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎকে পুনর্ব্বার স্ব স্ব ধর্ম্মসমূহে স্থাপন করিবেন। অনন্তর সম্পূর্ণ কলির অবসানে সেই সকল জনপদবাসী মনুষ্যগণ পুনর্ব্বার প্রবুদ্ধ হইবে এবং তাহাদের মতি স্ফটিকের ন্যায় বিশুদ্ধ হইবে। তৎকালজাত সেই সকল বীজভূত মনুষ্যগণ পরিণত (বৃদ্ধ) হইলেও তাঁহাদের অপত্য (পুত্র-কন্যা) প্রসূত হইতে থাকিবে। সেই সকল অপত্যগণই তৎকালে সত্যযুগোচিত ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত হইবে। এই বিষয়ে কথিত হয় যে, "যে কালে চন্দ্র, সূর্য্য এবং বৃহস্পতি একরাশিতে পুষ্যনক্ষত্রে আগমন করিবেন, সেই সময় সত্যযুগ উপস্থিত হইবে"*।২৭-৩০

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকট এই সকল বংশসমূহের অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত নৃপতিগণের বিষয় বর্ণন করিলাম। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ পঞ্চদশ সহস্র বৎসর—ইহা জানিবে। আকাশে সপ্তর্ষিগণের মধ্যে প্রথমোদিত যে নক্ষত্রদ্বয় আছে, সেই নক্ষত্রদ্বয়ের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে একটি করিয়া নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, ঐ এক একটী নক্ষত্রের সহিত যুক্ত হইয়া সপ্তর্ষিগণ একশত বৎসর কাল অবস্থান করেন।৩১-৩৩

* যদিও প্রতি দ্বাদশ (১২) বৎসর অন্তর বৃহস্পতি কর্কটরাশিতে গমন করেন এবং সেখানে অমাবাস্যায় পুষ্যা নক্ষত্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও বৃহস্পতির যোগ হয়, তথাপি 'সমেষ্যন্তি' পদে একই সঙ্গে ঐ তিন গ্রহের আগমনে সত্যযুগ আরম্ভ বুঝিতে হইবে। একা বৃহস্পতির আগমনে নহে। সেইজন্য এইস্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ হইল না।

তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ ॥৩৪
যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব কলিরাগতঃ ॥৩৫
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাম্।
তাবৎ পৃথ্বীপরিষ্বঙ্গে সমর্থো নাভবৎ কলিঃ ॥৩৬
গতে সনাতনস্যাংশে বিষ্ণোস্তত্র ভুবো দিবম্।
তত্যাজ সানুজো রাজ্যং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৭
বিপরীতানি দৃষ্ট্বা চ নিমিত্তানি স পাণ্ডবঃ।
যাতে কৃষ্ণে চকারাথ সোঽভিষেকং পরীক্ষিতে ॥৩৮
প্রযাস্যন্তি যদা তে চ পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥৩৯
যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগং তস্য সংখ্যাং নিবোধ মে ॥৪০
ত্রীণি লক্ষাণি বর্ষাণাং দ্বিজ মানুষসংখ্যয়া।
ষষ্টিশ্চৈব সহস্রাণি ভবিষ্যত্যেষ বৈ কলিঃ ॥৪১
শতানি তানি দিব্যানি সপ্ত পঞ্চ চ সংখ্যয়া।
নিঃশেষেণ ততস্তস্মিন্ ভবিষ্যতি পুনঃ কৃতম্ ॥৪২
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজসত্তম।
যুগে যুগে মহাত্মানঃ সমতীতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৩
বহুত্বান্নামধেয়ানাং পরিসংখ্যা কুলে কুলে।
পুনরুক্তবহুত্বাৎ তু ন ময়া পরিকীর্ত্তিতা ॥৪৪
দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামসংশ্রয়ৌ ॥৪৫
কৃতে যুগ ইহাগত্য ক্ষত্রপ্রাবর্ত্তকৌ হি তৌ।
ভবিষ্যতো মনোর্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ ॥৪৬
এতেন ক্রমযোগেণ মনুপুত্রৈর্বসুন্ধরা।
কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভুজ্যতে ॥৪৭
কলৌ তু বীজভূতাস্তে কেচিৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে।
যথৈব দেবাপি-মরু সাম্প্রতং সমবস্থিতৌ ॥৪৮
এষ তূদ্দেশতো বংশস্তবোক্তো ভূভুজাং ময়া।
নিখিলো গদিতুং শক্যো নৈব জন্মশতৈরপি ॥৪৯

হে দ্বিজোত্তম। সপ্তর্ষিগণ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে মধ্যবর্ত্তী মঘানক্ষত্রে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় দ্বাদশ শত বৎসর পরিমিত কলি কাল প্রবৃত্ত হয়। যে সময় ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ই কলি আগমন করিয়াছে। ভগবান্ বাসুদেব যত দিন পাদপদ্ম দ্বারা এই পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। অনন্তর তৎকালে সনাতন বিষ্ণুর অংশ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে পর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজ্য ত্যাগ করেন। কৃষ্ণ স্বর্গে গমন করার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমঙ্গলসূচক বিপরীত লক্ষণ-সকল দর্শন করিয়া পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। এই মহর্ষিগণ যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবেন, সেই সময় নন্দের রাজ্যকাল হইতেই কলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করেন, সেইদিনই কলি উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কলির সংখ্যা আমার নিকট শ্রবণ কর।৩৪-৪০

হে দ্বিজ। মনুষ্যসংখ্যানুসারে তিন লক্ষ ষাটি হাজার বৎসর কলি বর্ত্তমান থাকিবে। অনন্তর কলির অবসানে দিব্য সংখ্যানুসারে দ্বাদশ শত বৎসর সত্যযুগ বর্ত্তমান থাকিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে অসংখ্য মহাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অতীত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের বহুত্ব ভয়ে ঐ পরিসংখ্যা নির্দ্দেশ করিলাম না। মহাযোগ-বলশালী পুরুবংশীয় রাজা দেবাপি ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা মরু—ইঁহারা দুইজনে সত্যযুগে পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক কলাপগ্রাম আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রবংশ প্রবর্ত্তিত করিবেন। ইহারা ভবিষ্যৎ মনুবংশের বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রকার ক্রমযোগেই মনুপুত্রগণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগেই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন।

এতে চান্যে চ ভূপালা যৈরত্র ক্ষিতিমণ্ডলে।
কৃতং মমত্বং মোহান্ধৈর্নিত্যেঽনিত্যকলেবরৈঃ ॥৫০
কথং মমেয়মচলা মৎপুত্রস্য কথং মহী।
মদ্বংশস্যেতি চিন্তার্ত্তা জগ্মুরন্তমিমে নৃপাঃ ॥৫১
তেভ্যঃ পূর্ব্বতরাশ্চান্যে তেভ্যস্তেভ্যস্তথাপরে।
ভবিষ্যাশ্চৈব যাস্যন্তি তেষামন্যে চ যেঽপ্যনু ॥৫২
বিলোক্যাত্মজয়োদ্যোগ-যাত্রাব্যগ্রান্ নরাধিপান্।
পুষ্পপ্রহাসৈঃ শরদি হসতীব বসুন্ধরা ॥৫৩
মৈত্রেয় পৃথিবী গীতাঃ শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান্।
যানাহ ধর্ম্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ ॥৫৪

পৃথিব্যুবাচ।

কথমেষ নরেন্দ্রাণাং মোহো বুদ্ধিমতামপি।
যেন ফেনসধর্ম্মাণোঽপ্যতিবিশ্বস্তচেতসঃ ॥৫৫
পূর্ব্বমাত্মজয়ং কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মন্ত্রিণঃ।
ততো ভৃত্যাংশ্চ পৌরাংশ্চ জিগীষন্তে তথা রিপুন্ ॥৫৬
ক্রমেণানেন জেষ্যামো বয়ং পৃথ্বীং সসাগরাম্।
ইত্যাসক্তধিয়ো মৃত্যুং ন পশ্যন্ত্যবিদূরগম্ ॥৫৭
সমুদ্রাবরণং যাতি মন্মণ্ডলমথো বশম্।
কিয়দাত্মজয়াদেতন্মুক্তিরাত্মজয়ে ফলম্ ॥৫৮
উৎসৃজ্য পূর্ব্বজা যাতা যাং নাদায় গতঃ পিতা।
তাং মমেতি বিমূঢ়ত্বাদ্ জেতুমিচ্ছন্তি পার্থিবাঃ ॥৫৯
মৎকৃতে পিতৃপুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চাপি বিগ্রহাঃ।
জায়ন্তেঽত্যন্তমোহেন মমতাধৃতচেতসাম্ ॥৬০
পৃথ্বী মমেয়ং সকলা মমৈষা
মমান্বয়স্যাপি চ শাশ্বতেয়ম্।
যো যো মৃতো হ্যত্র বভূব রাজা
কুবুদ্ধিরাসীদিতি তস্য তস্য ॥৬১

যে প্রকারে এক্ষণে দেবাপি ও মরু বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপ কোন কোন মহাত্মা কলিযুগে বীজরূপে ভূতলে অবস্থান করিয়া থাকেন। আমি তোমায় সংক্ষেপে এই নৃপতিগণের বংশ কীর্ত্তন করিলাম, সকল বংশের বিবরণ বাহুল্যরূপে শত জন্মেও কীর্ত্তন করা যায় না। অনিত্য-শরীর এই সকল ভূপতিগণ ও অন্যান্য নরপতিবর্গ মোহান্ধ হইয়া কল্পান্তস্থায়ী এই ভূমণ্ডলের উপর মমতা করিয়া গিয়াছেন।৪১-৫০

এই পৃথিবী কি প্রকারে অচল হইয়া আমার, মৎপুত্রের অথবা মদীয় বংশের অধীন হইয়া থাকিবে, এই প্রকার ভাবনা করিতে করিতে সকল মহীপতিই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সকল মহীপালগণের পূর্ব্ব পূর্ব্বতর নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ নৃপতিগণও এই প্রকার চিন্তা করত বিলয় প্রাপ্ত হইবেন।৫১-৫২

প্রতি বৎসর এই সকল নৃপতিগণকে নিজ জয়লাভের জন্য উদ্যোগী হইয়া যুদ্ধযাত্রায় ব্যগ্র দেখিয়া এই বসুন্ধরা শরৎকালে পুষ্পসমূহ বিকসিত করিয়া যেন হাস্য করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! এই বিষয়ে পৃথিবীকর্ত্তৃক গীত কতকগুলি শ্লোক আছে—তাহা তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে অসিতমুনি ধর্ম্মধ্বজী জনকের নিকট এই শ্লোক কয়টী বলিয়াছিলেন। পৃথিবী বলিয়াছিলেন যে, এই নরেন্দ্রগণ বুদ্ধিমান্ হইলেও ইঁহাদের এবম্প্রকার মোহ কেন উপস্থিত হয়? আহা! ইঁহারা ফেনের ন্যায় অল্পকালস্থায়ী হইয়া কি প্রকারে আপনার স্থিরত্ববিষয়ে বিশ্বস্তচেতা হন? এই নরপতিগণ পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ভৃত্য এবং পুরবাসিগণকে জয় করিয়া পরে রিপুগণকে জয় করিতে অভিলাষী হন। তাঁহারা 'ক্রমে আমি সসাগরা পৃথিবীকে জয় করিতে পারিব' এই প্রকার চিন্তায় আসক্ত হইয়া নিকটস্থিত মৃত্যুকে দেখিতে পান না।৫৩-৫৭

সমুদ্র পরিবৃত ধরণীমণ্ডল যদি নিজের বশে আসে, তথাপি আত্মজয়ের নিকট উহার কি মূল্য আছে? কারণ

দৃষ্টা মমত্বাদৃতচিত্তমেকং
বিহায় মাং মৃত্যুপথং ব্রজন্তম্।
তস্যান্বয়স্থস্য কথং মমত্বং
হৃদ্যাস্পদং মৎপ্রভবং করোতি ॥৬২

পৃথ্বী মমৈষাশু পরিত্যজৈনাং
বদন্তি যে দূতমুখৈঃ স্বশত্রুম্।
নরাধিপাস্তেষ মমাভিহাসঃ
পুনশ্চ মূঢ়েষু দয়াভ্যুপৈতি ॥৬৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যেতে ধরণীগীতা শ্লোকা মৈত্রেয় যৈঃ শ্রুতাঃ।
মমত্বং বিলয়ং যাতি তাপন্যস্তং যথা হিমম্ ॥৬৪
ইত্যেষ কথিতঃ সম্যঙ্মনোর্ব্বংশো ময়া তব।
যত্র স্থিতিপ্রবৃত্তস্য বিষ্ণোরংশাংশকা নৃপাঃ ॥৬৫

শৃণুয়াদ্ য ইমং ভক্ত্যা মনুবংশমনুক্রমাৎ।
তস্য পাপমশেষং বৈ প্রণশ্যত্যমলাত্মনঃ ॥৬৬
ধনধান্যর্দ্ধিমতুলাং প্রাপ্নোত্যব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রুত্বৈবমখিলং বংশং প্রশস্তং শশিসূর্য্যয়োঃ ॥৬৭
ইক্ষ্বাকুজহ্নুমান্ধাতৃসগরাবিক্ষিতান্ রঘূন্।
যযাতিনহুষাদ্যাংশ্চ জ্ঞাত্বা নিষ্ঠামুপাগতান্।
মহাবলান্ মহাবীর্য্যাননন্তধনসঞ্চয়ান্ ॥৬৮
কৃতান্ কালেন বলিনা কথাশেষান্ নরাধিপান্।
শ্রুত্বা ন পুত্রদারাদৌ গৃহক্ষেত্রাদিকে তথা।
দ্রব্যাদৌ চ কৃতপ্রজ্ঞো মমত্বং কুরুতে নরঃ ॥৬৯
তপ্তং তপো যৈঃ পুরুষপ্রবীরৈ-
রুদ্বাহুভির্ব্বর্ষগণাননেকান্।
ইষ্টাশ্চ যজ্ঞা বলিনোঽতিবীর্য্যাঃ
কৃতাস্তু কালেন কথাবশেষাঃ ॥৭০

মোক্ষই আত্মজয়ের (মনোজয়ের) ফল। পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি যে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—কেহই লইয়া যাইতে পারেন নাই; আহা! নরপতিগণ মূঢ় হইয়া কি প্রকারে সেই পৃথিবীকে আমার বলিয়া জয় করিতে ইচ্ছা করেন? আমার (পৃথিবীর) প্রতি মমতাসক্ত হইয়া নরপতিগণ অত্যন্ত মোহে পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার সহিত পরস্পর যুদ্ধও করিয়া থাকেন।৫৮-৬০

এই পৃথিবীতে যে যে রাজা অতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এই প্রকার কুবুদ্ধি হইয়াছিল যে, "এই সমস্ত পৃথিবীই আমার এবং এই পৃথিবী আমার বংশীয়গণের নিত্য অধিকারে থাকিবে।" এইরূপ আমার প্রতি মমত্বকারী একজনকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া তদ্বংশীয়গণ পুনর্ব্বার হৃদয়ে কি প্রকারে আমার প্রতি মমতাকে স্থান দেয়? "ইহা আমার পৃথিবী (ভূমি); অতএব তুমি ইহাকে সত্বর পরিত্যাগ কর", যাহারা দূতমুখে শত্রুগণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়া থাকে, সেই সকল নৃপতিগণকে লক্ষ্য করিয়া আমার হাস্য উপস্থিত হয়, আবার মূঢ় বলিয়া দয়াও হইয়া থাকে"।৬১-৬৩

পরাশর বলিলেন—হে মৈত্রেয়! ধরণীকর্ত্তৃক গীত এই শ্লোকসমূহ যাহারা শ্রবণ করে, সূর্য্যতাপে বিগলিত হিমের ন্যায় তাহাদের মমতা নষ্ট হইয়া যায়। এই মনুর বংশ আমি তোমার নিকট সম্যক্‌প্রকারে কীর্ত্তন করিলাম। মনুবংশের স্থিতিকারক নৃপতিগণ ভগবান্ বিষ্ণুর অল্প অল্প অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ক্রমশঃ এই মনুবংশ শ্রবণ করিবে, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল ও অশেষ পাপ নষ্ট হইবে। যে মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের এই মঙ্গলময় অখিল বংশ শ্রবণ করিবে, সে অতুলনীয় ধনধান্য ও ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। মহাবল-বীর্য্যশালী, অনন্তধনাধিকারী, পরম নিষ্ঠাবান্ ইক্ষ্বাকু, জহ্নু, মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত (মরুত্ত) ও রঘুবংশীয় এবং যযাতি নহুষ প্রভৃতি নৃপতিগণ এবং বলবান্ কালের প্রভাবে ইদানীং কথামাত্র শেষ নরপতিগণের চরিত্র শ্রবণপূর্ব্বক অবধান করিলে মনুষ্য কৃতপ্রজ্ঞ হয় এবং পুত্র, স্ত্রী ও গৃহক্ষেত্রাদিতে তাহার আর মমতা থাকে না। যে সকল পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অনেকবর্ষ-কালব্যাপী তপস্যা ও যজ্ঞসমূহ করিয়াছেন, সেই সকল

পৃথুঃ সমস্তান্ প্রচচার লোকা-
নব্যাহতো যোঽরিবিদারিচক্রঃ।
স কালবাতাভিহতো বিনষ্টঃ
ক্ষিপ্তং যথা শাল্মলিতূলমগ্নৌ ॥৭১
যঃ কার্ত্তবীর্য্যো বুভুজে সমস্তান্
দ্বীপান্ সমাক্রম্য হতারিচক্রঃ।
কথাপ্রসঙ্গে ত্বভিধীয়মানঃ
স এব সঙ্কল্পবিকল্পহেতুঃ ॥৭২
দশাননাবিক্ষিতরাঘবাণা-
মৈশ্বর্য্যমুদ্ভাসিতদিঙ্মুখানাম্।
ভস্মাপি জাতং ন কথং ক্ষণেন
ভ্রূভঙ্গপাতেন ধিগন্তকস্য ॥৭৩
কথাশরীরত্বমবাপ যদ্বৈ
মান্ধাতৃনামা ভুবি চক্রবর্ত্তী।
শ্রুত্বাপি তং কোঽপি করোতি সাধু-
র্মমত্বমাত্মন্যপি মন্দচেতাঃ ॥৭৪
ভগীরথাদ্যাঃ সগরঃ ককুৎস্থো
দশাননো রাঘব-লক্ষ্মণৌ চ।
যুধিষ্ঠিরাদ্যাশ্চ বভূবুরেতে
সত্যং ন মিথ্যা ক নু তে ন বিদ্মঃ ॥৭৫
যে সাম্প্রতং যে চ নৃপা ভবিষ্যাঃ
প্রোক্তা ময়া বিপ্রবরোগ্রবীর্য্যাঃ।
যে তে তথান্যে চ তথাভিধেয়াঃ
সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি যথৈব পূর্ব্বে ॥৭৬
এতদ্বিদিত্বা ন নরেণ কার্য্যং
মমত্বমাত্মন্যপি পণ্ডিতেন।
তিষ্ঠন্তু তাবৎ তনয়াত্মজাদ্যাঃ
ক্ষেত্রাদয়ো যে তু শরীরতোঽন্যে ॥৭৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্বিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বলবীর্য্যশালী মনুষ্যগণকেও কাল কথামাত্রাবশেষ করিয়াছে।৬৪-৭০

যে পৃথু রাজা সর্বত্র অব্যাহতগতিতে লোক-সমূহে বিচরণ করিতেন, যাঁহার সৈন্য শত্রুগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত, তিনিও কালরূপ বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অগ্নিরাশি-প্রক্ষিপ্ত শাল্মলি বৃক্ষের তুলার ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছেন।৭১

যে কার্ত্তবীর্য্যার্জুন আক্রমণ দ্বারা রিপুগণকে বিনাশ করিয়া সকল ভোগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নাম করিলে মনে নানারূপ সঙ্কল্প বিকল্প হয় অর্থাৎ এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, বাস্তবিকপক্ষে এতাদৃশ কেহ ছিলেন কি না? ৭২

দিঙ্মণ্ডলের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক দশানন, অবিক্ষিত (মরুত্ত) ও রামচন্দ্র প্রভৃতির ঐশ্বর্য্য যমের ভ্রূভঙ্গপাতে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্ম হয় নাই বা কিরূপে? (অর্থাৎ ভস্মই হইয়াছে) অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্! ৭৩

মান্ধাতানামে সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের চক্রবর্ত্তী সম্রাট্ও যখন কথাবশেষ হইয়াছেন, তখন ইহা শুনিয়াও কোন্ মন্দবুদ্ধি মানুষ শরীরে মমত্ব করিতে পারে? (পৃথিবীর প্রতি মমত্ব দূরে থাক্)।৭৪

ভগীরথাদি এবং সগর, ককুৎস্থ, দশানন, রাঘব, লক্ষ্মণ ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজগণ ছিলেন, ইহা সত্য, মিথ্যা নহে; কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে কোথায় তাহা জানি না।৭৫

হে বিপ্রবর! বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মহাবীর্য্যশালী যে সকল নৃপতিগণের কথা বলিয়াছি এবং তদ্ব্যতীত আরও যে সকল ভূপতি হইবেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ববর্ত্তী নৃপগণের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; কেহই চিরস্থায়ী নহেন।৭৬

পণ্ডিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়া আপনার শরীরের প্রতিও মায়া করিবেন না; শরীর ভিন্ন যে সকল কন্যা, পুত্র ও ক্ষেত্রাদি আছে, তাহাদের কথা ত দূরে থাকুক।৭৭

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থাংশ সমাপ্ত।

পঞ্চমাংশঃ।

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[বসুদেব-দেবক্যোর্বিবাহঃ, ব্রহ্মণঃ সমীপে পৃথিব্যা গমনম্, বিষ্ণোঃ স্তোত্রম্, কংসাদীন্ হন্তুং বিষ্ণোরঙ্গীকারশ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।

নৃপাণাং কথিতঃ সর্ব্বো ভবতা বংশবিস্তরঃ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥১
অংশাবতারো ব্রহ্মর্ষে যোঽয়ং যদুকুলোদ্ভবঃ।
বিষ্ণোস্তং বিস্তরেণাহং শ্রোতুমিচ্ছাম্যশেষতঃ ॥২
চকার যানি কর্ম্মাণি ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অংশাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং তত্র তানি মুনে বদ ॥৩

পরাশর উবাচ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তামেতদ্ যৎ পৃষ্টোঽহমিদং ত্বয়া।
বিষ্ণোরংশাংশ-সম্ভূতি-চরিতং জগতো হিতম্ ॥৪
দেবকস্য সুতাং পূর্ব্বং বসুদেবো মহামুনে।
উপযেমে মহাভাগাং দেবকীং দেবতোপমাম্ ॥৫
কংসস্তয়োর্ব্বররথং চোদয়ামাস সারথিঃ।
বসুদেবস্য দেবক্যাঃ সংযোগে ভোজবর্দ্ধনঃ ॥৬
অথান্তরীক্ষে বাগুচ্চৈঃ কংসমাভাষ্য সাদরম্।
মেঘগম্ভীরনির্ঘোষং সমাভাষ্যেদমব্রবীৎ ॥৭
যামেতাং বহসে মূঢ় সহ ভর্ত্রা রথে স্থিতাম্।
অস্যাস্তে চাষ্টমো গর্ভঃ প্রাণানপহরিষ্যতি ॥৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য সমাদায় খড়্গং কংসো মহাবলঃ।
দেবকীং হন্তুমারব্ধো বসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥৯
ন হন্তব্যা মহাবাহো দেবকী ভবতা তব।
সমর্পয়িষ্যে সকলান্ গর্ভানস্যোদরোদ্ভবান্ ॥১০

প্রথম অধ্যায়

[বসুদেব-দেবকীর বিবাহ, ব্রহ্মার নিকট পৃথিবীর গমন, বিষ্ণুর স্তোত্র ও কংসাদিকে বধ করিতে বিষ্ণুর অঙ্গীকার।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—আপনি রাজগণের সম্পূর্ণ বংশের বিস্তার ও উঁহার চরিত্রসমূহের ক্রমশঃ যথাযথ বর্ণন করিলেন। হে ব্রহ্মর্ষে! যদুকুলে উৎপন্ন এই যে বিষ্ণুর অংশাবতার, ইঁহার যথার্থ বিষয় আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে মুনে! ভগবান্ পুরুষোত্তম অংশরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন।১-৩

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই জগতের হিতকর বিষ্ণুর অংশাংশের উৎপত্তি ও চরিত এই শ্রবণ কর। হে মহামুনে! পূর্ব্বকালে বসুদেব দেবকের কন্যা দেবতোপমা মহাভাগা দেবকীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বসুদেব এবং দেবকীর বিবাহে ভোজবংশবর্দ্ধন কংস সারথি হইয়া দম্পতির রথ চালনা করিয়াছিল। সেই সময় আকাশে সাদরে মেঘ-গম্ভীর শব্দে কংসকে সম্বোধন করিয়া দৈববাণী হইয়াছিল যে, "অরে মূঢ়! পতির সহিত যাহাকে তুমি রথে করিয়া লইয়া যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি. তোমার প্রাণ হরণ করিবেন"।৪-৮

পরাশর বলিলেন,—মহাবল কংস ইহা শ্রবণ করিয়া খড়্গ-গ্রহণপূর্ব্বক দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল।

পরাশর উবাচ।

তথেত্যাহ চ তং কংসো বসুদেবং দ্বিজোত্তম।
ন ঘাতয়ামাস চ তাং দেবকীং তস্য গৌরবাৎ ॥১১
এতস্মিন্নেব কালে তু ভূরিভারাবপীড়িতা।
জগাম ধরণী মেরৌ সমাজে ত্রিদিবৌকসাম্ ॥১২
স ব্রহ্মকান্ সুরান্ সর্ব্বান্ প্রণিপত্যাহ মেদিনী।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং খেদাৎ করুণভাষিণী ॥১৩

পৃথিব্যুবাচ।

অগ্নিঃ সুবর্ণস্য গুরুর্গবাং সূর্য্যঃ পরো গুরুঃ।
মমাপ্যখিললোকানাং গুরুর্নারায়ণো গুরুঃ ॥১৪
প্রজাপতিপতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বেষামপি পূর্ব্বজঃ।
কলাকাষ্ঠানিমেষাত্মা কালশ্চাব্যক্তমূর্ত্তিমান্ ॥১৫
তদংশভূতঃ সর্ব্বেষাং সমূহো বঃ সুরোত্তমাঃ।
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা রুদ্রা বস্বশ্বি-বহ্নয়ঃ ॥১৬
পিতরো যে চ লোকানাং স্রষ্টারোঽত্রিপুরোগমাঃ
এতৎ তস্যাপ্রমেয়স্য রূপং বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ॥১৭
যক্ষ-রাক্ষস-দৈতেয়াঃ পিশাচোরগ-দানবাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব রূপং বিষ্ণোর্ম্মহাত্মনঃ ॥১৮
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্র-গগনাগ্নিজলানিলাঃ।
অহঞ্চ বিষয়াশ্চৈতৎ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥১৯
তথাপ্যনেকরূপস্য তস্য রূপাণ্যহর্নিশম্।
বাধ্যবাধকতাং যান্তি কল্লোলা ইব সাগরে ॥২০
তৎ সাম্প্রতমিমে দৈত্যাঃ কালনেমিপুরোগমাঃ।
মর্ত্ত্যলোকং সমাক্রম্য বাধন্তেঽহর্নিশং প্রজাঃ ॥২১
কালনেমির্হতো যোঽসৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ সম্ভূতঃ স মহাসুরঃ ॥২২
অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী প্রলম্বো নরকস্তথা।
সুন্দোঽসুরস্তথাত্যুগ্রো বাণশ্চাপি বলেঃ সুতঃ ॥২৩
তথান্যে চ মহাবীর্য্যা নৃপাণাং ভবনেষু যে।
সমুৎপন্না দুরাত্মানস্তান্ ন সংখ্যাতুমুৎসহে ॥২৪
অক্ষৌহিণ্যোঽত্র বহুলা দিব্যমূর্ত্তিধৃতাং সুরাঃ।
মহাবলানাং দৃপ্তানাং দৈত্যেন্দ্রাণাং মমোপরি ॥২৫

তখন বসুদেব বলিলেন,—হে মহাবাহো! দেবকীকে আপনি বধ করিবেন না, ইহার গর্ভে যাহারা উৎপন্ন হইবে, তাহাদের সকলকেই আমি আপনাকে সমর্পণ করিব।৯-১০

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! কংস বসুদেবের বাক্যে 'তাহাই হইবে' বলিয়া দেবকীকে হত্যা করিল না। এই সময়ে পৃথিবী বহুতর ভাবে প্রপীড়িতা হইয়া সুমেরু-পর্ব্বতে দেবগণের নিকট গমন করেন। পৃথিবী ব্রহ্মা প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে প্রণাম করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে করুণভাষায় সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।১১-১৩

পৃথিবী বলিলেন,—অগ্নি যেমন সুবর্ণের এবং সূর্য্য যেমন গোসমূহের পরম গুরু, তদ্রূপ আমার ও লোকসমূহের নারায়ণ পরম গুরু। তিনি প্রজাপতিরও পতি, প্রাচীনগণেরও প্রাচীন, কলা, কাষ্ঠা এবং নিমেষরূপে প্রতীত এবং অব্যক্তমূর্ত্তিমান্ কালস্বরূপ। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলেই তাঁহার অংশ হইতে উৎপন্ন এবং আদিত্য মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র, বসু, অশ্বিনীকুমার অগ্নি ও পিতৃগণ এবং লোকসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, সেই অপ্রমেয় মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ। যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচ, সর্প, দানব, গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণ মহাত্মা বিষ্ণুরই রূপ। গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাগণচিত্রিত গগন, অগ্নি, জল, অনিল এবং আমি ও বিষয়-সমূহ, এই সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময়। তথাপি বহুরূপ সেই বিষ্ণুর রূপসমূহ সাগরে তরঙ্গের ন্যায় দিবারাত্রি একে অপরকে বাধ্য বাধকভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১৪-২০

সম্প্রতি কালনেমি প্রভৃতি দৈত্যগণ মর্ত্ত্যলোক আক্রমণ করিয়া অহর্নিশ প্রজাসমূহকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বে এই কালনেমিকে প্রভাবশীল অর্থাৎ সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণু বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সে এক্ষণে উগ্রসেনের পুত্র কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে

তদ্ভূরিভারপীড়ার্ত্তা ন শক্নোম্যমরেশ্বরাঃ।
বিভর্ত্তুমাত্মানমহমিতি বিজ্ঞাপয়ামি বঃ ॥২৬
ক্রিয়তাং তন্মহাভাগা মম ভারাবতারণম্।
যথা রসাতলং নাহং গচ্ছেয়মিতি বিহ্বলা ॥২৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ধরাবাক্যমশেষং ত্রিদশৈস্ততঃ।
ভুবো ভারাবতারার্থং ব্রহ্মা প্রাহ প্রচোদিতঃ ॥২৮

ব্রহ্মোবাচ।

যথাহ বসুধা সর্ব্বং সত্যমেতদ্দিবৌকসঃ।
অহং ভবো ভবন্তশ্চ সর্ব্বং নারায়ণাত্মকম্ ॥২৯
বিভূতয়স্তু যাস্তস্য তাসামেব পরস্পরম্।
আধিক্যন্যূনতা বাধ্যবাধকত্বেন বর্ত্ততে ॥৩০
তদাগচ্ছত গচ্ছামঃ ক্ষীরাব্ধেস্তটমুত্তরম্।
তত্রারাধ্য হরিং তস্মৈ সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াম বৈ ॥৩১
সর্ব্বদৈব জগত্যর্থে স সর্ব্বাত্মা জগন্ময়ঃ।
স্বল্পাংশেনাবতীর্য্যোর্ব্ব্যাং ধর্ম্মস্য কুরুতে স্থিতিম্ ॥৩২

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্র সহ দেবৈঃ পিতামহঃ।
সমাহিতমতিশ্চৈবং তুষ্টাব গরুড়ধ্বজম্ ॥৩৩

ব্রহ্মোবাচ।

দ্বে বিদ্যে ত্বমনাম্নায় পরা চৈবাপরা তথা।
তে এব ভবতো রূপে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকে প্রভো ॥৩৪
দ্বে ব্রহ্মণী ত্বণীয়োঽতিস্থূলাত্মন্ সর্ব্ব সর্ব্ববিৎ।
শব্দব্রহ্মপরঞ্চৈব ব্রহ্মব্রহ্মময়স্য যৎ ॥৩৫
ঋগ্বেদস্ত্বং যজুর্ব্বেদঃ সামবেদস্ত্বথর্ব্ব চ।
শিক্ষা কল্পো নিরুক্তঞ্চ ছন্দো জ্যোতিষমেব চ ॥৩৬
ইতিহাস-পুরাণে চ তথা ব্যাকরণং প্রভুঃ।
মীমাংসা ন্যায়কং তত্ত্বং (ক) ধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধোক্ষজ ॥৩৭

আর অরিষ্ট, ধেনুক, কেশী, প্রলম্ব, নরক, সুন্দ এবং বলির পুত্র অত্যুগ্র বাণাসুর ও অন্যান্য মহাবীর্য্য দুরাত্মগণ নৃপতিগণের ভবনে উৎপন্ন হইয়াছে,—আমি তাহাদের সংখ্যা করিতে সমর্থা নহি। হে দিব্যমূর্ত্তিধর সুরগণ! এই সময় মহাবলবান্ ও গর্বিত দৈত্যরাজগণের বহুতর অক্ষৌহিণীসেনা আমার উপর অবস্থান করিতেছে।২১-২৫

হে সুরেশ্বরগণ! তাহাদের প্রভূত ভারে আমি পীড়িতা হইয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমি আর নিজেকে ধারণ করিতে পারিতেছি না; অতএব হে মহাভাগগণ! আপনারা আমার ভারাবতারণ করুন; আমি যেন অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া রসাতলে গমন না করি।২৬-২৭

পরাশর বলিলেন—পৃথিবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! পৃথিবী যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই সত্য; আমি, মহাদেব এবং আপনারা সকলেই নারায়ণস্বরূপ। তাঁহার যে সমস্ত বিভূতি আছে, তাহারা ন্যূনাধিক্যভাবে পরস্পর বাধ্য-বাধকরূপে অবস্থান করিতেছে। অতএব আসুন, আমরা ক্ষীরসমুদ্রের উত্তরতটে গমন করি এবং তথায় হরিকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করি। কারণ, সকলের আত্মরূপী সেই জগন্ময়ই জগতের জন্য অল্পাংশরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া সর্বদাই ধর্ম্মের রক্ষা করিয়া থাকেন।২৮-৩২

পরাশর কহিলেন,—হে বিপ্র! এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রতটে গমন করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে এইরূপে গরুড়ধ্বজের স্তব করিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! হে অনাম্নায়! (অর্থাৎ বেদের অগোচর) পরা এবং অপরা—এই দ্বিবিধ বিদ্যাই তোমার মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তাত্মক রূপ। হে সূক্ষ্ম! হে অতিস্থূলাত্মন্! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বজ্ঞ! শব্দ এবং পরম ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্মই তোমার রূপ। তুমি ঋগ্বেদ, তুমি যজুর্ব্বেদ তুমি সামবেদ, তুমিই অথর্ব্ববেদ এবং তুমিই শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ। হে অধোক্ষজ!

(ক) পাঠান্তরঃ—মীমাংসা ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ—।

আত্মাত্মদেহগুণবদ্ বিচারাচারি যদ্বচঃ।
তদপ্যাদিপতে নান্যদধ্যাত্মাত্মস্বরূপবৎ ॥৩৮
ত্বমব্যক্তমনির্দ্দেশ্যমচিন্ত্যানামবর্ণবৎ।
অপাণিপাদরূপঞ্চ শুদ্ধং নিত্যং পরাৎপরম্ ॥৩৯
শৃণোষ্যকর্ণঃ পরিপশ্যসি ত্ব-
মচক্ষুরেকো বহুরূপরূপঃ।
অপাদহস্তো জবনো গ্রহীতা
ত্বং বেৎসি সর্ব্বং ন চ সর্ব্ববেদ্যঃ ॥৪০
অণোরণীয়াংসমসৎস্বরূপং
ত্বাং পশ্যতোঽজ্ঞাননিবৃত্তিরগ্র্যা।
ধীরস্য ধীর্যস্য বিভর্ত্তি নান্যদ্-
বরেণ্য-রূপাৎ পরতঃ পরাত্মন্ ॥৪১
ত্বং বিশ্বনাভির্ভুবনস্য গোপ্তা
সর্ব্বাণি ভূতানি তবান্তরাণি।
যদ্ভূতভব্যং তদণোরণীয়ঃ
পুমাংস্ত্বমেকঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ ॥৪২

একশ্চতুর্দ্ধা ভগবান্ হুতাশো-
বর্চ্চোবিভূতিং জগতো দদাসি।
ত্বং বিশ্বতশ্চক্ষুরনন্তমূর্ত্তে
ত্রেধা পদং সংনিদধে বিধাতঃ ॥৪৩
যথাগ্নিরেকো বহুধা সমিধ্যতে
বিকারভেদৈরবিকাররূপঃ।
তথা ভবান্ সর্ব্বগতৈকরূপো
রূপাণ্যশেষাণ্যনুপুষ্যতীশ ॥৪৪
একস্ত্বমগ্র্যং পরমং পদং যৎ
পশ্যন্তি ত্বাং সূরয়ো জ্ঞানদৃশ্যম্।
ত্বত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ত্বয়ীহ
যদ্বা ভূতং যচ্চ ভাব্যং পরাত্মন্ ॥৪৫
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপস্ত্বং সমষ্টিব্যষ্টিরূপবান্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বশক্তিজ্ঞানবলর্দ্ধিমান্ ॥৪৬
অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্ বশী।
ক্লমতন্দ্রাভয়ক্রোধ-কামাদিভিরসংযুতঃ ॥৪৭

তুমিই ইতিহাস ও পুরাণ, তুমিই ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায়, তত্ত্ব এবং ধর্ম্মশাস্ত্র। হে আদিপতে! জীবাত্মা, পরমাত্মা, স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ তাহার অব্যক্ত কারণ, এই সকল বিচারযুক্ত অন্তরাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বোধক যে বেদান্ত বাক্য, তাহা তোমা হইতে ভিন্ন নহে। তুমি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্দ্দেশ, নাম ও বর্ণরহিত, পাণি-পাদ ও রূপহীন, শুদ্ধ, নিত্য এবং পরাৎপর। তুমি কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ কর, চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন কর, এক হইয়াও বহুরূপে বিরাজ কর, পাদহীন হইয়াও গমন কর, হস্তহীন হইয়াও গ্রহণ কর, তুমি সমস্তই জান, অথচ তুমি সকলের বেদ্য নহ।৩৩-৪০

হে পরমাত্মন্! যে ধীর ব্যক্তির বুদ্ধি তোমার শ্রেষ্ঠতম রূপ ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করে না, অণু হইতে অণুতর তোমার অদৃশ্যস্বরূপ দর্শনকারী সেই ব্যক্তির মূল অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। তুমি সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় ও নিখিল ভুবনের রক্ষাকর্ত্তা, সমস্ত ভূতগণ তোমাতেই অবস্থান করিতেছে। যেহেতু যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ, তাহা তোমা হইতেই হইয়াছে ও হইবে, অতএব তুমিই অণু হইতে অণুতর এবং প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র একমাত্র পুরুষ।৪১-৪২

তুমিই চতুর্ব্বিধ অগ্নিরূপে জগতের তেজ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছ। হে অনন্তমূর্ত্তে! চতুর্দ্দিকেই তোমার চক্ষু বিরাজমান রহিয়াছে। হে বিধাতঃ! তুমিই (ত্রিবিক্রমরূপে) তিনপাদ তিনলোকে স্থাপন করিয়াছ। হে ঈশ! যেমন অবিকাররূপ একমাত্র অগ্নি বিকারভেদে বহু প্রকারে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সর্ব্বব্যাপী একরূপ হইয়াও অনন্তরূপ ধারণ করিয়া থাক। যাহা শ্রেষ্ঠ পরম পদ, তাহা একমাত্র তুমিই। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তোমাকেই জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন। তোমা ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। হে পরমাত্মন্! এ জগতে যাহা কিছু অতীত অথবা ভাবী পদার্থ, সে সমস্ত তোমাতেই।৪৩-৪৫

নিরবদ্যঃ পরপ্রীতঃ নিরনিষ্টোঽক্ষরক্রমঃ।
সর্ব্বেশ্বর পরাধার ধাম্নাং ধামাত্মকোঽক্ষয়ঃ ॥৪৮
সকলাবরণাতীত নিরালম্বন ভাবন।
মহাবিভূতিসংস্থান নমস্তে পুরুষোত্তম ॥৪৯
নাকারণাৎ কারণাদ্ বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্ ॥৫০

পরাশর উবাচ।

ইত্যেবং সংস্তুতিং শ্রুত্বা মনসা ভগবানজঃ।
ব্রহ্মাণমাহ প্রীতাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

ভো ভো ব্রহ্মন্ ত্বয়া মত্তঃ সহ দেবৈর্যদিষ্যতে।
তদুচ্যতামশেষং বঃ সিদ্ধমেবাবধার্য্যতাম্ ॥৫২

পরাশর উবাচ।

ততো ব্রহ্মা হরের্দিব্যং বিশ্বরূপমবেক্ষ্য তৎ।
তুষ্টাব ভূয়ো দেবেষু সাধ্বসাধনতাত্মসু ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রমূর্ত্তে
সহস্রবাহো বহুবক্ত্রপাদ।
নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-
বিনাশ-সংস্থানকরাপ্রমেয় ॥৫৪
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মাতিবৃহৎপ্রমাণ
গরীয়সামপ্যতিগৌরবাত্মন্।
প্রধানবুদ্ধীন্দ্রিয়বৎ-প্রধান-
মূলাৎ পরাত্মন্ ভগবন্ প্রসীদ ॥৫৫
এষা মহী দেব মহীপ্রসূতৈ-
র্মহাসুরৈঃ পীড়িত-শৈলবন্ধা।
পরায়ণং ত্বাং জগতামুপৈতি
ভারাবতারার্থমপারসারম্ ॥৫৬
এতে বয়ং বৃত্ররিপুস্তথায়ং
নাসত্যদস্রৌ বরুণো যমশ্চ।
ইমে চ রুদ্রা বসবঃ সসূর্য্যাঃ
সমীরণাগ্নিপ্রমুখাস্তথান্যে ॥৫৭

তুমি ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপ, তুমিই সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের দ্রষ্টা এবং তুমিই সমস্ত শক্তি, জ্ঞান, বল ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। তোমার ন্যূনতা বা বৃদ্ধি নাই, তুমি স্বাধীন, অনাদি ও জিতেন্দ্রিয় এবং শ্রম, আলস্য, ভয়, ক্রোধ ও কামাদির সহিত অসংযুক্ত। তুমি নির্ম্মল, পরোপকারী, পরের প্রতিকূলতাশূন্য ও অক্ষরক্রম। হে পরাধার সর্ব্বেশ্বর! তুমিই তেজসমূহের অক্ষয় প্রকাশক। হে সমস্ত আবরণ হইতে অতীত! হে নিরালম্বন। হে ভাবন। হে মহাভূতির আশ্রয়! হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার। অকারণ বা কোন কারণবশতঃ কিংবা কারণাকারণহেতু তোমার শরীরপরিগ্রহ নহে, কেবল ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি শরীর ধারণ করিয়া থাক।৪৬-৫০

পরাশর বলিলেন—বিশ্বরূপধর অজ ভগবান্ হরি এই প্রকার স্তবশ্রবণে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই সকল দেবগণ ও তুমি আমার নিকটে যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা বল এবং তাহা সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে, ইহাও নিশ্চয় কর।৫১-৫২

পরাশর বলিলেন,—তৎপরে ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া দেবগণ ভয়ে শরীর অবনত করিলে ব্রহ্মা পুনরায় স্তব করিতে লাগিলেন,—হে সহস্রমূর্ত্তে! হে সহস্রবাহো! হে বহুমুখ ও বহুপাদ! আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার। হে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারিন্! হে অপ্রমেয়! আপনাকে নমস্কার! হে সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম! হে অতিবৃহৎপ্রমাণ! হে গৌরব-শালিগণেরও অতি গৌরবযুক্ত! হে প্রকৃতি, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের মূল পুরুষ হইতেও পরাত্মন্! হে ভগবন্! তুমি প্রসন্ন হও। হে দেব! এই পৃথিবী পৃথিবীতে উৎপন্ন কতকগুলি মহাসুরের উৎপাতে তাহার পর্ব্বতরূপী মূলবন্ধন শিথিল হওয়ায় ভারবতারণের নিমিত্ত অপার-শক্তিশালী এবং জগতের একমাত্র গতি তোমার নিকট আগমন

সুরাঃ সমস্তাঃ সুরনাথ কার্য্য-
মেভির্ম্ময়া যচ্চ তদীশ সর্ব্বম্।
আজ্ঞাপয়াজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্ত-
স্তথৈব তিষ্ঠাম সদাস্তদোষাঃ ॥৫৮

পরাশর উবাচ।

এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিত-কৃষ্ণৌ মহামুনে ॥৫৯
উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
অবতীর্য্য ভুবো ভার-ক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥৬০
সুরাশ্চ সকলাঃ স্বাংশৈরবতীর্য্য মহীতলে।
কুর্ব্বন্তু যুদ্ধমুন্মত্তৈঃ পূর্ব্বোৎপন্নৈর্ম্মহাসুরৈঃ ॥৬১
ততঃ ক্ষয়মশেষাস্তে দৈতেয়া ধরণীতলে।
প্রযাস্যন্তি ন সন্দেহো মদ্দৃক্পাতবিচূর্ণিতাঃ ॥৬২
বসুদেবস্য যা পত্নী দেবকী দেবতোপমা।
তস্যায়মষ্টমো গর্ভো মৎকেশো ভবিতা সুরাঃ ॥৬৩
অবতীর্য্য চ তত্রায়ং কংসং ঘাতয়িতা ভুবি।
কালনেমিং সমুদ্ভূতমিত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে হরিঃ ॥৬৪
অদৃশ্যায় ততস্তেঽপি প্রণিপত্য মহাত্মনে।
মেরুপৃষ্ঠং সুরাজগ্মুরবতেরুশ্চ ভূতলে ॥৬৫
কংসায় চাষ্টমো গর্ভো দেবক্যাং ধরণীধরঃ।
ভবিষ্যতীত্যাচচক্ষে ভগবান্ নারদো মুনিঃ ॥৬৬
কংসোঽপি তদুপশ্রুত্য নারদাৎ কুপিতস্ততঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ গৃহে গুপ্তাবধারয়ৎ ॥৬৭
জাতং জাতঞ্চ কংসায় তেনৈবোক্তং যথা পুরা।
তথৈব বসুদেবোঽপি পুত্রমর্পিতবান্ দ্বিজ ॥৬৮
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাঃ ষড়্‌গর্ভা ইতি বিশ্রুতাঃ।
বিষ্ণুপ্রযুক্তা তান্ নিদ্রা ক্রমাদ্ গর্ভে ন্যযোজয়ৎ ॥৬৯
যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী মোহিতং যয়া।
অবিদ্যয়া জগৎ সর্ব্বং তামাহ ভগবান্ হরিঃ ॥৭০

করিয়াছে। হে সুরনাথ! এই ইন্দ্র, এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এই বরুণ, এই যম, এই রুদ্রগণ, এই সূর্য্যের সহিত বসুগণ এবং বায়ু অগ্নি প্রভৃতি আমরা ও এই অন্যান্য দেবগণ, ইহাদের এবং আমার যাহা কর্ত্তব্য, তৎসমস্ত তুমি আজ্ঞা কর। হে ঈশ! তোমারই আজ্ঞা প্রতিপালনে আমরা সর্ব্বদা নির্দ্দোষ হইয়া অবস্থান করিতেছি।৫৩-৫৮

পরাশর কহিলেন—হে মহামুনে! ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই গাছি কেশ উৎপাটন করিলেন এবং দেবগণকে বলিলেন,—আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে, আর দেবগণ আপন আপন অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বোৎপন্ন ও উন্মত্ত মহাসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকুক। তাহাতে পৃথিবীতে সেই অশেষ দৈত্যসমূহ আমার দৃষ্টিপাতমাত্রে বিচূর্ণিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে,—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৯-৬২

হে সুরগণ! বসুদেবের দেবতাসদৃশী দেবকী নামে যে পত্নী আছেন, তাঁহার অষ্টম গর্ভে আমার এই কেশ জন্মগ্রহণ করিবে এবং ইহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কংসরূপে সমুৎপন্ন কালনেমি অসুরকে বিনাশ করিবে। ইহা বলিয়া হরি অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে দেবগণও দর্শনপথের অতীত সেই মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং ক্রমশঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন।৬৩-৬৫

ভগবান্ নারদমুনি কংসকে বলিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে অনন্তদেব জন্মগ্রহণ করিবেন। কংস নারদের নিকট তাহা শ্রবণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া দেবকী ও বসুদেবকে গুপ্তভাবে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। হে দ্বিজ! বসুদেব স্বকৃত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাহাদিগকে কংসের নিকট সমর্পণ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনা যায় যে, এই ছয়টী গর্ভ প্রথমে হিরণ্যকশিপুর পুত্র * ছিল, বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিদ্রা তাহা-

* এই ছয় জন বালক পূর্ব্বজন্মে হিরণ্যকশিপুর ভাই কালনেমির পুত্র ছিল, সেইজন্য ইহাদিগকে এখানে হিরণ্যকশিপুর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রাক্ষসকুমারগণ হিরণ্যকশিপুকে অনাদর করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে ভক্তি করিত; সেই কারণে হিরণ্যকশিপু কুপিত হইয়া শাপ দিল যে, তোমরা নিজ পিতার হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ঐ শাপবশেই বসুদেব নিজ ছয়টি পুত্রকে মৃত্যুর জন্য কংসের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত হরিবংশ হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীভগবানুবাচ।

নিদ্রে গচ্ছ মমাদেশাৎ পাতালতল-সংশ্রয়ান্।
একৈকত্বেন ষড়্গর্ভান্ দেবকীজঠরং নয় ॥৭১

হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোঽংশস্ততো মম।
অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সম্ভবিষ্যতি ॥৭২

গোকুলে বসুদেবস্য ভার্য্যান্যা রোহিণী স্থিতা।
তস্যাঃ স সম্ভূতিসমং দেবি নেয়স্ত্বয়োদরম্ ॥৭৩

সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্ রোধোপরোধতঃ।
দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি ॥৭৪

গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সঙ্কর্ষণেতি বৈ।
সংজ্ঞামবাপ্স্যতে বীরঃ শ্বেতাদ্রিশিখরোপমঃ ॥৭৫

ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে।
গর্ভে ত্বয়া যশোদায়া গন্তব্যমবিলম্বিতম্ ॥৭৬

প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি ॥৭৭

যশোদাশয়নে মাস্তু দেবক্যাস্ত্বামনিন্দিতে।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতমতির্বসুদেবো নয়িষ্যতি ॥৭৮

কংসশ্চ ত্বামুপাদায় দেবি শৈলশিলাতলে।
প্রক্ষেপ্স্যত্যন্তরীক্ষে চ ত্বং স্থানং সমবাপ্স্যসি ॥৭৯

ততস্ত্বাং শতদৃক্ শক্রঃ প্রণম্য মম গৌরবাৎ।
প্রণিপাতানতশিরা ভগিনীত্বে গ্রহীষ্যতি ॥৮০

ততঃ শুম্ভনিশুম্ভাদীন্ হত্বা দৈত্যান্ সহস্রশঃ।
স্থানৈরনেকৈঃ পৃথিবীমশেষাং মণ্ডয়িষ্যসি ॥৮১

ত্বং ভূতিঃ সন্নতিঃ কীর্ত্তিঃ ক্ষান্তির্দ্যৌঃ পৃথিবী ধৃতিঃ।
লজ্জা পুষ্টিরুষা যা চ কাচিদন্যা ত্বমেব সা ॥৮২

যে ত্বামার্য্যেতি দুর্গেতি বেদগর্ভেঽম্বিকেতি চ।
ভদ্রেতি ভদ্রকালীতি ক্ষেম্যা ক্ষেমঙ্করীতি চ ॥৮৩

দিগকে ক্রমশঃ দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁহার দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, সেই অবিদ্যাস্বরূপিণী যোগনিদ্রা বিষ্ণুর মহামায়া; ভগবান্ হরি তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে নিদ্রে! তুমি আমার আদেশে পাতালস্থিত ছয়টী গর্ভ এক এক করিয়া যথাক্রমে দেবকীর জঠরে স্থাপন কর।৬৬-৭১

সেই গর্ভগুলি কংস কর্ত্তৃক হত হইলে, শেষ নামক আমার অংশ অংশাংশভাবে দেবকীর জঠরে সপ্তমগর্ভরূপে সমুৎপন্ন হইবে। গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের আর এক পত্নী আছেন। ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার হইতে তুমি সেই দেবকীর সপ্তম গর্ভ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিও। লোকে বলিবে,—দেবকীর গর্ভ পতিত হইয়াছে। এই গর্ভসঙ্কর্ষণের জন্য শ্বেতপর্ব্বতশিখর-সদৃশ সেই বীর জগতে সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবে। তৎপরে আমি দেবকীর শুভজঠরে প্রবেশ করিব; তুমিও কালবিলম্ব না করিয়া যশোদার গর্ভে গমন করিও।৭২-৭৬

বর্ষাকালে শ্রাবণমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে নিশীথ সময়ে আমি জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমিও নবমীতে জন্মগ্রহণ করিবে। বসুদেব আমার শক্তিতে প্রেরিত হইয়া আমাকে যশোদার শয়নগৃহে এবং তোমাকে দেবকীর শয্যায় আনয়ন করিবেন। হে দেবি! কংসও তোমাকে গ্রহণ করিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর নিক্ষেপ করিবে, তুমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত না হইয়াই আকাশমার্গে অবস্থান করিবে। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র আমার মর্য্যাদায় তোমাকে প্রণাম করিয়া অবনতমস্তকে তোমাকে ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করিবে। তৎপরে তুমি শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতির বহুতর দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া বিন্ধ্য জালন্ধর প্রভৃতি বহুবিধ স্থানসমূহ দ্বারা পৃথিবীকে ভূষিত করিবে।৭৭-৮১

তুমি বিভূতি, তুমি সন্নতি (গুরুশুশ্রূষা), তুমি কীর্ত্তি, তুমি ক্ষান্তি, তুমি স্বর্গ, তুমি পৃথিবী, তুমি ধৃতি, তুমি লজ্জা, তুমি পুষ্টি, তুমি উষা এবং যাহা কিছু অন্য আছে, তৎসমস্তই তুমি। যাহারা প্রাতঃ এবং সায়ংকালে ভক্তিপূর্ব্বক আর্য্যা, দুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রা,

প্রাতশ্চৈবাপরাহ্নে চ স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
তেষাং হি প্রার্থিতং সর্ব্বং মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি ॥৮৪
সুরামাংসোপহারৈস্তু ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।
নৃণামশেষকামাংস্ত্বং প্রসন্না সম্প্রদাস্যসি ॥৮৫
তে সর্ব্বে সর্ব্বদা ভদ্রে মৎপ্রসাদাদসংশয়ম্।
অসন্দিগ্ধা ভবিষ্যন্তি গচ্ছ দেবি যথোদিতম্ ॥৮৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ভদ্রকালী, ক্ষেম্যা অথবা ক্ষেমঙ্করী বলিয়া তোমাকে স্তব করিবে, আমার প্রসাদে তাহাদের সমস্ত অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। সুরা, মাংস, ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্বারা পূজায় তুমি প্রসন্ন হইয়া মনুষ্যগণের অশেষ প্রার্থিত বিষয় প্রদান করিবে। হে ভদ্রে! তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই কামনাসমূহ আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে। হে দেবি! তুমি যথোচিত স্থানে গমন কর।৮২-৮৬

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[যশোদাগর্ভে যোগমায়ায়া দেবকীগর্ভে ভগবতশ্চ প্রবেশঃ। দেবানাং দেবকীস্তুতিঃ।]

পরাশর উবাচ।
যথোক্তং সা জগদ্ধাত্রী দেবদেবেন বৈ তদা।
ষড়্গর্ভ-গর্ভবিন্যাসং চক্রে চান্যস্য কর্ষণম্ ॥১
সপ্তমে রোহিণীং প্রাপ্তে গর্ভে গর্ভং ততো হরিঃ
লোকত্রয়োপকারায় দেবক্যাঃ প্রবিবেশ বৈ ॥২
যোগনিদ্রা যশোদায়াস্তস্মিন্নেব ততো দিনে।
সম্ভূতা জঠরে তদ্বদ্ যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥৩
ততো গ্রহগণঃ সম্যক্ প্রচচার দিবি দ্বিজ।
বিষ্ণোরংশে ভুবং যাতে ঋতবশ্চাভবন্ শুভাঃ ॥৪
ন সেহে দেবকীং দ্রষ্টুং কশ্চিদপ্যতিতেজসা।
জাজ্বল্যমানাং তাং দৃষ্ট্বা মনাংসি ক্ষোভমাযযুঃ ॥৫
অদৃষ্টাঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীভির্দেবকী দেবতাগণাঃ।
বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুং তুষ্টুবুস্তামহর্নিশম্ ॥৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

[যশোদার গর্ভে যোগমায়ার এবং দেবকীগর্ভে ভগবানের প্রবেশ। দেবগণ কর্ত্তৃক দেবকীর স্তব।]

পরাশর বলিলেন,—তখন জগতের ধাত্রী সেই যোগনিদ্রা দেবদেব বিষ্ণু যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে ছয়টী গর্ভকে দেবকীর গর্ভে স্থাপন ও সপ্তম গর্ভের কর্ষণ (আকর্ষণ) করিয়াছিলেন। সপ্তম গর্ভ রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ লাভ করিলে পরে, ভগবান্ হরি লোক-ত্রয়ের উপকারের জন্য দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন।১-২

যোগনিদ্রাও তৎপর দিবস সেই সময়ে পরমেশ্বরের আদেশানুসারে যশোদার গর্ভে সম্ভূত হইলেন। হে দ্বিজ! বিষ্ণুর অংশ পৃথিবীতে আগমন করিলে, আকাশে গ্রহগণ সম্যগ্রূপে বিচরণ করিতে লাগিল এবং ঋতুসকল মঙ্গল রূপধারণ করিল।৩-৪

অত্যন্ততেজে জাজ্বল্যমান দেবকীকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হইল না এবং তাঁহাকে দেখিয়া

দেবতা ঊচুঃ ।

প্রকৃতিস্ত্বং পরা সূক্ষ্মা ব্রহ্মগর্ভাভবঃ পুরা ।
ততো বাণী জগদ্ধাতুর্বেদগর্ভাসি শোভনে ॥৭
সূর্য্যস্বরূপগর্ভাসি সৃষ্টিভূতা সনাতনি ।
বীজভূতা তু সর্ব্বস্য যজ্ঞভূতাভবস্ত্রয়ী ॥৮
ফলগর্ভা ত্বমেবেজ্যা বহ্নিগর্ভা তথারণিঃ ।
অদিতির্দেবগর্ভা ত্বং দৈত্যগর্ভা তথা দিতিঃ ॥৯
জ্যোৎস্না বাসরগর্ভা ত্বং জ্ঞানগর্ভাসি সন্নতিঃ ।
নয়গর্ভা পরা নীতির্লজ্জা ত্বং প্রশ্রয়োদ্বহা ॥১০
কামগর্ভা তথেচ্ছা ত্বং তুষ্টিঃ সন্তোষগর্ভিণী ।
মেধা চ বোধগর্ভাসি ধৈর্য্যগর্ভোদ্বহা ধৃতিঃ ॥১১
গ্রহর্ক্ষতারকাগর্ভা দ্যৌরস্যখিলহৈতুকী ।
এতা বিভূতয়ো দেবি তথান্যাশ্চ সহস্রশঃ ॥১২
তথাসঙ্খ্যা জগদ্ধাত্রি সাম্প্রতং জঠরে তব ।
সমুদ্রাদ্রিনদীদ্বীপ-বনপত্তনভূষণা ॥১৩
গ্রাম-খর্ব্বট-খেটাঢ্যা সমস্তা পৃথিবী শুভে ।
সমস্তবহ্নয়োঽম্ভাংসি সকলাশ্চ সমীরণাঃ ॥১৪
গ্রহর্ক্ষতারকাচিত্রং বিমানশতসঙ্কুলম্ ।
অবকাশমশেষস্য যদ্দদাতি-নভঃ স্থলম্ ॥১৫
ভূর্লোকশ্চ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোঽথ মহর্জ্জনঃ ।
তপশ্চ ব্রহ্মলোকশ্চ ব্রহ্মাণ্ডমখিলং শুভে ॥১৬
তদন্তরে স্থিতা দেবা দৈত্যগন্ধর্ব্বচারণাঃ ।
মহোরগাস্তথা যক্ষা রাক্ষসাঃ প্রেতগুহ্যকাঃ ॥১৭
মনুষ্যাঃ পশবশ্চান্যে যে চ জীবা যশস্বিনি ।
তৈরন্তঃস্থৈরনন্তোঽসৌ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥১৮

বিপক্ষ(শত্রু)গণের মন ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। দেবগণ সেখানকার স্ত্রী ও পুরুষগণের অদৃশ্য হইয়া দিবারাত্র বিষ্ণুর গর্ভধারিণী সেই দেবকীর স্তব করিতে লাগিলেন—হে শোভনে! পূর্ব্বে তুমি ব্রহ্মপ্রতিবিম্বধারিণী সূক্ষ্মা প্রকৃতি ছিলে, তুমিই তৎপরে জগতের বিধাতার বেদগর্ভা বাণী হইয়াছ। হে সনাতনি! তুমিই সূর্য্যস্বরূপগর্ভা* হইয়া সৃষ্টিরূপে বিরাজ করিতেছ এবং তুমিই সকলের বীজস্বরূপা বেদত্রয়ী যজ্ঞময়ী। তুমি ফলগর্ভা যজ্ঞস্বরূপিণী এবং তুমিই অগ্নিগর্ভা অরণি, তুমিই দেবগর্ভা অদিতি এবং তুমিই দৈত্যগর্ভা দিতি। তুমিই দিনকরী প্রভা, তুমিই জ্ঞানগর্ভা সন্নতি (গুরু শুশ্রূষা), তুমিই ন্যায়ময়ী পরমনীতি এবং তুমিই বিনয়ের মূলভূতা লজ্জাস্বরূপিণী।৫-১০

তুমিই কামময়ী ইচ্ছা, তুমিই সন্তোষগর্ভা তুষ্টিস্বরূপা, তুমিই বোধগর্ভা মেধা, তুমিই ধৈর্য্যধারিণী ধৃতি। তুমিই গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাধারিণী অখিলের হেতুভূতা আকাশস্বরূপিণী; হে দেবি জগদ্ধাত্রি! এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহুবিধ অসংখ্য বিভূতি সম্প্রতি তোমার জঠরে বিরাজ করিতেছে। হে শুভে! সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, দ্বীপ, বন ও গৃহে বিভূষিত এবং গ্রাম, খর্ব্বট (পর্ব্বতপ্রান্তবর্ত্তী গ্রাম) ও খেট (কৃষকদিগেরগ্রাম) যুক্ত সমস্ত পৃথিবী, সর্ব্বপ্রকার অনল, জলসমূহ, সমস্ত বায়ু, গ্রহনক্ষত্রতারকাচিত্রিত বিমানশত-পূর্ণ এবং সকলের অবকাশদাতা আকাশ, ভূর্লোক ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্বর্ত্তী দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, চারণ, মহাসর্প, যক্ষ, রাক্ষস, প্রেত, গুহ্যক, মনুষ্য, পশু ও অন্যান্য যে সমস্ত জীব আছে, হে যশস্বিনি! তোমার মধ্যে স্থিত সেই সমস্ত জীবগণের সহিত সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বভাবন এবং প্রমাণসমূহ যাঁহার তত্ত্ব, লীলা ও মূর্ত্তিনির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ, সেই ভগবান্ বিষ্ণু তোমার গর্ভে অবস্থান করিতেছেন। তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি বিদ্যা; তুমি সুধা এবং তুমিই আকাশস্থিত জ্যোতিঃ। লোকসমূহের রক্ষার জন্যই

* কোন কোন গ্রন্থে 'সূর্য্যস্বরূপগর্ভাসি' এইস্থলে 'সৃজ্যস্বরূপগর্ভাসি' এই পাঠ দেখা যায়,—সেইখানে এইরূপ অর্থ হইবে,—তুমিই সৃজ্যপদার্থসমূহের উৎপাদিকা।

রূপকর্ম্মস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে।
যস্যাখিলপ্রমাণানি স বিষ্ণুগর্ভগস্তব ॥১৯
ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা বিদ্যা সুধা ত্বং জ্যোতিরম্বরে।
ত্বং সর্ব্বলোকরক্ষার্থমবতীর্ণা মহীতলে ॥২০
প্রসীদ দেবি সর্ব্বস্য জগতঃ শং শুভে কুরু।
প্রীত্যা ত্বং ধারয়েশানং ধৃতং যেনাখিলং জগৎ ॥২১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

তুমি মহীতলে অবতীর্ণা হইয়াছ। হে দেবি! তুমি প্রসন্ন হও, হে শুভে! সমস্ত জগতের কল্যাণ কর; যিনি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রীতির সহিত তুমি সেই ঈশ্বরকে ধারণ কর।১১-২১

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[ভগবত আবির্ভাবঃ, যোগমায়াদ্বারা কংসস্য বঞ্চনা চ।]

পরাশর উবাচ।
এবং সংস্তূয়মানা সা দেবৈর্দেবমধারয়ৎ।
গর্ভেণ পুণ্ডরীকাক্ষং জগত্ত্রাণকারণম্ ॥১
ততোঽখিলজগৎপদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবকীপূর্ব্বসন্ধ্যায়ামাবির্ভূতং মহাত্মনা ॥২
তজ্জন্মদিনমত্যর্থমাহ্লাদ্যমলদিঙ্মুখম্।
বভূব সর্বলোকস্য কৌমুদী শশিনো যথা ॥৩
সন্তঃ সন্তোষমধিকং প্রশমং চণ্ডমারুতঃ।
প্রসাদং নিম্নগা যাতা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥৪
সিন্ধবো নিজশব্দেন বাদ্যং চক্রুর্মনোহরম্।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥৫
সসৃজুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবা ভুব্যন্তরীক্ষগাঃ।
জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তা জায়মানে জনার্দ্দনে ॥৬

তৃতীয় অধ্যায়

[ভগবানের আবির্ভাব ও যোগমায়া দ্বারা কংসকে বঞ্চনা।]

পরাশর বলিলেন,—দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দেবকী কমললোচন ও জগতের রক্ষারকারণ সেই দেবকে গর্ভে ধারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অখিল জগৎরূপ পদ্মের বিকাশের জন্য দেবকীরূপ পূর্বসন্ধ্যাতে মহাত্মা বিষ্ণুরূপ সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন। চন্দ্রে জ্যোৎস্না যেমন সমস্তলোকের আহ্লাদকর হয়, তদ্রূপ ভগবানের জন্মদিন লোকসকলের অতিশয় আহ্লাদজনক হইয়াছিল এবং সেই দিবস সমস্তদিক্ অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল।১-৩

জনার্দ্দনের জন্মগ্রহণকালে সাধুগণ অতিশয় সন্তোষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, প্রচণ্ড বায়ু শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং নদীসকল প্রসন্নতা প্রাপ্ত (স্বচ্ছ) হইয়াছিল। সমুদ্রসকল নিজশব্দে মনোহর বাদ্য ধ্বনি, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিয়াছিল। জনার্দ্দনের প্রকটকালীন দেবগণ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং অগ্নিসমূহ

মধ্যরাত্রেঽখিলাধারে জায়মানে জনার্দ্দনে।
মন্দং জগর্জ্জুর্জলদাঃ পুষ্পবৃষ্টিমুচো দ্বিজ ॥৭
ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্ব্বাহুমুদীক্ষ্য তম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ ॥৮
অভিষ্টূয় চ তং বাগ্ভিঃ প্রসন্নাভির্মহামতিঃ।
বিজ্ঞাপয়ামাস তদা কংসাদ্ভীতো দ্বিজোত্তম ॥৯

বসুদেব উবাচ।

জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খ-চক্র-গদাধর।
দিব্যরূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥১০
অদ্যৈব দেব কংসোঽয়ং কুরুতে মম ঘাতনম্।
অবতীর্ণ ইতি জ্ঞাত্বা ত্বমস্মিন্ মম মন্দিরে ॥১১

দেবক্যুবাচ।

যোঽনন্তরূপোঽখিলবিশ্বরূপো
গর্ভেঽপি লোকান্ বপুষা বিভর্তি।
প্রসীদতামেব স দেবদেবঃ
স্বমায়য়াবিষ্কৃতবালরূপঃ ॥১২

উপসংহর সর্ব্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্।
জানাতু মাবতারং তে কংসোঽয়ং দিতিজন্মজঃ ॥১৩

শ্রীভগবানুবাচ।

ততোঽহং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং পুত্রার্থিন্যা তদদ্য তে।
সফলং দেবি সঞ্জাতং জাতোঽহং যৎ তবোদরাৎ ॥১৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তূষ্ণীং বভূব মুনিসত্তম।
বসুদেবোঽপি তং রাত্রাবাদায় প্রযযৌ বহিঃ ॥১৫
মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া।
মথুরাদ্বারপালাশ্চ ব্রজত্যানকদুন্দুভৌ ॥১৬
বর্ষতাং জলদানাঞ্চ তোয়মত্যুল্বণং নিশি।
সংছাদ্যানুযযৌ শেষঃ ফণৈরানকদুন্দুভিম্ ॥১৭
যমুনাং চাতিগম্ভীরাং নানাবর্ত্তসমাকুলাম্।
বসুদেবো বহন্ বিষ্ণুং জানুমাত্রবহাং যযৌ ॥১৮

শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হে দ্বিজ! মধ্যরাত্রিতে সর্ব্বাধার বিষ্ণুর উৎপত্তিসময়ে মেঘসকল পুষ্পবর্ষণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিয়াছিল।৪-৭

বসুদেব প্রফুল্লকমলদলতুল্য কান্তিমান্, চতুর্ব্বাহু ও বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্নাঙ্কিত সেই বিষ্ণুকে উৎপন্ন দর্শন করিয়া স্তব করিয়াছিলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মহামতি বসুদেব বিশুদ্ধ বাক্যসমূহ দ্বারা জগৎপতির স্তব করত কংসের ভয়ে ভীত হইয়া সেই সময় নিবেদন করিলেন—হে দেবদেবেশ! আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি। হে দেব! আপনি প্রসন্ন হইয়া শঙ্খ-চক্র-গদাধারী এই দিব্যরূপ উপসংহার করুন। আমার এই মন্দিরে আপনাকে অবতীর্ণ জানিলে কংস অদ্যই আমার সর্ব্বনাশ করিবে।৮-১১

দেবকী বলিলেন,—যিনি অনন্তরূপ এবং অখিল-বিশ্বরূপ, নিজদেহে লোকসমূহকে ধারণ করিতেছেন, সেই এই দেবদেব নিজ মায়ায় বালকরূপে বিরাজ করত আমাদের উপর প্রসন্ন হউন। হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি এই চতুর্ভুজ রূপ সংবরণ করুন, রাক্ষসের অংশে জন্ম এই কংস* যেন আপনাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি! তুমি পূর্ব্বে পুত্রার্থিনী হইয়া আমার স্তব করিয়াছিলে, তাহা অদ্য তোমার সফল হইল; যেহেতু, তোমার উদর হইতে আমি উৎপন্ন হইলাম।১২-১৪

পরাশর বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! এই কথা বলিয়া ভগবান্ মৌনভাব অবলম্বন করিলেন এবং বসুদেবও সেই রাত্রিতে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। বসুদেবের গমনকালীন সেখানকার রক্ষিগণ এবং মথুরার দ্বারপালগণ যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়াছিল। সেই রাত্রিতে অনন্তদেব বর্ষণশীল

* দ্রুমিলনামে রাক্ষস উগ্রসেনের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পত্নীর সহিত সংসর্গ করায় এই কংসের জন্ম হয়। এই বৃত্তান্ত হরিবংশে পাওয়া যায়।

কংসস্য করমাদায় তত্রৈবাভ্যাগতাংস্তটে।
নন্দাদীন্ গোপবৃন্দাংশ্চ যমুনায়া দদর্শ সঃ ॥১৯
তস্মিন্ কালে যশোদাপি মোহিতা যোগনিদ্রয়া।
তামেব কন্যাং মৈত্রেয় প্রসূতা মোহিতে জনে ॥২০
বসুদেবোঽপি বিন্যস্য বালমাদায় দারিকাম্।
যশোদাশয়নে তূর্ণমাজগামামিতদ্যুতিঃ ॥২১
দদৃশে চ প্রবুদ্ধা সা যশোদা জাতমাত্মজম্।
নীলোৎপলদলশ্যামং ততোঽত্যর্থং মুদং যযৌ ॥২২
আদায় বসুদেবোঽপি দারিকাং নিজমন্দিরম্।
দেবকীশয়নে ন্যস্য যথাপূর্ব্বমতিষ্ঠত ॥২৩
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা রক্ষিণঃ সহসোত্থিতাঃ।
কংসায়াবেদয়ামাসুর্দেবকীপ্রসবং দ্বিজ ॥২৪

কংসস্তূর্ণমুপেত্যৈনাং ততো জগ্রাহ বালিকাম্।
মুঞ্চ মুঞ্চেতি দেবক্যা সন্নকণ্ঠ্যা নিবারিতঃ ॥২৫
চিক্ষেপ চ শিলাপৃষ্ঠে সা ক্ষিপ্তা বিয়তি স্থিতিম্।
অবাপ রূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমহাভুজম্ ॥২৬
প্রজহাস তথৈবোচ্চৈঃ কংসঞ্চ রুষিতাব্রবীৎ।
কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া মূঢ় জাতো যস্ত্বাং বধিষ্যতি ॥২৭
সর্ব্বস্বভূতো দেবানামাসীন্মৃত্যুঃ পুরা স তে।
তদেতৎ সম্প্রধার্য্যাশু ক্রিয়তাং হিতমাত্মনঃ ॥২৮
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবী দিব্যস্রগ্-গন্ধ-ভূষণা।
পশ্যতো ভোজরাজস্য স্তুতা সিদ্ধৈর্বিহায়সি ॥২৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

মেঘসমূহের ভয়ঙ্কর বারিরাশি স্বীয় ফণা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসুদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন।১৫-১৭

বসুদেব বিষ্ণুকে বহন করত অতিশয় গভীর ও নানা ঘূর্ণীতে পূর্ণা যমুনা নদী জানুপরিমিত জলেই পার হইলেন এবং কংসের নিমিত্ত কর লইয়া যমুনা-তটে সমাগত নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দকে দর্শন করিলেন। হে মৈত্রেয়। সেই সময়েই যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক জনসমূহ মোহাচ্ছন্ন হইলে বিমোহিতা যশোদাও সেই কন্যাকে প্রসব করিয়াছিলেন। অতিশয়কান্তিমান্ বসুদেবও যশোদার শয্যায় বালককে রাখিয়া কন্যা গ্রহণ করত শীঘ্র প্রত্যাগমন করিলেন।১৮-২১

তৎপরে যশোদা জাগরিত হইয়া নীলপদ্মপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। বসুদেব সেই কন্যাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া দেবকীর শয্যায় রাখিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইলেন। হে দ্বিজ! রক্ষিগণ সহসা বালকের ধ্বনি শ্রবণে উত্থিত হইয়া কংসের নিকট দেবকীর প্রসববার্ত্তা নিবেদন করিল।২২-২৪

তৎপরে কংস শীঘ্র আগমন করিয়া দেবকী কর্ত্তৃক গদ্গদকণ্ঠে "ত্যাগ করুন, ত্যাগ করুন" এইরূপে নিবারিত হইয়াও সেই কন্যাকে গ্রহণ করত শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। সেই কন্যা কংসকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়া আকাশেই রহিলেন এবং অস্ত্রের সহিত অষ্টমহাভুজবিশিষ্ট মহৎরূপ ধারণপূর্ব্বক উচ্চ হাস্য করত রুষ্টা হইয়া কংসকে বলিলেন,—রে মূঢ়! আমাকে নিক্ষেপ করিলে তোমার কি হইবে? যিনি তোমাকে বধ করিবেন, দেবগণের সর্ব্বস্বভূত সেই পরমপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনিই পূর্ব্ব-জন্মেও তোমার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহা বিবেচনা করিয়া শীঘ্র আপনার হিতের উপায় কর। ভোজ-রাজের সমক্ষে এই কথা বলিয়া দিব্য মাল্য ও চন্দনে ভূষিতা সেই দেবী সিদ্ধগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আকাশমার্গে অন্তর্হিত হইলেন।২৫-২৯

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[কারাগারাদ্ বসুদেব-দেবক্যোর্মুক্তিলাভঃ।]

পরাশর উবাচ।
কংসস্তূদ্বিগ্নমনাঃ প্রাহ সর্ব্বান্ মহাসুরান্।
প্রলম্বকেশিপ্রমুখানাহূয়াসুরপুঙ্গবান্ ॥১
কংস উবাচ।
হে প্রলম্ব মহাবাহো কেশিন্ ধেনুক পূতনে।
অরিষ্টাদ্যৈস্তথা চান্যৈঃ শ্রূয়তাং বচনং মম ॥২
মাং হন্তুমমরৈর্যত্নঃ কৃতঃ কিল দুরাত্মভিঃ।
মদ্বীর্য্যতাপিতৈর্বীরো ন ত্বেতান্ গণয়াম্যহম্ ॥৩
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ কিং হরেণৈকচারিণা।
হরিণা বাপি কিং সাধ্যং ছিদ্রেম্বসুরঘাতিনা ॥৪
কিমাদিত্যৈঃ কিং বসুভিরল্পবীর্য্যৈঃ কিমগ্নিভিঃ।
কিঞ্চান্যৈরমরৈঃ সর্ব্বৈর্মদ্বাহুবলনির্জ্জিতৈঃ ॥৫
কিং ন দৃষ্টোঽহমমরপতির্ময়া সংযুগমেত্য সঃ।
পৃষ্ঠেনৈব বহন্ বাণানপাগচ্ছন্ন বক্ষসা ॥৬
মদ্রাষ্ট্রে বারিতা বৃষ্টির্যদা শক্রেণ কিং তদা।
মদ্বাণভিন্নৈর্জলদৈরাপো মুক্তা যথেপ্সিতাঃ ॥৭
কিমুর্ব্ব্যামবনীপালা মদ্বাহুবলভীরবঃ।
ন সর্ব্বে সন্নতিং যাতা জরাসন্ধমৃতে গুরুম্ ॥৮
অমরেষু চ মেঽবজ্ঞা জায়তে দৈত্যপুঙ্গবাঃ।
হাস্যং মে জায়তে বীরাস্তেষু যত্নপরেষ্বপি ॥৯
তথাপি খলু দুষ্টানাং তেষামভ্যধিকং ময়া।
অপকারায় দৈত্যেন্দ্রা যতনীয়ং দুরাত্মনাম্ ॥১০
তদ্ যে যশস্বিনঃ কেচিৎ পৃথিব্যাং যে চ যজ্বিনঃ।
কার্য্যো দেবাপকারায় তেষাং সর্ব্বাত্মনা বধঃ ॥১১
উৎপন্নশ্চাপি মৃত্যুর্মে ভূতপূর্ব্বঃ স বৈ কিল।
ইত্যেতদ্বালিকা প্রাহ দেবকীগর্ভসম্ভবা ॥১২
তস্মাদ্বালেষু পরমো যত্নঃ কার্য্যো মহীতলে।
যত্রোদ্রিক্তং বলং বালে স হন্তব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥১৩

চতুর্থ অধ্যায়

[কারাগার হইতে বসুদেব-দেবকীর মুক্তিলাভ।]

পরাশর বলিলেন,—তৎপরে কংস উদ্বিগ্নচিত্তে প্রলম্ব, কেশী প্রভৃতি সমস্ত অসুরপ্রধানগণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল,—হে মহাবাহো প্রলম্ব! হে কেশিন্! হে ধেনুক! হে পূতনে! অরিষ্ট প্রভৃতি অন্যান্য অসুরগণের সহিত আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন।১-২

আমার শক্তি দ্বারা তাপিত হইয়া দুরাত্মা দেবগণ আমাকে মারিবার জন্য যত্ন করিতেছে; কিন্তু আমি বীর, সুতরাং ইহাদিগকে গণ্য করি না। অল্পবীর্য্য ইন্দ্র, তাপস মহাদেব এবং ছিদ্র অন্বেষণে (অসাবধানতার সুযোগ লইয়া) অসুরগণের বিনাশকারী বিষ্ণুরই বা কি সাধ্য এবং বসুগণের সহিত অল্পবীর্য্য আদিত্যসমূহের বা অগ্নির কিংবা আমার বাহুবল-পরাজিত সমস্ত দেবগণেরই বা কি সাধ্য? ৩-৫

আপনারা কি দেখেন নাই যে, অমরপতি আমার সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠ দ্বারাই বাণসমূহ বহন করত পলায়ন করিয়াছে। ইন্দ্র যখন আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি করিয়াছিল, তখন আমার বাণ দ্বারা ছিন্নভিন্ন মেঘসমূহ হইতে কি প্রয়োজনতুল্য বারিমোচন হয় নাই? গুরু জরাসন্ধ ব্যতিরেকে পৃথিবীতে আমার বাহুবলে ভীত হইয়া সমস্ত রাজগণ কি আমার নিকট নত হয় নাই? হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! দেবগণের উপরও আমার অবজ্ঞা হইতেছে। হে বীরগণ! তাহাদিগকে আমার মৃত্যুতে যত্নপর দেখিয়া আমার হাস্যও আসিতেছে।৬-৯

হে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণ! তথাপি সেই দুষ্ট এবং দুরাত্ম-

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরান্ কংসঃ প্রবিশ্যাত্মগৃহং ততঃ।
মুমোচ বসুদেবঞ্চ দেবকীঞ্চ নিরোধতঃ ॥১৪

কংস উবাচ।

যুবয়োর্ঘাতিতা গর্ভা বৃথৈবৈতে ময়াধুনা।
কোঽপ্যন্য এব নাশায় বালো মম সমুদ্গতঃ ॥১৫

তদলং পরিতাপেন নূনং তদ্ভাবিনো হি তে।
অর্ভকা যুবয়োর্দোষাচ্চায়ুষো যদ্বিয়োজিতাঃ ॥১৬

ইত্যাশ্বাস্য বিমুক্ত্বা চ কংসস্তৌ পরিশঙ্কিতঃ।
অন্তর্গৃহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবিবেশ পুনঃ স্বকম্ ॥১৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

গণের অপকারের জন্য আমার বিশেষরূপে যত্ন করা কর্ত্তব্য। অতএব পৃথিবীতে যে কেহ যশস্বী এবং যাগশীল আছে, দেবগণের অপকারের জন্য সর্ব্বথা তাহাদের প্রত্যেককে বধ করিতে হইবে। দেবকীগর্ভজাত বালিকা এই কথা বলিয়াছে যে, আমার ভূতপূর্ব্ব সেই মৃত্যু পুনরায় উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব পৃথিবীতে বালকগণের উপরেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে বালকের বলের আধিক্য দেখা যাইবে, তাহাকেই যত্নপূর্ব্বক বধ করিতে হইবে। পরাশর বলিলেন,—কংস অসুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া আপনার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিল এবং বলিল,—"আমি বৃথাই আপনাদের এই গর্ভসমূহ বিনাশ করিয়াছি; আমার নাশের জন্য অন্য কোন বালক উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আপনারা কোন অনুতাপ করিবেন না; কারণ, আপনাদের বালকগণের অদৃষ্টে সেইরূপই মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট ছিল। দেখুন, আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে কে না বিনষ্ট হয়?" হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কংস, বসুদেব ও দেবকীকে এইরূপে আশ্বাসবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কারামুক্ত করিয়া ভীতচিত্তে পুনরায় আপন গৃহে প্রবেশ করিল।১০-১৭

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[পূতনাবধঃ ।]

পরাশর উবাচ ।

বিমুক্তো বসুদেবোঽস্য নন্দস্য শকটং গতঃ ।
প্রহৃষ্টং দৃষ্টবান্নন্দং পুত্রো জাতো মমেতি বৈ ॥১

বসুদেবোঽপি তং প্রাহ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি সাদরম্ ।
বার্দ্ধকেঽপি সমুৎপন্নস্তনয়োঽয়ং তবাধুনা ॥২

দত্তো হি বার্ষিকঃ সর্ব্বো ভবদ্ভির্নৃপতেঃ করঃ ।
যদর্থমাগতাস্তস্মান্নাবস্থেয়ং মহাধনাঃ ॥৩

যদর্থমাগতাঃ কার্য্যং তন্নিষ্পন্নং কিমাস্যতে ।
ভবদ্ভির্গম্যতাং নন্দ তচ্ছীঘ্রং নিজগোকুলম্ ॥৪

মমাপি বালকস্তত্র রোহিণীপ্রসবো হি যঃ ।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথায়ং তনয়ো নিজঃ ॥৫

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তাঃ প্রযযুর্গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈঃ করং দত্ত্বা মহাবলাঃ ॥৬

বসতাং গোকুলে তেষাং পূতনা বালঘাতিনী ।
সুপ্তং কৃষ্ণমুপাদায় রাত্রৌ তস্মৈ দদৌ স্তনম্ ॥৭

যস্মৈ যস্মৈ স্তনং রাত্রৌ পূতনা সম্প্রযচ্ছতি ।
তস্য তস্য ক্ষণেনাঙ্গং বালকস্যোপহন্যতে ॥৮

কৃষ্ণস্তস্যাঃ স্তনং গাঢ়ং করাভ্যামবপীড়িতঃ ।
গৃহীত্বা প্রাণসংহিতং পপৌ কোপসমন্বিতঃ ॥৯

সা বিমুক্তমহারাবা বিচ্ছিন্নস্নায়ুবন্ধনা ।
পপাত পূতনা ভূমৌ ম্রিয়মাণাতিভীষণা ॥১০

তন্নাদশ্রুতিসন্ত্রাসাৎ প্রবুদ্ধাস্তে ব্রজৌকসঃ ।
দদৃশুঃ পূতনোৎসঙ্গে কৃষ্ণং তাঞ্চ নিপাতিতাম্ ॥১১

আদায় কৃষ্ণং সন্ত্রস্তা যশোদাপি দ্বিজোত্তম ।
গোপুচ্ছং ভ্রাম্য হস্তেন বালদোষমপাকরোৎ ॥১২

পঞ্চম অধ্যায়

[পূতনাবধ ।]

পরাশর বলিলেন,—বসুদেব কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নন্দের শকটের (গাড়ীর) নিকট গমন করিলেন এবং পুত্র জন্ম লাভ করায় নন্দকে আনন্দিত দর্শন করিলেন। বসুদেবও সাদরে তাঁহাকে বলিলেন যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অতি ভাগ্যের কথা। আপনারা যে জন্য আসিয়াছেন, রাজার সেই বার্ষিক সমস্ত করই প্রদান করিয়াছেন সুতরাং হে মহাধনগণ! আর অবস্থান করিবেন না।১-৩

যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন, তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, আপনারা কেন এখানে বসিয়া রহিয়াছেন? হে নন্দ! আপনারা শীঘ্র নিজ গোকুলে গমন করুন। রোহিণীর গর্ভজাত আমার যে বালক তথায় আছে, আপনি নিজের এই বালকের মত তাহারও রক্ষা করিবেন।৪-৫

পরাশর বলিলেন,—বসুদেব এই প্রকার বলিলে, নন্দ প্রভৃতি মহাবল গোপগণ রাজার প্রাপ্য কর প্রদান করিবার পর ভাণ্ডসমূহ শকটের উপর রাখিয়া গোকুলে গমন করিলেন। তাঁহারা যখন গোকুলে বাস করিতেছিলেন, কোন এক রাত্রিতে বালকঘাতিনী পূতনা নিদ্রিত কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য প্রদান করিয়াছিল। রাত্রিকালে পূতনা যাহাকে যাহাকে স্তন্য প্রদান করে, অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই সেই বালকের অঙ্গসমূহ নষ্ট হইয়া যায়।৬-৮

কৃষ্ণ কোপান্বিত হইয়া হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে তাহার স্তন ধারণপূর্ব্বক পূতনার প্রাণের সহিত পান করিতে লাগিলেন। তখন স্নায়ুবন্ধনসমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অতিশয়

গোঃ করীষমুপাদায় নন্দগোপোঽপি মস্তকে।
কৃষ্ণস্য প্রদদৌ রক্ষাং কুর্ব্বংশ্চৈতদুদীরয়ন্ ॥১৩

নন্দগোপ উবাচ।

রক্ষতু ত্বামশেষাণাং ভূতানাং প্রভবো হরিঃ।
যস্য নাভিসমুদ্ভূতপঙ্কজাদভবজ্জগৎ ॥১৪
যেন দংষ্ট্রাগ্রবিধৃতা ধারয়ত্যবনী জগৎ।
বরাহরূপধৃগ্ দেবঃ স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥১৫
নখাঙ্কুরবিনির্ভিন্ন-বৈরিবক্ষঃস্থলো বিভুঃ।
নৃসিংহরূপী সর্ব্বত্র স ত্বাং রক্ষতু কেশবঃ ॥১৬
বামনো রক্ষতু সদা ভবন্তং যঃ ক্ষণাদভূৎ।
ত্রিবিক্রমঃ ক্রমাক্রান্ত-ত্রৈলোক্যঃ স্ফুরদায়ুধঃ ॥১৭
শিরস্তে পাতু গোবিন্দঃ কণ্ঠং রক্ষতু কেশবঃ।
গুহ্যঞ্চ জঠরং বিষ্ণুর্জঙ্ঘা-পাদৌ জনার্দ্দনঃ ॥১৮
মুখং বাহূ প্রবাহূ চ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈশ্বর্য্যস্তব নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥১৯
শাঙ্গ-চক্র-গদা-খড়্গ-(ক)শঙ্খনাদহতাঃ ক্ষয়ম্।
গচ্ছন্তু প্রেত-কুষ্মাণ্ড-রাক্ষসা যে তবাহিতাঃ ॥২০
ত্বাং পাতু দিক্ষু বৈকুণ্ঠো বিদিক্ষু মধুসূদনঃ।
হৃষীকেশোঽম্বরে ভূমৌ রক্ষতু ত্বাং মহীধরঃ ॥২১
এবং কৃতস্বস্ত্যয়নো নন্দগোপেন বালকঃ।
শায়িতঃ শকটস্যাধো বালপর্য্যঙ্কিকাতলে ॥২২
তে চ গোপা মহদ্দৃষ্ট্বা পূতনায়াঃ কলেবরম্।
মৃতায়াঃ পরমং ত্রাসং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥২৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

ভীষণা পূতনা ম্রিয়মাণা হইয়া মহাভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল। সেই শব্দশ্রবণে ভীত সেই ব্রজবাসিগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, পূতনার ক্রোড়ে কৃষ্ণ রহিয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! তখন যশোদা ভীতভাবে কৃষ্ণকে গ্রহণ করত হস্ত দ্বারা গরুর পুচ্ছ ভ্রমণ করাইয়া বালদোষ নিবারণ করিলেন। তখন নন্দও গোময় চূর্ণ গ্রহণ করিয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে বলিতে রক্ষা বিধানপূর্ব্বক কৃষ্ণের মস্তকে প্রদান করিলেন।৯-১৩

নন্দগোপ বলিলেন,—যাঁহার নাভি হইতে উদ্ভূত কমল দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, অখিল ভূতের উৎপত্তির কারণ সেই হরি তোমাকে রক্ষা করুন। যাঁহার দন্তের অগ্রভাগে স্থাপিতা হইয়া ধরণী জগৎকে ধারণ করিতেছেন, বরাহরূপধারী সেই দেব কেশব তোমাকে রক্ষা করুন। নখর দ্বারা যিনি শত্রুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বব্যাপী নৃসিংহরূপী কেশব সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন। যিনি ক্ষণমধ্যে পাদস্থাপন দ্বারা ত্রৈলোক্য আক্রান্ত করিয়া অস্ত্রের সহিত বিরাজিত ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামনদেব সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।১৪-১৭

গোবিন্দ তোমার মস্তক রক্ষা করুন, কেশব তোমার কণ্ঠ রক্ষা করুন, বিষ্ণু তোমার গুহ্য এবং জঠর রক্ষা করুন, জনার্দ্দন তোমার জঙ্ঘা এবং পদ রক্ষা করুন, অবিনাশী এবং অখণ্ড ঐশ্বর্য্যশালী নারায়ণ তোমার মুখ, বাহু, প্রবাহু, মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন। যাহারা তোমার অনিষ্টকারী, সেই প্রেত, কুষ্মাণ্ড ও রাক্ষসসমূহ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর শাঙ্গ (শৃঙ্গনির্মিত ধনু), চক্র, গদা, খড়্গ ও শঙ্খধ্বনি দ্বারা নিহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। বৈকুণ্ঠ তোমাকে দিক্‌সমূহে রক্ষা করুন; মধুসূদন বিদিক্‌সমূহে (কোণসমূহে), হৃষীকেশ আকাশে এবং মহীধর ভূমিতে তোমাকে রক্ষা করুন। নন্দগোপ এইরূপে বালকের স্বস্তিবাচন করিয়া শকটের নিম্নে দোলার উপর তাহাকে শুয়াইয়া দিল। সেই গোপগণ মৃত পূতনার বৃহৎ শরীর দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভয় ও বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল।১৮-২৩

পাঠান্তর:—(ক) শাঙ্গ-চক্র-গদাপাণেঃ—।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

শকটভঞ্জনম্, বলদেব-কৃষ্ণয়োর্নামকরণঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

কদাচিচ্ছকটাধস্তাচ্ছয়ানে মধুসূদনঃ।
চিক্ষেপ চরণাবূর্দ্ধ্বং স্তন্যার্থী প্ররুরোদ চ ॥১
তস্য পাদপ্রহারেণ শকটং পরিবর্ত্তিতম্।
বিধ্বস্তকুম্ভভাণ্ডং বৈ বিপরীতং পপাত চ ॥২
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বো গোপগোপীজনো দ্বিজ।
আজগামাথ দদৃশে বালমুত্তানশায়িনম্ ॥৩
গোপাঃ কেনেতি কেনেহং শকটং পরিবর্ত্তিতম্
তত্রৈবঃ বালকাশ্চোচুর্বালেনানেন পাতিতম্ ॥৪
রুদতা দৃষ্টমস্মাভিঃ পাদবিক্ষেপতাড়িতম্।
শকটং পরিবৃত্তং বৈ নৈতদন্যস্য চেষ্টিতম্ ॥৫
ততঃ পুনরতীবাসন্ গোপা বিস্মিতচেতসঃ।
নন্দগোপোঽপি জগ্রাহ বালমত্যন্তবিস্মিতঃ ॥৬
যশোদা শকটারূঢ়ভগ্নভাণ্ডকপালিকাঃ।
শকটং চার্চ্চয়মাস দধি-পুষ্প-ফলাক্ষতৈঃ ॥৭
গর্গশ্চ গোকুলে তত্র বসুদেবপ্রণোদিতঃ।
প্রচ্ছন্ন এব গোপোনাং সংস্কারানকরোৎ তয়োঃ ॥৮
জ্যেষ্ঠঞ্চ রামমিত্যাহ কৃষ্ণঞ্চৈব তথাপরম্।
গর্গো মতিমতাং শ্রেষ্ঠো নাম কুর্ব্বন্ মহামতিঃ ॥৯
স্বল্পেনৈব হি কালেন রিঙ্গিণৌ তৌ তদা ব্রজে।
ঘৃষ্টজানুকরৌ তৌ হি বভূবতুরুভাবপি ॥১০
করীষভস্মদিগ্ধাঙ্গৌ ভ্রমমাণাবিতস্ততঃ।
ন নিবারয়িতুং শেকে যশোদা ন চ রোহিণী ॥১১
গোবাটমধ্যে ক্রীড়ন্তৌ বৎসবাটগতৌ পুনঃ।
তদহর্জাতগোবৎসপুচ্ছাকর্ষণতৎপরৌ ॥১২

অধ্যায়

[শকটভঞ্জন ও বলদেব এবং কৃষ্ণের নামকরণ।]

পরাশর বলিলেন,—কোন সময়ে শকটের নীচে শয়ান মধুসূদন স্তন্য (মাতৃদুগ্ধ) পান করিবার ইচ্ছায় চরণদ্বয় ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার পাদ-প্রহারে শকট উল্‌টিয়া পড়িল এবং শকটস্থিত কুম্ভ ও ভাণ্ডসমূহ ভগ্ন হইয়া গেল। হে দ্বিজ! তখন সমস্ত গোপ ও গোপীজন হাহাকার করিতে করিতে আসিয়া দেখিল যে, বালক উত্তানভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা 'কে শকট উল্টাইল' ইহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহাতে বালকগণ উত্তর করিল যে, এই বালক শকট উল্টাইয়া ফেলিয়াছে।১-৪

আমরা দেখিয়াছি যে, এ রোদন করিতে করিতে পা ছুড়িতেছিল, তাহাতেই শকট উলটিয়া পড়িয়াছে; ইহা আর কেহ করে নাই। তখন গোপসমূহ আরও অধিক বিস্মিত হইল এবং নন্দগোপও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বালককে কোলে লইলেন। যশোদা দধি, পুষ্প, ফল ও অক্ষত দ্বারা শকটস্থিত ভগ্ন ভাণ্ডের কপালিকা (ভাণ্ডের অগ্রভাগ) ও শকট পূজা করিতে লাগিলেন। সেই গোকুলে বাসুদেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া গর্গমুনি গোপগণের অজ্ঞাতসারে সেই বালকদ্বয়ের সংস্কারসমূহ নিষ্পন্ন করিলেন। জ্ঞানিগণশ্রেষ্ঠ মহামতি গর্গ নামকরণের সময় জ্যেষ্ঠের 'রাম' এবং কনিষ্ঠের 'কৃষ্ণ' নাম রাখিলেন। অতি অল্পকালেই ব্রজমধ্যে সেই উভয় বালকই জানু ও কর সংঘর্ষণে (হামাগুড়ি দিয়া) ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে (এদিকে সেদিকে যাইতে) লাগিলেন।৫-১০

যখন তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে গোময় ও ভস্ম লেপন করিয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তখন যশোদা বা রোহিণী কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে

যদা যশোদা তৌ বালাবেকস্থানচরাবুভৌ।
শশাক নো বারয়িতুং ক্রীড়ন্তাবতিচঞ্চলৌ ॥১৩
যশোদা যষ্টিমাদায় কোপেনানুগতা চ তম্।
কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং তর্জ্জয়ন্তী রুষা তদা ॥১৪
দাম্না বদ্ধ্বা তদা মধ্যে নিবধ্যাথ উদূখলে।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমাহ চেদমমর্ষিতা ॥১৫
যদি শক্নোষি গচ্ছ ত্বমতিচঞ্চলচেষ্টিতম্।
ইত্যুক্ত্বা চ নিজং কর্ম্ম সা চকার কুটুম্বিনী ॥১৬
ব্যগ্রায়ামথ তস্যাং স কর্ষমাণ উদূখলম্।
যমলার্জ্জুনমধ্যেন জগাম কমলেক্ষণঃ ॥১৭
কর্ষতা বৃক্ষয়োর্মধ্যে তির্য্যগ্‌গতমুদূখলম্।
ভগ্নাবুত্তুঙ্গশাখাগ্রৌ তেন তৌ যমলার্জ্জুনৌ ॥১৮
ততঃ কটকটাশব্দং সমাকর্ণ্য চ কাতরঃ।
আজগাম ব্রজজনো দদৃশে চ মহাদ্রুমৌ ॥১৯
ভগ্নস্কন্ধৌ নিপতিতৌ ভগ্নশাখৌ মহীতলে।
নবোদ্গতাল্পদন্তাংশু-সিতহাসঞ্চ বালকম্ ॥২০

তয়োর্মধ্যগতং বদ্ধং দাম্না গাঢ়ং তথোদরে।
ততশ্চ দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাৎ ॥২১
গোপবৃদ্ধাস্ততঃ সর্ব্বে নন্দগোপপুরোগমাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরুদ্বিগ্না মহোৎপাতাতিভীরবঃ ॥২২
স্থানেনেহ ন নঃ কার্য্যং গচ্ছামোঽন্যন্মহাবনম্।
উৎপাতা বহবো হ্যত্র দৃশ্যন্তে নাশহেতবঃ ॥২৩
পূতনায়া বিনাশশ্চ শকটস্য বিপর্য্যয়ঃ।
বিনা বাতাদিদোষেণ দ্রুময়োঃ পতনং তথা ॥২৪
বৃন্দাবনমিতঃ স্থানাৎ তস্মাদ্‌গচ্ছাম মা চিরম্।
যাবদ্ভৌমমহোৎপাত-দোষো নাভিভবেদ্ ব্রজম্ ॥২৫
ইতি কৃত্বা মতিং সর্ব্বে গমনে তে ব্রজৌকসঃ।
উচুঃ স্বং স্বং কুলং শীঘ্রং গম্যতাং মা বিলম্ব্যতাম্ ॥২৬
ততঃ ক্ষণেন প্রযযুঃ শকটৈর্গোধনৈস্তথা।
যূথশো বৎসবালাংশ্চ কালয়ন্তো ব্রজৌকসঃ ॥২৭
দ্রব্যাবয়বনির্দ্ধূতং ক্ষণমাত্রেণ তত্তথা।
কাককাকী-সমাকীর্ণং ব্রজস্থানমভূদ্ দ্বিজ ॥২৮

পারিতেন না। বালকদ্বয় কখন গোগৃহে, কখন বা সদ্যোজাত গোবৎসের পুচ্ছ আকর্ষণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। একদিন যখন যশোদা একসাথে ক্রীড়াপরায়ণ অতি চঞ্চল ঐ বালকদ্বয়কে নিবারণ করতে সমর্থ হইলেন না, তখন রোষভরে যষ্টি লইয়া কমললোচন কৃষ্ণের অনুগমন করত তাঁহাকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক রজ্জুদ্বারা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন এবং নির্দোষকর্ম্মকারী কৃষ্ণকে ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন,—অরে অতিচঞ্চল! যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, গমন কর।” কুটুম্বিনী যশোদা এই কথা বলিয়া নিজ গৃহকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। যশোদা গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র হইলে কমলনয়ন কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া লইয়া যমলার্জ্জুন বৃক্ষ দুইটির মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া বক্রভাবে উদূখল আকর্ষণ করাতে ঊর্দ্ধ শাখাযুক্ত অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ব্রজবাসীরা সেই ভীষণ কটকটা শব্দ শ্রবণ করত কাতরভাবে আগমন করিল এবং ভগ্নস্কন্ধ ও ভগ্নশাখ সেই বৃক্ষদ্বয়কে ভূমিতে পতিত এবং নবোদগত ক্ষুদ্র দন্তের কিরণে শুভ্র হাস্যযুক্ত, ভগ্ন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যগত ও উদরে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ সেই বালককে দর্শন করিল। সেই সময় হইতেই দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন-হেতু সেই বালকের দামোদর নাম হইল।১১-২১

তারপর মহা উৎপাতে অতিশয় ভীত নন্দগোপ প্রভৃতি গোপবৃদ্ধগণ উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন,—এস্থানে আমাদের বাসের প্রয়োজন নাই, আমরা অন্য মহাবনে গমন করি। কারণ, এখানে মৃত্যুর কারণস্বরূপ পূতনার বিনাশ, শকটের বিপর্য্যয় এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষদ্বয়ের পতনরূপ বহুবিধ উৎপাত দেখা যাইতেছে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া যে পর্য্যন্ত কোন ভূমিসম্বন্ধীয় মহোৎপাত ব্রজকে বিধ্বস্ত না করে, তাহার মধ্যেই আমরা এ স্থান হইতে বৃন্দাবনে গমন করি।২২-২৫

বৃন্দাবনং ভগবতা কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
শুভেন মনসা ধ্যাতং গবাং বৃদ্ধিমভীপ্সতা ॥২৯
ততস্তত্রাতিরূক্ষেঽপি ঘর্ম্মকালে দ্বিজোত্তম।
প্রাবৃট্কাল ইবোদ্ভূতং নবং শষ্পং সমন্ততঃ ॥৩০
স সমাবাসিতঃ সর্ব্বো ব্রজো বৃন্দাবনে ততঃ।
শকটীবাটপর্য্যন্তশ্চন্দ্রার্দ্ধাকারসংস্থিতিঃ ॥৩১
বৎসপালৌ চ সংবৃত্তৌ রাম দামোদরৌ ততঃ।
একস্থানস্থিতৌ গোষ্ঠে চেরতুর্বাললীলয়া ॥৩২
বর্হিপত্রকৃতাপীড়ৌ বন্যপুষ্পাবতংসকৌ।
গোপবেণুকৃতাতোদ্য-পত্রবাদ্যকৃতস্বনৌ ॥৩৩
কাকপক্ষধরৌ বালৌ কুমারাবিব পাবকী।
হসন্তৌ চ রমন্তৌ চ চেরতুস্তৌ মহাবলৌ ॥৩৪
ক্বচিৎ হসন্তাবন্যোন্যং ক্রীড়মানৌ তথাপরৈঃ।
গোপপুত্রৈঃ সমং বৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥৩৫

কালেন গচ্ছতা তৌ তু সপ্তবর্ষৌ মহাব্রজে।
সর্ব্বস্য জগতঃ পালৌ বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥৩৬
প্রাবৃট্কালস্ততোঽতীব মেঘৌঘস্থগিতাম্বরঃ।
বভূব বারিধারাভিরৈক্যং কুর্ব্বন্ দিশামিব ॥৩৭
প্ররূঢ়নবশস্যাঢ্যা শক্রগোপাচিতা মহী।
তদা মারকতীবাসীৎ পদ্মরাগবিভূষিতা ॥৩৮
জগ্মুরুন্মার্গবাহীনি নিম্নগাম্ভাংসি সর্ব্বতঃ।
মনাংসি দুর্বিনীতানাং প্রাপ্য লক্ষ্মীং নবামিব ॥৩৯
ন রেজেঽন্তরিতশ্চন্দ্রো নির্ম্মলো মলিনৈর্ঘনৈঃ।
সদ্বাক্যবাদো মূর্খাণাং প্রগল্ভাভিরিবোক্তিভিঃ ॥৪০
নির্গুণেনাপি চাপেন শক্রস্য গগনে পদম্।
অবাপ্যতাবিবেকস্য নৃপস্যেব পরিগ্রহে ॥৪১
মেঘপৃষ্ঠে বলাকানাং বরাজ বিমলা ততিঃ।
দুর্বৃত্তে বৃত্তিচেষ্টেব কুলীনস্যাতিশোভনা ॥৪২

ব্রজবাসিগণ এইরূপে বুদ্ধি স্থির করিয়া আপন আপন পরিবারবর্গকে বলিলেন,—শীঘ্র গমন কর, বিলম্ব করিও না। অনন্তর ব্রজবাসিগণ ক্ষণমধ্যে শকট (গাড়ী) ও গোধনের সহিত দলে দলে গোবৎস ও বালকগণকে চালনা করত গমন করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! তখন দ্রব্যসমূহের অবশিষ্টাংশে পরিপূর্ণ সেই ব্রজভূমি কাক ও কাকীগণ দ্বারা ব্যাপ্ত হইল। তখন নির্দোষকর্ম্মকারী ভগবান্ কৃষ্ণ গোসমূহের বৃদ্ধির ইচ্ছায় বিশুদ্ধমনে বৃন্দাবনের (নিত্যধামের) চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজোত্তম! তাহাতে সেই স্থানে চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত রূক্ষ গ্রীষ্মকালেও বর্ষাকালের ন্যায় নূতন শস্যসমূহ উৎপন্ন হইল।২৬-৩০

তখন সেই ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে শকটীবাট পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থান করত বাস করিতে লাগিলেন। বলরাম এবং দামোদর কৃষ্ণ বৎসসমূহের পালক হইয়া একত্র বাল্যলীলা করত গোষ্ঠমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাম ও কৃষ্ণ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও কর্ণে নবজাত পুষ্পধারণ করত গোপোচিত বেণু দ্বারা মৃদঙ্গাদির বাদ্য এবং পত্রময় বাদ্যযন্ত্র দ্বারা নানাবিধ বাদ্য করিয়া কাকপক্ষ (জুলপী) ধারণপূর্ব্বক স্কন্দের অংশভূত শাখ ও বিশাখনামা কুমারদ্বয়ের ন্যায় সহাস্যবদনে ক্রীড়া করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। কখন উভয়ে হাস্যপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে করিতে অন্যান্য গোপবালকের সহিত গরু চরাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৩১-৩৫

কালক্রমে সপ্তমবর্ষ বয়সে সমস্ত জগতের পালক সেই বালকদ্বয় বৎসগণের পালক হইয়া উঠিলেন। তারপর মেঘসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত এবং বারিধারা দ্বারা দিক্‌সমূহকে একাকার করিয়া বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। নূতন শস্যে পরিপূর্ণা ও ইন্দ্রগোপ* কীটসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবী তখন পদ্মরাগ-মণিভূষিতা মরকতময়ী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নূতন ধনপ্রাপ্ত দুর্বিনীত ব্যক্তিগণের মনের ন্যায় নদীর জলরাশি উন্মার্গবাহী হইয়া গমন করিতে লাগিল। মূর্খগণের ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির সহিত সদ্বাক্যবাদ

* বর্ষাকালে উৎপন্ন লাল একপ্রকার পোকা দেখা যায়, তাহাকে বলে ইন্দ্রগোপ।

ন ববন্ধাম্বরে স্থৈর্য্যং বিদ্যুদত্যন্তচঞ্চলা।
মৈত্রীব প্রবরে পুংসি দুর্জ্জনেন প্রযোজিতা ॥৪৩

মার্গা বভূবুরস্পষ্টা নবশস্যচয়াবৃতাঃ।
অর্থান্তরমনুপ্রাপ্তাঃ প্রজড়ানামিবোক্তয়ঃ ॥৪৪

উন্মত্তশিখিসারঙ্গে তস্মিন্ কালে মহাবনে।
কৃষ্ণ-রামৌ মুদা যুক্তৌ গোপালৈশ্চেরতুঃ সহ ॥৪৫

ক্বচিদ্গোপৈঃ সমং রম্যং গেয়নৃত্যরতাবুভৌ।
চেরতুঃ ক্বচিদত্যর্থং শীতবৃক্ষতলাশ্রয়ৌ ॥৪৬

ক্বচিৎ কদম্বস্রক্-চিত্রৌ ময়ূরস্রগ্ধরৌ ক্বচিৎ।
বিচিত্রৌ ক্বচিদাস্যাতাং বিবিধৈর্গিরিধাতুভিঃ ॥৪৭

পর্ণশয্যাসু সংসুপ্তৌ ক্বচিন্নিদ্রান্তরৈষিণৌ।
ক্বচিদ্গর্জ্জতি জীমূতে হাহাকাররবাদৃতৌ ॥৪৮

গায়তামন্যগোপানাং প্রশংসাপরমৌ ক্বচিৎ।
ময়ূরকেকানুগতৌ গোপবেণুপ্রবাদকৌ ॥৪৯

ইতি নানাবিধৈর্ভাবৈরুত্তমপ্রীতিসংযুতৌ।
ক্রীড়াসক্তৌ বনে তস্মিন্ চেরতুঃ প্রীতমানসৌ ॥৫০

বিকালে তু সমং গোভির্গোপবৃন্দসমন্বিতৌ।
আজগ্মতুঃ কৃষ্ণ-বলৌ গোপবেশধরাবুভৌ ॥৫১

বিকালে চ যথা জোষং ব্রজমেত্য মহাবলৌ।
গোপৈঃ সমানৈঃ সহিতৌ চিক্রীড়াতেঽমরাবিব ॥৫২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

(সুবাক্যকথন) যেমন শোভা পায় না, তদ্রূপ নির্ম্মল চন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া শোভাহীন হইলেন।৩৬-৪০

অবিবেকী রাজার সভায় গুণহীন পুরুষ যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদ্রূপ গগনমণ্ডলে গুণহীন ইন্দ্র-ধনুও স্থান লাভ করিল। দুরাচারী পুরুষগণমধ্যে কুলীন ব্যক্তির নিষ্কপট শুভ চেষ্টার ন্যায় মেঘপৃষ্ঠে বিমল বলাকাশ্রেণী সুশোভিত হইল। সচ্চরিত্র পুরুষের সহিত দুর্জ্জনপুরুষের ক্ষণস্থায়ী মিত্রতার ন্যায় অত্যন্ত চঞ্চল বিদ্যুৎ গগনে স্থিরতা লাভ করিতে পারিল না। মূর্খজনের অর্থান্তর পূর্ণ উক্তিসমূহের ন্যায় পথসকল নূতন শস্যচয়ে আবৃত হইয়া অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল। সেই সময়ে উন্মত্ত ময়ূর ও ভ্রমরগণে পরিশোভিত মহাবনমধ্যে রাম ও কৃষ্ণ গোপালগণের সহিত আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৪১-৪৫

কোন সময় গোপগণের সহিত রমণীয় গীত ও নৃত্যে রত হইয়া, কখন বা শীতলবৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া উভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন কদম্বমাল্য, কখন ময়ূরপুচ্ছ ও বিবিধ পর্ব্বতীয় ধাতুরাগে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র বেশে উভয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন। কখন নিদ্রাভিলাষে পর্ণশয্যায় শয়ন করিলেন; কখন মেঘের গর্জ্জনে দুই জনে হাহাকার রব করিতে লাগিলেন, কখন বা কোন গোপ গান করিতেছে, উভয়ে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কখন বা ময়ূরের কেকাস্বরের অনুকরণ করত গোপবেণু বাদন করিতে লাগিলেন; এইরূপে নানাপ্রকার ভাবে পরম প্রীতিসহকারে উভয়ে ক্রীড়াসক্ত হইয়া প্রসন্নমনে সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে গো ও গোপগণের সহিত গোপবেশধারী রাম ও কৃষ্ণ ব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন। যথাকালে ব্রজে আগমন করত সমবয়স্ক গোপগণের সহিত মিলিত হইয়া মহাবল রাম ও কৃষ্ণ অমরদ্বয়ের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।৪৬-৫২

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[কালিয়দমনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

একদা তু বিনা রামং কৃষ্ণো বৃন্দাবনং যযৌ ।
বিচচার বৃতো গোপৈর্বন্যপুষ্পস্রগুজ্জ্বলঃ ॥১
স জগামাথ কালিন্দীং লোলকল্লোলশালিনীম্
তীরসংলগ্নফেনৌঘৈর্হসন্তীমিব সর্ব্বতঃ ॥২
তস্যাং চাতিমহাভীমং বিষাগ্নিশৃতবারিণম্ ।
হ্রদং কালিয়নাগস্য দদৃশেঽতীব ভীষণম্ ॥৩
বিষাগ্নিনা বিসরতা দগ্ধতীরমহাতরুম্ ।
বাতাহতাম্বুবিক্ষেপ-স্পর্শদগ্ধবিহঙ্গমম্ ॥৪
তমতীব মহারৌদ্রং মৃত্যুবক্ত্রমিবাপরম্ ।
বিলোক্য চিন্তয়ামাস ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥৫
অস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা কালিয়োঽসৌ বিষায়ুধঃ
যো ময়া নির্জ্জিতস্ত্যক্ত্বা দুষ্টঃ নষ্টঃ পয়োনিধিম্ ॥৬
তেনেয়ং দূষিতা সর্ব্বা যমুনা সাগরং গতা ।
ন গোপৈর্গোধনৈর্বাপি তৃষার্ত্তৈরুপযুজ্যতে ॥৭
তদস্য নাগরাজস্য কর্ত্তব্যো নিগ্রহো ময়া ।
নিস্ত্রাসাস্তু সুখং যেন চরেয়ুর্ব্রজবাসিনঃ ॥৮
এতদর্থং নৃলোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ ।
যদেষামুৎপথস্থানাং কার্য্যা শাস্তির্দুরাত্মনাম্ ॥৯
তদেনং নাতিদূরস্থং কদম্বমুরুশাখিনম্ ।
অধিরুহ্যোৎপতিষ্যামি হ্রদেঽস্মিন্নিলাশিনঃ ॥১০

পরাশর উবাচ ।

ইত্থং বিচিন্ত্য বদ্ধা চ গাঢ়ং পরিকরং ততঃ ।
নিপপাত হ্রদে তত্র সর্পরাজস্য বেগিতঃ ॥১১
তেনাপি পততা যত্র ক্ষোভিতঃ স মহাহ্রদঃ ।
অত্যর্থং দূরজাতাংস্তু সমসিঞ্চন্ মহীরুহান্ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়

[কালিয়দমন ।]

পরাশর বলিলেন,—কৃষ্ণ রামকে সঙ্গে না লইয়া একদা বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং বন-ফুলের মালায় বিভূষিত হইয়া গোপগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে লোলকল্লোলশালিনী (চঞ্চলতরঙ্গযুক্ত) যমুনায় গমন করিলেন এবং দেখিলেন,—তীরসংলগ্ন ফেনপুঞ্জ দ্বারা যমুনা যেন চারিদিকে হাস্য করিতেছেন। বিষাগ্নি দ্বারা যাহার জল সন্তপ্ত, কালিয় নাগের অতি ভীষণ সেই হ্রদ ঐ যমুনায় দর্শন করিলেন ।১-৩

সেই হ্রদোদ্গত বিষাগ্নি দ্বারা তীরস্থিত বিশাল বৃক্ষসমূহ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বায়ু দ্বারা উৎক্ষিপ্ত সেই হ্রদের জলস্পর্শে আকাশস্থিত পক্ষিগণ দগ্ধ হইতেছে। দ্বিতীয় মৃত্যুমুখ তুল্য সেই ভয়ঙ্কর হ্রদ দর্শন করিয়া ভগবান্ মধুসূদন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যে দুষ্ট আমার বিভূতি গরুড় কর্তৃক পরাভূত হইয়া সাগর ত্যাগ করত পলায়ন করিয়াছিল ও যাহার বিষই অস্ত্র, সেই দুরাত্মা কালিয় ইহাতে বাস করিতেছে। ইহার দ্বারা সাগরগামিনী এই যমুনাও দূষিতা হইয়াছে। গো অথবা গোপগণ তৃষ্ণায় পীড়িত হইলেও ইহার জল পান করিতে পায় না। অতএব আমি এই নাগরাজকে দমন করিব, যাহাতে ব্রজবাসীরা নির্ভয়ে ইহাকে সুখে ব্যবহার করিতে পারে। উৎপথগামী এই সমস্ত দুরাত্মাদিগকে শাস্তি প্রদান করাই আমার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য। অতএব নিকটস্থ এই কদম্ববৃক্ষের ঊর্দ্ধতন শাখায় আরোহণ করিয়া আমি এই বায়ুভক্ষী নাগরাজের হ্রদে পতিত হই ।৪-১০

তে হি দুষ্টবিষজ্বালা তপ্তাম্বুপবনোক্ষিতাঃ।
জজ্বলুঃ পাদপাঃ সদ্যো জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরাঃ ॥১৩
আস্ফোটয়ামাস তদা কৃষ্ণো নাগহ্রদে ভুজম্।
তচ্ছব্দশ্রবণোচ্চাশু নাগরাজোঽভ্যুপাগমৎ ॥১৪
আতাম্রনয়নকোপাদ্ বিষজ্বালাকুলৈর্মুখৈঃ (ক)।
বৃতো মহাবিষৈশ্চান্যৈরুরগৈরনিলাশিভিঃ ॥১৫
নাগপত্ন্যশ্চ শতশো হারিহারোপশোভিতাঃ।
প্রকম্পিততনূৎক্ষেপচলৎকুণ্ডলকান্তয়ঃ ॥১৬
ততঃ প্রবেষ্টিতঃ সর্পৈঃ স কৃষ্ণো ভোগবন্ধনৈঃ।
দদংশুশ্চাপি তে কৃষ্ণং বিষজ্বালাবিলৈর্মুখৈঃ ॥১৭
তং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা সর্পভোগনিপীড়িতম্।
গোপা ব্রজমুপাগম্য চুক্রুশুঃ শোকলালসাঃ ॥১৮
এষ মোহং গতঃ কৃষ্ণো মগ্নো বৈ কালিয়হ্রদে।
ভক্ষ্যতে সর্পরাজেন তদাগচ্ছত পশ্যত ॥১৯

তচ্ছ্রুত্বা তে তদা গোপা বজ্রপাতোপমং বচঃ।
গোপ্যশ্চ ত্বরিতা জগ্মুর্যশোদাপ্রমুখা হ্রদম্ ॥২০
হা হা কাসাবিতি জনো গোপীনামতিবিহ্বলঃ।
যশোদয়া স সম্ভ্রান্তো দ্রুতং প্রস্খলিতং যযৌ ॥২১
নন্দগোপশ্চ গোপাশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
ত্বরিতং যমুনাং জগ্মুঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥২২
দদৃশুশ্চাপি তে তত্র সর্পরাজবশং গতম্।
নিষ্প্রযত্নীকৃতং কৃষ্ণং সর্পভোগেন বেষ্টিতম্ ॥২৩
নন্দগোপশ্চ নিশ্চেষ্টো ন্যস্য পুত্রমুখে দৃশৌ।
যশোদা চ মহাভাগা বভূব মুনিসত্তম ॥২৪
গোপ্যস্ত্বন্যা রুদন্ত্যশ্চ দদৃশুঃ শোককাতরাঃ।
প্রোচুশ্চ কেশবং প্রীত্যা ভয়কাতর্য্যগদ্গদম্ ॥২৫
সর্ব্বা যশোদয়া সার্দ্ধং বিশামোঽত্র মহাহ্রদে।
নাগরাজস্য নো গন্তুমস্মাকং যুজ্যতে ব্রজে ॥২৬

পরাশর বলিলেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ দৃঢ়রূপে বস্ত্রাদি বন্ধন করত বেগের সহিত সর্পরাজের সেই হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কৃষ্ণ তাহাতে পতিত হইলে সেই মহাহ্রদ ক্ষোভিত হইয়া দূরস্থিত বৃক্ষসকলকে একেবারে প্লাবিত করিল। ঐ সর্পের বিষম বিষ জ্বালায় সন্তপ্তজলবাহী বায়ু দ্বারা আর্দ্র হইয়া সেই বৃক্ষসমূহ তৎক্ষণাৎ জ্বলিতে লাগিল এবং তাহার জ্বালায় সম্পূর্ণ দিক্‌সকল ব্যাপ্ত হইল। তখন কৃষ্ণ নাগের হ্রদমধ্যে বাহু আস্ফোটন (তাড়ন) করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ শ্রবণে নাগরাজ তীব্রগতিতে আগমন করিল। তখন উহার নেত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মুখ হইতে অগ্নির ঝলক্ বাহির হইতে লাগিল এবং মহাবিষাক্ত বায়ুভক্ষী সর্পসকলে নাগরাজ পরিবৃত ছিল। তাহার সহিত মনোহর হার এবং শরীরের প্রকম্পনে হেলিয়া দুলিয়া যাওয়ায় চঞ্চল কুণ্ডলের কান্তিতে বিশোভিত শত শত নাগপত্নীও আগমন করিল। তখন সকলে কুণ্ডলীকৃত দেহে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিল এবং বিষজ্বালাপরিপূর্ণ মুখ দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল।১১-১৭

গোপগণ হ্রদমধ্যে কৃষ্ণকে নিপতিত ও সর্পকুণ্ডলে পীড়িত দেখিয়া ব্রজে আগমন করত শোকে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল যে, কৃষ্ণ কালিয়-হ্রদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে ও সর্পকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইতেছে, তোমরা আগমন কর ও দেখ। গোপগণ ও যশোদাপ্রমুখ গোপীগণ বজ্রপাত সদৃশ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র তথায় গমন করিল। যশোদার সহিত গোপীজন উদ্‌ভ্রান্তভাবে "হা হা কোথায় কৃষ্ণ?" এই বলিয়া অতিশয় ব্যাকুলচিত্তে স্খলিতপদে দ্রুতগতিতে তথায় গমন করিল এবং নন্দগোপ, অন্যান্য গোপগণ ও অদ্ভুত বিক্রমশালী রাম কৃষ্ণকে দর্শন করিবার অভিলাষে শীঘ্র যমুনায় গমন করিলেন।১৮-২১

তথায় তাঁহারা সর্পরাজের বশীভূত ও সর্পকুণ্ডলে আবৃত অথচ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। হে মুনিসত্তম! নন্দগোপ ও মহাভাগা যশোদা কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। অন্যান্য গোপীগণ শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিল এবং প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে দর্শন করত ভয় ও কাতরতায় গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিল যে, আমরা

পাঠান্তর:—(ক) আতাম্রনয়নো গ্রৈবিষজ্বালাকুলৈঃ ফণৈঃ।

দিবসঃ কো বিনা সূর্য্যং বিনা চন্দ্রেণ কা নিশা।
বিনা বৃষেণ কা গাবো বিনা কৃষ্ণেন কো ব্রজঃ ॥২৭
বিনাকৃতা ন যাস্যামঃ কৃষ্ণেনানেন গোকুলম্।
অরণ্যং নাপি সেব্যঞ্চ বারিহীনং যথা সরঃ ॥২৮
যত্র নেন্দীবরদলপ্রখ্যকান্তিরয়ং হরিঃ।
তেনাপি মাতুর্বাসেন রতিরস্তীতি বিস্ময়ঃ ॥২৯
উৎফুল্ল-পঙ্কজ-দলস্পষ্ট-কান্তিবিলোচনম্।
অপশ্যন্তো হরিং দীনাঃ কথং গোষ্ঠে ভবিষ্যথ ॥৩০
অত্যন্তমধুরালাপহৃতাশেষমনোধনাঃ।
ন বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং যাস্যামো নন্দগোকুলম্ ॥৩১
ভোগেনাবেষ্টিতস্যাপি সর্পরাজেন পশ্যত।
স্মিতশোভিমুখং গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাস্মদ্‌বিলোকনে ॥৩২

পরাশর উবাচ।

ইতি গোপীবচঃ শ্রুত্বা রৌহিণেয়ো মহাবলঃ।
গোপাংশ্চ ত্রাসবিধুরান্ বিলোক্য স্তিমিতেক্ষণঃ ॥৩৩
নন্দঞ্চ দীনমত্যর্থং ন্যস্তদৃষ্টিং সুতাননে।
মূর্চ্ছাকুলাং যশোদাঞ্চ কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংজ্ঞয়া ॥৩৪
কিমিদং দেবদেবেশ ভাবোঽয়ং মানুষস্ত্বয়া।
ব্যজ্যতেঽত্যন্তমাত্মানং কিমনন্তং ন বেৎসি যৎ ॥৩৫
ত্বমস্য জগতো নাভিররাণামিব সংশ্রয়ঃ।
কর্ত্তাপহর্ত্তা পাতা চ ত্রৈলোক্যং ত্বং ত্রয়ীময়ঃ ॥৩৬
সেন্দ্র-রুদ্রাশ্বিবসুভিরাদিত্যৈর্মরুদগ্নিভিঃ।
চিন্ত্যসে ত্বমচিন্ত্যাত্মন্ সমস্তৈশ্চৈব যোগিভিঃ ॥৩৭
জগত্যর্থং জগন্নাথ ভারাবতরণেচ্ছয়া।
অবতীর্ণোঽত্র মর্ত্ত্যেষু তবাংশশ্চাহমগ্রজঃ ॥৩৮
মনুষ্যলীলাং ভগবন্ ভজতা ভবতা সুরাঃ।
বিড়ম্বয়ন্তস্ত্বল্লীলাং সর্ব্ব এব সমাসতে ॥৩৯
অবতার্য্য ভবান্ পূর্ব্বং গোকুলেঽত্র সুরাঙ্গনাঃ।
ক্রীড়ার্থমাত্মনঃ পশ্চাদবতীর্ণোঽসি শাশ্বতঃ ॥৪০

সকলে যশোদার সহিত নাগরাজের এই মহাহ্রদে প্রবেশ করি; আমাদের ব্রজে যাওয়া উচিত নয়।২২-২৬

সূর্য্য বিনা দিবসের কি মূল্য আছে? চন্দ্র বিনা রাত্রি কি সৌন্দর্য্য দেখায়? বৃষ বিনা গরু কি শোভা পায়? কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ব্রজের সেইরূপ কি থাকিবে? যেমন জলহীন সরোবর সেব্য নহে, তদ্রূপ কৃষ্ণবিরহিত হইয়া আমরা গোকুলে প্রবেশ করিব না এবং অরণ্যেও বাস করিব না অর্থাৎ জলহীন সরোবর যেরূপ ব্যবহারের অযোগ্য, সেইরূপ কৃষ্ণহীন গোকুলও আমাদের বসবাসের অযোগ্য। যেখানে ইন্দীবরদলকান্তি শ্যামসুন্দর হরি নাই, সে মাতৃগৃহেও আসক্তি থাকা অতি বিস্ময়ের কথা। প্রফুল্লপদ্মতুল্য কান্তিমান্ নেত্রধারী হরিকে না দেখিয়া তোমরা কি প্রকারে গোষ্ঠে থাকিবে? অত্যন্ত মধুর আলাপ দ্বারা যিনি সকলের মনোধন হরণ করিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতিরেকে আমরা গোকুলে গমন করিব না। দেখ, সর্পরাজের ফণা দ্বারা আবৃত, তথাপি আমাদিগকে দেখিয়া কৃষ্ণের ঈষৎহাস্যপূর্ণ মুখ কেমন শোভা পাইতেছে।২৭-৩২

পরাশর বলিলেন,—স্তিমিতলোচন মহাবল রোহিণীপুত্র বলরাম গোপীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং গোপগণকে ভয়বিহ্বল, নন্দকে অতিশয় দীন ও কৃষ্ণের মুখে নিবদ্ধদৃষ্টি এবং যশোদাকে মূর্চ্ছিত দর্শন করত স্বীয় সঙ্কেতে কৃষ্ণকে বলিলেন।৩৩-৩৪

হে দেবদেবেশ! তুমি কি আপনাকে অনন্ত বলিয়া জানিতেছ না? কেন এই অত্যন্ত মানুষভাব ব্যক্ত করিতেছ? রথনাভি যেমন অরসকলকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি এই জগতের আশ্রয় এবং কর্ত্তা, অপহর্ত্তা ও পালক। তুমি ত্রৈলোক্যস্বরূপ ও তুমিই বেদময়। হে অচিন্ত্যরূপিন্! ইন্দ্র, রুদ্র, বসু, আদিত্য, মরুদ্গণ, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার এবং সমস্ত যোগিগণ তোমারই চিন্তা করে। হে জগন্নাথ! পৃথিবীর জন্য ভারাবতারণেচ্ছায় তুমি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং তোমারই অংশ আমি তোমার অগ্রজরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি।৩৫-৩৮

হে ভগবন্! তুমি মনুষ্যলীলা করিতেছ; এই সমস্ত দেবগণ তোমার লীলার অনুকরণ করিতে গোপবেশে

অত্রাবতীর্ণা যে কৃষ্ণ গোপা এব হি বান্ধবাঃ।
গোপ্যশ্চ সীদতঃ কস্মাৎ ত্বং বন্ধূন্ সমুপেক্ষসে ॥৪১
দর্শিতো মানুষো ভাবো দর্শিতং বালচাপলম্।
তদয়ং দম্যতাং কৃষ্ণ দুরাত্মা দশনায়ুধঃ ॥৪২

পরাশর উবাচ।

ইতি সংস্মারিতঃ কৃষ্ণঃ স্মিতভিন্নোষ্ঠসম্পুটঃ।
আস্ফোট্য মোচয়ামাস স্বদেহং ভোগবন্ধনাৎ ॥৪৩
আনম্য চাপি হস্তাভ্যানুভাভ্যাং মধ্যমং ফণম্।
আরুহ্যাভুগ্নশিরসঃ প্রননর্ত্তোরুবিক্রমঃ ॥৪৪
ব্রণাঃ ফণেঽভবংস্তস্য কৃষ্ণস্যাঙ্ঘ্রিনিকুট্টনৈঃ।
যত্রোন্নতিঞ্চ কুরুতে ননামাস্য ততঃ শিরঃ ॥৪৫
মূর্চ্ছামুপাযযৌ ভ্রান্ত্যা নাগঃ কৃষ্ণস্য রেচকৈঃ।
দণ্ডপাতনিপাতেন ববাম রুধিরং বহু ॥৪৬

তন্নির্ভিন্নশিরোগ্রীবমাস্যেভ্যঃ স্রুতশোণিতম্।
বিলোক্য শরণং জগ্মুস্তৎপত্ন্যো মধুসূদনম্ ॥৪৭

নাগপত্ন্য ঊচুঃ।

জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ সর্ব্বেশস্ত্বমনুত্তম।
পরং জ্যোতিরচিন্ত্যং যত্তদংশঃ পরমেশ্বরঃ ॥৪৮
ন সমর্থাঃ সুরাস্তোতুং যমনন্যভবং প্রভুম্।
স্বরূপবর্ণনং তস্য কথং যোষিৎ করিষ্যতি ॥৪৯
যস্যাখিলং মহী-ব্যোম-জলাগ্নি-পবনাত্মকম্।
ব্রহ্মাণ্ডমল্পকাংশাংশঃ স্তোষ্যামস্তং কথং বয়ম্ ॥৫০
যতন্তো ন বিদুর্নিত্যং যৎস্বরূপং হি যোগিনঃ।
পরমার্থমণোরল্পং স্থূলাৎ স্থূলং নতাঃ স্ম তম্ ॥৫১
ন যস্য জন্মনে ধাতা যস্য নান্তায় চান্তকঃ।
স্থিতিকর্ত্তা ন চান্যোঽস্তি যস্য তস্মৈ নমঃ সদা ॥৫২

অবতীর্ণ হইয়া তোমার সহিত বাস করিতেছে। তুমি লীলার জন্য গোকুলে দেবাঙ্গনাসমূহকে গোপীরূপে অবতীর্ণ করাইয়া স্বয়ং নিত্য হইয়াও পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হে কৃষ্ণ! গোকুলে অবতীর্ণ গোপ ও গোপীগণই তোমার বান্ধব, কিহেতু তুমি বিষণ্ণ বান্ধবগণকে উপেক্ষা করিতেছ? হে কৃষ্ণ! আর কেন? মানুষ-ভাব দর্শন করাইয়াছ, বালচাপল্যও দেখান হইয়াছে, এক্ষণে দন্তই যাহার অস্ত্র, এই সেই দুরাত্মাকে দমন কর।৩৯-৪১

পরাশর বলিলেন,—রাম কৃষ্ণকে এইরূপে স্মরণ করাইয়া দিলে কৃষ্ণ সহাস্যবদনে স্বীয় আস্ফালন দ্বারা সর্পবন্ধন হইতে আপনার দেহ মুক্ত করিলেন এবং উভয় হস্ত দ্বারা নাগরাজের মধ্যম ফণা নোয়াইয়া সেই নতমস্তক সর্পের উপর আরোহণ করত প্রচণ্ডবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহার ফণায় ব্রণ (চরণপ্রহারে ক্ষত) সমূহ উৎপন্ন হইল এবং যে দিকে মস্তক উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কৃষ্ণের পাদপ্রহারে সেই দিকেই মস্তক নত হইয়া যাইতে লাগিল। কৃষ্ণের ভ্রান্তি, রেচকনামক নৃত্যসম্বন্ধীয় দণ্ডপাতগতিবিশেষ দ্বারা নাগরাজ মূর্চ্ছিত হইল এবং বহুতর রক্ত বমন করিল। নাগরাজের মস্তক ও গ্রীবা ভগ্ন হওয়ায় মুখ হইতে নিরন্তর রক্তস্রাব হইতেছে দেখিয়া তাহার পত্নীগণ করুণভরে মধুসূদনের নিকট গমন করিল।৪২-৪৭

নাগপত্নীগণ বলিল,—হে দেবদেবেশ্বর! আমরা তোমাকে জানিতে পারিয়াছি, তুমি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি অচিন্ত্য পরম জ্যোতি, তুমি তাঁহার অংশ এবং পরমেশ্বর। দেবগণ যে স্বয়ম্ভু ও সর্ব্বব্যাপক প্রভুকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, স্ত্রীলোক কি প্রকারে তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিবে? পৃথিবী, আকাশ, জল, অগ্নি ও পবনাত্মক অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অল্পাংশেরও অংশ-স্বরূপ, আমরা কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? ৪৮-৫০

যোগী ব্যক্তিগণ নিরন্তর যত্নশীল হইয়াও যাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেন না, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও স্থূল সেই পরমার্থস্বরূপকে আমরা প্রণাম করি। বিধাতা যাঁহার জন্মের হেতু নহেন ও কালও যাঁহার নাশের হেতু নহেন এবং অন্য কেহও যাঁহার স্থিতিকর্ত্তা নাই, আমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রণাম করি। এই নাগরাজের দমনে তোমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই, কেবল

কোপঃ স্বল্পোঽপি তে নাস্তি ক্ষিতিপালনমেব তে।
কারণং কালিয়স্যাস্য দমনে শ্রূয়তামতঃ ॥৫৩
স্ত্রিয়োঽনুকম্প্যাঃ সাধূনাং মূঢ়া দীনাশ্চ জন্তবঃ।
যতস্ততোঽস্য দীনস্য ক্ষম্যতাং ক্ষমতাং বর ॥৫৪
সমস্ত-জগদাধারো ভবানল্পবলঃ ফণী।
ত্বয়া চ পীড়িতো জহ্যান্মুহূর্ত্তার্দ্ধেন জীবিতম্ ॥৫৫
ক পন্নগোঽল্পবীর্য্যোঽয়ং ক ভবান্ ভুবনাশ্রয়ঃ।
প্রীতি-দ্বেষৌ সমোৎকৃষ্ট-গোচরৌ চ যতোঽব্যয় ॥৫৬
ততঃ কুরু জগৎস্বামিন্ প্রসাদমবসীদতঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্ত্তৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্ ॥৫৭*

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে তাভিরাশ্বস্য ক্লান্তদেহোঽপি পন্নগঃ।
প্রসীদ দেবদেবেতি প্রাহ বাক্যং শনৈঃ শনৈঃ ॥৫৮

কালিয় উবাচ।

তবাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং নাথ স্বাভাবিকং বলম্।
নিরস্তাতিশয়ং যস্য তস্য স্তোষ্যামি কিন্বহম্ ॥৫৯
ত্বং পরস্ত্বং পরস্যাদ্যঃ পরং ত্বত্তঃ পরাত্মক।
পরস্মাৎ পরমো যস্ত্বং তত্ত্বঃ স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৬০
যস্মাদ্ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রেন্দ্রমরুতোঽশ্বিনৌ।
বসবশ্চ সহাদিত্যৈস্তস্য স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৬১
একাবয়বসূক্ষ্মাংশো যস্যৈতদখিলং জগৎ।
কল্পনাবয়বস্যেব তং স্তোষ্যামি কথং ত্বহম্ ॥৬২
সদসদ্রূপিণো যস্য ব্রহ্মাদ্যাস্ত্রিদশোত্তমাঃ।
পরমার্থং ন জানন্তি তস্য স্তোষ্যামি কিং ত্বহম্ ॥৬৩
ব্রহ্মাদ্যৈরর্চ্চ্যতে দিব্যৈর্যশ্চ পুষ্পানুলেপনৈঃ।
নন্দনাদিসমুদ্ভূতৈঃ সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৪
যস্যাবতাররূপাণি দেবরাজঃ সদার্চ্চতি।
ন বেত্তি পরমং রূপং সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৫
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য সর্ব্বাক্ষাণি চ যোগিনঃ।
সমর্চ্চয়ন্তি ধ্যানেন সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৬
হৃদি সঙ্কল্প্য যদ্রূপং ধ্যানেনার্চ্চন্তি যোগিনঃ।
ভাবপুষ্পাদিনা নাথ সোঽর্চ্চ্যতে বা কথং ময়া ॥৬৭

ক্ষিতিপালনই ইহার প্রয়োজন; অতএব শ্রবণ কর,—যেহেতু স্ত্রী, মূঢ় ও দীন জন্তুগণের উপর সাধুগণের কৃপা লক্ষিত হয়, সেইহেতু হে ক্ষমিশ্রেষ্ঠ! এই দীনকে ম ক্ষমা কর। তুমি সমস্ত জগতের আধার আর এই সর্প অতি অল্পবল, তোমা দ্বারা পীড়িত হইলে এই মুহূর্ত্তার্দ্ধ মধ্যেই ইনি জীবন ত্যাগ করিবেন। কোথায় এই অল্পবীর্য্য সর্প, আর কোথায় ভুবনের আশ্রয় তুমি? হে অব্যয়! সমানে প্রীতি এবং উৎকৃষ্টেই দ্বেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব হে জগৎস্বামিন্! এই অবসন্ন দীনজনের প্রতি প্রসন্ন হও, আর বিলম্ব করিও না, নাগরাজ প্রাণত্যাগ করিতেছেন; আমাদিগকে পতি ভিক্ষা প্রদান কর।৫১-৫৭

পরাশর বলিলেন,—নাগপত্নীগণ এইরূপ বলিলে নাগরাজ ক্লান্তদেহেও আশ্বস্ত হইয়া "হে দেবদেব! আপনি প্রসন্ন হউন" বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল। কালিয় আরও বলিল,—হে নাথ! নিরতিশয় অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য যাঁহার স্বাভাবিক বল, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? আপনি পর (সর্ব্বোৎকৃষ্ট), আপনি পরেরও আদি, হে পরাত্মক! প্রকৃতি আপনা হইতেই পরিচালিত; যিনি পর হইতেও পরম, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? যাঁহা হইতে ব্রহ্মা, রুদ্র, চন্দ্র, ইন্দ্র, মরুৎ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং আদিত্যগণের সহিত বসুগণ উৎপন্ন হইয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার স্তব করিব? এই সমস্ত জগৎ যাঁহার একটি অবয়বের সূক্ষ্মাংশ, আমি কল্পনা করিয়া তাঁহার কি স্তব করিব? ৫৮-৬২

ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার সদসৎ (কার্য্য-কারণ) স্বরূপের বাস্তবিক রূপ জানেন না, আমি কি প্রকারে তাঁহার স্তব করিব? ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহাকে নন্দনকাননজাত দিব্য পুষ্প এবং অনুলেপন দ্বারা পূজা করেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? দেবরাজ ইন্দ্র যাঁহার

* কোন কোন গ্রন্থে ৫৭ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি অধিক দেখা যায়,—
ভুবনেশ জগন্নাথ মহাপুরুষ পূর্ব্বজ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্ত্তৃভিক্ষাং প্রযচ্ছ নঃ ॥
বেদান্তবেদ্য দেবেশ দুষ্টদৈত্যনিবর্হণ।
প্রাণাংস্ত্যজতি নাগোঽয়ং ভর্ত্তৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্ ॥

সোঽহং তে দেবদেবেশ নার্চ্চনায়াং স্তুতৌ ন চ।
সামর্থ্যবান্ কৃপামাত্র-মনোবৃত্তিঃ প্রসীদ মে ॥৬৮
সর্পজাতিরিয়ং ক্রূরা যস্যাং জাতোঽস্মি কেশব।
তৎস্বভাবোঽয়মত্রাস্তি নাপরাধো মমাচ্যুত ॥৬৯
সৃজ্যতে ভবতা সর্ব্বং তথা সংহ্রিয়তে জগৎ।
জাতি-রূপ-স্বভাবাশ্চ সৃজ্যন্তে জগতাং ত্বয়া ॥৭০
যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম ॥৭১
যদন্যথা প্রবর্ত্তেয়ং দেবদেব ততো ময়ি।
ন্যায্যো দণ্ডনিপাতো বৈ তবৈব বচনং যথা ॥৭২
তথাপি যজ্জগৎস্বামী দণ্ডং পাতিতবান্ ময়ি।
সঃ সোঢ়োঽয়ং বরং দণ্ডস্ত্বত্তো নান্যত্র মে বরঃ ॥৭৩
হতবীর্য্যো হতবিষো দমিতোঽহং ত্বয়াচ্যুত।
জীবিতং দীয়তামেকমাজ্ঞাপয় করোমি কিম্ ॥৭৪

শ্রীভগবানুবাচ।

নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প কদাচিদ্ যমুনাজলে।
সভৃত্যপরিবারস্ত্বং সমুদ্রসলিলং ব্রজ ॥৭৫
মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্ট্বা মূর্দ্ধনি সাগরে।
গরুড়ঃ পন্নগরিপুস্ত্বয়ি ন প্রহরিষ্যতি ॥৭৬

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সর্পরাজানং মুমোচ ভগবান্ হরিঃ।
প্রণম্য সোঽপি কৃষ্ণায় জগাম পয়সাং নিধিম্ ॥৭৭
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং সভৃত্যাপত্যবান্ধবঃ।
সমস্তভার্য্যাসহিতঃ পরিত্যজ্য স্বকং হ্রদম্ ॥৭৮

অবতারসমূহকে অর্চ্চনা করিয়াও পরম তত্ত্ব জানিতে পারেন না, আমি কিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিব? যোগিগণ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে আকর্ষণ করিয়া ধ্যান দ্বারা যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? ৬১-৬৬

হে নাথ! যোগিগণ ধ্যান দ্বারা হৃদয়ে যাঁহার রূপ কল্পনা করিয়া ভাবরূপ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন, আমি কিরূপে তাঁহার পূজা করিব? হে দেবদেবেশ! আমি আপনার অর্চ্চনা বা স্তুতি করিতে অসমর্থ, কেবলমাত্র কৃপাপূর্ব্বক আমার উপর প্রসন্ন হউন। হে কেশব! আমি যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই সর্পজাতি অতিশয় ক্রূর, তাহাদিগের স্বভাবই এইরূপ; হে অচ্যুত! ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।৬৭-৬৯

আপনিই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই সমস্ত সংহার করিতেছেন। জগৎসৃজনের সহিত উহার জাতি, রূপ ও স্বভাব সমস্তই আপনিই সৃজন করিয়াছেন।৭০

হে ঈশ্বর! আপনি আমাকে যে জাতিতে যেরূপে সৃজন করিয়াছেন এবং যেরূপ স্বভাবের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেইরূপই আচরণ করিতেছি। হে দেবদেব! যদি আমি অন্যথাচরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনারই বাক্যানুসারে আমার উপর দণ্ডনিপাত অবশ্য কর্ত্তব্য। হে জগৎপ্রভো! তথাপি আপনি যে আমাকে দণ্ড দিলেন, অন্যের নিকট হইতে বর গ্রহণ অপেক্ষা এই দণ্ড আমি শ্রেয় বোধ করি। হে অচ্যুত! আপনা দ্বারা দমিত হইয়া আমার শক্তি এবং বিষ নষ্ট হইয়াছে, একমাত্র আমার জীবনভিক্ষা দান করুন; আজ্ঞা করুন,—আমি কি করিব? ৭১-৭৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে সর্প! তুমি কখনই এই যমুনাজলে থাকিও না। ভৃত্য এবং পরিবারবর্গের সহিত সমুদ্রের জলে গমন কর। হে সর্প! সমুদ্রে তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া সর্পশত্রু গরুড় তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবে না।৭৫-৭৬

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া সর্পরাজকে মোচন করিলেন। নাগরাজও কৃষ্ণকে প্রণাম করত ভৃত্য, অপত্য, বান্ধব এবং পত্নীগণের সহিত সমস্ত প্রাণীর সমক্ষে স্বকীয় হ্রদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিল। তদনন্তর সমস্ত গোপজন পুনরাগত মৃতের ন্যায় কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত

ততঃ সর্ব্বে পরিষ্বজ্য মৃতং পুনরিবাগতম্ ।
গোপা মূর্দ্ধনি গোবিন্দং সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥৭৯
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণমন্যে বিস্মিতচেতসঃ ।
তুষ্টুবুর্মুদিতা গোপা দৃষ্ট্বা শিবজলাং নদীম্ ॥৮০

গীয়মানঃ স গোপীভিশ্চরিতৈশ্চারুচেষ্টিতৈঃ ।
সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু কৃষ্ণো ব্রজমুপাগমৎ ॥৮১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

নেত্রজল দ্বারা তাঁহার মস্তক সেচন করিয়াছিল। অন্যান্য গোপগণ নদীর জল বিশুদ্ধ দর্শন করত হর্ষিত হইয়া বিস্মিতচিত্তে লীলাবিহারী কৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিল। পরে উত্তম কর্মপরায়ণ কৃষ্ণ গোপীগণ কর্তৃক স্বীয় চরিত গীত ও গোপগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইতে হইতে ব্রজধামে আগমন করিলেন।৭৭-৮১

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

[ধেনুকাসুরবধঃ।]

পরাশর উবাচ

গাঃ পালয়ন্তৌ চ পুনঃ সহিতৌ বল-কেশবৌ ।
ভ্রমমাণৌ বনে তস্মিন্ রম্যং তালবনং গতৌ ॥১

তত্তু তালবনং দিব্যং ধেনুকো নাম দানবঃ ।
মৃগমাংসকৃতাহারঃ সদাধ্যাস্তে খরাকৃতিঃ ॥২

তত্তু তালবনং পক্ব-ফলসম্পৎসমন্বিতম্ ।
দৃষ্ট্বা স্পৃহান্বিতা গোপাঃ ফলদানেঽব্রুবন্ বচঃ ॥৩

হে রাম হে কৃষ্ণ সদা ধেনুকেনৈষ রক্ষ্যতে ।
ভূপ্রদেশো যতস্তস্মাৎ পক্বানীমানি সন্তি বৈ ॥৪

ফলানি পশ্য তালানাং গন্ধামোদিতদীংশি চ ।
বয়মত্তুমভীপ্সামঃ পাত্যন্তাং যদি রোচসে ॥৫

ইতি গোপকুমারাণাং শ্রুত্বা সঙ্কর্ষণো বচঃ ।
কৃষ্ণশ্চ পাতয়ামাস ভুবি তালফলানি বৈ ॥৬

ফলানাং পততাং শব্দমাকর্ণ্য স দুরাসদঃ ।
আজগাম স্দুষ্টাত্মা কোপাদ্দৈতেয়গর্দ্দভঃ ॥৭

অষ্টম অধ্যায়

[ধেনুকাসুরবধ।]

পরাশর বলিলেন,—এক দিন গোপালনে রত বলরাম এবং কেশব সেই বনে ভ্রমণ করিতে করিতে রমণীয় তালবনে উপস্থিত হইলেন। গর্দ্দভাকৃতি ধেনুক নামে দৈত্য মৃগমাংস আহার করত সেই দিব্য তালবনে সর্ব্বদা অবস্থান করিত। পক্বফলসম্পত্তিসমন্বিত সেই তালবন দর্শন করত ফলগ্রহণে লুব্ধ হইয়া গোপগণ বলিল,—হে রাম! হে কৃষ্ণ! ধেনুকাসুর এই ভূমিপ্রদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকে, সেইজন্য ঐ পক্ব তালফলসমূহ রহিয়াছে।১-৪

ঐ দেখ তালফলসকল রহিয়াছে, ইহাদের গন্ধে দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে, আমরা এই ফল খাইতে ইচ্ছা করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তবে পাড়িয়া দেও! গোপালদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও কৃষ্ণ

পদ্ভ্যামুভাভ্যাং স তদা পশ্চিমাভ্যাং বলী বলম্
জঘানোরসি তাভ্যাঞ্চ স চ তেনাপ্যগৃহ্যত ॥৮

গৃহীত্বা ভ্রামণেনৈব সোঽম্বরে গতজীবিতম্।
তস্মিন্নেব চ চিক্ষেপে বেগেন তৃণরাজনি ॥৯

ততঃ ফলান্যনেকানি তালাগ্রান্নিপতন্ খরঃ।
পৃথিব্যাং পাতয়ামাস মহাবাতোঽম্বুদানি চ ॥১০

অন্যানপ্যস্য বৈ জ্ঞাতীনাগতান্ দৈত্যগর্দ্দভান্।
কৃষ্ণশ্চিক্ষেপ তালাগ্রে বলভদ্রশ্চ লীলয়া ॥১১

ক্ষণেনালঙ্কৃতা পৃথ্বী পক্বৈস্তালফলৈস্তথা।
দৈত্যগর্দ্দভদেহৈশ্চ মৈত্রেয় শুশুভেঽধিকম্ ॥১২

ততো গাবো নিরাবাধাস্তস্মিংস্তালবনে দ্বিজ।
নবশস্যং সুখং চেরুর্যন্ন ভুক্তমভূৎ পুরা ॥১৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

তালফলসমূহকে ধরায় পাতিত করিলেন। ফলসকলের পতন শব্দ শ্রবণ করত সেই দুরাত্মা দৈত্যগর্দ্দভ ক্রোধভরে আগমন করিল এবং ঐ বলবান্ দৈত্য পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা সবলে বলভদ্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। সেই সময় বলভদ্র তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার সেই পাদদ্বয় ধারণ করত ঘুরাইতে লাগিলেন, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ আকাশপথে প্রাণত্যাগ করিল; তখন রাম তাহাকে তালবৃক্ষের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন।৫-৯

তারপর সেই গর্দ্দভ তাল-বৃক্ষের অগ্রদেশ হইতে পৃথিবীতে নিপতিত হইবার সময় মহাবায়ু কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হওয়ায় বহুতর তালফল পতিত হইল। এই সংবাদ পাইয়া আগত ইহার অন্যান্য দৈত্যগর্দ্দভ জ্ঞাতিগণকে কৃষ্ণ ও বলরাম অনায়াসে তালবৃক্ষের অগ্রদেশে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।১০-১১

হে মৈত্রেয়! অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর পক্ব তালফল দ্বারা পৃথিবী যেরূপ অলঙ্কৃতা হইল, সেইরূপ দৈত্যগর্দ্দভগণের দেহসমূহ দ্বারাও অধিকতর শোভা ধারণ করিল। হে দ্বিজ! তদনন্তর সেই তালবনে গোসমূহ পূর্ব্বে যাহা কোন দিন আহার করে নাই, এমন নূতন শস্যসমূহের উপর সুখস্বচ্ছন্দে নির্বিঘ্নে বিহার করিতে লাগিল।১২-১৩

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[প্রলম্বাসুরবধঃ ।]

পরাশর উবাচ ।

তস্মিন্ রাসভদৈতেয়ে সানুগে বিনিপাতিতে
সেব্যং গো-গোপ-গোপীনাং রম্যং তালবনং বভৌ ॥১
ততস্তৌ জাতহর্ষৌ তু বসুদেবসুতাবুভৌ ।
হত্বা ধেনুকদৈতেয়ং ভাণ্ডীর-বটমাগতৌ ॥২
ক্ষ্বেড়মানৌ প্রগায়ন্তৌ বিচিন্বন্তৌ চ পাদপাৎ ।
চারয়ন্তৌ চ গা দূরে ব্যাহরন্তৌ চ নামভিঃ ॥৩
নির্যোগপাশস্কন্ধৌ তৌ বনমালাবিভূষিতৌ ।
শুশুভাতে মহাত্মানৌ বালশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ ॥৪
সুবর্ণাঞ্জনবর্ণাভ্যাং তৌ তদা রুষিতাম্বরৌ ।
মহেন্দ্রায়ুধসংযুক্তৌ শ্বেতকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥৫
চেরতুর্লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিরিতরেতরম্ ।
সমস্তলোকনাথানাং নাথভূতৌ ভুবং গতৌ ॥৬
মনুষ্যধর্ম্মাভিরতৌ মানয়ন্তৌ মনুষ্যতাম্ ।
তজ্জাতিগুণযুক্তাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনম্ ॥৭
ততঃ স্যন্দোলিকাভিশ্চ নিযুদ্ধৈশ্চ মহাবলৌ ।
ব্যায়ামং চক্রতুস্তত্র ক্ষেপণীয়ৈস্তথাশ্মভিঃ ॥৮
তল্লিপ্সুরসুরস্তত্র হ্যুভয়োরমমাণয়োঃ ।
আজগাম প্রলম্বাখ্যো গোপবেষতিরোহিতঃ ॥৯
সোঽবগাহত নিঃশঙ্কস্তেষাং মধ্যমমানুষঃ ।
মানুষং বপুরাস্থায় প্রলম্বো দানবোত্তমঃ ॥১০

নবম অধ্যায়

[প্রলম্ববধ ।]

পরাশর বলিলেন,—অনুচরগণের সহিত সেই গর্দ্দভাসুর নিহত হইলে পর গরু, গোপ ও গোপীগণের স্বচ্ছন্দবিচরণে সেই মনোহর তালবন অতিশয় শোভা পাইয়াছিল। অনন্তর আনন্দিত বসুদেবসুত রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে ধেনুকাসুরকে বিনাশ করিয়া ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১-২

সেইখানে তাঁহারা নানা প্রকার ক্রীড়া করিতে করিতে কখনও বা গান করিতে লাগিলেন, কখনও বা বৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, কখনও বা নাম ধরিয়া দূরস্থিত গাভীসমূহকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্কন্ধদেশে গোগণের বন্ধনরজ্জু লম্বিত ছিল এবং তাঁহারা উভয়েই বনমালায় বিভূষিত ছিলেন। তাহাতে নূতন শৃঙ্গ বাহির হইবার সময় বালবৃষভগণ যে প্রকার শোভাশালী হয়, ঐ মহাত্মদ্বয়ও তৎকালে তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।৩-৪

সুবর্ণ ও অঞ্জন (কজ্জল) বর্ণ দ্বারা তাঁহাদের বসন রঞ্জিত ছিল, সুতরাং তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যেন বৃন্দাবনের আকাশে ইন্দ্রধনুসংযুক্ত দুইখানি শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের মেঘ উদিত হইয়াছে। সমস্ত লোকনাথগণের নাথভূত হইয়াও তাঁহারা ভূতলে গমনপূর্ব্বক পরস্পর লোকসিদ্ধ নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্মে তৎপর হইয়া মনুষ্যতার সম্মানপূর্ব্বক মনুষ্য-জাতির গুণযুক্ত নানাপ্রকার ক্রীড়া করত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৫-৭

সেই দুই মহাবলবান্ কখন স্যন্দোলিকা (দোলনা) দ্বারা, কখন বাহুযুদ্ধ দ্বারা, কখনও বা ক্ষেপণীয় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নানাপ্রকার ব্যায়াম করিতে লাগিলেন। উভয়ে সেই প্রকার ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় প্রলম্বনামে একজন অসুর তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রচ্ছন্ন গোপবেশ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেই দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব মনুষ্যদেহ ধারণকরত নির্ভয়ে সেই রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি ক্রীড়ারত বালকগণের মধ্যে প্রবেশ করিল।৮-১০

তয়োশ্ছিদ্রান্তরং প্রেপ্সুরবিষহ্যমমন্যত।
কৃষ্ণং ততো রৌহিণেয়ং হন্তুং চক্রে মনোরথম্ ॥১১
হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ।
প্রকুর্ব্বন্তো হি তে সর্ব্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্ ॥১২
শ্রীদাম্না সহ গোবিন্দঃ প্রলম্বেন তথা বলঃ।
গোপালৈরপরৈশ্চান্যে গোপালাঃ পুপ্লুবুস্ততঃ ॥১৩
শ্রীদামানং ততঃ কৃষ্ণঃ প্রলম্বং রোহিণীসুতঃ।
জিতবান্ কৃষ্ণপক্ষীয়ৈর্গোপৈরন্যে পরাজিতাঃ ॥১৪
তে বাহয়ন্তস্ত্বন্যোন্যং ভাণ্ডীরস্কন্ধমেত্য বৈ।
পুনর্নিববৃতুঃ সর্ব্বে যে যৈশ্চাত্র পরাজিতাঃ ॥১৫
সঙ্কর্ষণন্তু স্কন্ধেন শীঘ্রমুৎক্ষিপ্য দানবঃ।
ন তস্থৌ স জগামৈব সচন্দ্র ইব বারিদঃ ॥১৬
অসহন্ রৌহিণেয়স্য স ভারং দানবোত্তমঃ।
ববৃধে সুমহাকায়ঃ প্রাবৃষীব বলাহকঃ ॥১৭
সঙ্কর্ষণস্তু তং দৃষ্ট্বা দগ্ধশৈলোপমাকৃতিম্।
স্রগ্দামলম্বাভরণং মুকুটাটোপমস্তকম্ ॥১৮
রৌদ্রং শকটচক্রাক্ষং পাদন্যাস-চলৎক্ষিতিম্।
হ্রিয়মাণস্ততঃ কৃষ্ণমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হ্রিয়াম্যেষ পর্ব্বতোদগ্রমূর্ত্তিনা।
কেনাপি পশ্য দৈত্যেন গোপালচ্ছদ্মরূপিণা ॥২০
যদত্র সাম্প্রতং কার্য্যং ময়া মধুনিষূদন।
তৎ কথ্যতাং প্রয়াত্যেষ দুরাত্মা দানবাধমঃ ॥২১

পরাশর উবাচ।

তমাহ রামং গোবিন্দঃ স্মিতভিন্নৌষ্ঠসম্পুটঃ।
মহাত্মা রৌহিণেয়স্য বলবীর্য্যপ্রমাণবিৎ ॥২২
কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে।
সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যাত্মনা ত্বয়া ॥২৩

উভয়ের অসাবধানতার সুযোগাভিলাষী সেই অসুর কৃষ্ণকে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বোধ করিল। অনন্তর সে কোন ছলে রোহিণীপুত্র রামকে বধ করিতে অভিলাষী হইল। তারপর গোপবালকগণ সকলে মিলিয়া হরিণাক্রীড়ন* নামে এক প্রকার বালক্রীড়া আরম্ভ করিয়া প্লুতগতিতে পরস্পর দুই দুইজনে মিলিয়া লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।১১-১২

অনন্তর গোবিন্দ শ্রীদামের সহিত, বলভদ্র প্রলম্বের সহিত এবং তদ্ভিন্ন গোপবালকগণও অন্যান্য গোপবালকের সহিত প্লুতগতিতে দৌড়িতে লাগিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ শ্রীদামকে, রোহিণীসুত বলরাম প্রলম্বকে এবং কৃষ্ণপক্ষীয় গোপগণ অন্য গোপবালকগণকে পরাজিত করিলেন। সেই পরাজিত বালকগণ বিজয়ী বালকগণকে স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডারী বৃক্ষের নিকট লইয়া গিয়া পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হইল। কিন্তু সেই দানব বলদেবকে স্কন্ধে বহন করিয়া চন্দ্রের সহিত জলধরের (মেঘের) ন্যায় শীঘ্র গমন করিতে লাগিল; আর প্রতিনিবৃত্ত হইল না। দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব রোহিণিপুত্র বলদেবের ভার সহন করিতে না পারিয়া বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় অতি বিশাল দেহধারণ করত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্তর দগ্ধপর্ব্বতের ন্যায় শরীরগ্রাহী, মাল্য ও আভরণধারী, মস্তকে মুকুটশোভী, ভয়ঙ্কর শকটচক্রের ন্যায় গোলাকার নেত্রশালী ও পাদক্ষেপে বসুধার কম্পনকারী সেই অসুর কর্ত্তৃক নিজেকে অপহৃত হইতে দেখিয়া বলভদ্র কৃষ্ণকে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! এই ছদ্ম গোপালরূপী পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতশরীর কোন দৈত্য আমাকে হরণ করিতেছে; তুমি দেখ। হে মধুসূদন! এক্ষণে আমায় যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দাও; এই দুরাত্মা দানবাধম চলিয়া যাইতেছে।১৩-২১

* দুইজন করিয়া বালক একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে এক স্থান হইতে প্লুতগতিতে গমন করিবে, পরে তাহাদের উভয়ের যে অগ্রে লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিবে সেই জয়ী হইবে। পরাজিত বালক বিজয়ীকে স্কন্ধে করিয়া সেই স্থান হইতে পূর্ব্ব স্থানে লইয়া আসিবে এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পুনরায় সেইরূপ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে ক্রীড়া করা হয়, তাহার নাম হরিণাক্রীড়ন।

স্মরাশেষজগদ্বীজকারণং কারণাগ্রজম্।
আত্মানমেকং তদ্বচ্চ জগত্যেকার্ণবে চ যৎ ॥২৪
কিন্ন বেৎসি যথাহঞ্চ ত্বঞ্চৈকং কারণং ভুবঃ।
ভারাবতারণার্থায় মর্ত্ত্যলোকমুপাগতৌ ॥২৫
নভঃ শিরস্তেঽম্বুময়ী চ মূর্ত্তিঃ
পাদৌ ক্ষিতির্বক্ত্রমনন্ত বহ্নিঃ।
সোমো মনস্তে শ্বসিতং সমীরো
দিশশ্চতস্রোঽব্যয় বাহবস্তে ॥২৬
সহস্রবক্ত্রো ভগবান্ মহাত্মা
সহস্রহস্তাঙ্ঘ্রিশরীরভেদঃ।
সহস্রপদ্মোদ্ভবযোনিরাদ্যঃ
সহস্রশস্ত্বাং মুনয়ো গৃণন্তি ॥২৭
দিব্যং হি রূপং তব বেত্তি নান্যো
দেবৈরশেষৈরবতাররূপম্।
তবার্চ্চ্যতে বেৎসি ন কিং যদন্তে
ত্বয্যেব বিশ্বং লয়মভ্যুপৈতি ॥২৮
ত্বয়া ধৃতেয়ং ধরণী বিভর্ত্তি
চরাচরং বিশ্বমনন্তমূর্ত্তে।
কৃতাদিভেদৈরজ কালরূপো
নিমেষপূর্ব্বো জগদেতদৎসি ॥২৯
অত্তং যথা বাড়ববহ্নিনাম্বু
হিমস্বরূপং পরিগৃহ্য কাস্তম্।
হিমাচলে ভানুমতোঽংশুসঙ্গা-
জ্জলত্বমভ্যেতি পুনস্তদেব ॥৩০
এবং ত্বয়া সংহরণেঽত্তমেত-
জ্জগৎ সমস্তং পুনরপ্যবশ্যম্।
তবৈব সর্গায় সমুদ্যতস্য
জগত্ত্বমভ্যেত্যনুকল্পমীশ ॥৩১
ভবানহঞ্চ বিশ্বাত্মন্নেকমেব হি কারণম্।
জগতোঽস্য জগত্যর্থে ভেদেনাবাং ব্যবস্থিতৌ ॥৩২
তৎ স্মর্য্যতামমেয়াত্মন্ ত্বয়াত্মা জহি দানবম্।
মানুষ্যমেবাবলম্ব্য বন্ধূনাং ক্রিয়তাং হিতম্ ॥৩৩

পরাশর বলিলেন,—তখন বলভদ্রের বলবীর্য্যজ্ঞাতা মহাত্মা কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত রামকে কহিলেন,—হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি সর্ব্বপ্রকার গুহ্যপদার্থ অপেক্ষা গুহ্যাত্মা হইয়াও এই প্রকার স্পষ্ট মানুষভাব অবলম্বন করিতেছেন কেন? আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন, আপনি অশেষ জগতের বীজেরও কারণ ও কারণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী এবং প্রলয়কালে একমাত্র আপনিই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি ও আপনি উভয়েই জগৎকারণ এবং ভূমিভার হরণ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি? ২২-২৫

আকাশ আপনার মস্তক, আপনার মূর্ত্তি জলময়ী, হে অনন্ত! ক্ষিতিই আপনার পদদ্বয়, বহ্নিই আপনার মুখ, চন্দ্রমা আপনার মন, বায়ু আপনার নিশ্বাস। হে অব্যয়! চারিটী দিক্ই আপনার চারিটি বাহু, হে ভগবন্! আপনার সহস্র বক্ত্র; আপনার হস্ত, পদ ও শরীর সবই সহস্র প্রকার; আপনি সহস্র ব্রহ্মার কারণ, মুণিগণ সহস্ররূপেই আপনার স্তব করিয়া থাকেন। অন্য কোন ব্যক্তিই আপনার দিব্যরূপকে জানে না। অখিল দেবগণ সকলে আপনার অবতাররূপের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। আপনি কি জানেন না যে, অন্তকালে আপনাতেই বিশ্ব লীন হইয়া থাকে? ২৬-২৮

হে অনন্তমূর্ত্তে! আপনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া এই ধরণী চরাচরকে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে; হে অজ! আপনি নিমেষাদি কালরূপী, আপনিই সত্য-ত্রেতাদি যুগভেদে এই জগৎকে গ্রাস করিতেছেন। বাড়বানল কর্ত্তৃক পীত জল যে প্রকার মনোহর হিমস্বরূপ ধারণ করে এবং সেই হিমালয়ে সূর্য্যকিরণসম্পর্কবশতঃ তাহা পুনর্ব্বার সেই জলরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে আপনাতেই লীন এই বিশ্ব, আপনি সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে পুনর্ব্বার আপনার জগদ্রূপত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর! প্রতিকল্পেই আপনি

পরাশর উবাচ।

ইতি সংস্মারিতো বিপ্র কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা।
বিহস্য পীড়য়ামাস প্রলম্বং বলবান্ বলঃ ॥৩৪
মুষ্টিনা চাহনন্ মূর্দ্ধ্নি কোপসংরক্তলোচনঃ।
তেন চাস্য প্রহারেণ বহির্গাতে বিলোচনে ॥৩৫
স নিষ্কাশিতমস্তিষ্কো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে দৈত্যবর্য্যো মমার চ ॥৩৬
প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা বলেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
প্রহৃষ্টাস্তুষ্টুবুর্গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥৩৭
সংস্তূয়মানো গোপৈস্তু রামো দৈত্যে নিপাতিতে।
প্রলম্বে সহ কৃষ্ণেন পুনর্গোকুলমাযযৌ ॥৩৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে নবমঃ অধ্যায়ঃ ॥

এই প্রকার জগতের প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিয়া থাকেন।২৯-৩১

হে বিশ্বাত্মন্! আপনি এবং আমি এই উভয়েই জগতের একমাত্র কারণ। কিন্তু আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছি। হে অমেয়াত্মন্! সেইহেতু আপনি স্বকীয় আত্মাকে স্মরণ করুন এবং মনুষ্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক এই দানব নিধন করত বন্ধুগণের মঙ্গলসাধন করুন।৩২-৩৩

পরাশর বলিলেন,—হে বিপ্র! সুমহাত্মা কৃষ্ণ এই প্রকারে বলদেবকে স্মরণ করাইয়া দিলে, তখন বলবান্ বলদেব হাস্য করত প্রলম্বাসুরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ক্রোধে তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তারপর বলভদ্র মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, সেই প্রহারে ঐ অসুরের নয়নদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল।৩৪-৩৫

সেই সময় তাহার মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত হইয়া পড়াতে, সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ মুখ দ্বারা শোণিত বমন করিতে করিতে মহীপৃষ্ঠে পতিত হইল এবং (সঙ্গে সঙ্গে) পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অদ্ভুতকর্ম্মা বলদেব কর্ত্তৃক প্রলম্বাসুরকে নিহত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট গোপবালকগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল ও 'সাধু সাধু' এই বাক্য বলিতে লাগিল। প্রলম্বাসুর নিপাতিত হইলে পর, গোপগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতে হইতে বলদেব কৃষ্ণের সহিত পুনর্ব্বার গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন।৩৬-৩৮

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমঃ অধ্যায়ঃ

[শরদ্বর্ণনম্, গোবর্দ্ধনপূজা চ ।]

পরাশর উবাচ ।

তয়োর্বিহরতোস্তত্র রাম-কেশবয়োর্ব্রজে ।
প্রাবৃট্ ব্যতীতা বিকসৎ-সরোজা চাভবচ্ছরৎ ॥১
অবাপুস্তাপমত্যর্থং শফর্য্যঃ পল্বলোদকে ।
পুত্রক্ষেত্রাদিসক্তেন মমত্বেন যথা গৃহী ॥২
ময়ূরা মৌনিনস্তস্থুঃ পরিত্যক্তমদা বনে ।
অসারতাং পরিজ্ঞায় সংসারস্যেব যোগিনঃ ॥৩
উৎসৃজ্য জলসর্ব্বস্বং নির্ম্মলাঃ সিতমূর্ত্তয়ঃ ।
তত্যজুশ্চাম্বরং মেঘা গৃহং বিজ্ঞানিনো যথা ॥৪
শরৎসূর্য্যাংশুতপ্তানি যযুঃ শোষং সরাংসি চ ।
বহ্বালম্বি মমত্বেন হৃদয়ানীব দেহিনাম্ ॥৫

কুমুদৈঃ শরদম্ভাংসি যোগ্যতালক্ষণং যযুঃ ।
অববোধৈর্ম্মনাংসীব সম্বন্ধমমলাত্মনাম্ ॥৬
তারকা বিমলে ব্যোম্নি ররাজাখণ্ডমণ্ডলঃ ।
চন্দ্রশ্চরমদেহাত্মা যোগী সাধুকুলে যথা ॥৭
শনকৈঃ শনকৈস্তীরং তত্যজুশ্চ জলাশয়াঃ ।
মমত্বং ক্ষেত্রপুত্রাদিরূঢ়মুচ্চৈর্যথা বুধাঃ ॥৮
পূর্ব্বত্যক্তৈঃ সরোহম্ভোভির্হংসা যোগং পুনর্যযুঃ ।
ক্লেশৈঃ কুযোগিনোঽশেষৈরন্তরায়হতা ইব ॥৯
নিভৃতোঽভবদত্যর্থং সমুদ্রঃ স্তিমিতোদকঃ ।
ক্রমাবাপ্ত-মহাযোগো নিশ্চলাত্মা যথা যতিঃ ॥১০

দশম অধ্যায়

[শরদ্বর্ণন ও গোবর্দ্ধনপূজা ।]

পরাশর বলিলেন,—ব্রজে এই প্রকার বিহার করিতে করিতে রাম ও কেশবের বর্ষাকাল অতীত হইল এবং বিকসিত পদ্মসমূহযুক্ত শরৎকাল উপস্থিত হইল ।১

পুত্র পত্নী প্রভৃতির আসঙ্গজনিত মমতায় গৃহিব্যক্তি যেরূপ তাপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পল্বলের (গর্ত্তের) জলে মৎস্যগণ অতিশয় তাপপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ।২

যেরূপ সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যোগিগণ শান্ত হন, সেইরূপ ময়ূরগণও বনে মদ-পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনী হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল ।৩

জ্ঞানিজন যে প্রকার সর্ব্বপ্রকার মমতা পরিহার করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ শুভ্রবর্ণ মেঘগণ জলরূপ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মল হইয়া আকাশ পরিত্যাগ করিল ।৪

বহুপদার্থের প্রতি মমতা করায় দেহিগণের হৃদয় যেরূপ সারহীন হয়, সেইরূপ শরৎকালীন সূর্য্যকিরণতপ্ত সরোবরসমূহ শুষ্ক হইতে লাগিল ।৫

নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তিগণের মন যে প্রকার জ্ঞানের দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শরৎকালীন জলরাশি কুমুদের সহিত যোগ্য সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইল ।৬

তারকাবিমল নভোমণ্ডলে অখণ্ডমণ্ডল (পূর্ণ) চন্দ্র সৎকুলোৎপন্ন চরমদেহাত্মা যোগীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ।৭

পণ্ডিতগণ যে প্রকার পুত্রাদির উপর বর্দ্ধিত মমতাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ জলাশয়সকল ক্রমে ক্রমে তীর পরিত্যাগ করিতে লাগিল ।৮

যে প্রকার কুযোগিগণ অন্তরায় * সমূহে বিচলিত

* অন্তরায় নয় প্রকার, যথা—

"ব্যাধি-স্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ ।" (যো • দ • ১।৩০)

ব্যাধি, স্ত্যান (সাধনায় অপ্রবৃত্তি), সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি (বৈরাগ্যহীনতা), ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব (লক্ষ্যের উপলব্ধি না হওয়া) এবং অনবস্থিতত্ব (লক্ষ্যে স্থির না হওয়া)—এই নয় প্রকার অন্তরায় ।

সর্ব্বত্রাতিপ্রসন্নানি সলিলানি তদাভবন্ ।
জ্ঞাতে সর্ব্বগতে বিষ্ণৌ মনাংসীব সুমেধসাম্ ॥১১
বভূব নির্ম্মলং ব্যোম শরদা ধ্বস্ততোয়দম্ ।
যোগাগ্নিদগ্ধক্লেশৌঘং যোগিনামিব মানসম্ ॥১২
সূর্য্যাংশুজনিতং তাপং নিন্যে তারাপতিঃ সমম্ ।
অহঙ্কারোদ্ভবং দুঃখং বিবেকঃ সুমহানিব ॥১৩
নভসোঽভ্রান্ ভুবঃ পঙ্কান্ কালুষ্যং চাম্ভসঃ শরৎ ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রত্যাহার ইবাহরৎ ॥১৪
প্রাণায়াম ইবাম্ভোভিঃ সরসাং কৃতপূরকৈঃ ।
অভ্যস্যতেঽহন্যদিবসং রেচকাকুম্ভকাদিভিঃ ॥১৫
বিমলাম্বরনক্ষত্রে কালে চাভ্যাগতো ব্রজম্ ।
দদর্শেন্দ্রমহারম্ভায়োদ্যতাংস্তান্ ব্রজৌকসঃ ॥১৬

কৃষ্ণস্তানুৎসুকান্ দৃষ্ট্বা গোপানুৎসবলালসান্ ।
কৌতূহলাদিদং বাক্যং প্রাহ বৃদ্ধান্ মহামতিঃ ॥১৭
কোঽয়ং শক্রমহো নাম যেন বো হর্ষ আগতঃ ।
প্রাহতং নন্দগোপশ্চ পৃচ্ছন্তমতিসাদরম্ ॥১৮
মেঘানাং পয়সাং চেশো দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ।
তেন সঞ্চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুময়ং রসম্ ॥১৯
তদ্বৃষ্টিজনিতং শস্যং বয়মন্যে চ দেহিনঃ ।
বর্ত্তয়ামোপযুঞ্জানাস্তর্পয়ামশ্চ দেবতাঃ ॥২০
ক্ষীরবত্য ইমা গাবো বৎসবত্যশ্চ নির্বৃতাঃ ।
তেন সংবর্দ্ধিতৈঃ শস্যৈঃ পুষ্টাস্তুষ্টা ভবন্তি বৈ ॥২১
নাশস্যা নাতৃণা ভূমির্ন বুভুক্ষার্দ্দিতো জনঃ ।
দৃশ্যতে যত্র দৃশ্যন্তে বৃষ্টিমন্তো বলাহকাঃ ॥২২

হইয়া পুনর্ব্বার ক্লেশ†যুক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বপরিত্যক্ত সরোবরজলের সহিত হংসগণ পুনর্ব্বার সংযোগপ্রাপ্ত হইল ।৯

ক্রমে ক্রমে মহাযোগ (সম্প্রজ্ঞাত সমাধি) লাভ করিয়া যতি যেরূপ নিশ্চলাত্মা হন, সেইরূপ জল নিশ্চল হওয়ায় সমুদ্র অতিশয় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইল ।১০

সর্ব্বগত ভগবান্ বিষ্ণুকে জানিতে পারিলে মেধাবী পুরুষের মন যে প্রকার অতিশয় নির্ম্মল হয়, তদ্রূপ সেই সময় জলসমূহ অতীব প্রসন্ন (স্বচ্ছ) হইয়াছিল ।১১

শরৎকালাগমে মেঘসকল বিনষ্ট হওয়াতে আকাশ যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধক্লেশ যোগিগণের চিত্তের ন্যায় নির্ম্মল হইল ।১২

সুমহান্ বিবেক যে প্রকার অহঙ্কারসম্ভূত দুঃখকে শান্ত (বিনাশ) করিয়া থাকে, সেইরূপ চন্দ্রমাও সূর্য্যকিরণজনিত সন্তাপকে শান্ত করিয়াছিল ।১৩

প্রত্যাহার যে প্রকারে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ শরৎকালও আকাশের মেঘসমূহ, পৃথিবীর কর্দ্দমসমূহ এবং জলের মালিন্য হরণ করিয়াছিল ।১৪

রেচক ও কুম্ভকাদি দ্বারা প্রতিদিন অভ্যাসশীল ব্যক্তির যে প্রকার প্রাণায়াম হয়, তদ্রূপ সরোবরের পরিপূর্ত্তিকারক জলসমূহ দ্বারা লোকসকলের প্রাণের দৈর্ঘ্য সম্পাদিত হইয়াছিল ।১৫

এইপ্রকার সুন্দর আকাশ ও নির্ম্মল নক্ষত্রময় শরৎকালে কোনদিন ভগবান্ ব্রজে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সকল ব্রজবাসিগণ মহারম্ভে (ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞে) উদ্যত হইয়াছেন ।১৬

মহামতি কৃষ্ণ উৎসবলালস বৃদ্ধগোপগণকে অবলোকন করিয়া কৌতূহলসহকারে তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলেন যে, এ কোন্ ইন্দ্র-যজ্ঞ, যাহার জন্য আপনারা এত হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন ? তখন নন্দগোপ জিজ্ঞাসাকারী কৃষ্ণকে অতি আদরের সহিত বলিলেন ।১৭-১৮

যে দেবরাজ ইন্দ্র মেঘ ও জলনিকরের কর্ত্তা, তিনিই মেঘগণকে প্রেরণ করেন, তাহাতেই মেঘগণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে ।১৯

---

† ক্লেশ পাঁচ প্রকার, যথা—

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ । (যো • দ • ২।৩)

অবিদ্যা, অস্মিতা (অহঙ্কার), রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ (মৃত্যু-ভয়)—এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ ।

ভৌমমেতৎ পয়ো দুগ্ধং গোভিঃ সূর্য্যস্য বারিদঃ।
পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বলোকস্য ভবায় ভুবি বর্ষতি ॥২৩
তস্মাৎ প্রাবৃষি রাজানঃ সর্ব্বে শক্রং মুদা যুতাঃ।
মহৈঃ সুরেশমর্চ্চন্তি বয়মন্যে চ মানবাঃ ॥২৪

পরাশর উবাচ।

নন্দগোপস্য বচনং শ্রুত্বেত্থং শক্রপূজনে।
কোপায় ত্রিদশেন্দ্রস্য প্রাহ দামোদরস্তদা ॥২৫
ন বয়ং কৃষিকর্ত্তারো বাণিজ্যজীবিনো ন চ।
গাবোঽস্মদ্দৈবতং তাত বয়ং বনচরা যতঃ ॥২৬
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথাপরা।
বিদ্যাচতুষ্টয়ং ত্বেতৎ বার্ত্তামত্র শৃণুষ্ব মে ॥২৭
কৃষির্বণিজ্যা তদ্বত্তু তৃতীয়ং পশুপালনম্।
বিদ্যা হ্যেতা মহাভাগ বার্ত্তা বৃত্তিত্রয়াশ্রয়াঃ ॥২৮
কর্ষকাণাং কৃষির্বৃত্তিঃ পণ্যং বিপণিজীবিনাম্।
অস্মাকং গাঃ পরা বৃত্তির্বার্ত্তাভেদৈরিয়ং ত্রিভিঃ ॥২৯
বিদ্যয়া যো যয়া যুক্তস্তস্য স দৈবতং মহৎ।
সৈব পূজ্যার্চ্চনীয়া চ সৈব তস্যোপকারিকা ॥৩০
যোঽন্যস্য ফলমশ্নন্ বৈ পূজয়ত্যপরং নরঃ।
ইহ চ প্রেত্য চৈবাসৌ তাত নাপ্নোতি শোভনম্ ॥৩১
কৃষ্যান্তা প্রথিতা সীমা সীমান্তঞ্চ পুনর্বনম্।
বনান্তা গিরয়ঃ সর্ব্বে তে চাস্মাকং পরা গতিঃ ॥৩২
ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহক্ষেত্রিণস্তথা।
সুখিনঃ সকলে লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ ॥৩৩

অন্যান্য দেহধারিগণ ও আমরা সকলেই সেই বৃষ্টিজনিত শস্যের লাভে প্রাণধারণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকি।২০

এই সকল বৎসবতী গাভীগণ সেই বৃষ্টির জন্য পরিবর্দ্ধিত শস্যসমূহ দ্বারা হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া দুগ্ধ ধারণ করিয়া থাকে এবং তৃপ্ত হয়।২১

যেস্থানে মেঘসকল বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, সেই স্থানের ভূমি শস্যরহিতা বা তৃণরহিতা দৃষ্ট হয় না এবং তথাকার কোন জনকে ক্ষুধাপীড়িত দেখা যায় না।২২

পর্জ্জন্যদেব (ইন্দ্র) সূর্য্যরশ্মি দ্বারা পীত ভূমিরসকে সর্ব্বলোকের উপকারের জন্য পৃথিবীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন।২৩

সেই কারণে আমরা, অন্যান্য মনুষ্যবৃন্দ ও রাজগণ সকলেই আনন্দের সহিত বর্ষাকালে সেই সুরেশ্বর ইন্দ্রকে যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকি।২৪

পরাশর বলিলেন,—শক্রপূজাবিষয়ে নন্দগোপের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন দামোদর কৃষ্ণ দেবেন্দ্রের ক্রোধ জন্মাইবার জন্যই বলিলেন।২৫

হে পিতঃ! আমরা কৃষিকর্ত্তা বা বাণিজ্যজীবী নহি, আমরা বনচর; সুতরাং গাভীগণই আমাদের দেবতা।২৬

আন্বীক্ষিকী (তর্কশাস্ত্র), ত্রয়ী (কর্মকাণ্ড), বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চারিপ্রকার বিদ্যা। ইহার মধ্যে বার্ত্তা কাহাকে বলে, আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন।২৭

হে মহাভাগ! তন্মধ্যে বার্ত্তা কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন—এই তিন রকম বৃত্তির আশ্রয়ভূত বলিয়া ত্রিবিধ।২৮

ইহার মধ্যে কৃষি নামে যে বৃত্তি, তাহা কৃষকের অবলম্বন; বিপণিজীবিগণের অবলম্বনীয় বাণিজ্য এবং আমাদের গাভীই মুখ্য অবলম্বন। এই তিন প্রকার বার্ত্তাভেদে বৃত্তি তিন প্রকার।২৯

যে বিদ্যা দ্বারা যে প্রতিপালিত, সেই বিদ্যাই তাহার মহতী দেবতা; অতএব তাহারই পূজা করা উচিত। কারণ, সেই বিদ্যাই তাহার মহা উপকার করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এক ব্যক্তি দ্বারা ফল লাভ করিয়া (তাহাকে অনাদর করত) অন্যের পূজা করিয়া থাকে, হে পিতঃ! সেই ব্যক্তি ইহকাল বা পরকালে মঙ্গললাভ করিতে পারে না।৩০-৩১

যেখানে কৃষি হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র, (সাধারণ প্রচারার্থ) ভূমিই তাহার সীমা, (সাধারণ প্রচারার্থ) ভূমিরও সীমা বন, সেই বনের সীমারূপে পর্ব্বতসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, সেই পর্ব্বতসমূহই আমাদের শ্রেষ্ঠ গতি। আমরা দ্বারবন্ধ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত হইয়া অবস্থান

শ্রুয়ন্তে গিরয়শ্চামী বনেঽস্মিন্ কামরূপিণঃ।
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় রমন্তে স্বেষু সানুষু ॥৩৪
যদা চৈতেঽপরাধ্যন্তে তেষাং যে কাননৌকসঃ।
তদা সিংহাদিরূপৈস্তান্ ঘাতয়ন্তি মহীধরাঃ ॥৩৫
গিরিযজ্ঞস্ত্বয়ং তস্মাদ্ গোযজ্ঞশ্চ প্রবর্ত্ত্যতাম্।
কিমস্মাকং মহেন্দ্রেণ গাবঃ শৈলাশ্চ দেবতাঃ ॥৩৬
মন্ত্রযজ্ঞপরা বিপ্রাঃ সীতাযজ্ঞাশ্চ কর্ষকাঃ।
গিরি-গোযজ্ঞশীলাশ্চ বয়মদ্রিবনাশ্রয়াঃ ॥৩৭
তস্মাদ্ গোবর্দ্ধনঃ শৈলো ভবদ্ভির্বিবিধার্হণৈঃ।
অর্চ্চ্যতাং পূজ্যতাং মেধ্যং পশুং হত্বা বিধানতঃ ॥৩৮
সর্ব্বঘোষস্য সন্দোহো গৃহ্যতাং মা বিচার্য্যতাম্।
ভোজ্যন্তাং তেন বৈ বিপ্রাস্তথা যে চাভিবাঞ্ছকাঃ ॥৩৯
সমর্চ্চিতে কৃতে হোমে ভোজিতেষু দ্বিজাতিষু।
শরৎপুষ্পকৃতাপীড়াঃ পরিগচ্ছন্তু গোগণাঃ ॥৪০
এতন্মম মতং গোপাঃ সম্প্রত্যাদ্রিয়তে যদি।
ততঃ কৃতা ভবেৎ প্রীতির্গবামদ্রেস্তথা মম ॥৪১
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দাদ্যাস্তে ব্রজৌকসঃ।
প্রীত্যুৎফুল্লমুখা বিপ্র সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥৪২
শোভনং তে মতং বৎস যদেতদ্ভবতোদিতম্।
তৎ করিষ্যামহে সর্ব্বং গিরিযজ্ঞঃ প্রবর্ত্ত্যতাম্ ॥৪৩

পরাশর উবাচ।

তথা চ কৃতবন্তস্তে গিরিযজ্ঞং ব্রজৌকসঃ।
দধি-পায়স-মাংসাদ্যৈর্দদুঃ শৈলবলিং ততঃ ॥৪৪

করি না এবং গৃহ ও ক্ষেত্র প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট সীমা মধ্যেও বিচরণ করি না, সুতরাং চক্রচারী* মুনিগণের ন্যায় আমরা সকললোকেই সুখী।৩২-৩৩

এইরূপ শুনা গিয়া থাকে যে, এই সকল পর্ব্বত কামরূপী এবং ইঁহারা সেই সেই রূপ ধারণ করিয়া এই বনে নিজ নিজ সানুদেশে বিহার করিয়া থাকেন।৩৪

যাহারা বনবাসী, তাহারা যখন এই সকল গিরিদেবতার নিকট কোনও অপরাধ করিয়া থাকে, তখনই এই গিরিদেবগণও সিংহাদিরূপ ধারণ করিয়া সেই অপরাধিগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন।৩৫

সেই কারণে এই ইন্দ্রযজ্ঞকে অদ্য হইতে গিরিযজ্ঞ রূপে প্রবর্ত্তিত করুন। মহেন্দ্রের পূজায় আমাদের কি লাভ হইবে? গাভী ও শৈলগণই আমাদের দেবতা।৩৬

বিপ্রগণ মন্ত্রযজ্ঞনিরত, কৃষকগণ সীতাযজ্ঞময় (হলপূজক) আর পর্বত ও বনাশ্রিত মাদৃশ গোপগণ গিরি এবং গোযজ্ঞশীল বলিয়া জানিবেন।৩৭

সেই কারণ আপনারা বিবিধ উপহার লইয়া গোবর্দ্ধন শৈলের পূজা এবং অর্চ্চনা করুন। যথাবিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাঁহারই পূজা করুন।৩৮

সকল ব্রজেরই দুগ্ধাদি সংগ্রহ করুন, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবেন না এবং সেই দুগ্ধাদি দ্বারা বিপ্র ও যাচকগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান।৩৯

গোবর্দ্ধনের পূজা ও হোম করিলে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হইলে, গোগণ শরৎকালীন পুষ্প দ্বারা সজ্জিত হইয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণ করুক।৪০

হে গোপগণ! এই আমার মত যদি আপনারা সকলে সম্প্রতি ইহার আদর (কর্তব্যরূপে বিবেচনা) করেন, তাহা হইলে গোবর্দ্ধন পর্বত, গাভীগণ এবং আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিব।৪১

হে বিপ্র! নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ তাঁহার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিতে উৎফুল্লমুখে 'সাধু সাধু' এই বাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৪২

নন্দগোপ প্রভৃতি বলিলেন,—হে বৎস! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অতি যুক্তিযুক্ত, আমরা তাহাই করিব; গিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক।৪৩

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর ব্রজবাসিগণ সকলে কৃষ্ণের কথানুসারে গিরিযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দধি, পায়স ও মাংসাদি দ্বারা শৈলবলি (পর্বতের পূজোপহার) প্রদান করিলেন।৪৪

* যে সকল মুনি শকট (গাড়ী) প্রভৃতিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন এবং যাঁহাদিগের কোন নিজস্ব বাসস্থান নাই ও যেখানেই সন্ধ্যা হয়, সেখানেই বাস করেন। তাঁহাদিগকে 'চক্রচারী' মুনি বলে। উঁহাদিগের অপর একটি নাম হইল—'সায়ংগৃহ'।

দ্বিজাংশ্চ ভোজয়ামাসুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অন্যানপ্যাগতানিত্থং কৃষ্ণেনোক্তং যথা পুরা ॥৪৫
গাবঃ শৈলং ততশ্চক্রুশ্চার্চ্চিতাস্তাঃ প্রদক্ষিণম্।
ঋষভাশ্চাপি নর্দ্দন্তঃ সতোয়া জলদা ইব ॥৪৬
গিরিমূর্দ্ধনি কৃষ্ণোঽপি শৈলোঽহমিতি মূর্ত্তিমান্।
বুভুজেঽন্নং বহু তদা গোপবর্য্যাহিতং দ্বিজ ॥৪৭
অন্যেন কৃষ্ণো রূপেণ গোপৈঃ সহ গিরেঃ শিরঃ।
অধিরুহ্যার্চ্চয়ামাস দ্বিতীয়ামাত্মনস্তনুম্ ॥৪৮
অন্তর্দ্ধানং গতে তস্মিন্ গোপা লব্ধ্বা ততো বরান্।
কৃত্বা গিরিমহং গোষ্ঠং নিজমভ্যাযযুঃ পুনঃ ॥৪৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে দশমঃ অধ্যায়ঃ ॥

কৃষ্ণ যে প্রকার বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহারা শত শত এবং সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অভ্যাগতগণকে যথেষ্ট ভোজন করাইলেন।৪৫

অনন্তর অর্চ্চিত গাভীগণ এবং সজল জলধরের (মেঘের) ন্যায় গর্জ্জনকারী বৃষভগণও সেই শৈলকে প্রদক্ষিণ করিল।৪৬

হে দ্বিজ! গিরির শিখরদেশেও কৃষ্ণ "আমি শৈল" এই বলিয়া এক বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ ... করিয়া গোপশ্রেষ্ঠগণের প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিতে লা... কৃষ্ণ অন্যরূপবিশিষ্ট স্বকীয় সেই ... গলেন। গোপগণের সহিত শিখরে ... দ্বিতীয় তনুকে ... আরোহণ করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।৪৭-৪৮

অনন্তর ... গিরি... গোপগণ বর লাভ করিলে পর সেই ...দেব অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে গোপগণও গিরিমহোৎসব সমাপন করিয়া পুনর্ব্বার গোষ্ঠে প্রত্যাগত হইলেন।৪৯

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে দশম অধ্যায় সমাপ্ত

একাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রস্য ক্রোধঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য গোবর্দ্ধনপর্ব্বতধারণঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

মহে প্রতিহতে শক্রো মৈত্রেয়াতিরুষান্বিতঃ।
সংবর্ত্তকং নাম গণং তোয়দানামথাব্রবীৎ ॥১
ভো ভো মেঘা নিশম্যৈতদ্ বচনং বদতো মম।
আজ্ঞানন্তরমেবাশু ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥২
নন্দগোপঃ সুদুর্ব্বুদ্ধির্গোপৈরন্যৈঃ সহায়বান্।
কৃষ্ণাশ্রয়বলাধ্মাতো মহভঙ্গমচীকরৎ ॥৩
আজীবো যঃ পরস্তেষাং যাশ্চ গোপত্বকারণম্।
তা গাবো বৃষ্টিবাতেন পীড্যন্তাং বচনান্মম ॥৪
অহমপ্যদ্রিশৃঙ্গাভং তুঙ্গমারুহ্য বারণম্।
সাহায্যং বঃ করিষ্যামি বার্য্যম্বুৎসর্গযোজিতম্ ॥৫

একাদশ অধ্যায়

[ইন্দ্রের ক্রোধ ও শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ।]

পরাশর বলিলেন,—

...প্রকারে স্বকীয় যজ্ঞ প্রতিহত হইলে ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সংবর্ত্তক নামক মেঘগণকে বলিলেন।১

হে মেঘগণ! আমি আদেশ করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ কর। আ...

ইত্যাজ্ঞপ্তাঃ সুরেন্দ্রেণ মুমুচুস্তে বলাহকাঃ।
বাতবর্ষং মহাভীমমভাবায় গবাং দ্বিজ ॥৬
ততঃ ক্ষণেন ধরণী ককুভোঽম্বরমেব চ।
একং ধারামহাসারপূরণেনাভবন্মুনে ॥৭
বিদ্যুল্লতাকশাঘাতত্রস্তৈরিব ঘনৈর্ঘনম্।
নাদাপূরিতদিক্‌চক্রৈর্ধারাসারমপাত্যত ॥৮
অন্ধকারীকৃতে লোকে বর্ষদ্ভিরনিশং ঘনৈঃ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তির্য্যক্ চ জগদাপ্যমিবাভবৎ ॥৯
গাবস্তু তেন পতিতা বর্ষবাতেন বেগিনা।
ধূতাঃ প্রাণান্ জহুঃ সন্নত্রিকসক্থিশিরোধরাঃ ॥১০
ক্রোড়েন বৎসানাক্রম্য তস্থুরন্যা মহামুনে।
গাবো বিবৎসাশ্চ কৃতা বারিপূরেণ চাপরাঃ ॥১১
বৎসাশ্চ দীনবদনাঃ পবনাকম্পিকন্ধরাঃ।
ত্রাহি ত্রাহীত্যল্পশব্দাঃ কৃষ্ণমূচুরিবার্ত্তকাঃ ॥১২
ততস্তদ্গোকুলং সর্ব্বং গো-গোপী-গোপসংকুলম্।
অতীবার্ত্তং হরির্দৃষ্ট্বা মৈত্রেয়াচিন্তয়ৎ তদা ॥১৩
এতৎ কৃতং মহেন্দ্রেণ মখভঙ্গবিরোধিনা।
তদেতদখিলং গোষ্ঠং ত্রাতব্যমধুনা ময়া ॥১৪
ইমমদ্রিমহং ধৈর্য্যাদুৎপাট্যোরুশিলাঘনম্।
ধারয়িষ্যামি গোষ্ঠস্য পৃথুচ্ছত্রমিবোপরি ॥১৫

পরাশর উবাচ।

ইতি কৃত্বা মতিং কৃষ্ণো গোবর্দ্ধনমহীধরম্।
উৎপাট্যৈককরেণৈব ধারয়ামাস লীলয়া ॥১৬

অতিশয় দুর্ব্বুদ্ধি নন্দগোপ কৃষ্ণকে আশ্রয় করত তাহার বলে গর্ব্বিত হইয়া অন্যান্য গোপগণের সহিত মিলিতভাবে আমার উৎসবভঙ্গ করিয়াছে।৩

যাহা সেই নন্দগোপাদির জীবিকা এবং যাহা তাহাদের গোপত্বেরই কারণ, আমার বচনানুসারে সেই গাভীগণকে বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা পীড়িত কর।৪

আমি পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ঐরাবতে আরোহণ করত বৃষ্টির জল বর্ষণ করিয়া তোমাদের সাহায্য করিব।৫

হে দ্বিজ! ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপে আজ্ঞপ্ত মেঘগণ গোগণের বিনাশের জন্য অতিভয়ানক বায়ু ও বৃষ্টিবর্ষণ আরম্ভ করিল।৬

হে মহামুনে! অনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সেই মেঘপরিত্যক্ত মহাজলধারাবর্ষণে ধরণী গগন ও দিক্‌সকল একাকার হইয়া যাইল।৭

মেঘসমূহ বিদ্যুল্লতারূপ কশাঘাতে যেন ত্রস্ত হইয়া গর্জ্জন দ্বারা দিক্‌সমূহকে ব্যাপ্ত করিয়া নিবিড় বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।৮

নিরন্তর বর্ষণশীল মেঘসমূহ দ্বারা লোক অন্ধকারময় হইল এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ (কোণ) সমস্তদিকেই জগৎ জলময় হইয়া উঠিল।৯

গোগণ বেগে পতিত সেই বর্ষবাত দ্বারা কটি, উরু ও গ্রীবা অবসন্ন হওয়ায় কম্পিতকলেবরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।১০

হে মুনে! কতকগুলি গরু বৎসগণকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং অপরগুলি বারিবর্ষণের দ্বারা বৎসহীনা হইল।১১

দীনবদন বৎসগণের গ্রীবা বায়ুতে কাঁপিতে লাগিল, আর তাহারা যেন কাতর হইয়া ধীরস্বরে কৃষ্ণকে "ত্রাহি ত্রাহি" এই কথা বলিতে লাগিল।১২

হে মৈত্রেয়! তখন গো, গোপী ও গোপপরিবৃত সেই গোকুলকে অতিশয় ব্যথিত দর্শন করিয়া হরি চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৩

যজ্ঞভঙ্গবশতঃ শত্রুভাবে ইন্দ্রই এ কার্য্য করিতেছে; যাহা হউক, এক্ষণে এই সমস্ত গোষ্ঠকে আমার রক্ষা করা উচিত।১৪

আমি ধৈর্য্যসহকারে এই শিলাময় পর্ব্বতকে উৎপাটন করিয়া গোষ্ঠের উপরে বৃহৎ ছত্রের ন্যায় ধারণ করি।১৫

পরাশর বলিলেন,—এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে উৎপাটন করত এক হস্ত দ্বারাই তাহা অবলীলাক্রমে ধারণ করিলেন।১৬

গোপাংশ্চাহ জগন্নাথঃ সমুৎপাটিতভূধরঃ।
বিশ্রব্ধমত্র ত্বরিতাঃ কৃতং বর্ষনিবারণম্ ॥১৭
সুনির্ব্বাতেষু দেশেষু যথাজোষমিহাস্যতাম্।
প্রবিশ্যতাং ন ভেতব্যং গিরিপাতস্য নির্ভয়ৈঃ ॥১৮
ইত্যুক্তাস্তে ততো গোপা বিবিশুর্গোধনৈঃ সহ।
শকটারোপিতৈর্ভাণ্ডৈর্গোপ্যশ্চাসারপীড়িতাঃ ॥১৯
কৃষ্ণোঽপি তং দধারৈব শৈলমত্যন্তনিশ্চলম্।
ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ ॥২০
গোপ-গোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্তারিতেক্ষণৈঃ।
সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥২১

সপ্তরাত্রং মহামেঘা ববর্ষুর্নন্দগোকুলে।
ইন্দ্রেণ চোদিতা বিপ্র গোপানাং নাশকারিণঃ ॥২২
ততো ধৃতে মহাশৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো বলভিদ্ বারয়ামাস তান্ ঘনান্ ॥২৩
ব্যভ্রে নভসি দেবেন্দ্র বিতথাত্মবচস্যথ।
নিষ্ক্রম্য গোকুলং সর্ব্বং স্বস্থানে পুনরাগমৎ ॥২৪
মুমোচ কৃষ্ণোঽপি তদা গোবর্দ্ধনমহাচলম্।
স্বস্থানে বিস্মিতমুখৈর্দৃষ্টস্তৈস্তু ব্রজৌকসৈঃ ॥২৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে একাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া জগন্নাথ গোপগণকে বলিলেন,—তোমরা শীঘ্র নির্ভয়ে গিরিমূলগর্ত্তে প্রবেশ কর, আমি বর্ষা নিবারণ করিতেছি।১৭

তোমরা নির্ভয়ে এখানে ঝঞ্ঝাবতাহীনপ্রদেশে প্রবেশ করিয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থান কর, পর্ব্বত পড়িবার ভয় করিও না।১৮

কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, বারিধারাপীড়িত গোপ ও গোপীগণ গাড়ীতে ভাণ্ড সকল তুলিয়া গোধনের সহিত তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল।১৯

কৃষ্ণও ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক হর্ষবিস্মিতনেত্রে নিরীক্ষিত হইয়া নিশ্চলভাবে সেই পর্ব্বত ধারণ করিয়া রহিলেন।২০

হৃষ্ট এবং প্রীতিবিস্তারিতনেত্রে গোপ ও গোপীজন যাঁহার চরিতের প্রশংসা করে, সেই কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া রহিলেন।২১

হে বিপ্র! গোপগণের বিনাশকরণে সমর্থ মহামেঘসমূহ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সপ্তরাত্রি নন্দগোকুলে বর্ষণ করিয়াছিল।২২

কৃষ্ণ শৈলধারণ করিয়া গোকুল রক্ষা করিলে, ইন্দ্র প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হওয়ায় সেই মেঘসমূহকে নিবারণ করিলেন। আকাশ মেঘরহিত হওয়ায় ইন্দ্রের বাক্য মিথ্যা হইলে সমস্ত গোকুলবাসী তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।২৩-২৪

কৃষ্ণও বিস্মিতমুখ সেই ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া গোবর্দ্ধন মহাপর্ব্বতকে তখন যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।২৫

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশঃ

ইন্দ্রস্যাগমনম্, ইন্দ্রেণ শ্রীকৃষ্ণস্য অভিষেকশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

ধৃতে গোবর্দ্ধনে শৈলে পরিত্রাতে চ গোকুলে।
রোচয়ামাস কৃষ্ণস্য দর্শনং পাকশাসনঃ ॥১

সোঽধিরুহ্য মহানাগমৈরাবতমমিত্রজিৎ।
গোবর্দ্ধনগিরৌ কৃষ্ণং দদর্শ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥২

চারয়ন্তং মহাবীর্য্যং গাবো গোপবপুর্দ্ধরম্।
কৃষ্ণঞ্চ জগতো গোপং বৃতং গোপকুমারকৈঃ ॥৩

গরুড়ঞ্চ দদর্শোচ্চৈরন্তর্দ্ধানগতং দ্বিজঃ।
কৃতচ্ছায়ং হরের্মূর্দ্ধ্নি পক্ষাভ্যাং পক্ষিপুঙ্গবম্ ॥৪

অবরুহ্য স নাগেন্দ্রাদেকান্তে মধুসূদনম্।
শক্রঃ সস্মিতমাহেদং প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥৫

কৃষ্ণ কৃষ্ণ শৃণুষ্বেদং যদর্থমহমাগতঃ।
ত্বৎসমীপং মহাভাগ নৈতচ্চিন্ত্যং ত্বয়ান্যথা ॥৬

ভারাবতারণার্থায় পৃথিব্যাঃ পৃথিবীতলম্।
অবতীর্ণোঽখিলাধারস্ত্বমেব পরমেশ্বর ॥৭

মখভঙ্গবিরুদ্ধেন ময়া গোকুলনাশকাঃ।
সমাদিষ্টা মহামেঘাস্তৈশ্চেদং কদনং কৃতম্ ॥৮

ত্রাতাস্তাত ত্বয়া গাবঃ সমুৎপাট্য মহাগিরিম্।
তেনাহং তোষিতো বীর কর্ম্মণাত্যদ্ভুতেন তে ॥৯

সাধিতং কৃষ্ণ দেবানামহং মন্যে প্রয়োজনম্।
ত্বয়ায়মদ্রিপ্রবরঃ করেণৈকেন যদ্ধৃতঃ ॥১০

দ্বাদশ অধ্যায়

[ইন্দ্রের আগমন ও ইন্দ্রকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক।]

পরাশর বলিলেন,—কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন শৈল ধারণ করিয়া গোকুলকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা করিলেন।১

শত্রুগণের জয়কারী ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র মহাগজে আরোহণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে আগমন করিয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।২

ইন্দ্র দেখিলেন,—যিনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, সেই কৃষ্ণই গোপদেহ ধারণপূর্ব্বক গোপকুমারগণে বেষ্টিত হইয়া মহাপ্রভাবে গাভীসকলকে বিচরণ করাইতেছেন।৩

হে দ্বিজ! তিনি আরও দেখিলেন যে, পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করিয়া পক্ষ দ্বারা ভগবান্ হরির মস্তকে ছায়া প্রদান করিতেছেন।৪

তখন দেবরাজ হস্তিশ্রেষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নির্জ্জনে মধুসূদনকে প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন।৫

হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি যে কারণে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! এ বিষয়ে আপনি অন্যথা চিন্তা করিবেন না।৬

হে পরমেশ্বর! অখিল সংসারের আশ্রয় আপনি এই পৃথিবীর ভারহরণের জন্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।৭

আমি যজ্ঞভঙ্গের জন্য বিরোধের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল মেঘকে গো-কুলনাশার্থে আদেশ করিয়াছিলাম, তাহারাই এ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিয়াছে।৮

হে তাত! আপনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া গো-সকলকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনার এই অদ্ভুত কর্ম্মে আমি পরিতোষ লাভ করিয়াছি।৯

গোভিশ্চ চোদিতঃ কৃষ্ণ ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।
ত্বয়া ত্রাতাভিরত্যর্থং যুষ্মৎসৎকারকারণাৎ ॥১১
স ত্বাং কৃষ্ণাভিষেক্ষ্যামি গবাং বাক্যপ্রচোদিতঃ।
উপেন্দ্রত্বে গবামিন্দ্রো গোবিন্দস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥১২
অথোপবাহ্যাদাদায় ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ।
অভিষেকং তয়া চক্রে পবিত্রজলপূর্ণয়া ॥১৩
ক্রিয়মাণেঽভিষেকে তু গাবঃ কৃষ্ণস্য তৎক্ষণাৎ।
প্রস্রবোদ্ভূতদুগ্ধার্দ্রাং সদ্যশ্চক্রুর্বসুন্ধরাম্ ॥১৪
অভিষিচ্য গবাং বাক্যাদ্দেবেন্দ্রো বৈ জনার্দ্দনম্।
প্রীত্যা সপ্রশ্রয়ং কৃষ্ণং পুনরাহ শচীপতিঃ ॥১৫
গবামেতৎ কৃতং বাক্যং তথান্যদপি মে শৃণু।
যদ্ব্রবীমি মহাভাগ ভারাবতরণেচ্ছয়া ॥১৬
মমাংশঃ পুরুষব্যাঘ্র পৃথায়াং পৃথিবীতলে।
অবতীর্ণোঽর্জ্জুনো নাম স রক্ষ্যো ভবতা সদা ॥১৭
ভারাবতারণে সাহ্যং স তে বীরঃ করিষ্যতি।
স রক্ষণীয়ো ভবতা যথাত্মা মধুসূদন ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

জানামি ভারতে বংশে জাতং পার্থং তবাত্মজম্।
তমহং পালয়িষ্যামি যাবদস্মি মহীতলে ॥১৯
যাবন্মহীতলে শক্র স্থাস্যাম্যহমরিন্দম।
ন তাবদর্জ্জুনং কশ্চিদ্দেবেন্দ্র যুধি জেষ্যতি ॥২০
কংসো নাম মহাবাহুর্দৈত্যোঽরিষ্টস্তথাপরঃ।
কেশী কুবলয়াপীড়ো নরকাদ্যাস্তথাপরে ॥২১
হতেষ্বেতেষু দেবেন্দ্র ভবিষ্যতি মহাহবঃ।
তত্র বিদ্ধি সহস্রাক্ষ ভারাবতরণং কৃতম্ ॥২২
স ত্বং গচ্ছ ন পুত্রার্থে সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি।
নার্জ্জুনস্য রিপুঃ কশ্চিন্মমাগ্রে প্রভবিষ্যতি ॥২৩

হে কৃষ্ণ! আমি মনে করি,—আপনি যে হস্তে এই পর্বতশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়াছেন, সেই হস্ত দ্বারাও দেবগণের প্রয়োজনই সাধন করিয়াছেন।১০

হে কৃষ্ণ! (গোবংশ আপনি রক্ষা করায়) আমি গোগণের বাক্যানুসারে আপনার সৎকারের জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি গোগণকেই গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন।১১

হে কৃষ্ণ! এক্ষণে আমি গোগণেরই প্রেরণায় আপনাকে উপেন্দ্রত্বে বরণ করিব। আপনি গোগণের ইন্দ্র, সুতরাং আপনার "গোবিন্দ" এই নামও হইবে।১২

অনন্তর ইন্দ্র স্বীয় বাহন ঐরাবত হইতে ঘণ্টা লইয়া তাহাতে পবিত্র জল পূর্ণ করত তদ্দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিলেন।১৩

কৃষ্ণের অভিষেক কালে গাভীসকল স্তনক্ষরিত দুগ্ধ দ্বারা বসুন্ধরাকে তৎক্ষণাৎ আর্দ্র করিয়া (ভিজাইয়া) ফেলিল।১৪

গোগণের বাক্যানুসারে ইন্দ্র জনার্দ্দনকে অভিষেক করিয়া পুনর্ব্বার প্রীতি ও বিনয়ের সহিত কৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।১৫

হে মহাভাগ! গোগণের বাক্য পূর্ণ করিলাম, এক্ষণে আরও কিছু বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীর ভারহরণের জন্য আমার অংশ পৃথার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার নাম অর্জ্জুন; তাহাকে আপনি সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন। হে মধুসূদন! আপনার ভূভারহরণরূপ কার্য্যে অর্জ্জুন সাহায্য করিবে, অতএব আপনি তাহাকে স্বকীয় শরীরের ন্যায় রক্ষা করিবেন।১৬-১৮

অনন্তর ভগবান্ বলিলেন,—ভরতবংশে আপনার পুত্র অর্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা আমি অবগত আছি। আমি যতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করিব, ততদিন তাঁহাকে পালন করিব।১৯

হে অরিন্দম শক্র! আমি যতদিন পৃথিবীতে থাকিব, ততদিন পৃথিবীতে অর্জ্জুনকে কেহই জয় করিতে পারিবে না।২০

হে দেবেন্দ্র! কংস, অরিষ্ট, কুবলয়াপীড়, কেশী,

অর্জ্জুনার্থে ত্বহং সর্ব্বান্ যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্ত্যা দাস্যাম্যবিক্ষতান্ ॥২৪
ইত্যুক্তঃ সম্পরিষ্বজ্য দেবরাজো জনার্দ্দনম্ ।
আরুহ্যৈরাবতং নাগং পুনরেব দিবং যযৌ ॥২৫
কৃষ্ণোঽপি সহিতো গোভির্গোপালৈশ্চ পুনর্ব্রজন্
আজগামাথ গোপীনাং দৃষ্টিপূতেন বর্ত্মনা ॥২৬

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

নরক প্রভৃতি অন্যান্য মহাবাহু অসুরগণ নিহত হইলে পর একটী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। হে সহস্রলোচন! সেই যুদ্ধেই আমি ভূভার হরণ করিব, ইহা আপনি জানুন।২১-২২

আপনি গমন করুন, পুত্রের অকুশলচিন্তা করিয়া আপনি সন্তাপ করিবেন না। আমি থাকিতে কোন ব্যক্তিই অর্জ্জুনের শত্রুতা করিয়া সিদ্ধকাম হইতে পারিবে না।২৩

আমি অর্জ্জুনেরই জন্য ভারতযুদ্ধ নিবৃত্ত হইয়া গেলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকল পাণ্ডবকেই অক্ষতশরীরে কুন্তীর নিকট অর্পণ করিব।২৪

পরাশর বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র জনার্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া ঐরাবত হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন।২৫

অনন্তর কৃষ্ণও গোপীগণের দৃষ্টিপাতে পবিত্র পথ আশ্রয় করিয়া গোপাল ও গাভীগণের সহিত পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করিলেন।২৬

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

[গোপানাং শ্রীকৃষ্ণপ্রভাববর্ণনম্, গোপীভিঃ সহ তস্য রাসক্রীড়া চ।]

পরাশর উবাচ।

গতে শক্রে তু গোপালাঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।
ঊচুঃ প্রীত্যা ধৃতং দৃষ্ট্বা তেন গোবর্দ্ধনাচলম্ ॥১
বয়মস্মান্মহাবাহো ভবতা মহতো ভয়াৎ।
গাবশ্চ ভবতা ত্রাতা গিরিধারণকর্ম্মণা ॥২
বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্।
দিব্যঞ্চ কর্ম্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্ ॥৩
কালিয়ো দমিতস্তোয়ে প্রলম্বো বিনিপাতিতঃ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনশ্চায়ং শঙ্কিতানি মনাংসি নঃ ॥৪
সত্যং সত্যং হরেঃ পাদৌ শপামোঽমিতবিক্রম।
যথা ত্বদ্বীর্য্যমালোক্য ন ত্বাং মন্যামহে নরম্ ॥৫

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[গোপগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববর্ণন ও গোপীদিগের সহিত তাঁহার রাসক্রীড়া।]

পরাশর বলিলেন,—ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করিলে পর গোপালগণ কৃষ্ণকে বিনা ক্লেশে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন।১

হে মহাবাহো! অদ্য আপনি আমাদিগকে ও গোগণকে এই পর্ব্বত ধারণ করিয়া মহাভয় হইতে রক্ষা করিলেন।২

আপনার এই অতুলনীয় বালক্রীড়া, অথচ নিন্দিত

প্রীতিঃ সস্ত্রীকুমারস্য ব্রজস্য তব কেশব।
কর্ম্ম চেদমশক্যং যৎ সমস্তৈস্ত্রিদশৈরপি ॥৬
বালত্বং চাতিবীর্য্যঞ্চ জন্ম চাস্মাস্বশোভনম্।
চিন্ত্যমানমমেয়াত্মন্ শঙ্কাং কৃষ্ণ প্রযচ্ছতি ॥৭
দেবো বা দানবো বা ত্বং যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা।
কিং বাস্মাকং বিচারেণ বান্ধবোঽসি নমোঽস্তু তে ॥৮

পরাশর উবাচ।

ক্ষণং ভূত্বা ত্বসৌ তূষ্ণীং কিঞ্চিৎ প্রণয়কোপবান্।
ইত্যেবমুক্তস্তৈর্গোপৈঃ কৃষ্ণোঽপ্যাহ মহামুনে ॥৯

শ্রীভগবানুবাচ।

মৎসম্বন্ধেন ভো গোপা যদি লজ্জা ন জায়তে।
শ্লাঘ্যো বাহং ততঃ কিং বো বিচারেণ প্রয়োজনম্ ॥১০
যদি বোঽস্তি ময়ি প্রীতিঃ শ্লাঘ্যোঽহং ভবতাং যদি।
তদাত্মবন্ধুসদৃশী বুদ্ধির্বঃ ক্রিয়তাং ময়ি ॥১১
নাহং দেবো ন গন্ধর্ব্বো ন যক্ষো ন চ দানবঃ।
অহং বো বান্ধবো জাতো নাস্তি চিন্তামতোঽন্যথা ॥১২

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা হরের্বাক্যং বদ্ধমৌনাস্ততো বনম্।
যযুর্গোপা মহাভাগ তস্মিন্ প্রণয়কোপিনি ॥১৩
কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্ ॥১৪
বনরাজিং তথা কূজদ্‌ভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥১৫

গোপকুলে জন্ম, আবার এই প্রকার দিব্য কর্ম্ম,—এ সকল কি? হে তাত! তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।৩

আপনি যমুনার হ্রদজলে কালিয়কে দমন করিয়াছেন ও প্রলম্বাসুরকেও বিনাশ করিয়াছেন, আবার অদ্য এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন। আপনার এই সকল বিচিত্র কর্ম্ম অবলোকন করিয়া আমাদের অন্তঃকরণ শঙ্কিত হইয়াছে।৪

হে অমিতবিক্রম! আমরা হরিপদ উদ্দেশে সত্য সত্যই শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে, আমরা আপনার এ প্রকার বীর্য্য অবলোকন করত আপনাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিতেছি না।৫

হে কেশব! এই ব্রজের কি স্ত্রী, কি কুমার, সকলেই আপনার উপর প্রীত হইয়াছে। আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, সমুদায় দেবগণ একত্রিত হইলেও এ কর্ম্ম করিতে পারেন না।৬

হে অমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ! আপনার এই প্রকার বালকভাব, অথচ এই অতিশয় বীর্য্য, আবার আমাদের ন্যায় নীচগণের কুলে জন্ম, এসকল বিষয় যতই চিন্তা করিতেছি, ততই আমরা শঙ্কান্বিত হইতেছি।৭

আপনি দেবই হউন বা দানবই হউন কিংবা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্বই হউন, আমাদিগের তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন কি? আপনি আমাদের বান্ধব, অতএব আমরা আপনাকে নমস্কার করি।৮

পরাশর বলিলেন,—হে মহামুনে! সেই সকল গোপগণ এই প্রকার বলিলে পর, কৃষ্ণও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে প্রণয়কোপ সহকারে কিঞ্চিৎ বলিতে আরম্ভ করিলেন।৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে গোপগণ! আমার সহিত এইরূপ সম্বন্ধে যদি তোমরা লজ্জিত না হও এবং আমার প্রতি যদি তোমরা শ্লাঘা করিয়া থাক, তবে তোমাদের এ বিচারে কি প্রয়োজন? ১০

আমার প্রতি যদি তোমাদের প্রীতি থাকে এবং আমি যদি তোমাদের শ্লাঘ্য হই, তবে তোমরা আমার প্রতি নিজবন্ধুর ন্যায় বুদ্ধি কর।১১

আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ বা দানব নহি; আমি তোমাদের বান্ধবরূপেই জন্মিয়াছি; ইহা ব্যতীত তোমরা অন্যপ্রকার চিন্তা করিও না।১২

পরাশর বলিলেন,—হে মহাভাগ! ভগবান্ প্রণয়-

বিনা রামেণ (ক) মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং শৌরির্নানাতন্ত্রী-কৃতব্রতম্ ॥১৬
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥১৭
শনৈঃ শনৈর্জ্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্।
দত্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্ ॥১৮
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা।
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা ॥১৯
কাচিদাবসথস্যান্তঃ স্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরূন্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা ॥২০
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তি-মহাদুঃখ-বিলীনাশেষপাতকা ॥২১
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥২২
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ ॥২৩
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুর্বৃন্দাবনান্তরম্ ॥২৪
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশম্যতাম্ ॥২৫

কোপ সহকারে এই প্রকার বাক্য বলিলে পর, সেই গোপগণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বনে গমন করিলেন।১৩

অনন্তর কৃষ্ণ নির্ম্মল আকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, সৌরভ-ভরে দিক্‌সমূহের আমোদবর্দ্ধিনী ফুল্লকুমুদিনী ও মধুকর-গুঞ্জিত মনোরম বনরাজি অবলোকন করিয়া গোপীগণের সহিত রতির নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন।১৪-১৫

তখন বলভদ্র ব্যতীত কৃষ্ণ অতি অব্যক্ত অথচ মধুর পদ বিন্যাস করত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ গীত অতীব মধুর ও বনিতাদিগের প্রিয় এবং ঐ গানে নানা তন্ত্রীস্বরের সুন্দর সম্মিশ্রণ হইয়াছিল।১৬

অনন্তর সেই মনোহর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোপীগণ গৃহ পরিত্যাগ করত যেখানে মধুসূদন বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে সত্বর আগমন করিতে আরম্ভ করিল।১৭

কোন গোপী সেই গানের লয়ানুসারে ধীরে ধীরে গান করিতে লাগিল; কেহ বা তাহাতেই অবধান করত মনে মনে কৃষ্ণকেই স্মরণ করিতে লাগিল।১৮

কোন গোপী বারংবার "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" এই বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লজ্জিতা হইল; আবার কোন প্রেমান্ধা গোপী লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের পার্শ্বে উপস্থিত হইল।১৯

কোন গোপী বহির্ভাগে অবস্থিত গুরুজনকে দেখিয়া গৃহের মধ্যেই অবস্থান করত নিমীলিতলোচনে তন্ময়ভাবে গোবিন্দকে চিন্তা করিতে লাগিল।২০

অন্য কোন গোপকন্যা নিরুচ্ছ্বাসভাবে (প্রাণাপানবায়ুকে রুদ্ধ করিয়া) পরব্রহ্মস্বরূপী জগৎকারণ কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে মোক্ষপ্রাপ্ত হইল। (তাহার মোক্ষের প্রতি দুইটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল; এক—ভগবানে চিন্তাজনিত বিপুল আহ্লাদভোগে তাহার অশেষ পুণ্য ক্ষীণ হয়, দ্বিতীয়—ভগবান্‌কে লাভ না করায় মহাদুঃখভোগে তাহার সকল পাপ ক্ষীণ হয়*)।২১-২২

রাসক্রীড়ারম্ভে উৎসুক কৃষ্ণ গোপীগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া সেই শরচ্চন্দ্র-সুশোভিতা রজনীকে সম্মানিত করিলেন।২৩

পাঠান্তর:—(ক) সহ রামেণ—।

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাপ ও পুণ্য উভয়ই নষ্ট না হইলে মোক্ষ হয় না, অথচ এই উভয়ের ভোগ না হইলে বিনাশ হয় না। সুখভোগ হইলে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয়, আর দুঃখভোগ হইলে দুঃখকারণ পাপ নষ্ট হয়। এই গোপীরও কৃষ্ণচিন্তারূপ অনন্ত সুখ ভোগ হওয়াতে তৎকারণ পুণ্য ক্ষীণ হয় ও ভগবানের অপ্রাপ্তি হেতু দারুণ দুঃখভোগে পূর্ব্বসঞ্চিত সকল পাপও নষ্ট হয়, সুতরাং সংসার-স্থিতির কারণ পাপ ও পুণ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল বলিয়া গোপী মোক্ষ (সুখদুঃখরাহিত্য) প্রাপ্ত হইল।

দুষ্টকালিয় তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে ॥২৬
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া ॥২৭
ধেনুকোঽয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী ॥২৮
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমং চেরু রম্যং বৃন্দাবনান্তরম্ ॥২৯
বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা ॥৩০
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাজাঙ্ক-রেখাবন্ত্যালি পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥৩১
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ ॥৩২
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ॥৩৩
অত্রোপবিশ্য সা তেন বাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া ॥৩৪
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্।
নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ॥৩৫
অনুযানেঽসমর্থান্যা নিতম্বভরমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥৩৬
হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥৩৭

সেই সময় ভগবান্ কৃষ্ণ স্থানান্তরে গমন করিলে গোপীগণও কৃষ্ণচেষ্টারই অধীন হইয়া বৃন্দাবনের মধ্যেই বিচরণ করিতে লাগিল।২৪

তখন তাহারা কৃষ্ণের প্রতি ঘোর আসক্তচিত্ত হইয়া পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল। কোন গোপী বলিল,—আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি তোমরা অবলোকন কর। অন্য আর এক গোপী বলিতে লাগিল,—আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গীতি তোমরা শ্রবণ কর।২৫

কোন গোপী বাহু আস্ফালন করত "আমি কৃষ্ণ; অরে দুষ্ট কালিয়! তুই স্থির হ" এই প্রকার বলিয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিতে লাগিল।২৬

অপর কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, "অহে গোপগণ! তোমরা নির্ভয়ে অবস্থান কর। তোমাদের বৃষ্টিভয় আর থাকিতেছে না, আমি এই গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছি"।২৭

কৃষ্ণলীলার অনুকরণকারিণী অন্য কোন গোপী বলিতে লাগিল যে, "হে বন্ধুগণ! তোমরা ইচ্ছানুসারে বিচরণ কর, আমি ধেনুকাসুরকে নিক্ষেপ (বিনাশ) করিয়াছি"।২৮

এই প্রকার নানারূপ কৃষ্ণচেষ্টাতে ব্যগ্র গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া রম্য বৃন্দাবন মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।২৯

কোন প্রফুল্লকমলতুল্য মনোহর নেত্রশোভিনী সুন্দরী গোপবরাঙ্গনা সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত হইয়া ভূমির দিকে অবলোকন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল।৩০

হে সখি! এই দেখ, লীলাললিতগামী কৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশপদ্মাঙ্কিত এই সকল পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।৩১

আরও দেখ, কৃষ্ণের সহিত কোন পুণ্যবতী রমণী মদালসভাবে গমন করিয়াছে, তাহার এই সকল ঘন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে।৩২

সখি! এই স্থানে মহাত্মা দামোদর কৃষ্ণ উচ্চ হইয়া পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, এই সকল স্থানে তাঁহার পদের অগ্রভাগই অঙ্কিত হইয়াছে।৩৩

পূর্ব্বজন্মে যে ভাগ্যবতী পুষ্প দ্বারা সর্ব্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াছিল, ভগবান্ কৃষ্ণ এখানে বসিয়া তাহাকে পুষ্প দ্বারা সাজাইয়াছেন; এই তাহার চিহ্ন দেখ।৩৪

হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ত্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ ॥৩৮
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্।
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ॥৩৯
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে ॥৪০
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা ॥৪১
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশিমুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্টচেষ্টিতম্ ॥৪২

কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ ॥৪৩
কাচিদ্ ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ ॥৪৪
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা।
তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়েব চাবভৌ ॥৪৫
ততঃ কাঞ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাঞ্চিৎ ভ্রূভঙ্গবীক্ষণৈঃ।
নিন্যেঽনুনয়মন্যাং চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৪৬
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।
ররাম রাসগোষ্ঠিভিরুদারচরিতো হরিঃ ॥৪৭

এই দেখ, এই পথ অবলম্বন করিয়া নন্দগোপসুত কৃষ্ণ সেই পুষ্প-বন্ধনরূপ সম্মানলাভে মানময়ী রমণীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন।৩৫

সখি! এই স্থানে কৃষ্ণপদচিহ্নের পাছে আর একজন নারীর পদচিহ্ন। দেখিয়া বোধ হইতেছে, এই নারী নিতম্বভারে মন্থরগমনা, সুতরাং অনুগমনে অসমর্থ হইলেও গন্তব্য স্থানে দ্রুতগমন করিয়াছে; কারণ ইহার পদের অগ্রভাগের স্থিতিচিহ্ন নিম্ন বলিয়া বোধ হইতেছে।৩৬

সখি! এই স্থান দিয়া কৃষ্ণ তাহার অগ্রহস্ত নিজ হস্তে ধারণপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছেন; কারণ, উক্ত রমণীর পদক্ষেপ পরাধীনভাবেই হইয়াছে,—ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে।৩৭

অহো! এখানে ঐ সেই রমণী ধূর্ত্তের করস্পর্শ মাত্রেই অপমানিতা (পরিত্যক্তা) হইয়াছে; কারণ, নিরাশায় মন্দগামিনী সেই রমণীর পদচিহ্ন এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত (ফিরিয়া যাইবার পদচিহ্ন অঙ্কিত) হইয়াছে। এই স্থলে কৃষ্ণ কোন গোপীকে "তুমি এখানে অবস্থিতি কর, (এইখানে একজন অসুর বাস করে, আমি তাহাকে হনন করিয়া সত্বর তোমার নিকট আগমন করিতেছি)"—এই প্রকার কোন বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিয়াছেন; কারণ, কৃষ্ণের শীঘ্র ও নিম্ন পদচিহ্ন দেখিয়া ইহাই বোধ হইতেছে।৩৮-৩৯

কৃষ্ণ এই স্থান হইতেই গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহার পদচিহ্ন ত আর লক্ষিত হইতেছে না, তোমরা নিবৃত্ত হও, এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।৪০

তখন এই প্রকারে গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে নিরাশ হইয়া যমুনাতীরে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত গান করিতে আরম্ভ করিল।৪১

অনন্তর গোপীগণ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা নির্দ্দোষ-কর্ম্মকারী বিকশিতপদ্মতুল্য সুন্দর মুখ কৃষ্ণকে আগমন করিতে দেখিল।৪২

তখন কোন গোপী তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অতিশয় হর্ষযুক্ত মানসে কেবল "কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" এই প্রকারই বলিতে লাগিল; তাহার মুখ হইতে অন্য কোন বাক্য উচ্চারিত হইল না।৪৩

কোন গোপী কৃষ্ণকে অবলোকন করত ললাটফলক ভ্রূভঙ্গুর করিয়া নেত্ররূপ দুই ভ্রমর দ্বারা কৃষ্ণের মুখপঙ্কজের মধুপান করিতে লাগিল।৪৪

কোন গোপী গোবিন্দকে দর্শন করিয়া পরে নিমীলিতলোচনে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করত যোগিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।৪৫

অনন্তর মাধব কোন গোপীকে মধুর সম্ভাষণ দ্বারা,

রাসমণ্ডলবন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্ঝতা।
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ॥৪৮

হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্।
চকার তৎকরস্পর্শ-নিমীলিতদৃশং হরিঃ ॥৪৯

ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ।
অনুযাতশরৎকাব্যগেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥৫০

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥৫১

পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥৫২

কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্ ॥৫৩

গোপী-কপোল-সংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ।
পুলকোদ্গমশস্যায় স্বেদাম্বুঘনতাং গতৌ ॥৫৪

রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥৫৫

গতে তু গমনং চক্রুর্বলনে সম্মুখং যযুঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ॥৫৬

স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥৫৭

কাহাকেও ভ্রূভঙ্গিপূর্ব্বক দৃষ্টি দ্বারা, কাহাকেও বা করস্পর্শ দ্বারা অনুনয় করিতে লাগিলেন।৪৬

তখন সেই সকল প্রসন্নচিত্ত গোপীগণের সহিত উদারচরিত কৃষ্ণ সাদরে রাসগোষ্ঠী নির্ম্মাণ করত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।৪৭

কিন্তু তখন সকল গোপীই কৃষ্ণপার্শ্ব পরিত্যাগ না করিয়া সেই কৃষ্ণের নিকটেই এক স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করায় রাসোচিত মণ্ডলবন্ধ হইয়া উঠিল না।৪৮

তখন হরি নিজ করস্পর্শে নিমীলিতনয়না এক একটী গোপীকে হস্তধারণ করিয়া রাসমণ্ডলী রচনা করিলেন।৪৯

অনন্তর রাসক্রীড়া আরম্ভ হইল। এই রাসে গোপীগণের চঞ্চলবলয়শব্দ অতি মধুর ভাবে শ্রুত হইল এবং গোপীগণ অনুক্রমে শরদ্বর্ণনরূপ কাব্যগীতি গান করিতে লাগিল।৫০

তখন কৃষ্ণ শারদীয়চন্দ্র, কৌমুদী ও কুমুদসরোবর লক্ষ্য করিয়া গান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গোপীগণ এক কৃষ্ণনামই বার বার গান করিতে লাগিল।৫১

অনন্তর কোন গোপী পরিবর্ত্তনজাত শ্রমে চঞ্চলবলয়-শব্দশালিনী স্বীয় বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে অর্পণ করিল।৫২

গীতস্তুতিচ্ছলে নিপুণা কোন গোপী বাহু প্রসারিত করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক মধুসূদনকে চুম্বন করিল।৫৩

শ্রীহরির দুই হস্ত কোন গোপীর কপোলদেশ স্পর্শ করায় পুলকোদ্গমরূপ শস্যোৎপত্তির কারণ ঘামরূপ বৃষ্টির জনক মেঘভাব প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ ভগবানের হস্তদ্বয়ে ঘর্ম্ম বহির্গত হইল এবং গোপীরও কপোলদেশ পুলকিত হইল। ইহাতে উভয়ের অনুরাগাতিশয় দেখান হইল।৫৪

কৃষ্ণ অতি উচ্চৈঃস্বরে যখন রাসযোগ্য গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গোপীগণও তদপেক্ষা দ্বিগুণস্বরে "সাধু, সাধু, কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" এই গানই করিতে লাগিল।৫৫

কৃষ্ণ গমন করিলে গোপীগণ তাঁহার অনুগমন এবং তিনি ফিরিয়া আসিলে তাহারা সম্মুখে আগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গোপাঙ্গনাগণ অনুলোম ও প্রতিলোম গতি দ্বারা হরিকে ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।৫৬

মধুসূদন গোপীগণের সহিত এমন ভাবে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ক্ষণমাত্র বিরহকেও তাহারা কোটী বৎসরের ন্যায় বিবেচনা করিতে লাগিল।৫৭

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥৫৮

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥৫৯

তদ্ভর্ত্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ ॥৬০
যথা সমস্তভূতেষু নভোঽগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ ॥৬১
ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

পিতা, ভ্রাতা ও পতিগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে রতিপ্রিয়া (কৃষ্ণসঙ্গাভিলাষিণী) গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত রমণ করিতে লাগিল।৫৮

সেই অশুভবিনাশী অমেয়াত্মা মধুসূদনও নিজ কিশোর অবস্থার বয়ঃক্রম সম্মানিত করত সেই সকল রজনীতে তাহাদিগের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।৫৯

ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপীর পতিসমূহে, গোপীগণে এবং সর্ব্বভূতেই আত্মস্বরূপ বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং আছেন।৬০

যেমন সর্ব্বভূতসমূহে আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও বায়ু ব্যাপকভাবে অবস্থান করিতেছে, তিনিও সেই প্রকার সকলপদার্থকেই ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।৬১

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্দ্দশঃ ঽধ্যায়ঃ

[বৃষভাসুরবধঃ।]

পরাশর উবাচ।
প্রদোষার্দ্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দ্দনে।
ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠমরিষ্টঃ সমুপাগতঃ ॥১
সতোয়-তোয়দচ্ছায়স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽর্কলোচনঃ।
খুরাগ্রপাতৈরত্যর্থং দারয়ন্ বসুধাতলম্ ॥২
লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বয়ৌষ্ঠৌ পুনঃপুনঃ।
সংরম্ভাবিদ্ধলাঙ্গূলঃ কঠিনস্কন্ধবন্ধনঃ ॥৩

উদগ্রককুদাভোগঃ প্রমাণাদ্ দুরতিক্রমঃ।
বিণ্মূত্রলিপ্তপৃষ্ঠাঙ্গো গবামুদ্বেগকারকঃ ॥৪
প্রলম্বকণ্ঠোঽভিমুখস্তরুঘাতাঙ্কিতাননঃ।
পাতয়ন্ স গবাং গর্ভান্ দৈত্যো বৃষভরূপধৃক্।
সূদয়ংস্তাপসানুগ্রো বনান্যটতি যঃ সদা ॥৫
ততস্তমতিঘোরাক্ষমবেক্ষ্যাতিভয়াতুরাঃ।
গোপা গোপস্ত্রিয়শ্চৈব কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চুক্রুশুঃ ॥৬

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[বৃষভাসুর বধ।]

পরাশর বলিলেন,—একদিবস সন্ধ্যাবসানসময়ে, জনার্দ্দন রাসক্রীড়ায় আসক্ত আছেন, এমন অবস্থায় অরিষ্ট নামে এক বৃষভাকৃতি অসুর মত্ত হইয়া গোষ্ঠের ত্রাস উৎপাদন করত উপস্থিত হইল।১

ঐ অরিষ্টের কান্তি সজলজলদের (মেঘের) ন্যায় নিবিড়-কৃষ্ণবর্ণ; তাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ ও নয়ন সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। ঐ অসুর ক্ষুরাগ্র-ক্ষেপ দ্বারা বসুধাতলকে অতিশয় বিদারিত করিতেছিল।২

অরিষ্টাসুর জিহ্বা দ্বারা স্বকীয় ওষ্ঠদ্বয় সনিষ্পেষে লেহন করিতেছিল; কোপে তাহার লাঙ্গুল উন্নমিত হইতেছিল এবং তাহার স্কন্ধবন্ধন অতিশয় কঠোর ছিল।৩

সিংহনাদং ততশ্চক্রে তলশব্দঞ্চ কেশবঃ।
তচ্ছব্দশ্রবণাচ্চাসৌ গোবিন্দাভিমুখং যযৌ ॥৭
অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ কৃষ্ণকুক্ষি-কৃতেক্ষণঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা কৃষ্ণং বৃষভদানবঃ ॥৮
আয়ান্তং দৈত্যবৃষভং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণো মহাবলঃ।
ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞাস্মিতলীলয়া ॥৯
আসন্নং চৈব জগ্রাহ গ্রাহবন্মধুসূদনঃ।
জঘান জানুনা কুক্ষৌ বিষাণগ্রহণাচলম্ ॥১০
তস্য দর্পবলং ভঙ্ক্ত্বা গৃহীতস্য বিষাণয়োঃ।
অপীড়য়দরিষ্টস্য কণ্ঠং ক্লিন্নমিবাম্বরম্ ॥১১
উৎপাট্য শৃঙ্গমেকস্তু তেনৈবাতাড়য়ৎ ততঃ।
মমার স মহাদৈত্যো মুখাচ্ছোণিতমুদ্বমন্ ॥১২
তুষ্টুবুর্নিহতে তস্মিন্ দৈত্যে গোপা জনার্দ্দনম্।
জম্ভে হতে সহস্রাক্ষং পুরা দেবগণা যথা ॥১৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ॥

তাহার ককুৎ (ষাঁড়ের ঝুঁটি) উন্নত ও মাংসল; এবং সে এরূপ উচ্চ যে, তাহাকে অতিক্রম করা যায় না; গো সকলের উদ্বেগকারী সেই অসুরের পৃষ্ঠদেশ বিষ্ঠা ও মূত্রে লিপ্ত ছিল ।৪

উহার কণ্ঠ লম্বমান, মুখ অতিশয় বিশাল এবং ললাটদেশ বৃক্ষে আঘাত করার চিহ্নে (ঘাঁটায়) অঙ্কিত ছিল। সেই বৃষভরূপধারী দৈত্য গাভীগণের গর্ভপাত করত এবং তাপসগণকে বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বদাই বনমধ্যে বিচরণ করিত ।৫

অনন্তর অতিঘোরনেত্র সেই অসুরকে অবলোকন-পূর্ব্বক গোপ ও গোপস্ত্রীগণ অতি ভয়াতুরভাবে 'কৃষ্ণ'! 'কৃষ্ণ!' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ।৬

কৃষ্ণ তাহাদের ভয়কাতর শব্দ শুনিয়া সিংহনাদপূর্ব্বক হস্ততালি প্রদান করিলেন; অরিষ্টাসুরও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া গোবিন্দের অভিমুখে উপস্থিত হইল ।৭

ঐ দুষ্টাত্মা বৃষভরূপী দানব শৃঙ্গের অগ্রভাগ সম্মুখে করিয়া কৃষ্ণের কুক্ষিদেশ লক্ষ্য করত তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল ।৮

মহাবলশালী কৃষ্ণ বৃষভরূপী দৈত্যকে নিকটে আসিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন না; পরন্তু অবজ্ঞার সহিত ঈষৎ হাস্য করিলেন ।৯

অনন্তর মধুসূদন নিকটাগত অসুরকে মকরাদি জলজন্তু যেমন অন্য কোন দুর্ব্বল জীবকে ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গধারণ করায় সে নিশ্চল হইলে, তিনি স্বীয় জানু দ্বারা দুষ্ট অসুরের কুক্ষি প্রদেশে আঘাত করিলেন ।১০

কৃষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া ঐ অসুরের দর্পবলকে বিনষ্ট করত ক্লিন্ন (পচা) বস্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠদেশ পীড়িত করিতে লাগিলেন ।১১

তারপর তাহার একটী শৃঙ্গ উৎপাটন করত তাহা দ্বারাই সেই অসুরকে তাড়না করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহা-দৈত্য মুখ হইতে শোণিত বমন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ।১২

জম্ভ নামক অসুর হত হইলে দেবগণ যে প্রকারে ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, অরিষ্ট হত হইলে গোপগণও সেইরূপে জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিল ।১৩

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণমানেতুং কংসেনাক্রূরস্য প্রেষণম্।]

পরাশর উবাচ।

ককুদ্মিনি হতেঽরিষ্টে ধেনুকে বিনিপাতিতে।
প্রলম্বে নিহিতে বীরে ধৃতে গোবর্দ্ধনাচলে ॥১

দমিতে কালিয়ে নাগে ভগ্নে তুঙ্গতরুদ্বয়ে।
হতায়াং পূতনায়াঞ্চ শকটে পরিবর্ত্তিতে ॥২

কংসায় নারদঃ প্রাহ যথাবৃত্তমনুক্রমাৎ।
যশোদাদেবকীগর্ভপরিবর্ত্তাদ্যশেষতঃ ॥৩

শ্রুত্বা তৎ সকলং কংসো নারদাদ্ দেবদর্শনাৎ।
বসুদেবং প্রতি তদা কোপং চক্রে সুদুর্ম্মতিঃ ॥৪

সোঽতিকোপাদুপালভ্য সর্ব্বযাদবসংসদি।
জগর্হ যাদবাংশ্চৈব কার্য্যঞ্চৈতদচিন্তয়ৎ ॥৫

যাবন্ন বলমারূঢ়ৌ রাম-কৃষ্ণৌ সুবালকৌ।
তাবদেব ময়া বধ্যাবসাধ্যৌ রূঢ়যৌবনৌ ॥৬

চাণূরোঽত্র মহাবীর্য্যো মুষ্টিকশ্চ মহাবলঃ।
এতাভ্যাং মল্লযুদ্ধেন ঘাতয়িষ্যামি দুর্ম্মদৌ ॥৭

ধনুর্ম্মহমহাযাগব্যাজেনানীয় তৌ ব্রজাৎ।
তথা তথা যতিষ্যামি যাস্যেতে সঙ্ক্ষয়ং যথা ॥৮

শ্বফল্কতনয়ং সোঽহমক্রূরং যদুপুঙ্গবম্।
তয়োরানয়নার্থায় প্রেষয়িষ্যামি গোকুলম্ ॥৯

বৃন্দাবনচরং ঘোরমাদেক্ষ্যামি চ কেশিনম্।
তত্রৈবাসাবতিবলস্তাবুভৌ ঘাতয়িষ্যতি ॥১০

গজঃ কুবলয়াপীড়ো মৎসমীপমুপাগতৌ।
ঘাতয়িষ্যতি বা গোপৌ বসুদেবসুতাবুভৌ ॥১১

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য কংস কর্ত্তৃক অক্রূরকে প্রেরণ।]

পরাশর বলিলেন,—বৃষভাকার অরিষ্টাসুর, ধেনুক ও প্রলম্বাসুর নিহত হইলে এবং গোবর্দ্ধন পর্বতধারণ, কালিয়-নাগদমন, উন্নত তরুদ্বয় যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, পূতনার বিনাশ ও যশোদা এবং দেবকীর পরস্পর সন্তানপরিবর্ত্তন প্রভৃতি অশেষ কর্ম সাধিত হইলে,—এই সকল বৃত্তান্ত নারদ কংসের নিকট ক্রমানুসারে বর্ণনা করিলেন।১-৩

সুদুর্ম্মতি কংস দেবদর্শন নারদের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বসুদেবের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইল।৪

কংস অতিশয় কোপবশতঃ যাদবগণের সভায় বসুদেবকে তিরস্কার করিয়া নিন্দা করিল এবং এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল।৫

কংস চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই দুই বালক রাম ও কৃষ্ণ যতদিন পর্য্যন্ত না উত্তমরূপে বলশালী হইতে পারে, তাহার মধ্যে ইহাদিগকে বধ করা কর্ত্তব্য। কারণ, দৃঢ়যৌবন উপস্থিত হইলে, ইহাদিগকে বিনাশ করিতে পারা যাইবে না।৬

চাণূর ও মুষ্টিক নামে দুইজন আমার অনুচরই মহাবল পরাক্রমশালী; এইখানে আমি এই দুইজনের সহিত মল্লযুদ্ধ করাইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ রাম ও কৃষ্ণকে বধ করাইব।৭

ধনুর্যজ্ঞ নামক এক মহাযজ্ঞের ছলে সেই বালকদ্বয়কে ব্রজ হইতে আনয়ন করিয়া আমি সেইরূপ চেষ্টাই করিব,—যাহাতে এই বালকদ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।৮

আমি যদুশ্রেষ্ঠ শ্বফল্কতনয় অক্রূরকে তাহাদের আনয়নের জন্য গোকুলে প্রেরণ করিব।৯

তারপর বৃন্দাবনবাসী অতিবলবান্ কেশী নামক

[চতুর্থ বর্ষ, পৌষ, ১৩৭২] [সপ্তম সংখ্যা—পুণ্যাভিষেক যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

পুরা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই পৌষ, ১৩৭২।

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

পরাশর উবাচ।
ইত্যালোচ্য স দুষ্টাত্মা কংসো রাম-জনার্দ্দনৌ।
হন্তুং কৃতমতির্বীরমক্রূরং বাক্যমব্রবীৎ ॥১২
কংস উবাচ।
ভো ভো দানপতে বাক্যং ক্রিয়তাং প্রীতয়ে মম।
ইতঃ স্যন্দনমারুহ্য গম্যতাং নন্দগোকুলম্ ॥১৩
বসুদেবসুতৌ তত্র বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবৌ।
নাশায় কিল সম্ভূতৌ মম দুষ্টৌ প্রবর্দ্ধতঃ ॥১৪
ধনুর্ম্মহো মমাপ্যত্র চতুর্দ্দশ্যাং ভবিষ্যতি।
আনেয়ৌ ভবতা গত্বা মল্লযুদ্ধায় তাবুভৌ ॥১৫
চাণূর-মুষ্টিকৌ মল্লৌ নিযুদ্ধকুশলৌ মম।
তাভ্যাং সহানয়োর্যুদ্ধং সর্ব্বলোকোঽত্র পশ্যতু ॥১৬
নাগঃ কুবলয়াপীড়ো মহানত্র প্রচোদিতঃ।
স বা নিহংস্যতে পাপৌ বসুদেবাত্মজৌ শিশূ ॥১৭
তৌ হত্বা বসুদেবঞ্চ নন্দগোপঞ্চ দুর্ম্মতিম্।
হনিষ্যে পিতরং চৈনমুগ্রসেনং সুদুর্ম্মতিম্ ॥১৮
ততঃ সমস্তগোপানাং গোধনান্যখিলান্যহম্।
বিত্তং চাপি হরিষ্যামি দুষ্টানাং মদ্বধৈষিণাম্ ॥১৯
ত্বামৃতে যাদবাশ্চৈতে দুষ্টা দানপতে ময়ি।
এতেষাঞ্চ বধায়াহং প্রযতিষ্যাম্যনুক্রমাৎ ॥২০
ততো নিষ্কণ্টকং সর্ব্বং রাজ্যমেতদযাদবম্।
প্রশাসিষ্যে ত্বয়া তস্মান্মৎপ্রীত্যা বীর গম্যতাম্ ॥২১
যথা চ মাহিষং সর্পির্দ্দধি বাপ্যুপহার্য্য বৈ।
গোপাঃ সমানয়ন্ত্যাশু ত্বয়া বাচ্যাস্তথা তথা ॥২২

অসুরকে আদেশ করিব, যাহাতে সেইখানেই উভয় বালককে বিনাশ করে।১০

অথবা কুবলয়াপীড় নামক যে গজ (হস্তী) আছে, ঐ গজই আমার আদেশানুসারে এইস্থানেই ব্রজ হইতে সমাগত ঐ গোপবেশধারী বসুদেবসুতদ্বয়কে বধ করিবে। পরাশর বলিলেন,—দুষ্টাত্মা কংস রাম ও জনার্দ্দনকে বিনাশ করিবার জন্য এইরূপে বুদ্ধি স্থির করিয়া পূর্বোক্ত আলোচনা করত বীর অক্রূরকে এই কথা বলিল।১১-১২

কংস বলিল,—হে দানপতে! আমার প্রীতির জন্য আপনি এই বাক্যটী প্রতিপালন করুন। আপনি রথারোহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে নন্দগোকুলে গমন করুন।১৩

সেই নন্দগোকুলে আমাকে বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণুর অংশে উৎপন্ন দুষ্ট বসুদেবের দুই পুত্র বর্দ্ধিত হইতেছে।১৪

আমার এখানে আগামী চতুর্দ্দশী তিথিতে ধনুর্যজ্ঞ হইবে, এই কারণে আপনি গোকুলে গমন করিয়া মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত তাহাদিগকে আনয়ন করিবেন।১৫

মল্লযুদ্ধে নিপুণ চাণূর ও মুষ্টিক নামে আমার যে দুই মল্ল আছে, সেই মল্লদ্বয়ের সহিত ঐ বালকদ্বয়ের যুদ্ধ সকল লোকে দেখিবে।১৬

কিংবা কুবলয়াপীড় নামে আমার যে এক মহাগজ আছে, সেই মহাগজই বসুদেবসুত পাপাত্মা ঐ শিশুদ্বয়কে বিনাশ করিবে।১৭

এই বালকদ্বয়কে হনন করিয়া পরে দুর্ম্মতি বসুদেব ও নন্দগোপকে বিনাশ করিব এবং পশ্চাৎ এই সুদুর্ম্মতি পিতা উগ্রসেনকেও বধ করিব।১৮

পরে আমার বধাভিলাষী দুষ্ট গোপগণের অখিল গোধন ও সমস্ত বিত্ত হরণ করিব।১৯

হে দানপতে! আপনি ছাড়া আর যত যাদবগণ আছে, ইহারা সকলেই আমার প্রতি দোষদর্শী, সুতরাং পশ্চাৎ ইহাদেরও পর পর বধের জন্য আমি যত্ন করিব।২০

তারপর এই আমাদের নিষ্কণ্টক সকল রাজ্য আপনার সহিত মিলিত হইয়া শাসন করিব। অতএব হে বীর! আপনি আমার প্রীতির জন্য গমন করুন।২১

আপনি গোকুলে গমন করিয়া গোপগণকে এই প্রকার বাক্যই বলিবেন, যাহাতে তাহারা মহিষ দুগ্ধ

পরাশর উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তস্তদাক্রূরো মহাভাগবতো দ্বিজ।
প্রীতিমানভবৎ কৃষ্ণং শ্বো দ্রক্ষ্যামীতি সত্বরঃ ॥২৩

তথেত্যুক্ত্বা চ রাজানং রথমারুহ্য শোভনম্।
নিশ্চক্রাম ততঃ পুর্য্যা মথুরায়া মধুপ্রিয়ঃ ॥২৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হইতে উৎপন্ন ঘৃত ও দধি প্রভৃতি উপহারযোগ্য বস্তু সত্বর এখানে আনয়ন করে।২২

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ! মহাভাগবত অক্রূর কংসের নিকট এই প্রকার আজ্ঞা লাভপূর্ব্বক "কল্য কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব" এই ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত ও ত্বরান্বিত হইলেন। অনন্তর রাজাকে "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া সুন্দর রথে আরোহণ করত মাধবপ্রিয় অক্রূর সেই মথুরাপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।২৩-২৪

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ

[কেশিবধঃ।]

পরাশর উবাচ।

কেশী চাপি বলোদগ্রঃ কংসদূত-প্রণোদিতঃ।
কৃষ্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী বৃন্দাবনমুপাগমৎ ॥১

স খুরক্ষতভূপৃষ্ঠঃ সটাক্ষেপধুতাম্বুদঃ।
প্লুতবিক্রান্তচন্দ্রার্কমার্গো গোপানুপাদ্রবৎ ॥২

তস্য হ্রেষিতশব্দেন গোপালা দৈত্যবাজিনঃ।
গোপ্যশ্চ ভয়সংবিগ্না গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥৩

ত্রাহি ত্রাহীতি গোবিন্দঃ শ্রুত্বা তেষাং তদা বচঃ
সতোয়জলদধ্বান-গম্ভীরমিদমুক্তবান্ ॥৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অলং ত্রাসেন গোপালাঃ কেশিনঃ কিং ভয়াতুরৈঃ
ভবদ্ভির্গোপজাতীয়ৈর্বীরবীর্য্যং বিলোপ্যতে ॥৫

কিমনেনাল্পসারেণ হ্রেষিতাটোপকারিণা।
দৈতেয়বলবাহেন বল্‌গতা দুষ্টবাজিনা ॥৬

ষোড়শ অধ্যায়

[কেশিবধ।]

পরাশর বলিলেন,—কৃষ্ণের নিধনাকাঙ্ক্ষী বলশালী উদ্ধত কেশীনামক বীর কংসের দূত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইল।১

সেই কেশী খুরক্ষেপ দ্বারা ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া, কেশরক্ষেপে মেঘজালকে কম্পিত করিয়া এবং গতি দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের পথকে আক্রমণ করিয়া গোপগণের প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিল।২

অশ্বরূপধারী সেই দৈত্যের হ্রেষারবে ভয়োদ্বিগ্ন গোপাল ও গোপীগণ গোবিন্দের শরণ লইল।৩

তখন তাহাদিগের "ত্রাহি ত্রাহি" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গোবিন্দ সজলজলধর (মেঘ) গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীরভাবে এই বাক্য বলিলেন।৪

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে গোপালগণ! তোমরা কেশীর ভয় করিতেছ কেন? তোমরা গোপজাতীয় হইয়াও অত্র এই প্রকার ভয়াতুরভাবে বীরোচিত পুরুষার্থ বিলোপ করিতেছ কেন? ৫

এই অল্পশক্তিমান্ হ্রেষারবমাত্রেই গর্ব্বিতভাব

এহ্যেহি দুষ্ট কৃষ্ণোঽহং পূষ্ণস্ত্বিব পিনাকধৃক্।
পাতয়িষ্যামি দশনান্ বদনাদখিলাংস্তব ॥৭
ইত্যুক্ত্বাস্ফোট্য গোবিন্দঃ কেশিনঃ সম্মুখং যযৌ।
বিবৃতাস্যস্তু সোঽপ্যেনং দৈতেয়শ্চাপ্যুপাদ্রবৎ ॥৮
বাহুমাভোগিনং কৃত্বা মুখে তস্য জনার্দ্দনঃ।
প্রবেশয়ামাস তদা কেশিনো দুষ্টবাজিনঃ ॥৯
কেশিনো বদনং তেন বিশতা কৃষ্ণবাহুনা।
শাতিতা দশনাঃ পেতুঃ সিতাভ্রাবয়বা ইব ॥১০
কৃষ্ণস্য ববৃধে বাহুঃ কেশিদেহগতো দ্বিজ।
বিনাশায় যথা ব্যাধিরাসম্ভূতেরুপেক্ষিতঃ ॥১১
বিপাটিতোষ্ঠো বহুলং সফেনং রুধিরং বমন্।
সোঽক্ষিণী বিবৃতে চক্রে নিঃসৃতে মুক্তবন্ধনে ॥১২
জঘান ধরণীং পাদৈঃ শকৃন্মূত্রং সমুৎসৃজন্।
স্বেদার্দ্রগাত্রঃ শ্রান্তশ্চ নির্যত্নঃ সোঽভবৎ ততঃ ॥১৩
ব্যাদিতাস্যো মহারৌদ্রঃ সোঽসুরঃ কৃষ্ণবাহুনা।
নিপপাত দ্বিধাভূতো বৈদ্যুতেন দ্রুমো যথা ॥১৪
দ্বিপাদপৃষ্ঠপুচ্ছার্দ্ধে শ্রবণৈকাক্ষিনাসিকে।
কেশিনস্তে দ্বিধাভূতে সকলে দ্বে বিরেজতুঃ ॥১৫
হত্বা তু কেশিনং কৃষ্ণো গোপালৈর্মুদিতৈর্বৃতঃ।
অনায়স্ততনুঃ স্বস্থো হসংস্তত্রৈব তস্থিবান্ ॥১৬
ততো গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ হতে কেশিনি বিস্মিতাঃ।
তুষ্টুবুঃ পুণ্ডরীকাক্ষমনুরাগমনোরমম্ ॥১৭
অথাহান্তরিতো বিপ্রো নারদো জলদে স্থিতঃ।
কেশিনং নিহতং দৃষ্ট্বা হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥১৮

প্রকাশকারী ও চঞ্চল দুষ্ট অশ্ব কি করিতে পারিবে? কারণ, ইহাকে দৈত্যগণও সবলে আক্রমণপূর্ব্বক বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে।৬

অরে দুষ্ট! অশ্বরূপধারী দৈত্য! এখানে আয়! মহাদেব (মহাদেবাংশ বীরভদ্র) যে প্রকার পূষার দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই আমি কৃষ্ণও তোর মুখ হইতে সেই প্রকারে সকল দন্ত উৎপাটন করিব।৭

গোবিন্দ এই কথা বলিয়া বাহুদ্বয় আস্ফালন করত কেশীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই দৈত্যও মুখব্যাদান (বিস্তার) করিয়া কৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য করত অগ্রসর হইল।৮

তখন জনার্দ্দন নিজ বাহু প্রসারণ করত সেই দুষ্ট অশ্বরূপধারী কেশীর মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।৯

অনন্তর কেশীর বদনমধ্যে প্রবিষ্ট সেই কৃষ্ণবাহু তাহার দন্তসকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তখন শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় কেশীর দন্তসকল বদন হইতে পতিত হইতে লাগিল।১০

হে দ্বিজ! উৎপত্তি সময়ে উপেক্ষিত ব্যাধি যেমন বিনাশের নিমিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের বাহুও কেশীর দেহ প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।১১

তারপর ওষ্ঠদ্বয় উৎপাটিত হইলে, সে ফেনার সহিত রুধির (রক্ত) বমন করিতে লাগিল এবং তাহার স্নায়ু বন্ধনশিথিল হওয়ায় নয়নদ্বয় স্বস্থান হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং কাটিয়া যাইল।১২

অনন্তর ঐ অশ্ব পদদ্বারা ধরণীতে আঘাত করিতে লাগিল এবং মলমূত্র ত্যাগ করত ঘর্মাক্ত শরীরে শ্রান্ত হইয়া একেবারে নিশ্চেস্ট হইয়া পড়িল। কৃষ্ণবাহুদ্বারা দ্বিধাভূত সেই মহাভয়ঙ্কর অসুর মুখব্যাদান করত বজ্রপ্রহারে দ্বিখণ্ড বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল।১৩-১৪

কেশীর সেই শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হইল, তাহার এক এক খণ্ডে দুইটী চরণ, পৃষ্ঠ ও পুচ্ছের অর্দ্ধভাগ, এক এক কর্ণ, নাসিকা এবং নয়ন ছিল।১৫

কৃষ্ণ কেশীকে বিনাশ করত আনন্দিত গোপালগণে বেষ্টিত হইয়া অশ্রান্তদেহে স্বস্থচিত্তে হাস্য করিতে করিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।১৬

অনন্তর কেশী নিহত হইলে, বিস্মিত গোপ ও গোপীগণ অনুরাগের সহিত মনোহরভাবে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল।১৭

কেশী নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া হর্ষপূর্ণমানস নারদ গগনমণ্ডলে অন্তরিতভাবে (প্রচ্ছন্নভাবে) অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন,—হে জগন্নাথ! হে অচ্যুত!

সাধু সাধু জগন্নাথ লীলয়ৈব যদচ্যুত।
নিহতোঽয়ং ত্বয়া কেশী ক্লেশদস্ত্রিদিবৌকসাম্ ॥১৯
যুদ্ধোৎসুকোঽহমত্যর্থং নরবাজি-মহাহবম্।
অভূতপূর্ব্বমন্যত্র দ্রষ্টুং স্বর্গাদুপাগতঃ ॥২০
কর্ম্মাণ্যত্রাবতারে তে কৃতানি মধুসূদন।
যানি তৈর্বিস্মিতং চেতস্তোষমেতেন মে গতম্ ॥২১
তুরঙ্গস্যাস্য শক্রোঽপি কৃষ্ণ দেবাশ্চ বিভ্যতি।
ধুতকেশরজালস্য হ্রেষতোঽভ্রাবলোকিনঃ ॥২২
যস্মাৎ ত্বয়ৈব দুষ্টাত্মা হতঃ কেশী জনার্দ্দন।
তস্মাৎ কেশবনাম্না ত্বং লোকে গেয়ো ভবিষ্যসি ॥২৩
স্বস্ত্যস্তু তে গমিষ্যামি কংসযুদ্ধেঽধুনা পুনঃ।
পরশ্বোঽহং সমেষ্যামি ত্বয়া কেশিনিসূদন ॥২৪
উগ্রসেনসুতে কংসে সানুগে বিনিপাতিতে।
ভারাবতারকর্ত্তা ত্বং পৃথিব্যাঃ পৃথিবীধর ॥২৫
তত্রানেকপ্রকারাণি যুদ্ধানি পৃথিবীক্ষিতাম্।
দ্রষ্টব্যানি ময়া যুষ্মৎপ্রণীতানি জনার্দ্দন ॥২৬
সোঽহং যাস্যামি গোবিন্দ দেবকার্য্যং মহৎ কৃতম্।
ত্বয়া সভাজিতশ্চায়ং স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥২৭

পরাশর উবাচ।

নারদে তু গতে কৃষ্ণঃ সহ গোপৈরবিস্মিতঃ(ক)।
বিবেশ গোকুলং গোপী-নেত্রপানৈকভাজনঃ ॥২৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

আপনার বিক্রম সাধু, অতি সাধু। কারণ, আপনি দেবতাগণের ক্লেশদায়ক এই অসুর কেশীকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন।১৮-১৯

আমি মনুষ্য ও অশ্বের এই অভূতপূর্ব্ব মহাযুদ্ধ অবলোকন করিবার জন্য যুদ্ধদর্শনাভিলাষী হইয়া স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়াছি।২০

হে মধুসূদন! আপনি এই অবতারে যে সকল সুন্দর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা আমার এই বিস্মিত চিত্ত অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছে।২১

এই অশ্ব যখন কেশরসমূহ কম্পিত করিয়া হ্রেষারব করত আকাশের দিকে অবলোকন করিত, তাহা দেখিয়া দেবগণ ও স্বয়ং ইন্দ্রও ভয় পাইতেন।২২

হে জনার্দ্দন আপনি এই দুষ্টাত্মা কেশীনামক অসুরকে বিনাশ করিলেন বলিয়া অদ্য হইতে লোকে আপনি কেশব নামে কীর্ত্তিত হইবেন।২৩

হে কেশিনিসূদন! আপনার স্বস্তি (মঙ্গল) হউক, আমি এক্ষণে গমন করিতেছি, পরশ্ব দিবসে কংসের সহিত আপনার যুদ্ধ সময়ে আমি পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হইব।২৪

হে পৃথিবীধর! উগ্রসেনপুত্র কংস অনুচরগণের সহিত নিপাতিত হইলে, আপনি পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবেন।২৫

হে জনার্দ্দন! সেই ভারাবতারণ সময়ে আপনার ইচ্ছায় সম্পন্ন পৃথিবীপতিগণের নানাপ্রকার বহু যুদ্ধ আমি দর্শন করিব।২৬

হে গোবিন্দ! সেই আমি এক্ষণে গমন করিতেছি আপনি দেবগণের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং এই কর্ম্ম দ্বারা দেবগণ আপনা কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়াছেন। আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন করি।২৭

পরাশর বলিলেন,—নারদ গমন করিলে পর, গোপীগণের নয়নের একমাত্র পেয় অর্থাৎ দৃশ্য অবিস্মিত কৃষ্ণ গোপ ও গোপীগণের সহিত গোকুলে প্রবেশ করিলেন।২৮

পাঠান্তরঃ—(ক)—সহ গোপৈঃ সভাজিতঃ।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

[অক্রূরস্য গোকুলযাত্রা।]

পরাশর উবাচ।

অক্রূরোঽপি বিনিষ্ক্রম্য স্যন্দনেনাশুগামিনা।
কৃষ্ণসন্দর্শনায়ৈকঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥১

চিন্তয়ামাস চাক্রূরো নাস্তি ধন্যতরো ময়া।
যোঽহমংশাবতীর্ণস্য মুখং দ্রক্ষ্যামি চক্রিণঃ ॥২

অদ্য মে সফলং জন্ম সুপ্রভাতা চ মে নিশা।
যদুন্নিদ্রাজপত্রাক্ষং বিষ্ণোর্দ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্ ॥৩

অদ্য মে সফলে নেত্রে অদ্য মে সফলা গিরঃ।
যস্মে পরস্পরালাপো দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং ভবিষ্যতি ॥৪

পাপং হরতি যৎ পুংসাং স্মৃতং সঙ্কল্পনাময়ম্।
তৎপুণ্ডরীকনয়নং বিষ্ণোর্দ্রক্ষ্যাম্যহং মুখম্ ॥৫

নির্জগ্মুশ্চ যতো বেদা বেদাঙ্গান্যখিলানি চ।
দ্রক্ষ্যামি তৎপরং ধাম ধাম্নাং ভগবতো মুখম্ ॥৬

যজ্ঞেষু যজ্ঞপুরুষঃ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ।
ইজ্যতে যোঽখিলাধারস্তং দ্রক্ষ্যামি জগৎপতিম্ ॥৭

ইষ্ট্বা যমিন্দ্রো যজ্ঞানাং শতেনামররাজতাম্।
অবাপ তমনন্তাদিমহং দ্রক্ষ্যামি কেশবম্ ॥৮

ন ব্রহ্মা নেন্দ্ররুদ্রাশ্বি-বস্বাদিত্যমরুদ্গণাঃ।
যস্য স্বরূপং জানন্তি স্পৃক্ষ্যত্যঙ্গং স মে হরিঃ ॥৯

সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববিৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতঃ।
যো বিত্যত্যাব্যয়ো ব্যাপী স বক্ষ্যতি ময়া সহ ॥১০

সপ্তদশ অধ্যায়

[অক্রূরের গোকুলযাত্রা।]

পরাশর বলিলেন,—অক্রূরও কৃষ্ণের দর্শনাশায় একাকী মথুরা হইতে নির্গত হইয়া শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করত নন্দের গোকুলে গমন করিলেন।১

পথে যাইতে যাইতে অক্রূর চিন্তা করিলেন যে, আমার ন্যায় কোনও ব্যক্তি ধন্যতর নহে। যেহেতু আমি অংশরূপে অবতীর্ণ চক্রধারীর মুখ দর্শন করিব।২

অদ্য আমার জন্ম সফল হইবে, আমার সম্বন্ধে রজনী অদ্য সুপ্রভাতা; কারণ, আমি অদ্য বিকসিত পদ্মপত্রের ন্যায় মনোহর নয়নযুক্ত ভগবানের মুখ দর্শন করিতে পাইব।৩

আমার নেত্র ও বাক্য সকল সফল হইবে, কারণ বিষ্ণুকে দর্শন করিব এবং তাঁহাতে ও আমাতে পরস্পর বাক্যালাপ হইবে।৪

কল্পনা-রচিত যে মুখ স্মৃত হইয়া মনুষ্যগণের পাপ বিনাশ করিয়া থাকে, আমি অদ্য সেই কমলনয়ন-শোভিত বিষ্ণুর মুখ অবলোকন করিব।৫

যাহা হইতে চারিবেদ ও অখিল বেদাঙ্গ নির্গত হইয়াছে এবং যে মুখ তেজোময় সূর্য্যাদির আশ্রয়স্বরূপ; অদ্য আমি ভগবানের সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখ দেখিতে পাইব।৬

যিনি সকলের আশ্রয় যিনি পুরুষোত্তম এবং সকল যজ্ঞেই পুরুষগণ যাঁহার যজন করিয়া থাকেন, (অহো! কি আনন্দের বিষয়!) আমি অদ্য সেই জগৎপতিকে দর্শন করিব।৭

একশত যজ্ঞ দ্বারা যাঁহার যজন করিয়া ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াছেন; যাঁহার আদি বা অন্ত নাই, অদ্য আমি সেই কেশবকে দর্শন করিব।৮

ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বসুগণ এবং মরুদ্গণও যাঁহার স্বরূপ জানেন না, অহো! সেই হরি অদ্য আমার অঙ্গ স্পর্শ করিবেন।৯

যিনি সকলেরই আত্মা, যিনি সকলই জানেন অথচ

মৎস্যকূর্ম্মবরাহাশ্ব-সিংহরূপাদিভিঃ স্থিতিম্ ।
চকার জগতো যোহজঃ যোহদ্য মামালপিষ্যতি ॥১১

সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যমাত্মহৃদি স্থিতম্ ।
কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ঃ ॥১২
যোহনন্তঃ পৃথিবীং ধত্তে শেখরস্থিতিসংস্থিতাম্ ।
সোহবতীর্ণো জগত্যর্থে মামক্রূরেতি বক্ষ্যতি ॥১৩
পিতৃ-পুত্র-সুহৃদ্-ভ্রাতৃ-মাতৃ-বন্ধুময়ীমিমাম্ ।
যন্মায়াং নালমুত্তর্ত্তুং জগৎ তস্মৈ নমো নমঃ ॥১৪

তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্ নিবেশিতে ।
যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ ॥১৫
যজ্বিভির্যজ্ঞপুরুষো বাসুদেবশ্চ সাত্বতৈঃ ।
বেদান্তবেদিভির্বিষ্ণুঃ প্রোচ্যতে যো নতোহস্মি তম্ ॥১৬

যথা তত্র জগদ্ধাম্নি ধাতর্য্যেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
সদসৎ তেন সত্যেন ময্যসৌ যাতু সৌম্যতাম্ ॥১৭
স্মৃতে সকলকল্যাণ-ভাজনং যত্র জায়তে ।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥১৮

পরাশর উবাচ ।

ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুং ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ ।
অক্রূরো গোকুলং প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ সূর্য্যে বিরাজতি ॥১৯
স দদর্শ তদা তত্র কৃষ্ণমাদোহনে গবাম্ ।
বৎসমধ্যগতং ফুল্লনীলোৎপলদলচ্ছবিম্ ॥২০
অস্পষ্টপদ্মপত্রাক্ষং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ।
প্রলম্ববাহুমায়ামি-তুঙ্গোরঃস্থলমুন্নসম্ ॥২১
সবিলাসস্মিতাধারং বিভ্রাণং মুখপঙ্কজম্ ।
তুঙ্গরক্তনখং পদ্ভ্যাং ধরণ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥২২

যিনি সকলেরই স্বরূপ ও অব্যয় এবং ব্যাপকরূপে যিনি সর্ব্বভূতেই অবস্থিতি করিতেছেন; সেই ভগবান্ বিষ্ণু অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন ।১০

অহো! যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, হয়গ্রীব ও নৃসিংহাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া এই জগতের স্থিতি করিয়া থাকেন ও যিনি জন্মরহিত; তিনি অদ্য আমার সহিত আলাপ করিবেন ।১১

যিনি জগতের স্বামী হইয়াও আপনার মনঃস্থিত কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য মনুষ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি অব্যয় অথচ স্বকীয় ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করেন; যিনি অনন্তরূপে নিজ মস্তকস্থিত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ সেই ভগবান্ বিষ্ণু অদ্য আমাকে "অক্রূর"! এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন ।১২-১৩

যাঁহার এই পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, সুহৃৎ, মাতা ও বন্ধু ইত্যাদি বুদ্ধিরূপিণী মায়াকে ত্যাগ করাইতে জগৎ সমর্থ নহে, সেই মায়াপতি ভগবান্‌কে বারংবার নমস্কার ।১৪

যিনি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, যোগী বিস্তৃত অবিদ্যা-রূপিণী মায়া হইতে উত্তীর্ণ হন, সেই অমেয় বিদ্যাত্মা ভগবান্‌কে নমস্কার ।১৫

যজ্ঞকর্ত্তৃগণ যাঁহাকে যজ্ঞপুরুষ, সাত্বতগণ যাঁহাকে বাসুদেব ও বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ।১৬

যে প্রকার এই সদসদ্রূপী জগৎ সেই ধাতা ও আশ্রয়রূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই সত্যরূপেই ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।১৭

যাঁহাকে স্মরণ করিলে মনুষ্য সকল প্রকার কল্যাণের পাত্র হয়, আমি সেই অজ (জন্মরহিত) নিত্য হরির শরণ লইতেছি ।১৮

পরাশর বলিলেন,—ভক্তি-নম্রমানস অক্রূর এই প্রকার বিষ্ণুচিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই গোকুলে উপস্থিত হইলেন ।১৯

অনন্তর গাভীগণের দোহনস্থানে গিয়া 'অক্রূর বৎসগণের মধ্যস্থিত প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় কান্তিমান্ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ।২০

অক্রূর আরও দেখিলেন যে, সেই মুকুলিত পদ্মপত্র-সদৃশ নয়নশোভিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসাঙ্কিত, লম্বমান-

বিভ্রাণং বাসসী পীতে বন্যপুষ্পবিভূষিতম্ ।
সার্দ্রনীললতাহস্তং সিতাম্ভোজাবতংসকম্ ॥২৩
হংসকুন্দেন্দুধবলং নীলাম্বরধরং দ্বিজ ।
তস্যানু বলভদ্রঞ্চ দদর্শ যদুনন্দনম্ ॥২৪
প্রাংশুমুন্নতবাহ্বংসং বিকাশিমুখপঙ্কজম্ ।
মেঘমালাপরিবৃতং কৈলাসাদ্রিমিবাপরম্ ॥২৫
তৌ দৃষ্ট্বা বিকসদ্বক্ত্রসরোজঃ স মহামতিঃ ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গস্তদাক্রূরোঽভবন্মুনে ॥২৬
এতৎ তৎ পরমং ধাম তদেতৎ পরমং পদম্ ।
ভগবদ্বাসুদেবাংশো দ্বিধা যোঽয়মবস্থিতঃ ॥২৭
সাফল্যমক্ষোর্যুগমেতদত্র
দৃষ্টে জগদ্ধাতরি যাতমুচ্চৈঃ ।
অপ্যঙ্গমেতদ্ভগবৎপ্রসাদাদ্
দত্তেঽঙ্গসঙ্গে ফলবন্মম স্যাৎ ॥২৮
অপ্যেষ পৃষ্ঠে মম হস্তপদ্মং
করিষ্যতি শ্রীমদনন্তমূর্ত্তিঃ ।
যস্যাঙ্গুলিস্পর্শহতাখিলাঘৈ-
রবাপ্যতে সিদ্ধিরনাশদোষা ॥২৯
যেনাগ্নিবিদ্যুদ্রবিরশ্মিমালা-
করালমত্যুগ্রমপাস্য চক্রম্ ।
চক্রং ঘ্নতা দৈত্যপতের্হৃতানি
দৈত্যাঙ্গনানাং নয়নাঞ্জনানি ॥৩০
যত্রাম্বু বিন্যস্য বলির্মনোজ্ঞা-
নবাপ ভোগান্ বসুধাতলস্থঃ ।
তথামরত্বং ত্রিদশাধিপত্যং
মন্বন্তরং পূর্ণমপেতশত্রুঃ ॥৩১
অপ্যেষ মাং কংসপরিগ্রহেণ
দোষাস্পদীভূতমদোষদুষ্টম্ ।

বাহুযুক্ত (আজানুলম্বিত বাহু), আয়ত ও দীর্ঘ বক্ষঃশালী, উন্নতনাসাশোভিত, বিলাসপূর্ণ ঈষৎহাস্যময় মুখপঙ্কজধারী, উন্নত ও রক্তবর্ণ নখশালী, পদদ্বয় দ্বারা ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত, পীতবর্ণ বস্ত্রদ্বয়ধারী, বন্যপুষ্পশোভিত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে নীলবর্ণ বস্ত্রপরিহিত, আর্দ্র নীল লতার ন্যায় সুন্দর হস্তযুক্ত, শ্বেত পদ্মনির্ম্মিত ভূষণধারী, উন্নতশরীর, বাহু ও স্কন্ধশোভিত, বিকশিত-মুখপঙ্কজ এবং হংস, কুন্দ ও চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ, মেঘমালাপরিবৃত দ্বিতীয় কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত বলভদ্র বিরাজ করিতেছেন ।২১-২৫

হে মুনে! সেই কৃষ্ণ ও বলভদ্রকে দেখিয়া অক্রূরের মুখপদ্ম বিকসিত হইল এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল ।২৬

তখন অক্রূর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সেই পরমধাম ও সেই পরমপদ ভগবান্ বাসুদেবের অংশ দুইভাগে অবস্থিতি করিতেছেন ।২৭

এই জগতের ধাতাকে দৃষ্টি করিয়া আমার এ অক্ষিদ্বয় এক্ষণে সফলতা লাভ করিল; কিন্তু ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া অঙ্গ-সঙ্গ প্রদান করত আমার এই অঙ্গ কি সফল করিবেন ? ২৮

এই শ্রীমান্ অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ কি আমার পৃষ্ঠদেশে স্বকীয় পদ্মহস্ত অর্পণ করিবেন ? যাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জীবগণ নাশদোষবিরহিত সিদ্ধি (কৈবল্য) প্রাপ্ত হন ।২৯

বিদ্যুৎ, অগ্নি ও রবির কিরণমালার ন্যায় করালদর্শন চক্রক্ষেপ করিয়া যে ভগবান্ দৈত্যপতির সৈন্যসমূহ বিনাশ করত দৈত্যাঙ্গনাদিগের নয়নাঞ্জনসমূহ হরণ করিয়াছেন (অর্থাৎ স্ব স্ব পতি-বিনাশদর্শনে অবিরল ধারে প্রবাহিত নয়নজলে দৈত্যস্ত্রীগণের যে নয়ন-অঞ্জন বিধৌত হইয়াছিল, তাহার হেতু ভগবান্) ; বলি রাজা যাঁহাকে জল-বিন্দু প্রদান করিয়া বসুধাতলেও মনোজ্ঞ ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া দেবত্বলাভপূর্ব্বক শত্রুবিরহিত হইয়া দেবতাদিগের আধিপত্য করিয়াছেন ; সেই ভগবান্ বিষ্ণু আমি দোষরহিত হইলেও, কংসপরিগ্রহ-প্রযুক্ত আমাকে দোষী বিবেচনা করিয়া কি অবজ্ঞা দ্বারা আমাকে মর্ম্মাহত

কর্ত্তাবমানোপহতং ধিগস্তু
জন্মনঃ সাধুবহিষ্কৃতং যৎ ॥৩২
জ্ঞানাত্মকস্যামলসত্ত্বরাশে-
রপেতদোষস্য সদা স্ফুটস্য
কিংবা জগত্যত্র সমস্তপুংসা-
মজ্ঞাতমস্যাস্তি হৃদি স্থিতস্য ॥৩৩

তস্মাদহং ভক্তিবিনম্রচেতা
ব্রজামি সর্ব্বেশ্বরমীশ্বরাণাম্।
অংশাবতারং পুরুষোত্তমস্য
অনাদিমধ্যান্তময়স্য বিষ্ণোঃ ॥৩৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিবেন? যে জন্ম সাধুগণের বহিষ্কৃত, আমার তাদৃশ জন্মকে ধিক্।৩০-৩২

অথবা যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও নির্ম্মল সত্ত্বরাশিময়, যাঁহার অবিদ্যাদোষ নাই এবং যিনি সর্ব্বদা প্রকাশমান, সকলেরই হৃদয়স্থিত সেই ভগবান্ সকল পুরুষের হৃদয়ান্তর্গত কোন্ ভাবটী পরিজ্ঞাত নহেন? সেই কারণে আমি ভক্তিবিনম্রচিত্তে সেই ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, আদি, মধ্য ও অন্তরহিত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর অংশাবতার এই শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করি, ইনি কখনই আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না।৩৩-৩৪

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনম্, গোপীনাং বিরহবর্ণনম্, অক্রূরস্য মোহশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

চিন্তয়ন্নিতি গোবিন্দমুপাগম্য স যাদবঃ।
অক্রূরোঽস্মীতি চরণৌ ননাম শিরসা হরেঃ ॥১
সোঽপ্যেনং ধ্বজবজ্রাব্জ-কৃতচিহ্নেন পাণিনা।
সংস্পৃশ্যাকৃষ্য চ প্রীত্যা সুগাঢ়ং পরিষস্বজে ॥২
কৃতসংবাদনৌ (ক) তেন যথাবদ্ বল-কেশবৌ।
ততঃ প্রবিষ্টৌ সংহৃষ্টৌ তমাদায়াত্মমন্দিরম্ ॥৩
সহ তাভ্যাং তদাক্রূরঃ কৃতসংবাদনাদিকঃ (খ)।
ভুক্তভোজ্যো যথান্যায়মাচচক্ষে ততস্তয়োঃ ॥৪
যথা নির্ভৎর্সিতস্তেন কংসেনানকদুন্দুভিঃ।
যথা চ দেবকী দেবী দানবেন দুরাত্মনা ॥৫
উগ্রসেনে যথা কংসঃ সুদুরাত্মা চ বর্ত্ততে।
যং চৈবার্থং সমুদ্দিশ্য স কংসেন বিসর্জ্জিতঃ ॥৬

অষ্টাদশ অধ্যায়

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন, গোপীদিগের বিরহবর্ণন ও অক্রূরের মোহ।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! যদুবংশীয় অক্রূর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে শ্রীগোবিন্দের নিকটে গমনপূর্ব্বক "আমি অক্রূর" এই বলিয়া হরির শ্রীচরণদ্বয়ে অবনত-মস্তকে প্রণাম করিলেন।১

তখন সেই ভগবান্ও ধ্বজ-বজ্রপদ্মচিহ্নিত হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করত প্রীতির সহিত নিজের -দিকে টানিয়া লইয়া গাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিলেন।২

অনন্তর অক্রূর যথারীতি রাম ও কৃষ্ণকে সংবাদ-

পাঠান্তরঃ—(ক) কৃতসংবন্দনৌ—। (খ)—কৃতসংবন্দনাদিকঃ।

তৎ সর্ব্বং বিস্তরাচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কেশিসূদনঃ।
উবাচাখিলমপ্যেতজ্জ্ঞাতং দানপতে ময়া ॥৭

করিষ্যে চ মহাভাগ যদত্রৌপয়িকং মতম্।
বিচিন্ত্যং নান্যথৈতৎ তে বিদ্ধি কংসং হতং ময়া ॥৮

অহং রামশ্চ মথুরাং শ্বো যাস্যাবঃ সমং ত্বয়া।
গোপবৃদ্ধাশ্চ যাস্যন্তি আদায়োপায়নং বহু ॥৯

নিশেয়ং নীয়তাং বীর ন চিন্তাং কর্ত্তুমর্হসি।
ত্রিরাত্রাভ্যন্তরে কংসং হনিষ্যামি সহানুগম্ ॥১০

পরাশর উবাচ।

সমাদিশ্য ততো গোপানক্রূরোঽপি সকেশবঃ।
সুষ্বাপ বলভদ্রশ্চ নন্দগোপগৃহে সুখম্ ॥১১

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃষ্ণ-রামৌ মহামতী।
অক্রূরেণ সমং গন্তুমুদ্যতৌ মথুরাং প্রতি ॥১২

দৃষ্ট্বা গোপীজনঃ সাস্রঃ শ্লথদ্বলয়বাহুকঃ।
নিঃশ্বস্য চাতিদুঃখার্ত্তঃ প্রাহ চেদং পরস্পরম্ ॥১৩

মথুরাং প্রাপ্য গোবিন্দঃ কথং গোকুলমেষ্যতি।
নাগরস্ত্রী-কলালাপমধু শ্রোত্রেণ পাস্যতি ॥১৪

বিলাসিবাক্যপানেষু নাগরীণাং কৃতাস্পদম্।
চিত্তমস্য কথং ভূয়ো গ্রাম্যগোপীষু যাস্যতি ॥১৫

সারং সমস্তগোষ্ঠস্য বিধিনা হরতা হরিম্।
প্রহৃতং গোপযোষিৎসু নির্ঘৃণেন দুরাত্মনা ॥১৬

ভাবগর্ভস্মিতং বাক্যং বিলাসললিতা গতিঃ।
নাগরীণামতীবৈতৎ কটাক্ষেক্ষিতমেব চ ॥১৭

দানাদি করিলে পর, অতিশয় আনন্দিত কৃষ্ণ ও বলদেব অক্রূরকে লইয়া নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।৩

তাহার পর তাঁহাদের সহিত মিষ্টালাপপূর্ব্বক যথাযোগ্য আহারাদি সমাপন করিয়া অক্রূর তাঁহাদের দুইজনের নিকটে সকল বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।৪

দুরাত্মা দানব কংস যে প্রকারে বসুদেব ও দেবকীকে ভর্ৎসনা করে, উগ্রসেনের প্রতি দুরাত্মা কংস যে প্রকার ব্যবহার করিতেছে এবং যে প্রয়োজন উদ্দেশে অক্রূরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছে।৫-৬

ভগবান্ কেশিসূদন সেই সকল বৃত্তান্ত অক্রূরের নিকট সবিস্তারে শ্রবণ করিয়া অক্রূরকে বলিলেন,—হে দানপতে! আমি এ সকল বিষয়ই অবগত আছি।৭

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, এই স্থলে যে উপায় দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আমি তাহাই অবলম্বন করিব। তুমি অন্যথা চিন্তা করিও না। তুমি জানিও যে, কংসকে আমি বিনাশই করিয়াছি।৮

কল্য আমি ও রাম এই দুই জনেই তোমার সহিত মথুরায় গমন করিব এবং আমাদের সহিত গোপবৃদ্ধগণও উপহারের জন্য বহুধন লইয়া গমন করিবেন।৯

হে বীর! তুমি চিন্তা করিও না, স্বচ্ছন্দে এই রাত্রি যাপন কর; আমি ত্রিরাত্রের মধ্যেই অনুচরগণের সহিত কংসকে বিনাশ করিব।১০

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, বলরামও অক্রূর সমস্ত গোপগণকে কংসের আদেশ জ্ঞাত করাইয়া নন্দগোপগৃহে সুখে নিদ্রা যাইলেন।১১

তারপর নির্মল প্রভাতে মহামতি কৃষ্ণ ও বলরাম অক্রূরের সহিত মথুরায় গমন করিতে উদ্যত হইলেন।১২

তখন কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া গোপীরা অতি দুঃখার্ত্ত হইল এবং তাহাদের হাতের কঙ্কণ শ্লথ হইয়া পড়িল ও তাহারা অশ্রুপূর্ণনয়নে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পরস্পর বলিতে আরম্ভ করিল।১৩

তাহারা বলিতে লাগিল যে, "গোবিন্দ মথুরায় গমন করিয়া আর কেন গোকুলে ফিরিয়া আসিবেন? কারণ, তিনি মথুরায় কর্ণ ভরিয়া নগরবাসি-স্ত্রীর মধুর আলাপরূপ মধুপান করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন"।১৪

নাগরীগণের বিলাসপূর্ণ বাক্যপানে আসক্ত হইয়া গোবিন্দের মন কেনই বা পুনর্ব্বার গ্রাম্য-গোপীগণের প্রতি অনুরাগী হইবে? ১৫

গ্রাম্যা হরিরয়ং তাসাং বিলাসনিগড়ৈর্যুতঃ।
ভবতীনাং পুনঃ পার্শ্বং কয়া যুক্ত্যা সমেষ্যতি ॥১৮
এবৈষ রথমারুহ্য মথুরাং যাতি কেশবঃ।
ক্রূরেণাক্রূরকেণাত্র নিরাশেন প্রতারিতঃ ॥১৯
কিং ন বেত্তি নৃশংসোঽত্র অনুরাগপরং জনম্।
যেনেমমক্ষ্ণোরাহ্লাদং নয়ত্যন্যত্র নো হরিম্ ॥২০
এষ রামেণ সহিতঃ প্রয়াত্যত্যন্তনির্ঘৃণঃ।
রথমারুহ্য গোবিন্দস্ত্বর্য্যতামস্য বারণে ॥২১
গুরূণামগ্রতো বক্তুং কিং ব্রবীষি ন নঃ ক্ষমম্।
গুরবঃ কিং করিষ্যন্তি দগ্ধানাং বিরহাগ্নিনা ॥২২
নন্দগোপমুখা গোপা গন্তুমেতে সমুদ্যতাঃ।
নোদ্যমং কুরুতে কশ্চিদ্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে ॥২৩

সুপ্রভাতাদ্য রজনী মথুরাবাসিযোষিতাম্।
পাস্যন্ত্যচ্যুতবক্ত্রাব্জং যাসাং নেত্রালিপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥২৪
ধন্যাস্তে পথি যে কৃষ্ণমিতো যান্ত্যনিবারিতাঃ!
উদ্বহিষ্যন্তি পশ্যন্তঃ স্বদেহং পুলকাঞ্চিতম্ ॥২৫
মথুরানগরীপৌরনয়নানাং মহোৎসবঃ।
গোবিন্দাবয়বৈর্দৃষ্টৈরতীবাদ্য ভবিষ্যতি ॥২৬
কো নু স্বপ্নঃ সুভাগ্যাভির্দৃষ্টস্তাভিরধোক্ষজম্।
বিস্তারিকান্তিনয়না যা দ্রক্ষ্যন্ত্যনিবারিতম্ ॥২৭
অহো গোপীজনস্যাস্য দর্শয়িত্বা মহানিধিম্।
উদ্ধৃতান্যত্র নেত্রাণি বিধাত্রাকরুণাত্মনা ॥২৮
অনুরাগেণ শৈথিল্যমস্মাসু ব্রজতা হরেঃ।
শৈথিল্যমুপযান্ত্যাশু করেষু বলয়ান্যপি ॥২৯

নির্দয় দুরাত্মা বিধি অদ্য সমস্ত ব্রজের সর্ব্বস্ব হরিকে হরণ করিয়া সকল গোপরমণীর প্রতি ঘোর আঘাত করিল।১৬

ভাবগর্ভ ও ঈষৎহাসিপূর্ণ বাক্য, বিলাস মনোহর গমন ও সকটাক্ষ নিরীক্ষণ,—ইহা নগর-স্ত্রীগণের স্বভাবতই অধিক আছে।১৭

সুতরাং তাহাদিগের বিলাসবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, এই গ্রাম্য হরি পুনরায় কোন্ যুক্তি অনুসারে তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবেন? ১৮

আহা! ক্রূর ও নির্দয় অক্রূর কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া এই কেশব রথে আরোহণ করত মথুরায় যাইতেছেন।১৯

নৃশংস অক্রূর কি অনুরক্ত জনের হৃদয়ভাব জানে না যে, আমাদের নয়ন-দ্বয়ের আহ্লাদস্বরূপ এই হরিকে অন্যত্র লইয়া চলিল? ২০

এই অত্যন্ত নিষ্ঠুর গোবিন্দ রামের সহিত রথারোহণ করত গমন করিতেছেন, তোমরা ইঁহাকে শীঘ্র নিবারণ কর।২১

(অতঃপর গুরুজনের সম্মুখে এইরূপ করিতে অসমর্থতাজ্ঞাপনকারিণী কোন গোপীকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতেছেন—) সখি! তুমি কি বলিতেছ? গুরুজনের সম্মুখে আমাদের এই প্রকার ব্যবহার উচিত নহে? বল দেখি, বিরহ-অগ্নিতে যাহারা দগ্ধ, গুরুজন তাহাদের কি করিবেন? ২২

(কি দুঃখের বিষয়!) এই নন্দগোপ-প্রমুখ গোপগণও মথুরায় যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই গোবিন্দের মথুরাগমননিবারণ বিষয়ে উদ্যম করিতেছেন না।২৩

আহা! যাহাদের নয়নরূপ ভ্রমরশ্রেণীসমূহ অচ্যুতের বদনকমল মধু পান করিবে, অদ্য সেই মথুরাবাসিনী রমণীগণের রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে।২৪

অদ্য তাহারাই ধন্য, যাহারা পথে অনিবারিতভাবে কৃষ্ণকে দর্শন ও রোমাঞ্চযুক্তদেহে তৎপশ্চাৎ গমন করিতে পারিবে।২৫

অদ্য গোবিন্দের মূর্ত্তিদর্শনকারী মথুরানগরী-বাসিগণের নয়নসমূহের অতীব মহোৎসব উপস্থিত হইবে।২৬

সৌভাগ্যশালিনী মথুরাপুরবাসিনীগণ (না জানি) কি সুস্বপ্ন দেখিয়াছে যে, তাহার ফলে অদ্য তাহারা সুন্দর নয়ন বিস্তারিত করিয়া গোবিন্দকে অনিবারিত ভাবে দর্শন করিবে।২৭

অক্রূরঃ ক্রূরহৃদয়ঃ শীঘ্রং প্রেরয়তে হয়ান্।
এবমার্ত্তাসু যোষিৎসু ঘৃণা কস্য ন জায়তে ॥৩০
হা হা কৃষ্ণরথস্যোচ্চৈশ্চক্ররেণুর্নিরীক্ষ্যতাম্।
দূরীকৃতো হরির্যেন সোঽপি রেণুর্ন লক্ষ্যতে ॥৩১
ইত্যেবমতিহার্দ্দেন গোপীজননিরীক্ষিতঃ।
তত্যাজ ব্রজভূভাগং সহ রামেণ কেশবঃ ॥৩২
গচ্ছন্তো জবিতাশ্বেন রথেন যমুনাতটম্।
প্রাপ্তা মধ্যাহ্নসময়ে রামাক্রূরজনার্দ্দনাঃ ॥৩৩
অথাহ কৃষ্ণমক্রূরো ভবদ্ভ্যাং তাবদাস্যতাম্।
যাবৎ করোমি কালিন্দ্যামাহ্নিকার্হণমম্ভসি ॥৩৪
তথেত্যুক্তে ততঃ স্নাতঃ স্বাচান্তঃ স মহামতিঃ।
দধ্যৌ ব্রহ্ম পরং বিপ্র প্রবিশ্য যমুনাজলে ॥৩৫
ফণাসহস্রমালাঢ্যং বলভদ্রং দদর্শ সঃ।
কুন্দমালাঙ্গমুন্নিদ্র-পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥৩৬
বৃতং বাসুকিরম্ভাদ্যৈর্মহদ্ভিঃ পবনাশিভিঃ।
সংস্তূয়মানং গন্ধর্ব্বৈর্বনমালাবিভূষিতম্ ॥৩৭
দধানমসিতে বস্ত্রে চারুপদ্মাবতংসকম্।
চারুকুণ্ডলিনং ভান্তমন্তর্জলতলে স্থিতম্ ॥৩৮
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামমাতাম্রায়তলোচনম্।
চতুর্বাহুমুদারাঙ্গং চক্রাদ্যায়ুধভূষণম্ ॥৩৯
পীতে বসানং বসনে চিত্রমাল্য-বিভূষণম্।
শক্রচাপতড়িন্মালা-বিচিত্রমিব তোয়দম্ ॥৪০
শ্রীবৎসবক্ষসঞ্চারুকেয়ূরমুকুটোজ্জ্বলম্।
দদর্শ কৃষ্ণমক্লিষ্ট-পুণ্ডরীকাবতংসকম্ ॥৪১

অহো! অকরুণস্বভাব বিধাতা গোপীদিগকে মহানিধি দেখাইয়াই তাহাদিগের এই নয়নসকল উদ্ধৃত করিল।২৮

আমাদের প্রতি হরির অনুরাগ শিথিলতা প্রাপ্ত হইল দেখিয়া, সেই সঙ্গেই কি আমাদের হাতের কঙ্কণসকলও শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে* ? ২৯

আহা! ক্রূরহৃদয় অক্রূর শীঘ্রগতিতে রথের অশ্বসমূহকে চালনা করিতেছে, এই প্রকার দুঃখার্ত্তস্ত্রীগণের অবস্থা দেখিয়া কাহার না দয়া জন্মায় ? ৩০

হা হা! ঐ দেখ, কৃষ্ণরথচক্রের ধূলিসমূহ উড়িতেছে। অহো! ঐ ধূলিজালই কৃষ্ণকে দেখিতে দিতেছে না। হায়! দেখ, সে ধূলিও আর দেখা যাইতেছে না।৩১

এই প্রকার অতিশয় অনুরাগ সহকারে গোপীজন কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতে হইতে কেশব রামের সহিত ব্রজভূভাগ পরিত্যাগ করিলেন।৩২

অতি বেগবান্ অশ্বসমূহযুক্ত রথারোহণে গমন করিতে করিতে অক্রূর, বলদেব ও জনার্দ্দন মধ্যাহ্নসময়ে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন।৩৩

* কঙ্কণের শিথিলতা (ঢীলা) দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, উহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাবী বিরহের আশঙ্কায় অত্যন্ত কৃশ (ক্ষীণ) হইয়া পড়িয়াছে।

অনন্তর অক্রূর কৃষ্ণকে বলিলেন,—আমি যে পর্য্যন্ত যমুনাজলে আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন না করি, আপনারা তাবৎকাল এই রথের উপরেই অবস্থান করুন।৩৪

হে বিপ্র! অনন্তর ভগবান্ "তাহাই হউক" এই কথা বলিলে পর মহামতি অক্রূর যমুনাজলে প্রবেশপূর্ব্বক স্নান করত আচমন করিয়া পরমব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩৫

সেই সময়ে অক্রূর দেখিতে পাইলেন যে, সহস্রফণামণ্ডলে শোভিত, কুন্দ পুষ্পের মালাসদৃশ শুভ্র অঙ্গশোভিত, প্রফুল্লপদ্ম-পত্রের ন্যায় অরুণলোচন, বাসুকি রম্ভাদি মহাসর্পগণে বেষ্টিত, গন্ধর্ব্বগণ যাঁহার স্তব করিতেছে, বনমালাভূষিত, শুভ্রবস্ত্রদ্বয় পরিহিত, মনোহর পদ্মনির্ম্মিত ভূষণে শোভিত এবং মনোজ্ঞ কুণ্ডলধারী বলভদ্র যমুনার জলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার ক্রোড়দেশে মেঘের ন্যায় শ্যামকান্তি, তাম্রবর্ণ বিস্তৃতলোচনশালী, চতুর্ব্বাহু, চক্রাদি অস্ত্রে সুশোভিত, মনোহর অঙ্গোপাঙ্গযুক্ত, পীতবর্ণবসনদ্বয়ধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসাঙ্কিত, মনোহর কেয়ূর ও মুকুট দ্বারা দীপ্ত শরীর, বিকসিত পদ্মনির্ম্মিত কর্ণভূষণে ভূষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

সনন্দনাদ্যৈর্ম্মুনিভিঃ সিদ্ধযোগৈরকল্মষৈঃ।
বিচিন্ত্যমানং তত্রস্থৈর্নাসাগ্রন্যস্তলোচনৈঃ ॥৪২
বল-কৃষ্ণৌ তথাক্রূরঃ প্রত্যভিজ্ঞায় বিস্মিতঃ।
সোঽচিন্তয়দ্রথাচ্ছীঘ্রং কথমত্রাগতাবিতি ॥৪৩
বিবক্ষোঃ স্তম্ভয়ামাস বাচং তস্য জনার্দ্দনঃ।
ততো নিষ্ক্রম্য সলিলাদ্ রথমভ্যাগতঃ পুনঃ ॥৪৪
দদর্শ তত্র চৈবোভৌ রথস্যোপর্য্যধিষ্ঠিতৌ।
রাম-কৃষ্ণৌ যথাপূর্ব্বং মনুষ্যবপুষান্বিতৌ ॥৪৫
নিমগ্নশ্চ ততস্তোয়ে স দদর্শ তথৈব তৌ।
সংস্তূয়মানৌ গন্ধর্ব্ব-মুনি-সিদ্ধ-মহোরগৈঃ ॥৪৬
ততো বিজ্ঞাতসদ্ভাবঃ স তু দানপতিস্তথা।
তুষ্টাব সর্ব্ববিজ্ঞানময়মচ্যুতমীশ্বরম্ ॥৪৭

অক্রূর উবাচ

সন্মাত্ররূপিণেঽচিন্ত্যমহিম্নে পরমাত্মনে।
ব্যাপিনে নৈকরূপৈকস্বরূপায় নমো নমঃ ॥৪৮
সত্ত্বরূপায় তেঽচিন্ত্য হবির্ভূতায় তে নমঃ।
নমোঽবিজ্ঞেয়রূপায় পরায় প্রকৃতেঃ প্রভো ॥৪৯
ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথা ভবান্।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ ॥৫০
প্রসীদ সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ ক্ষরাক্ষরময়েশ্বর।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাখ্যাভিঃ কল্পনাভিরুদীরিতঃ ॥৫১
অনাখ্যেয়স্বরূপাত্মন্ অনাখ্যেয়প্রয়োজন।
অনাখ্যেয়াভিধানং ত্বাং নতোঽস্মি পরমেশ্বর ॥৫২

ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুন্মালা-শোভিত মেঘের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন।৩৬-৪১

অক্রূর আরও দেখিলেন যে, সেই জলমধ্যেই সিদ্ধযোগ ও নিষ্পাপ সনন্দনাদি মুনিগণ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি চিন্তা করিতেছেন।৪২

তখন অক্রূর বলভদ্র ও কৃষ্ণকে তদবস্থায় জানিতে পারিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইঁহারা রথ ছাড়িয়া এখানে কি প্রকারে আগমন করিলেন ? ৪৩

এই ভাবিয়া অক্রূর কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন জনার্দ্দন তাঁহার বাক্য স্তম্ভন (রোধ) করিলেন। অনন্তর অক্রূর জল হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার রথের নিকট উপস্থিত হইলেন।৪৪

তিনি সেখানে দেখিলেন যে, রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যশরীরে রথের উপরে অধিষ্ঠান করিতেছেন।৪৫

অনন্তর অক্রূর পুনর্ব্বার জলে নিমগ্ন হইয়াও দেখিলেন যে, রাম ও কৃষ্ণ (পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলেন, এক্ষণেও সেইরূপ) বিরাজমান রহিয়াছেন এবং মুনি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও সর্পগণ সকলে তাঁহার স্তব করিতেছেন।৪৬

তখন দানপতি অক্রূর পরমার্থ অবগত হইয়া সর্ব্ববিজ্ঞানময় ঈশ্বর অচ্যুতকে স্তব করিতে লাগিলেন।৪৭

অক্রূর বলিলেন,—যিনি সন্মাত্ররূপী, যাঁহার মহিমা অচিন্ত্য, যিনি সর্বব্যাপক, যিনি অনেক অথচ একরূপী, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার।৪৮

হে অচিন্ত্য ! সত্ত্বস্বরূপী তোমাকে নমস্কার, হবিঃস্বরূপী তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো ! তুমি প্রকৃতি হইতে পর (শ্রেষ্ঠ) ও অবিজ্ঞেয়রূপ, তোমাকে নমস্কার করি।৪৯

তুমি ভূতস্বরূপ, ইন্দ্রিয়স্বরূপ ও প্রধান (প্রকৃতি)-স্বরূপ; তুমি আত্মা, তুমিই পরমাত্মা। হে প্রভো ! তুমি এক হইয়াও আত্মা, পরমাত্মা, ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ও প্রধানা (প্রকৃত্য)ত্মা—এই পাঁচ প্রকারে অবস্থিতি করিতেছ।৫০

হে সর্ব্ব ! হে সর্ব্বাত্মন্ ! হে ক্ষরাক্ষরময় ! হে ঈশ্বর ! তুমি প্রসন্ন হও। হে ভগবন্ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদিরূপ কল্পনা করিয়া তোমার স্তব করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।৫১

হে পরমেশ্বর ! তোমার স্বরূপ, প্রয়োজন ও নাম বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, হে প্রভো ! তোমাকে নমস্কার।৫২

ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজঃ ॥৫৩
ন কল্পনামৃতেঽর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো যতঃ।
ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্ত বিষ্ণুসংজ্ঞাভিরীড্যতে ॥৫৪
সর্ব্বার্থস্ত্বমজ বিকল্পনাভিরেতদ্
দেবাদ্যং জগদখিলং ত্বমেব বিশ্বম্।
বিশ্বাত্মংস্ত্বমিতি বিকারভাবহীনঃ
সর্ব্বস্মিন্ ন হি ভবতোঽস্তি কিঞ্চিদন্যৎ (ক) ॥৫৫
ত্বং ব্রহ্মা পশুপতিরর্য্যমা বিধাতা
ধাতা ত্বং ত্রিদশপতিঃ সমীরণোঽগ্নিঃ।
তোয়েশো ধনপতিরন্তকস্ত্বমেকো
ভিন্নার্থৈর্জ্জগদপি পাসি শক্তিভেদৈঃ ॥৫৬
বিশ্বং ভবান্ সৃজতি সূর্য্যগভস্তিরূপো
বিশ্বঞ্চ তে গুণময়োঽয়মজ প্রপঞ্চঃ।
রূপং পরং সদিতি বাচকমক্ষরং যজ্-
জ্ঞানাত্মনে সদসতে প্রণতোঽস্মি তস্মৈ ॥৫৭
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে।
প্রদ্যুম্নায় নমস্তুভ্যমনিরুদ্ধায় তে নমঃ ॥৫৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে নাথ! হে অজ (জন্মরহিত)! যাহাতে নাম জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই, তুমি সেই নিত্য অবিকারী পরম ব্রহ্ম।৫৩

হে প্রভো! কল্পনা ব্যতিরেকে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হয় না বলিয়াই, তোমাকে কৃষ্ণ বিষ্ণু অচ্যুত প্রভৃতি নাম নির্দ্দেশ করত উপাসনা করিয়া থাকি।৫৪

হে অজ! তুমিই সকল পদার্থস্বরূপ এবং তুমিই বিকল্পনাময় এই দেবাদি অখিল জগৎস্বরূপ। হে বিশ্বাত্মন্! তুমি বিকারভাব-হীনরূপে সকল পদার্থেই অবস্থিত, তোমা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন পদার্থই সত্য নহে।৫৫

তুমি ব্রহ্মা, তুমি পশুপতি (শিব), তুমি সূর্য্য, তুমি বিধাতা, তুমি ধাতা, তুমি দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি সমীরণ (বায়ু), তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ এবং তুমিই কুবের ও যম; হে ভগবন্! এক হইয়াও তুমি এই সকল শক্তিভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করত জগৎকে প্রতিপালন করিতেছ।৫৬

হে ভগবন্! তুমি সূর্য্যকিরণরূপে বিশ্বসৃজন করিতেছ। হে অজ! এই বিশ্ব তোমারই গুণময় প্রপঞ্চস্বরূপ। যে অক্ষর পরমব্রহ্মরূপও তোমার বাচক, সেই ওঙ্কাররূপী জ্ঞানময় ও সদসদ্রূপী তোমাকে নমস্কার।৫৭

বাসুদেবকে নমস্কার; সঙ্কর্ষণরূপী তোমাকে নমস্কার প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধস্বরূপী তোমাকে নমস্কার।৫৮

পাঠান্তর :—(ক)
সর্ব্বার্থস্ত্বমজ বিকল্পনাভিরেতৈর্দেবাদ্যৈর্ভবতি হি যৈরনন্তবিশ্বম্।
বিশ্বাত্মা ত্বমিতি বিকারহীনমেতৎ সর্ব্বস্মিন্ন হি ভবতোঽস্তি
কিঞ্চিদন্যৎ ॥

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণস্য রজকবধঃ, মালাকারগৃহে প্রবেশশ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

এবমন্তর্জলে বিষ্ণুমভিষ্টূয় স যাদবঃ ।
অর্চ্চয়ামাস সর্ব্বেশং পুষ্পৈর্ধূপৈর্ম্মনোরমৈঃ ॥১
পরিত্যক্তান্যবিষয়ো মনস্তত্র নিবেশ্য সঃ ।
ব্রহ্মভূতে চিরং স্থিত্বা বিররাম সমাধিতঃ ॥২
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মন্যমানো মহামতিঃ ।
আজগাম রথং ভূয়ো নির্গম্য যমুনাম্ভসঃ ॥৩
রামকৃষ্ণৌ চ দদৃশে যথাপূর্ব্বং রথে স্থিতৌ ।
বিস্মিতাক্ষস্তদাক্রূরস্তঞ্চ কৃষ্ণোঽভ্যভাষত ॥৪
নূনং তে দৃষ্টমাশ্চর্য্যমক্রূর যমুনাজলে ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নো ভবান্ সংলক্ষ্যতে যতঃ ॥৫

অক্রূর উবাচ ।

অন্তর্জলে যদাশ্চর্য্যং দৃষ্টং তত্র ময়াচ্যুত ।
তদত্রাপি হি পশ্যামি মূর্ত্তিমৎ পুরতঃ স্থিতম্ ॥৬
জগদেতন্মহাশ্চর্য্যং রূপং যস্য মহাত্মনঃ ।
তেনাশ্চর্য্যবরেণাহং ভবতা কৃষ্ণ সঙ্গতঃ ॥৭
তৎ কিমেতেন মথুরাং ব্রজামো মধুসূদন ।
বিভেমি কংসাদ্ধিগ্ জন্ম পরপিণ্ডোপজীবিনাম্ ॥৮
ইত্যুক্ত্বা চোদয়ামাস তান্ হয়ান্ বাতরংহসঃ ।
সম্প্রাপ্তশ্চাতিসায়াহ্নে সোঽক্রূরো মথুরাং পুরী ॥৯
বিলোক্য মথুরাং কৃষ্ণং রামঞ্চাহ স যাদবঃ ।
পদ্ভ্যাং যাতং মহাবীর্য্যৌ রথেনৈকো বিশাম্যহম্ ॥১০

ঊনবিংশ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের রজকবধ ও মালাকার গৃহে প্রবেশ ।]

পরাশর বলিলেন,—যদুবংশোৎপন্ন অক্রূর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জলমধ্যে বিষ্ণুর স্তব করিয়া, পরে মনোরম পুষ্প ও ধূপ দ্বারা সর্ব্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ।১

অক্রূর অন্য বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করত বহুক্ষণ ব্রহ্মরূপে মগ্ন হইয়া অবস্থান করিলেন, পরে বহুক্ষণ অতীত হইলে সমাধি হইতে বিরত হইলেন ।২

অনন্তর মহামতি অক্রূর নিজেকে কৃতকৃত্যের ন্যায় বিবেচনা করিয়া যমুনাজল হইতে নির্গমন করত পুনর্ব্বার রথের নিকট আগমন করিলেন ।৩

রথসমীপে আগমন করত অক্রূর রাম ও কৃষ্ণকে পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিলেন। বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে অক্রূরকে দণ্ডায়মান দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন ।৪

হে অক্রূর ! নিশ্চয়ই তুমি যমুনাজলে কিছু আশ্চর্য্য দেখিয়াছ, যেহেতু তোমার নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল দেখিতেছি ।৫

তখন অক্রূর বলিলেন,—হে অচ্যুত ! জলমধ্যে আমি যে আশ্চর্য্য অবলোকন করিয়াছি, এখানেও অগ্রভাগে তাহাই মূর্ত্তিমৎ দেখিতেছি ।৬

হে কৃষ্ণ ! এই মহাশ্চর্য্য জগৎ যে মহাত্মার রূপ, সেই আশ্চর্য্যশ্রেষ্ঠ আপনার সহিত আমি সমাগত হইয়াছি ।৭

হে মধুসূদন ! এই সকল আশ্চর্য্য বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই ; চলুন—মথুরায় গমন করি। আমি কংসকে ভয় করিয়া থাকি, পরপিণ্ডোপজীবীদিগের (অপরের দেওয়া অন্নে প্রাণধারীদিগের) জন্মকেই ধিক্ ।৮

এই কথা বলিয়া অক্রূর বায়ুতুল্য বেগবান্ অশ্বগণকে শীঘ্র গতিতে চালনা করিতে লাগিলেন, পরে সায়াহ্নকালে মথুরাপুরীতে উপস্থিত হইলেন ।৯

যাদব অক্রূর মথুরার দিকে তাকাইয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে বলিলেন যে, আপনারা মহাবলশালী,

গন্তব্যং বসুদেবস্য ভবদ্ভ্যাং ন তথা গৃহম্।
যুবয়োর্হি কৃতে বৃদ্ধঃ স কংসেন নিরস্যতে ॥১১

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সোঽক্রূরো মথুরাং পুরীম্।
প্রবিষ্টৌ রামকৃষ্ণৌ চ রাজমার্গমুপাগতৌ ॥১২
স্ত্রীভির্নরৈশ্চ সানন্দং লোচনৈরভিবীক্ষিতৌ।
জগ্মতুর্লীলয়া বীরৌ দৃপ্তৌ বালগজাবিব ॥১৩
ভ্রমমাণৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা রজকং রঙ্গকারকম্।
অযাচেতাং সুরূপাণি বাসাংসি রুচিরাননৌ ॥১৪
কংসস্য রজকঃ সোঽথ প্রসাদারূঢ়বিস্ময়ঃ।
বহূন্যাক্ষেপবাক্যানি প্রাহোচ্চৈ রাম-কেশবৌ ॥১৫
ততস্তলপ্রহারেণ কৃষ্ণস্তস্য দুরাত্মনঃ।
পাতয়ামাস কোপেন রজকস্য শিরো ভুবি ॥১৬

হত্বাদায় চ বস্ত্রাণি পীতনীলাম্বরৌ ততঃ।
কৃষ্ণ-রামৌ মুদা যুক্তৌ মালাকারগৃহং গতৌ ॥১৭
বিকাশিনেত্রযুগলো মালাকারোঽতিবিস্মিতঃ।
এতৌ কস্য কুতো বৈতৌ মৈত্রেয়াচিন্তয়ৎ তদা ॥১৮
পীতনীলাম্বরধরৌ তৌ দৃষ্ট্বাতিমনোহরৌ।
স তর্কয়ামাস তদা ভুবং দেবাবুপাগতৌ ॥১৯
বিকাশিমুখপদ্মাভ্যাং তাভ্যাং পুষ্পাণি যাচিতঃ।
ভুবং বিষ্টভ্য হস্তাভ্যাং পস্পর্শ শিরসা মহীম্ ॥২০
প্রসাদপরমৌ নাথৌ মম গেহমুপাগতৌ।
ধন্যোঽহমর্চ্চয়িষ্যামীত্যাহ তৌ মাল্যজীবকঃ ॥২১
ততঃ প্রহৃষ্টবদনস্তয়োঃ পুষ্পাণি কামতঃ।
চারুণ্যেতান্যথৈতানি প্রদদৌ স বিলোভয়ন্ ॥২২
পুনঃ পুনঃ প্রণম্যাসৌ মালাকারো নরোত্তমৌ।
দদৌ পুষ্পাণি চারূণি গন্ধবন্ত্যমলানি চ ॥২৩

অতএব পদব্রজেই গমন করুন। আমি একাকী রথারোহণে নগরীতে প্রবেশ করি।১০

আপনারা বসুদেবের গৃহে গমন করিবেন না; কারণ, আপনাদের জন্য ঐ বৃদ্ধ সর্ব্বদাই কংসকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন।১১

পরাশর বলিলেন,—অক্রূর এই কথা বলিয়া নগরে প্রবেশ করিলে পর, কৃষ্ণ ও বলভদ্র মথুরাপুরীতে প্রবেশকরত রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন।১২

অনন্তর স্ত্রী-পুরুষগণ কর্ত্তৃক নেত্রদ্বারা আনন্দসহকারে দৃষ্ট হইতে হইতে দুই বীর দৃপ্ত বালগজ (শিশুহস্তি-)দ্বয়ের ন্যায় স্বচ্ছন্দে গমন করিতে লাগিলেন।১৩

রাজপথে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী সুন্দরমুখ রাম ও কৃষ্ণ পথে একজন রঙ্গকারক রজককে দেখিতে পাইয়া, তাহার নিকট সুন্দর বস্ত্র সকল প্রার্থনা করিলেন।১৪

ঐ রজক কংসের দাস ছিল, সুতরাং সে তাহার প্রসাদে আরোহণ করিয়া বিস্ময় সহকারে রাম ও কৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে বহুতর গালাগালি দিল।১৫

তখন কৃষ্ণ সেই দুরাত্মা রজকের প্রতি ক্রোধসহকারে করতল প্রহার দ্বারা তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।১৬

তাহাকে বধ করিয়া নানাবিধ বস্ত্র গ্রহণ করত রাম ও কৃষ্ণ নীল ও পীত বস্ত্র যথাক্রমে পরিধানপূর্ব্বক অতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে মালাকারগৃহে গমন করিলেন।১৭

হে মৈত্রেয়! সেই প্রফুল্লনেত্রযুগল রাম ও কৃষ্ণকে দেখিয়া মালাকার অতি বিস্মিতভাবে চিন্তা করিতে লাগিল যে, "ইঁহারা কাহার পুত্র এবং কোথা হইতেই বা এখানে আসিলেন"? ১৮

পীত ও নীলবস্ত্রধারী এবং অতি মনোহরাকৃতি সেই দুইজনকে অবলোকন করিয়া মালাকার ভাবিল,—বুঝি, দুইজন দেবতা পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছেন।১৯

অনন্তর বিকশিতমুখপঙ্কজ রাম ও কৃষ্ণ তাহার নিকট পুষ্প সকল প্রার্থনা করিলে পর, মালাকার হস্তদ্বয়ে ভূমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা মহী স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল এবং বলিল,—হে নাথদ্বয়! আমি ধন্য হইলাম, যেহেতু আপনারা প্রসন্নমুখে আমার

মালাকারায় কৃষ্ণোঽপি প্রসন্নঃ প্রদদৌ বরান্।
শ্রীস্ত্বাং মৎসংশ্রয়া ভদ্র ন কদাচিৎ প্রহাস্যতি ॥২৪
বলহানির্ন তে সৌম্য ধনহানিস্তথৈব চ।
যাবদ্দিনানি তাবচ্চ ন নশিষ্যতি সন্ততিঃ ॥২৫
ভুক্ত্বা চ বিপুলাদ্ ভোগাংস্ত্বমন্তে মৎপ্রসাদজম্।
মমানুস্মরণং প্রাপ্য দিব্যং লোকমবাপ্স্যসি ॥২৬
ধর্ম্মে মনশ্চ তে ভদ্র সর্ব্বকালং ভবিষ্যতি।
যুষ্মৎসন্ততিজাতানাং দীর্ঘমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥২৭
নোপসর্গাদিকং দোষং যুষ্মৎসন্ততিসম্ভবঃ।
সম্প্রাপ্স্যতি মহাভাগ যাবৎ সূর্য্যো ভবিষ্যতি ॥২৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তদ্গৃহাৎ কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।
নির্জ্জগাম মুনিশ্রেষ্ঠ মালাকারেণ পূজিতঃ ॥২৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনাদিগকে অদ্য পূজা করিতে পারিব।২০-২১

অনন্তর মালাকার প্রহৃষ্টবদনে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে "এই ফুল সুন্দর, ইহা আরও সুন্দর"—এই রূপে প্রলোভিত করাইয়া নানাপ্রকার মনোহর পুষ্প প্রদান করিল। মালাকার বারংবার সেই শ্রেষ্ঠপুরুষদ্বয়কে প্রণাম করিয়া গন্ধযুক্ত নির্ম্মল ও চারু পুষ্পসমূহ প্রদান করিতে লাগিল।২২-২৩

তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া মালাকারকে বর প্রদান করিলেন,—হে ভদ্র! আমার বক্ষঃস্থিতা শ্রী তোমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।২৪

হে সৌম্য! তোমার বল ও ধনহানি হইবে না এবং যতকাল পর্য্যন্ত চন্দ্রসূর্য্য উদিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার বংশ নাশ হইবে না। তুমি ইহকালে বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হইবে এবং অন্তকালেও আমার প্রসাদে আমায় চিন্তা করত দেহত্যাগ করিয়া দিব্যলোক প্রাপ্ত হইবে।২৫-২৬

হে ভদ্র! তোমার মন সকল সময়েই ধর্ম্মপরায়ণ হইবে এবং তোমার বংশে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইবে।২৭

হে মহাভাগ! যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্য অবস্থিতি করিবেন, ততকাল পর্য্যন্ত তোমার বংশজাত কোন ব্যক্তি উপসর্গাদি (আকস্মিক রোগাদি) দোষ প্রাপ্ত হইবে না।২৮

পরাশর বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণ মালাকারকে এই প্রকারে বর প্রদানপূর্ব্বক মালাকার কর্তৃক পূজিত হইয়া বলভদ্রের সহিত তাহার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।২৯

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণস্য কুব্জানুগ্রহঃ, ধনুঃশালাপ্রবেশঃ, কংসবধশ্চ ।

পরাশর উবাচ ।

রাজমার্গে ততঃ কৃষ্ণঃ সানুলেপনভাজনাম্ ।
দদর্শ কুব্জামায়ান্তীং নবযৌবনগোচরাম্ ॥১

তামাহ ললিতং কৃষ্ণঃ কস্যেদমনুলেপনম্ ।
ভবত্যা নীয়তে সত্যং বদেন্দীবরলোচনে ॥২

সকামেনেব সা প্রোক্তা সানুরাগা হরিং প্রতি ।
প্রাহ সা ললিতং কুব্জা তদ্দর্শনবলাৎকৃতা ॥৩

কান্ত কস্মান্ন জানাসি কংসেনাভিনিয়োজিতাম্ ।
নৈকবক্রেতি বিখ্যাতামনুলেপনকর্ম্মণি ॥৪

নান্যপিষ্টং হি কংসস্য প্রীতয়ে হ্যনুলেপনম্ ।
ভবাম্যহমতীবাস্য প্রসাদধনভাজনম্ ॥৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুগন্ধমেতদ্রাজার্হং রুচিরং রুচিরাননে ।
আবয়োর্গাত্রসদৃশং দীয়তামনুলেপনম্ ॥৬

পরাশর উবাচ ।

শ্রুত্বৈতদাহ সা কুব্জা গৃহ্যতামিতি সাদরম্ ।
অনুলেপঞ্চ প্রদদৌ গাত্রযোগ্যমথোভয়োঃ ॥৭

ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গৌ ততস্তৌ পুরুষর্ষভৌ ।
সেন্দ্রচাপৌ বিরাজেতাং সিতকৃষ্ণাবিবাম্বুদৌ ॥৮

ততস্তাং চিবুকে শৌরিরুল্লাপনবিধানবিৎ ।
উৎপাট্য তোলয়ামাস দ্ব্যঙ্গুলেনাগ্রপাণিনা (ক) ॥৯

বিংশ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণের কুব্জানুগ্রহ, ধনুঃশালাপ্রবেশ এবং কংসবধ ।]

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর রাজপথে কৃষ্ণ একটী কুব্জা নারীকে আগমন করিতে দেখিলেন। ঐ নারী নবযৌবনসম্পন্না এবং তাহার হস্তে চন্দনাদি অনুলেপনের পাত্র ছিল ।১

কৃষ্ণ মনোহর স্বরে তাহাকে বলিলেন যে, হে ইন্দীবরলোচনে! এই অনুলেপন তুমি কাহার জন্য লইয়া যাইতেছ, তাহা সত্য করিয়া বল ।২

কৃষ্ণ সানুরাগের ন্যায় এই কথা বলিলে পর, হরিদর্শনে আকৃষ্টচিত্তা কুব্জা হরির প্রতি অনুরাগ-ভরে মধুরভাবে বলিল,—হে কান্ত! আপনি কি আমায় জানেন না?—আমি অনেকবক্রা নামে বিখ্যাত, কংস আমাকে অনুলেপন-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন ।৩-৪

অন্য কেহ অনুলেপন পেষণ করিয়া দিলে কংসের মনোনীত হয় না, সেইজন্য আমি তাঁহার এই বিষয়ে অত্যন্ত কৃপাপাত্রী ।৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে সুবদনে! এই মনোহর রাজযোগ্য সুগন্ধ অনুলেপন আমাদের গাত্রে মাখিবার উপযুক্ত, অতএব তুমি ইহা আমাদিগকে প্রদান কর ।৬

পরাশর বলিলেন,—কৃষ্ণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আদরের সহিত কুব্জা 'গ্রহণ কর' এই কথা বলিল এবং উভয়ের গাত্রযোগ্য অনুলেপন প্রদান করিল ।৭

অনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বলভদ্র ও কৃষ্ণ নানা প্রকার রচনা-পারিপাট্যের সহিত চন্দনাদি লেপন করিয়া ইন্দ্রধনুর্যুক্ত দুই খণ্ড শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।৮

অনন্তর উল্লাপন-বিধানে অভিজ্ঞ * শৌরি স্বকীয় হস্তের মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা কুব্জার চিবুক ধারণপূর্ব্বক উর্দ্ধদেশে চালিত করিয়া তাহা উত্তোলিত করিলেন এবং চরণদ্বয় দ্বারা তাহার চরণদ্বয়ে চাপিয়া উর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেন। এই প্রকারে কেশব তাহাকে

পাঠান্তর :—(ক)—ব্যঙ্গুষ্ঠেনাগ্রপাণিনা ।

* উল্লাপন-বিধান অর্থাৎ যে প্রকারে বক্র-বস্তুকে সরল করা যায় ।

চকর্ষ পদ্ভ্যাঞ্চ তদা ঋজুত্বং কেশবোঽনয়ৎ।
ততঃ সা ঋজুতাং প্রাপ্তা যোষিতামভবদ্ বরা ॥১০
বিলাসললিতং প্রাহ প্রেমগর্ভভরালসম্।
বস্ত্রে প্রগৃহ্য গোবিন্দং ব্রজ গেহং মমেতি বৈ* ॥১১
আযাস্যে ভবতীগেহমিতি তাং প্রহসন্ হরিঃ।
বিসসর্জ্জ জহাসোচ্চৈ রামস্যালোক্য চাননম্ ॥১২
ভক্তিচ্ছেদানুলিপ্তাঙ্গৌ নীলপীতাম্বরৌ চ তৌ।
ধনুঃশালাং ততো যাতৌ চিত্রমাল্যোপশোভিতৌ ॥১৩
আযাগঞ্চ ধনূরত্নং তাভ্যাং পৃষ্টৈশ্চ রক্ষিভিঃ।
আখ্যাতে সহসা কৃষ্ণো গৃহীত্বাপূরয়দ্ধনুঃ ॥১৪
ততঃ পূরয়তা তেন ভজ্যমানং বলাদ্ধনুঃ।
চকার সুমহাশব্দং মথুরা যেন পূরিতা ॥১৫
অনুযুক্তৌ ততস্তৌ তু ভগ্নে ধনুষি রক্ষিভিঃ।
রক্ষিসৈন্যং নিহত্যোভৌ নিষ্ক্রান্তৌ কার্ম্মুকালয়াৎ ॥১৬
অক্রূরাগমবৃত্তান্তমুপলভ্য তথা ধনুঃ।
ভগ্নং শ্রুত্বাথ কংসোঽপি প্রাহ চাণূর-মুষ্টিকৌ ॥১৭

কংস উবাচ।

গোপালদারকৌ প্রাপ্তৌ ভবদ্ভ্যাং তৌ মমাগ্রতঃ।
মল্লযুদ্ধেন হন্তব্যৌ মম প্রাণহরৌ হি তৌ ॥১৮
নিযুদ্ধে তদ্‌বিনাশেন ভবদ্ভ্যাং তোষিতো হ্যহম্।
দাস্যাম্যভিমতান্ কামান্ নান্যথৈতন্মহাবলৌ ॥১৯
ন্যায়তোঽন্যায়তো বাপি ভবদ্ভ্যাং তৌ মমাহিতৌ।
হন্তব্যৌ তদ্‌বধাদ্রাজ্যং সামান্যং নো ভবিষ্যতি ॥২০

সরলশরীর করিয়া দিলে, সে রূপে সকল স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল।৯-১০

অনন্তর কুব্জা প্রেমপূর্ণভাবে ধীরে ধীরে ভগবানের বস্ত্র আকর্ষণ করত বিলাসমনোহরস্বরে গোবিন্দকে বলিল যে, আপনি আমার গৃহে চলুন।১১

তখন হরি হাস্য করিতে করিতে "তোমার গৃহে কিছু পরে গমন করিব" কুব্জাকে এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন এবং বলরামের মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন।১২

তারপর রচনা-নৈপুণ্যে চন্দনলেপন করিয়া নীল ও পীতবস্ত্রধারী, বিচিত্র মাল্যে সুশোভিত রাম এবং কৃষ্ণ ধনুঃশালাতে (যজ্ঞে পূজার উদ্দেশে যে গৃহে ধনু রক্ষিত আছে) গমন করিলেন।১৩

তথায় যজ্ঞের উদ্দেশ্যে রক্ষিত ধনুশ্রেষ্ঠ কোথায় আছে" রক্ষিগণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার পর রক্ষিগণ ধনুঃস্থান নির্দ্দেশ করিলে, কৃষ্ণ সেখানে গমনপূর্ব্বক সবলে ধনু গ্রহণ করিয়া জ্যাপূরিত (গুণবন্ধন) করিলেন। তারপর কৃষ্ণ সবলে সেই ধনুতে জ্যারোপণ করিবামাত্র সেই ধনু ভাঙ্গিয়া গেল এবং তখন সেই ধনুর্ভঙ্গের শব্দে মথুরানগরী পূরিত হইল।১৪-১৫

অনন্তর ধনু ভগ্ন হইলে রক্ষিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল; তখন তাঁহারা উভয়ে সেই সকল রক্ষিসৈন্যকে বিনাশ করিয়া ধনুশালা হইতে নির্গত হইলেন।১৬

কংস অক্রূরের আগমন-বৃত্তান্ত পাইয়া ও ধনুর্ভঙ্গের কথা শ্রবণ করিয়া চাণূর ও মুষ্টিক নামে দুই মল্লকে বলিল।১৭

কংস বলিলেন,—গোকুল হইতে গোপাল বালকদ্বয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা দুইজনে আমার সম্মুখে সেই বালকদ্বয়কে বিনাশ কর; কারণ, ঐ বালকদ্বয় জীবিত থাকিলে আমার প্রাণ হরণ করিবে।১৮

হে মহাবল চাণূর-মুষ্টিক! তোমরা মল্লযুদ্ধে সেই বালকদ্বয়কে বিনাশ করিয়া আমাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, আমি তোমাদিগকে অভিমত ভোগ প্রদান করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।১৯

আমার অনিষ্টকারী সেই মহাবলশালী বালকদ্বয়কে ন্যায় অথবা অন্যায় যুদ্ধে যে প্রকারে পার বিনাশ করিও। তাহাদিগকে বধ করিতে পারিলে, এই রাজ্য আমাদের সাধারণ ধন হইবে।২০

* কোন কোন গ্রন্থে ১১ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অতিরিক্ত দেখা যায়,—

এবমুক্তস্তয়া শৌরী রামস্যালোক্য চাননম্।
প্রহস্য কুব্জাং তামাহ নৈকবক্রামনিন্দিতাম্ ॥

ইত্যাজ্ঞাপ্য স তৌ মল্লৌ তত আহূয় হস্তিপম্।
প্রোবাচোচ্চৈস্ত্বয়া মেহস্য সমাজদ্বারি কুঞ্জরঃ ॥২১
স্থাপ্যঃ কুবলয়াপীড়স্তেন তৌ গোপদারকৌ।
ঘাতনীয়ৌ নিযুদ্ধায় রঙ্গদ্বারমুপাগতৌ ॥২২
তমথাজ্ঞাপ্য দৃষ্ট্বা চ মঞ্চান্ সর্ব্বানুপাকৃতান্।
আসন্নমরণঃ কংসঃ সূর্য্যোদয়মুদৈক্ষত ॥২৩
ততঃ সমস্তমঞ্চেষু নাগরঃ স তদা জনঃ।
রাজমঞ্চেষু চারূঢ়াঃ সহামাত্যৈর্ম্মহীভৃতঃ ॥২৪
মল্লপ্রাশ্নিকবর্গশ্চ রঙ্গমধ্যসমীপতঃ।
কৃতঃ কংসেন কংসোঽপি তুঙ্গমঞ্চে ব্যবস্থিতঃ ॥২৫
অন্তঃপুরাণাং মঞ্চাশ্চ তথান্যে পরিকল্পিতাঃ।
অন্যে চ বারমুখ্যানামন্যে নাগরযোষিতাম্ ॥২৬
নন্দগোপাদয়ো গোপা মঞ্চেষ্বন্যেষ্ববস্থিতাঃ।
অক্রূর-বসুদেবৌ চ মঞ্চপ্রান্তে ব্যবস্থিতৌ ॥২৭
নাগরীযোষিতাং মধ্যে দেবকী পুত্রগর্দ্ধিনী।
অন্তকালেঽপি পুত্রস্য দ্রক্ষ্যামি রুচিরং মুখম্ ॥২৮
বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু চাণূরে চাপি বল্গতি।
হাহাকারপরে লোকে হ্যাস্ফোটয়তি মুষ্টিকে* ॥২৯
হত্বা কুবলয়াপীড়ং হস্ত্যারোহপ্রণোদিতম্।
মদাসৃগনুলিপ্তাঙ্গৌ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥৩০
মৃগমধ্যে যথা সিংহৌ গর্ব্বলীলাবিলোকিতৌ।
প্রবিষ্টৌ সুমহারঙ্গং বলভদ্রজনার্দ্দনৌ ॥৩১
হাহাকারো মহান্ জজ্ঞে সর্ব্বমঞ্চেষ্বনন্তরম্।
কৃষ্ণোঽয়ং বলভদ্রোঽয়মিতি লোকস্য বিস্ময়ঃ ॥৩২
সোঽয়ং যেন হতা ঘোরা পূতনা সা নিশাচরী।
ক্ষিপ্তঞ্চ শকটং যেন ভগ্নৌ চ যমলার্জ্জুনৌ ॥৩৩
সোঽয়ং যঃ কালিয়ং নাগং ননর্ত্তারুহ্য বালকঃ।
ধৃতো গোবর্দ্ধনো যেন সপ্তরাত্রং মহাগিরিঃ ॥৩৪

কংস এই প্রকারে দুই মল্লযোদ্ধাকে আদেশপূর্ব্বক হস্তিপক(মাহুত)কে আহ্বান করিয়া আদেশ করিল,—তুমি সমাজদ্বারে আমার কুবলয়াপীড় নামক উচ্চ হস্তীকে স্থাপন কর, যুদ্ধের জন্য সেই বালকদ্বয় রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, সেই হস্তী দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করাইবে।২১-২২

আসন্নমরণ কংস এই প্রকার আদেশ করিয়া উপকল্পিত মঞ্চসকল অবলোকনপূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।২৩

তারপর সূর্য্যোদয় হইলে, নাগরিকগণ সাধারণ মঞ্চে আরোহণ করিলেন এবং রাজমঞ্চসমূহে অমাত্য সকলের সহিত নৃপতিগণ আরূঢ় হইলেন।২৪

কংস রঙ্গমধ্যভাগের নিকট যুদ্ধের যোগ্যাযোগ্য-পরীক্ষক ব্যক্তিগণকে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উন্নত মঞ্চের উপর অবস্থিতি করিতে লাগিল।২৫

সেইখানে অন্তঃপুরস্থ নারীগণের জন্য আরও অনেক মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং নাগরিক-স্ত্রী ও বেশ্যাগণের জন্যও বহুতর মঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল।২৬

কোন ভিন্ন মঞ্চে নন্দগোপ প্রভৃতি গোপগণ এবং তৎপার্শ্বস্থিত মঞ্চে বসুদেব ও অক্রূর অবস্থিতি করিতেছিলেন। দেবকী "মৃত্যুকালেও পুত্রের মনোহর বদন দর্শন করিব" এই আশায় নগরের স্ত্রীগণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন।২৭-২৮

* কোন কোন গ্রন্থে ২৯ সংখ্যক শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়,—

ঈষদ্ধসন্তৌ তৌ বীরৌ বলভদ্র-জনার্দ্দনৌ।
গোপবেষধরৌ বালৌ রঙ্গদ্বারমুপাগতৌ ॥১
ততঃ কুবলয়াপীড়ো মহামাত্রপ্রচোদিতঃ।
অভ্যধাবত বেগেন হন্তুং গোপকুমারকৌ ॥২
হাহাকারো মহান্ জজ্ঞে রঙ্গমধ্যে দ্বিজোত্তম।
বলদেবোঽনুজং দৃষ্ট্বা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥৩

গোপবেশধারী দুই বীর বালক রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে ঈষৎ হাস্য সহকারে রঙ্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন।১

তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া মাহুত কর্ত্তৃক প্রেরিত কুবলয়াপীড় নামে এক হাতী গোপকুমারযুগলকে বধ করিবার জন্য বেগে তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল।২

হে দ্বিজোত্তম! তাহা দেখিয়া সেই রঙ্গমধ্যে অবস্থিত

অরিষ্টো ধেনুকঃ কেশী লীলয়ৈব মহাত্মনা।
নিহতা যেন দুর্বৃত্তা দৃশ্যতাং সোঽয়মচ্যুতঃ ॥৩৫
অয়ঞ্চাস্য মহাবাহুর্ব্বলভদ্রোঽগ্রজোঽগ্রতঃ।
প্রয়াতি লীলয়া যোষিন্মনোনয়ননন্দনঃ ॥৩৬
অয়ং স কথ্যতে প্রাজ্ঞৈঃ পুরাণার্থাবলোকিভিঃ
গোপালো যাদবং বংশং মগ্নমভ্যুদ্ধরিষ্যতি ॥৩৭

অয়ং স সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোরখিলজন্মনঃ।
অবতীর্ণো মহীমংশো নূনং ভারহরো ভুবঃ ॥৩৮
ইত্যেবং বর্ণিতে পৌরে রামে কৃষ্ণে চ তৎক্ষণাৎ।
উরস্ততাপ দেবক্যাঃ স্নেহস্রুতপয়োধরম্ ॥৩৯
মহোৎসবমিবাসাদ্য পুত্রাননবিলোকনম্।
যুবেব বসুদেবোঽভূদ্ বিহায়াভ্যাগতাং জরাম্ ॥৪০

অনন্তর চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্য বাদিত হইতে থাকিলে, মল্ল চাণূর ও মুষ্টিক গর্ব্বিতভাবে বাহুর আস্ফালন করিতে লাগিল। তখন সকল লোকেই চতুর্দ্দিকে হাহাকার করিতে থাকিল।২৯

এই সময় হস্তিপক (মাহুত) প্রেরিত কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে বধ করিয়া সেই হস্তীর দন্তদ্বয়কে হস্তে ধারণ করত মদ ও রক্তে অনুলিপ্তাঙ্গ বলভদ্র ও কৃষ্ণ গর্ব্ব ও লীলা সহকারে অবলোকন করিতে করিতে মৃগমধ্যে সিংহের প্রবেশের ন্যায় সেই সুমহারঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।৩০-৩১

তখন সকল মঞ্চেই এক প্রকাণ্ড হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল এবং ইনি কৃষ্ণ ও ইনিই বলভদ্র—এই প্রকার বিস্ময়সূচক শব্দ সকলের মুখ হইতেই শ্রুত হইতে লাগিল। যিনি পূতনানাম্নী ভয়ঙ্করী নিশাচরীকে বিনাশ করিয়াছেন, শকটকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ও যমলার্জ্জুন নামে প্রকাণ্ড বৃক্ষদ্বয়কে ভগ্ন করিয়াছেন, ইনি সে-ই কৃষ্ণ। যিনি বাল্যকালেই কালিয়নাগে আরোহণ করত নৃত্য করিয়াছিলেন এবং যিনি সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন নামক মহাপর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, ইনিই সে-ই কৃষ্ণ।৩২-৩৪

হন্তব্যো হি মহাভাগ! নাগোঽয়ং শত্রুচোদিতঃ ॥৪
ইত্যুক্তঃ সোঽগ্রজেনাথ বলদেবেন বৈ দ্বিজ।
সিংহনাদং ততশ্চক্রে মাধবঃ পরবীরহা ॥৫
করেণ করমাকৃষ্য তস্য কেশিনিসূদনঃ।
ভ্রাময়ামাস তং শৌরিরৈরাবতসমং বলে ॥৬
ঈশোঽপি সর্ব্বজগতাং বাললীলানুসারতঃ।
ক্রীড়িত্বা সুচিরং কৃষ্ণঃ করিদন্তপদান্তরে ॥৭

উৎপাট্য বামদন্তং তু দক্ষিণেনৈব পাণিনা।
তাড়য়ামাস যন্তারং তস্যাসীচ্ছতধা শিরঃ ॥৮
দক্ষিণং দন্তমুৎপাট্য বলভদ্রোঽপি তৎক্ষণাৎ।
সরোষস্তেন পার্শ্বস্থান্ গজপালানপোথয়ৎ ॥৯
ততস্তূৎপ্লুত্য বেগেন রৌহিণেয়ো মহাবলঃ।
জঘান বামপাদেন মস্তকে হস্তিনং রুষা ॥১০
স পপাত হতস্তেন বলভদ্রেণ লীলয়া।
সহস্রাক্ষেণ বজ্রেণ তাড়িতঃ পর্ব্বতো যথা ॥১১

জনতার মধ্যে মহা হাহাকার উত্থিত হইল। তখন বলরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া এই কথা বলিলেন।৩

হে মহাভাগ! এই হাতীকে আমাদের শত্রুই পাঠাইয়াছে, অতএব ইহাকে ধ্বংস করা উচিত।৪

হে দ্বিজ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম এই কথা বলিলে, শত্রুবীরনাশী মাধব তখন সিংহনাদ (বীরত্বসূচকধ্বনি) করিতে লাগিলেন।৫

কেশিবিনাশী কৃষ্ণ বলে ঐরাবততুল্য মহাবল সেই হস্তীর শুণ্ড নিজ হস্তে ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন।৬

ভগবান্ কৃষ্ণ যদিও সম্পূর্ণ জগতের অধিপতি, তথাপি তিনি নিজ বাল্যলীলানুসারে বহু সময় ধরিয়া সেই হস্তীর দন্ত ও পদের মধ্যভাগে খেলা করিতে করিতে স্বীয় দক্ষিণ (ডান) হস্তে উহার বাম দন্ত উপড়াইয়া তাহার দ্বারা মাহুতের মস্তকে প্রহার করিলেন। ঐ প্রহারে তাহার মস্তক শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল।৭ ৮

সেই সময় বলরামও ক্রোধভরে তাহার দক্ষিণ দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী মাহুতগণকে বিনাশ করিলেন।৯

তারপর মহাবল রোহিণীনন্দন বলরাম রোষবশে অতি বেগের সহিত উপরে উঠিয়া হাতীর মস্তকে বামপদের দ্বারা আঘাত করিলেন।১০

এইরূপে ঐ হাতী বলভদ্রকর্তৃক অবলীলাক্রমে নিহত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে আহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল।১১

বিস্তারিতাক্ষিযুগলো রাজান্তঃপুরযোষিতাম্।
নাগরস্ত্রীসমূহশ্চ দ্রষ্টুং ন বিররাম তম্ ॥৪১
সখ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য মুখমত্যরুণেক্ষণম্।
গজযুদ্ধকৃতায়াস-স্বেদাম্বুকণিকাচিতম্ ॥৪২
বিকাশি-শরদম্ভোজমবশ্যায়জলোক্ষিতম্।
পরিভূয় স্থিতং জন্ম সফলং ক্রিয়তাং দৃশোঃ ॥৪৩
শ্রীবৎসাঙ্কং মহদ্ধাম বালস্যৈতদ্ বিলোক্যতাম্।
বিপক্ষক্ষপণং বক্ষো ভুজযুগ্মঞ্চ ভামিনী ॥৪৪
কিন্ন পশ্যসি দুগ্ধেন্দু-মৃণালধবলাননম্।
বলভদ্রমিমং নীল-পরিধানমুপাগতম্ ॥৪৫

বল্গতা মুষ্টিকেনৈতচ্চাণূরেণ তথা সখি।
ক্রিয়তে বলভদ্রস্য হাস্যমীষদ্বিলোক্যতাম্ ॥৪৬
সখ্যঃ পশ্যত চাণূরো নিযুদ্ধার্থময়ং হরিম্।
সমুপৈতি ন সন্ত্যত্র কিং বৃদ্ধা যুক্তকারিণঃ ॥৪৭
ক যৌবনোন্মুখীভূত-সুকুমারতনুর্হরিঃ।
ক বজ্রকঠিনাভোগি-শরীরোঽয়ং মহাসুরঃ ॥৪৮
ইমৌ সুললিতৌ রঙ্গে বর্ত্তেতে নবযৌবনৌ।
দৈতেয়মল্লাশ্চাণূর-প্রমুখাস্ত্বতিদারুণাঃ ॥৪৯
নিযুদ্ধ-প্রাশ্নিকানাম্ভ মহানেষ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বালবলিনোর্যুদ্ধং মধ্যস্থৈঃ সমুপেক্ষ্যতে ॥৫০

যে মহাত্মা অবলীলাক্রমেই দুর্ব্বৃত্ত অরিষ্ট, ধেনুক ও কেশীকে নিহত করিয়াছেন, এই সেই অচ্যুতকে দর্শন কর। এই ইঁহারই অগ্রভাগে—ইঁহার অগ্রজ বলভদ্র লীলাপূর্ব্বক গমন করিতেছেন, আহা! ইঁহাকে দেখিলে রমণীগণের মন ও নয়ন আনন্দিত হয়। পুরাণার্থাবলোকনকারী প্রাজ্ঞগণ ইঁহার সম্বন্ধেই বলিয়া থাকেন যে, এই গোপালই নিমগ্ন যাদববংশকে উদ্ধার করিবেন।৩১-৩৭

এই গোপাল সর্ব্বভূতময় ও অখিলকারণ বিষ্ণুর অংশ এবং পৃথিবীর ভার-হরণের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুরবাসীরা সকলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাম ও কৃষ্ণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এদিকে দেবকীর স্তন হইতে স্নেহভরে দুগ্ধ স্বয়ংই ক্ষরিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত তাপিত হইল। পুত্রের মুখবিলোকন-রূপ মহোৎসবপ্রাপ্ত হইয়া বসুদেব যেন জরা পরিত্যাগ করত যৌবন লাভ করিলেন।৩৮-৪০

রাজান্তঃপুরনারীগণ ও নগরস্ত্রীসমূহ নেত্রযুগল বিস্তারিত করিয়া অবিরামভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিল। হে সখীগণ! কৃষ্ণের এই অতিশয় অরুণবর্ণ নেত্রযুক্ত মুখখানি দর্শন কর; আহা! দেখ, গজযুদ্ধজনিত পরিশ্রমে উৎপন্ন ঘর্ম্মজলকণিকা দ্বারা মুখখানি ভিজিয়া গিয়াছে। কেহ বলিল,—হে সখিগণ! নীহার-জলসিক্ত শরৎকালের প্রফুল্লপঙ্কজের দর্পহারী ঐ কৃষ্ণের ঘর্ম্মজল-কণাপ্লুত মুখ দর্শন করিয়া নয়নদ্বয়কে সফল কর।৪১-৪৩

কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, হে ভামিনি! বালক কৃষ্ণের এই শত্রুপক্ষনাশন, শ্রীবৎসাঙ্কিত ও বিপুল তেজঃশালী বক্ষোদেশ এবং হস্তদ্বয় কেমন সুন্দর দেখ দেখি? কেহ বলিল,—সখি! এই সম্মুখে আগত নীলবস্ত্র-পরিহিত বলভদ্রকে কেন দেখিতেছ না? আহা! ইঁহার মুখ কেমন দুগ্ধ, চন্দ্র ও মৃণালের ন্যায় শুভ্রবর্ণ! কেহ বলিল,—সখি! মুষ্টিক ও চাণূর মদদর্পিতভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে বলভদ্রের দিকে চাহিয়া কেমন ঈষৎ হাস্য করিতেছে, একবার দেখ! কেহ বলিল,—সখি! আহা! দেখ, ঐ চাণূর যুদ্ধ করিবার জন্য হরির সমীপে উপস্থিত হইতেছে। আহা! উচিতকর্ম্মকারী বৃদ্ধগণ কি এখানে নাই? ৪৪-৪৭

আহা! হরির যৌবনোন্মুখ এই সুকুমার তনুই বা কোথায়, আর বজ্রকঠিন বিশালশরীর এই মহাসুরই বা কোথায়? এই উভয়ের কি পরস্পর যুদ্ধ সম্ভব? আহা! ইঁহারা দুইজনেই নবযৌবনশালী, কিন্তু রঙ্গস্থলে এই চাণূরপ্রভৃতি দৈত্যমল্লগণ অতি দারুণ। যুদ্ধের বিচারব্যবস্থাপকেরা কি মহান্ ব্যতিক্রম করিতেছে? তাহারা মধ্যস্থ হইয়াও কি প্রকারে বালক ও বলবানের পরস্পর এই যুদ্ধ উপেক্ষা করিতেছে? ৪৮-৫০

পরাশর উবাচ।

ইত্থং পুরস্ত্রীলোকস্য বদতশ্চালয়ন্ ভুবম্।
ববল্গ বদ্ধকক্ষ্যোঽন্তর্জ্জনস্য ভগবান্ হরিঃ ॥৫১

বলভদ্রোঽপি চাস্ফোট্য ববল্গ ললিতং যদা।
পদে পদে তদা ভূমির্যন্ন শীর্ণা তদদ্ভুতম্ ॥৫২

চাণূরেণ তদা কৃষ্ণো যুযুধেঽমিতবিক্রমঃ।
নিযুদ্ধকুশলো দৈত্যো বলভদ্রেণ মুষ্টিকঃ ॥৫৩

সন্নিপাতাবধূতৈস্তু চাণূরেণ সমং হরিঃ।
ক্ষেপণৈর্ম্মুষ্টিভিশ্চৈব কীলবজ্রনিপাতনৈঃ ॥৫৪

জানুভিশ্চাশ্মনির্ঘাতৈস্তথা বাহুবিঘট্টিতৈঃ।
পাদোদ্ধূতৈঃ প্রসৃষ্টৈশ্চ তয়োর্যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥৫৫

অশস্ত্রমতিঘোরং তৎ তয়োর্যুদ্ধং সুদারুণম্।
বলপ্রাণবিনিষ্পাদ্যং সমাজোৎসবসন্নিধৌ ॥৫৬

যাবদ্ যাবচ্চ চাণূরো যুযুধে হরিণা সহ।
প্রাণহানিমবাপাগ্র্যাং তাবত্তাবল্লবাল্লবম্ ॥৫৬

কৃষ্ণোঽপি যুযুধে তেন লীলয়ৈব জগন্ময়ঃ।
খেদাচ্চালয়তা কোপান্নিজশেখরকেশরম্ ॥৫৭

বলক্ষয়ং বিবৃদ্ধিঞ্চ দৃষ্ট্বা চাণূরকৃষ্ণয়োঃ।
বারয়ামাস তূর্য্যাণি কংসঃ কোপপরায়ণঃ ॥৫৮

মৃদঙ্গাদিষু তূর্য্যেষু প্রতিষিদ্ধেষু তৎক্ষণাৎ।
খে সঙ্গতান্যবাদ্যন্ত দেবতূর্য্যাণ্যনেকশঃ ॥৫৯

জয় গোবিন্দ চাণূরং জহি কেশব দানবম্।
ইত্যন্তর্দ্ধানগা দেবাস্তদোচুরতিহর্ষিতাঃ ॥৬০

চাণূরেণ চিরং কালং ক্রীড়িত্বা মধুসূদনঃ।
উৎপাট্য ভ্রাময়ামাস তদ্বধায় কৃতোদ্যমঃ ॥৬১

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং দৈত্যমল্লমমিত্রজিৎ।
ভূমাবাস্ফোটয়ামাস গগনে গতজীবিতম্ ॥৬২

পরাশর বলিলেন,—পুরস্ত্রীগণ এই প্রকার পরস্পর বলাবলি করিতেছে, এমন সময় ভগবান্ হরি নিজ কটি-(কোমর) দেশ দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ও জনতার মধ্যে পদভরে পৃথিবীকে চালিত করিয়া বীরত্বপূর্ণ লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিলেন।৫১

অনন্তর বলভদ্রও যখন বাহুর আস্ফালনপূর্ব্বক মনোহর ভাবে লাফাইতে লাগিলেন, সেই সময় যে তাঁহার পদভরে ভূমি বিদীর্ণ হয় নাই, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। তখন অমিতবিক্রম কৃষ্ণ চাণূরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধকুশল মুষ্টিকও বলভদ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।৫২-৫৩

হরি এক একবার আশ্লেষ (নিকটস্থ হইয়া) ও এক একবার উৎসারণপূর্ব্বক (দূরে যাইয়া) চাণূরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে ক্ষেপণ, মুষ্টিপাত, বজ্রসদৃশ কীলপ্রহার, প্রস্তরসদৃশ জানুদ্বারা আঘাত, বাহু বিঘট্টন, পাদ দ্বারা ঊর্দ্ধক্ষেপণ ও প্রসরণ—এইরূপে উভয়েরই অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।৫৪-৫৫

এইপ্রকার সমাজোৎসবসন্নিধানে উভয়ের নিরস্ত্র, বল ও প্রাণ-হানিকর, মহা ভয়ঙ্কর ও নিদারুণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। চাণূরমল্ল হরির সহিত যত যত যুদ্ধ করিতে লাগিল, তত ততই তাহার তিল তিল প্রমাণে বলক্ষয় হইতে লাগিল। জগন্ময় কেশব কোপে ও খেদে স্বকীয় শিরোভূষণসকল কম্পিত করিয়া অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে চাণূরের বলক্ষয় ও কৃষ্ণের বলবৃদ্ধি অবলোকন করিয়া কোপপরবশ কংস তূর্য্য বাদ্য করিতে নিবারণ করিল।৫৬-৫৮

অনন্তর কংস কর্ত্তৃক মৃদঙ্গাদি তূর্য্য বাদ্য প্রতিষিদ্ধ হইবামাত্র আকাশে অনেক স্বরাদিযুক্ত দেবতূর্য্য তৎক্ষণাৎ বাদিত হইতে লাগিল। সেই সময় অন্তর্দ্ধানগত দেবগণ অতি হৃষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন যে, হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক, হে কেশব! এই দানবকে তুমি বিনাশ কর।৫৯-৬০

মধুসূদন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত চাণূরের সহিত ক্রীড়া করত পশ্চাৎ তাহার বিনাশে বদ্ধপরিকর হইয়া তাহাকে আকাশে উত্তোলিত করিলেন।৬১

অনন্তর শত্রুজিৎ কৃষ্ণ সেই দৈত্য মল্লকে শতবার

ভূমাবাস্ফোটিতস্তেন চাণূরঃ শতধাব্রজৎ।
রক্তস্রাব-মহাপঙ্কাং চকার স তদা ভুবম্ ॥৬৩
বলদেবোঽপি তৎকালং মুষ্টিকেন মহাবলঃ।
যুযুধে দৈত্যমল্লেন চাণূরেণ যথা হরিঃ ॥৬৪
সোঽপ্যেনং মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি বক্ষস্যাহত্য জানুনা।
পাতয়িত্বা ধরাপৃষ্ঠে নিষ্পিপেষ গতায়ুষম্ ॥৬৫
কৃষ্ণস্তোষলকং ভূয়ো মল্লরাজং মহাবলম্।
বামমুষ্টিপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে ॥৬৬
চাণূরে নিহতে মল্লে মুষ্টিকে বিনিপাতিতে।
নীতে ক্ষয়ং তোষলকে সর্ব্বে মল্লাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥৬৭
ববল্গতুস্তদা রঙ্গে কৃষ্ণসঙ্কর্ষণাবুভৌ।
সমানবয়সো গোপান্ বলাদাকৃষ্য হর্ষিতৌ ॥৬৮
কংসোঽপি কোপরক্তাক্ষঃ প্রাহোচ্চৈর্ব্যাপৃতান্ নরান্
গোপাবেতৌ সমাজৌঘান্নিষ্কাস্যেতাং বলাদিতঃ ॥৬৯
নন্দোঽপি গৃহ্যতাং পাপো নিগড়ৈরায়সৈরিহ।
অবৃদ্ধার্হেণ দণ্ডেন বসুদেবোঽপি বধ্যতাম্ ॥৭০
বল্গন্তি গোপাঃ কৃষ্ণেন যে চেমে সহিতাঃ পুরঃ।
গাবো হ্রিয়ন্তামেতেষাং যচ্চাস্তি বসু কিঞ্চন ॥৭১
এবমাজ্ঞাপয়ানঞ্চ প্রহস্য মধুসূদনঃ।
উৎপত্যারুহ্য তং মঞ্চং কংসং জগ্রাহ বেগতঃ ॥৭২
কেশেষ্বাকৃষ্য বিগলৎকিরীটনবনীতলে।
কংসং স পাতয়ামাস তস্যোপরি পপাত চ ॥৭৩
নিঃশেষ-জগদাধার-গুরুণা পততোপরি।
কৃষ্ণেন ত্যাজিতঃ প্রাণানুগ্রসেনাত্মজো নৃপঃ ॥৭৪
মৃতস্য কেশেষু তদা গৃহীত্বা মধুসূদনঃ।
চকর্ষ দেহং কংসস্য রঙ্গমধ্যে মহাবলঃ ॥৭৫
গৌরবেণাতিমহতা পরিখা তেন কৃষ্যতা।
কৃতা কংসস্য দেহেন বেগেনেব মহাম্ভসঃ ॥৭৬

গগনে ভ্রমণ করাইয়া সে গতজীবিত (মৃত) হইলে পর ভূমির উপর তাহাকে আছড়াইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ কর্তৃক আস্ফোটিত (ভূতলে নিক্ষিপ্ত) চাণূর শতধা বিদীর্ণ হইল, তাহার রক্তস্রাবে সেই সময় পৃথিবী মহাপঙ্কময়ী হইয়া উঠিল। কৃষ্ণ যে প্রকারে চাণূরের সহিত যুদ্ধ করিলেন, মহাবল বলভদ্রও সেই প্রকারে দৈত্যমল্ল মুষ্টিকের সহিত তৎকালে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৬২-৬৪

বলভদ্রও মুষ্টি ও জানুদেশ দ্বারা তাহার মস্তকে এবং বক্ষোদেশে আঘাতপূর্ব্বক তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিলেন এবং এমনি ভাবে তাহাকে পেষণ করিলেন যে, তাহাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল।৬৫

কৃষ্ণও তোষলক নামক মহাবল মল্লরাজকে বামমুষ্টি-প্রহার দ্বারা ভূতলে পাতিত করিলেন। অনন্তর চাণূর, মুষ্টিক ও তোষলক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর অন্যান্য সকল মল্লগণ পলায়ন করিল।৬৬-৬৭

অনন্তর কৃষ্ণ ও বলভদ্র সমানবয়স্ক গোপাল-বালকগণকে বলদ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গমধ্যে অতি হৃষ্টভাবে লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিলেন।৬৮

তখন কংস কোপে নেত্র রক্তবর্ণ করত ব্যাপৃত লোক সকলকে অতি উচ্চস্বরে বলিল যে, এই সমাজমণ্ডল হইতে সবলে এই গোপবালকদ্বয়কে নিষ্কাশিত করিয়া দাও। লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা এই পাপী নন্দকে বন্ধন কর; বৃদ্ধ পুরুষের অযোগ্য দণ্ডপ্রয়োগ করিয়া এই বৃদ্ধ বসুদেবকে বন্ধন কর, আর কৃষ্ণের সহিত যে গোপবালকগণ এই সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, ইহাদিগকেও বধ কর এবং ইহাদের গাভী সকল ও যাহা কিছু ধন আছে, তাহা সকলই হরণ কর।৬৯-৭১

কংস এই প্রকার আজ্ঞা করিলে পর, মধুসূদন হাস্য করত একটা লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সেই মঞ্চের উপর আরোহণ করিয়া বেগে কংসকে ধারণ করিলেন।৭৩

কৃষ্ণ কেশসমূহ আকর্ষণ করিয়া কংসকে ভূমিতে নিপাতিত করিলেন এবং তাহার উপর স্বয়ং পতিত হইলেন। সেই সময় কংসের মস্তক হইতে কিরীট বিগলিত হইয়া পড়িল। সকল জগতের আধার অতি ভার কৃষ্ণ উপরে পতিত হইয়া উগ্রসেন-পুত্র কংসের প্রাণ পরিত্যাগ করাইলেন।৭৪

কংসে গৃহীতে কৃষ্ণেন তদ্‌ভ্রাতাভ্যাগতো রুষা।
সুমালী বলভদ্রেণ লীলয়ৈব নিপাতিতঃ ॥৭৭

ততো হাহাকৃতং সর্ব্বমাসীৎ তদ্রঙ্গমণ্ডলম্।
অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বরম্ ॥৭৮

কৃষ্ণোঽপি বসুদেবস্য পাদৌ জগ্রাহ সত্বরঃ।
দেবক্যাশ্চ মহাবাহুর্বলভদ্রসহায়বান্ ॥৭৯

উত্থাপ্য বসুদেবস্তং দেবকী চ জনার্দ্দনম্।
স্মৃতজন্মোক্তবচনৌ তাবেব প্রণতৌ স্থিতৌ ॥৮০

বসুদেব উবাচ।

প্রসীদ সীদতাং নাথ দেবানাং বরদ প্রভো।
তথাবয়োঃ প্রসাদেন কৃতোদ্ধারশ্চ কেশব ॥৮১

আরাধিতো যদ্ভগবানবতীর্ণো গৃহে মম।
দুর্ব্বৃত্তনিধনার্থায় তেন নঃ পাবিতং কুলম্ ॥৮২

ত্বমন্তঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতঃ।
প্রবর্ত্তেতে সমস্তাত্মন্ ত্বত্তো ভূতভবিষ্যতী ॥৮৩

যজ্ঞৈস্ত্বমিজ্যসে নিত্যং সর্ব্বদেবময়াচ্যুত।
ত্বমেব যজ্ঞো যষ্টা চ যজ্ঞানাং পরমেশ্বরঃ ॥৮৪

সাপহ্নবং মম মনো যদেতৎ ত্বয়ি জায়তে।
দেবক্যাশ্চাত্মজপ্রীত্যা তদত্যন্তবিড়ম্বনা ॥৮৫

ক্ব কর্ত্তা সর্ব্বভূতানামনাদিনিধনো ভবান্।
ক্ব মে মনুষ্যকস্যৈষা জিহ্বা পুত্রেতি বক্ষ্যতি ॥৮৬

জগদেতজ্জগন্নাথ সম্ভূতমখিলং যতঃ।
কয়া যুক্ত্যা বিনা মায়াং সোঽস্মত্তঃ সম্ভবিষ্যতি ॥৮৭

সেই সময় মহাবলশালী মধুসূদন মৃতকংসের কেশসমূহ ধারণ করিয়া রঙ্গমধ্যে তাহার দেহ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।৭৫

কংসের দেহ অত্যন্ত ভারী ছিল, সেইজন্য উহার আকর্ষণে (ঘস্টানীতে) মহান্ জলপ্রবাহের বেগে উৎপন্ন দরিয়ার ন্যায় পৃথিবীতে প্রকাণ্ড পরিখা উদ্ভূত হইল।৭৬

কৃষ্ণ এইরূপে কংসকে গ্রহণ (নিধন) করিলে পর, কংসের ভ্রাতা সুমালী রোষসহকারে আগমন করিল, কিন্তু বলভদ্র অবলীলাক্রমে তাহাকে বিনাশ করিলেন।৭৭

অনন্তর অবজ্ঞাসহকারে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিপাতিত কংসকে অবলোকন করিয়া সেই রঙ্গমণ্ডলস্থ সকল ব্যক্তিই হাহাকার করিতে লাগিল।৭৮

মহাবাহু কৃষ্ণ বলভদ্রের সহিত অতি সত্বর যাইয়া বসুদেব ও দেবকীর পাদগ্রহণ অর্থাৎ পাদস্পর্শ করিলেন।৭৯

তখন বসুদেব ও দেবকীর পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ হইতে লাগিল এবং তাঁহারা ভগবান্‌কে ভূমি হইতে উঠাইয়া প্রণাম করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।৮০

বসুদেব বলিলেন,—হে নাথ! আর্ত্তদেব-গণেরও বরদ! হে প্রভো! প্রসন্ন হও। হে কেশব! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছ।৮১

হে ভগবন্! তুমি পূর্ব্বে আমাদিগের আরাধিত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের নিধনের নিমিত্ত যে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহাতে আমার কুল পবিত্র হইয়াছে।৮২

তুমি সর্ব্বভূতময় এবং তুমি সর্ব্বভূতমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছ। হে সমস্তাত্মন্! তোমা হইতে ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।৮৩

হে সর্বদেবময় অচ্যুত! সকল যজ্ঞে তোমারই যজন হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বর! তুমিই যজ্ঞস্বরূপ, অথচ তুমিই সকল যজ্ঞের যাজক।৮৪

আমার ও দেবকীর অন্তঃকরণকে যে তোমার প্রতি পুত্রপ্রীতিবশে ভ্রান্তিযুক্ত হইতেছে, তাহা যে অত্যন্ত বিড়ম্বনা—ইহাতে সন্দেহ কি? ৮৫

সকল ভূতগণের কর্ত্তা অনাদি-নিধন তুমিই বা কোথায়, আর মনুষ্যরূপী আমার 'তোমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধনকারিণী' জিহ্বাই বা কোথায়? ৮৬

তুমি আমার পুত্র, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? হে জগন্নাথ! এই অখিল জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন

যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
স কোষ্ঠোৎসঙ্গশয়নো মানুষাজ্জায়তে কথম্ ॥৮৮
স ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বর পাহি বিশ্ব-
মংশাবতারকরণৈর্ন মমাসি পুত্রঃ।
আব্রহ্মপাদপময়ং (ক) জগদেতদীশ
ত্বং নো বিমোহয়সি কিং পরমেশ্বরাত্মন্ (খ) ॥৮৯
মায়াবিমোহিতদৃশা তনয়ো মমেতি
কংসাদ্ভয়ং কৃতমপাস্তভয়াতিতীব্রম্।
নীতোঽসি গোকুলমিতোঽতিভয়াকুলস্য (গ)
বৃদ্ধিং গতোঽসি মম নাস্তি মমত্বমীশ ॥৯০
কর্ম্মাণি রুদ্র-মরুদশ্বি-শতক্রতূনাং
সাধ্যানি যানি ন ভবন্তি নিরীক্ষিতানি।
ত্বং বিষ্ণুরীশ জগতামুপকারহেতোঃ
প্রাপ্তোঽসি নঃ পরিগতো বিগতো হি মোহঃ ॥৯১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে বিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হইয়াছে, মায়া ব্যতিরেকে কোন্ যুক্তিতে তিনি আমা হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন? ৮৭

এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনি জঠর-মধ্যে শয়ন করিয়া মনুষ্য হইতে কেন জন্মগ্রহণ করিবেন? ৮৮

হে পরমেশ্বর! এতাদৃশ তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও এবং অংশাবতার দ্বারা বিশ্বের পালন কর। তুমি আমার পুত্র নহ। হে ঈশ! ব্রহ্মা হইতে বৃক্ষাদিময় এই জগৎ তোমা হইতেই উৎপন্ন। হে পরমেশ্বরাত্মন্! আমাদিগকে কেন বিমোহিত করিতেছ? ৮৯

হে নির্ভয়পুরুষ! তুমি আমার তনয়, এই মায়ায় আমার দৃষ্টি মোহিত ছিল বলিয়াই আমি কংস হইতে অতি তীব্র ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই ভয়ে আকুল হইয়াই আমি তোমাকে গোকুলে রাখিয়া আসিয়াছিলাম; তুমি সেইখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছ। হে ঈশ! এখন আমার মমত্ব-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে।৯০

রুদ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমার ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন না, তাহা তুমি সম্পাদন করিলে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিলাম। হে ঈশ! তুমি বিষ্ণু এবং জগতের উপকার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ,—ইহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আমাদের মোহ নষ্ট হইয়াছে।৯১

পাঠান্তর :—(ক) আব্রহ্মপাদপমিদং— (খ) ত্বত্তো বিমোহয়সি কিং পুরুষোত্তমাস্মান্॥ (গ) নীতোঽসি গোকুলমরাতিভয়াকুলেন

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

একবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[উগ্রসেনস্য রাজ্যাভিষেকঃ, ভগবতো বাসুদেবস্য বিদ্যাধ্যয়নঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

তৌ সমুৎপন্নবিজ্ঞানৌ ভগবৎকর্ম্মদর্শনাৎ ।
দেবকী-বসুদেবৌ তু দৃষ্ট্বা মায়াং পুনর্হরিঃ ।
মোহায় যদুচক্রস্য বিততান স বৈষ্ণবীম্ ॥১
উবাচ চাম্ব ভোস্তাত চিরাদুৎকণ্ঠিতেন মে ।
ভবন্তৌ কংসভীতেন দৃষ্টৌ সঙ্কর্ষণেন চ ॥২
কুর্ব্বতাং যাতি যঃ কালো মাতাপিত্রোরপূজনম্ ।
তৎখণ্ডমায়ুষো ব্যর্থঃ সাধূনামুপজায়তে (ক)॥৩
গুরুদেব-দ্বিজাতীনাং মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্ ।
কুর্ব্বতাং সফলং জন্ম দেহিনাং তাত জায়তে ॥৪
তৎ ক্ষন্তব্যমিদং সর্বমতিক্রমকৃতং পিতঃ ।
কংসপ্রতাপবীর্য্যাভ্যামার্ত্তয়োঃ পরবশ্যয়োঃ ॥৫

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বাথ প্রণম্যোভৌ যদুবৃদ্ধাননুক্রমাৎ ।
যথাবদভিপূজ্যাথ চক্রতুঃ পৌরমাননম্ ॥৬
কংসপত্ন্যস্ততঃ কংসং পরিবার্য্য হতং ভুবি ।
বিলেপুর্মাতরশ্চাস্য দুঃখশোকপরিপ্লুতাঃ ॥৭
বহুপ্রকারমত্যর্থং পশ্চাত্তাপাতুরো হরিঃ ।
তাঃ সমাশ্বাসয়ামাস স্বয়মস্রাবিলেক্ষণঃ ॥৮
উগ্রসেনং ততো বন্ধান্মুমোচ মধুসূদনঃ ।
অভ্যষিঞ্চৎ তথৈবৈনং নিজরাজ্যে হতাত্মজম্ ॥৯
রাজ্যাভিষিক্তঃ কৃষ্ণেন যদুসিংহঃ সুতস্য সঃ ।
চকার প্রেতকার্য্যাণি যে চান্যে তত্র ঘাতিতাঃ ॥১০

একবিংশ অধ্যায়

[উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক এবং ভগবান্ বাসুদেবের বিদ্যাধ্যয়ন ।]

পরাশর বলিলেন,—ভগবানের (অত্যাশ্চর্য্য) কর্ম্ম দর্শন করিয়া বসুদেব ও দেবকী সম্পূর্ণ বিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন দেখিয়া হরি যদু-মণ্ডলীর মোহোৎপাদনের জন্য পুনর্ব্বার বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন ।১

কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে,—হে পিতঃ! হে মাতঃ! কংসভীত আমি ও বলভদ্র বহুকাল ধরিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে থাকিয়া অদ্য ভাগ্যক্রমে আপনাদের দুইজনকে দেখিতে পাইলাম ।২

সাধুদিগের পিতা ও মাতার পূজা ব্যতিরেকে যে কাল গমন করে, জীবনের সেই অংশটুকুও ব্যর্থস্বরূপে পরিগণিত হয় ।৩

পাঠান্তর :—(ক)—ব্যর্থমসাধূনাং হি জায়তে

হে তাত! দেব, দ্বিজ ও গুরুগণের এবং মাতা ও পিতার পূজনকারী দেহধারীদিগেরই জন্ম সফল হইয়া থাকে ।৪

হে পিতঃ! কংসের প্রতাপ ও বীর্য্যে ভীত এবং পরাধীন আমাদের দুই জনের এই মাতা পিতার পূজনরূপ সদাচার অতিক্রমকৃত সমস্ত ব্যবহার আপনি ক্ষমা করুন ।৫

পরাশর বলিলেন,—কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে মাতা ও পিতাকে এই বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং যথাক্রমে যদুবৃদ্ধগণের পূজা করিয়া পুরবাসীদিগের সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ।৬

অনন্তর কংসের পত্নীরা ও মাতৃগণ ভূমিতে নিহত কংসকে পরিবেষ্টন করত দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল ।৭

তখন হরিও অনুতাপে দগ্ধ হইয়া স্বয়ং অশ্রুপূর্ণ

কৃতোর্দ্ধদৈহিকং চৈনং সিংহাসনগতং হরিঃ।
উবাচাজ্ঞাপয় বিভো যৎ কার্য্যমবিশঙ্কিতঃ ॥১১
যযাতিশাপাদ্ বংশোঽয়মরাজ্যার্হোঽপি সাম্প্রতম্।
ময়ি ভৃত্যে স্থিতে দেবানাজ্ঞাপয়তু কিং নৃপৈঃ ॥১২

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সোঽস্মরদ্ বায়ুমাজগাম স তৎক্ষণাৎ।
উবাচ চৈনং ভগবান্ কেশবঃ কার্য্যমানুষঃ ॥১৩
গচ্ছেন্দ্রং ব্রূহি বায়ো ত্বমলং গর্ব্বেণ বাসব।
দীয়তামুগ্রসেনায় সুধর্ম্মা ভবতা সভা ॥১৪
কৃষ্ণো ব্রবীতি রাজার্হমেতদ্রত্নমনুত্তমম্।
সুধর্ম্মাখ্যা সভা যুক্তমস্যাং যদুভিরাসিতুম্ ॥১৫

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পবনো গত্বা সর্ব্বমাহ শচীপতিম্।
দদৌ সোঽপি সুধার্ম্মাখ্যাং সভাং বায়োঃ পুরন্দরঃ ॥১৬
বায়ুনোপকৃতাং (ক) দিব্যাং সভাং তে যদুপুঙ্গবাঃ।
বুভুজুঃ সর্ব্বরত্নাঢ্যাং গোবিন্দভুজসংশ্রয়াৎ (খ) ॥১৭
বিদিতাখিলবিজ্ঞানৌ সর্ব্বজ্ঞানময়াবপি।
শিষ্যাচার্য্যক্রমং বীরৌ খ্যাপয়ন্তৌ যদূত্তমৌ ॥১৮
ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তীপুরবাসিনম্।
অস্ত্রার্থং (গ) জগ্মতুর্বীরৌ বলদেব-জনার্দ্দনৌ ॥১৯
তস্য শিষ্যত্বমভ্যেত্য গুরুবৃত্তিপরৌ হি তৌ*।
দর্শয়াঞ্চক্রতুর্বীরাবাচারমখিলে জনে ॥২০

নয়নে তাহাদিগকে নানাপ্রকারে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।৮

অনন্তর মধুসূদন উগ্রসেনকে বন্ধন হইতে মোচন করিলেন এবং মৃতপুত্র ঐ উগ্রসেনকে পুনর্ব্বার নিজরাজ্যে পূর্ব্বের ন্যায় অভিষিক্ত করিলেন।৯

যদুশ্রেষ্ঠ উগ্রসেন কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পুত্র কংস এবং যে সকল বীর সেই স্থলে ঘাতিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রেতকার্য্য সম্পাদন করিলেন।১০

পুত্রের ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম সম্পাদানান্তে উগ্রসেন সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর ভগবান্ হরি তাঁহাকে বলিলেন,—হে বিভো! আমায় এক্ষণে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা নির্ভয়ে আজ্ঞা করুন।১১

এই যদুবংশ যযাতি-শাপে অরাজ্যার্হ (রাজ্যশাসন করিতে অযোগ্য) হইলেও আমি বর্ত্তমান থাকিতে আপনি স্বচ্ছন্দে দেবগণকে আজ্ঞা করুন, অন্য রাজগণের ত কথাই নাই।১২

পরাশর বলিলেন,—জগতের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ কেশব উগ্রসেনকে এই প্রকার বলিয়া বায়ুকে স্মরণ করিলেন এবং স্মরণমাত্রেই বায়ু তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন।১৩

তখন ভগবান্ বায়ুকে বলিলেন,—হে বায়ো! তুমি ইন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বল,—হে বাসব! তোমার গর্ব্বের প্রয়োজন নাই, তুমি উগ্রসেননৃপতিকে সুধর্ম্মা নামে দেবসভা প্রদান কর।১৪

কৃষ্ণ তোমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন যে, সুধর্ম্মাখ্য যে অত্যুত্তম সভারত্ন আছে, তাহা রাজার্হ, সুতরাং সেই সভায় যদুগণের উপবেশন করাই যুক্তিযুক্ত।১৫

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ পবনকে এই কথা বলিলে পর পবন সেখানে গমন পূর্ব্বক শচীপতি ইন্দ্রের নিকট সকল কথা বলিলেন। তখন ইন্দ্রও বায়ুর নিকট সেই সুধর্ম্মানাম্নী সভা প্রদান করিলেন।১৬

বায়ু কর্ত্তৃক আনীত সর্ব্বরত্নপূর্ণ সেই মনোহর দিব্যসভাকে গোবিন্দের বাহুবল আশ্রয় করিয়া যদুশ্রেষ্ঠগণ উপভোগ করিতে লাগিলেন।১৭

যদুশ্রেষ্ঠ বীর কৃষ্ণ এবং বলরাম যদিও সর্ব্বজ্ঞানময় ও সমস্ত বিজ্ঞান অবগত ছিলেন, তথাপি তাঁহারা মনুষ্যলোকে আচার্য্য হইতে শিক্ষানুক্রমের কর্ত্তব্যতা খ্যাপন অর্থাৎ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কাশীতে উৎপন্ন অবন্তিপুরবাসী সান্দীপনিমুনির নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন।১৮-১৯

বলভদ্র ও কৃষ্ণ সান্দীপনিমুনির শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক

পাঠান্তর :—(ক) বায়ুনা চাহৃতাং—। (খ) —গোবিন্দভুজ-সংশ্রয়াঃ। (গ) বিদ্যার্থং—।

* এই শ্লোকের পূর্ব্বাংশরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি কোন কোন গ্রন্থে অধিক দেখা যায়,—

'বেদাভ্যাসকৃতপ্রীতী সঙ্কর্ষণ-জনার্দ্দনৌ'।

সরহস্যং ধনুর্বেদং সসংগ্রহমধীয়তাম্ ।
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা তদদ্ভুতমভূদ্দ্বিজ ॥২১
সান্দীপনিরসম্ভাব্যং তয়োঃ কর্ম্মাতিমানুষম্ ।
বিচিন্ত্য তৌ তদা মেনে প্রাপ্তৌ চন্দ্র-দিবাকরৌ* ॥২২
অস্ত্রগ্রামমশেষঞ্চ প্রোক্তমাত্রমবাপ্য তৌ ।
ঊচতুর্ব্রিয়তাং যা তে দাতব্যা গুরুদক্ষিণা ॥২৩
সোঽপ্যতীন্দ্রিয়মালোক্য তয়োঃ কর্ম্ম মহামতিঃ ।
অযাচত মৃতং পুত্রং প্রভাসে লবণার্ণবে ॥২৪
গৃহীতাস্ত্রৌ ততস্তৌ তু সার্ঘ্যপাত্রো মহোদধিঃ ।
উবাচ ন ময়া পুত্রো হৃতঃ সান্দীপনেরিতি ॥২৫
দৈত্যঃ পঞ্চজনো নাম শঙ্খরূপঃ স বালকম্ ।
জগ্রাহ সোঽস্তি সলিলে মমৈবাসুরসূদন ॥২৬

ইত্যুক্তোঽন্তর্জ্জলং গত্বা হত্বা পঞ্চজনং বলম্ ।
কৃষ্ণো জগ্রাহ তস্যাস্থি-প্রভবং শঙ্খমুত্তমম্ ॥২৭
যস্য নাদেন দৈত্যানাং বলহানিরজায়ত ।
দেবানাং ববৃধে তেজো যাত্যধর্ম্মশ্চ সংক্ষয়ম্ ॥২৮
তং পাঞ্চজন্যমাপূর্য্য গত্বা যমপুরীং হরিঃ ।
বলদেবশ্চ বলবান্ জিত্বা বৈবস্বতং যমম্ ॥২৯
তং বালং যাতনাসংস্থং যথাপূর্ব্বশরীরিণম্ ।
পিত্রে প্রদত্তবান্ কৃষ্ণো বলশ্চ বলিনাং বরঃ ॥৩০
মথুরাঞ্চ পুনঃ প্রাপ্তাবুগ্রসেনেন পালিতাম্ ।
প্রহৃষ্টপুরুষস্ত্রীকামুভৌ রাম-জনার্দ্দনৌ ॥৩১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে একবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

গুরুর প্রতি উচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া সকল জনে আচার শিক্ষা দিতে লাগিলেন ।২০

হে দ্বিজ ! ইহা বড় আশ্চর্য্যের কারণ হইয়াছিল যে, তাঁহারা চতুঃষষ্টি (৬৪) দিবসের মধ্যেই সরহস্য (অস্ত্র-মন্ত্রোপনিষৎ) সসংগ্রহ (অস্ত্রপ্রয়োগ) ধনুর্বেদে পারদর্শী হইয়াছিলেন ।২১

সান্দীপনিমুনি তাঁহাদের এই প্রকার অতিমানুষ ও অসম্ভাবনীয় কর্ম্ম চিন্তা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, নিশ্চয়ই চন্দ্র ও দিবাকর তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা গুরুর উপদেশ মাত্রেই সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশিক্ষা করিয়া সান্দীপনিমুনিকে বলিলেন যে, আপনাকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ যাহা দিতে হইবে, আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন ।২২-২৩

তখন মহামতি সান্দীপনি তাঁহাদের অলৌকিক কর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাঁহাদের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ 'লবণসমুদ্রে প্রভাসে মৃত স্বকীয় পুত্রকে জীবিত অবস্থায় আনিয়া দিতে' কহিলেন ।২৪

তখন তাঁহারা অস্ত্রগ্রহণ করত সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র নিজরূপে অর্ঘ্যপাত্র হস্তে করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—আমি সান্দীপনিমুনির পুত্রকে হরণ করি নাই ।২৫

শঙ্খরূপী পঞ্চজন নামে একজন দৈত্যই সেই বালককে গ্রহণ করিয়াছে। হে অসুরসূদন! সেই দৈত্য আমার জল-মধ্যেই বাস করিতেছে ।২৬

সমুদ্র এই কথা বলিলে পর কৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবেশ পূর্বক দুষ্টস্বভাব পঞ্চজননামক অসুরকে হনন করিয়া তাহার অস্থি হইতে উৎপন্ন শঙ্খ গ্রহণ করিলেন ।২৭

এই উত্তম শঙ্খের নাদে দৈত্যগণের বলহানি ও দেবগণের তেজোবৃদ্ধি হয় এবং অধর্ম্ম বিনাশ-লাভ করে ।২৮

এইরূপ পাঞ্চজন্যশঙ্খ বাদন করিতে করিতে হরি ও বলবান্ বলদেব যমপুরী গমনপূর্বক বৈবস্বত যমকে জয় করিলেন। তারপর বলবান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও বলরাম পূর্বের দেহধারী ও যাতনাভোগকারী বালককে গ্রহণ করত তাঁহার পিতার হস্তে প্রদান করিলেন ।২৯-৩০

অনন্তর কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়ে উগ্রসেনপালিতা মথুরাপুরীতে আগমন করিলেন। তখন তাঁহাদের দর্শনে মথুরার সকল স্ত্রী ও পুরুষগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইল ।৩১

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

* কোন কোন গ্রন্থে ২২ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি অধিক দেখা যায়,—
"সাঙ্গাংশ্চ চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি ।"

দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[জরাসন্ধস্য পরাজয়ঃ।]

পরাশর উবাচ।

জরাসন্ধসুতে কংস উপযেমে মহাবলঃ।
অস্তিং প্রাপ্তিঞ্চ মৈত্রেয় তয়োর্ভর্ত্তৃহণং হরিম্ ॥১
মহাবলপরীবারো মগধাধিপতির্বলী।
হন্তুমভ্যাযযৌ কোপাজ্জরাসন্ধঃ সযাদবম্ ॥২
উপেত্য মথুরাং সোঽথ রুরোধ মগধেশ্বরঃ।
অক্ষৌহিণীভিঃ সৈন্যস্য ত্রয়োবিংশতিভির্বৃতঃ ॥৩
নিষ্ক্রম্যাল্পপরীবারাবুভৌ রাম-জনার্দ্দনৌ।
যুযুধাতে সমং তস্য বলিনৌ বলিসৈনিকৈঃ ॥৪
ততো বলশ্চ কৃষ্ণশ্চ চক্রাতে মতিমুত্তমম্।
আয়ুধানাং পুরাণানামাদানে মুনিসত্তম ॥৫
অনন্তরং হরেঃ শার্ঙ্গং তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ।
আকাশাদাগতৌ বীর তথা কৌমোদকী গদা ॥৬
হলঞ্চ বলভদ্রস্য গগনাদাগতং কবে (ক)।
মনসোঽভিমতং বিপ্র সৌনন্দং মুসলং তথা ॥৭
ততো যুদ্ধে পরাজিত্য সসৈন্যং মগধাধিপম্।
পুরীং বিবিশতুর্বীরাবুভৌ রাম-জনার্দ্দনৌ ॥৮
জিতে তস্মিন্ সুদুর্বৃত্তে জরাসন্ধে মহামুনে।
জীবমানে গতে কৃষ্ণস্তং নামন্যত নির্জ্জিতম্ (খ) ॥৯
পুনরপ্যাজগামাথ জরাসন্ধো বলান্বিতঃ।
জিতশ্চ রাম-কৃষ্ণাভ্যামপক্রান্তো দ্বিজোত্তম ॥১০
দশ চাষ্টৌ চ সংগ্রামানেবমত্যন্তদুর্ম্মদঃ।
যদুভির্মাগধো রাজা চক্রে কৃষ্ণপুরোগমৈঃ ॥১১
সর্ব্বেষ্বেতেষু যুদ্ধেষু যাদবৈঃ স পরাজিতঃ।
অপক্রান্তো জরাসন্ধঃ স্বল্পসৈন্যৈর্বলাধিকঃ ॥১২
তদ্ বলং যাদবানাং তৈর্জ্জিতং যদনেকশঃ (গ)।
তত্তু সন্নিধিমাহাত্ম্যং বিষ্ণোরংশস্য চক্রিণঃ ॥১৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[জরাসন্ধের পরাজয়।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! কংস অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী জরাসন্ধের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। মগধরাজ বলবান্ জরাসন্ধ কোপবশতঃ সেই কন্যাদ্বয়ের পতিহন্তা কৃষ্ণকে যাদবগণের সহিত বিনাশ করিবার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া আগমন করিল।১-২

ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা-পরিবৃত মগধেশ্বর জরাসন্ধ আগমন করিয়া মথুরাপুরী অবরোধ করিল।৩

তখন বলশালী রাম ও জনার্দ্দন উভয়ে অল্প সৈন্যের সহিত বহির্গত হইয়া জরাসন্ধের বলবান্ সৈনিকগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৪

হে মুনিসত্তম! অনন্তর রাম ও জনার্দ্দন স্বকীয় পুরাতন অস্ত্রসমূহের আদান (গ্রহণ) করিতে এক উত্তম সঙ্কল্প করিলেন।৫

হে বীর! তারপর আকাশ হইতে শার্ঙ্গধনু, অক্ষয়বাণপূর্ণ তূণদ্বয় ও কৌমোদকী নামে গদা ভগবান্ হরির নিকট উপস্থিত হইল।৬

হে কবে! বলভদ্রের মনোভিমত হল ও সৌনন্দ নামক মুসল গগন হইতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।৭

অনন্তর বীর রাম ও জনার্দ্দন সৈন্যগণের সহিত মগধাধিপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া উভয়েই মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিলেন।৮

হে মহামুনে! অতিশয় দুর্বৃত্ত জরাসন্ধ জীবিতাবস্থায় পরাজিত হইয়া যে ভাবে পলায়ন করিল, তাহাতে কৃষ্ণ তাহাকে পরাজিত ভাবিলেন না।৯

হে দ্বিজোত্তম! কিছু দিন পরে জরাসন্ধ কোপপূর্ণ

পাঠান্তর :—(ক)– মহৎ। (খ) —স্তেনামন্যত নাজিতম্।
(গ) ন তদ্বলংযাদবানাং বিজিতং—।

মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ (ক)।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি ॥১৪
মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়মুদ্যমবিস্তরঃ (খ) ॥১৫
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্ম্মস্তমনুবর্ত্ততে।
কুর্ব্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ ॥১৬

সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ ক্বচিদেব পলায়নম্ ॥১৭

মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততঃ (গ)।
লীলা জগৎপতেস্তস্য চ্ছন্দতঃ সম্প্রবর্ত্ততে (ঘ) ॥১৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হইয়া পুনর্বার যুদ্ধের জন্য সসৈন্যে আগমন করিল এবং রাম ও কৃষ্ণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিল।১০

অতিশয় অহঙ্কারী মগধদেশাধিপতি রাজা জরাসন্ধ এই প্রকারে অষ্টাদশ বার কৃষ্ণপ্রমুখ বহু যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।১১

সেই সকল যুদ্ধেই অধিক সৈন্যপরিবৃত জরাসন্ধ অল্প-সৈন্য যাদবগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।১২

যাদবগণের যে বহুপ্রকারে সেই প্রকার বল অর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা কেবল সুদর্শনচক্রধারী বিষ্ণুর অংশাবতারের সন্নিধিমাহাত্ম্যেরই প্রভাবে।১৩

মনুষ্য-ধর্ম্মশীল জগৎপতির ইহা লীলা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; কারণ, তিনি (সর্বশক্তিমান্ হইয়াও) শত্রুগণের উপর বহু প্রকার অস্ত্রক্ষেপণ করিতেন। যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই এই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহার শত্রুপক্ষক্ষয়বিষয়ে উদ্যমবিস্তারের আর প্রয়োজন কি।১৪-১৫

তথাপি সেই ভগবান্ মনুষ্যগণের ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়াই হীন (অল্পশক্তি সম্পন্ন)-গণের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং বলবানের সহিত সন্ধি করিতেন।১৬

সেই ভগবান্ মনুষ্যধর্ম্মের অনুসারে কোন স্থানে সাম, কোন স্থানে দান ও কোন স্থানে ভেদ প্রদর্শন করিতেন; কোন স্থলে বা দণ্ডনীতির অনুসরণ করিতেন; আবার হয় ত কুত্রাপি পলায়নও করিতেন।১৭

এই প্রকারে মনুষ্য-দেহধারিগণের চেষ্টা অনুবর্ত্তন করিয়া জগৎপতির নিজের ইচ্ছানুসারেই লীলা নানাভাবে প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল।১৮

পাঠান্তর :—(ক) —জগতীপতেঃ। (খ) —কিয়ানুদ্যমবিস্তরঃ (গ) —মনুবর্ত্ততে। (ঘ) —পরিবর্ত্ততে।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[দ্বারকায়া দুর্গনির্ম্মাণম্, কালযবনদহনম্, মুচুকুন্দস্য ভগবৎস্তুতিশ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

গার্গ্যং গোষ্ঠে দ্বিজং শ্যালঃ ষণ্ঢ ইত্যুক্তবান্ দ্বিজ ।
যদূনাং সন্নিধৌ সর্ব্বে জহসুঃ সর্ব্বযাদবাঃ (ক) ॥১

ততঃ কোপসমাবিষ্টো দক্ষিণাব্ধিমুপেত্য সঃ ।
সুতমিচ্ছংস্তপস্তেপে যদুচক্রভয়াবহম্ ॥২

আরাধয়ন্ মহাদেবং সোঽয়শ্চূর্ণমভক্ষয়ৎ ।
দদৌ বরঞ্চ তুষ্টোঽস্মৈ বাসরে দ্বাদশে হরঃ ॥৩

সভাজয়ামাস চ তং যবনেশো হ্যনাত্মজঃ ।
তদ্যোষিৎসঙ্গমাচ্চাস্য পুত্রোঽভূদলিসন্নিভঃ ॥৪

তং কালযবনং নাম রাজ্যে স্বে যবনেশ্বরঃ ।
অভিষিচ্য বনং যাতো বজ্রাগ্রকঠিনোরসম্ ॥৫

স তু বীর্য্যমদোন্মত্তঃ পৃথিব্যাং বলিনো নৃপান্ ।
প্রপ্রচ্ছ নারদস্তস্মৈ কথয়ামাস যাদবান্ ॥৬

ম্লেচ্ছকোটিসহস্রাণাং সহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ ।
গজাশ্বরথপত্ত্যোঘৈশ্চকার পরমোদ্যমম্ ॥৭

প্রযযৌ চাব্যবচ্ছিন্নং ছিন্নযানো দিনে দিনে ।
যাদবান্ প্রতি সামর্ষো মৈত্রেয় মথুরাপুরীম্ ॥৮

কৃষ্ণোঽপি চিন্তয়ামাস ক্ষয়িতং যাদবং বলম্ ।
যবনেন রণে গম্যং মাগধস্য ভবিষ্যতি ॥৯

মাগধস্য বলং ক্ষীণং স কালযবনো বলী ।
হন্তা তদিদমায়াতং যদূনাং ব্যসনং দ্বিধা ॥১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[দ্বারকার দুর্গ নির্মাণ, কালযবন দহন এবং
মুচুকুন্দের ভগবৎস্তুতি ।]

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ ! গোষ্ঠে সমগ্র যাদবগণের নিকট ব্রাহ্মণ গার্গ্যকে তাঁহার শ্যালক নপুংসক বলিয়া উপহাস করিলে তৎকালে সকল যাদবগণই উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন ।১

এই কারণে গার্গ্য অতিশয় কোপান্বিত হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রের তীরে গমনপূর্ব্বক যদুবংশীয়গণের ভয়কারী এক পুত্রলাভের প্রত্যাশায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন ।২

সেই গার্গ্য ব্রতস্বরূপ লৌহচূর্ণমাত্র ভক্ষণ করত মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন ; অনন্তর দ্বাদশ বৎসর পরে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন ।৩

অপুত্রক যবনেশ্বর তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করত নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং সেই স্থলে যবনেশ্বর-মহিষীর সহবাসে তাঁহার ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক সন্তান জন্মিল ।৪

সেই বজ্রাগ্রের ন্যায় কঠিনবক্ষঃস্থল পুত্র কালযবনকে স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যবনেশ্বর বনে গমন করিলেন ।৫

অনন্তর বলগর্ব্বে গর্ব্বিত কালযবন নারদের নিকট পৃথিবীস্থ বলবান্ নৃপতিগণের নাম জিজ্ঞাসা করিলে, নারদ তদুত্তরে যাদব নৃপতিগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলেন ।৬

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালযবন সহস্র সহস্র কোটি ম্লেচ্ছসৈন্য ও রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিসৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া বিশাল সেনাসন্নিবেশ করিল (তারপর যুদ্ধ যাত্রা করিল) ।৭

হে মৈত্রেয় ! রোষপূর্ণ কালযবন গমনসময়ে মধ্যে মধ্যে বাহন হস্তী অশ্বাদি পরিশ্রান্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ অন্য বাহনে আরোহণ করিয়া প্রতিদিন অবিশ্রান্ত গতিতে আসিয়া যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থে মথুরায় উপস্থিত হইল ।৮

পাঠান্তর :—(ক) —জহসুর্যাদবাস্তদা ।

তস্মাদ্ দুর্গং করিষ্যামি যদূনামতিদুর্জ্জয়ম্ ।
স্ত্রিয়োঽপি যত্র যুধ্যেয়ুঃ কিং পুনর্বৃষ্ণিপুঙ্গবাঃ ॥১১
ময়ি মত্তে প্রমত্তে বা সুপ্তে প্রবাসিতে তথা ।
যাদবাভিভবং দুষ্টা মা কুর্ব্বন্ পরযোধিকাঃ (ক) ॥১২
ইতি সঞ্চিন্ত্য গোবিন্দো যোজনানি মহোদধিম্ ।
যযাচে দ্বাদশ পুরীং দ্বারকাং তত্র নির্ম্মমে ॥১৩
মহোদ্যানাং মহাবপ্রাং তড়াগশতশোভিতাম্ ।
প্রাকারগৃহসম্বাধামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্ ॥১৪
মথুরাবাসিনো লোকাংস্তত্রানীয় জনার্দ্দনঃ ।
আসন্নে কালযবনে মথুরাঞ্চ স্বয়ং যযৌ ॥১৫

বহিরাবাসিতে সৈন্যে মথুরায়া নিরায়ুধঃ ।
নির্জ্জগাম স গোবিন্দো দদৃশে যবনেশ্বরম্ (খ) ॥১৬
স জ্ঞাত্বা বাসুদেবং তং বাহুপ্রহরণো নৃপঃ ।
অনুযাতো মহাযোগি-চেতোভিঃ প্রাপ্যতে ন যঃ ॥১৭
তেনানুযাতঃ কৃষ্ণোঽপি প্রবিবেশ মহাগুহাম্ ।
যত্র শেতে মহাবীর্য্যো মুচুকুন্দো নরেশ্বরঃ ॥১৮
সোঽপি প্রবিশ্য যবনো দৃষ্ট্বা শয্যাগতং নৃপম্ ।
পাদেন তাড়য়ামাস মত্বা কৃষ্ণং সুদুর্ম্মতিঃ ॥১৯
দৃষ্টমাত্রস্তু তেনাসৌ জজ্বাল যবনোঽগ্নিনা* ।
তৎক্রোধজেন মৈত্রেয় ভস্মীভূতশ্চ তৎক্ষণাৎ ॥২০

অনন্তর কৃষ্ণ একদিকে বার বার জরাসন্ধের আক্রমণ ও অপরদিকে কালযবনের আক্রমণ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কালযবনের সহিত যুদ্ধে ক্ষীণপ্রায় হইলে যাদবগণ পুনর্ব্বার মগধরাজের সহিত যুদ্ধে নিশ্চয় পরাজিত হইবে ।৯

আবার মগধাধিপতির সহিত যুদ্ধে যদুগণের বল ক্ষীণ হইলে, পুনর্ব্বার বলবান্ কালযবন তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে, সুতরাং এক্ষণে যদুবংশীয়গণের দুইদিক্ হইতে বিপত্তি উপস্থিত হইল ।১০

এই কারণে এক্ষণে আমি যদুগণের জন্য এমন একটি দুর্গ করিব, যাহাকে আশ্রয় করিয়া যদুস্ত্রীগণও যুদ্ধ করিতে পারিবে, যদুবীরশ্রেষ্ঠগণের ত কথাই নাই ।১১

আমি মত্ত, প্রমত্ত, সুপ্ত বা প্রবাসগত যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, শত্রুপক্ষের দুষ্ট যোদ্ধারা যেন কোন কালেই যদুবংশীয়গণের অভিভব করিতে না পারে,—ইহা আমায় করিতে হইবে ।১২

গোবিন্দ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করত মহাসাগরের নিকট দ্বাদশযোজন পরিমিত স্থান যাচ্ঞা করিয়া সেই স্থানে দ্বারকা নাম্নী এক পুরী স্থাপিত করিলেন ।১৩

ঐ দ্বারকাতে বড় বড় উদ্যান নির্ম্মিত হইল, আর তাহাতে অতি গভীর খাত এবং শত শত তড়াগ শোভা পাইতে লাগিল । প্রাচীর, গৃহ ও দুর্গ প্রভৃতিতে সুশোভিত ঐ পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল ।১৪

অনন্তর কালযবন আসিয়া পড়িলে জনার্দ্দন মথুরাবাসী লোকদিগকে দ্বারকায় আনয়ন করিয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার মথুরাতেই গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।১৫

পরে কালযবনের সৈন্যগণ পুরী অবরোধ করিয়া বহির্দ্দেশে দৃঢ়রূপে নিবেশিত হইলে, গোবিন্দ মথুরা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক যবনেশ্বরের সম্মুখীন হইলেন ।১৬

যোগিগণের চিত্তসমূহ যাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, সেই ভগবান বাসুদেবকে নিকটে উপস্থিত দর্শন করত কেবল বাহু (হস্ত)-ই অস্ত্ররূপে পরিগণিত করিয়া অর্থাৎ শূন্য হাতে রাজা কালযবন তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিল । কালযবন তাঁহার অনুগমন করিতে থাকিলে, কৃষ্ণও যেখানে মুচুকুন্দ নামে মহাবলশালী নরেশ্বর শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।১৭-১৮

সুদুর্ম্মতি যবনও সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যাগত রাজা মুচুকুন্দকে অবলোকনপূর্ব্বক কৃষ্ণবোধে তাঁহাকে পদাঘাত দ্বারা তাড়না করিল ।১৯

হে মৈত্রেয় ! তাহাতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর তাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই ক্রোধজাতবহ্নি দ্বারা ঐ যবন প্রজ্বলিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল ।২০

পাঠান্তর :—(ক) —মা কুর্ব্বন্তরয়োঽধিকাঃ ।

পাঠান্তর :—(খ) নির্জ্জগাম চ গোবিন্দো দদর্শ যবনশ্চ তম্ ।

* এই শ্লোকের পূর্ব্বে একটি নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ দেখা যায়,—
উত্থায় মুচুকুন্দোঽপি দদর্শ যবনং নৃপঃ ।

স হি দেবাসুরে যুদ্ধে গতো জিত্বা মহাসুরান্।
নিদ্রার্ত্তঃ সুমহাকালং নিদ্রাং বব্রে বরং সুরান্ ॥২১
প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসুপ্তং যস্ত্বামুত্থাপয়িষ্যতি।
দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ স তু ভস্মী ভবিষ্যতি ॥২২
এবং দগ্ধ্বা স তং পাপং দৃষ্ট্বা চ মধুসূদনম্।
কস্ত্বমিত্যাহ সোঽপ্যাহ জাতোঽহং শশিনঃ কুলে।
বসুদেবস্য তনয়ো যদুবংশসমুদ্ভবঃ ॥২৩
মুচুকুন্দোঽপি তত্রাসৌ বৃদ্ধগার্গ্যবচোঽস্মরৎ।
সংস্মৃত্য প্রণিপত্যৈনং সর্ব্বভূতেশ্বরং হরিম্ ॥২৪
প্রাহ জ্ঞাতো ভবান্ বিষ্ণোরংশস্ত্বং পরমেশ্বরঃ।
পুরা গার্গ্যেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জ্জন্ম যদোর্বংশে ভবিষ্যতি ॥২৫
স ত্বং প্রাপ্তো ন সন্দেহো মর্ত্ত্যানামুপকারকৃৎ।
তথাপি সুমহৎ তেজো নালং সোঢ়ুমহং তব ॥২৬
তথাহি সজলাম্ভোদ-নাদধীরতরং তব।
বাক্যং নমতি চৈবোর্ব্বী যস্য পাদপ্রপীড়িতা(ক) ॥২৭
দেবাসুরে মহাযুদ্ধে দৈত্যসৈন্যে মহাভটাঃ।
ন শেকুর্মম তত্তেজস্ত্বত্তেজো ন সহাম্যহম্ ॥২৮
সংসারপতিতস্যৈকো জন্তোস্ত্বং শরণং পরম্।
স প্রসীদ প্রপন্নার্ত্তিহর্ত্তা হর মমাশুভম্(খ) ॥২৯
ত্বং পয়োনিধয়ঃ শৈলাঃ সরিতস্ত্বং বনানি চ।
মেদিনী গগনং বায়ুরাপোঽগ্নিস্ত্বং তথা মনঃ ॥৩০
বুদ্ধিরব্যাকৃতং প্রাণাঃ প্রাণেশস্ত্বং তথা পুমান্।
পুংসঃ পরতরং যচ্চ ব্যাপ্যজন্মাবিকারি যৎ(গ) ॥৩১
শব্দাদিহীনমজরমমেয়ং ক্ষয়বর্জ্জিতম্।
অবৃদ্ধিনাশং তদ্‌ব্রহ্ম ত্বমাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্ ॥৩২
ত্বত্তোঽমরাঃ সপিতরো যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্ত্বত্তো মনুষ্যাঃ পশবঃ খগাঃ ॥৩৩

পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে গমনকরত সেই রাজা মুচুকুন্দ মহাসুরগণকে জয় করিয়া অতিশয় নিদ্রাতুর হন এবং সেইজন্য দীর্ঘকাল নিদ্রারূপ বর দেবগণের নিকট প্রার্থনা করেন।২১

সেই সময় দেবগণও তাঁহাকে বলেন যে, তুমি নিদ্রিত হইলে পর যে ব্যক্তি তোমাকে উঠাইবে, সে তৎক্ষণাৎ তোমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইবে।২২

এই প্রকারে রাজা মুচুকুন্দ সেই পাপরূপী যবনকে দগ্ধ করিয়া মধুসূদনকে অবলোকন করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? তখন ভগবান্ বলিলেন,—আমি চন্দ্রবংশে যদুকুলে উৎপন্ন এবং বসুদেবের পুত্র।২৩

মুচুকুন্দেরও সেই সময়ে বৃদ্ধগার্গ্যমুনির বাক্য স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সর্ব্বভূতেশ্বর হরিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন,—"আপনি বিষ্ণুর অংশ ও পরমেশ্বর, ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি। পুরাকালে গার্গ্যমুনি বলিয়াছিলেন,—অষ্টাবিংশতিতমযুগে দ্বাপরান্তে যদুবংশে হরির জন্ম হইবে।২৪-২৫

আপনি মনুষ্যগণের উপকার করিবার জন্য নিশ্চয়ই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তথাপি আমি আপনার এই সুমহৎ তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না।২৬

হে ভগবন্! আপনার বাক্য সজলজলধর (মেঘ) গর্জ্জনবৎ অতিশয় ধীর (গম্ভীর) এবং আপনার পদভরে ধরণী পীড়িতা হইয়া নিম্নাভিমুখে গমন করিতেছে।২৭

দেবাসুর-মহাযুদ্ধে দৈত্যসেনাগণের মধ্যে মহাবীরগণ আমার সেই উৎকট তেজ সহ্য করিতে পারে নাই, কিন্তু অদ্য আমি আপনার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না।২৮

সংসারক্ষেত্রে পতিত প্রাণিগণের আপনি একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আপনি সেই আশ্রিতগণের আর্ত্তি (দুঃখ) হর, আপনি প্রসন্ন হউন এবং আমার অশুভ বিনাশ করুন।২৯

আপনিই সমস্ত সমুদ্র, আপনি পর্ব্বত ও নদী সমূহ, বনসকল, পৃথিবী, গগন, বায়ু, জল, অগ্নি ও মনঃস্বরূপ।৩০

পাঠান্তর :—(ক) —যুষ্মৎপাদপ্রপীড়িতা।
(খ) প্রসীদ ত্বং প্রপন্নার্ত্তিহর নাশায় মেঽশুভম্।
(গ) ব্যাপ্যজন্মবিকারবৎ।

সরীসৃপা মৃগাঃ সর্ব্বে ত্বত্তঃ সর্ব্বে মহীরুহাঃ।
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যঞ্চ কিঞ্চিদত্র চরাচরম্ ॥৩৪
অমূর্ত্তং মূর্ত্তমথবা স্থূলং সূক্ষ্মতরং স্থিতম্(ক)।
তৎসর্ব্বং ত্বং জগৎকর্ত্তা নাস্তি কিঞ্চিৎ ত্বয়া বিনা ॥৩৫
ময়া সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতা ভগবন্ সদা।
তাপত্রয়াভিভূতেন ন প্রাপ্তা নির্বৃতিঃ ক্বচিৎ ॥৩৬
দুঃখান্যেব সুখানীতি মৃগতৃষ্ণা জলাশয়াঃ।
তথা নাথ গৃহীতানি তানি তাপায় চাভবন্ ॥৩৭
রাষ্ট্রমুর্ব্বী বলং কোশো মিত্রপক্ষস্তথাত্মজাঃ।
ভার্য্যা ভৃত্যজনা যে চ শব্দাদ্যা বিষয়াঃ প্রভো ॥৩৮
সুখবুদ্ধ্যা ময়া সর্ব্বং গৃহীতমিদমব্যয়।
পরিণামে তদেবেশ তাপাত্মকমভূন্মম ॥৩৯
দেবলোকমিমং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোঽপ্যয়ম্।
মত্তঃ সাহায্যকামোঽভূচ্ছাশ্বতী কুত্র নির্বৃতিঃ ॥৪০
ত্বামনারাধ্য জগতাং সর্ব্বেষাং প্রভবাস্পদম্।
শাশ্বতী প্রাপ্যতে কেন পরমেশ্বর নির্বৃতিঃ ॥৪১
ত্বন্মায়ামূঢ়মনসো জন্ম-মৃত্যু-জরাদিকান্।
অবাপ্য তাপান্ পশ্যন্তি প্রেতরাজাননং নরাঃ(খ) ॥৪২
ততো নিজক্রিয়াসূতি-নরকেষ্বতিদারুণম্।
প্রাপ্নুবন্তি নরা দুঃখমস্বরূপবিদস্তব ॥৪৩

হে ভগবন্! আপনি বুদ্ধি ও প্রকৃতি স্বরূপ, আপনি প্রাণস্বরূপ, অথচ প্রাণেশ্বর, আপনি পুরুষরূপী, অথচ পুরুষ হইতে বিকাররহিত জন্মহীন যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ বস্তু, তাহাও আপনি।৩১

আপনার আদি ও অন্ত নাই, আপনি বৃদ্ধি ও নাশরহিত, শব্দাদিহীন, ক্ষয়বর্জ্জিত ও অমেয় সেই ব্রহ্ম।৩২

আপনা হইতে দেবগণ, পিতৃগণ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনা হইতেই মনুষ্য, পশু ও পক্ষিগণ উদ্‌ভূত হইয়াছে। সকল মৃগ, সর্প ও মহীরুহগণ (পর্ব্বতগণ) আপনা হইতেই জন্মিয়াছে; চরাচর যাহা কিছু অতীত হইয়াছে ও হইবে, তৎসমস্তই আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে ও হইবে।৩৩-৩৪

হে জগৎকর্ত্তা! অমূর্ত্ত অথবা মূর্ত্ত, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, কিংবা স্থিরস্বভাব যাহা কিছু পদার্থ আছে, সেই সকল আপনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে।৩৫

হে ভগবন্! আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপে অভিভূত হইয়া আমি এই সংসারচক্রে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু কোন কালেই শান্তি পাইলাম না।৩৬

হে নাথ! আমি দুঃখসমূহকে সুখস্বরূপে এবং মৃগতৃষ্ণাকে (মরীচিকাকে) জলাশয়বোধে গ্রহণ করিয়াছি ও তাহাতে বড়ই তাপান্বিত হইয়াছি।৩৭

হে প্রভো! হে অব্যয়! রাষ্ট্র, পৃথিবী, সৈন্য, কোষ, মিত্রপক্ষ, সন্তানসমূহ, ভার্য্যা ও ভৃত্যবর্গ এবং শব্দাদি যে সকল বিষয় আছে, সেই সকল বিষয়কেই আমি সুখ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু হে ঈশ্বর! পরিণামে তৎসমস্তই আমার তাপস্বরূপে সিদ্ধ হইয়াছে।৩৮-৩৯

হে নাথ! এই দেবগণ দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াও আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন কোথায় গেলে আর শাশ্বত শান্তিলাভ করিব? ৪০

হে পরমেশ্বর! সকল জগতের উৎপত্তিকারণস্বরূপ আপনার উপাসনা না করিয়া কোন ব্যক্তিই শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারে না।৪১

হে ভগবন্! আপনার মায়াপ্রভাবে মূঢ় মনুষ্যগণ জন্ম, মৃত্যু ও জরাদি সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া প্রেতরাজের বদন অবলোকন করিয়া থাকে।৪২

অনন্তর আপনার স্বরূপ যাহারা জানে না, সেই ব্যক্তিরা নিজের কর্ম্মের ফল স্বরূপ দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪৩

পাঠান্তর:—(ক) মূর্ত্তামূর্ত্তং তথা চাপি স্থূলং সূক্ষ্মতরং তথা। (খ) —প্রেতরাজমনন্তরম্।

অহমত্যন্তবিষয়ী মোহিতস্তব মায়য়া।
মমত্বগর্ব্বগর্ত্তান্তর্ভ্রমামি পরমেশ্বর ॥৪৪
সোঽহং ত্বাং শরণমপারমীশমীড্যং (ক)
সম্প্রাপ্তঃ পরমপদং যতো ন কিঞ্চিৎ।
সংসারাশ্রমপরিতাপতপ্তচেতা(খ)
নির্ব্বাণে পরিণতধাম্নি সাভিলাষঃ ॥৪৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে পরমেশ্বর! আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অত্যন্ত বিষয়ী হইয়াছি এবং মমত্ব ও গর্ব্বরূপ মহাগর্ত্তমধ্যে ভ্রমণ করিতেছি।৪৪

সেই আমি আজ অপার, সর্ব্বনিয়ামক, পূজ্যতম ও পরমপদস্বরূপ আপনার শরণ লইলাম; যেহেতু আপনি ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। এই সংসারাশ্রমের নানা তাপে তপ্তচিত্ত আমি নিরতিশয় তেজোময় নির্ব্বাণ-স্বরূপ আপনারই অভিলাষী।৪৫

পাঠান্তর :—(ক) —শরণমপারমপ্রমেয়ং (খ) সংসারভ্রমপরিতাপতপ্তচেতা

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[তপসে মুচুকুন্দস্য প্রস্থানম্, বলরামস্য ব্রজযাত্রা চ।]

পরাশর উবাচ।
ইত্থং স্তুতস্তদা তেন মুচুকুন্দেন ধীমতা।
প্রাহেশঃ সর্ব্বভূতানামনাদির্ভগবান্ হরিঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ।
যথাভিবাঞ্ছিতান্ দিব্যান্ গচ্ছ লোকান্ নরেশ্বর।
অব্যাহতপরৈশ্বর্য্যো মৎপ্রসাদোপবৃংহিতঃ ॥২
ভুক্ত্বা ভোগান্ মহাদিব্যান্ ভবিষ্যসি মহাকুলে।
জাতিস্মরো মৎপ্রসাদাৎ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥৩

পরাশর উবাচ।
ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যেশং জগতামচ্যুতং নৃপঃ।
গুহামুখাদ্ বিনিস্ক্রান্তো দদৃশে সোঽল্পকান্ নরান্ ॥৪
ততঃ কলিযুগং জ্ঞাত্বা প্রাপ্তং তপ্তুং নৃপস্তপঃ।
নরনারায়ণস্থানং প্রযযৌ গন্ধমাদনম্ ॥৫
কৃষ্ণোঽপি ঘাতয়িত্বারিমুপায়েন হি তদ্বলম্।
জগ্রাহ মথুরামেত্য হস্ত্যশ্বস্যন্দনোজ্জ্বলম্ ॥৬

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

[তপস্যার জন্য মুচুকুন্দের প্রস্থান এবং বলরামের ব্রজে গমন।]

পরাশর বলিলেন,—ধীমান্ মুচুকুন্দ এইরূপে স্তব করিলে, সর্ব্বভূতেশ্বর অনাদি ভগবান্ হরি তাঁহাকে বলিলেন।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে নরেশ্বর! তুমি অভিলষিত দিব্য লোকসমূহে গমন কর এবং তথায় আমার প্রসাদ-প্রভাবে অব্যাহত পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে।২

অনন্তর সেই সকল দিব্যলোক ভোগপূর্ব্বক তুমি পৃথিবীতে কোন মহাবংশে জাতিস্মররূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং অন্তকালে আমার অনুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে।৩

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ এই কথা বলিলে পর, রাজা মুচুকুন্দ জগতের ঈশ অচ্যুতকে প্রণামপূর্ব্বক সেই গুহামুখ হইতে বহির্গত হইয়া মনুষ্যগণকে আপনা হইতে খর্ব্বাকৃতি দেখিলেন।৪

তারপর কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা

আনীয় চোগ্রসেনায় দ্বারবত্যাং ন্যবেদয়ৎ।
পরাভিভবনিঃশঙ্কং বভূব চ যদোঃ কুলম্ ॥৭
বলদেবোঽপি মৈত্রেয় প্রশান্তাখিলবিগ্রহঃ।
জ্ঞাতিসন্দর্শনোৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥৮
ততো গোপীশ্চ গোপাংশ্চ যথাপূর্ব্বমমিত্রজিৎ।
তথৈবাভ্যবদৎ প্রেম্ণা বহুমানপুরঃসরম্ ॥৯
কৈশ্চাপি সম্পরিষ্বক্তঃ কাংশ্চিৎ স পরিষস্বজে।
হাস্যঞ্চক্রে সমং কৈশ্চিদ্ গোপৈর্গোপীজনৈস্তথা ॥১০
প্রিয়াণ্যনেকান্যবদন্ গোপাস্তত্র হলায়ুধম্।
গোপ্যশ্চ প্রেমকুপিতাঃ প্রোচুঃ সের্ষ্যমথাপরাঃ ॥১১
গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরপরা নাগরীজনবল্লভঃ।
কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণশ্চলৎপ্রেমলবাত্মকঃ ॥১২

অস্মচ্চেষ্টামুপহসন্ কচ্চিন্ন পুরযোষিতাম্।
সৌভাগ্যমানমধিকং করোতি ক্ষণসৌহৃদঃ ॥১৩
কচ্চিৎ স্মরতি নঃ কৃষ্ণো গীতানুগমনং কলম্।
অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি ॥১৪
অথবা কিং তদালাপৈরপরা ক্রিয়তাং কথা।
তস্যাস্মাভির্বিনা তেন বিনাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥১৫
পিতা মাতা তথা ভ্রাতা ভর্ত্তা বন্ধুজনশ্চ কিম্।
ন ত্যক্তস্তৎকৃতেঽস্মাভিরকৃতজ্ঞধ্বজো হি সঃ ॥১৬
তথাপি ক্বচিদালাপমিহাগমনসংশ্রয়ম্।
করোতি কৃষ্ণো বক্তব্যং ভবতাকৃষ্ণ নানৃতম্ ॥১৭
দামোদরোঽসৌ গোবিন্দঃ পুরস্ত্রীন্যস্তমানসঃ।
অপেতপ্রীতিরস্মাসু দুর্দ্দর্শঃ প্রতিভাতি নঃ ॥১৮

জানিতে পারিয়া রাজা মুচুকুন্দ তপস্যা করিবার জন্য নরনারায়ণের নিবাসস্থান গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন করিলেন।৫

কৃষ্ণও উক্ত উপায়ে শত্রুবিনাশ করত মথুরায় আগমন করত কালযবনের হস্তী, অশ্ব ও রথাদি দ্বারা সুশোভিত সৈন্যগণকে পরাস্ত করিয়া বশীভূত করিলেন।৬

অনন্তর ভগবান্ সেই সকল হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি দ্বারবতীতে আনয়ন করিয়া উগ্রসেনকে অর্পণ করিলেন। এইরূপে যদুকুল শত্রু দ্বারা অভিভবরূপ ভয় হইতে মুক্ত হইল।৭

হে মৈত্রেয়! বলভদ্রও অখিল যুদ্ধ প্রশান্ত হইয়াছে,—ইহা দেখিয়া জ্ঞাতি-সন্দর্শনে উৎকণ্ঠিতমানসে নন্দ-গোকুলে গমন করিলেন।৮

শত্রুজয়ী বলভদ্র গোকুলে আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রেম ও বহুমানের সহিত গোপ ও গোপীগণকে অভিবাদন করিলেন।৯

অনন্তর- কেহ কেহ বলভদ্রকে আলিঙ্গন করিল, বলভদ্রও তন্মধ্যে কাহাকে কাহাকেও আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনি কোন কোন গোপ বা গোপীজনের সহিত হাস্য করিতে লাগিলেন।১০

সেই গোপগণ বলভদ্রকে বহুবিধ প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল; কিন্তু অপর গোপীগণ প্রেমকুপিত হইয়া ঈর্ষ্যাযুক্ত বাক্যে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল।১১

কোন কোন গোপী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—চঞ্চল প্রেমের খণ্ডস্বরূপ সেই নগরবাসিনী রমণীবল্লভ কৃষ্ণ ত সুখে বাস করিতেছেন? ১২

কেহ বা বলিল,—ক্ষণসৌহৃদ (ক্ষণিক স্নেহকারী) কৃষ্ণ আমাদের উপহাসচ্ছলে পুরবাসিনী রমণীগণের কি সৌভাগ্য ও মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন না? ১৩

কেহ বা বলিল,—কৃষ্ণ কি আর আমাদের গীতানুযায়ী মনোহর-স্বরকে স্মরণ করেন? তিনি কি জননীকে দেখিবার জন্য আর একবার ব্রজে আসিবেন? ১৪

কোন কোন গোপী বলিল,—অথবা তাঁহার আলাপ করিয়া কি লাভ হইবে? অপর কোন বাক্যালাপ করা যাক্। আমাদের ছাড়িয়া তাঁহার যদি সময় কাটিয়া যায়, তবে তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের দিন কাটিয়া যাইবে।১৫

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা ও বন্ধুজনকে কি আমরা সেই কৃষ্ণের জন্য পরিত্যাগ করি নাই? কৃষ্ণ অকৃতজ্ঞগণের ধ্বজস্বরূপ।১৬

কেহ বা বলিল,—সে সকল কথায় এক্ষণে প্রয়োজন

পরাশর উবাচ।

আমন্ত্রিতঃ স কৃষ্ণেতি পুনর্দামোদরেতি চ।
জহসুঃ সুস্বরং গোপ্যো হরিণা হৃতচেতসঃ ॥১৯
সন্দেশৈঃ সামমধুরৈঃ প্রেমগর্ভৈরগর্ব্বিতৈঃ।
রামেণাশ্বাসিতা গোপ্যঃ কৃষ্ণস্যাতিমনোহরৈঃ ॥২০
গোপৈশ্চ পূর্ব্ববদ্ রামঃ পরিহাসমনোরমাঃ।
কথাশ্চকার রেমে চ সহ তৈর্ব্রজভূমিষু ॥২১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে চতুর্ব্বিংশঃ অধ্যায়ঃ

কি? হে কৃষ্ণরহিত বলরাম! আপনি সত্য করিয়া বলিবেন, কৃষ্ণ কি আর ব্রজে আগমনসম্বন্ধে কোন আলাপ করিয়া থাকেন? ১৭

সেই দামোদর গোবিন্দ নগরস্ত্রীর প্রতি মানস অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের প্রতি আর তাঁহার প্রীতি নাই। এইহেতু তাঁহার দর্শন আমাদের কপালে দুষ্কর, ইহা আমাদের প্রতীতি হইতেছে।১৮

পরাশর বলিলেন,—বলভদ্রকে অতঃপর একবার দামোদর ও একবার কৃষ্ণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া হরি কর্ত্তৃক হৃত-চিত্তা গোপীগণ সুস্বরে হাস্য করিতে লাগিল।১৯

অনন্তর সান্ত্বনামনোহর, গর্ব্বহীন, প্রেমপূর্ণ ও অতিমনোজ্ঞ কৃষ্ণের সংবাদ দ্বারা বলভদ্র সেই সকল গোপীগণকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।২০

বলরাম গোপীগণের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় পরিহাস-মনোহর নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন এবং তাহাদের সহিত ব্রজভূমিতে নানাবিধ লীলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।২১

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[বলভদ্রস্য ব্রজবিহারঃ, যমুনাকর্ষণঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

বনে বিচরতস্তস্য সহ গোপৈর্মহাত্মনঃ।
মানুষচ্ছদ্মরূপস্য শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥১
নিষ্পাদিতোরুকার্য্যস্য কার্য্যেণোর্ব্বীবিচারিণঃ।
উপভোগার্থমত্যর্থং বরুণঃ প্রাহ বারুণীম্ ॥২
অভীষ্টা সর্ব্বদা যস্য মদিরে ত্বং মহৌজসঃ।
অনন্তস্যোপভোগায় তস্য গচ্ছ মুদে শুভে ॥৩
ইত্যুক্তা বারুণী তেন সন্নিধানমথাকরোৎ।
বৃন্দাবনবনোৎপন্ন-কদম্বতরুকোটরে ॥৪
বিচরন্ বলদেবোঽপি মদিরাগন্ধমুত্তমম্।
আঘ্রায় মদিরাতর্ষমবাপাথ পুরাতনম্ ॥৫
ততঃ কদম্বাৎ সহসা মদ্যধারাং স লাঙ্গলী।
পতন্তীং বীক্ষ্য মৈত্রেয় প্রযযৌ পরমাং মুদম্ ॥৬

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

[বলভদ্রের ব্রজবিহার এবং যমুনাকর্ষণ।]

পরাশর বলিলেন,—ধরণীধর, মহৎ কার্য্যনিষ্পাদক, কার্য্যের নিমিত্ত পৃথিবীবিহারী ও মায়ামনুষ্যরূপী শেষাবতার মহাত্মা বলভদ্র বনে গোপগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার উপভোগের জন্য বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে) বলিলেন।১ ২

হে মদিরে! হে শুভে! যে মহাবলশালী মহাত্মার তুমি সর্ব্বদা অভিলাষের পাত্রী, সেই অনন্তদেবের আনন্দ

পপৌ চ গোপগোপীভিঃ সমবেতো মুদান্বিতঃ।
প্রগীয়মানো ললিতং গীতবাদ্যবিশারদৈঃ ॥৭

সমস্তোৎপন্ন-ঘর্ম্মান্তঃকণিকামৌক্তিকোজ্জ্বলঃ।
আগচ্ছ যমুনে স্নাতুমিচ্ছামীত্যাহ বিহ্বলঃ ॥৮

তস্য বাচং নদী সা চ মত্তোক্তামবমত্য বৈ।
নাজগাম ততঃ ক্রুদ্ধো হলং জগ্রাহ লাঙ্গলী ॥৯

গৃহীত্বা তাং তটে তেন চকর্ষ মদবিহ্বলঃ।
পাপে নায়াসি নায়াসি গম্যতামিচ্ছয়াত্মনঃ ॥১০

সাকৃষ্টা তেন সহসা মার্গং সন্ত্যজ্য নিম্নগা।
যত্রাস্তে বলভদ্রোঽসৌ প্লাবয়ামাস তদ্বনম্ ॥১১

শরীরিণী তথোৎপত্য ত্রাসবিহ্বললোচনা।
প্রসীদেত্যব্রবীদ্ রামং মুঞ্চ মাং মুষলায়ুধ ॥১২

সোঽব্রবীদবজানাসি মম শৌর্য্যবলে যদি।
সোঽহং ত্বাং হলপাতেন বিনেষ্যামি সহস্রধা ॥১৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তয়াতিসন্ত্রাসাৎ তয়া নদ্যা প্রসাদিতঃ।
ভূভাগে প্লাবিতে তস্মিন্ মুমোচ যমুনাং বলঃ ॥১৪

ততঃ স্নাতস্য বৈ কান্তিরাজগাম মহাত্মনঃ।
অবতংসোৎপলং চারু গৃহীত্বৈকঞ্চ কুণ্ডলম্ ॥১৫

বরুণপ্রহিতাং চাস্মৈ মালামম্লানপঙ্কজাম্।
সমুদ্রাভে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত ॥১৬

ও উপভোগার্থ তুমি গমন কর। বরুণ এই প্রকার বলিলে পর, বারুণী বৃন্দাবনোৎপন্ন কদম্ববৃক্ষের কোটরে সন্নিহিত হইলেন।৩-৪

বলভদ্রও বিচরণ করিতে করিতে উত্তম মদিরাগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া পুরাতন মদিরানুরাগ লাভ করিলেন।৫

হে মৈত্রেয়! তখন হলধর (বলভদ্র) সহসা কদম্ববৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্যধারা অবলোকন করিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।৬

হর্ষান্বিত বলভদ্র সুমধুর স্বরে গানকারী গীতবাদ্য-নিপুণ গোপ ও গোপীগণের সহিত একত্র হইয়া সেই মদিরা পান করিলেন।৭

সমস্ত শরীর হইতে উৎপন্ন ঘর্ম্মবিশিষ্ট বারিকণায় উজ্জ্বলগাত্র বলভদ্র মদিরাপানে বিহ্বল হইয়া বলিলেন,—হে যমুনে! তুমি এই স্থলে আগমন কর, আমি স্নান করিতে ইচ্ছা করিতেছি।৮

সেই সময় বলভদ্রের মত্ততাকালে কথিত বাক্যের অবমানপূর্ব্বক নদী যমুনা সেই স্থানে আগমন করিলেন না। তখন লাঙ্গলী (বলরাম) ক্রুদ্ধ হইয়া লাঙ্গল গ্রহণ করিলেন।৯

অনন্তর মদবিহ্বল বলভদ্র সেই লাঙ্গল দ্বারা যমুনাকে গ্রহণ করত তটের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—রে পাপে তুমি আসিবে না? আসিবে না? এক্ষণে নিজের ইচ্ছানুসারে গমন কর দেখি? ১০

সহসা বলভদ্র কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নদী যমুনা স্বকীয় গমনোপযোগী পথ পরিত্যাগ করত বলভদ্র যেখানে ছিলেন, সেই তট সহসা প্লাবিত করিয়া দিলেন।১১

নদী শরীরধারণপূর্ব্বক জল হইতে উত্থিত হইয়া ভয়-বিহ্বললোচনে রামকে বলিতে লাগিলেন,—হে হলায়ুধ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং আমাকে পরিত্যাগ করুন।১২

তখন বলভদ্র বলিলেন, আর যদি কখন আমার শৌর্য্য ও বলের প্রতি তুমি অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি এই হলাঘাত দ্বারা তোমাকে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিব।১৩

পরাশর বলিলেন,—বলভদ্র এই প্রকারে তিরস্কার করিলে পর, নদী অতিশয় ভয়ে সেই ভূমি প্লাবিত করিয়া বলভদ্রকে প্রসন্ন করিলেন; তখন তিনিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।১৪

অনন্তর তাঁহার স্নান সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মী সশরীরে প্রকটিত হইয়া মনোহর কর্ণভূষণ, পদ্মপুষ্প ও এক কুণ্ডল গ্রহণ করত মহাত্মা বলভদ্রের নিকট আগমন করিলেন এবং লক্ষ্মী তাঁহাকে বরুণপ্রেরিত অম্লানপঙ্কজ (যে

কৃতাবতংসঃ স তদা চারুকুণ্ডলভূষিতঃ।
নীলাম্বরধরঃ স্রগ্বী শুশুভে কান্তিসংযুতঃ ॥১৭
ইত্থং বিভূষিতো রেমে তত্র রামস্তথা ব্রজে।
মাসদ্বয়েন যাতশ্চ পুনঃ স দ্বারকাং পুরীম্ ॥১৮

রেবতীং নাম তনয়াং রৈবতস্য মহীপতেঃ।
উপযেমে বলস্তস্যাং জজ্ঞাতে নিশঠোল্মুকৌ ॥১৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে পঞ্চবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

পদ্মমালা কখনও শুকাইয়া যায় না, অথচ চিরকাল বিকশিত থাকে) মালা ও সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ দুইখানি বস্ত্র প্রদান করিলেন।১৫-১৬

তখন ঐ কর্ণভূষণ পুষ্পে শোভিত, চারুকুণ্ডলে ভূষিত, নীলবস্ত্রপরিহিত ও পুষ্পমাল্যধারী বলভদ্র কান্তিযুক্ত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।১৭

এই প্রকারে বিভূষিত হইয়া বলভদ্র ব্রজভূমিতে দুইমাসকাল নানাপ্রকার লীলা করিলেন ও পরে পুনর্ব্বার দ্বারকায় গমন করিলেন।১৮

বলভদ্র রৈবত রাজার কন্যা রেবতীকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে বলভদ্রের ঔরসে নিশঠ এবং উল্মুকনামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইল।১৯

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[রুক্মিণীহরণম্।]

পরাশর উবাচ।
ভীষ্মকঃ কুণ্ডিনে রাজা বিদর্ভবিষয়েঽভবৎ।
রুক্মী তস্যাভবৎ পুত্রো রুক্মিণী চ বরাঙ্গনা (ক) ॥১
রুক্মিণীং চকমে কৃষ্ণঃ সা চ তং চারুহাসিনী।
ন দদৌ যাচতে চৈনাং রুক্মী দ্বেষেণ চক্রিণে ॥২
দদৌ চ শিশুপালায় জরাসন্ধপ্রদেশিতঃ (খ)।
ভীষ্মকো রুক্মিণা সার্দ্ধং রুক্মিণীনুরুবিক্রমঃ ॥৩

বিবাহার্থং ততঃ সর্ব্বে জরাসন্ধমুখা নৃপাঃ
ভীষ্মকস্য পুরং জগ্মুঃ শিশুপালপ্রিয়ৈষিণঃ ॥৪
কৃষ্ণোঽপি বলভদ্রাদ্যৈর্যাদবৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ।
প্রযযৌ কুণ্ডিনং দ্রষ্টুং বিবাহঞ্চৈব ভূভৃতঃ (ক) ॥৫
শ্বোভাবিনি বিবাহে তু তাং কন্যাং হৃতবান্ হরিঃ।
বিপক্ষভারমাসজ্য রামাদ্যেম্বথ বন্ধুষু ॥৬

ষড়্বিংশ অধ্যায়

[রুক্মিণী হরণ]

পরাশর বলিলেন,—বিদর্ভদেশের মধ্যে কুণ্ডিন নামক রাজ্যে ভীষ্মক নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রুক্মী নামে এক পুত্র ও রুক্মিণী নামে এক সুন্দরী কন্যা জন্মে।১

পাঠান্তর :—(ক) —বরাননা। (খ)—জরাসন্ধপ্রচোদিতঃ।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে এবং চারুহাসিনী রুক্মিণী কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হইয়া তাঁহাকে কামনা করেন। এই কারণে কৃষ্ণ রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিলেও রুক্মী কৃষ্ণদ্বেষবশতঃ তাঁহার হস্তে রুক্মিণীকে প্রদান করিলেন না।২

মহাপরাক্রমী রাজা ভীষ্মকও জরাসন্ধের পরামর্শ

পাঠান্তর :—(ক) —র্বহুভিঃ পরিবারিতঃ
—বিবাহং চৈদ্যভূভৃতঃ ॥

ততশ্চ পৌণ্ড্রকঃ শ্রীমান্ দন্তবক্রো বিদূরথঃ।
শিশুপাল-জরাসন্ধ-শাল্বাদ্যাশ্চ মহীভৃতঃ ॥৭
কুপিতাস্তে হরিং হন্তুং চক্রুরুদ্যোগমুত্তমম্।
নির্জ্জিতাশ্চ সমাগম্য রামাদ্যৈর্যদুপুঙ্গবৈঃ ॥৮
কুণ্ডিনং ন প্রবেক্ষ্যামি অহত্বা যুধি কেশবম্।
কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং রুক্মী চ হন্তুং কৃষ্ণমভিদ্রুতঃ ॥৯
হত্বা বলং সনাগাশ্ব-পত্তি-স্যন্দনসঙ্কুলম্।
নির্জ্জিতঃ পাতিতশ্চোর্ব্ব্যাং লীলয়ৈব স চক্রিণা ॥১০
হন্তুং কৃতমতিঃ কৃষ্ণো রুক্মিণং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
প্রণম্য যাচিতো ব্রহ্মন্ রুক্মিণ্যা ভগবান্ হরিঃ* ॥১১
এক এব মম ভ্রাতা ন হন্তব্যস্ত্বয়াধুনা।
কোপং নিয়ম্য দেবেশ ভ্রাতৃভিক্ষা প্রদীয়তাম্ ॥১২
ইত্যুক্তেন পরিত্যক্তঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
রুক্মী ভোজকটং নাম পুরং কৃত্বাবসৎ তদা ॥১৩
নির্জ্জিত্য রুক্মিণং সম্যগুপযেমে স রুক্মিণীম্।
রাক্ষসেন বিবাহেন সম্প্রাপ্তাং মধুসূদনঃ ॥১৪
তস্যাং জজ্ঞেঽথ প্রদ্যুম্নো মদনাংশঃ স বীর্য্যবান্।
জহার শম্বরো যং বৈ যো জঘান চ শম্বরম্ ॥১৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ষড়্বিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

অনুসারে রুক্মীর সহিত একবাক্য হইয়া শিশুপালকে রুক্মিণী প্রদান করিবেন,—ইহা অঙ্গীকার করিলেন ।৩

অনন্তর শিশুপালের হিতৈষী জরাসন্ধপ্রমুখ নৃপতিগণ বিবাহার্থে ভীষ্মকের পুরীতে গমন করিলেন ।৪

কৃষ্ণও বলভদ্রপ্রমুখ বহু যাদবগণে বেষ্টিত হইয়া বিবাহ দর্শন করিবার জন্য রাজা ভীষ্মকের কুণ্ডিননগরে গমন করিলেন ।৫

অনন্তর বিবাহের একদিন পূর্ব্বেই হরি রামাদি বন্ধুবর্গের উপর বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধাদির ভার অর্পণপূর্ব্বক সেই কন্যাকে হরণ করিলেন ।৬

অনন্তর পৌণ্ড্রক, দন্তবক্র, বিদূরথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ ও শাল্ব প্রভৃতি মহীপালগণ কুপিত হইয়া হরিকে বিনাশ করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিলেন; কিন্তু যুদ্ধার্থে আগমন করিয়া তাঁহারা সকলেই বলভদ্র প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক পরাজিত হইলেন ।৭-৮

অনন্তর "যুদ্ধে কেশবকে বধ না করিয়া আমি আর কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করিব না"—এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া রুক্মী কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল ।৯

কিন্তু চক্রী (কৃষ্ণ) হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথপরিপূর্ণ তাহার সকল সৈন্যকে হনন করিয়া অবলীলাক্রমে রুক্মীকে জয় করত ভূতলে পাতিত করিলেন ।১০

হে ব্রহ্মন্! অনন্তর যখন ভগবান্ হরি যুদ্ধদুর্ম্মদ রুক্মীকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন রুক্মিণী প্রণামপূর্ব্বক হরির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, "হে দেবেশ! আমার একটী মাত্রই ভ্রাতা; অতএব আপনি আমার এই ভ্রাতাকে বধ করিবেন না। আপনি কোপবেগ রুদ্ধ করিয়া আমাকে ভ্রাতৃভিক্ষা প্রদান করুন" ।১১-১২

অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের নিকট রুক্মিণী এই প্রকার প্রার্থনা করিলে, তিনি রুক্মীকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন রুক্মী প্রতিজ্ঞা সফল না হওয়ায় আর কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ না করিয়া ভোজকটনামে এক নগর নির্ম্মাণ করত সেইখানে বাস করিতে লাগিল। মধুসূদনও রুক্মীকে পরাজয় করিয়া রাক্ষসবিবাহ অনুসারে প্রাপ্ত রুক্মিণীকে সম্যক্ বিধি অনুসারে বিবাহ করিলেন। সেই রুক্মিণীর গর্ভে কামদেবের অংশে উৎপন্ন বীর্য্যবান্ প্রদ্যুম্ন জন্মগ্রহণ করেন; যাঁহাকে শম্বরাসুর জন্মকালেই হরণ করে এবং যিনি কালক্রমে ঐ শম্বরকে বধ করেন ।১৩-১৫

* কোন কোন গ্রন্থে (বঙ্গদেশের বাহিরে প্রকাশিত) ১১ শ্লোক হইতে ১৩ শ্লোক পর্য্যন্ত তিনটি শ্লোক দেখা যায় না।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[প্রদ্যুম্নহরণম্, শম্বরবধশ্চ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

শম্বরেণ হৃতো বীরঃ প্রদ্যুম্নঃ স কথং মুনে ।
শম্বরশ্চ মহাবীর্য্যঃ প্রদ্যুম্নেন কথং হতঃ* ॥১

পরাশর উবাচ ।

ষষ্ঠেঽহ্নি জাতমাত্রন্তু প্রদ্যুম্নং সূতিকাগৃহাৎ ।
মমৈষ হন্তেতি মুনে হৃতবান্ কালশম্বরঃ ॥২
হৃত্বা চিক্ষেপ চৈবৈনং গ্রাহোগ্রে লবণার্ণবে ।
কল্লোলজনিতাবর্ত্তে সুঘোরে মকরালয়ে ॥৩
পতিতং তত্র চৈবৈকো মৎস্যো জগ্রাহ বালকম্ ।
ন মমার চ তস্যাপি জঠরেঽনলদীপিতঃ ॥৪
মৎস্যবন্ধৈশ্চ মৎস্যোঽসৌ মৎস্যৈরন্যৈঃ সহ দ্বিজ ।
ঘাতিতোঽসুরবর্য্যায় শম্বরায় নিবেদিতঃ ॥৫
তস্য মায়াবতী নাম পত্নী সর্ব্বগৃহেশ্বরী ।
কারয়ামাস সূদানামাধিপত্যমনিন্দিতা ॥৬
দারিতে মৎস্যজঠরে সা দদর্শাতিশোভনম্ ।
কুমারং মন্মথতরোর্দগ্ধস্য প্রথমাঙ্কুরম্ ॥৭
কোঽয়ং কথময়ং মৎস্যজঠরং সমুপাগতঃ (ক) ।
ইত্যেবং কৌতুকাবিষ্টাং তাং তন্বীং প্রাহ নারদঃ ॥৮
অয়ং সমস্তজগতঃ স্থিতিসংহারকারিণঃ ।
শম্বরেণ হৃতঃ কৃষ্ণ-তনয়ঃ সূতিকাগৃহাৎ ॥৯
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্যেন নিগীর্ণস্তে বশং গতঃ (খ) ।
নররত্নমিদং সুভ্রু বিস্রব্ধা পরিপালয় ॥১০

পরাশর উবাচ ।

নারদেনৈবমুক্তা সা পালয়ামাস তং শিশুম্ ।
বাল্যাদেবাতিরাগেণ রূপাতিশয়মোহিতা ॥১১

সপ্তবিংশ অধ্যায়

[প্রদ্যুম্নহরণ ও শম্বর বধ ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে মুনে ! শম্বরাসুর বীর প্রদ্যুম্নকে কেন হরণ করিয়াছিল, আর প্রদ্যুম্ন মহাশক্তিশালী শম্বরাসুরকে কি প্রকারে বিনাশ করিয়াছিলেন ? ১

পরাশর বলিলেন,—হে মুনে ! প্রদ্যুম্ন জন্মিলে পর ষষ্ঠদিনে কালতুল্য বিকরাল শম্বর "এই বালক আমার হন্তা" ইহা জানিতে পারিয়া সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করিল ।২

উহাকে হরণ করিয়া শম্বরাসুর বালক প্রদ্যুম্নকে লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। কুম্ভীরাদিতে ভয়ঙ্কর ঐ লবণসমুদ্র বিশাল তরঙ্গমালা হইতে উৎপন্ন আবর্ত্তে (ঘূর্ণীতে) পরিপূর্ণ ছিল এবং উহাতে অতি ভয়ঙ্কর মকরগণ বাস করিত ।৩

সমুদ্রপতিত সেই বালককে একটী মৎস্য গ্রহণপূর্ব্বক গিলিয়া ফেলিল। (কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়) সেই মৎস্যের জঠরাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়াও প্রদ্যুম্ন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন না ।৪

হে দ্বিজ ! মৎস্যজীবিগণ একদিন অন্যান্য মৎস্যগণের সহিত সেই মৎস্যটিকে ধরিয়া বিনাশ করত অসুরশ্রেষ্ঠ শম্বরকে প্রদান করিল ।৫

মায়াবতী নাম্নী কোন একটী কামিনী শম্বরাসুরের পত্নীচ্ছলে গৃহে গৃহকর্ত্রীরূপে অবস্থান করিতেন। (কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাহার পত্নী ছিলেন না।) ঐ সুলক্ষণা মায়াবতী শম্বরগৃহে সকল পাচকদিগের আধিপত্য করিতেন ।৬

তারপর সেই মৎস্যের জঠর ছেদন করিলে সেই মায়াবতী দেখিলেন, তাহাতে অতি সুন্দরাকৃতি

---

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ১ শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—

"যত্তেনাপহৃতঃ পূর্ব্বং স কথং বিজঘান তম্ ।
এতদ্বিস্তরতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি সকলং গুরো" ॥

পাঠান্তর :—(ক)—প্রবিবেশিঃ
(খ)—গৃহং গতঃ ।

স যদা যৌবনাভোগ-ভূষিতোঽভূন্মহামতে।
সাভিলাষা তদা সাতি বভূব গজগামিনী ॥১২
মায়াবতী দদৌ তস্মৈ মায়াঃ সর্ব্বা মহামুনে।
প্রদ্যুম্নায়াতিরাগান্ধা তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা ॥১৩
প্রসজ্জন্তীন্তু তামাহ স কার্ষ্ণিঃ কমলেক্ষণাম্।
মাতৃভাবমপাহায় কিমেবং বর্ত্তসেঽন্যথা ॥১৪
সা চাস্মৈ কথয়ামাস ন পুত্রস্ত্বং মমেতি বৈ।
তনয়ং ত্বাময়ং বিষ্ণোর্হৃতবান্ কালশম্বরঃ ॥১৫
ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে মৎস্যস্য সম্প্রাপ্তো জঠরান্ময়া।
সা তু রোদিতি তে মাতা কান্তাদ্যাপ্যতিবৎসলা ॥১৬

পরাশর উবাচ

ইত্যুক্তঃ শম্বরং যুদ্ধে প্রদ্যুম্নঃ স সমাহ্বয়ৎ।
ক্রোধাকুলীকৃতমনা যুযুধে চ মহাবলঃ ॥১৭
হত্বা সৈন্যমশেষন্তু তস্য দৈত্যস্য মাধবিঃ।
সপ্ত মায়া ব্যতিক্রম্য মায়াং প্রযুযুজেঽষ্টমীম্ ॥১৮
তয়া জঘান তং দৈত্যং মায়য়া কালশম্বরম্।
উৎপত্য চ তয়া সার্দ্ধমাজগাম পিতুর্গৃহম্ ॥১৯
অন্তঃপুরে নিপতিতং মায়াবত্যা সমন্বিতম্।
তং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণসংকল্পা বভূবুঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ॥২০

দগ্ধীভূত কামতরুর প্রথমাঙ্কুরসদৃশ একটি কুমার বিরাজ করিতেছেন।৭

কে এই বালক এবং কেমন করিয়াই বা মৎস্যের জঠরে প্রবেশ করিল?—এই প্রকার কৌতুকাবিষ্টা কৃশাঙ্গী মায়াবতীর নিকট নারদ উপস্থিত হইয়া বলিলেন।৮

এই বালকটি সমস্ত জগতের স্থিতি ও সংহারকারী কৃষ্ণের পুত্র। ইঁহাকে শম্বরাসুর সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করে।৯

হৃত হইয়া সমুদ্রমধ্যে উনি নিক্ষিপ্ত হন এবং এক মৎস্য ইঁহাকে গিলিয়া ফেলিলে, ইনি সেই মৎস্যের জঠরে অবস্থিতি করেন। এক্ষণে ইনি তোমার অধীন হইলেন। হে সুভ্রু! তুমি বিশ্বাসের সহিত এই নরোত্তম বালকটিকে পরিপালন কর।১০

পরাশর বলিলেন,—নারদ এই প্রকার বলিলে, বালকের রূপ দর্শনে অত্যন্ত মোহিতা মায়াবতী অনুরাগ সহকারে ঐ বালকটিকে পালন করিতে লাগিলেন।১১

হে মহামতে! যখন প্রদ্যুম্ন যৌবনসমাগম দ্বারা ভূষিত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই গজগামিনী মায়াবতীও তাঁহার প্রতি বাসনাপূর্ণ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।১২

হে মহামুনে! তখন প্রদ্যুম্নের প্রতি নিজ নয়ন ও হৃদয় অর্পিত করিয়া মায়াবতী অতি অনুরাগে অন্ধ হওত তাঁহাকে নিজের সর্ব্বপ্রকার মায়া-বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন।১৩

অনন্তর কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন কমলনয়না মায়াবতীকে কামসজ্জায় সজ্জিতা দেখিয়া বলিলেন,—তুমি মাতৃভাব পরিত্যাগ করিয়া অন্যপ্রকার ভাবের আশ্রয় কেন গ্রহণ করিতেছ? ১৪

তখন মায়াবতী তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি আমার পুত্র নহ; তুমি কৃষ্ণের তনয়; কাল-শম্বর তোমাকে হরণ করিয়াছিল। সে তোমায় সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে। তারপর আমি তোমাকে মৎস্যের জঠর হইতে পাইয়াছি। হে কান্ত! তোমার অতিশয় পুত্রবৎসলা জননী অদ্যাপি রোদন করিতেছেন।১৫-১৬

পরাশর বলিলেন,—মায়াবতী এই প্রকার বলিলে, মহাবল প্রদ্যুম্ন অতিশয় ক্রোধে বিহ্বল হইয়া শম্বরকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১৭

অনন্তর মাধবের পুত্র প্রদ্যুম্ন যুদ্ধে শম্বরাসুরের সমস্ত সৈন্য বিনাশপূর্ব্বক দৈত্যকৃত সপ্তমী মায়া অতিক্রম করিয়া নিজের অষ্টমী মায়ার প্রয়োগ করিলেন।১৮

প্রদ্যুম্ন সেই অষ্টমমায়াপ্রভাবে কালশম্বর দৈত্যকে হননপূর্ব্বক মায়াবতীর সহিত গগনমার্গে আরোহণ করত পিতৃগৃহে আগমন করিলেন।১৯

রুক্মিণী চাবদৎ প্রেম্ণা সাশ্রুদৃষ্টিরনিন্দিতা।
ধন্যায়াঃ খল্বয়ং পুত্রো বর্ত্ততে নবযৌবনে ॥২১
অস্মিন্ বয়সি পুত্রো মে প্রদ্যুম্নো যদি জীবতি।
সভাগ্যা জননী বৎস ত্বয়া কাপি বিভূষিতা ॥২২
অথবা যাদৃশঃ স্নেহো মম যাদৃগ্ বপুস্তব।
হরেরপত্যং সুব্যক্তং ভবান্ বৎস ভবিষ্যতি ॥২৩

পরাশর উবাচ

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ সহ কৃষ্ণেন নারদঃ।
অন্তঃপুরচরীং দেবীং রুক্মিণীং প্রাহ হর্ষয়ন্ ॥২৪
এষ তে তনয়ঃ সুভ্রু হত্বা শম্বরমাগতঃ।
হৃতো যেনাভবদ্ বালো ভবত্যাঃ সূতিকাগৃহাৎ ॥২৫
ইয়ং মায়াবতী ভার্য্যা তনয়স্যাস্য তে সতী।
শম্বরস্য ন ভার্য্যেয়ং শ্রূয়তামত্র কারণম্ ॥২৬
মন্মথে তু গতে নাশং তদুদ্ভবপরায়ণা।
শম্বরং মোহয়ামাস মায়ারূপেণ রূপিণী ॥২৭
ব্যবায়াদ্যুপভোগেষু (ক) রূপং মায়াময়ং শুভম্।
দর্শয়ামাস দৈত্যস্য তস্যেয়ং মদিরেক্ষণা ॥২৮
কামোঽবতীর্ণঃ পুত্রস্তে তস্যেয়ং দয়িতা রতিঃ।
বিশঙ্কা নাত্র কর্ত্তব্যা স্নুষেয়ং তব শোভনা ॥২৯
ততো হর্ষসমাবিষ্টা রুক্মিণী কেশবস্তথা।
নগরী চ সমস্তা সা সাধু সাধ্বিত্যভাষত ॥৩০
চিরং নষ্টেন পুত্রেণ সংযুক্তাং প্রেক্ষ্য রুক্মিণীম্।
অবাপ বিস্ময়ং সর্ব্বো দ্বারবত্যাং জনস্তদা ॥৩১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে সপ্তবিংশঃ অধ্যায়ঃ

তারপর মায়াবতীর সহিত অন্তঃপুর-মধ্যে নিপতিত প্রদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণস্ত্রীগণ তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।২০

কিন্তু অনিন্দিতা রুক্মিণী প্রেমবশে অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করিতে করিতে স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন,—আহা! কোন্ ধন্যা স্ত্রীর এই পুত্রটি নবযৌবনে স্থিতি করিতেছে? ২১

আমার প্রদ্যুম্ন যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে তাহারও এই প্রকারই বয়স হইত! হে বৎস! কোন্ ভাগ্যশালিনী জননীকে তুমি জন্মগ্রহণ দ্বারা ভূষিত করিয়াছ? অথবা হে বৎস! আমার স্নেহ ও তোমার যেরূপ দেহ তাহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমি কৃষ্ণেরই পুত্র হইবে।২২-২৩

পরাশর বলিলেন,—এই সময়ে কৃষ্ণের সহিত নারদ উপস্থিত হইয়া অন্তঃপুরচারিণী দেবী রুক্মিণীকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন।২৪

হে সুভ্রু! শম্বরাসুরকে সংহার করিয়া তোমার পুত্র প্রদ্যুম্ন উপস্থিত হইয়াছেন। শম্বরাসুর ইঁহাকে বাল্যাবস্থায় সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়াছিল।২৫

ইঁহার সহিত যে রমণীকে দেখিতেছ, ইনি তোমার তনয়ের সতী ভার্য্যা। ইনি শম্বরের ভার্য্যা নহেন,—ইহার কারণ শ্রবণ কর।২৬

পূর্ব্বে কাম দগ্ধ হইলে পর, পুনর্ব্বার তাঁহার জন্মকাল প্রতীক্ষায় সুন্দরী রতি মায়ারূপে শম্বরাসুরকে মোহিত করিয়া রাখেন।২৭

নিন্দিত উপভোগাদিতে এই মদিরেক্ষণা (মত্তনয়না) রতি শম্বরাসুরকে সুন্দর মায়াময় রূপ প্রদর্শিত করিতেন।২৮

হে দেবি! কামই এই তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ এবং এই মায়াবতী তাঁহার দয়িতা রতি, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না,—এই সুন্দরী তোমার পুত্রবধূ।২৯

অনন্তর রুক্মিণী, কেশব ও সমস্ত নগরবাসীই অত্যন্ত হর্ষভরে "সাধু সাধু" বলিতে লাগিলেন।৩০

বহুকাল হইতে অপহৃত পুত্রের সহিত রুক্মিণীকে পুনর্ব্বার মিলিতা দেখিয়া দ্বারকাস্থিত সকললোকই বিস্ময়ান্বিত হইল।৩১

পাঠান্তর:—(ক) বিহারাদ্যুপভোগেষু—।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[রুক্মি-বধঃ]

পরাশর উবাচ।

চারুদেষ্ণং সুদেষ্ণঞ্চ চারুদেবঞ্চ বীর্য্যবান্।
সুষেণং চারুগুপ্তঞ্চ ভদ্রচারুং তথাপরম্ ॥১
চারুবিন্দং সুচারুঞ্চ চারুঞ্চ বলিনাং বরম্।
রুক্মিণ্যজনয়ৎ পুত্রান্ কন্যাং চারুমতীং তথা ॥২
অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।
কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা ॥৩
দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী।
মদ্ররাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা ॥৪
সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী।
ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ ॥৫

প্রদ্যুম্নোঽপি মহাবীর্য্যো রুক্মিণস্তনয়াং শুভাম্।
স্বয়ংবরস্থাং জগ্রাহ (ক) সা চ তং তনয়ং হরেঃ ॥৬

যস্যামস্যাভবৎ পুত্রো মহাবলপরাক্রমঃ।
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো বীর্য্যোদধিররিন্দমঃ ॥৭

তস্যাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং বরয়ামাস কেশবঃ।
দৌহিত্রায় দদৌ রুক্মী তাং স্পর্দ্ধন্নপি শৌরিণা ॥৮

তস্যা বিবাহে রামাদ্যা যাদবা হরিণা সহ।
রুক্মিণো নগরং জগ্মুর্নাম্না ভোজকটং দ্বিজ ॥৯

বিবাহে তত্র নির্বৃত্তে প্রাদ্যুম্নেঃ সুমহাত্মনঃ।
কলিঙ্গরাজপ্রমুখা রুক্মিণং বাক্যমব্রুবন্ ॥১০

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

[রুক্মি-বধ]

পরাশর বলিলেন,- রুক্মিণী চারুমতী নাম্নী এক কন্যা এবং (প্রদ্যুম্ন ভিন্ন আরও) চারুদেষ্ণ, চারুদেহ, সুষেণ, চারুগুপ্ত, ভদ্রচারু, চারুবিন্দ, সুচারু ও চারু নামে নয়টী পুত্র প্রসব করেন। ইঁহারা সকলেই বীর্য্যবান্ ও বলবান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।১-২

প্রদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। রুক্মিণী ভিন্ন আরও সাতটি সুন্দরী স্ত্রী কৃষ্ণের পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের নাম কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নগ্নজিতের কন্যা সত্যা, জাম্ববানের কন্যা কামরূপিণী রোহিণী দেবী, মদ্ররাজসুতা সুচরিত্রভূষিতা সুশীলা, সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা এবং চারুহাসিনী লক্ষ্মণা। ইঁহারা ব্যতীত চক্রধারী কৃষ্ণের আরও ষোড়শ সহস্র পত্নী ছিলেন।৩-৫

মহাশক্তিশালী প্রদ্যুম্ন রুক্মীরাজার স্বয়ংবরস্থা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন, এ কন্যাও তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন।৬

ইঁহার গর্ভে প্রদ্যুম্নের এক মহাবলপরাক্রম পুত্র হয়। তাঁহার নাম অনিরুদ্ধ। তিনি বলসাগর (অগাধ শক্তিমান্) এবং যুদ্ধে ক্রুদ্ধাবস্থায় অরিগণকে দমন করিতেন। কেশব রুক্মীর পৌত্রীর সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে রুক্মী কৃষ্ণের প্রতি স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াও দৌহিত্রকে নিজের পৌত্রী প্রদান করিলেন।৭-৮

হে দ্বিজ! সেই কন্যার বিবাহোপলক্ষে বলরামআদি যাদবগণ হরির সহিত ভোজকট নামে রুক্মীর রাজধানীতে গমন করিলেন।৯

অনন্তর সুমহাত্মা প্রদ্যুম্নপুত্রের বিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেলে, কলিঙ্গরাজ প্রভৃতি রাজারা রুক্মীকে বলিলেন।১০

পাঠান্তর :—(ক) স্বয়ংবরে তাং জগ্রাহ—।

অনক্ষজ্ঞো হলী দ্যূতে তথাস্য ব্যসনং মহৎ।
ন জয়ামো বলং কস্মাদ্ দ্যূতেনৈনং মহাদ্যুতে ॥১১

পরাশর উবাচ।

তথেতি তানাহ নৃপান্ রুক্মী বলসমন্বিতঃ।
সভায়াং সহ রামেণ চক্রে দ্যূতঞ্চ বৈ তদা ॥১২

সহস্রমেকং নিষ্কাণাং রুক্মিণা বিজিতো বলঃ।
দ্বিতীয়েঽপি পণে চান্যৎসহস্রং রুক্মিণা জিতম্ ॥১৩

ততো দশসহস্রাণি নিষ্কাণাং পণমাদদে।
বলভদ্রোঽজয়ত্তানি রুক্মী দ্যূতবিদাং বরঃ ॥১৪

ততো জহাস স্বনবৎ কলিঙ্গাধিপতির্দ্বিজ।
দন্তান্ বিদর্শয়ন্ মূঢ়ো রুক্মী চাহ মদোদ্ধতঃ ॥১৫

অবিজ্ঞোঽয়ং ময়া দ্যূতে বলদেবঃ পরাজিতঃ।
মুধৈবাক্ষাবলেপান্ধো যঃ স্বং মেনেঽক্ষকোবিদম্ ॥১৬

দৃষ্ট্বা কলিঙ্গরাজং তং প্রকাশদশনাননম্।
রুক্মিণঞ্চাপি দুর্ব্বাক্যং কোপং চক্রে হলায়ুধঃ ॥১৭

ততঃ কোপপরীতাত্মা নিষ্ককোটিং হলায়ুধঃ।
গ্লহং জগ্রাহ রুক্মী চ তদর্থেঽক্ষানপাতয়ৎ ॥১৮

অজয়দ্ বলদেবস্তং প্রাহোচ্চৈস্তং জিতং ময়া।
ময়েতি রুক্মী প্রাহোচ্চৈরলীকোক্তেরলং বল ॥১৯

ত্বয়োক্তোঽয়ং গ্লহঃ সত্যং ন ময়ৈষোঽনুমোদিতঃ।
এবং ত্বয়া চেদ্ বিজিতং ময়া ন বিজিতং কথম্ ॥২০

অথান্তরিক্ষে বাগুচ্চৈঃ প্রাহ গম্ভীরনাদিনী।
বলদেবস্য তৎকোপং বর্দ্ধয়ন্তী মহাত্মনঃ ॥২১

জিতং বলেন ধর্ম্মেণ রুক্মিণো ভাষিতং মৃষা।
অনুক্ত্বাপি বচঃ কিঞ্চিৎ কৃতং ভবতি কর্ম্মণা ॥২২

ততো বলঃ সমুত্থায় কোপসংরক্তলোচনঃ।
জঘানাষ্টাপদেনৈব রুক্মিণং সুমহাবলঃ ॥২৩

এই হলধর দ্যূতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ, অথচ দ্যূত ক্রীড়ায় ইহার অত্যধিক আসক্তি আছে; অতএব হে মহা-তেজস্বিন্! আমরা দ্যূতক্রীড়া দ্বারা বলভদ্রকে কেনই বা জয় করিতেছি না? ১১

পরাশর বলিলেন,—বলবান্ রাজা রুক্মী নৃপতিগণকে "তাহাই হউক" এই কথা বলিলেন এবং সেই কালেই সভাস্থলে বলভদ্রের সহিত দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।১২

রুক্মী প্রথমবারেই চারি সহস্র সুবর্ণ পণ দ্বারা বলভদ্রকে পরাজিত করত দ্বিতীয়বারেও চারিসহস্র সুবর্ণ জয় করিয়া লইলেন।১৩

অনন্তর বলভদ্র তৃতীয়বারে চত্বারিংশৎ সহস্র সুবর্ণের পণ করিলেন; কিন্তু দ্যূতবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ রুক্মী তৎসমুদয় জয় করিয়া লইলেন।১৪

হে দ্বিজ! তখন কলিঙ্গাধিপতি দন্তসকল প্রদর্শন করত অর্থাৎ দাঁত বাহির করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন এবং মদোন্মত্ত রুক্মী বলিলেন।১৫

দ্যূতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ বলদেবকে আমি পরাজয় করিলাম, এই বলভদ্র বৃথা অক্ষগর্ব্বে অন্ধ হইয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়ায় (পাশাখেলায়) পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন।১৬

অনন্তর কলিঙ্গদেশাধিপতিকে দন্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিতে এবং রুক্মীকে দুর্ব্বাক্য বলিতে দেখিয়া বলভদ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।১৭

তৎপরে কুপিত বলদেব চারি কোটী সুবর্ণ পণ গ্রহণ করিলেন। তখন রুক্মীও সেই বাজী (পণ) জয়ের প্রত্যাশায় অক্ষপাত করিলেন।১৮

কিন্তু এবার বলভদ্র রুক্মীকে পরাজয় করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন যে, আমি জিতিয়াছি। সেইকালে রুক্মী বলিলেন,—হে বলদেব! "আমি জিতিয়াছি" এরূপ বৃথা মিথ্যা কথা আপনি কহিবেন না।১৯

আপনি এই পণের কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি ত ইহাতে অনুমোদন করি নাই; এইরূপ স্থলে যদি আপনার জয় হইল, তবে আমারই বা জয় কেন হইল না? ২০

এই সময়ে আকাশে গম্ভীরনাদিনী বাণী মহাত্মা

কলিঙ্গ রাজঞ্চাদায় বিস্ফুরন্তং বলাদ্‌বলঃ।
বভঞ্জ দন্তান্‌ কুপিতো যৈঃ প্রকাশং জহাস সঃ ॥২৪
আকৃষ্য চ মহাস্তম্ভং জাতরূপময়ং বলঃ।
জঘান যেঽন্যে তৎপক্ষা ভূভৃতঃ কুপিতো বলাৎ (ক)॥২৫
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং পলায়নপরং দ্বিজ।
তদ্রাজমণ্ডলং ভীতং বভূব কুপিতে বলে ॥২৬

বলেন নিহতং শ্রুত্বা রুক্মিণং মধুসূদনঃ।
নোবাচ কিঞ্চিন্মৈত্রেয় রুক্মিণী-বলয়োর্ভয়াৎ ॥২৭
ততোঽনিরুদ্ধমাদায় কৃতোদ্বাহং দ্বিজোত্তম।
দ্বারকামাজগামাথ যদুচক্রং সকেশবম্‌ (খ) ॥২৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে অষ্টাবিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বলভদ্রের কোপের বৃদ্ধি করত বলিলেন যে, "বলদেবই ধর্ম্মের সহিত জয় করিয়াছেন; রুক্মীর বাক্য মিথ্যা; কারণ, অনুমোদনবাক্য না বলিলেও যদি (অক্ষপাতাদি) কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার (পণ) স্বীকারই করা হয়" ।২১-২২

অনন্তর সুমহাবল বলরাম কোপে চক্ষু রক্তবর্ণ করত উত্থিত হইয়া অষ্টাপদ (অক্ষদ্যূতফলক) দ্বারা আঘাত-পূর্ব্বক রুক্মীকে বধ করিলেন ।২৩

তৎপরে বলদেব বলদ্বারা দীপ্যমান কলিঙ্গাধিপতিকে গ্রহণ করত অতি কোপে তাঁহার দন্তসকল ভাঙ্গিয়া দিলেন; কলিঙ্গাধিপতি সেই সকল দন্ত দেখাইয়া বড়ই হাস্য করিয়াছিল ।২৪

সেইসময় কুপিত বলদেব সবলে সুবর্ণময় স্তম্ভ আকর্ষণ করিয়া বৈরিপক্ষীয় অন্যান্য রাজগণকে বধ করিলেন ।২৫

হে দ্বিজ! বলভদ্রকে এইরূপ কুপিত দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে লাগিল এবং সমাগত রাজগণ ভীত হইলেন ।২৬

হে মৈত্রেয়! বলভদ্র রুক্মীকে নিহত করিয়াছেন শুনিয়াও মধুসূদন রুক্মিণীর এবং বলভদ্রের ভয়ে কিছুই বলিলেন না ২৭

তারপর কৃতবিবাহ অনিরুদ্ধকে সঙ্গে করিয়া কেশবের সহিত সমস্ত যদুমণ্ডলী দ্বারকায় আগমন করিলেন ।২৮

পাঠান্তর :—(ক) জঘান তান্‌ যে তৎপক্ষে ভূভৃতঃ কুপিতো ভৃশম্‌। (খ)—যদুচক্রঞ্চ কেশবঃ

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[নরকাসুরবধঃ]

পরাশর উবাচ।

দ্বারবত্যাং ততঃ শৌরিং (ক) শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
আজগামাথ মৈত্রেয় মত্তৈরাবতপৃষ্ঠগঃ ॥১
প্রবিশ্য দ্বারকাং সোঽথ সমেত্য হরিণা ততঃ।
কথয়ামাস দৈত্যস্য নরকস্য বিচেষ্টিতম্ ॥২
ত্বয়া নাথেন দেবানাং মনুষ্যত্বেঽপি তিষ্ঠতা।
প্রশমং সর্ব্বদুঃখানি নীতানি মধুসূদন ॥৩
তপস্বি-জননাশায় সোঽরিষ্টো ধেনুকস্তথা।
চাণূরো মুষ্টিকঃ কেশী তে সর্ব্বে নিহতাস্ত্বয়া ॥৪
কংসঃ কুবলয়াপীড়ঃ পূতনা বালঘাতিনী।
নাশং নীতাস্ত্বয়া সর্ব্বে যেঽন্যে জগদুপদ্রবা ॥৫
যুষ্মদ্দোর্দ্দণ্ড-সদ্বুদ্ধি (খ) পরিত্রাতে জগত্রয়ে।
যজ্বিযজ্ঞাংশসম্প্রাপ্ত্যা তৃপ্তিং যান্তি দিবৌকসঃ ॥৬
সোঽহং সাম্প্রতমায়াতো যন্নিমিত্তং জনার্দ্দন।
তচ্ছ্রুত্বা তৎপ্রতীকারপ্রযত্নং কর্ত্তুমর্হসি ॥৭
ভৌমোঽয়ং নরকো নাম্না প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরেশ্বরঃ।
করোতি সর্ব্বভূতানামুপঘাতমরিন্দম ॥৮
দেবসিদ্ধাসুরাদীনাং নৃপাণাঞ্চ জনার্দ্দন।
হৃত্বা হি সোঽসুরঃ কন্যা রুরোধ নিজমন্দিরে ॥৯
ছত্রং যৎ সলিলস্রাবি তজ্জহার প্রচেতসঃ।
মন্দরস্য তথা শৃঙ্গং হৃতবান্ মণিপর্ব্বতম্ ॥১০

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

[নরকাসুর বধ।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! একদা ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্র মত্ত-ঐরাবতপৃষ্ঠে আরোহণ করত দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন।১

ইন্দ্র দ্বারকায় প্রবেশ করত হরির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নরক নামক দৈত্যের দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন।২

(ইন্দ্র বলিলেন) হে মধুসূদন! আপনি দেবগণের নাথ হইয়াও এক্ষণে মনুষ্যরূপে অবস্থান করত আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ শান্তি করিয়াছেন।৩

তপস্বিজনের বিনাশকারী অরিষ্ট, ধেনুক, চাণূর, মুষ্টিক ও কেশী প্রভৃতি মহাসুরগণকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন।৪

কংস, কুবলয়াপীড় ও বালঘাতিনী পূতনা এবং অন্যান্য জগতের উপদ্রবকারিগণকেও আপনি বিনাশ করিয়াছেন।৫

আপনার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ও বুদ্ধিবলে ত্রিলোক অসজ্জন হইতে পরিত্রাণ পাওয়াতে, এক্ষণে দেবগণ যজ্ঞকারি-প্রদত্ত যজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছেন।৬

হে জনার্দ্দন! আমি সেই ইন্দ্র, এক্ষণে আপনার নিকট যে কারণে আগমন করিয়াছি, আপনি তাহা শ্রবণ করত তাহার প্রতীকার করিতে সচেষ্ট হউন।৭

হে অরিন্দম! পৃথিবীর পুত্র নরকনামে এক অসুর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা। সে এক্ষণে সকলপ্রাণীর প্রতিই উপদ্রব করিতেছে।৮

হে জনার্দ্দন! ঐ নরকাসুর দেব, সিদ্ধ, অসুর এবং নৃপগণের কন্যাগণকে হরণ করিয়া নিজগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।৯

বরুণের যে জলবর্ষণকারী ছত্র ছিল, তাহা এবং

পাঠান্তর:—(ক) দ্বারবত্যাং স্থিতে কৃষ্ণে—। (খ) যুষ্মদ্দোর্দ্দণ্ড সম্ভূতি—।

অমৃতস্রাবিণী দিব্যে মম্মাতুঃ কৃষ্ণ কুণ্ডলে।
জহার সোঽসুরোঽদিত্যা বাঞ্ছত্যৈরাবতং গজম্ ॥১১
দুর্নীতমেতদ্ গোবিন্দ ময়া তস্য তবোদিতম্।
যদত্র প্রতিপত্তব্যং তৎ স্বয়ং প্রবিমৃশ্যতাম্ (ক) ॥১২

পরাশর উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
গৃহীত্বা বাসবং হস্তে সমুত্তস্থৌ বরাসনাৎ ॥১৩
চিন্তয়ামাস চ বিভুর্মনসা পন্নগাশনম্।
সঞ্চিন্তিতমুপারুহ্য গরুড়ং গগনেচরম্।
সত্যভামাং সমারোপ্য যযৌ প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরম্*॥১৪
আরুহৈরাবতং নাগং শক্রোঽপি ত্রিদিবালয়ম্।
ততো জগাম মৈত্রেয় পশ্যতাং দ্বারকৌকসাম্ ॥১৫

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরস্যাসীৎ সমন্তাচ্ছতযোজনম্।
আচিতা মৌরবৈঃ পাশৈঃ ক্ষুরান্তৈর্দ্বিজোত্তম ॥১৬
তাংশ্চিচ্ছেদ হরিঃ পাশান্ ক্ষিপ্ত্বা চক্রং সুদর্শনম্।
ততো মুরুঃ সমুত্তস্থৌ তং জঘান চ কেশবঃ ॥১৭
মুরোশ্চ তনয়ান্ সপ্ত সহস্রাংস্তাংস্ততো হরিঃ
চক্রধারাগ্নিনির্দগ্ধাংশ্চকার শলভানিব ॥১৮
হত্বা মুরুং হয়গ্রীবং তথা পঞ্চজনং দ্বিজ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং ধীমাংস্ত্বরাবান্ সমুপাগতঃ ॥১৯
নরকেণাস্য তত্রাভূন্মহাসৈন্যেন সংযুগম্।
কৃষ্ণস্য যত্র গোবিন্দো জঘ্নে দৈত্যান্ সহস্রশঃ ॥২০
শস্ত্রাস্ত্রবর্ষং মুঞ্চন্তং ভৌমং তং নরকং বলী।
ক্ষিপ্ত্বা চক্রং দ্বিধা চক্রে চক্রী দৈতেয়চক্রহা ॥২১

মন্দরপর্ব্বতের মণিপর্ব্বতাখ্য শেখরও ঐ অসুর হরণ করিয়াছে।১০

হে কৃষ্ণ! নরকাসুর আমার জননী অদিতির অমৃতবর্ষী দিব্য কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছে এবং সর্ব্বদাই আমার এই ঐরাবতের প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে।১১

হে গোবিন্দ! এই আমি আপনার নিকট নরকাসুরের দুর্নীতির বিষয় বলিলাম, এক্ষণে এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, আপনি তাহা স্বয়ংই বিবেচনা করিবেন।১২

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ দেবকীসুত কৃষ্ণ বাসবের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত ইন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া মহামূল্য শ্রেষ্ঠ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।১৩

তারপর ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে গরুড়কে চিন্তা করিলেন এবং চিন্তামাত্রে নিকটাগত গগনবিহারী গরুড়ের উপর সত্যভামার সহিত আরোহণ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।১৪

হে মৈত্রেয়! অনন্তর দর্শনকারী দ্বারকবাসিগণের সম্মুখেই ইন্দ্র ঐরাবত নামক হস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।১৫

হে দ্বিজ! প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত ভূভাগ ক্ষুরাগ্রভাগতুল্য তীক্ষ্নধার মুরু নামক অসুররচিত পাশসমূহ দ্বারা বেষ্টিত ছিল।১৬

হরি সুদর্শনচক্র ক্ষেপণ করিয়া সেই পাশসমূহকে ছেদন করিলেন। তারপর মুরু দাঁড়াইলে কেশব তাহাকে বিনাশ করিলেন।১৭

অনন্তর ভগবান্ হরি মুরুর সপ্তসহস্র পুত্রকে পতঙ্গের ন্যায় চক্রধারা-সম্ভূত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।১৮

হে দ্বিজ! ধীমান্ হরি এইরূপে মুরু, হয়গ্রীব ও পঞ্চজনকে বিনাশ করিয়া ত্বরার সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন।১৯

তারপর বিশাল সেনাপরিবেষ্টিত নরকাসুরের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ভগবান্ গোবিন্দ সহস্র সহস্র দৈত্যকে বিনাশ করিলেন।২০

অনন্তর দৈত্যদিগের বিনাশক বলবান্ কৃষ্ণ সুদর্শন শস্ত্র ও অস্ত্রসমূহের বর্ষণকারী পৃথিবীপুত্র নরকাসুরকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।২১

পাঠান্তর :—(ক) যদত্র প্রতিকর্ত্তব্যং তৎ স্বয়ং পরিমৃশ্যতাম্।

* কোন কোন গ্রন্থে তিন লাইনের ১৪ শ্লোকটি নিম্নলিখিত ভাবে দুই লাইনে দেখা যায়,—

"সঞ্চিন্ত্যাগতমারুহ্য গরুড়ং গগনেচরম্।
সত্যভামাং.................. পুরম্॥

হতে তু নরকে ভূমির্গৃহীত্বাদিতিকুণ্ডলে।
উপতস্থে জগন্নাথং বাক্যং চেদমথাব্রবীৎ ॥২২

পৃথিব্যুবাচ।

যদাহমুদ্ধৃতা নাথ ত্বয়া শূকরমূর্ত্তিনা।
ত্বৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং ময্যজায়ত ॥২৩

সোঽয়ং ত্বয়ৈব দত্তো মে ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ।
গৃহাণ কুণ্ডলে চেমে পালয়াস্য চ সন্ততিম্ ॥২৪

ভারাবতারণার্থায় মমৈব ভগবানিমম্।
অংশেন লোকমায়াতঃ প্রসাদসুমুখঃ প্রভো ॥২৫

ত্বং কর্ত্তা ত্বং বিকর্ত্তা চ সংহর্ত্তা প্রভবোঽপ্যয়ঃ।
জগতাং ত্বং জগদ্রূপঃ স্তূয়তেঽচ্যুত কিং তব ॥২৬

ব্যাপ্তির্ব্যাপ্যং ক্রিয়া কর্ত্তা কার্য্যঞ্চ ভগবান্ যথা।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য স্তূয়তে তব কিং তথা ॥২৭

পরমাত্মা চ ভূতাত্মা মহাত্মা চাব্যয়ো ভবান্।
যদা তদা স্তুতির্নাথ কিমর্থং তে প্রবর্ত্ততে ॥২৮

প্রসীদ সর্ব্বভূতাত্মন্ নরকেণ হি যৎ কৃতম্।
তৎক্ষম্যতামদোষায় ত্বৎসুতঃ ত্বন্নিপাতিতঃ ॥২৯

পরাশর উবাচ।

তথেতি চোক্ত্বা ধরণীং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
রত্নানি নরকাবাসাজ্জগ্রাহ মুনিসত্তম ॥৩০

কন্যাপুরে স কন্যানাং ষোড়শাতুলবিক্রমঃ।
শতাধিকানি দদৃশে সহস্রাণি মহামতে (ক) ॥৩১

চতুর্দ্দন্তান্ গজাংশ্চোগ্র্যান্ ষট্‌সহস্রান্ স দৃষ্টবান্(খ)
কাম্বোজানাং তথাশ্বানাং নিযুতান্যেকবিংশতিম্ ॥৩২

এই প্রকারে নরকাসুর হত হইলে পর পৃথিবী অদিতির কনকময় কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তারপর সেই জগন্নাথকে বলিলেন।২২

পৃথিবী বলিলেন,—হে নাথ! আপনি যখন শূকরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করেন, সেই সময় আপনার অঙ্গস্পর্শে আমার এই নরকনামা পুত্র হইয়াছিল।২৩

আপনিই যাহাকে দিয়াছিলেন, অদ্য আপনিই তাহাকে বিনাশ করিলেন। এই কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন এবং কৃপারবশ হইয়া এক্ষণে এই নরকাসুরের পুত্রগণকে পালন করুন।২৪

আপনি ভগবান্, হে প্রভো! আপনি অত্যন্ত প্রসন্নমুখে আমারই ভারাবতারণার্থে স্বকীয় অংশে এই মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন।২৫

হে অচ্যুত! আপনিই জগতের কর্ত্তা, আপনিই বিকর্ত্তা (পালনকারী) এবং সংহারক। আপনিই সকলের উৎপত্তির কারণ, অথচ বিনাশরূপী। আপনি জগদ্রূপ, আপনার স্তব আমি কি প্রকারে করিতে সক্ষম হইব? ২৬

হে ভগবন্! যখন আপনিই ব্যাপক, ব্যাপ্য, ক্রিয়া কর্ত্তা এবং কার্য্য ও আপনি সকল ভূতের আত্মাস্বরূপ, তখন আমি কি প্রকারে আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব? ২৭

আপনিই যখন পরমাত্মা, ভূতাত্মা এবং অব্যয় আত্মা, তখন কোন্ অর্থের উল্লেখ করিয়া আপনার স্তুতি হইবে? ২৮

হে সর্ব্বভূতাত্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন এবং নরককৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। দোষনিবৃত্তি কামনায় আপনিই নিজ পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন।২৯

পরাশর বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভূতভাবন ভগবান্ "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক" পৃথিবীকে এই কথা বলিয়া নরক-গৃহ হইতে রত্নসমূহ গ্রহণ করিলেন।৩০

হে মহামতে! অতুলনীয় পরাক্রমশালী ভগবান্ নরকাসুরের কন্যান্তঃপুরমধ্যে শতাধিক ষোড়শসহস্র কন্যা দর্শন করিলেন।৩১

তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে, নরকপুরে

পাঠান্তর:—(ক) —মহামুনে।
(খ) চতুর্দংষ্ট্রান গজাংশ্চাগ্র্যান্ ষট্‌সহস্রাংশ্চ দৃষ্টবান্।

কন্যাস্তাশ্চ তথা (ক) নাগাংস্তানশ্বান্ দ্বারকাং পুরীম্।
প্রেষয়ামাস (খ) গোবিন্দঃ সদ্যো নরককিঙ্করৈঃ ॥৩৩
দদৃশে বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্ব্বতম্।
আরোপয়ামাস হরির্গরুড়ে পন্নগাশনে (গ) ॥৩৪
আরুহ্য চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ সত্যভামা-সহায়বান্।
অদিত্যাঃ কুণ্ডলে দাতুং জগাম ত্রিদিবালয়ম্ (ঘ) ॥৩৫

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ঊনত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

চারিটী করিয়া দন্তধারী উগ্রকায় ছয়হাজার গজ রহিয়াছে; তথায় একবিংশতি নিযুত কম্বোজ-দেশীয় অশ্বও দেখিতে পাইলেন।৩২

তখন গোবিন্দ নরকাসুরের কিঙ্করগণ দ্বারা সেই সকল কন্যা, হস্তিসমূহ এবং অশ্বগণকে সদ্যই দ্বারকা-পুরীতে প্রেরণ করিলেন।৩৩

অনন্তর বারুণ (বরুণের) ছত্র ও মণিপর্ব্বত অবলোকন করিলেন; ঐ দ্রব্যদ্বয়কে সর্পভোজী গরুড়ের উপর আরোপণ করাইলেন।৩৪

তৎপরে সত্যভামার সহিত ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং গরুড়পৃষ্টে আরোহণ করত অদিতির কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিলেন।৩৫

পাঠান্তর :—(ক) তাঃ কন্যাস্তাংস্তথা—। (খ) প্রাপয়ামাস—। (গ) —পতগেশ্বরে। (ঘ) —ত্রিদশালয়ম্।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[পারিজাতহরণম্।]

পরাশর উবাচ।
গরুড়ো বারুণং ছত্রং তথৈব মণিপর্ব্বতম্।
সভার্য্যঞ্চ হৃষীকেশং লীলয়ৈব বহন্ যযৌ ॥১
ততঃ শঙ্খমুপাধ্মাসীৎ স্বর্গদ্বারগতো হরিঃ।
উপতস্থুস্তথা দেবাঃ সার্ঘ্যহস্তা জনার্দ্দনম্ ॥২
স দেবৈরর্চ্চিতঃ কৃষ্ণো দেবমাতুর্নিবেশনম্।
সিতাভ্রশিখরাকারং প্রবিশ্য দদৃশেঽদিতিম্ ॥৩
স তাং প্রণম্য শক্রেণ সহ তে কুণ্ডলোত্তমে।
দদৌ নরকনাশঞ্চ শশংসাস্যৈ জনার্দ্দনঃ ॥৪
ততঃ প্রীতা জগন্মাতা ধাতারং জগতাং হরিম্।
তুষ্টাবাদিতিরব্যগ্রা কৃত্বা তৎপ্রবণং মনঃ ॥৫
অদিতিরুবাচ।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ভক্তানামভয়ঙ্কর।
সনাতনাত্মন্ সর্ব্বাত্মন্ ভূতাত্মন্ ভূতভাবন ॥৬

ত্রিংশ অধ্যায়

[পারিজাত হরণ]

পরাশর বলিলেন,—গরুড় সেই বরুণের ছত্র, মণিপর্ব্বত এবং ভার্য্যা সত্যভামার সহিত হৃষীকেশকে অবলীলাক্রমেই বহন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর হরি স্বর্গদ্বারে গমন করিয়া শঙ্খবাদ্য করিলেন। তখন সেই শঙ্খশব্দ শ্রবণ করত দেবগণ অর্ঘ্যপাত্র হস্তে লইয়া জনার্দ্দনের নিকট উপস্থিত হইলেন।১-২

সেই কৃষ্ণ দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শুভ্র মেঘ-শিখরাকার দেবজননী অদিতির গৃহে প্রবেশ করত অদিতিকে দর্শন করিলেন।৩

ভগবান্ জনার্দ্দন ইন্দ্রের সহিত তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক উত্তম কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিয়া তাঁহার নিকটে নরকাসুর-বিনাশবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।৪

অনন্তর জগন্মাতা অদিতি প্রসন্ন হইয়া অব্যগ্রভাবে (শান্তভাবে) চিত্তকে তন্ময় করত জগতের ধাতা হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন।৫

অদিতি বলিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে ভক্তগণের

প্রণেতা মনসো (ক) বুদ্ধেরিন্দ্রিয়াণাং গুণাত্মক।
ত্রিগুণাতীত নির্দ্বন্দ্ব শুদ্ধসত্ত্ব হৃদি স্থিত ॥৭
সিতদীর্ঘাদিনিঃশেষ-কল্পনাপরিবর্জ্জিত।
জন্মাদিভিরসংস্পৃষ্ট স্বপ্নাদিপরিবর্জ্জিত ॥৮
সন্ধ্যা রাত্রিরহোভূমির্গগনং বায়ুরম্বু চ।
হুতাশনো মনো বুদ্ধির্ভূতাদিস্ত্বং তথাচ্যুত ॥৯
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং কর্ত্তা কর্তৃপতির্ভবান্।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাখ্যাভিরাত্মমূর্ত্তিভিরীশ্বর ॥১০
দেবা যক্ষাস্তথা দৈত্যা রাক্ষসাঃ সিদ্ধ-পন্নগাঃ।
কূষ্মাণ্ডাশ্চ পিশাচাশ্চ গন্ধর্ব্বা মনুজাস্তথা ॥১১
পশবো মৃগমাতঙ্গাস্তথৈব চ (খ) সরীসৃপাঃ।
বৃক্ষ-গুল্ম-লতা বহ্ব্যঃ সমস্তাস্তৃণজাতয়ঃ ॥১২
স্থূলা মধ্যাস্তথা সূক্ষ্মাঃ স্থূল-সূক্ষ্মতরাশ্চ যে (গ)।
দেহভেদা ভবান্ সর্ব্বে যে কেচিৎ পুদ্গলাশ্রয়াঃ ॥১৩

মায়া তবেয়মজ্ঞাতপরমার্থাতিমোহিনী।
অনাত্মন্যাত্মবিজ্ঞানং যয়া মূঢ়ো নিরুধ্যতে ॥১৪
অস্বে স্বমিতি ভাবোঽত্র যৎপুংসামুপজায়তে।
অহং মমেতি ভাবোঽত্র যৎ প্রায়েণাভিজায়তে।
সংসারমাতুর্মায়ায়াস্তবৈতন্নাথ চেষ্টিতম্ ॥১৫
যঃ স্বধর্ম্মপরৈর্নাথ নরৈরারাধিতো ভবান্।
তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্মবিমুক্তয়ে ॥১৬
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তথা।
বিষ্ণুমায়ামহাবর্ত্তমোহান্ধতমসাবৃতাঃ ॥১৭
আরাধ্য ত্বামভীপ্সন্তে কামানাত্মভবক্ষয়ম্।
যদেতে পুরুষা মায়া সৈবেয়ং ভগবংস্তব ॥১৮
ময়া ত্বং পুত্রকামিন্যা বৈরিপক্ষক্ষয়ায় চ (ঘ)।
আরাধিতো ন মোক্ষায় মায়াবিলসিতং হি তৎ ॥১৯

ভয়হারিন্! হে সনাতনস্বরূপ! হে সর্ব্বাত্মন্! হে ভূতাত্মন্! হে ভূতভাবন্! তোমাকে নমস্কার।৬

তুমি মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের রচয়িতা। হে গুণস্বরূপ! হে ত্রিগুণাতীত! হে নির্দ্বন্দ্ব! হে শুদ্ধসত্ত্ব! হে হৃদিস্থিত (অন্তর্য্যামিন্)! তোমাকে নমস্কার।৭

হে নাথ! তুমি শ্বেত-দীর্ঘ আদি সম্পূর্ণ কল্পনা-রহিত, জন্মাদি বিকার হইতে পৃথক্ এবং স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগরণ—এই তিন অবস্থা বর্জ্জিত—তোমাকে নমস্কার।৮

হে অচ্যুত! সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবস, ভূমি, গগন, বায়ু, জল, অগ্নি, মন ও বুদ্ধি—এই সমস্ত তুমিই এবং তুমিই ভূতনিবহের আদিভূত (কেহ কেহ বলেন—'ভূতাদি' পদের অর্থ অহঙ্কার)।৯

হে ঈশ্বর! তুমি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্ত্তা অথচ কর্তৃপতি। তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব—এই তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যত্রয় নিষ্পাদন করিয়া থাক।১০

দেব, যক্ষ, দৈত্য, রাক্ষস, সিদ্ধ, নাগ, কুষ্মাণ্ড, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পশু, মৃগ, মাতঙ্গ, সর্প, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা এবং সমস্ত তৃণজাতি, স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম, স্থূলতর ও সূক্ষ্মতর প্রভৃতি যত প্রকার দেহভেদ পরমাণুকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সকল তুমিই।১১-১৩

পরমাত্মার স্বরূপ যাহারা জানে না, তাদৃশ ব্যক্তিগণের মোহকারিণী তোমারই মায়া আত্মভিন্ন পদার্থে আত্মবিজ্ঞান জন্মাইতেছে। হে দেব! ঐ মায়াই মূঢ়ব্যক্তিকে সংসারে রুদ্ধ করিয়া থাকে।১৪

হে নাথ! এই সংসারে অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি ও "আমি এবং আমার" ইত্যাদি যে সকল ভাব পুরুষগণের প্রায়ই মনে উদিত হইয়া থাকে, তাহা জগজ্জননী তোমার মায়ারই বিলাস।১৫

হে নাথ! যে সকল স্বধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য নিজ মুক্তি লাভের জন্য তোমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই অখিল মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।১৬

ব্রহ্মাদি দেবগণ, মনুষ্য ও পশুগণ—সকলেই বিষ্ণু-মায়ারূপ মহাভ্রমে পতিত এবং মোহরূপ ঘোর অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে।১৭

হে ভগবন্! যে মায়াপ্রভাবে জীবগণ স্বীয়জন্ম ও মরণকালের মধ্যেও তোমার আরাধনা করিয়া

পাঠান্তর :—(ক) প্রণেতর্মনসো—। (খ) পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব পতঙ্গাশ্চ—। (গ) —সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরাশ্চ যে। (ঘ) বৈরিপক্ষজয়ায় চ।

কৌপীনাচ্ছাদনপ্রায়া বাঞ্ছা কল্পদ্রুমাদপি।
জায়তে যদপুণ্যানাং সোঽপরাধঃ স্বদোষজঃ ॥২০
তৎ প্রসীদাখিলজগন্মায়ামোহকরাব্যয়।
অজ্ঞানং জ্ঞানসদ্ভাবভূতং ভূতেশ নাশয় ॥২১
নমস্তে চক্রহস্তায় শার্ঙ্গহস্তায় তে নমঃ।
গদাহস্তায় তে বিষ্ণো শঙ্খহস্তায় তে নমঃ ॥২২
এতৎ পশ্যামি তে রূপং স্থূলচিহ্নোপলক্ষিতম্।
ন জানামি পরং যত্তে প্রসীদ পরমেশ্বর ॥২৩

পরাশর উবাচ।

অদিত্যৈবং স্তুতো বিষ্ণুঃ প্রহস্যাহ সুরারণিম্।
মাতা দেবি ত্বমস্মাকং প্রসীদ বরদা ভব ॥২৪

অদিতিরুবাচ।

এবমস্তু যথেচ্ছা তে ত্বমশেষৈঃ সুরাসুরৈঃ।
অজেয়ঃ পুরুষব্যাঘ্র মর্ত্ত্যলোকে ভবিষ্যসি ॥২৫

পরাশর উবাচ।

ততোঽনন্তরমেবাস্য শক্রাণীসহিতাদিতিম্ (ক)।
সত্যভামা প্রণম্যাহ প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ ॥২৬

অদিতিরুবাচ।

মৎপ্রসাদান্ন তে সুভ্রু জরা বৈরূপ্যমেব চ।
ভবিষ্যত্যনবদ্যাঙ্গি সুস্থিরং নবযৌবনম্ ॥২৭

পরাশর উবাচ।

অদিত্যা তু কৃতানুজ্ঞো দেবরাজো জনার্দ্দনম্।
যথাবৎ পূজয়ামাস বহুমানপুরঃসরম্ ॥২৮
শচী চ সত্যভামায়ৈ পারিজাতস্য পুষ্পকম্।
ন দদৌ মানুষীং মত্বা স্বয়ং পুষ্পৈরলঙ্কৃতা ॥২৯
ততো দদর্শ কৃষ্ণোঽপি সত্যভামাসহায়বান্।
দেবোদ্যানানি হৃদ্যানি নন্দনাদীনি সত্তম ॥৩০

কামসমূহের অভিলাষ করিয়া থাকে, ইহাই তোমার সেই মায়া।১৮

পুত্রগণের মঙ্গলাভিলাষে আমিই যে তোমাকে আরাধনা করিয়া শত্রুগণের বিনাশ কামনা করিয়াছি, কিন্তু মোক্ষের কামনা করি নাই, ইহা তোমার মায়ারই কার্য্য।১৯

কল্পবৃক্ষের নিকট হইতেও কৌপীনবস্ত্রের বাঞ্ছার ন্যায় তোমায় নিকট হইতে পুণ্যহীনগণের যে সামান্য বিষয়াভিলাষ-পূরণের প্রার্থনা, তাহা নিজের নিজের কর্ম্মজাত অপরাধ বৈ আর কি হইতে পারে? ২০

হে অখিল জগতের মায়ামোহকর! হে অব্যয়! তুমি প্রসন্ন হও। হে ভূতেশ! আমার জ্ঞানাভিমানজনিত অজ্ঞান বিনাশ কর।২১

হে চক্রহস্ত! তোমাকে নমস্কার। শার্ঙ্গধনুর্ধারী তোমাকে নমস্কার। হে বিষ্ণো! তুমি হস্তে গদা ও শঙ্খ ধারণ করিয়াছ—তোমাকে নমস্কার।২২

হে পরমেশ্বর! আমি তোমার এই সকল স্থূলচিহ্নে প্রতীত রূপই দেখিতে পাইতেছি, তোমার যে পরম রূপ তাহা আমি জানি না, তুমি প্রসন্ন হও।২৩

ভগবান্ বিষ্ণু অদিতি কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া সুরমাতাকে সহাস্যে বলিলেন,—হে দেবি! তুমি আমাদের জননী, প্রসন্ন হও এবং আমাদের প্রতি বরদা হও।২৪

অদিতি বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক; সমস্ত সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক তুমি মর্ত্ত্যলোকে অজেয় হইবে।২৫

তারপর সত্যভামা ভগবানের প্রণামানন্তর ইন্দ্রাণীর সহিত অদিতিকে প্রণামপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—আপনি প্রসন্ন হউন।২৬

অদিতি বলিলেন,—হে সুভ্রু! অনিন্দিতাঙ্গি! আমার অনুগ্রহে তোমার বৃদ্ধাবস্থা বা বিরূপতা আসিবে না এবং তোমার সর্ব্বদা নবযৌবন বর্ত্তমান থাকিবে।২৭

পরাশর বলিলেন,—অদিতির আজ্ঞানুসারে দেবরাজ ইন্দ্র সম্মানের সহিত যথারীতিতে ভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করিলেন।২৮

ইন্দ্রপত্নী শচী সত্যভামাকে মানুষী মনে করিয়া তাঁহাকে পারিজাত পুষ্প দিলেন না, কিন্তু নিজে ঐ পুষ্পদ্বারা ভূষিত হইলেন।২৯

পাঠান্তরঃ—(ক) ততঃ কৃষ্ণস্য পত্নী চ শক্রপত্ন্যা সহাদিতিম্।

দদর্শ চ সুগন্ধাঢ্যং মঞ্জরীপুঞ্জধারিণম্।
নিত্যাহ্লাদকরং তাম্রবালপল্লবশোভিতম্ ॥৩১
মথ্যমানেঽমৃতে জাতং জাতরূপোপমত্বচম্।
পারিজাতং জগন্নাথঃ কেশবঃ কেশিসূদনঃ ॥৩২
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ গোবিন্দং সত্যভামা দ্বিজোত্তম।
কস্মান্ন দ্বারকামেষ নীয়তে দেবপাদপঃ (ক) ॥৩৩
যদি চেত্ত্বদ্বচঃ সত্যং সত্যাত্যর্থং (খ) প্রিয়েতি মে
মদ্গেহনিষ্কুটার্থায় তদয়ং নীয়তাং তরুঃ ॥৩৪
ন মে জাম্ববতী তাদৃগভীষ্টা ন চ রুক্মিণী।
সত্যে যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎপ্রিয়ম্ ॥৩৫
সত্যং তদ্যদি গোবিন্দ নোপচারকৃতং তব।
তদস্তু পারিজাতোঽয়ং মম গেহবিভূষণম্ ॥৩৬
বিভ্রতী পারিজাতস্য কেশপক্ষেণ মঞ্জরীম্।
সপত্নীনামহং মধ্যে শোভেয়মিতি কাময়ে ॥৩৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সম্প্রহস্যৈনং (গ) পারিজাতং গরুত্মতি।
আরোপয়ামাস হরিস্তমূচুর্বনরক্ষিণঃ ॥৩৮
ভোঃ শচী দেবরাজস্য মহিষী তৎপরিগ্রহম্।
পারিজাতং ন গোবিন্দ হর্ত্তুমর্হসি পাদপম্* ॥৩৯
শচীবিভূষণার্থায় দেবৈরমৃতমন্থনে।
উৎপাদিতোঽয়ং ন ক্ষেমী গৃহীত্বৈনং গমিষ্যসি ॥৪০
দেবরাজো মুখপ্রেক্ষী যস্যাস্তস্যাঃ পরিগ্রহম্।
মৌঢ্যাৎ প্রার্থয়সে ক্ষেমী গৃহীত্বৈনং
হি কো ব্রজেৎ ॥৪১
অবশ্যমস্য দেবেন্দ্রো নিষ্কৃতিং কৃষ্ণ যাস্যতি।
বজ্রোদ্যতকরং শক্রমনুযাস্যন্তি চামরাঃ ॥৪২
তদলং সকলৈর্দেবৈর্বিগ্রহেণ তবাচ্যুত।
বিপাককটু যৎ কর্ম্ম তন্ন শংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪৩

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কৃষ্ণও সত্যভামার সহিত মনোহর নন্দনাদি দেবোদ্যানসকল দর্শন করিতে লাগিলেন।৩০

সেই উদ্যান মধ্যে কেশিসূদন জগন্নাথ কেশব অমৃতমন্থনকালে উদ্ভূত পারিজাত বৃক্ষ দর্শন করিলেন। ঐ পারিজাত অতিশয় সুগন্ধে পরিপূর্ণ ও ইন্দ্রপত্নী শচীর আহ্লাদজনক। উহাতে নবীন তাম্রবর্ণ পল্লব শোভা পাইতেছিল এবং উহার ত্বক্ (ছাল) সকল সুবর্ণময় ছিল। হে দ্বিজোত্তম! ঐ বৃক্ষকে দর্শন করিয়া সত্যভামা গোবিন্দকে বলিলেন,—এই দেব-বৃক্ষ কি কারণে দ্বারকায় লইয়া যাইতেছেন না? ৩১-৩৩

যদি আপনার এই কথা সত্য হয় যে, "সত্যভামা আমার অতিশয় প্রিয়া", তাহা হইলে আমার গৃহোদ্যানের জন্য এই বৃক্ষটীকে লইয়া চলুন।৩৪

হে কৃষ্ণ! আপনি অনেকবারই আমাকে এই প্রিয়বাক্য বলিয়াছেন,—"হে সত্যে! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়া, সেইরূপ রুক্মিণী বা জাম্ববতী কেহই আমার প্রিয়া নহে। হে গোবিন্দ! আপনার সেই সকল বাক্য যদি সত্য হয় ও আমার প্রলোভনার্থে না ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পারিজাত বৃক্ষটী আমার গৃহভূষণস্বরূপে পরিগণিত হউক।৩৫-৩৬

এই পারিজাতমঞ্জরী আমি নিজ কেশভারে ধারণপূর্ব্বক সপত্নীগণের মধ্যে শোভা পাই, ইহাই আমি কামনা করি।৩৭

পরাশর বলিলেন,—সত্যভামা এই কথা বলিলে পর হরি হাস্যপূর্ব্বক গরুড়ের উপর সেই পারিজাত বৃক্ষটীকে উঠাইয়া লইলেন। তখন বনরক্ষিগণ তাঁহাকে বলিল যে, যিনি দেবরাজ-মহিষী শচী, এই পারিজাত বৃক্ষ তাঁহারই, অতএব হে গোবিন্দ! আপনি ইহাকে হরণ করিবেন না।৩৮-৩৯

দেবগণ অমৃতমন্থন কালে শচীর ভূষণের জন্য এই বৃক্ষকে উৎপাদন করিয়াছেন। আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া কুশলে যাইতে পারিবেন না।৪০

দেবরাজ ইন্দ্র যে শচীর মুখাপেক্ষী, সেই শচীর

পাঠান্তর:—(ক) —কৃষ্ণ! পাদপঃ। (খ) —ত্বমত্যর্থং—। (গ) ইত্যুক্তঃ স প্রহস্যৈনং—।

* কোন কোন গ্রন্থে ৩৯ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—
"উৎপন্নো দেবরাজায় দত্তঃ সোঽপি দদৌ পুনঃ। মহিষ্যৈ সুমহাভাগ দেব্যৈ শচ্যৈ কুতূহলাৎ ॥

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তে তৈরুবাচৈতান্ সত্যভামাতিকোপিনী
কা শচী পরিজাতস্য কো বা শক্রঃ সুরাধিপঃ ॥৪৪
সামান্যঃ সর্ব্বলোকানাং যদ্যেষোঽমৃতমন্থনে।
সমুৎপন্নঃ সুরাঃ (ক) কস্মাদেকো গৃহ্লাতি বাসবঃ ॥৪৫
যথা সুরা যথৈবেন্দুর্যথা শ্রীর্বনরক্ষিণঃ।
সামান্যঃ সর্ব্বলোকস্য পারিজাতস্তথা দ্রুমঃ ॥৪৬
ভর্ত্তৃবাহুমহাগর্ব্বাদ্ রুণদ্ধ্যেনং যথা শচী।
তৎ কথ্যতামলং ক্ষান্ত্যা সত্যা হারয়তি দ্রুমম্ ॥৪৭
কথ্যতাঞ্চ দ্রুতং গত্বা পৌলোম্যা বচনং মম।
সত্যভামা বদত্যেতদতিগর্ব্বোদ্ধতাক্ষরম্ ॥৪৮
যদি ত্বং দয়িতা ভর্ত্তুর্যদি বশ্যঃ পতিস্তব।
মদ্ভর্ত্তুর্হরতো বৃক্ষং তৎ কারয় নিবারণম্ ॥৪৯
জানামি তে পতিং শক্রং জানামি ত্রিদিবেশ্বরম্ (খ)।
পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষী হারয়ামি তে ॥৫০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তা রক্ষিণো গত্বা শচ্যা ঊচুর্যথোদিতম্।
শচী চোৎসাহয়ামাস ত্রিদশাধিপতিং পতিম্ (গ) ॥৫১
ততঃ সমস্তদেবানাং সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হরিম্।
প্রযযৌ পারিজাতার্থমিন্দ্রো যোধয়িতুং দ্বিজ (ঘ) ॥৫২
ততঃ পরিঘ-নিস্ত্রিংশ-গদা-শূল-বরায়ুধাঃ।
বভূবুস্ত্রিদশাঃ সজ্জাঃ শক্রে বজ্রকরে স্থিতে ॥৫৩

পরিগ্রহ এই পারিজাত বৃক্ষ হরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কুশলে গমন করিতে পারে? ৪১

হে কৃষ্ণ! দেবেন্দ্র অবশ্যই এই কর্ম্মের প্রতিবিধান করিবেন এবং হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রের পশ্চাতে সকল দেবগণই ধাবিত হইবেন।৪২

হে অচ্যুত! এই কারণে দেবগণের সহিত বৃথা বিরোধ করিবেন না। যে কর্ম্ম পরিণামে-বিসদৃশ, পণ্ডিতগণ তাদৃশ কর্ম্মের কখনই প্রশংসা করেন না।৪৩

পরাশর বলিলেন,—বনরক্ষিগণ এই প্রকার বলিলে পর, অতিশয় ক্রুদ্ধা সত্যভামা তাহাদিগকে বলিলেন,—অরে! পারিজাত সম্বন্ধে শচীই বা কে? আর সুরাধিপতি ইন্দ্রই বা কে? ৪৪

ইহা যদি অমৃতমন্থনে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকল লোকেরই সাধারণ সম্পত্তি। হে সুরগণ! তবে একা ইন্দ্র কেন ইহাকে গ্রহণ করিবেন? ৪৫

অরে বনরক্ষিগণ! সমুদ্র হইতে উৎপন্ন সুধা, চন্দ্র এবং লক্ষ্মী যে প্রকার সকল লোকেরই সাধারণ ভোগ্য, সেই প্রকার এই পারিজাতও সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পদ।৪৬

ভর্ত্তার বাহুবীর্য্যে গর্ব্বিতা শচী যে প্রকারে এই বৃক্ষকে রোধ করিতে সমর্থ হন, তোমরা সেই প্রকারে গিয়াই তাঁহাকে বল যে, হরিপ্রিয়া সত্যভামা স্বীয় পতির বলে বৃক্ষ হরণ করিতেছেন। তোমাদের ক্ষমার আবশ্যকতা নাই।৪৭

তোমরা সত্বর যাইয়া শচীকে আমার এই বাক্য বল যে, সত্যভামা অতিগর্ব্বোদ্ধত বাক্যে এই প্রকার বলিতেছেন।৪৮

তুমি যদি তোমার স্বামীর প্রিয় হও এবং স্বামীও যদি তোমার বশবর্ত্তী হন, তাহা হইলে আমার স্বামী বৃক্ষহরণ করিতেছেন, তুমি তাহা নিবারণ করাও।৪৯

আমি তোমার পতি ইন্দ্রকেও জানি এবং ইহাও জানি যে, তিনি স্বর্গের অধিপতি, তথাপি আমি মানুষী হইয়াও এই পারিজাত হরণ করাইতেছি।৫০

পরাশর বলিলেন,—সত্যভামার এই বাক্যে দূতগণ গমন করত শচীর নিকট যে প্রকার সত্যভামা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিল। তখন শচীও স্বীয় পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।৫১

হে দ্বিজ! তৎপরে ইন্দ্র সমুদয় দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া পারিজাতরক্ষার জন্য হরির সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন।৫২

অনন্তর ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করিবামাত্র পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, গদা ও শূল প্রভৃতি উত্তমাস্ত্র সকল গ্রহণ করত

পাঠান্তর:—(ক) সমুৎপন্নস্তুর—। (খ)—ত্রিদশেশ্বরম্। (গ)—শচী শক্রং সুরাধিপম্। (ঘ)—যোদ্ধুং দ্বিজোত্তম।

ততো নিরীক্ষ্য গোবিন্দো নাগরাজোপরি স্থিতম্
শক্রং দেবপরীবারং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্ ॥৫৪
চকার শঙ্খনির্ঘোষং দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্।
মুমোচ শরসঙ্ঘাতান্ সহস্রাযুতশঃ শিতান্ ॥৫৫
ততো দিশো নভশ্চৈব দৃষ্ট্বা শরশতৈশ্চিতম্।
মুমুচুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে অস্ত্রশস্ত্রাণ্যনেকশঃ ॥৫৬
একৈকমস্ত্রং শস্ত্রঞ্চ দেবৈর্মুক্তং সহস্রধা।
চিচ্ছেদ লীলয়ৈবেশো জগতাং মধুসূদনঃ ॥৫৭
পাশং সলিলরাজস্য সমাকৃষ্যোরগাশনঃ।
চকার খণ্ডশশ্চঞ্চ্বা বালপন্নগদেহবৎ ॥৫৮
যমেন প্রহৃতং দণ্ডং গদাবিক্ষেপখণ্ডিতম্।
পৃথিব্যাঃ পাতয়ামাস ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥৫৯
শিবিকাঞ্চ ধনেশস্য চক্রেণ তিলশো বিভুঃ।
চকার শৌরিরর্কঞ্চ দৃষ্টিদৃষ্টহতৌজসম্ ॥৬০

নীতোঽগ্নিঃ শতশো (ক) বাণৈর্দ্রাবিতা বসবো দিশঃ
চক্রবিচ্ছিন্নশূলাগ্রা রুদ্রা ভুবি নিপাতিতাঃ ॥৬১
সাধ্যা বিশ্বেঽথ মরুতো গন্ধর্ব্বাশ্চৈব সায়কৈঃ।
শার্ঙ্গিণা প্রেরিতৈরস্তা ব্যোম্নি শাল্মলিতূলবৎ ॥৬২
গরুত্মানপি বক্ত্রেণ পক্ষাভ্যাং নখরাঙ্কুরৈঃ (খ)।
ভক্ষয়ংস্তাড়য়ন্ দেবান্ দারয়ংশ্চ চচার বৈ ॥৬৩
ততঃ শরসহস্রেণ দেবেন্দ্র-মধুসূদনৌ।
পরস্পরং ববর্ষাতে ধারাভিরিব তোয়দৌ ॥৬৪
ঐরাবতেন গরুড়ো যুযুধে তত্র সংযুগে (গ)।
দেবৈঃ সমস্তৈর্যুযুধে শক্রেণ চ জনার্দ্দনঃ ॥৬৫
ছিন্নেষ্বশেষবাণেষু শস্ত্রেষ্বস্ত্রেষু চ ত্বরন্।
জগ্রাহ বাসবো বজ্রং কৃষ্ণশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥৬৬
ততো হাহাকৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং দ্বিজসত্তম।
বজ্র-চক্রধরৌ দৃষ্ট্বা দেবরাজ-জনার্দ্দনৌ ॥৬৭

সুরসেনাগণ সজ্জিত হইল। তৎপরে হস্তিরাজ ঐরাবতের উপরিস্থিত এবং দেবসেনাপরিবেষ্টিত ইন্দ্র যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া গোবিন্দ শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ধনুর্জ্যাশব্দে দিক্সমূহ পূরিত করিয়া এককালে সহস্র সহস্র অযুত অযুত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিলেন।৫৩-৫৫

অনন্তর দিক্সকল ও আকাশ শত শত (অনন্ত) শরসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিয়া দেবগণ অনেক প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৫৬

জগদীশ্বর মধুসূদন তৎকালে দেবগণ নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শস্ত্রকে অবলীলাক্রমে সহস্র খণ্ড করিতে লাগিলেন।৫৭

গরুড়ও সলিলরাজ বরুণের পাশাস্ত্র আকর্ষণপূর্ব্বক ভুজঙ্গ (সর্প)-শিশুর দেহের ন্যায় চঞ্চু দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।৫৮

ভগবান্ দেবকীসুত যমপ্রহৃত দণ্ডকে গদাক্ষেপ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথিবীতে পাতিত করিলেন।৫৯

ভগবান্ বিভু শৌরি চক্রক্ষেপ দ্বারা কুবেরের শিবিকাকে তিল তিল প্রকারে বিভিন্ন করিলেন এবং দৃষ্টিপাত দ্বারাই সূর্য্যকে তেজোহীন করিলেন।৬০

ভগবান্ শত শত বাণ দ্বারা অগ্নিকে নিরস্ত করিয়া ফেলিলেন। বসুগণ নানাদিকে পলায়ন করিলেন। ভগবানের চক্রে নিজ নিজ শূলাগ্রভাগ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে হীনবল রুদ্রগণ ক্রমশঃ ভূমিতে নিপাতিত হইতে লাগিলেন।৬১

সাধ্য, মরুৎ, বিশ্বদেব ও গন্ধর্ব্বগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রক্ষিপ্ত বাণাঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে শাল্মলীতুলার ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে (উড়িতে) লাগিলেন।৬২

এদিকে গরুড়ও মুখ, পক্ষদ্বয় ও নখরাঙ্কুর দ্বারা দেবগণকে তাড়না, বিদারিত ও ভক্ষণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৬৩

অনন্তর অবিরল ধারে বর্ষণকারী মেঘদ্বয়ের ন্যায় মধুসূদন এবং দেবরাজ ইন্দ্র পরস্পর সহস্র সহস্র শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই যুদ্ধে গরুড় ঐরাবতের সহিত এবং জনার্দ্দন একাই সমস্ত দেবগণ এবং ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৬৪-৬৫

পাঠান্তর:—(ক) নীতোঽগ্নিঃ শীততা—। (খ)—তুণ্ডেন পক্ষাভ্যাঞ্চ নখাঙ্কুরৈঃ। (গ)—সঙ্কুলে।

ক্ষিপ্তং বজ্রমথেন্দ্রেণ জগ্রাহ ভগবান্ হরিঃ।
ন মুমোচ তদা চক্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ (ক) ॥৬৮
প্রনষ্টবজ্রং দেবেন্দ্রং গরুড়ক্ষতবাহনম্।
সত্যভামাব্রবীদ্ বীরং পলায়নপরায়ণম্ ॥৬৯
ত্রৈলোক্যেশ ন তে যুক্তং শচীভর্ত্তুঃ পলায়নম্।
পারিজাতস্রগাভোগা ত্বামুপস্থাস্যতে শচী ॥৭০
কীদৃশং দেবরাজ্যন্তে পারিজাতস্রগুজ্জ্বলাম্।
অপশ্যতো যথাপূর্ব্বং প্রণয়াদাগতাং শচীম্ ॥৭১
অলং শক্র প্রয়াসেন ন ব্রীড়াং গন্তুমর্হসি।
নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং দেবাঃ সন্তু গতব্যথাঃ ॥৭২
পতিগর্ব্বাবলেপেন বহুমানপুরঃসরম্।
ন দদর্শ গৃহে যাতামুপচারেণ মাং শচী ॥৭৩
স্ত্রীত্বাদগুরুচিত্তাহং স্বভর্তৃশ্লাঘনাপরা।
ততঃ কৃতবতী শক্র ভবতা সহ বিগ্রহম্ ॥৭৪
তদলং পারিজাতেন পরস্বেন হৃতেন নঃ (খ)।
রূপেণ গর্ব্বিতা সা তু ভর্ত্রা স্ত্রী কা ন গর্ব্বিতা ॥৭৫

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তো বিনিবৃত্তোঽসৌ (গ) দেবরাজস্তথা দ্বিজ।
প্রাহ চৈনামলং চণ্ডি সখ্যুঃ খেদাতিবিস্তরৈঃ (ঘ) ॥৭৬
ন চাপি সর্গ-সংহার-স্থিতিকর্ত্তাখিলস্য যঃ।
জিতস্য তেন মে ব্রীড়া জায়তে বিশ্বরূপিণা ॥৭৭
যস্মিন্ জগৎ সকলমেতদনাদিমধ্যে
যস্মাদ্ যতশ্চ ন ভবিষ্যতি সর্ব্বভূতাৎ।

অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র এই প্রকারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল দেখিয়া বাসব অতি সত্বর (তৎক্ষণাৎ) বজ্র ধারণ করিলেন। এদিকে জনার্দ্দনও সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিলেন। হে দ্বিজোত্তম! দেবরাজ ও জনার্দ্দনকে যথাক্রমে বজ্র ও সুদর্শনচক্র গ্রহণ করিতে দেখিয়া ত্রিলোকের সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল।৬৬-৬৭

তখন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিলে পর ভগবান্ সেই ধারণ করিয়া,—"ইন্দ্র! থাক্ থাক্" এই কথা বলিতে লাগিলেন কিন্তু চক্রক্ষেপ করিলেন না।৬৮

অনন্তর যাঁহার বাহন ঐরাবত গরুড় কর্ত্তৃক ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, সেই বজ্রহীন বীর দেবেন্দ্রকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া সত্যভামা বলিতে লাগিলেন।৬৯

হে ত্রৈলোক্যেশ্বর ইন্দ্র! আপনি শচীর ভর্ত্তা, আপনার কি পলায়ন করা উচিত? শচী পারিজাতমালাভূষিতা হইয়া শীঘ্রই আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছেন।৭০

পারিজাতমালায় উজ্জ্বলকান্তি শচী যেরূপ পূর্ব্বে প্রণয়ভরে আপনার নিকট উপস্থিত থাকিতেন, এখন তাঁহাকে সেইরূপ না দেখিয়া আপনার দেবরাজ্য কি প্রকারে সুখের হইবে? ৭১

হে ইন্দ্র! পলায়ন করিবেন না এবং লজ্জিত হইবেন না। এই পারিজাত লইয়া যাউন; দেবগণের ব্যথা শান্তি হউক।৭২

পতির বীর্য্যজনিত গর্ব্বভরে গর্বিতা শচী গৃহগতা আমাকে বহুমানপূর্ব্বক দেখেন নাই, বরঞ্চ অবজ্ঞার সহিত দেখিয়াছেন।৭৩

আমি স্ত্রীলোক, সুতরাং লঘুচিত্ত ও নিজভর্ত্তার গৌরবাকাঙ্ক্ষিণী, হে ইন্দ্র! সেইজন্যই আপনার সহিত বিগ্রহ (যুদ্ধ) ঘটাইয়াছি।৭৪

হে ইন্দ্র! এই পরস্ব পারিজাত হরণ করিয়া আমাদের কি ফল? শচী রূপ ও পতির গর্ব্বে গর্বিতা হইয়াছিলেন; তা এমন কোন্ স্ত্রী আছে যে, এইরূপ অবস্থায় গর্বিত না হয়? ৭৫

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ! সত্যভামার এই বাক্যে নিবৃত্ত হইয়া শান্তভাবে ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন,—হে কোপনে! আমি আপনাদের মিত্র, সুতরাং আমার খেদ বিস্তার করা আপনার উচিত নহে।৭৬

যিনি ত্রিলোকের সৃষ্টি, সংহার ও স্থিতিকারী, সেই বিশ্বরূপী ভগবানের নিকট আমি পরাজিত হইয়াছি,

পাঠান্তর:—(ক)— শক্র তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। (খ) —হৃতেন মে। (গ) ইত্যুক্তো বৈ নিববৃতে—। (ঘ) —খেদোক্তিবিস্তরৈঃ।

তেনোদ্ভবপ্রলয়পালনকারণেন
ব্রীড়া কথং ভবতি দেবি নিরাকৃতস্য ॥৭৮
সকলভুবনসূতের্মূর্ত্তিরস্যানুসূক্ষ্মাং (ক)
বিদিতসকলবেদৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্যৈঃ।

তমজমকৃতমীশং শাশ্বতং স্বেচ্ছয়ৈনং
জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যং কো বিজেতুং সমর্থঃ ॥৭৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ইহাতে আমার কোন লজ্জা নাই। হে দেবি! যাঁহার আদি ও মধ্য নাই, সেই পরমাত্মাতে এই সকল জগৎই প্রতিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন এবং সর্ব্বভূতময় যাঁহা হইতে এই সকল জগৎ প্রলয়ান্তে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, সেই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশকারণ ভগবান্ কর্তৃক পরাজিত হইলে লজ্জা কেন হইবে? ৭৭-৭৮

পাঠান্তর:—(ক) সকলভুবনসূতির্মূর্ত্তিরল্পাল্পসূক্ষ্মা।

যাঁহারা সকল বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারাই সকল ভুবন সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের অতি সূক্ষ্ম (অজ্ঞেয়) মূর্ত্তি কি প্রকার তাহা জানেন; কিন্তু অপর কেহই জানিতে পারে না। সেই জন্মরহিত, কর্ম্মহীন, শাশ্বত এবং নিজ ইচ্ছায় জগতের উপকার করিতে মনুষ্যশরীরধারী ঈশ্বরকে কোন্ ব্যক্তি পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? ৭৯

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীভগবতো দ্বারকাপুরীপ্রত্যাবর্ত্তনম্, শতাধিকষোড়শসহস্র-রমণীভিঃ সহ বিবাহশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

সংস্তুতো ভগবানিত্থং দেবরাজেন কেশবঃ।
প্রহস্য ভাবগম্ভীরমুবাচেদং দ্বিজোত্তম ॥১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

দেবরাজো ভবানিন্দ্রো বয়ং মর্ত্ত্যা জগৎপতে।
ক্ষন্তব্যং ভবতা চেদমপরাধকৃতং মম ॥২

পারিজাততরুশ্চায়ং নীয়তামুচিতাস্পদম্।
গৃহীতোহয়ং ময়া শক্র সত্যাবচনকারণাৎ ॥৩
বজ্রঞ্চেদং গৃহাণ ত্বং যত্ত্বয়া প্রহিতং ময়ি (ক)।
তবৈবৈতৎ প্রহরণং শক্র বৈরিবিদারণম্ ॥৪

শক্র উবাচ।

বিমোহয়সি মামীশ মর্ত্ত্যোঽহমিতি কিং বদন্।
জানীমস্ত্বাং ভগবতো ন তু সূক্ষ্মবিদো বয়ম্ ॥৫

একত্রিংশ অধ্যায়

[শ্রীভগবানের দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও ষোলহাজার একশত রমণীর সহিত বিবাহ।]

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ কেশব দেবরাজ কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া হাস্য করত ভাবগম্ভীরস্বরে বলিলেন।১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে জগৎপতে! আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, আমরা মর্ত্ত্যমানব, সুতরাং আমি যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন।২

আপনার এই পারিজাতবৃক্ষকে ইহার যোগ্যস্থানে লইয়া যাউন। হে ইন্দ্র! ইহা কেবল আমি সত্যভামার বচনানুসারেই গ্রহণ করিয়াছিলাম।৩

আপনি আমার প্রতি যে বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণ করুন। হে ইন্দ্র! এই বৈরিবিদারণ প্রহরণ অর্থাৎ শত্রুধ্বংসকর অস্ত্র আপনারই যোগ্য।৪

ইন্দ্র বলিলেন,—হে ঈশ্বর! "আমি মর্ত্ত্য" এই কথা বলিয়া কেন আমাকে বিমোহিত করিতেছেন? হে

পাঠান্তর:—(ক) —যদত্র প্রহিতং ত্বয়া।

যোঽসি সোঽসি জগত্ত্রাণ প্রবৃত্তৌ নাথ সংস্থিতঃ।
জগতঃ শল্যনিষ্কর্ষং করোষ্যসুরসূদন ॥৬

নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং কৃষ্ণ দ্বারবতীং পুরীম্।
মর্ত্তলোকে ত্বয়া ত্যক্তে নায়ং সংস্থাস্যতে ভুবি* ॥৭

পরাশর উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা চ দেবেন্দ্রমাজগাম ভুবং হরিঃ।
প্রসক্তৈঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানস্তথর্ষিভিঃ (ক) ॥৮

ততঃ শঙ্খমুপাধ্মায় দ্বারকোপরি সংস্থিতঃ।
হর্ষমুৎপাদয়ামাস দ্বারকাবাসিনাং দ্বিজ ॥৯

অবতীর্য্যাথ গরুড়াৎ সত্যভামাসহায়বান্।
নিষ্কুটে স্থাপয়ামাস পারিজাতং মহাতরুম্ ॥১০

যমভ্যেত্য জনঃ সর্ব্বো জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্।
বাস্যতে যস্য পুষ্পোত্থগন্ধেনোর্ব্বী ত্রিযোজনম্ ॥১১

ততস্তে সাদরাঃ সর্ব্বে (ক) দেহবন্ধানমানুষান্।
দদৃশুঃ পাদপে তস্মিন্ কুর্ব্বন্তো মুখদর্শনম্ ॥১২

কিঙ্করৈঃ সমুপানীতং হস্ত্যশ্বাদি ততো ধনম্ †।
স্ত্রিয়শ্চ কৃষ্ণো জগ্রাহ নরকস্যপরিগ্রহান্ ॥১৩

ততঃ কালে শুভে প্রাপ্তে উপযেমে জনার্দ্দনঃ।
তাঃ কন্যা নরকেণাসন্ সর্ব্বতো গাঃ সমাহৃতাঃ ॥১৪

একস্মিন্নেব গোবিন্দঃ কালে তাসাং মহামতে।
জগ্রাহ বিধিবৎ পাণীন্ পৃথগ্‌গেহেষু ধর্ম্মতঃ ॥১৫

ভগবন্! আপনার এই দৃশ্যমান রূপই আমাদের জ্ঞান-গোচর, কিন্তু আমরা আপনার সূক্ষ্মরূপের বিষয় জানি না। হে নাথ! আপনি যাহা, তাহাই; (কিন্তু আমি ইহা জানি যে,) জগতের রক্ষার জন্য নিজ প্রবৃত্তিতে বিরাজমান হইয়াছেন অর্থাৎ মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। হে অসুরসূদন! আপনি তদনুসারে জগতের কণ্টকোদ্ধার অর্থাৎ অশান্তিকারণ সকল দুর্ব্বৃত্তকে ধ্বংস করিয়া শান্তি স্থাপন করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! এই পারিজাত বৃক্ষকে আপনি দ্বারকাপুরীতে লইয়া যান। আপনি মর্ত্তলোক পরিত্যাগ করিলে, ইহা আর পৃথিবীতে থাকিবে না—(এইখানে চলিয়া আসিবে)।৫-৭

পরাশর বলিলেন,—হরি দেবেন্দ্রকে "তাহাই হউক"—এই কথা বলিয়া ভূমিতলে আগমন করিলেন। আগমনকালে সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর হরি দ্বারকার উপরিভাগে বিরাজিত থাকিয়া শঙ্খবাদ্য করত দ্বারকাবাসী জনগণের হর্ষোৎপাদন করিতে লাগিলেন।৮-৯

তারপর সত্যভামার সহিত ভগবান্ কেশব গরুড় হইতে অবতরণ করিয়া (সত্যভামার) নিষ্কুটে (অন্তঃপুরোদ্যানে) পারিজাত নামক মহাতরুকে স্থাপিত করিলেন। এই পারিজাত তরুর নিকট গমন করিলে সকল লোকেই নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মের বিষয় স্মরণ করিতে পারে। ইহার পুষ্পসকলের গন্ধে তিনযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি আমোদিত হয়।১০-১১

অনন্তর সকল যাদবগণই অতিশয় আদরের সহিত সেই পারিজাততরুতে মুখদর্শন করিতে গেলে, নিজ নিজ দেহকে দেবশরীর বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।১২

কৃষ্ণ কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক আনীত নরকাসুরের হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ধন এবং তাহাদ্বারা পরিগৃহীত সকল স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিলেন।১৩

অনন্তর শুভ সময় উপস্থিত হইলে, নরকাসুর কর্ত্তৃক নানাস্থান (দেশ) হইতে অপহৃত সেই কন্যাগণকে জনার্দ্দন বিবাহ করিলেন।১৪

হে মহামতে! (আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—) একসময়েই পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ভগবান্ গোবিন্দ সেই সকল কন্যাগণের ধর্ম্মানুসারে বিধি অনুযায়ী পাণিগ্রহণ করিলেন।১৫

---

* কোন কোন গ্রন্থে ৭ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

"দেবদেব জগন্নাথ কৃষ্ণ বিষ্ণো মহাভুজ।
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণে ক্ষমস্বৈতদ্ ব্যতিক্রমম্ ॥

পাঠান্তর:—(ক) —সুরর্ষিভিঃ।

পাঠান্তর:—(ক) ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে—।

† কোন কোন গ্রন্থে ১৩ শ্লোকটি তিন লাইনে দেখা যায় তন্মধ্যে প্রথমটি ঠিক আছে। শেষ দুই লাইন যথা,—

বিভজ্য প্রদদৌ কৃষ্ণো বান্ধবানাং মহামতিঃ।
কন্যাশ্চ কৃষ্ণো জগ্রাহ নরকস্য পরিগ্রহান্ ॥

ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি শতমেকং তথাধিকম্।
তাবন্তি চক্রে রূপাণি ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥১৬
একৈকশ্যেন (ক) তাঃ কন্যা মেনিরে মধুসূদনঃ
মমৈব পাণিগ্রহণং ভগবান্ কৃতবানিতি ॥১৭
নিশাসু চ জগৎস্রষ্টা তাসাং গেহেষু কেশবঃ।
উবাস বিপ্র সর্ব্বাসাং বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥১৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে একত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

ষোড়শসহস্র ও একশত কন্যাকে বিবাহ করিবার কালে ভগবান্ মধুসূদন তত সংখ্যকই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।১৬

সেই সকল কন্যাগণ প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিল যে, স্বয়ং ভগবান্ মধুসূদন আমার পাণিগ্রহণ অর্থাৎ আমাকে বিবাহ করিলেন।১৭

হে বিপ্র! প্রতিরাত্রেই বিশ্বরূপধারী জগৎস্রষ্টা কেশব হরি তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গৃহে গমনপূর্ব্বক বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।১৮

পাঠান্তর :—(ক) ঐকেকমেব—।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[উষাচরিতম্।]

পরাশর উবাচ।

প্রদ্যুম্নাদ্যা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ কথিতাস্তব।
ভানুং ভৈমরিকঞ্চৈব (ক) সত্যভামা ব্যজায়ত ॥১
দীপ্তিমান্ তাম্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ।
বভূবুর্জাম্ববত্যাঞ্চ শাম্বাদ্যা বলশালিনঃ ॥২
তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ।
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্ত্বভবন্ সুতাঃ ॥৩
বৃকাদ্যাশ্চ সুতা মাদ্র্যাং গাত্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্ (খ)।
অবাপ লক্ষ্মণা পুত্রাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ ॥৪

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[উষাচরিত।]

পরাশর বলিলেন,—রুক্মিণীর গর্ভে হরির প্রদ্যুম্ন আদি করিয়া যে সকল পুত্র হয়, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। সত্যভামা—ভানু ও ভৈমরিক নামে দুই সন্তান প্রসব করেন।১

রোহিণীর গর্ভে হরির দীপ্তিমান্ ও তাম্রপক্ষ প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করে। জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব আদি করিয়া বলশালী বহুপুত্র উৎপন্ন হয়।২

নাগ্নজিতীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত ভদ্রবিন্দ আদি এবং শৈব্যার গর্ভে তাঁহার সংগ্রামজিৎ-প্রধান বহু সন্তান জন্মলাভ করে।৩

মাদ্রীর বৃক আদি বহু পুত্র হয়, লক্ষ্মণা নাম্নী হরিমহিষী গাত্রবৎপ্রমুখ বহু পুত্র লাভ করেন। কালিন্দীর গর্ভে শ্রুত আদি অনেক পুত্র জন্মে।৪

পাঠান্তর :—(ক) ভানু-ভৌমরিকাদ্যাংশ্চ—। (খ) —গাত্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্।

অন্যাসাঞ্চৈব ভার্য্যাণাং সমুৎপন্নানি চক্রিণঃ।
অষ্টাযুতানি পুত্রাণাং সহস্রাণাং শতং তথা ॥৫
প্রদ্যুম্নঃ প্রথমস্তেষাং সর্ব্বেষাং রুক্মিণীসুতঃ।
প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽভূদ্ বজ্রস্তস্মাদজায়ত ॥৬
অনিরুদ্ধো রণে রুদ্ধো বলেঃ পৌত্রীং মহাবলঃ।
বাণস্য তনয়ামূষামুপযেমে দ্বিজোত্তম ॥৭
যত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরি-শঙ্করয়োর্মহৎ।
ছিন্নং সহস্রং বাহূনাং যত্র বাণস্য চক্রিণা ॥৮

মৈত্রেয় উবাচ।

কথং যুদ্ধমভূদ্ ব্রহ্মন্নুষার্থে হর-কৃষ্ণয়োঃ।
কথং ক্ষয়ঞ্চ বাণস্য বাহূনাং কৃতবান্ হরিঃ ॥৯
এতৎ সর্ব্বং মহাভাগ সমাখ্যাতুং ত্বমর্হসি।
মহৎ কৌতূহলং জাতং কথাং শ্রোতুমিমাং হরেঃ ॥১০

পরাশর উবাচ।

উষা বাণসুতা বিপ্র পার্ব্বতীং সহ শম্ভুনা।
ক্রীড়ন্তীমুপলক্ষ্যোচ্চৈঃ স্পৃহাঞ্চক্রে তদাশ্রয়াম্ ॥১১
ততঃ সকলচিত্তজ্ঞা গৌরী তামাহ ভামিনীম্।
অলমত্যর্থতাপেন ভর্ত্রা ত্বমপি রংস্যসে ॥১২
ইত্যুক্তে সা তদা চক্রে (ক) কদেতি মতিমাত্মনঃ।
কো বা ভর্ত্তা মমেত্যেতাং পুনরপ্যাহ পার্ব্বতী ॥১৩

পার্ব্বত্যুবাচ।

বৈশাখশুক্লদ্বাদশ্যাং স্বপ্নে যোঽভিভবং তব।
করিষ্যতি স তে ভর্ত্তা রাজপুত্রি ভবিষ্যতি ॥১৪

চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য ভার্য্যাগণেরও একলক্ষ আশীহাজার সংখ্যক পুত্র জন্ম লাভ করে।৫

ভগবানের সেই সকল পুত্রের মধ্যে রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্নই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রদ্যুম্নের অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র হয়। ঐ অনিরুদ্ধ হইতে বজ্র নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়।৬

হে দ্বিজোত্তম! মহাবলশালী অনিরুদ্ধ বাণাসুরের পুত্রী ও বলির পৌত্রী উষাকে বিবাহ করেন। এই কারণে বাণরাজা তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করত কারাগারে বদ্ধ করিল।৭

সেই সূত্রে হরি ও শঙ্করের পরস্পর ঘোরতর মহাযুদ্ধ হয় এবং ঐ যুদ্ধে ভগবান্ চক্রধারী কৃষ্ণ বাণরাজের সহস্র বাহু ছেদন করেন।৮

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! উষার জন্য কেন মহাদেব ও কৃষ্ণের পরস্পর সংগ্রাম হয় এবং হরি কেনই বা বাণের বাহু সকলকে ছিন্ন করেন? ৯

হে মহাভাগ! আপনি এই সকল বিষয় আমার নিকটে বর্ণন করুন। ভগবান্ হরির এই সকল লীলার বিষয় শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে।১০

পরাশর বলিলেন,—হে বিপ্র! বাণসুতা উষা পার্ব্বতীকে মহাদেবের সহিত ক্রীড়া করিতে অবলোকন করিয়া নিজেও পতির সহিত সেইরূপে ক্রীড়া করিতে অভিলাষবতী হইলেন।১১

অনন্তর সকলের মনোভাব যিনি জানেন, সেই গৌরী সুকুমারী উষাকে বলিলেন,—বৎসে! তুমি এ বিষয়ে পরিতাপ করিও না; কারণ, তুমিও এইরূপ নিজ ভর্ত্তার সহিত ক্রীড়া করিবে।১২

পার্ব্বতী এই কথা বলিলে, উষা পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কোন্ ব্যক্তি আমার পতি হইবেন"? তখন পার্ব্বতী আবার বলিলেন।১৩

পার্ব্বতী বলিলেন,—হে রাজপুত্রি! বৈশাখ মাসে শুক্লদ্বাদশী তিথিতে স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে অভিভূত অর্থাৎ আক্রমণপূর্ব্বক সম্ভোগ করিবেন, তিনিই তোমার পতি হইবেন।১৪

পাঠান্তর:—(ক) ইত্যুক্তা সা তয়া চক্রে—

পরাশর উবাচ।

তস্যাং তিথৌ পুমান্ স্বপ্নে যথা দেব্যা উদীরিতম্।
তথৈবাভিভবং চক্রে রাগঞ্চক্রে তথৈব সা (ক) ॥১৫
ততঃ প্রবুদ্ধা পুরুষমপশ্যন্তী তমুৎসুকা (খ)।
ক গতোঽসীতি নির্লজ্জা মৈত্রেয়োক্তবতী সখীম্ ॥১৬
বাণস্য মন্ত্রী কুম্ভাণ্ডশ্চিত্রলেখা তু তৎসুতা।
তস্যাঃ সখ্যভবৎ সা চ প্রাহ কোঽয়ং ত্বয়োচ্যতে ॥১৭
যদা লজ্জাকুলা নাস্যৈ কথয়ামাস সা সতী (গ)।
তদা বিশ্বাসমানীয় সর্ব্বমেবাভ্যবাদয়ৎ ॥১৮

পরাশর বলিলেন,—পার্ব্বতীর আদেশমত সেই বৈশাখী দ্বাদশী তিথিতে রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিলেন,—একজন পুরুষ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অভিভূত করিল। তখন তিনিও সেই পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন।১৫

হে মৈত্রেয়! তারপর উষা স্বপ্নান্তে জাগরিতা হইয়া সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের অদর্শনে ঔৎসুক্যবশতঃ নির্লজ্জভাবে সখীর প্রতিই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—হে নাথ! তুমি কোথায় গিয়াছ? ১৬

বাণাসুরের কুম্ভাণ্ডনামে মন্ত্রীর কন্যা চিত্রলেখা উষার সখীরূপে নিযুক্তা ছিল। সেই চিত্রলেখা উষাকে বলিল,—(রাজনন্দিনি!) তুমি কাহার কথা বলিতেছ? ১৭

যখন সতী রাজকুমারী লজ্জিতা হইয়া তাহার নিকটে কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন চিত্রলেখা নানাপ্রকার শপথাদি দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করাইলে, উষা তাহার নিকট সকল বিষয় ব্যক্ত করিলেন।১৮

পাঠান্তর:—(ক) —কশ্চিদ্ রাগঞ্চ তত্র সা
(খ) —সমুৎসুকা।
(গ) —সখী।

বিদিতার্থাস্তু তামাহ পুনরুষা যথোদিতম্।
দেব্যা তথৈব তৎপ্রাপ্তৌ যোঽভ্যুপায়ঃ কুরুষ্ব তম্* ॥১৯

পরাশর উবাচ।

ততঃ পটে সুরান্ দৈত্যান্ গন্ধর্ব্বাংশ্চ প্রধানতঃ।
মনুষ্যাংশ্চাভিলিখ্যাস্যৈ চিত্রলেখা ব্যদর্শয়ৎ ॥২০
অপাস্য সা তু গন্ধর্ব্বাংস্তথোরগসুরাসুরান্।
মনুষ্যেষু দদৌ দৃষ্টিং তেষপ্যন্ধকবৃষ্ণিষু ॥২১

তখন চিত্রলেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইলে পর, উষা পুনর্ব্বার তাহার নিকটে দেবী গৌরী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন—সখি! তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এক্ষণে কোন এক সদুপায় চিন্তা কর।১৯

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর চিত্রলেখা দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে পটে চিত্রিত করিয়া উষাকে দেখাইতে লাগিল।২০

উষাও সেই চিত্রলিখিত দেব, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যলোকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন এবং ক্রমে মনুষ্যমধ্যেও বৃষ্ণিকুলের প্রতিই দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।২১

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি ১৯ শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—

দুর্বিজ্ঞেয়মিদং বক্তুং প্রাপ্তুং বাপি ন শক্যতে।
তথাপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমুপকারং প্রিয়ে তব ॥
সপ্তাষ্টদিনপর্য্যন্তং তাবৎকালঃ প্রতীক্ষ্যতাম্।
ইত্যুক্ত্বাভ্যন্তরং গত্বা উপায়ং তমথাকরোৎ ॥

চিত্রলেখা বলিল,—হে প্রিয়ে! তুমি যে পুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়াছ, তাহাকে জানাই অত্যন্ত কঠিন; সেখানে তাহাকে বলা বা পাওয়া কিরূপে যাইবে! তথাপি আমি তোমার কিছু না কিছু উপকার ত করিব। তুমি সাত বা আট দিন পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষা কর,—এই বলিয়া চিত্রলেখা নিজের গৃহের মধ্যে যাইল এবং সেই পুরুষের অন্বেষণের জন্য উপায় করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ-রামৌ বিলোক্যাসৌ সুভ্রূর্লজ্জাজড়েব সা।
প্রদ্যুম্নদর্শনে ব্রীড়া-দৃষ্টিং নিন্যেঽন্যতো দ্বিজ ॥২২
দৃষ্টমাত্রে ততঃ কান্তে প্রদ্যুম্নতনয়ে দ্বিজঃ।
দৃষ্ট্যাত্যর্থবিকাশিন্যা লজ্জা ক্বাপি নিরাকৃতা ॥২৩
সোঽয়ং সোঽয়মিতীত্যুক্তে তয়া সা যোগগামিনী।
যযৌ দ্বারবতীমুষাং সমাশ্বাস্য ততঃ সখীম্† ॥২৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে দ্বাত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে দ্বিজ! তখন উষা কৃষ্ণ ও বলরামের প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া লজ্জায় জড়ীভূতা হইয়া পড়িলেন। হে দ্বিজ! পরে প্রদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তিনি লজ্জায় অন্যদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দিলেন।২২

হে দ্বিজ! অনন্তর প্রদ্যুম্নতনয় মনোহর অনিরুদ্ধকে দেখিবামাত্র অত্যন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টি দ্বারা উষা যেন লজ্জাকে কোথায় দূর করিলেন।২৩

তখন উষা "ইনিই সেই, ইনিই সেই" এই কথা বলিলে পর, চিত্রলেখা উষাকে আশ্বাসিত করিয়া যোগগতি অবলম্বনপূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিল।২৪

† কোন কোন গ্রন্থে ২৪ শ্লোকটি ভিন্নাকারে পাঠ ধরিয়া অতিরিক্ত চারিটি শ্লোক এই স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে, যথা-

সোঽয়ং সেঽয়মিতীত্যুক্তে তয়া সা যোগগামিনী।
চিত্রলেখাব্রবীদেনামুষাং বাণসুতাং তদা ॥

চিত্রলেখোবাচ।

অয়ং কৃষ্ণস্য পৌত্রস্তে ভর্ত্তা দেব্যা প্রসাদিতঃ।
অনিরুদ্ধ ইতি খ্যাতঃ প্রখ্যাতঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥
প্রাপ্নোষি যদি ভর্ত্তারমিমং প্রাপ্তং তয়াখিলম্।
দুষ্প্রবেশা পুরী পূর্ব্বং দ্বারকা কৃষ্ণপালিতা ॥
তথাপি যত্নাদ্ ভর্ত্তারমানয়িষ্যামি তে সখি।
রহস্যমেতদ্ বক্তব্যং ন কস্যচিদপি ত্বয়া ॥
অচিরাদাগমিষ্যামি সহস্ব বিরহং মম।
যযৌ দ্বারবতীং চোষাং সমাশ্বাস্য ততঃ সখীম্ ॥

(তখন উষা বলিয়া উঠিল--) ইনিই সেই, ইনিই সেই। উষা এই প্রকার বলিলে, যোগগামিনী চিত্রলেখা সেই সময় ঐ বাণাসুরের কন্যাকে বলিল।

চিত্রলেখা বলিল,—দেবী প্রসন্ন হইয়া এই কৃষ্ণের পৌত্রকেই তোমার পতিরূপে নিশ্চিত করিয়াছেন। ইঁহার নাম অনিরুদ্ধ, ইনি প্রিয়দর্শন ও সকললোকেই প্রসিদ্ধ।

যদি তুমি ইঁহাকে পতিরূপে পাও, তাহা হইলে মনে কর— তোমার সব কিছুই পাওয়া হইল। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্ররক্ষিত এই দ্বারকাপুরীতে প্রথমে প্রবেশ করাই কঠিন।

তথাপি হে সখি! যে কোন উপায়ে তোমার পতিকে আমি লইয়া আসিব। তুমি এই গুপ্ত বৃত্তান্ত কাহারও নিকট বলিবে না।

আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, কেবল এইটুকু সময় তুমি আমার বিরহ সহ্য কর। চিত্রলেখা সখী উষাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া দ্বারকাপুরী উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়স্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[কৃষ্ণ-বাণাসুরয়োঃ সংগ্রামঃ ।]

পরাশর উবাচ ।

বাণোঽপি প্রণিপত্যাগ্রে মৈত্রেয়াহ ত্রিলোচনম্ ।
দেব বাহুসহস্রেণ নির্ব্বিণ্ণোঽহং বিনাহবম্ (ক) ॥১
কচ্চিন্মমৈষাং বাহূনাং সাফল্যজনকো রণঃ ।
ভবিষ্যতি বিনা যুদ্ধং ভারায় মম কিং ভুজৈঃ ॥২

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

ময়ূরধ্বজভঙ্গস্তে যদা বাণ ভবিষ্যতি ।
পিশিতাশিজনানন্দং প্রাপ্স্যসে ত্বং তদা রণম্ ॥৩

পরাশর উবাচ ।

ততঃ প্রণম্য মুদিতঃ শম্ভুমভ্যাগতো গৃহম্ ।
ভগ্নঞ্চ ধ্বজমালোক্য হৃষ্টো হর্ষান্তরং যযৌ (খ) ॥৪
এতস্মিন্নেব কালে তু যোগবিদ্যাবলেন তম্ ।
অনিরুদ্ধমথানিন্যে চিত্রলেখা বরাপ্সরাঃ ॥৫
কন্যান্তঃপুরমধ্যে তং রমমাণং সহোষয়া ।
বিজ্ঞায় রক্ষিণো গত্বা শশংসুর্দৈত্যভূপতেঃ ॥৬
আদিষ্টং কিঙ্করাণান্তু সৈন্যং তেন দুরাত্মনা ।
জঘান পরিঘং লোহ (গ)-মাদায় পরবীরহা ॥৭
হতেষু তেষু বাণোঽপি রথস্থস্তদ্বধোদ্যতঃ ।
যুধ্যমানো যথাশক্তি যদা বীর্য্যেণ নির্জ্জিতঃ (ঘ) ॥৮
মায়য়া যুযুধে তেন স তদা মন্ত্রিচোদিতঃ ।
ততস্তং পন্নগাস্ত্রেণ ববন্ধ যদুনন্দনম্ ॥৯
দ্বারবত্যাং ক্ব যাতোঽসাবনিরুদ্ধেতি জল্পতাম্ ।
যদূনামাচচক্ষে তং বদ্ধং বাণেন নারদঃ ॥১০
তং শোণিতপুরে শ্রুত্বা নীতং (ঙ) বিদ্যাবিদগ্ধয়া ।
যোষিতা প্রত্যয়ং জগ্মুর্যাদবা নামরৈরিতি ॥১১

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

[কৃষ্ণ ও বাণাসুরের যুদ্ধ ।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! পুরাকালে বাণরাজাও ত্রিলোচন মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, হে দেব! যুদ্ধব্যতিরেকে আমি এই দশসহস্র বাহু লইয়া বড়ই নির্ব্বেদ (অশান্তি) প্রাপ্ত হইতেছি।১

কখনই কি আমার এই বাহুসহস্রের সফলতাকারী যুদ্ধ উপস্থিত হইবে না? যদি যুদ্ধ করিতেই না হইল, তবে কি আমার এই সহস্র বাহু ভারের জন্যই হইয়াছে? ২

শ্রীমহাদেব বলিলেন,- হে বাণ! তোমার ময়ূরধ্বজ যেকালে ভগ্ন হইবে, সেই সময় তুমি রক্তপায়ী জীবগণের অতিশয় আনন্দজনক যুদ্ধ লাভ করিবে।৩

পরাশর বলিলেন,—এই কথা শ্রবণে হর্ষান্বিত বাণ শম্ভুকে প্রণামপূর্ব্বক নিজগৃহে আগমন করিল। পরে একদা ময়ূরধ্বজকে ভগ্ন দেখিতে পাইয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইল।৪

এই সময়েই শ্রেষ্ঠ অপ্সরা চিত্রলেখা (উষার সখী) যোগবিদ্যাবলে অনিরুদ্ধকে উষার নিকটে লইয়া গিয়াছিল।৫

অনন্তর কন্যান্তঃপুরমধ্যে উষার সহিত অনিরুদ্ধকে রতিনিয়ত অবলোকন করিয়া রক্ষিগণ দৈত্যভূপতি বাণের নিকট গমনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিল।৬

তখন বাণরাজা সেই রক্ষিসৈন্যগণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলে পর তাহারা আক্রমণ করিল। শত্রুবীর-বিনাশকারী অনিরুদ্ধ লোহময় পরিঘ নিক্ষেপপূর্ব্বক সেই সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিলেন।৭

সেই সকল সৈন্য হত হইলে, অনিরুদ্ধের বিনাশ কামনায় রাজা বাণ যুদ্ধোদ্যত হইয়া রণস্থলে গমন করিল।

পাঠান্তর :—(ক) —নির্ব্বিণ্ণোঽস্ম্যাহবং বিনা। (খ) সভগ্নং ধ্বজমালোক্য হৃষ্টো হর্ষং পুনর্যযৌ। (গ) জঘান পরিঘং ঘোর— (ঘ) —যদুবীরেণ নির্জ্জিতঃ। (ঙ) তং শোণিতপুরং নীতং শ্রুত্বা—।

ততো গরুড়মারুহ্য স্মৃতমাত্রাগতং হরিঃ।
বল-প্রদ্যুম্নসহিতো বাণস্য প্রযযৌ পুরম্ ॥১২
পুরীপ্রবেশে প্রমথৈর্যুদ্ধমাসীন্মহাত্মনঃ।
যযৌ বাণপুরাভ্যাসং নীত্বা তান্ সংক্ষয়ং হরিঃ ॥১৩
ততস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা জ্বরো মাহেশ্বরো মহান্।
বাণরক্ষার্থমত্যর্থং যুযুধে শার্ঙ্গধন্বনা ॥১৪
তদ্ভস্মস্পর্শসম্ভূততাপঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমাৎ।
অবাপ বলদেবোঽপি শ্রমমামীলিতেক্ষণঃ ॥১৫
ততঃ স যুধ্যমানস্তু সহ দেবেন শার্ঙ্গিণা।
বৈষ্ণবেন জ্বরেণাশু কৃষ্ণদেহান্নিরাকৃতঃ ॥১৬
নারায়ণভুজাঘাতপরিপীড়নবিহ্বলম্।
তং বীক্ষ্য ক্ষম্যতামস্যেত্যাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥১৭
ততশ্চ ক্ষান্তমেবেতি প্রোচ্য (ক) তং বৈষ্ণবং জ্বরম্।
আত্মন্যেব লয়ং নিন্যে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥১৮
মম ত্বয়া সমং যুদ্ধং যে স্মরিষ্যন্তি মানবাঃ।
বিজ্বরাস্তে ভবিষ্যন্তীত্যুক্ত্বা চৈনং যযৌ জ্বরঃ ॥১৯
ততোঽগ্নীন্ ভগবান্ পঞ্চ জিত্বা নীত্বা তথা ক্ষয়ম্।
দানবানাং বলং বিষ্ণুশ্চূর্ণয়ামাস লীলয়া ॥২০
ততঃ সমস্তসৈন্যেন দৈতেয়ানাং বলেঃ সুতঃ।
যুযুধে শঙ্করশ্চৈব কার্ত্তিকেয়শ্চ শৌরিণা ॥২১

কিন্তু যখন যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াও অনিরুদ্ধ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল, তখন মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে অনিরুদ্ধের সহিত নানাপ্রকার মায়া বিস্তারপূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সর্পাস্ত্র দ্বারা যদুনন্দন অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া ফেলিল।৮-৯

অনন্তর দ্বারকাপুরীতে "অনিরুদ্ধ কোথায় গমন করিল" এই প্রকারে যাদবগণ সকলে বলাবলি করিতেছে, এমন সময় নারদ গিয়া বলিলেন যে, বাণাসুর অনিরুদ্ধকে আবদ্ধ করিয়াছে।১০

"যোগবিদ্যানিপুণা চিত্রলেখাই অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে লইয়া গিয়াছে" যাদবগণ নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া "পারিজাতহরণে পরাজিত দেবগণ অনিরুদ্ধকে হরণ করেন নাই"—ইহা বিশ্বাস করিলেন।১১

অনন্তর হরি স্মরণকরামাত্র উপস্থিত গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বলদেব ও প্রদ্যুম্নের সহিত বাণপুরে গমন করিলেন।১২

নগরে প্রবেশ করিবার সময় মহাত্মা হরির সহিত প্রমথগণের যুদ্ধ হয়, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া হরি বাণপুরীর নিকটে উপস্থিত হইলেন।১৩

তারপর বাণকে রক্ষা করিবার জন্য মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন জ্বর শার্ঙ্গধনুধারী হরির সহিত অতিশয় যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ঐ জ্বরের দেহ অতি বিশাল এবং তিনটি মস্তক ও তিনটি চরণ ছিল।১৪

বলদেব সেই জ্বরনিক্ষিপ্ত ভস্মস্পর্শে উদ্ভূততাপে অতিশয় তাপিত হইলেন; পরন্তু তিনি নিমীলিতনেত্রে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করায় তাঁহার অঙ্গস্পর্শে শান্তিলাভ করিলেন।১৫

অনন্তর দেব কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দেহপ্রবিষ্ট জ্বরকে বৈষ্ণব-জ্বর শীঘ্রই কৃষ্ণদেহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিল।১৬

শৈব-জ্বরকে বাসুদেবের বাহুর আঘাতজনিত নিপীড়নে বিহ্বলীভূত অবলোকন করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্‌কে বলিলেন যে, আপনি উহাকে ক্ষমা করুন।১৭

তারপর ভগবান্ মধুসূদন "আমি ক্ষমা করিলাম" এই কথা বলিয়া বৈষ্ণব-জ্বরকে নিজ শরীরেই বিলীন করিয়া ফেলিলেন।১৮

জ্বর বলিল,—"যে ব্যক্তিগণ আমার সহিত আপনার এই যুদ্ধকথা শ্রবণ করিবে, তাহারা জ্বররোগ হইতে মুক্ত হইবে" জ্বর ভগবান্‌কে এইকথা বলিয়া প্রস্থান করিল।১৯

অনন্তর বিষ্ণু পঞ্চ অগ্নিকে বিজয়পূর্ব্বক বিনাশ করত অবলীলাক্রমে দানব সৈন্যদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।২০

তখন বলিপুত্র বাণ অসংখ্য দৈত্যসৈন্যগণে পরিবেষ্টিত

পাঠান্তর:—(ক) —প্রোক্ত্বা—।

হরি-শঙ্করয়োর্যুদ্ধমতীবাসীৎ সুদারুণম্ ।
চুক্ষুভুঃ সকলা লোকাঃ শস্ত্রাস্ত্রাংশুপ্রতাপিতাঃ ॥২২
প্রলয়োঽয়মশেষস্য জগতো নূনমাগতঃ ।
মেনিরে ত্রিদশা যত্র বর্ত্তমানে মহাহবে ॥২৩
জৃম্ভণাস্ত্রেণ গোবিন্দো জৃম্ভয়ামাস শঙ্করম্ ।
ততঃ প্রণেশুর্দৈতেয়াঃ প্রমথাশ্চ সমন্ততঃ ॥২৪
জৃম্ভাভিভূতশ্চ হরো রথোপস্থ উপাবিশৎ ।
ন শশাক তথা যোদ্ধুং কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥২৫
গরুড়ক্ষতবাহশ্চ প্রদ্যুম্নাস্ত্রপ্রপীড়িতঃ ।
কৃষ্ণহুঙ্কারনির্দ্ধূতশক্তিশ্চাপি যযৌ গুহঃ (ক) ॥২৬
জৃম্ভিতে শঙ্করে নষ্টে দৈত্যসৈন্যে গুহে জিতে ।
নীতে প্রমথসৈন্যে চ সংক্ষয়ং শার্ঙ্গধন্বনা ॥২৭

নন্দীশ (খ)-সংগৃহীতাশ্বমধিরূঢ়ো মহারথম্ ।
বাণস্তত্রাগতো যোদ্ধুং কৃষ্ণ-কার্ষ্ণিবলৈঃ সহ ॥২৮
বলভদ্রো মহাবীর্য্যো বাণসৈন্যমনেকধা ।
বিব্যাধ বাণৈঃ প্রভ্রশ্য ধর্ম্মতস্তৎ পলায়ত ॥২৯
আকৃষ্য লাঙ্গলাগ্রেণ মুসলেনাবপোথিতম্ (গ) ।
বলং বলেন দদৃশে বাণো বাণৈশ্চ চক্রিণা ॥৩০
ততঃ কৃষ্ণস্য বাণেন যুদ্ধমাসীৎ সমস্যতোঃ ।
পরস্পরমিষূন্ দীপ্তান্ কায়ত্রাণবিভেদকান্ (ঘ) ॥৩১
কৃষ্ণশ্চিচ্ছেদ বাণৈস্তান্ বাণেন প্রহিতাংস্তরান্ ।
বিভেদ কেশবং বাণো বাণং বিব্যাধ চক্রভৃৎ (ঙ) ॥৩২
মুমুচাতে তথাস্ত্রাণি বাণ-কৃষ্ণৌ জিগীষয়া ।
পরস্পরং ক্ষতিপরৌ পরমামর্ষণৌ দ্বিজ (চ) ॥৩৩

হইয়া শৌরির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারই পক্ষ হইয়া স্বয়ং শঙ্কর ও কার্ত্তিকেয় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।২১

তখন হরি ও শঙ্করের পরস্পর অতিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে অস্ত্রকিরণতাপিত সকল লোকই অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল ।২২

যখন সেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন দেবগণ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন,—নিশ্চয়ই অদ্য সমস্ত জগতেরই প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে ।২৩

সেই যুদ্ধে হরি জৃম্ভণাস্ত্রক্ষেপ দ্বারা মহাদেবকে নিতান্ত অলসভাবাপন্ন করিয়া ফেলিলেন। তারপর প্রমথগণ ও দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন ।২৪

মহাদেব আলস্যে অভিভূত হইয়া রথের উপরে বসিয়া পড়িলেন এবং আর কোন প্রকারেই অক্লিষ্টকর্ম্মকারী কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না ।২৫

এদিকে গরুড় কার্ত্তিকেয়ের বাহনকে বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি স্বয়ংও প্রদ্যুম্নের অস্ত্রে নিপীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণহুঙ্কারে শক্তিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন ।২৬

কৃষ্ণকর্ত্তৃক শঙ্কর আলস্যভাবাপন্ন, গুহ পরাজিত, দৈত্যসৈন্য বিনষ্ট ও প্রমথগণ পলায়মান হইলে পর, রাজা বাণ রথে আরোহণপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিল। বাণ যে মহারথে আরোহণ করিয়াছিল, ঐ রথের অশ্বগণের বল্গা স্বয়ং নন্দীশ্বর ধারণ করিয়াছিলেন ।২৭-২৮

তখন মহাবলশালী বলভদ্র যুদ্ধধর্ম্মানুসারে অনেক প্রকার বাণসমূহ নিক্ষেপ করত বাণসৈন্যগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; সুতরাং সেই সৈন্যগণও শ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ।২৯

তখন বাণ দেখিতে পাইল যে, বলভদ্র সৈন্যগণকে লাঙ্গলাগ্র ও মুসল দ্বারা পোথিত এবং কৃষ্ণও চক্র দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিতেছেন ।৩০

তৎপরে বাণাসুরের সহিত কৃষ্ণের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রদীপ্ত ও কবচভেদক বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।৩১

কৃষ্ণ বাণাসুরপ্রক্ষিপ্ত সমস্ত বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন। তখন বাণ ক্রুদ্ধ হইয়া কেশবকে বিদ্ধ করিল এবং চক্রধারী কৃষ্ণও বাণাসুরকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। হে দ্বিজ! এইরূপে বাণাসুর ও কৃষ্ণ পরস্পরের বিজয়েচ্ছায় অতিশয় অসহনীয় অস্ত্রসমূহ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ।৩২-৩৩

পাঠান্তর :—(ক) —শক্তিশ্চাপযযৌ গুহঃ। (খ) নন্দিনা—। (গ) মুসলেনাশু তাড়িতম্। (ঘ) ততঃ কৃষ্ণেন বাণস্য যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্। সমস্যতোরিষূন্ দীপ্তান্ কায়ত্রাণবিভেদিনঃ। (ঙ) বিব্যাধ কেশবং বাণো বাণং বিব্যাধ চক্রধৃক্। (চ) —লাঘবাদনিশং দ্বিজ।

ছিদ্যমানেষ্বশেষেষু শরেষ্বস্ত্রে চ সীদতি।
প্রাচুর্য্যেণ হরির্বাণং হন্তুঞ্চক্রে ততো মনঃ ॥৩৪
ততোঽর্কশতসঙ্ঘাততেজসা সদৃশদ্যুতি।
জগ্রাহ দৈত্যচক্রারির্হরিশ্চক্রং সুদর্শনম্ ॥৩৫
মুঞ্চতো বাণনাশায় তত্র চক্রং মধুদ্বিষঃ।
নগ্না দৈতেয়বিদ্যাভূৎ কোটরী পুরতো হরেঃ ॥৩৬
তামগ্রতো হরির্দৃষ্ট্বা মীলিতাক্ষঃ সুদর্শনম্।
মুমোচ বাণমুদ্দিশ্য ছেত্তুং বাহুবনং রিপোঃ ॥৩৭
ক্রমেণ তত্তু বাহূনাং বাণস্যাচ্যুতনোদিতম্।
ছেদঞ্চক্রেঽসুরাপাস্তশস্ত্রৌঘক্ষপণাদৃতম্ ॥৩৮
ছিন্নে বাহুবনে তত্তু করস্থং মধুসূদনঃ।
মুমুক্ষুর্বাণনাশায় বিজ্ঞাতস্ত্রিপুরদ্বিষা ॥৩৯

স উপেত্যাহ গোবিন্দং সামপূর্ব্বমুমাপতিঃ।
বিলোক্য বাণং দোর্দ্দণ্ডচ্ছেদাসৃক্স্রাববর্ষিণম্ ॥৪০

রুদ্র উবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জগন্নাথ জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্।
পরেশং পরমানন্দমনাদি-নিধনং পরম্ ॥৪১
দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্যেষু শরীরগ্রহণাত্মিকা।
লীলেয়ং সর্ব্বভূতস্য তব চেষ্টোপলক্ষণা ॥৪২
তৎ প্রসীদাভয়ং দত্তং বাণস্যাস্য ময়া প্রভো।
তত্ত্বয়া নানৃতং কার্য্যং যন্ময়া ব্যাহৃতং বচঃ ॥৪৩
অস্মৎসংশ্রয়বৃদ্ধোঽয়ং নাপরাধ্যস্তবাব্যয়।
ময়া দত্তবরো দৈত্যস্ততস্ত্বাং ক্ষময়াম্যহম্ ॥৪৪

এইরূপে প্রচুরপরিমাণে বাণসমূহ বিচ্ছিন্ন ও অস্ত্রসকল নিষ্ফল হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সময় বাণাসুরকে বধ করিতে অভিলাষী হইলেন।৩৪

তখন দৈত্যসমূহের বিনাশকারী হরি একত্র মিলিত শতসূর্য্যের কিরণসমূহের ন্যায় মহাতেজস্বী সুদর্শন নামক চক্র গ্রহণ করিলেন।৩৫

সেই সময় বাণকে বিনাশের জন্য সুদর্শনমোচনার্থে উদ্যত মধুসূদন হরির সম্মুখে দৈত্যকুলের কোটরী নাম্নী মায়াবিদ্যা (উলঙ্গাবস্থায়) আবির্ভূতা হইল।৩৬

ভগবান্ হরি তাহাকে অগ্রভাগে অবলোকন করিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত করত শত্রুর বাহুসমূহ ছেদন করিবার জন্য বাণের উদ্দেশে সুদর্শন নিক্ষেপ করিলেন।৩৭

তখন সেই অচ্যুত-প্রক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্র যত্নের সহিত শত্রুগণ-ক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে বিনাশ করত ক্রমে বাণাসুরের সেই সকল বাহু ছেদন করিল।৩৮

বাণের বাহুসমূহ বিচ্ছিন্ন হইলে পর, পুনর্ব্বার হস্তগত সুদর্শনচক্রকে ভগবান্ মধুসূদন যখন বাণাসুরের বিনাশের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভগবান্ ত্রিপুরারি ইহা জানিতে পারিলেন।৩৯

সেই সময় উমাপতি দেখিতে পাইলেন যে,—বাণাসুরের বাহুসকল ছিন্ন হওয়াতে ঐ সকল ছিন্নস্থান হইতে অজস্র রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। মধুসূদনের নিকট গমন করত সামপূর্ব্বক গোবিন্দকে বলিতে লাগিলেন।৪০

এইরূপ অবস্থায় বাণকে দেখিয়া রুদ্র বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! আপনি যে পুরুষোত্তম স্বয়ং পরমেশ্বর, পরমান্দস্বরূপ অনাদি-নিধন (আদ্যন্তহীন) ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,—ইহা আমি জানিতে পারিয়াছি।৪১

আপনিই সর্ব্বভূতময়, আপনি যে দেব, পশু আদি তির্য্যক্ ও মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন,—ইহা আপনার স্বাধীন চেষ্টার উপলক্ষণ লীলামাত্র।৪২

হে প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন; আমি পূর্ব্বে বাণাসুরকে অভয় প্রদান করিয়াছি; এই কারণে আপনি আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্য মিথ্যাপ্রতিপন্ন করিবেন না।৪৩

হে অব্যয়! এই বাণাসুর আমার নিকটেই প্রশ্রয় পাইয়া এতাদৃশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সুতরাং এই ব্যক্তি আপনার নিকটে অপরাধী নহে; আমিই এই দৈত্যকে

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রাহ গোবিন্দঃ শূলপাণিমুমাপতিম্।
প্রসন্নবদনো ভূত্বা গতামর্ষোঽসুরং প্রতি ॥৪৫

শ্রীভগবানুবাচ।

যুষ্মদ্দত্তবরো বাণো জীবতামেষ শঙ্কর।
ত্বদ্বাক্যগৌরবাদেতন্ময়া চক্রং নিবর্ত্তিতম্ ॥৪৬
ত্বয়া যদভয়ং দত্তং তদ্দত্তমখিলং ময়া।
মত্তোঽবিভিন্নমাত্মানং দ্রষ্টুমর্হসি শঙ্কর ॥৪৭
যোঽহং স ত্বং জগচ্চেদং সদেবাসুরমানুষম্।
অবিদ্যামোহিতাত্মানঃ পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ* ॥৪৮
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ কৃষ্ণঃ প্রাদ্যুম্নির্যত্র তিষ্ঠতি।
তদ্বন্ধফণিনো নেশুর্গরুড়ানিলভীষিতাঃ (ক) ॥৪৯
ততোঽনিরুদ্ধমারোপ্য সপত্নীকং গরুত্মতি।
আজগ্মুর্দ্বারকাং রামকার্ষ্ণিদামোদরাঃ পুরীম্‡ ॥৫০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ত্রয়স্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বর প্রদান করিয়াছিলাম; সেইজন্য আমিই এক্ষণে আপনার নিকট ইহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।৪৪

পরাশর বলিলেন,—মহাদেব এই কথা বলিলে, গোবিন্দ অসুরের প্রতি কোপ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসন্নমুখে শূলপাণি উমাপতিকে বলিতে লাগিলেন।৪৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে শঙ্কর! আপনি যখন ইহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন, তখন এ ব্যক্তি জীবিতই থাকুক। আপনার বাক্যের সম্মান রক্ষার জন্য আমি এই সমুদ্যত সুদর্শনচক্র নিবারণ করিলাম।৪৬

হে শঙ্কর! আপনি যাহাকে অভয়প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে আমিও সর্ব্বপ্রকারে অভয় প্রদান করিলাম। আপনি আপনাকে আমা হইতে অভিন্ন বলিয়াই জানিবেন। আমি যে, আপনিও সে-ই। এই দেব, অসুর এবং মানুষে পরিপূর্ণ জগৎও আমার ও আপনার স্বরূপ। কিন্তু যাহাদের চিত্ত অবিদ্যায় মোহিত, সেই পুরুষগণই ভেদজ্ঞান করিয়া থাকে।৪৭-৪৮

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া যেখানে প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইখানে গমন করিলেন। তখন অনিরুদ্ধের বন্ধনপাশভূত সর্পগণ গরুড়ের গমনবেগবায়ুর স্পর্শে ভীত হইয়া পলায়ন করিল।৪৯

অনন্তর পত্নী উষার সহিত অনিরুদ্ধকে গরুড়ের উপর আরোহণ করাইয়া বলভদ্র, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন।৫০

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নরূপ শ্লোকগুলি এইস্থলে অধিক দেখা যায়,—

যোঽহং স ত্বং জগচ্চেদং সদেবাসুর-মানুষম্।
মত্তো নান্যদশেষং যত্তৎ ত্বং জ্ঞাতুমিহার্হসি ॥
অবিদ্যামোহিতাত্মানঃ পুরুষা ভিন্নদর্শিনঃ।
বদন্তি ভেদং পশ্যন্তি চাবয়োরন্তরং হর ॥
প্রসন্নোঽহং গমিষ্যামি ত্বং গচ্ছ বৃষভধ্বজ ॥

পাঠান্তর:—(ক) গরুড়ানিলপোথিতাঃ।

‡ কোন কোন গ্রন্থে শেষ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

পুত্র-পৌত্রঃ পরিবৃতস্তত্র রেমে জনার্দ্দন।
দেবীভিঃ সততং বিপ্র ভূভারতরণেচ্ছয়া ॥

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[পৌণ্ড্রকবধঃ, কাশীদহনঞ্চ।]

মৈত্রেয় উবাচ।
চক্রে কর্ম্ম মহচ্ছৌরির্বিভ্রাণো মানুষীং তনুম্।
জিগায় শক্রং সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বদেবাংশ্চ লীলয়া ॥১
যচ্চান্যদকরোৎ কর্ম্ম দিব্যচেষ্টাবিঘাতকৃৎ।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ পরং কৌতূহলং হি মে ॥২
পরাশর উবাচ।
গদতো মম বিপ্রর্ষে শ্রূয়তামিদমাদরাৎ।
নরাবতারে কৃষ্ণেন দগ্ধা বারাণসী যথা ॥৩
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবস্তু বাসুদেবোঽভবদ্ ভুবি।
অবতীর্ণস্ত্বমিত্যুক্তো জনৈরজ্ঞানমোহিতৈঃ ॥৪
স মেনে বাসুদেবোঽহমবতীর্ণো মহীতলে।
নষ্টস্মৃতিস্ততঃ সর্ব্বং বিষ্ণুচিহ্নমচীকরৎ ॥৫
দূতঞ্চ প্রেরয়ামাস কৃষ্ণায় সুমহাত্মনে।
ত্যক্ত্বা চক্রাদিকং চিহ্নং মদীয়ং নাম চাত্মনঃ ॥৬
বাসুদেবাত্মকং মূঢ় মুক্ত্বা সর্ব্বং বিশেষতঃ (ক)।
আত্মনো জীবিতার্থায় ততো মে প্রণতিং ব্রজ ॥৭
ইত্যুক্তঃ সম্প্রহস্যৈনং দূতং প্রাহ জনার্দ্দনঃ।
নিজচিহ্নমহং চক্রং সমুৎস্রক্ষ্যে ত্বয়ীতি বৈ ॥৮
বাচ্যঃ স পৌণ্ড্রকো গত্বা ত্বয়া দূত বচো মম।
জ্ঞাতস্ত্বদ্বাক্যসদ্ভাবো যৎ কার্য্যং তদ্বিধীয়তাম্ ॥৯
গৃহীতচিহ্ন এবাহমাগমিষ্যামি তে পুরম্।
সমুৎস্রক্ষ্যামি তে চক্রং নিজচিহ্নমসংশয়ম্ ॥১০
আজ্ঞাপূর্ব্বঞ্চ যদিদমাগচ্ছেতি ত্বয়োদিতম্।
সম্পাদয়িষ্যে শ্বস্তভ্যং তদপ্যেষোঽবিলম্বিতম্ (খ) ॥১১

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

[পৌণ্ড্রক বধ ও কাশী দহন।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—ভগবান্ মনুষ্য শরীর ধারণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে ইন্দ্র, মহাদেব ও সকল দেবগণের বিজয়রূপ যে অতি মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত শ্রবণ করিলাম। হে মহাভাগ! ভগবান্ ইহা ছাড়াও দেবতাদিগের চেষ্টায় বিঘাত করত যে সকল কর্ম্ম করেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; কারণ, সেই সকল বিষয় শ্রবণ করিতে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে।১-২

পরাশর বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে! মানুষাবতারে কৃষ্ণ কি প্রকারে বারাণসীপুরী দাহ করেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি আদরের সহিত শ্রবণ কর।৩

অজ্ঞানমোহিত জনগণ পৌণ্ড্রবংশীয় কোন রাজাকে "আপনি বাসুদেবরূপে ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন", এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিল। তাহাতে সেই ব্যক্তি "বাসুদেব" নামেই প্রথিত হইয়া উঠে।৪

তারপর ঐ রাজার পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হইলে, সে বিবেচনা করিতে লাগিল যে, আমি বাসুদেব, আমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি এবং সেই মনে করিয়া নিজেই সকলপ্রকার বিষ্ণু-চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিল।৫

তৎপরে সুমহাত্মা কৃষ্ণের নিকট এই বলিয়া দূত প্রেরণ করিল যে, "তুমি আমার চিহ্ন ও নাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এবং "আমিই বাসুদেব" নিজের প্রতি এই প্রকার অভিমানও ছাড়িয়া নিজের জীবনরক্ষার নিমিত্ত আমাকে প্রণতি কর।৬-৭

দূত গিয়া এই প্রকার বলিলে পর ভগবান্ জনার্দ্দন হাস্যপূর্ব্বক দূতকে বলিলেন,—(তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলিও যে,) আমি নিজচিহ্ন চক্র সত্বরই তোমার প্রতি পরিত্যাগ করিব।৮

পাঠান্তর :—(ক) ত্যক্ত্বা সর্ব্বমশেষতঃ।
(খ)—সমাগম্যাবিলম্বিতম্।

শরণং তে সমভ্যেত্য কর্ত্তাস্মি নৃপতে তদা।
যথা ত্বত্তো ভয়ং ভূয়ো ন মে কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥১২
ইত্যুক্তেঽপগতে দূতে সংস্মৃত্যাভ্যাগতং হরিঃ।
গরুত্মন্তমথারুহ্য ত্বরিতং তৎপুরং (ক) যযৌ ॥১৩
স চাপি (খ) কেশবোদ্যোগং শ্রুত্বা কাশিপতিস্তদা।
সর্ব্বসৈন্যপরীবারঃ পার্ষ্ণিগ্রাহ উপাযযৌ ॥১৪
ততো বলেন মহতা কাশিরাজবলেন চ।
পৌণ্ড্রকো বাসুদেবোঽসৌ কেশবাভিমুখং যযৌ(গ)॥১৫
তং দদর্শ হরির্দূরাদুদারস্যন্দনে স্থিতম্।
চক্রহস্তং গদাখড়্গবাহুং (ঘ) পাণিগতাম্বুজম্ ॥১৬
স্রগ্ধরং ধৃতশার্ঙ্গঞ্চ (ঙ) সুপর্ণরচিতধ্বজম্।
বক্ষঃস্থলে কৃতঞ্চাস্য শ্রীবৎসং দদৃশে হরিঃ ॥১৭
কিরীটকুণ্ডলধরং পীতবাসঃসমন্বিতম্ (চ)।
দৃষ্ট্বা তং ভাবগম্ভীরং জহাস গরুড়ধ্বজঃ ॥১৮
যুযুধে চ বলেনাস্য হস্ত্যশ্ববলিনা দ্বিজ।
নিস্ত্রিংশর্ষ্টিগদাশূলশক্তিকার্ম্মুকশালিনা ॥১৯
ক্ষণেন শার্ঙ্গনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈরিষুবিদারণৈঃ।
গদাচক্রনিপাতৈশ্চ সূদয়ামাস তদ্বলম্ ॥২০
কাশিরাজবলঞ্চৈব ক্ষয়ং নীত্বা জনার্দ্দনঃ।
উবাচ পৌণ্ড্রকং মূঢ়মাত্মচিহ্নোপলক্ষণম্ ॥২১

হে দূত! তুমি যাইয়া পৌণ্ড্রক নৃপতিকে আমার এই কথা বল। সে তোমার নিকট হইতে এ বাক্য শ্রবণ করিয়া যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাই করুক।৯

ভগবান্ আরও বলিলেন,—তোমার প্রভুকে বলিও যে, আমি চিহ্নধারণপূর্ব্বকই তোমার পুরে যাইব এবং সেইখানেই আমি তোমার প্রতি নিজচিহ্ন চক্র পরিত্যাগ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।১০

তুমি আজ্ঞাপূর্ব্বকই আমাকে বলিয়াছে যে, তুমি এইখানে আগমন কর। আমি অবিলম্বে অবশ্যই কল্য তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।১১

হে নৃপতে! আমি তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া তোমার সহিত তাদৃশই ব্যবহার করিব, যাহা দ্বারা পুনর্ব্বার তোমা হইতে আমার আর কোন ভয় হইবে না।১২

ভগবান্ এই কথা বলিলে, দূত প্রস্থান করিল এবং হরি স্মরণমাত্রেই উপস্থিত গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক সত্বর তৎপুরাভিমুখে গমন করিলেন।১৩

এদিকে কাশীপতিও দূতমুখ হইতে হরির আক্রমণ বার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক উহার পৃষ্ঠপোষক (সহায়ক) হইয়া সমস্ত সৈন্যের সহিত উপস্থিত হইল।১৪

অনন্তর বাসুদেবাভিমানী রাজা পৌণ্ড্রক অতি মহান্ কাশীরাজের সৈন্যগণের সহিত নিজের মহতী সেনা যোগ করিয়া কেশবাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।১৫

ভগবান্ হরি দূর হইতেই দেখিলেন,—হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-খড়্গধারী রাজা এক উত্তম রথে আরোহণপূর্ব্বক আগমন করিতেছে।১৬

হরি আরও দেখিলেন,—রাজা পৌণ্ড্রক মাল্য, শার্ঙ্গ এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসপ্রভৃতি হরির সকল চিহ্ন ধারণ ও গরুড়সদৃশ পক্ষী দ্বারা ধ্বজও নির্ম্মাণ করিয়াছে।১৭

গরুড়ধ্বজ হরি পৌণ্ড্রককে কিরীট-কুণ্ডলধর ও পীতবস্ত্রপরিধারী অবলোকন করিয়া ভাবগম্ভীররূপে হাস্য করিতে লাগিলেন।১৮

হে দ্বিজ! অনন্তর ভগবান্ নিস্ত্রিংশ, ঋষ্টি, গদা, শূল, শক্তি ও কার্ম্মুকধারী এবং হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বলে বলশালী সেই পৌণ্ড্রকসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।১৯

ক্ষণকাল মধ্যেই শরবিদারণকারী শার্ঙ্গনির্ক্ষিপ্ত বাণসমূহ দ্বারা এবং গদা ও চক্র প্রভৃতির নিক্ষেপে জনার্দ্দন পৌণ্ড্রকের সৈন্যগণকে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিলেন।২০

অনন্তর এই প্রকারে কাশীরাজের সৈন্যগণকেও পরাজয় করিয়া ভগবান্ নিজচিহ্নধারী মূঢ় পৌণ্ড্রককে বলিলেন।২১

পাঠান্তর:—(ক) ত্বরিতস্তৎপুরং—। (খ)—ততস্ত—। (গ)—কেশবাভিমুখো যযৌ। (ঘ)—গদাশার্ঙ্গবাহুং—। (ঙ) স্রগ্ধরং পীতবসনং—। (চ)—নানারত্নোপশোভিতম্।

শ্রীভগবানুবাচ।

পৌণ্ড্রকোক্তং ত্বয়া যত্তু দূতবক্ত্রেণ মাং প্রতি।
সমুৎসৃজেতি চিহ্নানি তত্তে সম্পাদয়াম্যহম্ ॥২২
চক্রমেতৎ সমুৎসৃষ্টং গদেয়ং তে বিসর্জিতা।
গরুত্মানেষ নির্দ্দিষ্টঃ সমারোহতু তে ধ্বজম্ ॥২৩

পরাশর উবাচ।

ইত্যুচ্চার্য্য বিমুক্তেন চক্রেণাসৌ বিদারিতঃ।
পোথিতো গদয়া ভগ্নো গরুত্মাংশ্চ গরুত্মতা (ক) ॥২৪
ততো হাহাকৃতে লোকে কাশিপুর্য্যধিপো বলী।
যুযুধে বাসুদেবেন মিত্রস্যাপচিতৌ স্থিতঃ ॥২৫
ততঃ শার্ঙ্গধনুর্ম্মুক্তৈশ্ছিত্ত্বা তস্য শরৈঃ শিরঃ।
কাশিপুর্য্যাঞ্চ চিক্ষেপ কুর্ব্বন্ লোকস্য বিস্ময়ম্ ॥২৬
হত্বা চ পৌণ্ড্রকং শৌরিঃ কাশিরাজঞ্চ সানুগম্।
পুনর্দ্বারবতীং প্রাপ্তো রেমে স্বর্গগতো যথা ॥২৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পৌণ্ড্রক! তুমি দূতমুখে আমাকে যে চিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছিলে, আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি।২২

আমি এই চক্র পরিত্যাগ করিলাম, এই তোমার জন্য গদাও বিসর্জ্জিত করিলাম, তোমারই নির্দ্দেশানুসারে এই গরুড় তোমার ধ্বজে আরোহণ করুক।২৩

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ কৃষ্ণ এই বলিয়া নিক্ষিপ্ত চক্র দ্বারা বিদারিত করত গদাঘাতে পৌণ্ড্রককে প্রোথিত করিয়া ফেলিলেন এবং ভগবদ্বাহন গরুড়ও তাহার রথধ্বজস্থ গরুড়কে ভাঙ্গিয়া দিলেন।২৪

অনন্তর লোকসমূহ হাহাকার করিতে লাগিল দেখিয়া বলবান্ কাশীরাজ বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যানুরোধে ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।২৫

তখন ভগবান্ শার্ঙ্গধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাশীপুরীতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে সকল লোক বিস্ময় প্রাপ্ত হইল।২৬

শৌরি কৃষ্ণ পৌণ্ড্রক ও অনুচরগণের সহিত কাশীরাজকে নিহত করিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় আগমন করিলেন এবং সেখানে স্বর্গসদৃশ সুখানুভব করত লীলা করিতে লাগিলেন।২৭

তচ্ছিরঃ পতিতং দৃষ্ট্বা তত্র কাশিপতেঃ পুরে।
জনঃ কিমেতদিত্যাহ কেনেত্যত্যন্তবিস্মিতঃ (খ) ॥২৮
জ্ঞাত্বা তং বাসুদেবেন হতং তস্য সুতস্ততঃ।
পুরোহিতেন সহিতস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥২৯
অবিমুক্তে মহাক্ষেত্রে তোষিতস্তেন শঙ্করঃ।
বরং বৃণীষ্বেতি তদা তং প্রোবাচ নৃপাত্মজম্ ॥৩০
স বব্রে ভগবান্ কৃত্যা পিতৃহন্তুর্বধায় মে।
সমুত্তিষ্ঠতু কৃষ্ণস্য ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥৩১

পরাশর উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্তে দক্ষিণাগ্নেরনন্তরম্।
মহাকৃত্যা সমুত্তস্থৌ তস্যৈবাগ্নের্বিনাশিনী ॥৩২
ততো জ্বালাকরালাস্যা জ্বলৎকেশকলাপিকা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কুপিতা কৃত্যা দ্বারবতীং যযৌ ॥৩৩

এদিকে সেই কাশীপতির পুরীতে কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক পতিত রহিয়াছে দেখিয়া বিস্মিতভাবে লোকগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহা কি প্রকারে হইল এবং কেই বা করিল? ২৮

অনন্তর কাশীরাজপুত্র "এই কর্ম্ম বাসুদেব কর্ত্তৃক কৃত" ইহা জানিতে পারিয়া পুরোহিতের সহিত একত্রে শঙ্করের উপাসনা করিতে লাগিল।২৯

অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে কাশীরাজপুত্রের আরাধনায় ভগবান্ শঙ্কর তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—"হে বৎস! তুমি বর প্রার্থনা কর।৩০

তখন কাশীরাজ-পুত্র বর প্রার্থনা করিল যে, হে ভগবন্! আমার পিতৃহন্তা কৃষ্ণের বিনাশের জন্য, আপনার প্রসাদে এক কৃত্যা উত্থিত হউক*।৩১

পরাশর বলিলেন,—তখন মহেশ্বর বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তারপর দক্ষিণাগ্নিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, সেই অগ্নি হইতে বিনাশকারিণী মহাকৃত্যা শক্তি উত্থিত হইলেন।৩২

* (ইহার অর্থ এইরূপও হয়—"আমার বধের জন্য আমার পিতৃহন্তা কৃষ্ণের নিকট এক কৃত্যা উৎপন্ন হউক"। এইজন্য এই বরের ফল যদি বিপরীত হয়, তাহা হইলে শঙ্করের বর বিফল হইবার শঙ্কা থাকিবে না।)

পাঠান্তর:—(ক) পাতিতো গদয়া ভগ্নো ধ্বজশ্চাস্য গরুত্মতা। (খ)—ছিন্নং কেনেতি বিস্মিতঃ

তামবেক্ষ্য জনস্ত্রাসবিচলল্লোচনো মুনে।
যযৌ শরণ্যং জগতাং শরণং মধুসূদনম্ ॥৩৪
কাশিরাজসুতেনেয়মারাধ্য বৃষভধ্বজম্।
উৎপাদিতা মহাকৃত্যেত্যবগম্যাথ চক্রিণা ॥৩৫
জহি কৃত্যামিমামুগ্রাং বহ্নিজ্বালাজটালকাম্।
চক্রমুৎসৃষ্টমক্ষেষু ক্রীড়াসক্তেন লীলয়া ॥৩৬
তদগ্নিমালাজটিলজ্বালোদ্গারাতিভীষণাম্।
কৃত্যামনুজগামাশু বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ॥৩৭
চক্রপ্রতাপবিধ্বস্তা কৃত্যা মাহেশ্বরী তদা।
ননাশ বেগিনী বেগাৎ তদপ্যনুজগাম তাম্ ॥৩৮
কৃত্যা বারাণসীমেব প্রবিবেশ ত্বরান্বিতা।
বিষ্ণুচক্রপ্রতিহতপ্রভাবা মুনিসত্তম ॥৩৯
ততঃ কাশীবলং ভূরি প্রমথানাং তথা বলম্।
সমস্তশস্ত্রাস্ত্রযুতং চক্রস্যাভিমুখং যযৌ ॥৪০
শস্ত্রাস্ত্রমোক্ষচতুরং দগ্ধ্বা তদ্বলমোজসা।
কৃত্যাগর্ভামশেষাং তাং দগ্ধ্বা বারাণসীং পুরীম্ ॥৪১
সভূভৃদ্‌ভৃত্যপৌরাস্তু সাশ্বমাতঙ্গমানবাম্।
অশেষকোষ্ঠগোষ্ঠাং তাং দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরৈরপি ॥৪২
জ্বালাপরিপ্লুতাশেষ-গৃহ-প্রাকারচত্বরাম্।
দদাহ তদ্ধরেশ্চক্রং সকলামেব তাং পুরীম্ ॥৪৩
অক্ষীণামর্ষমত্যুগ্রসাধ্যসাধনসস্পৃহম্।
তচ্চক্রং প্রস্ফুরদ্দীপ্তি বিষ্ণোরভ্যাযযৌ করম্ ॥৪৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে চতুস্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

অনন্তর কুপিতা কৃত্যা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই প্রকার সম্বোধন করিতে করিতে দ্বারকাপুরীতে প্রস্থান করিলেন। ঐ কৃত্যার মুখমণ্ডল বহ্নিশিখা দ্বারা ভয়ানক হইয়াছিল এবং তাঁহার কেশসমূহ অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। হে মুনে! সেই কৃত্যাকে দেখিয়া জনসমূহ ভয়বিচলিতলোচনে জগতের শরণ্য সেই মধুসূদনের শরণাপন্ন হইল।৩৩-৩৪

ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিয়া কাশীরাজপুত্র এই মহাকৃত্যাকে উৎপাদন করিয়াছে, চক্রী কৃষ্ণ এই কথা জানিতে পারিলেন। তখন "এই বহ্নিশিখাময়ী জটাধারিণী মহাকৃত্যাকে বিনাশ কর" এই বলিয়া অক্ষক্রীড়া-(পাশাখেলা) সক্ত ভগবান্ কৃষ্ণ অক্ষক্রীড়ায় অক্ষচালনার ন্যায় অবলীলাক্রমে সুদর্শন চক্র পরিত্যাগ করিলেন। তারপর বিষ্ণুচক্র সুদর্শন সত্বর সেই অগ্নিমালাসমূহে জটিল শিখারাশির উদ্গারে অতিভীষণ কৃত্যার অনুগমন করিতে লাগিলেন।৩৫-৩৭

অনন্তর অতিবেগবতী মাহেশ্বরী (মহেশ্বর হইতে উৎপন্না) কৃত্যা বিষ্ণুচক্রপ্রভাবে বিধ্বস্তা হইয়া অতিবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং সুদর্শনও তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন। এই প্রকার পলায়নপরায়ণা কৃত্যা অবশেষে অতি ত্বরিতগতিতে বারাণসীপুরীতে প্রবেশ করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণুচক্রের প্রভাবে তাঁহার সমুদয় প্রভাবই প্রতিহত হইয়াছিল।৩৮-৩৯

তারপর কাশীরাজসৈন্য ও অনেক প্রমথসৈন্য নানা শস্ত্রাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া (যুদ্ধের জন্য) চক্রের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।৪০

তৎপরে শস্ত্রাস্ত্র-নিক্ষেপ-চতুর সেই সৈন্যগণকে তেজঃপ্রভাবে দগ্ধ করিয়া সুদর্শনচক্র অবশেষে কৃত্যার সহিত সেই বারাণসীপুরীকেও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৪১

ঐ পুরীতে সেই সময় রাজা, পৌর, ভৃত্য, অশ্ব, হস্তী ও মানবগণ এবং অনেক কোষ ও গোষ্ঠ যাহা ছিল, সমুদয়ই দগ্ধ হইয়া গেল। সেই হরিচক্র জ্বালা-প্রদীপ্ত সমস্ত গৃহ, প্রাচীর ও চত্বরশালিনী এবং দেবগণেরও দুর্দর্শনীয় সেই সমস্ত পুরীকেই দাহ করিয়া ফেলিলেন।৪২-৪৩

তারপর অতিশয় দীপ্তিমান্ সুদর্শনচক্র বিষ্ণুর হস্তে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইলেন। হে মুনে! ঐ চক্র এতই ক্রোধযুক্ত হইয়াছিলেন যে, এত বড় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও, ইহা অতি অল্প বলিয়া আরও ভীষণ কর্ম্মের প্রতি তাঁহার পূর্ণ স্পৃহা তখনও বিরাজমান ছিল।৪৪

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[কৃষ্ণপুত্র-শাম্বস্য বিবাহঃ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি বলভদ্রস্য ধীমতঃ ।
শ্রোতুং পরাক্রমং ব্রহ্মন্ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥১
যমুনাকর্ষণাদীনি শ্রুতানি ভগবন্ময়া ।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদন্যৎ কৃতবান্ বলঃ ॥২

পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তাং কর্ম্ম যদ্ রামেণাভবৎ কৃতম্ ।
অনন্তেনাপ্রমেয়েণ শেষেণ ধরণীধৃতা ॥৩
দুর্য্যোধনস্য তনয়াং (ক) স্বয়ংবরকৃতক্ষণাম্ ।
বলাদাদত্তবান্ বীরঃ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ॥৪
ততঃ ক্রুদ্ধা মহাবীর্য্যাঃ কর্ণ-দুর্য্যোধনাদয়ঃ ।
ভীষ্ম-দ্রোণাদয়শ্চৈব ববন্ধুর্যুধি নির্জ্জিতম্ ॥৫
তচ্ছ্রুত্বা যাদবাঃ সর্ব্বে ক্রোধং দুর্য্যোধনাদিষু ।
মৈত্রেয় চক্রুশ্চ ততো নিহন্তুং তে মহোদ্যমম্ (খ)॥৬
তান্ নিবার্য্য বলঃ প্রাহ মদলোলাকুলাক্ষরম্ ।
মোক্ষ্যন্তি তে মদ্বচনাদ্ যাস্যাম্যেকো হি কৌরবান্ ॥৭

পরাশর উবাচ ।

বলদেবস্ততো গত্বা নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ।
বাহ্যোপবনমধ্যেঽভূদ্ ন বিবেশ চ তৎ পুরম্ ॥৮
বলমাগতমাজ্ঞায় ভূপা দুর্য্যোধনাদয়ঃ ।
গামর্ঘ্যমুদকঞ্চৈব রামায় প্রত্যবেদয়ন্ ॥৯
গৃহীত্বা বিধিবৎ সর্ব্বং ততস্তানাহ কৌরবান্ ।
আজ্ঞাপয়ত্যুগ্রসেনঃ শাম্বমাশু বিমুঞ্চত ॥১০

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

[কৃষ্ণপুত্র শাম্বের বিবাহ ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি পুনর্ব্বার ধীমান্ বলভদ্রের পরাক্রমবার্ত্তা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ; আপনি তাহা কৃপাপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন ।১

হে ভগবন্ ! বলভদ্র যমুনাকর্ষণাদি যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা আমি ত শ্রবণ করিয়াছি ; এক্ষণে তিনি অন্য অন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন ।২

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয় ! অনন্ত অপ্রমেয় ধরণীধর শেষাবতার বলরাম যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ।৩

পূর্ব্বে স্বয়ম্বরার্থে সজ্জিতা দুর্য্যোধনতনয়াকে জাম্ববতীপুত্র বীর শাম্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৪

সেই সময়ে কর্ণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া শাম্বকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক বন্ধন করিলেন ।৫

হে মৈত্রেয় ! এই কথা শ্রবণ করিয়া সকল যাদবগণই দুর্য্যোধনাদির উপর ক্রোধ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য এক মহোদ্যম করিলেন ।৬

তখন বলদেব তাঁহাদিগকে মদ্যপানজনিত চাঞ্চল্যে অস্পষ্ট স্বরে নিবারণপূর্ব্বক বলিলেন,—সেই কৌরবগণ আমার বাক্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে ; অতএব আমি একাকীই তাহাদের নিকট যাইতেছি ।৭

পরাশর বলিলেন,—তারপর বলদেব হস্তিনাপুরে গমন করিয়া তাহার বাহ্য উপবনের মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন ; নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না ।৮

দুর্য্যোধনাদি নৃপতিগণ "বলভদ্র উপস্থিত হইয়াছেন" ইহা জানিয়া সেই বলরামকে গাভী, জল ও অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন ।৯

পাঠান্তর :—(ক) সুযোধনস্য তনয়াং— (খ)—কৃষ্ণ তান্ নিহন্তুং মহোদ্যমম্ ।

ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণাদয়ো দ্বিজ (ক)।
কর্ণদুর্য্যোধনাদ্যাশ্চ চুক্রুধুর্দ্বিজসত্তম ॥১১
ঊচুশ্চ কুপিতাঃ সর্ব্বে বাহ্লীকাদ্যাশ্চ কৌরবাঃ।
অরাজ্যার্হং যদোর্ব্বংশমবেক্ষ্য মুসলায়ুধম্ ॥১২
ভো ভো কিমেতদ্ভবতা বলভদ্রেরিতং বচঃ।
আজ্ঞাং কুরুকুলোত্থানাং যাদবঃ কঃ প্রদাস্যতি ॥১৩
উগ্রসেনোঽপি যদ্যাজ্ঞাং কৌরবাণাং প্রদাস্যতি।
তদলং পাণ্ডুরচ্ছত্রৈর্নৃপযোগ্যৈর্বিড়ম্বিতৈঃ ॥১৪
তদ্গচ্ছ বল পাপাঢ্যং শাম্বমন্যায়চেষ্টিতম্।
বিমোক্ষ্যামো ন ভবতো নোগ্রসেনস্য শাসনাৎ ॥১৫
প্রণতির্যা কৃতাস্মাকমার্য্যাণাং (খ) কুকুরান্ধকৈঃ।
ননাম সা কৃতা কেয়মাজ্ঞা স্বামিনি ভৃত্যতঃ ॥১৬
গর্ব্বমারোপিতা যূয়ং সমানাসনভোজনৈঃ।
কো দোষো ভবতাং নীতির্যৎপ্রীত্যা নাবলোকিতা ॥১৭
অস্মাভিরর্ঘ্যো ভবতো যোঽয়ং বল নিবেদিতঃ।
প্রেম্‌ণৈতন্নৈতদস্মাকং কুল্যং(গ) যুষ্মৎকুলোচিতম্ ॥১৮

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা কুরবঃ সর্ব্বে ন মুঞ্চামো হরেঃ সুতম্।
কৃতৈকনিশ্চয়াস্তূর্ণং বিবিশুর্গজসাহ্বয়ম্ ॥১৯
মত্তঃ কোপেন চাঘূর্ণংস্তদধিক্ষেপজন্মনা।
উত্থায় পার্ষ্ণ্যা বসুধাং জঘান স হলায়ুধঃ ॥২০
ততো বিদারিতা পৃথ্বী পার্ষ্ণিঘাতান্মহাত্মনঃ।
আস্ফোটয়ামাস তথা দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্ ॥২১

বলভদ্র সেই সকল অর্ঘ্যাদি বিধিবৎ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজা উগ্রসেন আজ্ঞা করিতেছেন,—আপনারা শীঘ্র শাম্বকে প্রত্যর্পণ করুন।১০

হে দ্বিজ! তারপর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলেই বলদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।১১

যদুবংশকে রাজ্যপদের অযোগ্য বিবেচনা করত বাহ্লীকাদি কৌরবগণ কুপিত হইয়া মুসলাস্ত্রধারী বলরামকে বলিতে লাগিলেন যে, বলভদ্র! আপনি একি কথা বলিতেছেন? কোন্ যাদবের এই প্রকার ক্ষমতা যে, কুরুকুলোৎপন্ন আমাদিগের উপরও আজ্ঞা প্রদান করে? ১২-১৩

উগ্রসেনও যদি কৌরবগণের প্রতি আজ্ঞা প্রদান করিতে পারে, তবে আর এ নৃপযোগ্য ও বিড়ম্বনামাত্রসার পাণ্ডুরচ্ছত্রসমূহে আমাদের কি প্রয়োজন? ১৪

সুতরাং তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, হে বলভদ্র! আপনি গমন করুন। আমরা আপনার অথবা উগ্রসেনের শাসনে পাপী ও অন্যায়কারী শাম্বকে পরিত্যাগ করিব না।১৫

কুকুর ও অন্ধককুলোৎপন্নগণ পূর্ব্বে পূজিত আমাদের যে প্রণাম করিতেন, এক্ষণে তাহা বরঞ্চ না করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ভৃত্যগণের স্বামীর প্রতি আবার আজ্ঞা কি? আমরা আপনাদের সহিত সমান আসন ও ভোজনাদি কর্ম্মে ব্যবহার দ্বারা গর্ব্বিত করিয়া দিয়াছি। ইহাতে আপনাদের দোষ নাই; কারণ, আমরাই প্রীতিবশতঃ নীতি অবলোকন করি নাই।১৬-১৭

হে বলভদ্র! আমরা যে আপনাকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়াছি; ইহা কেবল প্রণয়ের জন্য দেওয়া হইয়াছে, ইহা আপনাদিগের কুলোচিত সম্মান নহে।১৮

পরাশর বলিলেন,—কুরুগণ এই কথা বলিয়া "আমরা কখনই কৃষ্ণের পুত্রকে পরিত্যাগ করিব না",—ইহা নিশ্চয় করত সত্বর হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন।১৯

এদিকে হলায়ুধ বলরাম তাঁহাদিগের তিরস্কার-সম্ভূত কোপে মত্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পদ দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিলেন।২০

তারপর মহাত্মা বলভদ্রের পাদতলপ্রহারে পৃথ্বী বিদারিত হইল এবং তখন তিনি বীরত্ব গর্জ্জন শব্দে দশদিক্ পূরিত করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন।২১

পাঠান্তর :—(ক) ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভীষ্ম-দ্রোণাদয়ো নৃপাঃ।　(খ)—মান্যানাং—।　(গ)—কুলাদ্—।

স উবাচাতিতাম্রাক্ষো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ।
অহো মদাবলেপোঽয়মসারাণাং দুরাত্মনাম্ ॥২২
কৌরবাণাং মহীপত্বমস্মাকং কিল কালজম্।
উগ্রসেনস্য যে নাজ্ঞাং মন্যন্তেঽদ্যাপি লঙ্ঘনম্ ॥২৩
আজ্ঞাং প্রতীচ্ছেদ্ধর্ম্মেণ সহ দেবৈঃ শচীপতিঃ।
সদাধ্যাস্তে সুধর্ম্মাং তামুগ্রসেনঃ শচীপতেঃ ॥২৪
ধিঙ্ মনুষ্যশতোচ্ছিষ্টে তুষ্টিরেষাং নৃপাসনে।
পারিজাততরোঃ পুষ্পমঞ্জরীর্বনিতাজনঃ ॥২৫
বিভর্ত্তি যস্য ভৃত্যানাং সোঽপ্যেষাং ন মহীপতিঃ।
সমস্তভূভৃতাং নাথ উগ্রসেনঃ স তিষ্ঠতু ॥২৬
অদ্য নিষ্কৌরবামুর্ব্বীং কৃত্বা যাস্যামি তৎপুরীম্।
কর্ণং দুর্য্যোধনং দ্রোণমদ্য ভীষ্মং সবাহ্লিকম্ ॥২৭
দুষ্টান্ দুঃশাসনাদীংশ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ।
সোমদত্তং শলং ভীমমর্জ্জুনং সযুধিষ্ঠিরম্ (ক) ॥২৮
যমজৌ কৌরবাংশ্চান্যান্ হত্বা সাশ্বরথদ্বিপান্।
বীরমাদায় শাম্বঞ্চ সপত্নীকং ততঃ পুরীম্ ॥
দ্বারকামুগ্রসেনাদীন্ গত্বা দ্রক্ষ্যামি বান্ধবান্ ॥২৯
অথবা কৌরবাবাসং (খ) সমস্তৈঃ কুরুভিঃ সহ।
ভারাবতরণে শীঘ্রং দেবরাজেন চোদিতঃ ॥
ভাগীরথ্যাং ক্ষিপাম্যাশু নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥৩০

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মদরক্তাক্ষঃ কর্ষণাধোমুখং হলম্।
প্রাকারবপ্রে বিন্যস্য (গ) চকর্ষ মুসলায়ুধঃ ॥৩১
আঘূর্ণিতং তৎ সহসা ততো বৈ হস্তিনাপুরম্ (ঘ)।
দৃষ্ট্বা সংক্ষুব্ধহৃদয়াশ্চুক্রুশুঃ সর্ব্বকৌরবাঃ ॥৩২
রাম রাম মহাবাহো ক্ষম্যতাং ক্ষম্যতাং ত্বয়া।
উপসংহ্রিয়তাং কোপঃ প্রসীদ মুসলায়ুধঃ ॥৩৩
এষ শাম্বঃ সপত্নীকস্তব নির্য্যাতিতো বল।
অবিজ্ঞাতপ্রভাবাণাং ক্ষম্যতামপরাধিনাম্ ॥৩৪

ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এবং ভ্রূদ্বয় ঈষৎ বাঁকাইয়া বলভদ্র বলিলেন,—অহো! এই সামর্থ্যহীন দুরাত্মা কৌরবগণের কি রাজগর্ব্বিত অভিমান? ২২

কৌরবগণের পৃথিবীপতিত্ব স্বতঃসিদ্ধ আর আমাদের মহীশ্বরত্ব আগন্তুক? সেইজন্য অদ্যাপি ইহারা শক্তিগর্ব্বে উগ্রসেনের আজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া উল্লঙ্ঘন করিতেছে।২৩

শচীপতি ইন্দ্র দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া এই উগ্রসেনের আজ্ঞা ধর্ম্মস্থানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং এই উগ্রসেন শচীপতির সেই সুধর্ম্মাখ্যা সভাতে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকেন। অহো! কৌরবদিগকে ধিক্, শত শত মনুষ্য ব্যবহৃত নৃপাসনে তাহাদের এতই প্রীতি? যে উগ্রসেনের ভৃত্যগণেরও স্ত্রীগণ পারিজাততরুর মঞ্জুরী ধারণ করিয়া থাকে, সেই উগ্রসেনও ইহাদিগের পক্ষে রাজা নয়! উগ্রসেন সমস্ত পৃথিবীপতিগণের পতি (মহারাজ) হইয়া অবস্থিতি করুন। আজ আমি একাকীই পৃথিবীকে কৌরবশূন্যা করিয়া দ্বারবতীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কর্ণ, দুর্য্যোধন, দ্রোণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দুষ্ট দুঃশাসনাদি, ভূরিশ্রবাঃ, সোমদত্ত, শল্য, ভীম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব এবং অন্যান্য কৌরবগণকে অদ্য অশ্ব, হস্তী ও রথের সহিত বিনাশপূর্ব্বক পত্নীর সহিত বীর শাম্বকে গ্রহণ করত দ্বারাবতীতে গমন করিয়া উগ্রসেনাদি বান্ধবগণকে দর্শন করিব।২৪-২৯

অথবা আমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক পৃথিবীর ভারহরণে প্রার্থিত হইয়াছি, সেই কারণে এক্ষণে এই কুরুকুলের অধীন হস্তিনানগরীকে কুরুগণের সহিত উৎপাটন করিয়া ভাগীরথীর মধ্যে নিক্ষেপ করিব।৩০

পরাশর বলিলেন,—মুসলায়ুধ বলরাম কোপে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাক্যোচ্চারণ করত কর্ষণের জন্য লাঙ্গল অধোমুখ করিয়া হস্তিনার প্রাকার ও খাতপ্রদেশে লাগাইয়া উক্ত নগরীকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩১

তখন সেই হস্তিনাপুরকে সহসা আঘূর্ণিত অর্থাৎ

পাঠান্তর:—(ক) সোমদত্তং শলঞ্চৈব ভীমার্জ্জুন-যুধিষ্ঠিরান্। (খ)—অথবা কৌরবাবাসং— (গ)—প্রাকার-বপ্র-দুর্গস্থ—। (ঘ)—হাস্তিনং পুরম্—।

পরাশর উবাচ।

ততো নির্যাতধামাস্তঃ শাম্বং পত্নীসমন্বিতম্।
নিষ্ক্রম্য নগরাত্তূর্ণং (ক) কৌরবা মুনিপুঙ্গব ॥৩৫

ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদীনাং প্রণম্য বদতাং প্রিয়ম্।
ক্ষান্তমেতন্ময়েত্যাহ বলো বলবতাং বরঃ ॥৩৬

অদ্যাপ্যাঘূর্ণিতাকারং লক্ষ্যতে তৎ পুরং দ্বিজ।
এষ প্রবাদো রামস্য বলশৌর্য্যোপলক্ষণঃ ॥৩৭

ততস্তু কৌরবাঃ শাম্বং সম্পূজ্য হলিনা সহ।
প্রেষয়ামাসুরুদ্বাহধনভার্য্যাসমন্বিতম্ ॥৩৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে পঞ্চত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

দোদুল্যমান হইতে দেখিয়া কৌরবগণ সংক্ষুব্ধহৃদয়ে আর্ত্তস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে রাম! রাম! হে মহাবাহো! আপনি ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। হে মুসলায়ুধ! আপনি কোপ সংবরণ করুন, প্রসন্ন হউন।৩২-৩৩

হে বলদেব! এই শাম্বকে পত্নীর সহিত প্রত্যর্পণ করিতেছি, আমরা আপনার প্রভাব না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন।৩৪

পরাশর বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তারপর কৌরবগণ সত্বর নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শাম্বকে পত্নীর সহিত বলদেবের নিকট প্রত্যর্পণ করিলেন।৩৫

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ আদি সকলে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রিয়বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বলিশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আচ্ছা, আমি ক্ষমা করিলাম।৩৬

হে দ্বিজ! এই কারণে সেই সময় হইতে হস্তিনাপুর অদ্যাপি (গঙ্গার দিকে) কিছু অবনতাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ গঙ্গার দিকে ঝুঁকিয়া থাকিতে দেখা যায়। বলভদ্রের বল ও শৌর্য্যের পরিচায়ক এই প্রভাবের প্রবাদ কীর্ত্তিত হইল।৩৭

অনন্তর কৌরবগণ বলভদ্রের সহিত ভার্য্যা ও ধনসমন্বিত শাম্বকে পূজা করিয়া দ্বারবতীতে প্রেরণ করিলেন।৩৮

পাঠান্তর :—(ক) সপুরাৎ তূর্ণং—।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষট্‌ত্রিংশঃ

[দ্বিবিদবধঃ ।]

পরাশর উবাচ ।

মৈত্রেয় শ্রূয়তাং (ক) তস্য বলস্য বলশালিনঃ ।
কৃতং যদন্যত্তেনাভূত্তদপি শ্রূয়তাং দ্বিজ (খ) ॥১

নরকস্যাসুরেন্দ্রস্য দেবপক্ষবিরোধিনঃ ।
সখাভবন্মহাবীর্য্যো দ্বিবিদো নাম বানরঃ ॥২

বৈরানুবন্ধং বলবান্ স চকার সুরান্ প্রতি ।
নরকং হতবান্ কৃষ্ণো বলদর্পসমন্বিতম্ (গ) ॥৩

করিষ্যে সর্ব্বদেবানাং তস্মাদেতৎ প্রতিক্রিয়াম্ ।
যজ্ঞবিধ্বংসনং কুর্ব্বন্ মর্ত্তলোকক্ষয়ং তথা ॥৪

ততো বিধ্বংসয়ামাস যজ্ঞানজ্ঞানমোহিতঃ ।
বিভেদ সাধুমর্য্যাদাং ক্ষয়ং চক্রে চ দেহিনাম্ ॥৫

দদাহ চ বনোদ্দেশান্ (ঘ) পুরগ্রামান্তরাণি চ ।
ক্বচিচ্চ পর্ব্বতাক্ষেপৈর্গ্রামাদীন্ সমচূর্ণয়ৎ ॥৬

শৈলানুৎপাট্য তোয়েষু মুমোচাম্বুনিধৌ তথা ।
পুনশ্চার্ণবমধ্যস্থঃ ক্ষোভয়ামাস সাগরম্ ॥৭

তেন বিক্ষোভিতশ্চাব্ধিরুদ্বেলোহজায়ত দ্বিজ (ঙ)
প্লাবয়ংস্তীরজান্ গ্রামান্ পুরাদীনতিবেগবান্ ॥৮

কামরূপী মহারূপং কৃত্বা সংস্থানশেষতঃ (চ) ।
লুণ্ঠন্ ভ্রমণসংমর্দ্দৈঃ সঞ্চূর্ণয়তি বানরঃ ॥৯

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

[দ্বিবিদ বধ ।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয় ! ব্রহ্মন্ ! বলশালী বলদেব অন্য যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ।১

পূর্ব্বে দেবপক্ষবিরোধী নরক নামক অসুর-শ্রেষ্ঠের মহাবীর্য্যশালী এক বানর সখা ছিল। তাহার নাম দ্বিবিদ ।২

সেই দ্বিবিদবানর দেবগণের প্রতি বড় শত্রুতা আরম্ভ করে। ইহার কারণ, পূর্ব্বে বল ও দর্পশালী কৃষ্ণ নরকাসুরকে বিনাশ করেন ।৩

তখন দ্বিবিদ চিন্তা করিল যে, এই আমি একাকীই সকল যজ্ঞ ধ্বংস এবং মর্ত্তলোক ক্ষয় করিয়া সমস্ত দেবগণের প্রতিক্রিয়া করিব ।৪

এই প্রকার নিশ্চয়ান্তে অজ্ঞান-মোহিত ঐ বানর যজ্ঞসকল নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল, সাধুগণের মর্য্যাদাহানি করিতে লাগিল ও দেহধারিগণের ক্ষয় করিতে লাগিল ।৫

কখন কখন গ্রাম, নগর ও বনসমূহ পোড়াইতে লাগিল। কখনও বা পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া গ্রামাদি চূর্ণ করিয়া ফেলিল ।৬

কখনও বা পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ঐ বানর পুনর্ব্বার কখন সমুদ্রের মধ্যে গিয়া সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিল ।৭

হে দ্বিজ ! তাহাতে ক্ষোভিত হইয়া সেই সময় সমুদ্র বেলা (তীরভাগ) অতিক্রম করিল, তারপর অতিবেগে তীরস্থিত গ্রাম ও নগরাদি প্লাবিত করিয়া ফেলিল ।৮

কামরূপী বানর কখন কখন নানারূপ ধারণ করিয়া গ্রামাদির লুণ্ঠন করত ভ্রমণজন্য আঘাতের দ্বারা

পাঠান্তর :—(ক) মৈত্রেয়ৈতদ্ বলং— । (খ)—ত্বয়া— । (গ)—দেবরাজেন চোদিত— ।
(ঘ) দদাহ সবনান্ দেশান্— । (ঙ) —রুদ্বেলো দ্বিজ জায়তে— (চ) —শস্যান্যশেষতঃ ।

তেন বিপ্রকৃতং সর্ব্বং জগদেতদ্দুরাত্মনা।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারং মৈত্রেয়াসীৎ সুদুঃখিতম্ ॥১০
একদা রৈবতোদ্যানে পপৌ পানং হলায়ুধঃ।
রেবতী চ মহাভাগা তথৈবান্যা বরস্ত্রিয়ঃ ॥১১
উপগীয়মানো বিলসল্ললনামৌলিমধ্যগঃ।
রেমে যদুবরশ্রেষ্ঠঃ কুবের ইব মন্দরে ॥১২
ততঃ স বানরোঽভ্যেত্য গৃহীত্বা সীরিণো হলম্।
মুসলঞ্চ চকারাস্য সম্মুখঞ্চ বিড়ম্বনম্ ॥১৩
তথৈব যোষিতাং তাসাং জহাসাভিমুখং কপিঃ।
পানপূর্ণাংশ্চ করকাংশ্চিক্ষেপাহত্য বৈ তদা (ক) ॥১৪
ততঃ কোপপরীতাত্মা ভৎর্সয়ামাস তং বলঃ (খ)।
তথাপি তমবজ্ঞায় চক্রে কিলকিলাধ্বনিম্ ॥১৫

ততঃ সমুত্থায় বলো (গ) জগ্রাহ মুসলং রুষা।
সোঽপি শৈলশিলাং ভীমাং জগ্রাহ প্লবগোত্তমঃ ॥১৬
চিক্ষেপ চ স তাং ক্ষিপ্তাং মুসলেন সহস্রধা।
বিভেদ যাদবশ্রেষ্ঠঃ সা পপাত মহীতলে ॥১৭
আপতন্মুসলঞ্চাসৌ (ঘ) সমুল্লঙ্ঘ্য প্লবঙ্গমঃ।
বেগেনাগম্য রোষেণ তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥১৮
ততো বলেন কোপেন মুষ্টিনা মূর্দ্ধ্নি তাড়িতঃ।
পপাত রুধিরোদ্গারী দ্বিবিদঃ ক্ষীণজীবিতঃ ॥১৯
পততা তচ্ছরীরেণ গিরেঃ শৃঙ্গমদীর্য্যত।
মৈত্রেয় শতধা বজ্রিবজ্রেণেব হি তাড়িতম্ (ঙ) ॥২০
পুষ্পবৃষ্টিং ততো দেবা রামস্যোপরি চিক্ষিপুঃ।
প্রশশংসুস্তথাভ্যেত্য সাধ্বেতত্তে মহৎ কৃতম্ ॥২১

গ্রামাদি চূর্ণিত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই দুরাত্মা, সকল জগতেরই অপকার করিতে লাগিল। হে মৈত্রেয়! তখন দুঃখপূর্ণ জগৎ স্বাধ্যায় (বেদাদি পাঠ) ও বষট্কাররহিত (যাগযজ্ঞহীন) হইয়া উঠিল।৯-১০

এক দিবস রৈবতোদ্যানে বলভদ্র মহাভাগা রেবতী ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ সকলে মিলিত হইয়া মদ্যপান করিতেছিলেন।১১

বিলাসবতী রমণীগণের মধ্যবর্ত্তী যদুবরশ্রেষ্ঠ বলভদ্র গান করিতে করিতে তৎকালে মন্দরপর্ব্বতে কুবেরের ন্যায় ক্রীড়ারত ছিলেন।১২

অনন্তর সেইখানে সেই দ্বিবিদনামা বানর আগমন করত বলভদ্রের মুসল ও হল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নানা প্রকার বিড়ম্বনা আরম্ভ করিল।১৩

ঐ দুর্ব্বৃত্ত বানর সেই সকল নারীগণের সম্মুখে হাস্য করিতে লাগিল এবং মদ্যপূর্ণ পানপাত্র সকল ভাঙ্গিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১৪

তারপর বলভদ্র কোপপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি সেই বানর তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া কিলকিলাধ্বনি করিতে লাগিল।১৫

তখন বলভদ্র ক্রোধভরে গাত্রোত্থান করিয়া মুসল গ্রহণ করিলেন এবং সেই বানরশ্রেষ্ঠও ভয়ঙ্কর এক পর্ব্বতোপম প্রস্তর গ্রহণ করিল।১৬

দ্বিবিদ সেই প্রস্তর নিক্ষেপ করিবামাত্র যাদবশ্রেষ্ঠ বলভদ্র সেই প্রস্তরকে মুসলাঘাতে সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সহস্রখণ্ড প্রস্তর ভূমিতে পতিত হইল।১৭

তারপর সেই বানর লাফ দিয়া মুসল উল্লঙ্ঘনকরত বলরামের সম্মুখে আসিল এবং বেগে আগমন করিয়া করতল দ্বারা ক্রোধভরে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিল।১৮

তখন বলদেব ক্রোধে করতল দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে দ্বিবিদ রুধির (রক্ত) বমন করিতে করিতে ক্ষীণপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।১৯

হে মৈত্রেয়! ঐ বানরের শরীর যখন পতিত হইল, তখন তাহার ভারে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় সেই পর্বতশিখর শতধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িল।২০

এইরূপে দ্বিবিদ বানর নিহত হইলে পর দেবগণ বলদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি মোচন করিতে লাগিলেন এবং আগমনপূর্ব্বক "আপনি এই সাধু ও মহৎকর্ম্ম সাধিত

পাঠান্তর :—(ক) —যদা। (খ) —হলী—। (গ) —ততঃ স্মরিত্বা স বলো—। (ঘ) —অথ তন্মুসলং—। (ঙ) —বিদারিতম্—।

অনেন দুষ্টকপিনা দৈত্যপক্ষোপকারিণা।
জগন্নিরাকৃতং বীর দিষ্ট্যাসৌ ক্ষয়মাগতঃ ॥২২
ইত্যুক্ত্বা দিবমাজগ্মুর্দ্দেবা হৃষ্টাঃ সগুহ্যকাঃ ॥২৩

পরাশর উবাচ।
এবংবিধান্যনেকানি বলদেবস্য ধীমতঃ।
কর্ম্মাণ্যপরিমেয়াণি শেষস্য ধরণীভৃতঃ ॥২৪
ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে ষট্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

করিলেন" এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবগণ আরও বলিলেন,—হে বীর! এই দুষ্ট বানর দৈত্যগণের উপকারী ছিল এবং ইহার দ্বারা জগৎ বড়ই বিপন্ন হইয়াছিল। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনার নিকট এই বানর বিনাশ প্রাপ্ত হইল। দেবগণ এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গুহ্যকগণের সহিত স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।২১-২৩

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! ধরণীধর শেষাবতার মতিমান্ বলভদ্রের এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক নানাবিধ অপরিমেয় কর্ম্ম আরও অনেক আছে।২৪

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[ঋষিণাং শাপঃ, যদুবংশবিনাশঃ, ভগবতঃ স্বধামপ্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ

পরাশর উবাচ।
এবং দৈত্যবধং কৃষ্ণো বলদেবসহায়বান্।
চক্রে দুষ্টক্ষিতীশানাং তথৈব জগতঃ কৃতে ॥১
ক্ষিতেশ্চ ভারং ভগবান্ ফাল্গুনেন সমং বিভুঃ (ক)।
অবতারয়ামাস হরিঃ সমস্তাক্ষৌহিণীবধাৎ ॥২
কৃত্বা ভারাবতরণং ভুবো হত্বাখিলান্ নৃপান্।
শাপব্যাজেন বিপ্রাণামুপসংহৃতবান্ কুলম্ ॥৩
উৎসৃজ্য দ্বারকাং কৃষ্ণস্ত্যক্ত্বা মানুষ্যমাত্মভূঃ (খ)।
সাংশো বিষ্ণুময়ং স্থানং প্রবিবেশ পুনর্নিজম্ (গ) ॥৪

মৈত্রেয় উবাচ।
স বিপ্রশাপব্যাজেন সঞ্জহ্রে স্বকুলং কথম্।
কথঞ্চ মানুষং দেহমুৎসসর্জ্জ জনার্দ্দনঃ ॥৫

পরাশর উবাচ।
বিশ্বামিত্রস্তথা কণ্বো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
পিণ্ডারকে মহাতীর্থে দৃষ্টা যদুকুমারকৈঃ ॥৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

[ঋষিগণের শাপ, যদুবংশের বিনাশ এবং ভগবানের স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন।]

পরাশর বলিলেন,—বলদেবের সহায়ে কৃষ্ণ এই প্রকারে জগতের মঙ্গলের জন্য দৈত্য ও দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ সাধন করিলেন।১

ভগবান্ বিভু শ্রীহরি অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বধ দ্বারা পৃথিবীরও ভার হরণ করিলেন।২

ভগবান্ ভূমির ভার হরণপূর্ব্বক সকল দুষ্ট মহীপতিগণের বিনাশ করিয়া বিপ্রগণের শাপচ্ছলে নিজ বংশেরও উপসংহার করিলেন।৩

এই সকল কর্ম্ম সমাপনান্তে অংশাবতার আত্মভূ ভগবান্ কৃষ্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার নিজ

পাঠান্তর:—(ক)—সমন্বিতঃ। (খ)—মনুষ্যমাত্মনঃ। (গ)—মুনে নিজম্।

ততস্তে যৌবনোন্মত্তা ভাবিকার্য্যপ্রচোদিতাঃ।
শাম্বং জাম্ববতীপুত্রং ভূষয়িত্বা স্ত্রিয়ং যথা ॥৭

প্রশ্রিতাংস্তান্মুনীনূচুঃ (ক) প্রণিপাতপুরঃসরম্।
ইয়ং স্ত্রী পুত্রকামস্য বভ্রোঃ কিং জনয়িষ্যতি ॥৮

পরাশর উবাচ।

দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে বিপ্রলব্ধাঃ কুমারকৈঃ।
মুনয়ঃ কুপিতাঃ প্রোচুর্মুসলং জনয়িষ্যতি।
যেনাখিলকুলোৎসাদো যাদবানাং ভবিষ্যতি * ॥৯

ইত্যুক্তাস্তৈঃ কুমারাস্তে আচচক্ষুর্যথাকৃতম্ (খ)।
উগ্রসেনায় মুসলং জজ্ঞে শাম্বস্য চোদরাৎ ॥১০

তদুগ্রসেনো মুসলময়শ্চূর্ণমকারয়ৎ।
জজ্ঞে স চৈরকাশ্চূর্ণঃ প্রক্ষিপ্তস্তৈর্মহোদধৌ (গ) ॥১১

মুসলস্যাথ লোহস্য চূর্ণিতস্যান্ধকৈর্দ্বিজ।
খণ্ডং চূর্ণয়িতুং শেকুর্নৈকং তে তোমরাকৃতি (ঘ) ॥১২

তদপ্যম্বুনিধৌ ক্ষিপ্তং মৎস্যো জগ্রাহ ঘাতিভিঃ (ঙ)।
ঘাতিতস্যোদরাৎ তস্য লুব্ধো জগ্রাহ তং জরা ॥১৩

বিজ্ঞাতপরমার্থোঽপি ভগবান্ মধুসূদনঃ।
নৈচ্ছত্তদন্যথাকর্ত্তুং বিধিনা যৎ সমীহিতম্ ॥১৪

দেবৈশ্চ প্রহিতো দূতঃ (চ) প্রণিপত্যাহ কেশবম্।
রহস্যেবমহং দূতঃ প্রহিতো ভগবান্ সুরৈঃ ॥১৫

বিশ্বাশ্বি (ছ)-মরুদাদিত্য-রুদ্র-সাধ্যাদিভিঃ সহ।
বিজ্ঞাপয়তি যচ্ছক্রস্তদিদং শ্রূয়তাং প্রভো ॥১৬

ভারাবতারণার্থায় বর্ষাণামধিকং শতম্।
ভগবানবতীর্ণোঽত্র ত্রিদশৈঃ সম্প্রসাদিতঃ (জ) ॥১৭

বিষ্ণুময় স্থানে প্রবেশ করিলেন। মৈত্রেয় বলিলেন,—কৃষ্ণ বিপ্রশাপচ্ছলে কি প্রকারে নিজকুল বিনষ্ট করেন এবং কি প্রকারেই বা আপনার মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করেন? (তাহা বিস্তারিতরূপে বলুন)।৪-৫

পরাশর বলিলেন,—পূর্ব্বে কোন দিন পিণ্ডারক-নামে মহাতীর্থে যদুকুমারগণ দেখিতে পাইলেন যে, মহামুনি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ আগমন করিতেছেন।৬

তখন যৌবনোন্মত্ত অবশ্যম্ভাবিকার্য্যপ্রেরিত যদু-কুমারগণ জাম্ববতীপুত্র শাম্বকে স্ত্রীলোকের ন্যায় সজ্জিত করিয়া সেই গমনরত মহামুনিগণকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন যে, হে মহামুনিগণ! পুত্রকামী বভ্রুর এইটি স্ত্রী, ইহার কি সন্তান হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন।৭-৮

পরাশর বলিলেন,—দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মুনিবৃন্দ কুমারগণ কর্ত্তৃক এইরূপে প্রতারিত হইয়া অতিশয় কোপ সহকারে বলিলেন যে, মুসল প্রসব করিবে এবং সেই মুসল হইতেই যাদবগণের সমস্ত বংশ ধ্বংস হইবে।৯

ঋষিগণ এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে পর যদুকুমারগণ উগ্রসেনের নিকট যাইয়া এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। তারপর শাম্বের জঠর হইতে মুসলও প্রসূত হইল।১০

উগ্রসেন সেই লৌহময় মুসলকে চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মহাসমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত সেই মুসলচূর্ণ এরকাবনে (যে তৃণের তিনদিক্ ধারাল, তাহাকে এরকা বলে।) পরিণত হইল।১১

হে দ্বিজ! যাদবগণ লৌহময় মুসলের প্রায় সকল খণ্ড চূর্ণ করিলেন, কিন্তু তোমরাকার একখণ্ড কোনপ্রকারে চূর্ণ করিতে না পারিয়া সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।১২

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত সেই মুসলখণ্ডকে একটি মৎস্য উদরসাৎ করিল অর্থাৎ খাইয়া ফেলিল। অনন্তর মৎস্যঘাতিগণ কর্ত্তৃক ঐ মৎস্য যখন ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইল, তখন তাহার উদর হইতে সেই মুসলখণ্ড বাহির হইলে জরা নামক একজন ব্যাধ তাহা গ্রহণ করিল। ভগবান্ মধুসূদন এ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও বিধাতার ইচ্ছার অন্যথা করিতে অভিলাষ করিলেন না।১৩-১৪

তারপর একদিন দেবগণপ্রেরিত এক দূত আগমন-পূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া কেশবকে বলিলেন,—হে ভগবন্!

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকাংশের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকাংশটি দেখা যায়,—

'সর্ব্বযাদবসংহারকারণং ভুবনোত্তরম্।'

পাঠান্তর:—(ক) প্রশ্রিতাস্তান্ মুনীনূচুঃ—। (খ)—ইত্যুক্তাস্তে কুমারাস্তু আচচক্ষুর্যথাতথম্—। (গ)—জজ্ঞে তদেরকাচূর্ণং প্রক্ষিপ্তং তৈর্মহোদধৌ—। (ঘ)—চূর্ণিতশেষস্তু ততো যৎ—। (ঙ)—জালিভিঃ—। (চ)—দেবৈশ্চ প্রহিতো বায়ুঃ—। (ছ)—বস্বশ্বি—। (জ)—ত্রিদশৈঃ সহ চোদিতঃ।

দুর্বৃত্তা নিহতা দৈত্যা ভুবো ভারোঽবতারিতঃ।
ত্বয়া সনাথাস্ত্রিদশা ভবন্তু ত্রিদিবে পুনঃ (ক) ॥১৮
তদতীতং জগন্নাথ বর্ষাণামধিকং শতম্।
ইদানীং গম্যতাং স্বর্গো ভবতা যদি রোচতে ॥১৯
দেবৈর্বিজ্ঞাপ্যতে চেদমথাত্রৈব রতিস্তব।
তৎ স্থীয়তাং যথাকালমাখ্যেয়মনুজীবিভিঃ ॥২০

শ্রীভগবানুবাচ।

যত্ত্বমাত্থাখিলং দূত বেদ্মোতদহমপ্যুত।
প্রারব্ধ এব হি ময়া যাদবানামপি ক্ষয়ঃ (খ) ॥২১
ভুবো নাদ্যাপি ভারোঽয়ং যাদবৈরনিবর্হিতৈঃ।
অবতার্য্য করোম্যেতৎ সপ্তরাত্রেণ সত্বরঃ ॥২২
যথা গৃহীতামম্ভোধের্দত্ত্বাহং দ্বারকাভুবম্।
যাদবানুপসংহৃত্য যাস্যামি ত্রিদিবালয়ম্ ॥২৩
মনুষ্যদেহমুৎসৃজ্য সঙ্কর্ষণসহায়বান্।
প্রাপ্ত এবাস্মি মন্তব্যো দেবেন্দ্রেণ তথাসুরৈঃ ॥২৪
জরাসন্ধাদয়ো যেঽন্যে নিহতা ভারহেতবঃ।
ক্ষিতেস্তেভ্যঃ কুমারোঽপি যদূনাং নাপচীয়তে ॥২৫
তদেনং সুমহাভারমবতার্য্য ক্ষিতেরহম্।
যাস্যাম্যমরলোকস্য পালনায় ব্রবীহি তান্ ॥২৬

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তো বাসুদেবেন দেবদূতঃ প্রণম্য তম্।
মৈত্রেয় দিব্যয়া গত্যা দেবরাজান্তিকং যযৌ ॥২৭

নির্জ্জনে কোন কথা বলিবার জন্য দেবগণ আপনার নিকটে আমাকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।১৫

বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, আদিত্য ও রুদ্রাদির সহিত ইন্দ্র আপনার নিকট যে নিবেদন করিয়াছেন, হে প্রভো! আপনি তাহা শ্রবণ করুন।১৬

ইন্দ্র কহিয়াছেন যে, হে ভগবন্! আপনি পৃথিবীর ভারাবতারণের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া শতবর্ষেরও অধিক হইল ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।১৭

হে প্রভো! এক্ষণে দুর্বৃত্তগণ সকলে নিহত হইয়াছে এবং পৃথিবীর ভারও অবতারিত হইয়াছে; অতএব আমরা প্রার্থনা করি যে, দেবগণ স্বর্গে পুনর্ব্বার আপনার সহিত মিলিত হইয়া সনাথ হউন।১৮

হে জগন্নাথ! শতবর্ষেরও অধিক অতীত হইয়াছে; এক্ষণে যদি আপনার রুচি হয়, তবে স্বর্গে গমন করুন। হে ভগবন্! দেবগণ ইহা নিবেদন করিলেন; এক্ষণেও যদি আপনার এখানে থাকিতে অভিলাষ হয়, তবে অবস্থান করুন। যথাসময়ে প্রভুর নিকট কর্ত্তব্যবিষয়ের উল্লেখ করা—ইহাই ভৃত্যগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।১৯-২০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে দূত! তুমি যাহা বলিলে, আমি তৎসমস্তই জানি এবং সেইজন্যই আমি নিজেই যাদবকুলের ক্ষয় আরম্ভ করিয়াছি।২১

যাদবগণের সংহার না হইলে, পৃথিবীর ভার অবতারিত হইবে না, এই কারণে আমি অতি সত্বর সপ্তরাত্রের মধ্যে ইহাদিগকে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভারাবতারণ করিব।২২

আমি যেমন সমুদ্র হইতে দ্বারকাপুরী গ্রহণ করিয়াছি; সেই প্রকারে সমুদ্রকে পুনর্ব্বার দ্বারকাভূমি অর্পণ করত যাদবগণকে বিনাশ করিয়া স্বর্গধামে গমন করিব।২৩

বলভদ্রের সহিত মনুষ্যদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি স্বর্গে গমন করিয়াছি, দেবগণের সহিত ইন্দ্র এ প্রকারই মনে করুন।২৪

পৃথিবীর ভারহেতু জরাসন্ধাদি যে সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যদুকুমারগণ কোন প্রকারেই ক্ষিতিভার সম্বন্ধে হীন নহে।২৫

সেই জন্য আমি ক্ষিতির ভারহরণ-রূপ এই সুমহাকার্য্য সাধিত করিয়া, দেবলোকপালনের জন্য স্বর্গে গমন করিব। তুমি দেবগণের নিকট এই কথা বলিবে।২৬

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! বাসুদেব এইরূপ

পাঠান্তর :—(ক)—সদা।
(খ)—পরিক্ষয়ঃ—।

ভগবানপ্যথোৎপাতান্ দিব্যভৌমান্তরীক্ষগান্।
দদর্শ দ্বারকাপুর্য্যাং বিনাশায় দিবানিশম্ ॥২৮

তান্ দৃষ্ট্বা যাদবানাহ পশ্যধ্বমতিদারুণান্।
মহোৎপাতান্ শমায়ৈষাং প্রভাসং যাম মা চিরম্ ॥২৯

পরাশর উবাচ।

এবমুক্তে তু কৃষ্ণেন যাদবপ্রবরস্ততঃ।
মহাভাগবতঃ প্রাহ প্রণিপত্যোদ্ধবো হরিম্ ॥৩০

ভগবন্ যন্ময়া কার্য্যং তদাজ্ঞাপয় সাম্প্রতম্।
মন্যে কুলমিদং সর্ব্বং ভগবান্ সংহরিষ্যতি।
নাশায়াস্য নিমিত্তানি কুলস্যাচ্যুত লক্ষয়ে ॥৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছ ত্বং দিব্যয়া গত্যা মৎপ্রসাদসমুত্থয়া।
বদরীমাশ্রমং (ক) পুণ্যং গন্ধমাদনপর্ব্বতে ॥৩২

নর-নারায়ণস্থানে তৎপাবিতমহীতলে (খ)।
মন্মনা মৎপ্রসাদেন তত্র সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥৩৩

অহং স্বর্গং গমিষ্যামি উপসংহৃত্য বৈ কুলম্।
দ্বারকাঞ্চ ময়া ত্যক্তাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥*৩৪

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রণিপত্যৈনং জগন্নাথ তদোদ্ধবঃ।
নর-নারায়ণস্থানং কেশবেনানুমোদিতঃ ॥৩৫

ততস্তে যাদবাঃ সর্ব্বে রথানারুহ্য শীঘ্রগান্।
প্রভাসং প্রযযুঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণ-রামাদিভির্দ্বিজ ॥৩৬

প্রাপ্য প্রভাসং প্রযতাঃ স্নাতাস্তে কুকুরান্ধকাঃ।
চক্রুস্তত্র সুরাপানং বাসুদেবানুমোদিতাঃ (গ) ॥৩৭

পিবতাং তত্র বৈ তেষাং সঙ্ঘর্ষেণ পরস্পরম্।
অতিবাদেন্ধনো জজ্ঞে কলহাগ্নিঃ ক্ষয়াবহঃ ॥৩৮

বলিলে, দেবদূত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যগতিতে দেবরাজের নিকটে উপস্থিত হইলেন।২৭

এদিকে ভগবান্‌ও দিবারাত্রিই দ্বারকাপুরীতে যদুকুলের বিনাশসূচক নানাপ্রকার দিব্য, ভৌম ও অন্তরীক্ষগত উৎপাত অবলোকন করিতে লাগিলেন।২৮

সেই সকল উৎপাত অবলোকন করিয়া ভগবান্ যাদবগণকে বলিলেন যে, হে যাদবগণ! এই সকল বিনাশসূচক উৎপাত অবলোকন কর, এক্ষণে আমরা সকলে এই সমস্ত উৎপাতের শান্তি করিবার জন্য অবিলম্বে প্রভাসতীর্থে গমন করিব। পরাশর বলিলেন,— কৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর, মহাভাগবত যাদবশ্রেষ্ঠ উদ্ধব হরিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন।২৯-৩০

হে ভগবন্! এক্ষণে যাহা আমার কর্ত্তব্য, আপনি আমাকে তাহা আদেশ করুন। আমি বিবেচনা করিতেছি যে, বোধ হয় ভগবান্ (আপনি) এই সমগ্র যদুকুলের সংহার করিবেন। হে অচ্যুত! এই কুলের বিনাশসূচক নিমিত্তসকল আমি অবলোকন করিতেছি।৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! তুমি আমার প্রসাদে দিব্যগতি অবলম্বন করিয়া গন্ধমাদন-পর্ব্বতে স্থিত বদরী-নামক পুণ্যাশ্রমে অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে গমন কর।৩২

সেই আশ্রম নর-নারায়ণের নিবাস স্থান, তাহারই স্থিতিতে এই মহীতল পবিত্র হইয়াছে। তুমি সেই আশ্রমে গমনপূর্ব্বক আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া তপস্যা করিও; পরে আমারই প্রসাদে তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।৩৩

আমি এই কুলের উপসংহার (বিনাশ) করিয়া স্বর্গে গমন করিব। আমি স্বর্গে গমন করিলে পর, সমুদ্র মৎপরিত্যক্ত দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিবে।৩৪

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ এইকথা বলিলে পর, উদ্ধব তাঁহাকে প্রণাম করত কেশব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া নর-নারায়ণের বাসস্থান বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন।৩৫

হে দ্বিজ! তারপর যাদবগণ কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত শীঘ্রগামী রথসমূহে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন।৩৬

অনন্তর কুকুর ও অন্ধকবংশীয় যাদবগণ প্রভাসে উপস্থিত হইয়া সংযতহৃদয়ে স্নান করত বাসুদেবের

* কোন কোন গ্রন্থে ৩৪ নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি অধিক দেখা যায়,—
"মদ্বেশ্ম চৈকং মুক্ত্বা তু ভয়াম্ভো জলাশয়ে। তত্র সন্নিহিতশ্চাহং ভক্তানাং হিতকাম্যয়া॥"

পাঠান্তর:—(ক) যদ্বদর্য্যাশ্রমং —। (খ) —তৎপবিত্রং মহীতলে। (গ) প্রভাসং সমনুপ্রাপ্তাঃ কুকুরান্ধক-বৃষ্ণয়ঃ চক্রুস্তত্র মহাপানং বাসুদেবেন চোদিতাঃ॥

জঘ্নুঃ পরস্পরং তে তু শস্ত্রৈর্দৈববলাৎ কৃতাঃ।
ক্ষীণশস্ত্রাশ্চ জগৃহুঃ প্রত্যাসন্নামথৈরকাম্॥* ॥৩৯

এরকা তু গৃহীতা তৈর্বজ্রভূতেব লক্ষ্যতে।
তয়া পরস্পরং জঘ্নুঃ সম্প্রহারে সুদারুণে ॥৪০

প্রদ্যুম্ন-শাম্বপ্রমুখাঃ কৃতবর্ম্মাথ সাত্যকিঃ।
অনিরুদ্ধাদয়শ্চান্যে পৃথুবিপৃথুরেব চ ॥৪১

চারুবর্ম্মা চারুকশ্চ তথাক্রূরাদয়ো দ্বিজ।
এরকারূপিভির্বজ্রৈস্তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥৪২

নিবারয়ামাস হরির্যাদবাংস্তে চ কেশবম্।
সহায়ং মেনিরে প্রাপ্তং তে নিজঘ্নুঃ পরস্পরম্ ॥৪৩

কৃষ্ণোঽপি কুপিতস্তেষামেরকামুষ্টিমাদদে।
বধায় সোঽপি মুসলং মুষ্টির্লোহোঽভবত্তদা ॥৪৪

জঘান তেন নিঃশেষান্ যাদবানাততায়িনঃ।
জঘ্নুশ্চ সহসাভ্যেত্য তথান্যে চ পরস্পরম্ ॥৪৫

ততশ্চার্ণবমধ্যেন জৈত্রোঽসৌ চক্রিণো রথঃ।
পশ্যতো দারুকস্যাশু হৃতোঽশ্বৈর্দ্বিজসত্তম (ক) ॥৪৬

চক্রং তথা গদা শার্ঙ্গং তূণৌ শঙ্খোঽসিরেব চ।
প্রদক্ষিণং হরিং কৃত্বা জগ্মুরাদিত্যবর্ত্মনা ॥৪৭

ক্ষণেন নাভবৎ কশ্চিদ্ যাদবানামঘাতিতঃ।
ঋতে কৃষ্ণং মহাবাহুং দারুকঞ্চ মহামুনে ॥৪৮

চংক্রম্যমাণৌ তৌ রামং বৃক্ষমূলকৃতাসনম্।
দদৃশাতে মুখাচ্চাস্য নিষ্ক্রামন্তং মহোরগম্ ॥৪৯

নিষ্ক্রম্য স মুখাত্তস্য মহাভাগো ভুজঙ্গমঃ।
প্রযযাবর্ণবং সিদ্ধৈঃ স্তূয়মানস্তথোরগৈঃ ॥৫০

আজ্ঞানুসারে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা সুরাপানপূর্ব্বক পরস্পর সঙ্ঘর্ষে এক কলহ উত্থাপিত করিলেন; ক্রমে ঐ কলহরূপী বহ্নি অতিবাদরূপ কাষ্ঠসংযোগে আরও প্রবল হইয়া উঠিল এবং ঐ কলহাগ্নিই যদুকুলের ক্ষয়ের কারণরূপে পরিণত হইল। তখন যাদবগণ পরস্পর নিয়তিবশে শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। যখন অস্ত্রাদি নিঃশেষ হইয়া যাইল, তখন তাঁহারা নিকটবর্ত্তী এরকা গ্রহণ করিলেন। সেই সুদারুণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদিগের গৃহীত এরকা বজ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারাও সেই এরকা দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।৩৭-৪০

হে দ্বিজ! প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, কৃতবর্ম্মা, সাত্যকি, অনিরুদ্ধ, পৃথু, বিপৃথু, চারুবর্ম্মা, চারুক ও অক্রূরাদি যাদবগণ—সকলেই পরস্পরকে এরকারূপী বজ্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন।৪১-৪২

হরি যাদবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধবিষয়ে হরিকে আপনার প্রতিপক্ষের সহায় বিবেচনা করিয়া পরস্পর হানাহানি করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ কুপিত হইয়া তাঁহাদের বধের জন্য এরকামুষ্টিগ্রহণ করিলেন, সেই সময় ঐ এরকামুষ্টিও লৌহময় মুসলে পরিণত হইল।৪৩-৪৪

ভগবান্ সেই এরকামুষ্টি দ্বারা আততায়ী যাদবগণকে নিঃশেষরূপে বিনাশ করিতে লাগিলেন। অপর যাদবগণও সহসা আগমন করিয়া পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন।৪৫

হে দ্বিজসত্তম! অনন্তর দারুকের চক্ষুর সম্মুখেই তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া অশ্বগণ কৃষ্ণের সেই জৈত্র রথকে সমুদ্রের মধ্যে হরণ করিল।৪৬

শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, তূণদ্বয় ও অসি,—ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া আদিত্যপথ দ্বারা (আকাশমার্গে) বৈকুণ্ঠে গমন করিল।৪৭

হে মহামুনে! ক্ষণকালের মধ্যে মহাবাহু কৃষ্ণ ও দারুক ব্যতিরেকে আর সকল যাদবগণের মধ্যে কেহই বাঁচিয়া রহিলেন না। অনন্তর দারুক ও কৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, বলভদ্র বৃক্ষমূলে বদ্ধাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড সর্প নিষ্ক্রান্ত হইতেছে।৪৮-৪৯

* কোন কোন গ্রন্থে ৩৯ শ্লোকের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়,—

মৈত্রেয় উবাচ।
স্বং স্বং ভুঞ্জতাং তেষাং কলহঃ কিন্নিমিত্তকঃ।
সঙ্ঘর্ষো বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥

পরাশর উবাচ।
মৃষ্টং মদীয়মন্নং তে ন মৃষ্টমিতি জল্পতাম্।
মৃষ্টামৃষ্টকথা জজ্ঞে সঙ্ঘর্ষ-কলহৌ ততঃ ॥
ততশ্চান্যোন্যমভ্যেত্য ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ

পাঠান্তর:—(ক)—প্রায়াদশ্বৈর্হৃতো দ্বিজ।

ততোঽর্ঘ্যমাদায় তদা জলধিঃ সম্মুখং যযৌ।
প্রবিবেশ চ তত্তোয়ং পূজিতঃ পন্নগোত্তমৈঃ ॥৫১
দৃষ্ট্বা বলস্য নির্যাণং দারুকং প্রাহ কেশবঃ।
ইদং সর্ব্বং ত্বমাচক্ষ্ব বসুদেবোগ্রসেনয়োঃ ॥৫২
নির্যাণং বলভদ্রস্য যাদবানাং তথা ক্ষয়ম্।
যোগে স্থিত্বাহমপ্যেতং পরিত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥৫৩
বাচ্যশ্চ দ্বারকাবাসি-জনঃ সর্ব্বস্তথাহুকঃ।
যথেমাং নগরীং সর্ব্বাং সমুদ্রঃ প্লাবয়িষ্যতি ॥৫৪
তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈস্তু প্রতীক্ষ্যো হ্যর্জ্জুনাগমঃ।
ন স্থেয়ং দ্বারকামধ্যে নিষ্ক্রান্তে তত্র পাণ্ডবে ॥৫৫
তেনৈব সহ গন্তব্যং যত্র যাতি স কৌরবঃ।
গত্বা চ ব্রূহি কৌন্তেয়মর্জ্জুনং বচনান্মম ॥৫৬
পালনীয়স্ত্বয়া শক্ত্যা জনোঽয়ং মৎপরিগ্রহঃ।
ইত্যর্জ্জুনেন সহিতো দ্বারবত্যা ভবান্ জনম্।
গৃহীত্বা যাতু বজ্রশ্চ যদুরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্ (ক)॥৫৭

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্তো দারুকঃ কৃষ্ণং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ বহুশঃ কৃত্বা প্রায়াদ্ যথোদিতম্ ॥৫৮
স গত্বা চ তথা চক্রে (খ)দ্বারকায়াং তথার্জ্জুনম্।
আনিনায় মহাবুদ্ধির্বজ্রং চক্রে তথা নৃপম্ ॥৫৯
ভগবানপি গোবিন্দো বাসুদেবাত্মকং পরম্।
ব্রহ্মাত্মনি সমারোপ্য সর্ব্বভূতেষ্বধারয়ৎ *॥৬০
সম্মানয়ন্ দ্বিজবচো দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ।
যোগযুক্তোঽভবৎ পাদং কৃত্বা জানুনি সত্তম ॥৬১

বলভদ্রের মুখ হইতে সেই প্রকাণ্ডশরীর সর্প নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সিদ্ধ ও সর্পগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন।৫০

তারপর সমুদ্র অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া সেই অনন্ত নাগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সর্পশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৫১

কেশব বলদেবের নির্বাণ অবলোকন করিয়া দারুকে বলিলেন,—তুমি গিয়া বসুদেব ও উগ্রসেনের নিকট এই সকল সংবাদ বলিও।৫২

বলভদ্রের নির্বাণ, সকল যাদবকুলের ক্ষয় ও আমি যোগে অবস্থানপূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ করিব,—এই সকল কথা তাঁহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বলিবে।৫৩

আর দ্বারকাবাসী জনগণকে ও আহুককে বলিও, এই দ্বারকা নগরীকে সমুদ্র প্লাবিত করিবে,—এই জন্য আপনারা সকলে অর্জ্জুনের আগমন প্রতীক্ষা করিবেন। কিন্তু অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, আপনারা আর কেহই দ্বারকায় অবস্থান করিবেন না।৫৪-৫৫

সেই কুরুবংশোৎপন্ন অর্জ্জুন যেদিকে যাইবেন, আপনারাও তাঁহার সহিত সেই দিকেই যাইবেন। (হে দারুক)! এইরূপে তুমি কুন্তিপুত্র অর্জ্জুনের নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বলিবে যে, 'আমার পরিবারবর্গকে তুমি নিজশক্তি অনুসারে পালন করিও,—ইহাই আমার আদেশ। অর্জ্জুনের সহিত দ্বারকার সকল জনগণকে লইয়া তুমি গমন করিও এবং বজ্রকে যদুবংশের নরপতিরূপে অভিষিক্ত করিও।৫৬-৫৭

পরাশর বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে এই কথা বলিলে, দারুক বারংবার কৃষ্ণকে প্রণাম ও বহুবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার কথানুসারে গমন করিলেন।৫৮

ভগবান্ যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, মহামতি দারুক তাহা সম্পাদনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করিলেন এবং বজ্রকে নৃপতি করিলেন।৫৯

এদিকে ভগবান্ গোবিন্দ সর্ব্বভূতেই অবস্থিত বাসুদেবাত্মক পরম-ব্রহ্মকে নিজ আত্মাতে আরোপিত করিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন।৬০

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! দুর্ব্বাসা (শ্রীকৃষ্ণকে) যাহা

পাঠান্তর :—(ক) ত্বমর্জ্জুনেন সহিতো দ্বারবত্যাং তথা জনম্।
গৃহীতা যাহি বজ্রঞ্চ যদুরাজো ভবিষ্যতি ॥
(খ) স চ গত্বা তদাচষ্ট—।

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি ৫৯ শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—
নিষ্প্রপঞ্চে মহাভাগ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
তুর্য্যাবস্থং সলীলঞ্চ শেতে স্ম পুরুষোত্তমঃ ॥

আযযৌ চ জরানাম স তদা তত্র লুব্ধকঃ।
মুসলাবশেষলৌহ-সায়কন্যস্ততোমরঃ ॥৬২

স তং পাদং মৃগাকারমবেক্ষ্যারাদবস্থিতঃ।
তলে বিব্যাধ তেনৈব তোমরেণ দ্বিজোত্তম ॥৬৩

গতশ্চ দদৃশে তত্র চতুর্ব্বাহুধরং নরম্।
প্রণিপত্যাহ চৈবৈনং প্রসীদেতি পুনঃপুনঃ ॥৬৪

অজানতা কৃতমিদং ময়া হরিণশঙ্কয়া।
ক্ষম্যতামাত্মপাপেন দগ্ধং মা দগ্ধুমর্হসি (ক)॥৬৫

পরাশর উবাচ।

ততস্তং ভগবানাহ ন তেঽস্তি ভয়মণ্বপি।
গচ্ছ ত্বং মৎপ্রসাদেন লুব্ধ স্বর্গে সুরালয়ম্ ॥৬৬
বিমানমাগতং সদ্যস্তদ্বাক্যসমনন্তরম্।
আরুহ্য প্রযযৌ স্বর্গং লুব্ধকস্তৎপ্রসাদতঃ ॥৬৭
গতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মানমাত্মনি।
ব্রহ্মভূতেঽব্যয়েঽচিন্ত্যে বাসুদেবময়েঽমলে ॥৬৮
অজন্মন্যজরেঽনাশিন্যপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি(খ)।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্ ॥৬৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে সপ্তত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ ॥

বলিয়াছিলেন, সেই দ্বিজবাক্য সম্মানিত করত জানুর উপর চরণ রাখিয়া ভগবান্ বাসুদেব যোগাবলম্বন করিলেন (১)।৬১

সেই সময় জরানামক এক ব্যাধ সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তে যে মুখ্য বাণ ছিল, তাহার অগ্রভাগ (ফলা) সেই মুসলাবশেষ লৌহ-নির্ম্মিত শল্য দ্বারা রচিত ছিল।৬২

হে দ্বিজোত্তম! দূরস্থিত সেই ব্যাধ শ্রীভগবানের মৃগাকার শ্রীচরণ অবলোকন করিয়া মৃগবোধে তাহার তলদেশ সেই তোমর দ্বারা বিদ্ধ করিল।৬৩

তারপর ঐ ব্যাধ সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিল যে, একজন চতুর্ভুজধারী মনুষ্য সেইখানে অবস্থান করিতেছেন। তখন সে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি প্রসন্ন হউন।৬৪

আমি না জানিয়া হরিণবোধে এই কর্ম্ম করিয়াছি, আমার পাপে দগ্ধ আমাকে আর দগ্ধ করিবেন না, আমাকে ক্ষমা করুন।৬৫

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর ভগবান্ তাহাকে বলিলেন,—তোমার অণুমাত্রও ভয় নাই। হে ব্যাধ! তুমি আমার প্রসাদে স্বর্গে দেবতাবাসে গমন কর।৬৬

ভগবানের এই কথা বলার পরেই তৎক্ষণাৎ বিমান আগমন করিল. ঐ ব্যাধও তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিল।৬৭

ব্যাধ স্বর্গে গমন করিলে পর, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অমল, অব্যয়, অচিন্ত্য, জন্ম ও জরারহিত, অবিনাশী, অপ্রমেয় ও অখিলস্বরূপ ব্রহ্মভূত বাসুদেবময় স্বকীয় আত্মাতে আত্মার যোগ করিয়া ত্রিগুণাত্মক গতিকে পরিত্যাগ করত মানুষদেহ পরিত্যাগ করিলেন।৬৮-৬৯

(১) মহাভারতে এই প্রসঙ্গ দেখা যায়,—একবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আসেন এবং তাঁহার দ্বারা পূজিত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে বলেন,—আপনি আমার এই উচ্ছিষ্ট জল সর্ব্ব অঙ্গে লেপন করুন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিলেন, পরন্তু 'ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট জল পদে দেওয়া উচিত নয়' এই বিবেচনা করিয়া পদে লাগাইলেন না। ইহাতে দুর্ব্বাসা শাপ দিয়াছিলেন,—আপনার পদে কখনও ছেদ উপস্থিত হইবে (তাহাই শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর কারণ হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য)

পাঠান্তর :—(ক) ক্ষম্যতাং মম পাপেন দগ্ধং মাং ত্রাতুমর্হসি। (খ) অজন্মন্যমরে বিষ্ণাবপ্রমেয়েঽখিলাত্মনি।

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ

[যাদবানামন্ত্যেষ্টিসংস্কারঃ, পরীক্ষিতো রাজ্যাভিষেকঃ, পাণ্ডবানাং বনগমনঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

অর্জ্জুনোঽপি তদান্বিষ্য কৃষ্ণরামকলেবরে ।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ ॥১
অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্তু যাঃ ।
উপগুহ্য হরের্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্ ॥২
রেবতী চৈব রামস্য দেহমাশ্লিষ্য সত্তম ।
বিবেশ জ্বলিতং বহ্নিং তৎসঙ্গাহ্লাদশীতলম্ ॥৩
উগ্রসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা তথৈবানকদুন্দুভিঃ ।
দেবকী রোহিণী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্ ॥৪
ততোঽর্জ্জুনঃ প্রেতকার্য্যং কৃত্বা তেষাং যথাবিধি ।
নিশ্চক্রাম জনং সর্ব্বং গৃহীত্বা বজ্রমেব চ ॥৫
দ্বারবত্যা বিনিষ্ক্রান্তঃ কৃষ্ণপত্ন্যঃ সহস্রশঃ ।
বজ্রং জনঞ্চ কৌন্তেয়ঃ পালয়ঞ্ছনকৈর্যযৌ ॥৬
সভা সুধর্ম্মা কৃষ্ণেন মর্ত্ত্যলোকে সমুজ্‌ঝিতে ।
স্বর্গং জগাম মৈত্রেয় পারিজাতশ্চ পাদপঃ ॥৭
যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সন্ত্যজ্য মেদিনীম্ ।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ ॥৮
প্লাবয়ামাস তাং শূন্যাং দ্বারকাঞ্চ মহোদধিঃ ।
যদুদেবগৃহং ত্বেকং নাপ্লাবয়ত সাগরঃ ॥৯
নাতিক্রান্তুমলং ব্রহ্মংস্তদদ্যাপি মহোদধিঃ ।
নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ কেশবো যতঃ ॥১০

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

[যাদবদিগের অন্ত্যেষ্টিসংস্কার, পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক ও পাণ্ডবগণের বনগমন ।]

পরাশর বলিলেন,—অর্জ্জুনও কৃষ্ণ এবং রামের কলেবরদ্বয় এবং অন্যান্য (প্রধান প্রধান) যাদবগণের দেহসকল অন্বেষণ করিয়া ক্রমানুসারে ঔর্দ্ধদৈহিক সংস্কার করাইলেন ।১

রুক্মিণী-প্রমুখা কৃষ্ণের যে আটটী প্রধানা মহিষী কথিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হরির দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ।২

হে সাধুত্তম ! রেবতীও রামের দেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক রামের অঙ্গস্পর্শ সম্পর্কজনিত আহ্লাদে শীতলবৎ অনুভূত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ।৩

এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া উগ্রসেন, রোহিণী, দেবকী ও বসুদেব—ইহারাও অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ।৪

তারপর অর্জ্জুন যথাবিধি প্রেতকার্য্য-সমাপনান্তে বজ্র, যাদবগণ ও অন্যান্য কৃষ্ণমহিষী প্রভৃতিকে লইয়া দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ।৫

দ্বারকা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন সহস্র সহস্র কৃষ্ণপত্নী, বজ্র ও অন্যান্য জনকে সাবধানে রক্ষা করত ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন ।৬

হে মৈত্রেয় ! কৃষ্ণের মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগের পরেই সুধর্ম্মা সভা ও পারিজাত তরু স্বর্গে গমন করিল ।৭

যে দিনে হরি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনেই কালকায় বলবান্ কলিযুগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে ।৮

এদিকে সমুদ্র শূন্য দ্বারকাপুরীকে প্লাবিত করিল । সাগর কেবল একমাত্র কৃষ্ণের গৃহ প্লাবিত করিল না ।৯

হে ব্রহ্মন্ । সমুদ্র অদ্যাবধিও সেই হরিমন্দির অতিক্রম করে নাই ; কারণ, ভগবান্ কেশব এই মন্দিরে সর্ব্বদা সন্নিহিত আছেন ।১০

তদতীব মহৎ পুণ্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ।
বিষ্ণুক্রীড়াম্বিতস্থানং দৃষ্ট্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১১
পার্থঃ পঞ্চনদে দেশে ধনধান্যসমন্বিতে (ক) ।
চকার বাসং সর্ব্বস্য জনস্য মুনিসত্তম ॥১২
ততো লোভঃ সমভবদ্দস্যূনাং নিহতেশ্বরাঃ ।
দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নীয়মানাঃ পার্থে নৈকেন ধন্বিনা ॥১৩
ততস্তে পাপকর্ম্মাণো লোভোপহতচেতসঃ ।
আভীরা মন্ত্রয়ামাসুঃ সমেত্যাত্যন্তদুর্ম্মদাঃ ॥১৪
অয়মেকোঽর্জ্জুনো ধন্বী স্ত্রীজনং নিহতেশ্বরম্ ।
নয়ত্যস্মানতিক্রম্য ধিগেতদ্ভবতাং বলম্ ॥১৫
হত্বা গর্ব্বসমারূঢ়ো ভীষ্ম-দ্রোণ-জয়দ্রথান্ ।
কর্ণাদীংশ্চ ন জানাতি বলং গ্রামনিবাসিনাম্ ॥১৬
হে হে যষ্টীর্মহায়ামা গৃহ্নীতায়ং সুদুর্ম্মতিঃ (খ) ।
সর্ব্বানেবাবজানাতি কিং বো বাহুভিরুন্নতৈঃ ॥১৭

সেই গৃহ বিষ্ণুর ক্রীড়াস্থান, পরম পবিত্র ও সর্ব্বপাতক নাশন। ঐ স্থান দর্শন করিলে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।১১

হে মুনিসত্তম! অর্জ্জুন, ধনধান্যপূর্ণ পঞ্চনদ নামক দেশে সেই দ্বারকাবাসী জনগণকে বাস করাইলেন।১২

তারপর একমাত্র ধনুর্দ্ধারী পার্থ সেই সকল স্বামিহীনা স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া দস্যুদিগের বড়ই লোভ উপস্থিত হইল।১৩

তখন অত্যন্ত পাপাচারী, লোভোপহতচেতা (লোভে যাহাদের চেতনা আবৃত) ও অত্যন্ত দুর্ম্মদ গোপ-দস্যুগণ সকলে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল।১৪

এই ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন একাকীই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া, এই স্বামিহীনা স্ত্রীগণকে লইয়া যাইতেছে ; তোমাদের বলকে ধিক্! ১৫

এই অর্জ্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ ও কর্ণাদিকে বিনাশ করিয়া বড়ই অহঙ্কৃত হইয়াছে। অহো! অর্জ্জুন গ্রামবাসীদিগের পরাক্রম জানে না! ১৬

পাঠান্তর :—(ক) —বহুধান্যধনান্বিতে।
(খ) যষ্টিহস্তানবেক্ষ্যাস্মান্ ধনুষ্পাণিঃ স দুর্ম্মতিঃ

ততো যষ্টিপ্রহরণা দস্যবো লোষ্টহারিণঃ ।
সহস্রশোঽভ্যধাবন্ত তং জনং নিহতেশ্বরম্ ॥১৮
ততো নিবৃত্য কৌন্তেয়ঃ প্রাহাভীরান্ হসন্নিব ।
নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যদি ন স্থ মুমূর্ষবঃ ॥১৯
অবজ্ঞায় বচস্তস্য জগৃহুস্তে তদা ধনম্ ।
স্ত্রীজনঞ্চৈব মৈত্রেয় বিষ্বক্‌সেনপরিগ্রহম্ ॥২০
ততোঽর্জ্জুনো ধনুর্দ্দিব্যং গাণ্ডীবমজরং যুধি ।
আরোপিতুং সমারেভে ন শশাক স বীর্য্যবান্ ॥২১
চকার সজ্যং কৃচ্ছ্রাচ্চ তচ্চাভূচ্ছিথিলং পুনঃ ।
ন সস্মার তথাস্ত্রাণি চিন্তয়ন্নপি পাণ্ডবঃ ॥২২
শরান্মুমোচ বৈ তেষু পার্থো বৈরিষ্বমর্ষিতঃ ।
ত্বগ্ভেদং তে পরং চক্রুরস্তা গাণ্ডীবধন্বনা ॥২৩
বহ্নিনা যেঽক্ষয়া দত্তাঃ শরাস্তেঽপি ক্ষয়ং যযুঃ ।
যুধ্যতঃ সহ গোপালৈরর্জ্জুনস্য ভবক্ষয়ে ॥২৪

ওহে ওহে! এস, সকলে মহাদীর্ঘ যষ্টি-(দণ্ড—লাঠী) সকল গ্রহণ কর। এই সুদুর্ম্মতি অর্জ্জুন তোমাদের সকলকে অবজ্ঞা করিতেছে, অতএব তোমাদের উন্নত বাহুতে কি প্রয়োজন? ১৭

অনন্তর পরধনাপহারী যষ্টিপ্রহরণ (দণ্ডই যাহাদের অস্ত্র) সহস্র সহস্র দস্যু সেই মৃতস্বামী মহিলাগণের প্রতি ধাবিত হইল। তখন কুন্তিপুত্র অর্জ্জুন নিবৃত্ত হইয়া (দাঁড়াইয়া) হাসিতে হাসিতে সেই আভীর (গোপ) দস্যুগণকে বলিলেন,—অরে ধর্ম্মজ্ঞানরহিত দস্যুগণ! তোরা যদি মরিতে ইচ্ছা না করিস্, তবে এ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হ।১৮-১৯

হে মৈত্রেয়! তখন তাহারা অর্জ্জুনের সেই বাক্যে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের পরিগৃহীত ধন ও স্ত্রীগণকে গ্রহণ করিল।২০

অনন্তর মহাশক্তিশালী অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষীণ সেই দিব্যধনুঃ গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিতে চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না।২১

তারপর তিনি অতি কষ্টে তাহাতে জ্যারোপণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার শিথিল হইয়া

অচিন্তয়চ্চ কৌন্তেয়ঃ কৃষ্ণস্যৈব হি তদ্বলম্।
যন্ময়া শরসঙ্ঘাতৈঃ সকলা ভূভুজো জিতাঃ (ক) ॥২৫
মিষতঃ পাণ্ডুপুত্রস্য ততস্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
আভীরৈরপকৃষ্যন্ত্যঃ (খ) কামাচ্চান্যা প্রবব্রজুঃ ॥২৬
ততঃ শরেষু ক্ষীণেষু ধনুষ্কোট্যা ধনঞ্জয়ঃ।
জঘান দস্যূংস্তে চাস্য প্রহারান্ জহসুর্মুনে ॥২৭
প্রেক্ষতশ্চৈব পার্থস্য বৃষ্ণ্যন্ধকবরস্ত্রিয়ঃ।
জগ্মুরাদায় তে ম্লেচ্ছাঃ সমস্তা মুনিসত্তম (গ) ॥২৮
ততঃ সুদুঃখিতো জিষ্ণুঃ কষ্টং কষ্টমিতি ব্রুবন্।
অহো ভগবতা তেন মুষিতোঽস্মি (ঘ) রুরোদ হ ॥২৯
তদ্ধনুস্তানি চাস্ত্রাণি স রথস্তে চ বাজিনঃ।
সর্ব্বমেকপদে নষ্টং দানমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥৩০

অতোঽতিবলবদ্দৈবং বিনা তেন মহাত্মনা।
যদসামর্থ্যযুক্তেঽপি নীচবর্গে জয়প্রদম্ ॥৩১
তৌ বাহূ স চ মে মুষ্টিঃ স্থানং তৎ সোঽস্মি চার্জ্জুনঃ
পুণ্যেনৈব বিনা তেন গতং সর্ব্বমসারতাম্ ॥৩২
মমার্জ্জুনত্বং ভীমস্য ভীমত্বং তৎকৃতং ধ্রুবম্ (ঙ)।
বিনা তেন যদাভীরৈর্জিতোঽহং কথমন্যথা (চ) ॥৩৩

পরাশর উবাচ।

ইত্থং বদন্ যযৌ জিষ্ণুর্মথুরাখ্যং (ছ) পুরোত্তমম্।
চকার তত্র রাজানং বজ্রং যাদবনন্দনম্ ॥৩৪
স দদর্শ ততো ব্যাসং ফাল্গুনঃ কাননাশ্রয়ম্।
তমুপেত্য মহাভাগং বিনয়েনাভ্যবাদয়ৎ ॥৩৫
তং বন্দমানং চরণাববলোক্য মুনিশ্চিরম্।
উবাচ পার্থং বিচ্ছায়ঃ কথমত্যন্তমীদৃশঃ (জ) ॥৩৬

পড়িল। অর্জ্জুন তৎকালে চিন্তা করিয়াও অস্ত্রসমূহের মন্ত্রাত্মক প্রয়োগ স্মরণ করিতে পারিলেন না।২২

তখন গাণ্ডীবধনুধারী অর্জ্জুন ক্রোধ সহকারে শত্রুগণের প্রতি শরক্ষেপ করিলেন, কিন্তু অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ শত্রুগণের চর্মমাত্রই ভেদ করিতে সমর্থ হইল, মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিল না।২৩

অর্জ্জুনের সেই মঙ্গলক্ষয়কালে আভীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্নিদত্ত অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণও ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তখন অর্জ্জুন চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমি যে শস্ত্রসমূহ দ্বারা সকল রাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলাম, তাহা কৃষ্ণেরই বলে।২৪-২৫

পাণ্ডুপুত্রের সম্মুখেই সেই দস্যুগণ উত্তম স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কোন কোন স্ত্রীগণ নিজের ইচ্ছাতেই তাহাদের অনুগমন করিল।২৬

হে মুনে! অনন্তর ক্ষীণশস্ত্র অর্জ্জুন ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা সেই সকল প্রহারে আরও উপহাস করিতে লাগিল।২৭

হে মুনিসত্তম! অর্জ্জুনের সম্মুখ হইতেই সেই দস্যুগণ সম্মানিত যদুকুলের শ্রেষ্ঠস্ত্রীগণকে লইয়া প্রস্থান করিল। তখন অর্জ্জুন অতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন,—হায়! কি কষ্ট! কি কষ্ট! সেই ভগবান্ আমায় বঞ্চনা করিলেন।২৮-২৯

অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে তাহা যে প্রকার নষ্ট হয়, সেইরূপ আমার সেই প্রখ্যাত গাণ্ডীব ধনু সেই দিব্য অস্ত্র, সেই অত্যুত্তম রথ ও সেই বলবান্ অশ্বগণ সকলই আজ সহসা নষ্ট হইল। অহো! দৈব কি বলবান্! যেহেতু মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অদ্য আমার সহিত যুদ্ধে সামর্থ্যহীন নীচবর্গকেও সে জয় প্রদান করিল।৩০-৩১

আমার সেই বাহুদ্বয়, সেই মুষ্টি ও সেই স্থান সকলই বর্ত্তমান, আমিও সেই অর্জ্জুন; কিন্তু হায়! সেই শুভ অদৃষ্টের ন্যায় কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আজ সকলই অসারতা প্রাপ্ত হইল।৩২

আমার অর্জ্জুনত্ব ও ভীমের ভীমত্ব, সকলই বাসুদেবের প্রসাদে; নচেৎ সেই হরির অভাবে আভীরগণ কর্ত্তৃক আমি কি প্রকারে পরাজিত হইলাম? ৩৩

এই প্রকার বলিতে বলিতে অর্জ্জুন মথুরা নামক

পাঠান্তর:—(ক) —ভূভৃতো হতাঃ। (খ) অভীরৈরপকৃষ্যন্ত—। (গ) —সমস্তা মুনিসত্তম। (ঘ) —বঞ্চিতোঽস্মি—। (ঙ) —তৎকৃতে ধ্রুবম্। (চ) রথিনাং বরঃ। (ছ) —জিষ্ণুরিন্দ্রপ্রস্থং—। (জ)—কথমত্য ত্বমীদৃশঃ।

অবীরজোঽনুগমনং ব্রহ্মহত্যাথবা কৃতা।
দৃঢ়াশাভঙ্গদুঃখী বা ভ্রষ্টচ্ছায়োঽসি সাম্প্রতম্ ॥৩৭
সান্তানিকাদয়ো বা তে যাচমানা নিরাকৃতাঃ।
অগম্যস্ত্রীরতির্বা ত্বং তেনাসি বিগতপ্রভঃ ॥৩৮
ভুক্তোঽপ্রদায় (ক) বিপ্রেভ্য একো মিষ্টমথো ভবান্
কিংবা কৃপণবিত্তানি হৃতানি ভবতার্জ্জুন ॥৩৯
কচ্চিত্ত্বং শূর্পবাতস্য গোচরত্বং গতোঽর্জ্জুন।
দুষ্টচক্ষুর্হতো বাপি নিঃশ্রীকঃ কথমন্যথা ॥৪০
স্পৃষ্টো নখাম্ভসা বাথ ঘটাম্ভঃপ্রোক্ষিতোঽপি বা।
তেনাতীবাসি বিচ্ছায়ো (খ) ন্যূনৈর্বা যুধি নির্জ্জিতঃ ॥৪

পরাশর উবাচ।

ততঃ পার্থো বিনিঃশ্বস্য শ্রূয়তাং ভগবন্নিতি।
প্রোক্ত্বা যথাবদাচষ্ট ব্যাসায়াত্মপরাভবম্ ॥৪২

অর্জ্জুন উবাচ।

যদ্বলং যচ্চ নস্তেজো যদ্বীর্য্যং যৎপরাক্রমঃ।
যা শ্রীশ্ছায়া চ নঃ সোঽস্মান্ পরিত্যজ্য গতো হরিঃ ॥৪৩
ইতরেণেব মহতা (গ) স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণা।
হীনা বয়ং মুনে তেন জাতাস্তৃণময়া ইব ॥৪৪
অস্ত্রাণাং সায়কানাঞ্চ গাণ্ডীবস্য তথা মম।
সারতা যাভবন্মূর্ত্তঃ স গতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৪৫
যস্যাবলোকনাদস্মান্ শ্রীর্জয়ঃ সম্পদুন্নতিঃ।
ন তত্যাজ স গোবিন্দস্ত্যক্ত্বাস্মান্ ভগবান্ গতঃ ॥৪৬
ভীষ্মদ্রোণাঙ্গরাজাদ্যাস্তথা দুর্য্যোধনাদয়ঃ।
যৎপ্রভাবেণ নির্দগ্ধাঃ স কৃষ্ণস্ত্যক্তবান্ ভুবম্ ॥৪৭
নির্যৌবন-হতশ্রীকা ভ্রষ্টচ্ছায়েব মেদিনী।
বিভাতি তাত নৈকোঽহং বিরহে তস্য চক্রিণঃ ॥৪৮

পুরোত্তমে গমন করিয়া সেইখানে যাদবনন্দন বজ্রকে রাজা করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কোন বনমধ্যে মহাভাগ ব্যাস মুনিকে দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করত বিনয়ের সহিত অভিবাদন করিলেন।৩৪-৩৫

মহামুনি বেদব্যাস বহুক্ষণ চরণপতিত অর্জ্জুনকে বিলোকনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি এ প্রকার অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়াছ কেন? ৩৬

তুমি কি নিষিদ্ধ মেষাদির ধূলির অনুগমন করিয়াছ? অথবা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ? কিংবা তোমার কোন্ মহতী আশার ভঙ্গ হইয়াছে?—যাহাতে তোমার কান্তি এত বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।৩৭

সন্তানার্থে প্রার্থনাকারী কোন বিবাহার্থী কি তোমা কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছেন? অথবা তুমি অগম্যা স্ত্রীতে কি রতি করিয়াছ? যেহেতু এক্ষণে তুমি এত নিষ্প্রভ হইয়াছ? হে অর্জ্জুন! কিংবা তুমি কি ব্রাহ্মণগণকে না দিয়া একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছ? অথবা তুমি কি কৃপণের বিত্ত হরণ করিয়াছ? ৩৮-৩৯

হে অর্জ্জুন! তুমি কি শূর্প (কুলা) বায়ু সেবন করিয়াছ? অথবা তোমার দেহে কি দৃষ্টিবিষ ব্যক্তির কু-দৃষ্টিপাত হইয়াছে? (কিংবা কেহ তোমাকে কি প্রহার করিয়াছে?) না হইলে তুমি এত শ্রীহীন হইলে কেন? ৪০

তুমি কি নখজল দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছ? অথবা ঘটোচ্ছলিত জলে স্নান করিয়াছ? কিংবা কোন হীনবল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছ? অন্যথা তোমার কান্তি এত মলিন হইয়াছে কেন? ৪১

পরাশর বলিলেন,—অনন্তর পার্থ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক "ভগবন্! আপনি শ্রবণ করুন" এই বলিয়া ব্যাসের নিকট যথাবৎ নিজের পরাভববৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।৪২

অর্জ্জুন বলিলেন—যিনি আমাদের বল, যিনি আমাদের তেজ, যিনি আমাদের বীর্য্য, যিনি আমাদের পরাক্রম এবং যিনি আমাদের সম্পদ্ ও কান্তি,—সেই হরি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।৪৩

হে মুনে! প্রাকৃত মিত্রের ন্যায় ঈষৎ হাসির সহিত মধুরভাষী সেই হরি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা

পাঠান্তর:—(ক) ভুঙ্‌ক্তেঽপ্রদায়—। (খ) কেন ত্বং বাসি বচ্ছায়ো—। (গ) ঈশ্বরেণেব—।

যস্যানুভাবাদ্ ভীষ্মাদ্যৈর্ময্যগ্নৌ শলভায়িতম্।
বিনা তেনাদ্য কৃষ্ণেন গোপালৈরস্মি নির্জ্জিতঃ ॥৪৯

গাণ্ডীবং ত্রিষু লোকেষু খ্যাতিং যদনুভাবতঃ।
গতং তেন বিনাভীরলগুড়ৈস্তন্নিরাকৃতম্ (ক) ॥৫০

স্ত্রীসহস্রাণ্যনেকানি মন্নাথানি মহামুনে।
যততো মম নীতানি দস্যুভির্লগুড়ায়ুধৈঃ ॥৫১

আনীয়মানমাভীরৈঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণাবরোধনম্।
হৃতং যষ্টিপ্রহরণৈঃ পরিভূয় বলং মম ॥৫২

নিঃশ্রীকতা ন মে চিত্রং যজ্জীবামি তদদ্ভুতম্।
ন চাবমানপঙ্কাঙ্কী (খ) নির্লজ্জোঽস্মি পিতামহ ॥৫৩

ব্যাস উবাচ।

অলং তে ব্রীড়য়া পার্থ ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।
অবেহি সর্ব্বভূতেষু কালস্য গতিরীদৃশী ॥৫৪

কালো ভবায় ভূতানামভবায় চ পাণ্ডব।
কালমূলমিদং জ্ঞাত্বা ভব স্থৈর্য্যধনোঽর্জ্জুন ॥৫৫

নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সকলা চ বসুন্ধরা।
দেবা মনুষ্যাঃ পশবস্তরবঃ সসরীসৃপাঃ ॥৫৬

সৃষ্টাঃ কালেন কালেন পুনর্যাস্যন্তি সংক্ষয়ম্।
কালাত্মকমিদং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা শমমবাপ্নুহি *॥৫৭

যচ্চাহ কৃষ্ণমাহাত্ম্যং তত্তথৈব ধনঞ্জয়।
ভারাবতারকার্য্যার্থমবতীর্ণঃ স মেদিনীম্ ॥৫৮

ভারাক্রান্তা ধরা যাতা দেবানাং সমিতিং পুরা।
তদর্থমবতীর্ণোঽসৌ কালরূপী জনার্দ্দনঃ ॥৫৯

তচ্চ নিষ্পাদিতং কার্য্যমশেষা ভূভৃতো হতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধককুলং সর্ব্বং তথা পার্থোপসংহৃতম্ ॥৬০

তৃণের ন্যায় লঘু হইয়া পড়িয়াছি। যিনি আমার শস্ত্র, বাণ ও গাণ্ডীবের সার্থকতার প্রতি কারণ, সেই পুরুষোত্তম চলিয়া গিয়াছেন।৪৪-৪৫

যাঁহার দৃষ্টিতে শ্রী, জয়, সম্পদ্ ও উন্নতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিত না, সেই ভগবান্ গোবিন্দ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণাদি ও দুর্য্যোধনাদি যাঁহার প্রভাবে নির্দ্দগ্ধ (বিনষ্ট) হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণ পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।৪৬-৪৭

হে তাত! সেই চক্রধারী কৃষ্ণের বিরহে কেবল আমি হতশ্রী হইয়াছি, তাহা নহে; এ পৃথিবীও তাঁহার অভাবে যৌবনরহিতা অর্থাৎ বৃদ্ধা ও হতশ্রী কামিনীর ন্যায় কান্তিহীনা হইয়াছেন।৪৮

যাঁহার প্রভাবে ভীষ্মাদি বীরগণ মৎস্বরূপ অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, অদ্য সেই কৃষ্ণ বিনা আমি গোপালগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছি।৪৯

যাঁহার প্রভাবে এই গাণ্ডীব ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে, সেই কেশব ব্যতিরেকে অদ্য আভীর-(গোপ) গণের যষ্টির নিকট ইহা পরাজিত হইয়াছে।৫০

হে মহামুনে! আমি রক্ষক হইয়া ভগবানের যে সহস্র সহস্র স্ত্রীকে লইয়া আসিতেছিলাম, দস্যুগণ অদ্য লগুড়াস্ত্র দ্বারা আমার যত্ন বিফল করিয়া সেই স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে।৫১

হে ব্যাস! অদ্য দস্যুগণ যষ্টিপ্রহরণ (লাঠিরূপ শস্ত্র) দ্বারা আমার শক্তিকে পরাভূত করিয়া মৎকর্তৃক আনীয়মান কৃষ্ণপরিবারবর্গকে হরণ করিয়াছে।৫২

হে পিতামহ! আমার শ্রীহীনতা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; আমি যে বাঁচিয়া আছি, ইহাই আশ্চর্য্য! অবমানপঙ্কে আমি চিহ্নিত হইয়াছি, তথাপি আমার কলঙ্ক বোধ নাই; হে পিতামহ! আমি বড়ই নির্লজ্জ।৫৩

ব্যাস বলিলেন,—হে পার্থ! তুমি লজ্জিত হইও না, তোমার শোক করাও উচিত নহে; সর্ব্বভূতেই কালের এ প্রকার গতি, ইহা অবগত হও। হে পাণ্ডব! কালই মনুষ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গলকারী। হে অর্জ্জুন! এ সকলই কালমূল, ইহা বুঝিয়া স্থিরতা অবলম্বন কর।৫৪-৫৫

নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী, দেব মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ ও সর্প, যাহা কিছু আছে, তাহা কালেরই সৃষ্টপদার্থ এবং কালক্রমেই উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে অর্জ্জুন! সকলই কালাত্মক, ইহা জানিয়া শান্তিলাভ কর।৫৬-৫৭

হে ধনঞ্জয়! তুমি কৃষ্ণমাহাত্ম্য যে প্রকার বর্ণনা করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; সেই কৃষ্ণ পৃথিবীর

পাঠান্তর :—(ক) গতস্তেন বিনাভীরলগুড়ৈঃ স তিরস্কৃতঃ।
(খ) নীচাবমান—।

* কোন কোন গ্রন্থে এইস্থলে একপঙ্ক্তি শ্লোক অধিক দেখা যায়,—'কালস্বরূপী ভগবান্ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ'।

ন কিঞ্চিদন্যৎ কর্ত্তব্যমস্য ভূমিতলে প্রভোঃ।
অতো গতঃ স ভগবান্ কৃতকৃত্যো যথেচ্ছয়া ॥৬১
সৃষ্টিং সর্গে করোত্যেষ দেবদেবঃ স্থিতো স্থিতিম্।
অন্তেঽন্তায় সমর্থোঽয়ং সাম্প্রতং হি যথাকৃতম্ ॥৬২
তস্মাৎ পার্থ ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ পরাভবাৎ।
ভবন্তি ভবকালেষু পুরুষাণাং পরাক্রমাঃ (ক)॥৬৩
ত্বয়ৈকেন হতা ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণাদয়ো নৃপাঃ।
তেষামর্জ্জুন কালোত্থঃ কিং ন্যূনাভিভবো ন সঃ ॥৬৪
বিষ্ণোস্তথানুভাবেন যথা তেষাং পরাভবঃ।
ত্বত্তস্তথৈব ভবতো দস্যুভ্যোঽন্তে তদুদ্ভবঃ (খ)॥৬৫
স দেবোঽন্যশরীরাণি সমাবিশ্য জগৎস্থিতিম্।
করোতি সর্ব্বভূতানাং নাশং চান্তে জগৎপতিঃ ॥৬৬

ভবোদ্ভবে (গ) চ কৌন্তেয় সহায়োঽভূজ্জনার্দ্দনঃ।
ভবান্তে ত্বদ্বিপক্ষাস্তে কেশবেনাবলোকিতাঃ ॥৬৭
কঃ শ্রদ্দধ্যাৎ সগাঙ্গেয়ান্ হন্যাস্ত্বং সর্ব্বকৌরবান্।
আভীরেভ্যশ্চ ভবতঃ কঃ শ্রদ্ধধ্যাৎ পরাভবম্ ॥৬৮
পার্থৈতৎ সর্ব্বভূতস্য হরের্লীলাবিচেষ্টিতম্।
ত্বয়া যৎ কৌরবা ধ্বস্তা যদাভীরৈর্ভবান্ জিতঃ ॥৬৯
গৃহীতা দস্যুভির্যাশ্চ ভবতঃ শোচিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তদপ্যহং যথাবৃত্তং কথয়ামি তবার্জ্জুন ॥৭০
অষ্টাবক্রঃ পুরা বিপ্রো জলবাসরতোঽভবৎ।
বহূন্ বর্ষগণান্ পার্থ গৃণন্ ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৭১
জিতেষ্বসুরসঙ্ঘেষু মেরুপৃষ্ঠে মহোৎসবঃ।
বভূব তত্র গচ্ছন্ত্যো দদৃশুস্তং বরস্ত্রিয়ঃ ॥৭২

ভারাবতারণ কার্য্যের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভারাক্রান্তা ধরা দেবগণের সভায় গমন করিয়াছিলেন। কালরূপী জনার্দ্দন সেই ভারাবতারণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।৫৮-৫৯

সেই কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছে, অনেক নৃপতি হত হইয়াছেন, হে পার্থ! বৃষ্ণি ও অন্ধককুল সকলই তৎকর্ত্তৃক উপসংহৃত হইয়াছে। প্রভু বাসুদেবের এই ভূতলে আর কোন কার্য্যই অবশিষ্ট নাই, এই জন্যই কৃত-কৃত্য ভগবান্ যথেচ্ছায় স্বর্গে গমন করিয়াছেন।৬০-৬১

এই দেবদেব ভগবান্ সৃষ্টিকালে সৃষ্টি, স্থিতিকালে স্থিতি ও বিনাশকালে বিনাশ করিয়া থাকেন এবং এই সকল কার্য্যেই তিনি সমর্থ। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহা করিয়াছেন।৬২

হে পার্থ! পরাজিত হইয়াছ বলিয়া তোমার সন্তাপ করিবার প্রয়োজন নাই। অভ্যুদয়কালেই পুরুষগণের অনেক পরাক্রম হইয়া থাকে।৬৩

হে অর্জ্জুন! তুমি যে একাকী ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণাদি নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়াছ, তাহা কি তাঁহাদের কালকৃত হীনবলের নিকট পরিভব নহে? ৬৪

পূর্ব্বে বিষ্ণুর সেই প্রকার প্রভাববলে তোমার নিকট যেমন ভীষ্মাদির পরাভব হইয়াছিল, বর্ত্তমানে সেইরূপ বিষ্ণুরই প্রভাববলে দস্যুহস্ত হইতে তোমার পরাভবের উৎপত্তি হইয়াছে।৬৫

সেই দেব বিষ্ণুই অন্য অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া জগতের স্থিতি করেন, আবার অন্তকালে সেই জগৎপতি সর্ব্বভূতেরই বিনাশ করিয়া থাকেন।৬৬

হে কুন্তিপুত্র! তোমাদের ভবকালে অর্থাৎ সৌভাগ্যোদয় সময়ে জনার্দ্দন সহায় হইয়াছিলেন, আবার তোমাদের অন্তকালে অর্থাৎ সৌভাগ্যের অবসান সময়ে শত্রুপক্ষগণের প্রতি কেশবের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে।৬৭

তুমি যে গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের সহিত সর্ব্ব কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছ, ইহাতে কেই বা শ্রদ্ধাবান্ হইবে? সেইরূপ আভীর (গোপগণ) হইতে তোমার পরাজয়-বাক্যেই বা কে বিশ্বাস করিবে? ৬৮

হে পার্থ! তুমি যে কৌরবগণকে বিনাশ করিয়াছ এবং তোমাকে যে আভীরগণ জয় করিয়াছে, ইহা সকলই সর্ব্বভূতময় হরির লীলাবিলাস মাত্র।৬৯

হে অর্জ্জুন! দস্যুরা স্ত্রীগণকে হরণ করিয়াছে বলিয়া যে তুমি তাহাদিগের প্রতি শোক করিতেছ, আমি ইহার যথাযথ বৃত্তান্ত বলিতেছি। (তুমি শ্রবণপূর্ব্বক

পাঠান্তর:—(ক): ভবন্তি ভাবাঃ কালেষু পুরুষাণাং যতঃ স্তুতিঃ। (খ) কৃতস্তথৈব ভবতো দস্যুভ্যঃ স পরাভবঃ॥ (গ) ভবোদয়ে—

রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তুষ্টুবুস্তং মহাত্মানং প্রশশংসুশ্চ পাণ্ডব ॥৭৩
আকণ্ঠমগ্নং সলিলে জটাভারধরং মুনিম্।
বিনয়াবনতাশ্চৈনং প্রণেমুঃ স্তোত্রতৎপরাঃ ॥৭৪
যথা যথা প্রসন্নোঽসৌ তুষ্টুবুস্তং তথা তথা।
সর্ব্বাস্তাঃ কৌরবশ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠং তং দ্বিজন্মনাম্ ॥৭৫

অষ্টাবক্র উবাচ।

প্রসন্নোঽহং মহাভাগা ভবতীনাং যদিষ্যতে।
মত্তস্তদ্‌ব্রিয়তাং সর্ব্বং প্রদাস্যাম্যতিদুর্লভম্ ॥৭৬
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাস্তং বৈদিক্যোঽপ্সরসোঽব্রুবন্।
প্রসন্নে ত্বয্যপর্য্যাপ্তং কিমস্মাকমিতি দ্বিজ ॥৭৭
ইতরাস্ত্বব্রুবন্ বিপ্র প্রসন্নো ভগবান্ যদি।
তদিচ্ছামঃ পতিং প্রাপ্তুং বিপ্রেন্দ্র পুরুযোত্তমম্ ॥৭৮

ব্যাস উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা উত্ততার জলান্মুনিঃ।
দদৃশুস্তাস্তমুত্তীর্ণং বিরূপং বক্রমষ্টধা ॥৭৯
তং দৃষ্ট্বা গূহমানানাং যাসাং হাসঃ স্ফুটোঽভবৎ।
তাঃ শশাপ মুনিঃ কোপমবাপ্য কুরুনন্দন ॥৮০
যস্মাদ্ বিরূপরূপং মাং জ্ঞাত্বা হাস্যাবমাননা।
ভবতীভিঃ কৃতা তস্মাদেষ শাপং দদামি বঃ ॥৮১
মৎপ্রসাদেন ভর্ত্তারং লব্ধ্বা তং পুরুষোত্তমম্।
মচ্ছাপোপহতাঃ সর্ব্বা দস্যুহস্তং গমিষ্যথ ॥৮২

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য মুনিস্তাভিঃ প্রসাদিতঃ।
পুনঃ সুরেন্দ্রলোকং বৈ প্রাহ ভূয়ো গমিষ্যথ ॥৮৩

বৃথাশোক হইতে বিরত হও)। হে পার্থ! পূর্ব্বকালে অষ্টাবক্র নামে এক ঋষি সনাতন ব্রহ্ম-চিন্তা অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক বর্ষ ব্যাপিয়া জলে বাস করিতেছিলেন।৭০-৭১

এই সময় দেবগণ অনেক অসুরকে জয় করেন, সেই কারণে সুমেরুপর্ব্বতে তখন এক মহোৎসব হয়। হে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন! সেই মহোৎসবে গমন করিতে করিতে রম্ভা তিলোত্তমা প্রভৃতি শত শত সহস্র সহস্র বারাঙ্গনা পথিমধ্যে ঐ মহাত্মা ঋষিকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব ও প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭২-৭৩

তারপর বিনয়াবনত অপ্সরোগণ তাঁহার স্তোত্র করিতে করিতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলে মগ্ন সেই জটাভারধারী মুনিকে প্রণাম করিলেন।৭৪

হে কৌরব-শ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণদিগের বরণীয় অষ্টাবক্রমুনি যে যে প্রকারে প্রসন্ন হইতে পারেন, ঐ স্ত্রীগণ সেই সেই প্রকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।৭৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে মহাভাগা স্ত্রীগণ! আমি তোমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব আমার নিকট তোমরা অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। ঐ বর অতি দুর্লভ হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব। রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি বেদপ্রসিদ্ধ অপ্সরোগণ বলিলেন,—হে দ্বিজ! আপনি প্রসন্ন হইলে পর আর আমাদের অপ্রাপ্য কি রহিল? ৭৬-৭৭

অন্যান্য অপ্সরোগণ প্রার্থনা করিলেন,—হে বিপেন্দ্র! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা এই বর প্রার্থনা করি,—যেন পুরুষোত্তমকে আমরা পতিরূপে লাভ করিতে পারি।৭৮

ব্যাস বলিলেন,—"এই প্রকারই হইবে" ইহা বলিয়া মুনি জল হইতে উত্থিত হইলেন। তখন অপ্সরোগণ অষ্টভাগে বক্র সেই বিরূপ মুনিকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন। হে কুরুনন্দন! তাঁহাকে দেখিয়া লুকাইতে গিয়াও যাঁহাদের হাস্য প্রকাশ প্রাপ্ত হইল, মুনি কোপ সহকারে তাঁহাদের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন।৭৯-৮০

যেমন আমাকে বিরূপশরীর দেখিয়া তোমরা আমার প্রতি হাস্যরূপ অবমাননা প্রকাশ করিলে, সেই কারণে আমি তোমাদিগকে শাপ দিতেছি।৮১

আমার প্রসাদে পুরুষোত্তমকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার আমার শাপপ্রভাবে তোমরা দস্যুহস্তে

এবং তস্য মুনেঃ শাপাদষ্টাবক্রস্য কেশবম্ ।
ভর্ত্তারং প্রাপ্য তা দস্যুহস্তং যাতা বরাঙ্গনাঃ ॥৮৪
তত্ত্বয়া নাত্র কর্ত্তব্যঃ শোকোঽল্পোঽপি হি পাণ্ডব ।
তেনৈবাখিলনাথেন সর্ব্বং তদুপসংহৃতম্ ॥৮৫
ভবতাং চোপসংহারমাসন্নং তেন কুর্ব্বতা ।
বলং তেজস্তথা বীর্য্যং মাহাত্ম্যং চোপসংহৃতম্ ॥৮৬
জাতস্য নিয়তো মৃত্যুঃ পতনঞ্চ তথোন্নতেঃ ।
বিপ্রয়োগাবসানশ্চ সংযোগঃ সঞ্চয়াৎ ক্ষয়ঃ ॥৮৭
বিজ্ঞায় ন বুধাঃ শোকং ন হর্ষমুপযান্তি যে ।
তেষামেবেতরে চেষ্টাং শিক্ষন্তঃ সন্তি তাদৃশাঃ ॥৮৮
তস্মাত্ত্বয়া নরশ্রেষ্ঠ জ্ঞাত্বৈতদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
পরিত্যজ্যাখিলং তন্ত্রং গন্তব্যং তপসে বনম্ ॥৮৯
তদ্ গচ্ছ ধর্ম্মরাজায় নিবেদ্যৈতদ্বচো মম ।
পরশ্বো ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যথা যাসি তথা কুরু ॥৯০

পরাশর উবাচ ।

ইত্যুক্তোঽভ্যেত্য পার্থাভ্যাং যমাভ্যাঞ্চ তথার্জ্জুনঃ ।
দৃষ্টং চৈবানুভূতঞ্চ কথিতং তেম্বশেষতঃ ॥৯১
ব্যাসবাক্যঞ্চ তে সর্ব্বে শ্রুত্বার্জ্জুনসমীরিতম্ ।
রাজ্যে পরিক্ষিতং কৃত্বা যযুঃ পাণ্ডুসুতা বনম্ ॥৯২
ইত্যেতৎ তব মৈত্রেয় বিস্তরেণ ময়োদিতম্ ।
জাতস্য যদ্‌যদোর্বংশে বাসুদেবস্য চেষ্টিতম্ * ॥৯৩

ইতি বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চমাংশে অষ্টত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

গমন করিবে। ব্যাস বলিলেন,—এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক অপ্সরোগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রসাদিত করিলে পর মুনি বলিলেন,—তৎপরে তোমরা পুনর্ব্বার স্বর্গে যাইতে পারিবে।৮২-৮৩

সেই অষ্টাবক্র মুনির এইরূপ শাপপ্রভাবে সেই বরাঙ্গনাগণ কেশবকে স্বামিরূপে পাইয়াও পুনর্ব্বার দস্যুহস্তে গমন করিয়াছেন।৮৪

হে পাণ্ডুকুমার! সেই কারণে এই বিষয়ে তুমি অল্পও শোক করিও না; সেই জগন্নাথ স্বয়ংই এই কুলের উপসংহার করিয়াছেন। তোমাদেরও আসন্নপ্রায় বিনাশ-সাধন করিবার নিমিত্ত তিনিই তোমাদের বল, তেজঃ, বীর্য্য ও মাহাত্ম্যের লোপ করিয়া দিয়াছেন।৮৫-৮৬

জাত ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, উন্নতির পতন নিয়ত, সংযোগমাত্রেরই বিয়োগ ফল এবং সঞ্চয়ের ক্ষয়ও অবশ্য হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই সকল বিষয় ভালভাবে বুঝিয়া শোক বা হর্ষ লাভ করেন না; সেই পণ্ডিতগণের ব্যবহার শিক্ষা করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিগণও কালে হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিতে পারে।৮৭-৮৮

হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমিও এই সকল কথা বুঝিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করিতে চেষ্টা কর।৮৯

সেইহেতু এক্ষণে গমন কর এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আমার এইবাক্য নিবেদনপূর্ব্বক পরশ্ব যাহাতে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে যাইতে পার, তাহা সম্পাদন করিও।৯০

পরাশর বলিলেন,—ব্যাস এই প্রকার বলিলে, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, সহদেব ও নকুল এই চারি ভ্রাতার সহিত মিলনান্তে তাঁহাদিগকে—যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন।৯১

অর্জ্জুনমুখ হইতে ব্যাসোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত পাণ্ডুপুত্রগণ সকলেই বনে গমন করিলেন। হে মৈত্রেয়! যদুবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বাসুদেব যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তারে বলিলাম।৯২-৯৩

* কোন কোন গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধ্যায়ের শেষে দেখা যায়,—

যশ্চৈতচ্চরিতং তস্য কৃষ্ণস্য শৃণুয়াৎ সদা ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমাংশ সমাপ্ত।

[চতুর্থ বর্ষ, মাঘ, ১৩৭২] [অষ্টম সংখ্যা—শল্যোদনী যাত্রা (নবশস্য যাত্রা)]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

মন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

বিষ্ণুপুরাণম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ জিতেন্দ্র নাথ দে. এম্. বি., ডি, ও, এম্, এস., ডি., পি., এইচ., ডি, টি, এম, এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।
শ্রীহরেন্দ্র নাথ মণ্ডল. এম্, কম্।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই পৌষ, ১৩৭২।

কার্য্যালয় :—
৭৮সি বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতি প্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ ও বাল্মীকি-রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে দুইটি সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা পূরণ করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিবে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

'আর্য্যশাস্ত্র'

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১। প্রকাশনস্থান— শ্রীশ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা ৩৫

২। প্রকাশনের কালক্রম মাসিক

৩। মুদ্রাপকের নাম— শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— ৭।৩ পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

৪। প্রকাশকের নাম— শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

৫। যুগ্ম সম্পাদকের নাম মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্তকালীপদতর্কাচার্য্য
জাতি— ভারতীয়
ঠিকানা— শান্তিনগর, পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ
ভারতীয়
ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

৬। স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার বেশী সংখ্যক অংশের মালিকগণ। —শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়)
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্ দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর
শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থ
প্রকাশক
১।৩।৬৬

বিশেষ নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া'ও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুঃ

ওঁ

বিষ্ণুবন্দনম্ ।

বিশ্বাতীতং বিশ্ববিধানং বিবুধেশং বিশ্বাস্তং বিশ্বস্তরমাদ্যং বিভুমীড্যম্ ।
বিদ্যাবিদ্যাবেদ্যবিহীনং হৃদি বেদ্যং বন্দে বিষ্ণুং বিশ্ববিলাসং বিধিবন্দ্যম্ ॥১

সত্যং সত্যাতীতমসত্যং সদসন্তং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তমমুক্তং বিধিমুক্তম্ ।
সর্বং সর্বাসর্বসুদূরং সুখসান্দ্রং বন্দে বিষ্ণুং সর্বসহায়ং সুরসেব্যম্ ॥২

মানং মানাতীতমমেয়ং মনসাপ্যং মন্তুর্মন্তারং মুনিমান্যং মহিমাঢ্যম্ ।
মায়াক্রীড়ং মায়িনমাদ্যং গতমায়ং বন্দে বিষ্ণুং মোহমহারিং মহনীয়ম্ ॥৩

পারং পারাপারমপারং পরপারং পারাবারাধারমধার্য্যং হৃবিকার্য্যম্ ।
পূর্ণাকারং পূর্ণবিহারং পরিপূর্ণং বন্দে বিষ্ণুং পরমারাধ্যং পরমার্থম্ ॥৪

কালাতীতং কালকরালং করুণার্দ্রং কালাকাল্যং কেলিকলাঢ্যং কমনীয়ম্ ।
কামাধারং কামকুঠারং কমলাক্ষং বন্দে বিষ্ণুং কামবিলাসং কমলেশম্ ॥৫

নিত্যানন্দং নিত্যবিহারং নিরপায়ং নীরাধারং নীরদকান্তিং নিরবদ্যম্ ।
নানানানাকারমনাকারমুদারং বন্দে বিষ্ণুং নীরজনাভং নলিনাক্ষম্ ॥৬

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

[কলিধর্ম্মনিরূপণম্।]

মৈত্রেয় উবাচ।
ব্যাখ্যাতা ভবতা সর্গ-বংশ-মন্বন্তরস্থিতিঃ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব বিস্তরেণ মহামুনে ॥১
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তো যথাবদুপসংহৃতিম্।
মহাপ্রলয়সংস্থানং কল্পান্তে চ মহামুনে ॥২
পরাশর উবাচ।
মৈত্রেয় শ্রূয়তাং মত্তো যথাবদুপসংহৃতিঃ।
কল্পান্তে প্রাকৃতে চৈব প্রলয়ো জায়তে যথা ॥৩
অহোরাত্রং পিতৃণাস্তু মাসোঽব্দস্ত্রিদিবৌকসাম্।
চতুর্যুগসহস্রে তু ব্রহ্মণো দ্বে দ্বিজোত্তম ॥৪
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগম্।
দিব্যৈর্বর্ষসহস্রৈস্তু তদ্ দ্বাদশভিরুচ্যতে ॥৫
চতুর্যুগাণ্যশেষাণি সদৃশানি স্বরূপতঃ।
আদ্যং কৃতযুগং মুক্ত্বা মৈত্রেয়ান্তে তথা কলিম্ (ক)॥৬
আদ্যে কৃতযুগে সর্গো ব্রহ্মণা ক্রিয়তে যতঃ (খ)।
ক্রিয়তে চোপসংহারস্তথান্তে চ কলৌ যুগে ॥৭
মৈত্রেয় উবাচ।
কলেঃ স্বরূপং ভগবন্ বিস্তরাদ্ বক্তুমর্হসি।
ধর্ম্মশ্চতুষ্পাদ্ভগবন্ (গ) যস্মিন্ বিপ্লবমৃচ্ছতি ॥৮
পরাশর উবাচ।
কলেঃ স্বরূপং মৈত্রেয় যদ্ভবান্ প্রষ্টুমিচ্ছতি।
তন্নিবোধ সমাসন্নং বর্ত্ততে যন্মহামুনে ॥৯
বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নৃণাম্।
ন সাম-ঋগ্-যজুর্ব্বেদবিনিষ্পাদনহেতুকা (ঘ) ॥১০

প্রথম অধ্যায়

[কলিধর্ম্ম নিরূপণ।]

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে মহামুনে! সৃষ্টি, বংশ ও মন্বন্তরের স্থিতি এবং বংশানুচরিত আপনি সবিস্তারে আমার নিকট বলিলেন।১

এক্ষণে প্রলয়কালে যে প্রকারে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং মহাপ্রলয়ের স্বরূপ আপনার নিকট শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।২

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! কল্পান্তকালে এবং প্রকৃতির প্রলয়ে যেরূপে ভূতগণের উপসংহার হয়, তাহা এবং প্রলয়ের স্বরূপ শ্রবণ কর।৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি, মনুষ্যগণের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্রি হয় এবং তাহাদের দুই হাজার চতুর্ব্বিধ যুগে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়।৪

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকার যুগ। দেবগণের বারহাজার বৎসরে মনুষ্যগণের এই চারি যুগ হয়।৫

হে মৈত্রেয়! সৃষ্টির প্রথমপ্রবৃত্ত সত্যযুগ ও সকলের শেষ কলিযুগ ব্যতীত অনন্ত-যুগসমূহের এক প্রকারই স্বরূপ।৬

যেহেতু প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি করেন এবং অন্তিম কলিযুগে সমস্ত সৃষ্টি উপসংহার (নাশ) করিয়া থাকেন।৭

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! যে কলিকালে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইবে, সেই কলিকালের স্বরূপ আপনি বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।৮

পাঠান্তর:—(ক) —মৈত্রেয়াদ্যং তথাকলিম্।
(খ) —যথা।
(গ) ধর্মচতুষ্পাদ্ ভগবান্—।
(ঘ) ন সাম-ঋগ্-যজুর্ধর্মবিনিষ্পাদনহৈতুকী।

বিবাহা ন কলৌ ধর্ম্ম্যা ন শিষ্য-গুরুসংস্থিতিঃ।
ন দাম্পত্যক্রমো নৈব বহ্নিদৈবাত্মকঃ ক্রমঃ ॥১১
যত্র তত্র কুলে জাতো বলী সর্ব্বেশ্বরঃ কলৌ।
সর্ব্বেভ্য এব বর্ণেভ্যো যোগ্যঃ কন্যাবরোধনে ॥১২
যেন কেনৈব যোগেন দ্বিজাতির্দীক্ষিতঃ কলৌ।
যৈব সৈব চ মৈত্রেয় প্রায়শ্চিত্তক্রিয়া কলৌ ॥১৩
সর্ব্বমেব কলৌ শাস্ত্রং যস্য যদ্‌বচনং দ্বিজ।
দেবতাশ্চ কলৌ সর্ব্বাঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য চাশ্রমঃ ॥১৪
উপবাসস্তথায়াসো বিত্তোৎসর্গস্তথা কলৌ (ক)।
ধর্ম্মো যথাভিরুচিতৈরনুষ্ঠানৈরনুষ্ঠিতঃ ॥১৫
বিত্তেন ভবিতা পুংসাং স্বল্পেনাঢ্যমদঃ কলৌ।
স্ত্রীণাং রূপমদশ্চৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি ॥১৬
সুবর্ণমণিরত্নাদৌ বস্ত্রে চাপি ক্ষয়ং গতে (খ)।
কলৌ স্ত্রিয়ো ভবিষ্যন্তি তদা কেশৈরলঙ্কৃতাঃ ॥১৭
পরিত্যক্ষন্তি ভর্ত্তারং বিত্তহীনং তথা স্ত্রিয়ঃ।
ভর্ত্তা ভবিষ্যতি কলৌ বিত্তবানেব যোষিতাম্ ॥১৮
যো যো দদাতি বহুলং স স স্বামী তদা নৃণাম্।
স্বামিত্বহেতুঃ সম্বন্ধো ভাবী নাভিজনস্তদা (গ) ॥১৯
গৃহান্তা দ্রব্যসঙ্ঘাতা দ্রব্যান্তা চ তথা মতিঃ।
অর্থাশ্চাত্মোপভোগান্তা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥২০

পরাশর বলিলেন,—হে মহামুনে মৈত্রেয়! কলিকালের স্বরূপ যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আগতপ্রায়। উহা সম্যগ্‌রূপে শ্রবণ কর।৯

কলিকালে মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রমের আচারানুরূপ প্রবৃত্তিসকল বিলুপ্ত হইবে এবং ঐ সকল প্রবৃত্তি দ্বারা সাম, ঋক্ বা যজুর্ব্বেদবিহিত ক্রিয়াসমূহ নিষ্পাদিত হইবে না।১০

কলিকালে ধর্ম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে না, গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে; স্বামী ও স্ত্রীর ব্যবহার বিভিন্নরূপে পরিণত হইবে এবং হোমাদিক্রিয়া ও দেবতা-পূজা লোপ পাইবে।১১

কলিকালে যে-সে কুলে উৎপন্ন হইয়াও বলবান্ ব্যক্তি সকলের প্রভু এবং সকল বর্ণ হইতেই কন্যাবিবাহ করিবার উপযুক্ত পাত্র হইবে।১২

হে মৈত্রেয়! কলিকালে দ্বিজাতিগণ নিন্দিত-উপায়ানুষ্ঠান দ্বারাও আপনাদিগকে দীক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিবে এবং পাপাত্মারা কেবল লোকসমূহকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য যেমন তেমন ভাবে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবে।১৩

হে মৈত্রেয়! কলিকালে যাহার যাহা মুখে আসিবে, সে তাহাই শাস্ত্র বলিয়া প্রকাশ করিবে; আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকল আশ্রমে অক্ষুণ্ণভাবে প্রবেশ করিবে।১৪

কলিযুগে উপবাস, ক্লেশসাধ্য ব্রত ও ধনদান প্রভৃতি ধর্ম্মের যাহার যেরূপ অভিরুচি, সে সেই প্রকারেই অনুষ্ঠান করিবে।১৫

কলিকালে মনুষ্যগণ অতি অল্পমাত্র ধনের অধিকারী হইয়াই অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিবে এবং স্ত্রীগণ কেবল কেশ দ্বারাই আপনাদিগকে সুন্দরী মনে করিবে।১৬

সেই সময়ে স্ত্রীগণ সুবর্ণ, মণি, রত্ন ও বস্ত্রাদি হইতে বঞ্চিত হইয়াও কেবল কেশের পারিপাট্য দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিবে।১৭

কলিযুগে স্ত্রীগণ ধনহীন পতিকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি ধনবান্, সেই ব্যক্তিই স্ত্রীগণের ভর্ত্তা হইবে।১৮

মনুষ্যমধ্যে যে যাহাকে বহুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই তাহার প্রভু হইবে; প্রভুত্বের কারণ সম্বন্ধ হইবে না এবং সৎকুলোৎপন্ন শিষ্টব্যক্তিরাও প্রভুত্বের কারণ হইবে না।১৯

কলিযুগে মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্য ব্যয় না করিয়া কেবল গৃহাদি নির্ম্মাণেই অর্থসমূহের ক্ষয় করিবে; মনুষ্যের বুদ্ধি পরকালের চিন্তা না করিয়া কেবল অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তাতেই নিরন্তর নিমগ্ন থাকিবে এবং মনুষ্যেরা অর্থ দ্বারা অতিথি প্রভৃতির কোন উপকার না করিয়াই কেবল

পাঠান্তর:—(ক)—বিত্তোৎসর্গস্তপঃ কালৌ। (খ)—বস্ত্রে চোপক্ষয়ং গতে।
(গ) যো বৈ দদাতি বহুলং স্বং স স্বামী সদা নৃণাম্। স্বামিত্বহেতুঃ সম্বন্ধো ন চাভিজনতা তথা।

স্ত্রিয়ঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি স্বৈরিণ্যো ললিতস্পৃহাঃ।
অন্যায়াবাপ্তবিত্তেষু পুরুষাশ্চ স্পৃহালবঃ (ক) ॥২১

অভ্যর্থিতোঽপি সুহৃদা স্বার্থহানিং ন মানবঃ।
পণার্দ্ধার্দ্ধার্দ্ধমাত্রেঽপি করিষ্যতি তদা দ্বিজ ॥২২

সমানং পৌরুষঞ্চেতো ভাবি বিপ্রেষু বৈ কলৌ।
ক্ষীরপ্রদানসম্বন্ধি ভাবি গোষু চ গৌরবম্ ॥২৩

অনাবৃষ্টিভয়প্রায়াঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ ॥২৪

কন্দপর্ণফলাহারাস্তাপসা ইব মানবাঃ।
আত্মানং পাতয়িষ্যন্তি তদা বৃষ্ট্যাদিদুঃখিতাঃ (খ) ॥২৫

দুর্ভিক্ষমেব সততং তদা ক্লেশমনীশ্বরাঃ।
প্রাপ্স্যন্তি ব্যাহতসুখপ্রমোদা মানবাঃ কলৌ ॥২৬

অস্নানভোজিনো নাগ্নিদেবতাতিথিপূজনম্।
করিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে ন চ পিত্র্যোদকক্রিয়াম্ ॥২৭

লোলুপা হ্রস্বদেহাশ্চ বহ্বন্নাদনতৎপরাঃ।
বহুপ্রজাল্পভাগ্যাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ ॥২৮

উভাভ্যামেব পাণিভ্যাং শিরঃ কণ্ডূয়নং স্ত্রিয়ঃ।
কুর্ব্বন্ত্যো গুরুভর্ত্তৄণামাজ্ঞাং ভেৎস্যন্ত্যনাদৃতাঃ ॥২৯

স্বপোষণপরাঃ ক্ষুদ্রা দেহসংস্কারবর্জ্জিতাঃ।
পরুষানৃতভাষিণ্যো ভবিষ্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ ॥৩০

দুঃশীলা দুষ্টশীলেষু কুর্ব্বন্ত্যঃ সততং স্পৃহাম্।
অসদ্বৃত্তা ভবিষ্যন্তি পুরুষেষু কুলাঙ্গনাঃ ॥৩১

বেদাদানং করিষ্যন্তি বটবশ্চ তদাব্রতাঃ।
গৃহস্থাশ্চ ন হোষ্যন্তি ন দাস্যন্ত্যুচিতান্যপি ॥৩২

বনবাসা (গ) ভবিষ্যন্তি গ্রাম্যাহারপরিগ্রহাঃ।
ভিক্ষবশ্চাপি মিত্রাদিস্নেহসম্বন্ধযন্ত্রিতাঃ ॥৩৩

অরক্ষিতারো হর্ত্তারঃ শুল্কব্যাজেন পার্থিবাঃ।
হারিণো জনবিত্তানাং সংপ্রাপ্তে তু কলৌ যুগে ॥৩৪

আপনার ভোগের জন্য সমস্ত অর্থ অপব্যয় করিবে।২০

কলিকালে স্ত্রীগণ সাধারণতঃ-স্বেচ্ছাচারিণী এবং বিলাসোপকরণে অতিশয় অনুরাগিণী হইবে ও পুরুষেরা অন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে অভিলাষ করিবে।২১

হে দ্বিজ ! ঐ সময়ে মনুষ্যগণ সুহৃদ্‌দিগের প্রার্থনাতেও নিজের অনুমাত্রও স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে না।২২

কলিতে ব্রাহ্মণগণের সহিত শূদ্র আদি সমানতার দাবী করিবে এবং গাভীগণ দুগ্ধ দেয় বলিয়াই সকলে তাহাদিগকে আদর করিবে।২৩

তখন প্রজাসমূহ অনাবৃষ্টির ভয়ে ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।২৪

সেই সময়ে মনুষ্যগণ (অন্নের অভাবে) তাপসের ন্যায় কন্দ, পত্র, ফল প্রভৃতি আহার করিবে ; অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা দুঃখিত হইয়া আত্মহত্যা করিতে থাকিবে। সেই সময়ে অসমর্থ মানবগণ ধনহীন এবং সুখহর্ষরহিত হইয়া নিরন্তর কেবল দুর্ভিক্ষ ও ক্লেশ ভোগ করিবে।২৫-২৬

কলিকাল আসিলে মানবগণ স্নান না করিয়া ভোজন করিবে। তাহারা অগ্নি, দেবতা ও অতিথির পূজা করিবে না এবং ভুলিয়াও তর্পণাদির দ্বারা পিতৃগণকে পরিতুষ্ট করিতে যত্নবান্ হইবে না। কলিকালে স্ত্রীগণ নিতান্ত লোভী হইবে, দেহসকল ক্রমশঃ হ্রস্ব হইয়া আসিবে, বহু ভোজনশীল হইবে এবং প্রত্যেকেরই প্রায় বহুতর সন্তান হইবে ও সকলেই ভাগ্যহীন হইবে।২৭-২৮

স্ত্রীগণ উভয় হস্ত দ্বারা মস্তক চুলকাইতে চুলকাইতে অনায়াসে স্বামীর আজ্ঞা অবহেলা করিবে।২৯

কলিতে স্ত্রীগণ ক্ষুদ্রাশয় হইয়া নিজের দেহপোষণে ব্যস্ত থাকিবে, শরীরাদির বিশেষ সংস্কার করিবে না ; নিরন্তর কঠোর ও মিথ্যা বাক্য বলিবে।৩০

কুলস্ত্রীগণ দুঃশীলা হইবে এবং অসচ্চরিত্র পুরুষসমূহে স্পৃহাবতী হইয়া নিরন্তর অসদাচারে রত থাকিবে।৩১

আচারহীন অথচ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণতনয়গণ বেদ অধ্যয়ন করিবে। গৃহস্থগণ হোমাদি করিবে না ও উচিত দানসমূহও প্রদান করিবে না।৩২

বনবাসী ভিক্ষুকগণ (নিজ আহার কন্দ-ফলাদি ত্যাগ করত) গ্রাম্য আহার গ্রহণ করিবে এবং মিত্রাদির সহিত স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইবে।৩৩

কলিযুগ আসিলে, রাজারা প্রজাপালন করিবে না ; অথচ করগ্রহণচ্ছলে বলপূর্ব্বক প্রজার বিত্ত হরণ করিবে।৩৪

পাঠান্তর :— (ক) —পুরুষাঃ স্পৃহয়ালবঃ (খ) আত্মানং ঘাতয়িষ্যন্তি হ্যনাবৃষ্ট্যাদি দুঃখিতাঃ। (গ) বানপ্রস্থা—।

যো যোঽশ্বরথনাগাঢ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি।
যশ্চ যশ্চাবলঃ সর্ব্বঃ স স ভৃত্যঃ কলৌ যুগে ॥৩৫
বৈশ্যাঃ কৃষিবাণিজ্যাদি সন্ত্যজ্য নিজকর্ম্ম যৎ।
শূদ্রবৃত্ত্যা প্রবৎস্যন্তি কারুকর্ম্মোপজীবিনঃ ॥৩৬
ভৈক্ষ্যব্রতাস্তথা (ক) শূদ্রা প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোঽধমাঃ।
পাষণ্ডসংশ্রয়াং বৃত্তিমাশ্রয়িষ্যন্ত্যসংস্কৃতাঃ ॥৩৭
দুর্ভিক্ষকরপীড়াভিরতীবোপদ্রুতা জনাঃ।
গবেধুককদন্নাঢ্যান্ (খ) দেশান্ যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥৩৮
বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্যে ততো জনে।
অধর্ম্মবৃদ্ধ্যা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি ॥৩৯
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যমানেষু বৈ তপঃ।
নরেষু নৃপদোষেণ বালমৃত্যুর্ভবিষ্যতি (গ) ॥৪০

ভবিত্রী (ঘ) যোষিতাং সূতিঃ পঞ্চষট্‌সপ্তবার্ষিকী।
নবাষ্টদশবর্ষাণাং মনুষ্যাণাং তথা কলৌ ॥৪১
পলিতোদ্ভবশ্চ ভবিতা তদা দ্বাদশবার্ষিকঃ।
নাতিজীবতি বৈ কশ্চিৎ কলৌ বর্ষাণি বিংশতিম্ ॥৪২
অল্পপ্রাজ্ঞা বৃথালিঙ্গা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কলৌ।
যতস্ততো বিনঙ্ক্ষ্যন্তি কালেনাল্পেন মানবাঃ* ॥৪৩
যদা যদা হি পাষণ্ডবৃদ্ধির্মৈত্রেয় লক্ষ্যতে।
তদা তদা কলের্ব্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ (ঙ)॥৪৪
যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্‌†।
প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মভৃতাং নৃণাম্।
তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলের্মৈত্রেয় পণ্ডিতৈঃ ॥৪৫

কলিযুগে যাহার যাহার অশ্ব, রথ, হস্তী থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তিই রাজা হইবে এবং যে যে ব্যক্তি শক্তিহীন হইবে, তাহারাই ভৃত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।৩৫

বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রবৃত্তি শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।৩৬

অধম শূদ্রজাতি তাপসের বেশ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাব্রতে ব্রতী হইবে। দ্বিজাতিগণ সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া পাষণ্ডগণের আচরিত বৃত্তিসমূহকে অবলম্বন করিবে।৩৭

লোকসমূহ দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিদ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া গবেধুক (দেওধান্য) কদন্নাদিযুক্ত দেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।৩৮

তাহার পর বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হওয়ায় লোকসমূহ পাষণ্ডপ্রায় হইলে, ক্রমশঃ অধর্ম্মের বৃদ্ধিহেতু জীবগণের পরমায়ু অল্প হইয়া আসিবে।৩৯

সেই সময়ে তাপিত মনুষ্যগণ অশাস্ত্র-বিহিত তপস্যা করিবে; তাহাতেও অধার্ম্মিক রাজার দোষে লোকমধ্যে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হইবে।৪০

কলিকালে অষ্টম, নবম এবং দশমবর্ষ-বয়স্ক পুরুষের সহবাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম বর্ষীয়া বালিকারাই সন্তান প্রসব করিবে। কলিকালে দ্বাদশবর্ষ বয়সেই মনুষ্যগণ বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং বিংশতি বৎসরের অধিক কেহই জীবিত থাকিবে না।৪১-৪২

যেহেতু কলিকালে লোকসমূহের প্রজ্ঞা অতি অল্প, যেহেতু ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি অতিশয় কুৎসিত ও অন্তঃকরণ অতিশয় অপবিত্র হইবে, সেইহেতু তাহারা অল্পকালেই বিনাশলাভ করিবে।৪৩

হে মৈত্রেয়! যে সময়ে পাষণ্ড ব্যক্তিগণের অত্যন্ত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইবে, সেই সময়ে বিচক্ষণ জনগণ কলির অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে,—ইহাই অনুমান করিবেন।৪৪

হে মৈত্রেয়! যখন বেদমার্গানুসারী সৎপুরুষগণের হানি পরিলক্ষিত হইবে ও ধার্ম্মিকগণের কর্ম্মারম্ভসমুদয় অবসন্ন হইয়া আসিবে, সেই সময়ে পণ্ডিতগণ কলির প্রাধান্য অনুমান করিবেন। যে সময়ে পুরুষগণ সমস্ত যজ্ঞের অধীশ্বর পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণকে আর

পাঠান্তর:—(ক) ভৈক্ষ্যব্রতপরাঃ—। (খ) গোধূমান্নযবান্নাঢ্যান্—। (গ) —বাল্যে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি। (ঘ) ভবিতা—। (ঙ) —মহাত্মভিঃ।

* কোন কোন গ্রন্থে ৪৩ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—
'যদা যদা হি মৈত্রেয় হানির্ধর্ম্মস্য লক্ষ্যতে। তদা তদা কলের্ব্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ।'

† কোন কোন গ্রন্থে এইস্থলে নিম্নলিখিত বাক্যটি দিয়া একটি শ্লোক ধরা হইয়াছে—
'তদা তদা কলের্ব্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ'

যদা যদা ন যজ্ঞানামীশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ।
ইজ্যতে পুরুষৈর্যজ্ঞৈস্তদা জ্ঞেয়ং কলের্বলম্ ॥৪৬

ন প্রীতির্বেদবাদেষু পাষণ্ডেষু যদা রতিঃ ।
কলের্বৃদ্ধিস্তদা প্রাজ্ঞৈরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥৪৭

কলৌ জগৎপতিং বিষ্ণুং সর্ব্বস্রষ্টারমীশ্বরম্ ।
নার্চ্চয়িষ্যন্তি মৈত্রেয় পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥৪৮

কিং বেদৈঃ কিং দ্বিজৈর্দেবৈঃ কিং শৌচেনাম্বুজন্মনা
ইত্যেবং বিপ্র বক্ষ্যন্তি পাষণ্ডোপহতা নরাঃ ॥৪৯

স্বল্পাম্বুবৃষ্টিঃ পর্জ্জন্যঃ শস্যং স্বল্পফলং তথা ।
ফলং তথাল্পসারঞ্চ বিপ্র প্রাপ্তে কলৌ যুগে ॥৫০

শাণীপ্রায়াণি বস্ত্রাণি শমীপ্রায়া মহীরুহাঃ ।
শূদ্রপ্রায়াস্তথা বর্ণা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥৫১

অণুপ্রায়াণি ধান্যানি অজাপ্রায়ং তথা পয়ঃ ।
ভবিষ্যতি কলৌ প্রাপ্তে উশীরঞ্চানুলেপনম্ ॥৫২

যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিবে না, সেই কালে কলি অত্যন্ত বলবান্ হইয়াছে, ইহাই জানিবে ।৪৫-৪৬

যে সময়ে মনুষ্যগণের বেদ-বাক্যে প্রীতি থাকিবে না এবং পাষণ্ডগণের উপদেশে বিশ্বাস হইবে, সেই সময়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কলির বৃদ্ধি অনুমান করিবেন ।৪৭

হে মৈত্রেয়! কলিকালে মনুষ্যগণ পাষণ্ডগণের উপদেশে মোহিত হইয়া সকলের স্রষ্টা জগৎপতি পরমেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে না ।৪৮

পাষণ্ডের উপদেশে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যগণ "বেদের দ্বারা কি হইবে? ব্রাহ্মণগণের কি ক্ষমতা আছে? দেবগণ কি করিতে পারেন? জলাদি দ্বারা শৌচ করিলে কি হয়?" ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রলাপবাক্য বলিবে ।৪৯

হে দ্বিজ! কলিকাল আসিলে মেঘসমূহে অতিঅল্পমাত্র জল থাকিবে, কাজেই তাহা হইতে অতি অল্প পরিমাণেই বৃষ্টি হইবে, শস্যসমূহ অতি অল্প ফল প্রসব করিবে ।৫০

কলিকালে সমস্ত বস্ত্রই প্রায় শণের সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইবে.; সকল বৃক্ষই প্রায় শমীবৃক্ষের তুল্য হইবে এবং সমস্ত বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে। ধান্যসমূহ ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিবে, গো-সকল ছাগীপরিমাণে দুগ্ধ দিবে, উশীরই (খস-খস) মনুষ্যগণের অনুলেপন হইবে ।৫১-৫২

শ্বশ্রূ-শ্বশুরভূয়িষ্ঠা গুরবশ্চ নৃণাং কলৌ ।
শ্যালাদ্যা হারিভার্য্যাশ্চ সুহৃদো মুনিসত্তম ॥৫৩

কস্য মাতা পিতা কস্য যদা কর্ম্মানুগঃ পুমান্ ।
ইতি চোদাহরিষ্যন্তি শ্বশুরানুগতা নরাঃ ॥৫৪

বাঙ্মনঃকায়িকৈর্দোষৈরভিভূতাঃ পুনঃপুনঃ ।
নরাঃ পাপান্যনুদিনং করিষ্যন্ত্যল্পমেধসঃ ॥৫৫

নিঃসত্ত্বানামশৌচানাং নিশ্রীকাণাং তথা নৃণাম্ (ক) ।
যদ্যদ্ দুঃখায় তৎ সর্ব্বং কলিকালে ভবিষ্যতি ॥৫৬

নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারে স্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতে ।
তথা প্রবিরলো বিপ্র কচিল্লোকো নিবৎস্যতি (খ)॥৫৭

তথাল্পেনৈব যত্নেন পুণ্যস্কন্ধমনুত্তমম্ ।
করোতি যং কৃতযুগে ক্রিয়তে তপসা হি সঃ ॥৫৮

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে মুনিসত্তম! কলিকালে শ্বশুর ও শাশুড়ীই মনুষ্যগণের প্রধান গুরু হইবে এবং শ্যালক ও যাহাদের স্ত্রী অতিশয় সুন্দরী, তাহারই বন্ধু হইবে। মনুষ্যগণ শ্বশুরের অনুগত হইয়া "কাহার মাতা, কাহার পিতা; সকলেই আপন কর্ম্মানুসারে সৃষ্ট হইয়াছে" এই কথা বলিবে ।৫৩-৫৪

অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ বাক্য, মন এবং কায়িক দোষসমূহ দ্বারা অভিভূত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রতিদিন পাপেরই অনুষ্ঠান করিবে। তেজোহীন, অশুচি এবং শ্রীভ্রষ্ট মনুষ্যগণের যাহা যাহা দুঃখের, সে সমস্তই কলিকালে হইবে ।৫৫-৫৬

হে বিপ্র! স্বাধ্যায় ও বষট্কাররহিত এবং স্বধা ও স্বাহাবিবর্জ্জিত হইয়া লোকসমূহ তখন অতি বিরল ভাবে কোন কোন স্থানে নিবাস করিবে ।৫৭

কলির এই সমস্ত মহৎ দোষ থাকিলেও একটী পরমগুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জ্জন করিতে পারে ।৫৮

পাঠান্তর :— (ক) — নিঃশ্রীকাণাং তথা নৃণাম্।
(খ) —ধর্ম্মঃ কচিল্লোকে নিবৎস্যতি

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ অ   য়ঃ

[বেদব্যাসেন কলিযুগস্য, শূদ্রাণাং, স্ত্রিয়াঞ্চ মহত্ত্বস্য বর্ণনম্।]

পরাশর উবাচ।
ব্যাসশ্চাহ মহাবুদ্ধির্যদত্রৈব হি বস্তুনি।
তচ্ছ্রূয়তাং মহাভাগ গদতো মম তত্ত্বতঃ ॥১
কস্মিন্ কালেঽল্পকো ধর্ম্মো দদাতি সুমহৎ ফলম্।
মুনীনামিত্যভূদ্ বাদঃ কৈশ্চাসৌ ক্রিয়তে সুখম্ ॥২
সন্দেহনির্ণয়ার্থায় বেদব্যাসং মহামুনিম্।
যযুস্তে সংশয়ং প্রষ্টুং মৈত্রেয় মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৩
দদৃশুস্তে মুনিং তত্র জাহ্নবীসলিলে দ্বিজাঃ (ক)।
বেদব্যাসং মহাভাগমর্দ্ধস্নাতং মহামতিম্ ॥৪
স্নানাবসানং তত্তস্য প্রতীক্ষন্তো মহর্ষয়ঃ।
তস্থুস্তটে মহানদ্যাস্তরুষণ্ডমুপাশ্রিতাঃ ॥৫
মগ্নোঽথ জাহ্নবীতোয়াদুত্থায়াহ সুতো মম।
কলিঃ সাধুঃ কলিঃ সাধুরিত্যেবং শৃণ্বতাং বচঃ ॥৬
তেষাং মুনীনাং ভূয়শ্চ মমজ্জ স নদীজলে।
উত্থায় সাধু সাধ্বিতি শূদ্র ধন্যোঽসি চাব্রবীৎ ॥৭
স নিমগ্নঃ সমুত্থায় পুনঃ প্রাহ মহামুনিঃ।
যোষিতঃ সাধুধন্যাস্তাস্তাভ্যো ধন্যতরোঽস্তি কঃ ॥৮
ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়মায়ান্তং কৃতসংক্রিয়ম্।
উপতস্থুর্মহাভাগং মুনয়স্তে সুতং মম ॥৯
কৃতসংবন্দনাংশ্চাহ কৃতাসনপরিগ্রহান্।
কিমর্থমাগতা যূয়মিতি সত্যবতীসুতঃ ॥১০
তমূচুঃ সংশয়ং প্রষ্টুং ভবন্তং বয়মাগতাঃ।
অলং তেনাস্তু তাবন্নঃ কথ্যতামপরং ত্বয়া ॥১১
কলিঃ সাধ্বিতি যৎ প্রোক্তং শূদ্রঃ সাধ্বিতি যোষিতঃ
যদাহ ভগবান্ সাধু ধন্যাশ্চেতি পুনঃ পুনঃ ॥১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

[বেদব্যাস কর্ত্তৃক কলিযুগ, শূদ্র ও স্ত্রীদিগের মহত্ত্বের বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! মহামতি ব্যাস এই সময়ে যে সমস্ত তত্ত্ব কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।১

কোন সময়ে মুনিগণের পরস্পর "কোন্ কালে ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইয়াও মহৎ ফল প্রদান করে?" এই বিষয় লইয়া তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল।২

হে মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! তাঁহারা সকলেই সংশয়িত হইয়া সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর মহামতি ব্যাস অর্দ্ধস্নাত-অবস্থায় পবিত্র জাহ্নবী সলিলে অবস্থান করিতেছেন।৩-৪

পাঠান্তর :—(ক) —দ্বিজ।

সুতরাং মহর্ষিগণ তাঁহার স্নানসমাপ্তি পর্য্যন্ত জাহ্নবী-তীরস্থ বৃক্ষসমূহের মূলদেশে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।৫

পরে আমার পুত্র ব্যাস স্নানানন্তর জাহ্নবীজল হইতে উত্থিত হইয়া মুনিগণকে শুনাইতে শুনাইতে "কলিকালই সাধু, কলিকালই সাধু" এই বাক্য বলিয়াছিলেন।৬

পুনরায় নদীজলে মজ্জিত হওয়ার পর উত্থিত হইয়া সেই মুনিগণের শ্রুতিগোচর করত "হে শূদ্র! তুমিই সাধু এবং তুমিই ধন্য" এই বাক্য বলিয়াছিলেন।৭

পরে তিনি আবার স্নান করিয়া উত্থানপূর্ব্বক "হে স্ত্রীগণ! তোমরাই সাধু, তোমরাই ধন্য, তোমাদের অধিক ধন্যতর এ জগতে আর কে আছে?" এই কথা বলিয়াছিলেন।৮

তৎপরে যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিলেন।৯

তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামো ন চেদ্ গুহ্যং মহামুনে।
তৎ কথ্যতাং ততো হৃৎস্থং প্রক্ষ্যামস্ত্বাং প্রয়োজনম্ ॥১৩

ইত্যুক্তো মুনিভির্ব্যাসঃ প্রহস্যেদমথাব্রবীৎ।
শ্রূয়তাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠা যদুক্তং সাধু সাধ্বিতি ॥১৪

যৎকৃতে দশভির্বর্ষৈস্ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎ কলৌ ॥১৫

তপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদেশ্চ ফলং দ্বিজাঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষস্তেন কলিঃ সাধ্বিতি ভাষিতম্ ॥১৬

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥১৭

ধর্ম্মোৎকর্ষমতীবাত্র প্রাপ্নোতি পুরুষঃ কলৌ।
অল্পায়াসেন ধর্ম্মজ্ঞাস্তেন তুষ্টোঽস্ম্যহং কলেঃ ॥১৮

ব্রতচর্য্যাপরৈর্গ্রাহ্যো বেদঃ পূর্ব্বং দ্বিজাতিভিঃ।
ততঃ স্বধর্ম্মসম্প্রাপ্তৈর্যষ্টব্যং বিধিনাধ্বরৈঃ (ক)॥১৯

বৃথা কথা বৃথা ভোজ্যং বৃথেজ্যা চ দ্বিজন্মনাম্।
পতনায় তথা ভাব্যং তৈস্তু সংযমিভিঃ সদা (খ) ॥২০

অসম্যক্করণে দোষস্তেষাং সর্ব্বেষু কর্ম্মসু (গ)।
ভোজ্যপেয়াদিকঞ্চৈষাং নেচ্ছাপ্রাপ্তিকরং দ্বিজাঃ ॥২১

যথাবিধি অভিবাদনের পর মুনিগণ আসন পরিগ্রহ করিলে, সত্যবতীসুত ব্যাস তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহর্ষিগণ! আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন? ১০

মুনিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ! আমাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই নির্ণয়ের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন থাকুক, আপনি অন্য বিষয় আমাদিগকে বলুন। আপনি স্নান করিতে করিতে বারংবার বলিলেন যে, কলিই সাধু, শূদ্রও সাধু এবং স্ত্রীগণও সাধু ও অতি ধন্য।১১-১২

হে মহামুনে! যদি এ বিষয়ের তত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন; কারণ এই বিষয় শুনিতে আমাদের সকলের অভিলাষ হইয়াছে। পরে আমাদিগের হৃদয়স্থিত প্রয়োজনীয় বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব।১৩

মহর্ষি বেদব্যাসকে মুনিগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—হে মুনিপ্রবরগণ! আমার মুখ হইতে যে 'কলি সাধু, শূদ্র সাধু' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব আমি আপনাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।১৪

সত্যযুগে দশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ত্রেতাযুগে এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া এবং দ্বাপর যুগে একমাসকাল পরিশ্রম করিয়া তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য অথবা জপাদির যে ফল হইয়া থাকে, হে দ্বিজগণ! কলিকালে মনুষ্য এক দিবারাত্রির পরিশ্রমেই সেই ফল লাভ করিয়া থাকে; এই নিমিত্তই কলিকে 'সাধু' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।১৫-১৬

সত্যযুগে বহুক্লেশসাধ্য ধ্যানযোগ করিয়া, ত্রেতাযুগে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এবং দ্বাপরযুগে বহুতর অর্চ্চনাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়াই মনুষ্য সেই ফল লাভ করিতে পারে।১৭

কলিযুগে মনুষ্য অতি অল্পমাত্র আয়াস স্বীকার করিয়াই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিগণ! আমি এই নিমিত্তই কলির উপর অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি।১৮

দ্বিজাতিগণ রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইয়া থাকেন, তারপর রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম পরিপালনের জন্য যথাবিধি বহুবিধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিতে হয়।১৯

তাঁহারা অসংযত হইয়া যদি বৃথা কথা কিংবা বৃথা ভোজ্য অথবা বৃথা যজ্ঞাদিতে কালক্ষেপ করেন, তাহা

পাঠান্তর:— (ক) —বিধিবন্ধনৈঃ।
(খ) —তৈস্তু সংযমিভিঃ সদা।
(গ) —বস্তুষু।

পারতন্ত্র্যং সমস্তেষু তেষাং কার্য্যেষু বৈ ততঃ।
জয়ন্তি তে নিজান্ লোকান্ ক্লেশেন মহতা দ্বিজাঃ॥২২
দ্বিজশুশ্রূষয়ৈবৈষ পাকযজ্ঞাধিকারবান্।
নিজান্ জয়তি বৈ লোকাঞ্ছূদ্রো ধন্যতরস্ততঃ॥২৩
ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু নাস্যাস্তি পেয়াপেয়েষু বৈ যতঃ।
নিয়মো মুনিশার্দ্দূলাস্তেনাসৌ সাধ্বিতীরিতঃ॥ ২৪
স্বধর্ম্মস্যাবিরোধেন নরৈর্লব্ধং ধনং সদা।
প্রতিপাদনীয়ং পাত্রেষু যষ্টব্যঞ্চ যথাবিধি॥২৫
তস্যার্জ্জনে মহাক্লেশঃ পালনে চ দ্বিজোত্তমাঃ।
তথা সদ্‌বিনিয়োগায় (ক) বিজ্ঞেয়ং গহনং নৃণাম্॥২৬
এভিরন্যৈস্তথা ক্লেশৈঃ পুরুষা দ্বিজসত্তমাঃ।
নিজান্ জয়ন্তি বৈ লোকান্ প্রাজাপত্যাদিকান্ ক্রমাৎ॥২৭

যোষিচ্ছুশ্রূষণং ভর্ত্তুঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কুর্ব্বতী সমবাপ্নোতি (ক) তৎসালোক্যং যতো দ্বিজাঃ॥২৮
নাতিক্লেশেন মহতা তানেব পুরুষো যথা।
তৃতীয়ং ব্যাহৃতং তেন ময়া সাধ্বিতি যোষিতঃ॥২৯
এতদ্ বঃ কথিতং বিপ্রা যন্নিমিত্তমিহাগতাঃ।
তৎ পৃচ্ছধ্বং (খ) যথাকামং সর্ব্বং বক্ষ্যামি বঃ স্ফুটম্॥৩০

পরাশর উবাচ।

ততস্তে মুনয়ঃ প্রোচুর্যৎ প্রষ্টব্যং মহামুনে।
অস্মিন্নেব তৎ পৃষ্টে যথাবৎ কথিতং ত্বয়া॥৩১
ততঃ প্রহস্য তান্ প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়নাংস্তাপসাংস্তানুপাগতান্॥৩২
ময়ৈষ ভবতাং প্রশ্নো জ্ঞাতো দিব্যেন চক্ষুষা।
ততো হি বঃ প্রসঙ্গেন সাধু সাধ্বিতি ভাষিতম্॥৩৩

হইলে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন। হে দ্বিজগণ! যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্মের কোন অংশে ত্রুটি হইলে, তাঁহারা পাপের ভাগী হন এবং তাঁহারা ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য অথবা পানাদি কিছুই গ্রহণ করিতে পারেন না।২০-২১

সমস্ত কার্য্যেই তাঁহাদিগকে পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হইয়া চলিতে হয়। ইহাতেও বহুতর ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারিলে, তবে তাঁহারা পরকালে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবা দ্বারাই শূদ্র পাক-যজ্ঞের ফল পাইবার অধিকারী হয় ও অন্তিমে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই জন্যই শূদ্রজাতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি।২২-২৩

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যেহেতু ইহাদের ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, কাজেই ইহারা তজ্জন্য কোন প্রকার পাপেরও ভাগী হয় না; এইজন্যই ইহাদিগকে সাধু বলিয়াও কীর্ত্তন করিয়াছি।২৪

পুরুষগণ স্বধর্ম্মের অবিরোধে সর্ব্বদা ধন উপার্জ্জন করিবে এবং তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করিবে ও তাহা দ্বারা যথাবিধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সেই অর্থের উপার্জ্জন, তাহার রক্ষা করিতে পুরুষগণকে মহাক্লেশ পাইতে হয়, আবার তাহা সৎপাত্রে অর্পণ করাও দুষ্কর জানিও।২৫-২৬

হে দ্বিজসত্তমগণ! এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া স্বীয় ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিলে, তবে পুরুষগণ ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোকসমূহে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।২৭

কিন্তু হে দ্বিজগণ! স্ত্রীলোকেরা কায়মনোবাক্যে স্বামীর শুশ্রূষা করিয়াই অতিশয় ক্লেশ না করিয়াও পুরুষদিগের ন্যায় সেই সকল লোকে গমন করিতে পারে; এই নিমিত্তই আপনারা আমার মুখ হইতে তৃতীয়বার "স্ত্রীগণ সাধু" এই কথা শুনিতে পাইয়াছেন।২৮-২৯

হে বিপ্রগণ! এই ত আপনাদের নিকট সমস্ত বলিলাম। এক্ষণে আপনারা যে জন্য আমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করুন, আমি বিশদরূপে সে সমস্তের উত্তর প্রদান করিতেছি।৩০

পরাশর বলিলেন,—তারপর সেই মহর্ষিগণ

পাঠান্তর:—(ক) তথাসদ্‌বিনিয়োগায়—

পাঠান্তর:—(ক) তদ্ধিতাশুভমাপ্নোতি—
(খ) তৎপৃচ্ছত—।

স্বল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্ম্মঃ সিধ্যতি বৈ কলৌ।
নরৈরাত্মগুণাম্ভোভিঃ ক্ষালিতাখিলকিল্বিষৈঃ ॥৩৪

শূদ্রৈশ্চ দ্বিজশুশ্রূষাতৎপরৈর্ম্মুনিসত্তমাঃ।
তথা স্ত্রীভিরনায়াসং (ক) পতিশুশ্রূষয়ৈব হি ॥৩৫

ততস্ত্রিতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং মতম্।
ধর্ম্মসংসাধনে ক্লেশো দ্বিজাতীনাং কৃতাদিষু ॥৩৬

ভবদ্ভির্যদভিপ্রেতং তদেতৎ কথিতং ময়া।
অপৃষ্টেনাপি ধর্ম্মজ্ঞাঃ কিমন্যৎ কথ্যতাং দ্বিজাঃ (খ)॥৩৭

ততঃ সম্পূজ্য তে ব্যাসং প্রশস্য চ পুনঃপুনঃ।
যথাগতং দ্বিজা জগ্মুর্ব্যাসোক্তিকৃতসংশয়াঃ (গ) ॥৩৮

ভবতোঽপি মহাভাগ রহস্যং কথিতং ময়া ॥৩৯

অত্যন্তদুষ্টস্য কলেরয়মেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥৪০

যচ্চাহং ভবতা পৃষ্টো জগতামুপসংহৃতিম্।
প্রাকৃতামান্তরালাঞ্চ তামপ্যেষ বদামি তে ॥৪১

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

বলিলেন,—হে মহামুনে! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি, আপনি অন্য বিষয়ের কথা-প্রসঙ্গে আমাদের সেই বিষয়েরই সম্যগ্‌রূপে উত্তর প্রদান করিয়াছেন।৩১

তৎপরে মহর্ষি দ্বৈপায়ন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচন ও সমাগত সেই তাপসগণকে বলিলেন।৩২

হে মহর্ষিগণ! আমি দিব্যজ্ঞান-বলে আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় অবগত হইয়া আপনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া "কলি সাধু, শূদ্র সাধু" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলাম।৩৩

কলিকালে যে মানবগণ নিজের সদ্‌গুণরূপ জল দ্বারা নিখিল পাপ ধৌত করিয়াছেন, তিনি অতি অল্প প্রয়াসেই ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে পারেন।৩৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শূদ্রগণও অক্লেশেই কেবল দ্বিজগণের সেবা দ্বারাই এবং স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে কেবল পতিশুশ্রূষা দ্বারাই বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।৩৫

সেই নিমিত্তই কলি, শূদ্র ও স্ত্রীলোক এই তিন-জনকেই আমি ধন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। দেখুন, সত্য প্রভৃতি যুগসমূহে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে হইলে, কেবল দ্বিজাতিগণকেই বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়া থাকে।৩৬

হে দ্বিজগণ! আপনারা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই আমি আপনাদের অভিপ্রেত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি বলিব, তাহা বলুন।৩৭

তারপর সেই মহর্ষিগণ মহামতি ব্যাসকে বারংবার যথাবিধি পূজা ও বহুতর প্রশংসা করিয়া ব্যাসের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে আপন আপন সংশয়ভঞ্জন করত যে স্থল হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তথায় প্রস্থান করিলেন।৩৮

হে মহাভাগ মৈত্রেয়! তোমার নিকটেও আমি এই রহস্য প্রকাশ করিয়া বলিলাম।৩৯

(হে মৈত্রেয়!) অত্যন্ত দুষ্ট কলির এই একটী মহান্ গুণ যে, এই কালে মনুষ্যগণ কেবল কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪০

এক্ষণে জগতের উপসংহার এবং প্রাকৃত প্রলয় ও অবান্তর প্রলয় বিষয়ে তুমি যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪১

পাঠান্তর :—(ক) তথা স্ত্রীভিরনায়াসাৎ- (খ) —কিমন্যৎ ক্রিয়তাং দ্বিজাঃ। (গ) —ব্যাসোক্তিকৃতনিশ্চয়াঃ

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয়ঃ ঃ

[নিমেষাদিকালমানস্য নৈমিত্তিকপ্রলয়স্য চ বর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রিবিধঃ প্রতিসঞ্চরঃ ।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো মতঃ ॥১
ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তেষাং কল্পান্তে প্রতিসঞ্চরঃ ।
আত্যন্তিকশ্চ মোক্ষাখ্যঃ প্রাকৃতো দ্বিপরার্দ্ধিকঃ ॥২

মৈত্রেয় উবাচ ।

পরার্দ্ধসংখ্যাং ভগবন্ মমাচক্ষ্ব যয়া তু সঃ ।
দ্বিগুণীকৃতয়া জ্ঞেয়ঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥৩

পরাশর উবাচ ।

স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্ গণ্যতে দ্বিজ ।
ততোঽষ্টাদশমে স্থানে পরার্দ্ধমভিধীয়তে ॥৪
পরার্দ্ধদ্বিগুণং যত্তু প্রাকৃতঃ প্রলয়ো দ্বিজ ।
তদাব্যক্তেঽখিলং ব্যক্তং স্বহেতৌ লয়মেতি বৈ ॥৫

নিমেষো মানুষো যোঽয়ং মাত্রামাত্রপ্রমাণতঃ (ক) ।
তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎকাষ্ঠাস্তথা কলাঃ ॥৬
নাড়িকা তু প্রমাণেন কলা দশ চ পঞ্চ চ (খ) ।
উন্মানেনাম্ভসঃ সা তু পলান্যর্দ্ধত্রয়োদশ ॥৭
হেমমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রশ্চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
মাগধেন প্রমাণেন জলপ্রস্থস্তু স স্মৃতঃ ॥৮
নাড়িকাভ্যামথ দ্বাভ্যাং মুহূর্ত্তো দ্বিজসত্তম ।
অহোরাত্রং মুহূর্ত্তাস্তু ত্রিংশন্মাসো দিনৈস্তথা ॥৯
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষমহোরাত্রন্তু তদ্দিবি ।
ত্রিভির্বর্ষশতৈর্বর্ষং ষষ্ট্যা চৈবাসুরদ্বিষাম্ ॥১০
তৈস্তু দ্বাদশসাহস্রং চতুর্যুগমুদাহৃতম্ ।
চতুর্যুগসহস্রন্তু কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্ ॥১১

তৃতীয় অধ্যায়

[নিমেষাদি কালের পরিমাণ এবং নৈমিত্তিক প্রলয়ের বর্ণনা ।]

পরশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও প্রাকৃতিক ভেদে ভূতসমূহের প্রলয় তিন প্রকার কথিত হইয়া থাকে ।১

কল্পান্তে যে প্রলয় ব্রাহ্ম নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহারই নাম নৈমিত্তিক প্রলয়; মোক্ষরূপ যে প্রলয় তাহার নাম আত্যন্তিক এবং দ্বিপরার্দ্ধিক যে প্রলয়, তাহাই প্রাকৃত বলিয়া অভিহিত হয় ।২

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! যাহার দ্বিগুণ-পরিমিত কালে প্রাকৃত প্রলয় হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, সেই পরার্দ্ধ সংখ্যা আমাকে বলুন ।৩

পরাশর বলিলেন—হে দ্বিজ! এক হইতে ক্রমশঃ দশগুণ করিয়া গণনা করিলে অষ্টাদশ স্থানেতে পরার্দ্ধ সংখ্যা গণিত হইয়া থাকে* ।৪

(কোটি-কোটি সহস্রকল্প স্বরূপ) সেই পরার্দ্ধকে দ্বিগুণ করিলে যত কাল হয়, সেই পরিমিত কালে প্রাকৃত প্রলয় হইয়া থাকে। ঐ সময় অখিল ব্যক্তপদার্থ স্বীয় কারণ অব্যক্তে লয় হয় ।৫

মাত্রামাত্র পরিমাণে (একমাত্র লঘু অক্ষরের উচ্চারণ-কালতুল্য কালে) মনুষ্যগণের যে নিমেষ কথিত হইয়াছে, তাহার পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠাপরিমিত কাল হয় এবং তাহার ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা পরিমিত কাল গণিত হইয়া থাকে ।৬

পাঠান্তর :—(ক) নিমেষো মানুষো যোঽসৌ মাত্রা মাত্র প্রমাণতঃ ।
(খ) —সা কলা দশ পঞ্চ চ ।

* বায়ু পুরাণে এই অষ্টাদশ সংখ্যা নিম্নরূপে দেখা যায়,—এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্ব্বুদ, ন্যর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত ও পরার্দ্ধ।

স কল্পোঽপ্যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ মহামুনে।
তদন্তে চৈব মৈত্রেয় ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ ॥১২
তস্য স্বরূপমত্যুগ্রং মৈত্রেয় গদতো মম।
শৃণুষ্ব প্রাকৃতং ভূয়স্তব বক্ষ্যাম্যহং লয়ম্ ॥১৩
চতুর্যুগসহস্রান্তে ক্ষীণপ্রায়ে মহীতলে।
অনাবৃষ্টিরতীবোগ্রা জায়তে শতবার্ষিকী ॥১৪
ততো যান্যল্পসারাণি তানি সত্ত্বান্যশেষতঃ।
ক্ষয়ং যান্তি মুনিশ্রেষ্ঠ পার্থিবান্যত্র পীড়নাৎ(ক) ॥১৫
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্ররূপধরোঽব্যয়ঃ।
ক্ষয়ায় যততে কর্ত্তুমাত্মস্থাঃ সকলাঃ প্রজাঃ ॥১৬

ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুর্ভানোঃ সপ্তসু রশ্মিষু।
স্থিতঃ পিবত্যশেষাণি জলানি মুনিসত্তম ॥১৭
পীত্বাম্ভাংসি সমস্তানি প্রাণিভূমিগতানি বৈ(খ)।
শোষং নয়তি মৈত্রেয় সমস্তং পৃথিবীতলম্ ॥১৮
সরিৎ-সমুদ্র-শৈলেষু শৈল-প্রস্রবণেষু চ।
পাতালেষু চ যত্তোয়ং তৎ সর্ব্বং নয়তি ক্ষয়ম্ ॥১৯
ততস্তস্যানুভাবেন তোয়াহারোপবৃংহিতাঃ।
ত এব রশ্ময়ঃ সপ্ত জায়ন্তে সপ্ত ভাস্করাঃ ॥২০
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ তে দীপ্তাস্ততঃ সপ্ত দিবাকরাঃ।
দহন্ত্যশেষং ত্রৈলোক্যং সপাতালতলং দ্বিজ ॥২১

পঞ্চদশ কলাতে এক নাড়িকা হয়। ঐ নাড়িকা সার্দ্ধদ্বাদশ পল তাম্র-নির্ম্মিত জলপাত্র হইতে জানা যায়। মগধদেশের মাপ অনুসারে উহাকে জলপ্রস্থ বলে। উহাতে চারি অঙ্গুলি লম্বা চারিমাষ সুবর্ণ শলাকা দ্বারা ছিদ্র থাকে। (উহা জলের উপর রাখিলে, সেই পাত্রটী পরিপূর্ণ হইতে যতকাল লাগে, সেই পরিমিত কালকে নাড়িকা কহা যায়) ।৭-৮

হে দ্বিজসত্তম! সেই দুই নাড়িকায় এক মুহূর্ত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয় এবং ত্রিশ দিবারাত্রিতে একমাস হয়।৯

এইরূপ দ্বাদশ মাসে মনুষ্যগণের এক বৎসর হইয়া থাকে, এই এক বৎসরে দেবলোকের এক দিবারাত্রি হয় ও এইরূপ তিনশত ষাট বৎসরে দেবগণের এক বৎসর হয়।১০

সেই পরিমিত দ্বাদশ সহস্র বৎসরে মনুষ্যলোকের চারি যুগ পরিগণিত হইয়া থাকে, চারিযুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক দিন হয়।১১

এই ব্রহ্মার একদিনকে এককল্প বলা হয়। হে মহামুনে! এই কল্পে চতুর্দ্দশ মনু উৎপন্ন হইয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! তদনন্তর ব্রাহ্ম নামে নৈমিত্তিক প্রলয় হইয়া থাকে।১২

সেই প্রলয়ের স্বরূপ অত্যন্ত উগ্র, তোমার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর; প্রাকৃতলয়ের বিষয় তোমাকে পরে বলিব।১৩

চতুর্যুগ সহস্রের পর মহীতল ক্ষীণ হইয়া আসিলে, শতবর্ষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত কঠোর অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে।১৪

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তারপর ঐ অনাবৃষ্টির পীড়নে অল্পশক্তিশালী যাবতীয় পার্থিব জীবসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সেই অব্যয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রলয়ের জন্য আপনাতে প্রজাসমূহকে বিলয় করিবার চেষ্টা করেন।১৫-১৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তৎপরে রুদ্ররূপী সেই ভগবান্ বিষ্ণু সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক যাবতীয় জলসমূহকে পান করিয়া থাকেন।১৭

হে মৈত্রেয়! ভূমিস্থিত সমস্ত প্রাণী ও জলসমূহ পান করিয়া সেই মহাপুরুষ পৃথিবীতলকে শোষণ করিয়া ফেলেন। তিনি নদী বা সমুদ্র, শৈল অথবা শৈল-প্রস্রবণ (পার্ব্বত্য ঝরণা) কিংবা পাতালে যে সমস্ত জল আছে, তাহাও শোষণ করেন। তৎপরে ঐ ভগবানের প্রভাবে প্রভাবিত এবং জলপান দ্বারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া সূর্য্যের সেই সপ্তরশ্মি সাতটী সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইবে।১৮-২০

হে দ্বিজ! ঐ সময় ঊর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বদিকেই দেদীপ্যমান সেই সপ্ত ভাস্কর পাতাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ত্রিলোকই অশেষরূপে দগ্ধ করিবেন।২১

পাঠান্তর :—(ক) —পার্থিবান্যনুপীড়নাৎ　　(খ) —প্রাণিভূমিগতান্যপি

দহ্যমানস্তু তৈর্দীপ্তৈস্ত্রৈলোক্যং দ্বিজ ভাস্করৈঃ।
সাদ্রিনদ্যর্ণবাভোগং নিঃস্নেহমভিজায়তে (ক) ॥২২

ততো নির্দগ্ধবৃক্ষাম্বু ত্রৈলোক্যমখিলং দ্বিজ।
ভবত্যেকা চ (খ)বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠোপমাকৃতিঃ ॥২৩

ততঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽসৌ ভূত্বা সর্ব্বহরো হরিঃ।
শেষনিঃশ্বাসসম্ভূতঃ পাতালানি দহত্যধঃ(গ) ॥২৪

পাতালানি সমস্তানি স দগ্ধ্বা জ্বলনো মহান্।
ভূমিমভ্যেত্য সকলং বভস্তি বসুধাতলম্ ॥২৫

ভুবর্লোকং ততঃ সর্ব্বং স্বর্লোকঞ্চ সুদারুণঃ।
জ্বালামালামহাবর্ত্তস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥২৬

অম্বরীষমিবাভাতি ত্রৈলোক্যমখিলং তদা।
জ্বালাবর্ত্তপরীবারমুপক্ষীণচরাচরম্ ॥২৭

ততস্তাপপরীতাস্তু লোকদ্বয়নিবাসিনঃ।
কৃতাধিকারা গচ্ছন্তি মহর্লোকং মহামুনে ॥২৮

তস্মাদপি মহাতাপতপ্তা লোকাস্ততঃ পরম্।
গচ্ছন্তি জনলোকং তে দশাবৃত্ত্যা পরৈষিণঃ ॥২৯

ততো দগ্ধ্বা জগৎ সর্ব্বং রুদ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
মুখনিঃশ্বাসজান্ মেঘান্ করোতি মুনিসত্তম ॥৩০

ততো গজকুলপ্রখ্যাস্তড়িত্বন্তো নিনাদিনঃ।
উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোম্নি ঘোরাঃ সংবর্ত্তকা ঘনাঃ ॥৩১

কেচিন্নীলোৎপলশ্যামাঃ কেচিৎ কুমুদসন্নিভাঃ।
ধূম্রবর্ণা ঘনাঃ কেচিৎ কেচিৎ পীতাঃ পয়োধরাঃ ॥৩২

কেচিদ্রাসভবর্ণাভা লাক্ষারসনিভাস্তথা।
কেচিদ্বৈদূর্য্যসঙ্কাশা ইন্দ্রনীলনিভাঃ পরে ॥৩৩

শঙ্খকুন্দনিভাশ্চান্যে জাত্যঞ্জননিভাস্তথা(ঘ)।
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিৎ মনঃশিলানভাস্তথা* ॥৩৪

চাষপাত্রনিভাঃ কেচিদুত্তিষ্ঠন্তি ঘনা ঘনাঃ।
কেচিৎ পুরবরাকারাঃ কেচিৎ পর্ব্বতসন্নিভাঃ ॥৩৫

হে দ্বিজ! তৎপরে সেই প্রদীপ্ত ভাস্করসমূহ দ্বারা দগ্ধ হইয়া ত্রিভুবন পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্রাদির সহিত জলাভাবে শুষ্ক হইয়া যাইবে।২২

সেই সময় ত্রিভুবনের যাবতীয় বৃক্ষ ও জল বিশুষ্ক হইয়া যাইলে, একমাত্র বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় কঠোর (অত্যন্ত শক্ত) হইয়া পড়িবেন।২৩

তৎপরে সমস্ত সংহার করিতে উদ্যত ভগবান্ শ্রীহরি অনন্তদেবের নিঃশ্বাস-সম্ভূত কালাগ্নিরুদ্ররূপে পাতাল-সমূহকে ভস্ম করিবেন। তৎপরে সেই মহাকালানল সমস্ত পাতালখণ্ড দগ্ধ করত ঊর্দ্ধদিকে ভূমি পর্য্যন্ত আসিয়া পৃথিবীতলকে ভস্মসাৎ করিবেন।২৪-২৫

তাহার পর জাজ্বল্যমান সুদারুণ সেই অনল ভুবর্লোকসমূহকে দগ্ধ করিয়া স্বর্লোক ভস্মসাৎ করিবে। তারপর সেইখানেই ঘুরিতে থাকিবেন।২৬

এইরূপ ঐ জ্বালার আবর্ত্তে পরিপূর্ণ সমস্ত চরাচর ত্রিভুবন নষ্ট হইলে, উহা একখানি ভর্জ্জন-কটাহের (তপ্ত কড়াইয়ের) ন্যায় বোধ হইবে।২৭

হে মহামুনে! সেই সময়ে ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক—এই লোকদ্বয় নিবাসী মনু প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রচণ্ড অনলতাপে পীড়িত হইয়া মহর্লোকে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।২৮

কিন্তু তথায়ও সেই উগ্র অনলের তাপে সন্তপ্ত হইয়া বাঁচিবার আশায় তাঁহারা জনলোকে গমন করিবেন।২৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তৎপরে সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দন সমস্ত জগৎ দগ্ধ করিয়া মুখনিঃশ্বাস দ্বারা মেঘ-সমূহকে উৎপাদন করিবেন।৩০

তারপরে বিদ্যুৎ এবং বজ্রধ্বনিবিশিষ্ট সংবর্ত্তক নামে সেই ভয়ঙ্কর মেঘসমূহ বৃহদাকার হস্তিসমূহের ন্যায় আকাশ মার্গ ব্যাপ্ত করিবে।৩১

তখন কতকগুলি মেঘ নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ কতকগুলি কুমুদের ন্যায় শ্বেত বর্ণ, কতকগুলি ধূম্রবর্ণ এবং কতকগুলি পীতবর্ণ।৩২

কতকগুলি রাসভ (গাধা)বর্ণ, কতকগুলি আলতার ন্যায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি বৈদূর্য্যমণিসদৃশ দীপ্তিশালী এবং কতকগুলি ইন্দ্রনীল মণি তুল্য।৩৩

পাঠান্তর:—(ক)—নিঃস্নেহমভিজায়তে। (খ) ভবত্যেষা চ—। (গ) শেষাহিশ্বাসসম্ভূতঃ পাতালানি দহত্যধঃ। (ঘ)—জাত্যঞ্জননিভাঃ পরে

* কোন কোন গ্রন্থে এই স্থলে নিম্নলিখিত পাঠ এবং তাহার পর একটি শ্লোক অধিক দেখা যায়,—

ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিৎ ততঃ শিখিনিভাস্তথা ॥ মনঃশিলাভাঃ কেচিদ্ বৈ হরিতালনিভাঃ পরে।
চাষপত্রনিভাঃ কেচিদুত্তিষ্ঠন্তে মহাঘনাঃ ॥

কূটাগারনিভাশ্চান্যে কেচিৎ স্থূলনিভা ঘনাঃ।
মহারাবা মহাকায়াঃ পূরয়ন্তি নভস্তলম্ (ক) ॥৩৬
বর্ষন্তস্তে মহাসারৈ (খ)-স্তমগ্নিমতিভৈরবম্।
শময়ন্ত্যখিলং বিপ্র ত্রৈলোক্যান্তরবিস্তৃতম্ (গ) ॥৩৭
নষ্টে চাগ্নৌ শতং তেঽপি বর্ষাণামনিবারিতাঃ।
প্লাবয়ন্তো জগৎ সর্ব্বং বর্ষন্তি মুনিসত্তম (ঘ) ॥৩৮
ধারাভিরক্ষমাত্রাভিঃ (ঙ) প্লাবয়িত্বাখিলং ভুবম্।
ভুবর্লোকং তথৈবোর্দ্ধং প্লাবয়ন্তি দিবং দ্বিজ ॥৩৯
অন্ধকারীকৃতে লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
বর্ষন্তি তে মহামেঘা বর্ষাণামধিকং শতম্* ॥৪০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

কতকগুলি শঙ্খ ও কুন্দ পুষ্পের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, কেহ জাতি পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, কতকগুলি কজ্জলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি ইন্দ্রগোপ কীট (বর্ষাকালে এই পোকাগুলি দেখা যায়।) তুল্য রক্তবর্ণ, কতকগুলি মনঃশিলাসদৃশ গেরুয়াবর্ণ।৩৪

কতকগুলি মেঘ চাষপত্র (নীলকণ্ঠপাখা) সদৃশ এবং অত্যন্ত গাঢ়তর; কেহ বা বৃহৎ প্রাসাদের আকার, কেহ বা পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ।৩৫

কেহ বা অতি কূটাগার (গৃহবিশেষ) সদৃশ মহাকায়। কেহ পৃথিবীতল সদৃশ বিস্তৃত, সেই মেঘসকল বিকটধ্বনি করিতে করিতে গগনতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।৩৬

হে বিপ্র! তৎপরে সেই মেঘসমূহ মুসলধারে বারি বর্ষণপূর্ব্বক ত্রিভুবনব্যাপী সেই ভয়ঙ্কর অনলকে শান্ত করিবে।৩৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তৎপরে মেঘসকল সেই প্রদীপ্ত অনলকে শান্ত করিয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত ধারে বারিবর্ষণপূর্ব্বক সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিবে।৩৮

হে দ্বিজ! সেই মেঘসমূহ অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ দ্বারা ভূমণ্ডলকে প্লাবিত করিয়া ক্রমে ভুবর্লোক ও স্বর্গলোককেও প্লাবিত করিবে।৩৯

সেই সময়ে লোকসমূহ অন্ধকারময় হইবে এবং স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যাইবে; কেবল সেই মেঘসকল শত বৎসরেরও অধিককাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ধারে বারিবর্ষণ করিতে থাকিবে।৪০

পাঠান্তর:—(ক) নভঃস্থলম্। (খ) বর্ষন্তস্তে মহাসারাং—। (গ) —ত্রৈলোক্যান্তরধিষ্ঠিতম্।
(ঘ) নষ্টে চাগ্নৌ চ সততং বর্ষমাণা হ্যহর্নিশম্। প্লাবয়ন্তি জগৎ সর্ব্বমম্ভোভির্মুনিসত্তম।
(ঙ) ধারাভিরতিমাত্রাভিঃ—।

* কোন কোন গ্রন্থে ৪০ শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—
এবং ভবতি কল্পান্তে সমস্তং মুনিসত্তম। বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যান্নিত্যস্য পরমাত্মনঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

[প্রাকৃতপ্রলয়বর্ণনম্ ।]

পরাশর উবাচ ।

সপ্তর্ষিস্থানমাক্রম্য স্থিতেঽম্ভসি মহামুনে ।
একার্ণবং ভবত্যেব ত্রৈলোক্যমখিলং ততঃ ॥১

মুখনিঃশ্বাসজো বিষ্ণোর্বায়ুস্তান্ জলদাংস্ততঃ ।
নাশয়িত্বা তু মৈত্রেয় বর্ষাণামধিকং শতম্ (ক) ॥২

সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যো ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
অনাদিরাদির্বিশ্বস্য পীত্বা বায়ুমশেষতঃ ॥৩

একার্ণবে ততস্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ ॥৪

জনলোকগতৈঃ সিদ্ধৈঃ সনকাদ্যৈরভিষ্টুতঃ ।
ব্রহ্মলোকগতৈশ্চৈব চিন্ত্যমানো মুমুক্ষুভিঃ ॥৫

আত্মমায়াময়ীং দিব্যাং যোগনিদ্রাং সমাস্থিতঃ ।
আত্মানং বাসুদেবাখ্যং চিন্তয়ন্ পরমেশ্বরঃ (খ) ॥৬

এস নৈমিত্তিকো নাম মৈত্রেয় প্রতিসঞ্চয়ঃ ।
নিমিত্তং তত্র যচ্ছেতে ব্রহ্মরূপধরো হরিঃ ॥৭

যদা জাগর্ত্তি বিশ্বাত্মা স তদা চেষ্টতে জগৎ ।
নিমীলত্যেতদখিলং যোগশয্যাশয়েঽচ্যুতে (গ) ॥৮

পদ্মযোনের্দ্দিনং যত্তু চতুর্যুগসহস্রবৎ ।
একার্ণবাপ্লুতে (ঘ) লোকে তাবতী রাত্রিরিষ্যতে ॥৯

ততঃ প্রবুদ্ধো রাত্র্যন্তে পুনঃ সৃষ্টিং করোত্যজঃ ।
ব্রহ্মস্বরূপধৃগ্ বিষ্ণুর্যথা তে কথিতং পুরা ॥১০

চতুর্থ অধ্যায়

[প্রাকৃত প্রলয়ের বর্ণনা ।]

পরাশর বলিলেন,—হে মহামুনে! যখন সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইবে, তখন সম্পূর্ণ ত্রিলোক একটি মহাসমুদ্রের ন্যায় হইয়া যাইবে ।১

হে মৈত্রেয় ! তৎপরে ভগবান্ বিষ্ণুর মুখের নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন বায়ু সেই মেঘসকলকে বিনাশ করত শতাধিক বৎসর ব্যাপিয়া প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইবে ।২

তৎপরে সমস্ত বিশ্বের আদিপুরুষ, অনাদিনিধন, সর্ব্বভূতময়, অচিন্তনীয় ও ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু সেই বায়ুকে নিঃশেষরূপে পান করিবেন এবং একাকার সেই সমুদ্রমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক শেষশয্যায় আদিকর্ত্তা ব্রহ্মরূপধারী ভগবান্ শ্রীহরি শয়ন করিবেন ।৩-৪

সেই সময়ে জনলোকস্থিত সনকাদি সিদ্ধ ঋষিগণ সেই মহাপ্রভুর স্তব এবং ব্রহ্মলোকস্থিত মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহার ধ্যান করিবেন ।৫

সেই সময়ে পরমেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত জগতের ব্যাপার হইতে বিশ্রাম লাভ করিয়া আত্মমায়াস্বরূপা যোগনিদ্রাকে আশ্রয় করত আপনাকে বাসুদেবরূপে চিন্তা করিতে থাকিবেন ।৬

হে মৈত্রেয় ! যে সময়ে ব্রহ্মরূপধর শ্রীহরি জলমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই নৈমিত্তিক প্রলয়ের অবস্থা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ।৭

অখিলবিশ্বের আত্মা সেই মহাবিষ্ণু যখন জাগরিত হন, তখন পুনরায় জগৎ কর্ম্মোন্মাদনা লাভ করে এবং যখন সেই মহাপুরুষ যোগশয্যায় শায়িত হন, তখন এই সমস্ত সৃষ্টির লয় হইয়া থাকে ।৮

চারিযুগ-সহস্র পরিমিত কালে ব্রহ্মার যেমন একদিন কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ সমস্ত জগৎ জল দ্বারা প্লাবিত হইলে

পাঠান্তর :—(ক) নাশয়ন্ বাতি মৈত্রেয় বর্ষাণামপরং শতম্ । (খ) —মধুসূদনঃ । (গ) — মায়াশয্যাং গতেঽচ্যুতে । (ঘ) একার্ণবীকৃতে—

ইত্যেব কল্পসংহারশ্চান্তরঃ প্রলয়ো দ্বিজ(ক)।
নৈমিত্তিকস্তে কথিতঃ প্রাকৃতং শৃণ্বতঃ পরম্ ॥১১
অনাবৃষ্ট্যাগ্নিসম্পর্কাৎ কৃতে সংক্ষালনে মুনে।
সমস্তেষ্বেব লোকেষু পাতালেষ্বখিলেষু চ ॥১২
মহদাদের্বিকারস্য বিশেষান্তস্য সংক্ষয়ে।
কৃষ্ণেচ্ছাকারিতে তস্মিন্ প্রবৃত্তে প্রতিসঞ্চরে ॥১৩
আপো গ্রসন্তি বৈ পূর্ব্বং ভূমের্গন্ধাত্মকং গুণম্।
আত্তগন্ধা ততো ভূমিঃ প্রলয়ত্বায় কল্পতে ॥১৪
প্রনষ্টে গন্ধতন্মাত্রেঽভবৎ পৃথ্বী জলাত্মিকা।
রসাজ্জলং সমুদ্ভূতং তস্মাজ্জাতং রসাত্মকম্* ॥১৫
আপস্তদা প্রবৃদ্ধাস্তু বেগবত্যো মহাস্বনাঃ।
সর্ব্বমাপূরয়ন্তীদং তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ।
সলিলেনৈবোর্ম্মিমতা লোকা ব্যাপ্তাঃ সমন্ততঃ ॥১৬
অপামপি গুণো যস্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু সঃ
নশ্যন্ত্যাপস্ততস্তাশ্চ রসতন্মাত্রসংক্ষয়াৎ ॥১৭
ততশ্চাপো হৃতরসা জ্যোতিষ্ট্বং প্রাপ্নুবন্তি বৈ।
অগ্ন্যবস্থে তু সলিলে তেজসা সর্ব্বতো বৃতে ॥১৮
স চাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্যাপ্য আদত্তে তজ্জলং তদা।
সর্ব্বমাপূর্য্য তেজোভি(খ)স্তদা জগদিদং শনৈঃ ॥১৯
অর্চ্চিভিঃ সংবৃতে তস্মিন্ তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
জ্যোতিষোঽপি পরং রূপং বায়ুরত্তি প্রভাকরম্ ॥২০
প্রলীনে চ ততস্তস্মিন্ বায়ুভূতেঽখিলাত্মনি।
প্রনষ্টে রূপতন্মাত্রে হৃতরূপো বিভাবসুঃ ॥২১
প্রশাম্যতি তদা জ্যোতির্বায়ুর্দোধূয়তে মহান্।
নিরালোকে তদা লোকে বায়্বস্থে চ তেজসি ॥২২
ততস্তু মূলমাসাদ্য বায়ুঃ সম্ভবমাত্মনঃ।
ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ তির্য্যক্ চ দোধবীতি দিশো দশ ॥২৩

সেই পরিমিত কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়। তারপর রাত্রিশেষে ব্রহ্মরূপধারী অজ বিষ্ণু জাগরিত হইয়া পুনরায় আমি যেরূপ তোমাকে বলিয়াছি, সেইরূপ সৃষ্টি আরম্ভ করেন। এইভাবে নৈমিত্তিক প্রলয়ও তাহার পর পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিষয় শ্রবণ কর।৯-১১

হে মুনে! পূর্ব্বোক্তরূপ অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্কে সমুদয় ভুবন এবং পাতাল প্রভৃতি সমস্ত লোককে নিঃস্নেহ করিয়া মহত্তত্বাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত বিকারসমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়কাল সমুপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ জলসমূহ পৃথিবীর গন্ধস্বরূপ গুণকে গ্রাস করিয়া থাকে। যখন পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়, তখন পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয়।১২-১৪

গন্ধতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে, পরে পৃথিবী জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। রস হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জলকে রসাত্মক জানিবে।১৫

সেই সময়ে জলসমূহ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত বেগে মহাশব্দ করিতে করিতে সমস্ত ভুবনকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। তারপর তরঙ্গমালাপূর্ণ ঐ জল চতুর্দ্দিকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে।১৬

তৎপরে জলের গুণ যে রস, অগ্নি তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে; কালক্রমে অগ্নি কর্তৃক শোষিত হইয়া রসতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে জলসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই রসহীন জলসমূহ তেজের মধ্যে প্রবেশ করে। তৎপরে তেজ ক্রমশঃ অতিশয় প্রবলরূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়।১৭-১৮

সেই অগ্নি সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া জলসমূহ গ্রাস করে এবং নিজ তেজ দ্বারা সমস্ত পূরিত করিয়া ধীরে ধীরে এই জগৎকে কবলিত করে। ঊর্দ্ধ ও অধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করিয়া থাকে।১৯-২০

তেজসমূহ বিনষ্ট হইলে সমস্ত ভুবন বায়ুময় হইয়া উঠে এবং তেজসকল হৃতরূপ হইয়া প্রশান্ত হয়; তখন কেবল প্রবল বায়ুই চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়। সেই তেজঃসমূহ বায়ুমধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত ভুবনই অন্ধকারময় হইয়া যায়।২১-২২

তৎপরে সেই প্রচণ্ড বায়ু আপনার উৎপত্তিবীজ

পাঠান্তর :—(ক) ইত্যেষ কল্পসংহারোঽবান্তরপ্রলয়ো দ্বিজ। (খ) সর্ব্বমাপূর্য্যতেঽর্চ্চিভি—।
*কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকাংশটি দেখা যায় না।

বায়োরপি গুণং স্পর্শমাকাশো গ্রসতে পুনঃ।
প্রশাম্যতি ততো বায়ুঃ খন্তু তিষ্ঠত্যনাবৃতম্ ॥২৪
অরূপমরসম্পর্শমগন্ধং ন চ মূর্ত্তিমৎ।
সর্ব্বমাপূরয়চ্চৈতৎ সুমহৎ সম্প্রকাশতে ॥২৫
পরিমণ্ডলং তচ্ছুষিরমাকাশং শব্দলক্ষণম্।
শব্দমাত্রং তদাকাশং সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥২৬
ততঃ শব্দং গুণং তস্য ভূতাদির্গ্রসতে পুনঃ।
ভূতেন্দ্রিয়েষু যুগপদ্ ভূতাদৌ সংস্থিতেষু বৈ ॥২৭
অভিমানাত্মকো হ্যেষ ভূতাদিস্তামসঃ স্মৃতঃ।
ভূতাদিং গ্রসতে চাপি মহান্ বৈ বুদ্ধিলক্ষণঃ ॥২৮
উর্ব্বী মহাংশ্চ জগতঃ প্রান্তেঽন্তর্বাহ্যতস্তথা ॥২৯
এবং সপ্ত মহাবুদ্ধে ক্রমাৎ প্রকৃতয়স্তু বৈ।
প্রত্যাহারে তু তাঃ সর্ব্বাঃ প্রবিশন্তি পরস্পরম্ ॥৩০

যেনেদমাবৃতং সর্ব্বমণ্ডমপ্সু প্রলীয়তে।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তং সপ্তলোকং সপর্ব্বতম্ ॥৩১
উদাকাবরণং যত্তু জ্যোতিষা পীয়তে তু তৎ।
জ্যোতির্বায়ৌ লয়ং যাতি যাত্যাকাশে সমীরণঃ ॥৩২
আকাশঞ্চৈব ভূতাতির্গ্রসতে তং তদা মহান্।
মহান্তমেভিঃ সহিতং প্রকৃতির্গ্রসতে দ্বিজ ॥৩৩
গুণসাম্যমনুদ্রিক্তমন্যূনঞ্চ মহামুনে।
প্রোচ্যতে প্রকৃতির্হেতুঃ প্রধানং কারণং পরম্ ॥৩৪
ইত্যেষা প্রকৃতিঃ সর্ব্বা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
ব্যক্তস্বরূপমব্যক্তে তস্মিন্ মৈত্রেয় (ক)লীয়তে ॥৩৫
একঃ শুদ্ধোঽক্ষরো নিত্যঃ সর্ব্বব্যাপী তথা পুমান্।
সোঽপ্যংশঃ সর্ব্বভূতস্য মৈত্রেয় পরমাত্মনঃ ॥৩৬

আকাশকে অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ ও কোণ প্রভৃতি দশদিকে প্রবাহিত হইয়া বেড়ায়।২৩

ক্রমে বায়ুর গুণ যে স্পর্শ, আকাশ তাহাকে গ্রাস করে ও বায়ু শান্ত হইয়া যায় এবং আকাশ তখন অনাবৃত থাকে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও মূর্ত্তিহীন আকাশই এই সমস্ত লোক পরিপূর্ণ করিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। সেই সময় চারিদিকে গোল, ছিদ্রযুক্ত, শব্দলক্ষণ আকাশই অবশিষ্ট থাকে এবং ঐ শব্দমাত্র আকাশ-সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থান করে।২৪-২৬

তারপর আকাশের গুণ শব্দকে ভূতাদি গ্রাস করে। এই ভূতাদিতেই একসঙ্গে পঞ্চভূত ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়সমূহ লয় প্রাপ্ত হইলে কেবল অহঙ্কারাত্মক অবস্থান করিলে পর উহাকে তামস ভূতাদি (তমঃপ্রধান) বলে। পুনরায় ঐ ভূতাদিকে সত্বপ্রধান বুদ্ধিরূপ মহত্তত্ত্ব গ্রাস করে।২৭-২৮

যেরূপ পৃথিবী ও মহত্তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্জগতের আদি এবং অন্তিমসীমা, সেইরূপ উহার বাহ্যজগতের আদি ও অন্তিমসীমা।২৯

হে মহাপ্রাজ্ঞ! এইরূপে পৃথিবী আদিক্রমে যে সপ্ত প্রকৃতি (আবরণ) কথিত হইল, ঐ আবরণসমূহ প্রলয়কালে পরস্পর নিজ নিজ কারণে লীন হইয়া যায়।৩০

যাহাতে এই সমস্ত লোক ব্যাপ্ত, সেই সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত লোক ও সপ্ত দ্বীপ পর্ব্বতসমূহের সহিত জলে লীন হইয়া যায়।৩১

যাহা জলের আবরণ, তাহা অগ্নি কর্ত্তৃক বিশোষিত হইয়া যায় এবং সেই সর্ব্বহর অগ্নিও বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া যাইবে।৩২

হে দ্বিজ! আকাশকেও ভূতাদি তামস অহঙ্কারতত্ত্ব এবং তাহাকে মহত্তত্ত্ব গ্রাস করে ও ইহাদের সহিত মহত্তত্ত্বকে মূল প্রকৃতি নিজ মধ্যে লীন করেন।৩৩

হে মহামুনে! ন্যূনাধিকরহিত যে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা, তাহাকে প্রকৃতি বলে। উঁহাকে প্রধানও বলা হয়। ইনিই সম্পূর্ণ জগতের পরম কারণ। এই প্রকৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়রূপে সর্ব্বময়ী। ব্যক্তস্বরূপা প্রকৃতি সেই অব্যক্তে লয়প্রাপ্ত হন।৩৭-৩৫

হে মৈত্রেয়! এতদ্ব্যতিরিক্ত যে নিত্য শুদ্ধস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী একজন পুরুষ সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতৃরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তিনি পরমাত্মারই অংশ।৩৬

পাঠান্তর :—(ক) —তস্মান্মৈত্রেয়—।

ন সন্তি যত্র সর্ব্বেশে নামজাত্যাদিকল্পনাঃ।
সত্তামাত্রাত্মকে জ্ঞেয়ে জ্ঞানাত্মন্যাত্মনঃ পরে ॥৩৭
স ব্রহ্ম তৎ পরং ধাম (ক) পরমাত্মা স চেশ্বরঃ।
স বিষ্ণুঃ সর্বমেবেদং যতো নাবর্ত্ততে যতিঃ ॥৩৮
প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥৩৯
পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুর্নাম্না স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে ॥৪০
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
তাভ্যামুভাভ্যাং পুরুষৈঃ সর্বমূর্ত্তিঃ স ইজ্যতে ॥৪১
ঋগ্-যজুঃ-সামভির্মার্গৈঃ প্রবৃত্তৈরিজ্যতে হ্যসৌ।
যজ্ঞেশ্বরো যজ্ঞপুমান্ পুরুষৈঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৪২
জ্ঞানাত্মা জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমূর্ত্তিঃ স চেজ্যতে।
নিবৃত্তৈর্যোগিভির্মার্গৈ(খ)র্বিষ্ণুর্মুক্তিফলপ্রদঃ ॥৪৩
হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতৈর্যত্তু কিঞ্চিদ্বস্ত্বভিধীয়তে (গ)।
যচ্চ বাচামবিষয়ে তৎসর্বং বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥৪৪
ব্যক্তং স এব চাব্যক্তং (ঘ) স এব পুরুষোঽব্যয়ঃ।
পরমাত্মা স বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ ॥৪৫
ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সম্প্রলীয়তে।
পুরুষশ্চাপি মৈত্রেয় ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মনি ॥৪৬
দ্বিপরার্দ্ধাত্মকঃ কালঃ কথিতো যো ময়া তব।
তদহস্তস্য মৈত্রেয় বিষ্ণোরীশস্য কথ্যতে ॥৪৭
ব্যক্তে চ প্রকৃতৌ লীনে প্রকৃত্যাং পুরুষে তথা।
তত্র স্থিতে নিশা চান্যা (ঙ) তৎপ্রমাণা মহামুনে ॥৪৮
নৈবাহস্তস্য ন নিশা নিত্যস্য পরমাত্মনঃ।
উপচারস্তথাপ্যেষ তস্যেশস্য দ্বিজোচ্যতে ॥৪৯
ইত্যেষ তব মৈত্রেয় কথিতঃ প্রাকৃতো লয়ঃ।
আত্যন্তিকমিতো (চ) ব্রহ্মন্নিবোধ প্রতিসঞ্চরম্ ॥৫০

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ॥

যে সত্তামাত্রস্বরূপ আত্মা (দেহাদি সঙ্ঘাত) হইতে পৃথগ্‌রূপে বিরাজমান জ্ঞানাত্মা এবং জ্ঞাতব্য সর্ব্বেশ্বরে জাত্যাদির কল্পনা নাই, তিনিই সকলের পরম আশ্রয়, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং সকলের অধীশ্বর। ঐ বিষ্ণুই এই অখিল বিশ্বরূপে অবস্থিত, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।৩৭-৩৮

হে মৈত্রেয়! ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী যে প্রকৃতি এবং পরমাত্মার অংশস্বরূপ যে পুরুষের বিষয় তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহারা উভয়েই এই পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হন।৩৯

সমস্তের আধার সেই পরমেশ্বর পরমাত্মাই বেদ ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।৪০

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দ্বিবিধ কর্ম্ম বেদে উক্ত হইয়াছে। সমস্ত পুরুষই এই দ্বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বমূর্ত্তিময় সেই পরমাত্মার পূজা করিয়া থাকেন।৪১

ঋক্, যজুঃ ও সামবেদোক্ত সমস্ত প্রবৃত্তিরূপ কর্ম্ম দ্বারা পুরুষগণ কর্তৃক যজ্ঞেশ্বর পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই যজ্ঞপুরুষই পূজিত হইয়া থাকেন।৪২

জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগ দ্বারা সেই জ্ঞানমূর্ত্তি বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং যোগিগণ নিবৃত্তিমার্গ দ্বারা মুক্তিফলপ্রদ সেই বিষ্ণুরই আরাধনা করিয়া থাকেন। হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং প্লুতরূপ স্বরভেদে যাহা উচ্চারিত হয় এবং যাহা বাক্যের অবিষয়, সে সমস্ত সেই অব্যয় বিষ্ণু। সেই অব্যয় মহাপুরুষই ব্যক্ত ও তিনিই অব্যক্ত এবং সেই বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর হরিই বিশ্বরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। হে মৈত্রেয়! ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পুরুষ অব্যাহত-স্বরূপ ও সর্ব্বব্যাপী সেই পরমাত্মাতেই লয়প্রাপ্ত হন। হে মৈত্রেয়! দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত যে কাল আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা সেই মহাবিষ্ণুর একদিন বলিয়া কথিত হয়।৪৩-৪৭

হে মহামুনে! সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি ও পুরুষ সেই পরমাত্মাতে লীন হইলে, সেই দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত কালে তাঁহার একরাত্রি হয়।৪৮

হে দ্বিজ! যদ্যপি সেই নিত্য পরমাত্মার দিন বা রাত্রি কিছুই নাই; তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য এই পরিমাণে তাঁহার দিবা ও রাত্রি কল্পিত হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্, মৈত্রেয়! এই প্রাকৃত প্রলয়ের অবস্থা তোমার নিকট কথিত হইল, অতঃপর আত্যন্তিক প্রলয়ের অবস্থা শ্রবণ কর।৪৯-৫০

পাঠান্তর:—(ক) তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম—। (খ) নিবৃত্তে যোগিভির্মার্গে—। (গ) কিঞ্চিদ্ বস্ত্বভিধীয়তে। (ঘ) ব্যক্তঃ স এব চাব্যক্তঃ—। (ঙ) —চাস্য—। (চ) আত্যন্তিকমথো-

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[আধ্যাত্মিকাদিত্রিবিধতাপবর্ণনম্, ভগবান্ বাসুদেবশ্চেতি শব্দদ্বয়স্য ব্যাখ্যা, ভগবতঃ পারমার্থিকস্বরূপবর্ণনঞ্চ ।]

পরাশর উবাচ ।

আধ্যাত্মিকাদি মৈত্রেয় জ্ঞাত্বা তাপত্রয়ং বুধঃ ।
উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যঃ প্রাপ্নোত্যাত্যন্তিকং লয়ম্ ॥১

আধ্যাত্মিকো বৈ দ্বিবিধঃ শারীরো মানসস্তথা ।
শারীরো বহুভির্ভেদৈর্ভিদ্যতে শ্রূয়তাঞ্চ সঃ ॥২

শিরোরোগপ্রতিশ্যায়জ্বরশূলভগন্দরৈঃ ।
গুল্মার্শঃ-শ্বয়থু-শ্বাস(ক)চ্ছর্দ্দ্যাদিভিরনেকধা ॥৩

তথাক্ষিরোগাতীসার-কুষ্ঠাঙ্গাময়সংজ্ঞকৈঃ ।
ভিদ্যতে দেহজস্তাপো মানসং শ্রোতুমর্হসি ॥৪

কাম-ক্রোধ-ভয়-দ্বেষ-লোভ-মোহবিষাদজঃ ।
শোকাসূয়াবমানের্ষ্যামাৎসর্য্যাদিভবস্তথা (খ) ॥৫

মানসোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ তাপো ভবতি নৈকধা ।
ইত্যেবমাদিভির্ভেদৈস্তাপো হ্যাধ্যাত্মিকঃ স্মৃতঃ ॥৬

মৃগ-পক্ষি-মনুষ্যাদ্যৈঃ পিশাচোরগ-রাক্ষসৈঃ ।
সরীসৃপাদ্যৈশ্চ নৃণাং জন্যতে চাধিভৌতিকঃ (গ) ॥৭

শীতোষ্ণবাতবর্ষাম্বু-বৈদ্যুতাদিসমুদ্ভবঃ ।
তাপো দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ (ঘ) কথ্যতে চাধিদৈবিকঃ ॥৮

গর্ভ-জন্ম-জরাজ্ঞান-মৃত্যু-নারকজং তথা ।
দুঃখং সহস্রশো ভেদৈর্ভিদ্যতে মুনিসত্তম ॥৯

সুকুমারতনুর্গর্ভে জন্তুর্বহুমলাবৃতে ।
স্বসংবেষ্টিতো ভুগ্নপৃষ্ঠগ্রীবাস্থিসংহতিঃ ॥১০

অত্যন্তকটু-তীক্ষ্ণোষ্ণ-লবণৈর্মাতৃভোজনৈঃ ।
অত্যন্ততাপৈরত্যর্থং (ঙ) বর্দ্ধমানাতিবেদনঃ ॥১১

প্রসারণাকুঞ্চনাদের্নাঙ্গানাং প্রভুরাত্মনঃ ।
শকৃন্মূত্রমহাপঙ্কশায়ী সর্ব্বত্র পীড়িতঃ ॥১২

পঞ্চম অধ্যায়

[আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপবর্ণন, ভগবান্ ও বাসুদেব এই দুই শব্দের ব্যাখ্যা এবং ভগবানের পারমার্থিক স্বরূপ বর্ণন ।]

পরাশর বলিলেন,—হে মৈত্রেয়! পণ্ডিত ব্যক্তি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ তাপকে জানিয়া জ্ঞান-বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে আত্যন্তিক লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।১

আধ্যাত্মিক তাপ,—শারীর এবং মানসভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে শারীর দুঃখ বহুবিধ, তাহা শ্রবণ কর ।২

শিরোরোগ, পীনস, জ্বর, শূল, ভগন্দর, গুল্ম, অর্শঃ, শ্বাস, শোথ ও ছর্দ্দি প্রভৃতি এবং অক্ষিরোগ, অতীসার, কুষ্ঠ ও জলোদর প্রভৃতি ভেদে শারীর দুঃখ বহুবিধ; এক্ষণে মানস-তাপের বিষয় শ্রবণ কর ।৩-৪

কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, বিষাদ, শোক, অসূয়া, অবমান, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্যাদি হইতে উৎপন্ন মানস-দুঃখও অনেক প্রকার হইয়া থাকে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বোক্ত এইরূপ বহুবিধ ভেদযুক্ত দুঃখসমূহকে আধ্যাত্মিক তাপ বলা যায় ।৫-৬

মৃগ, পক্ষী, মনুষ্য, পিশাচ, সর্প, রাক্ষস এবং সরীসৃপ (বিছা) প্রভৃতি ভূতগণ হইতে মনুষ্যগণের যে দুঃখ উৎপাদিত হইয়া থাকে, তাহার নাম আধিভৌতিক ।৭

হে দ্বিজবরশ্রেষ্ঠ! শীত, উষ্ণ, বায়ু, বর্ষা ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি দ্বারা যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আধিদৈবিক ।৮

হে মুনিসত্তম! এই সমস্ত ব্যতীত গর্ভবাস, জন্ম, জরা, অজ্ঞান, মৃত্যু এবং নরকাদিতে দুঃখও উৎপন্ন সহস্র সহস্র প্রকার ভেদ হইয়া থাকে ।৯

বহুতর মল দ্বারা আবৃত গর্ভ মধ্যে সুকুমার-শরীর জীবগণ উল্ব (গর্ভচর্ম) দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাস্থি-সমূহের সহিত কুণ্ডলাকারে মুচড়ান অবস্থায় থাকে ।১০

পাঠান্তর :—(ক) গুল্মার্শঃ-শ্বপথুশ্বাস—। (খ) —মাৎসর্য্যাদিময়স্তথা (গ) —জায়তে চাধিভৌতিকঃ। (ঘ) তাপো দ্বিজবর শ্রেষ্ঠৈঃ—। (ঙ) অতিতাপৈভিরত্যর্থং—।

নিরুচ্ছ্বাসঃ সচৈতন্যঃ স্মরন্ জন্মশতান্যথ।
আস্তে গর্ভেঽতিদুঃখেন নিজকর্ম্মনিবন্ধনঃ ॥১৩
জায়মানঃ পুরীষাসৃঙ্মূত্রশুক্রাবিলাননঃ।
প্রাজাপত্যেন বাতেন পীড্যমানাস্থিবন্ধনঃ ॥১৪
অধোমুখো বৈ ক্রিয়তে প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ।
ক্লেশৈর্নিষ্ক্রান্তিমাপ্নোতি জঠরান্মাতুরাতুরঃ ॥১৫
মূর্চ্ছামবাপ্য মহতীং সংস্পৃষ্টো বাহ্যবায়ুনা।
বিজ্ঞানভ্রংশমাপ্নোতি জাতশ্চ মুনিসত্তম ॥১৬
কণ্টকৈরিব (ক) তুন্নাঙ্গঃ ক্রকচৈরিব দারিতঃ।
পূতিব্রণান্নিপতিতো ধরণ্যাং কৃমিকো যথা ॥১৭
কণ্ডূয়নে চাপ্যশক্তঃ পরিবর্ত্তেঽপ্যনীশ্বরঃ।
স্তন্যপানাদিকাহারমবাপ্নোতি (খ) পরেচ্ছয়া ॥১৮
অশুচিঃ প্রস্তরে সুপ্তঃ কীটদংশাদিভিস্তথা।
ভক্ষ্যমাণোঽপি নৈবৈষাং সমর্থো বিনিবারণে ॥১৯
জন্মদুঃখান্যনেকানি জন্মনোঽনন্তরাণি বৈ।
বালভাবে যদাপ্নোতি আধিভৌতাদিকানি চ ॥২০
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নো মূঢ়ান্তঃকরণো নরঃ।
ন জানাতি কুতঃ কোঽহং কাহং গন্তা কিমাত্মকঃ ॥২১
কেন বন্ধেন বদ্ধোঽহং কারণং কিমকারণম্।
কিং কার্য্যং কিমকার্য্যং বা কিং বাচ্যং
কিঞ্চ বোচ্যতে (গ) ॥২২
কোঽধর্ম্মঃ কশ্চ বৈ ধর্ম্মঃ কস্মিন্ বর্ত্তেত বা কথম্(ঘ)।
কিং কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং কিংবা কিং গুণদোষবৎ ॥২৩

সেখানে তাহারা মাতার অত্যন্ত তাপপ্রদ, অতিশয় অম্ল, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণ প্রভৃতি যুক্ত ভুক্ত ভোজন দ্বারা মহাকষ্টে বর্দ্ধিত হয়।১১

হস্তপদাদি সঞ্চালনে অক্ষম হইয়া গর্ভস্থ সন্তান মলমূত্র রূপ মহাপঙ্ক মধ্যে শায়িত থাকে এবং সেখানে সর্ব্বত্রই পীড়া অনুভব করে।১২

তখন জীব শ্বাসহীন অথচ সচেতনভাবে পূর্ব্বজন্ম সমূহকে স্মরণ করিতে করিতে নিজ কর্ম্মদোষে অতি ক্লেশেই গর্ভে অবস্থান করে।১৩

তৎপরে জন্মগ্রহণ করিবার সময় তাহার মুখ মল, মূত্র ও শুক্রশোণিত দ্বারা লিপ্ত থাকে এবং উহার অস্থিবন্ধন প্রাজাপত্য (গর্ভসঙ্কোচক) বায়ু দ্বারা অতিশয় পীড়া প্রাপ্ত হয়।১৪

সেই সময় অতিশয় প্রবল সূতিনামে বায়ু তাহার মুখ অধোদিকে করিয়া দেয়; তৎপরে ভয়ানক ক্লেশে জীব মাতার জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে।১৫

হে মুনিসত্তম! জীব জন্মগ্রহণ করিবার পর বাহ্য বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হয় এবং ক্রমশঃ তাহার পূর্ব্ব সংস্কারসমূহকে বিস্মৃত হইয়া যায়।১৬

তখন সেই জীব কণ্টক (কাঁকর) দ্বারা ব্যথিত-গাত্র অথবা বিদারণ-যন্ত্র (করাত) দ্বারা বিদারিত দুর্গন্ধ ব্রণাদি হইতে জাত একটি কৃমির ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া থাকে।১৭

তখন তাহার নিজের দেহ চুলকাইবার বা এদিক্-ওদিক্ ফিরিবারও শক্তি থাকে না এবং দুগ্ধপান প্রভৃতি তাহার যাহা কিছু আহার, সে সময়ে সমস্তই পরের অধীন থাকে।১৮

সেই জীব অশুচি অবস্থায় ভূমিতে নিদ্রিত থাকে, কীট ও মশকাদি কর্ত্তৃক দংশিত হইলেও তাহার তাহাদিগকে নিবারণ করিবার সামর্থ্য থাকে না।১৯

এইরূপ জন্মের বহুবিধ দুঃখ ভোগের পর বাল্যকালে জীব আধিভৌতিকাদি নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়া থাকে।২০

অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন মূঢ়হৃদয় মনুষ্য "আমি কোথায় আসিয়াছি, আমি কে, কোথায়ই বা গমন করিব এবং আমার স্বরূপই বা কি?" এ সমস্তের কিছুই জানিতে পারে না।২১

কোন্ বন্ধনে আমি সংসার-কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছি, ইহার কোনও কারণ আছে, অথবা অকারণই এই দুঃখরাশি ভোগ করিতেছি; আমার কি কর্ত্তব্য, কি বা অকর্ত্তব্য; কি বা আমার বাচ্য, আর কিই বা অবাচ্য; কি ধর্ম্ম, কিই বা অধর্ম্ম; কি ভাবেই বা কোন্ পন্থা

পাঠান্তর:—(ক) কণ্টকৈরিব—। (খ) স্নান-পানাদিকাহারমপ্যাপ্নোতি—। (গ) —কিঞ্চ নোচ্যতে। (ঘ) কো ধর্ম্মঃ কশ্চ বাধর্ম্মঃ কস্মিন্ বর্ত্তেঽথ বা কথম্।

এবং পশুসমৈর্মূঢ়ৈরজ্ঞানপ্রভবং মহৎ।
অবাপ্যতে নরৈর্দুঃখং শিশ্নোদরপরায়ণৈঃ ॥২৪
অজ্ঞানং তামসো ভাবঃ কার্য্যারম্ভাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।
অজ্ঞানিনাং প্রবর্ত্তন্তে কর্ম্মলোপাস্ততো দ্বিজ ॥২৫
নরকং কর্ম্মণাং লোপাৎ ফলমাহুর্মহর্ষয়ঃ (ক)।
তস্মাদজ্ঞানিনাং দুঃখমিহ চামুত্র চোত্তমম্ ॥২৬
জরাজর্জ্জরদেহশ্চ শিথিলাবয়বঃ ক্রমাৎ।
বিগলচ্ছীর্ণদশনো বলীস্নায়ুশিরাবৃতঃ ॥২৭
দূরপ্রনষ্টনয়নো ব্যোমান্তর্গততারকঃ।
নাসাবিবরনির্যাত-লোমপুঞ্জশ্চলদ্বপুঃ ॥২৮
প্রকটীকৃতসর্ব্বাস্থির্নতপৃষ্ঠাস্থিসংহতিঃ।
উৎসন্নজঠরাগ্নিত্বাদল্পাহারোহল্পচেষ্টিতঃ ॥২৯
কৃচ্ছ্রাচঙ্ক্রমণোত্থান-শয়নাসনচেষ্টিতঃ।
মন্দীভবচ্ছ্রোত্রনেত্রঃ স্রবল্লালাবিলাননঃ ॥৩০
অনায়ত্তৈঃ সমস্তৈশ্চ করণৈর্ম্মরণোন্মুখঃ।
তৎক্ষণেহপ্যনুভূতানামস্মর্ত্তাখিলবস্তুনাম্ ॥৩১
সকৃদুচ্চারিতে বাক্যে সমুদ্ভূতমহাশ্রমঃ।
শ্বাস-কাসসমুদ্ভূতমহায়াসপ্রজাগরঃ ॥৩২
অন্যেনোত্থাপ্যতেহন্যেন তথা সংবেশ্যতে জরী।
ভৃত্যাত্মপুত্রদারাণামবমানাস্পদীকৃতঃ ॥৩৩
প্রক্ষীণাখিলশৌচশ্চ বিহারাহারসস্পৃহঃ।
হাস্যঃ পরিজনস্যাপি নির্ব্বিণ্ণাশেষবান্ধবঃ ॥৩৪
অনুভূতমিবান্যস্মিন্ জন্মন্যাত্মবিচেষ্টিতম্।
সংস্মরন্ যৌবনে দীর্ঘং নিঃশ্বসত্যভিতাপিতঃ ॥৩৫

অবলম্বন করিব এবং কোন্ কার্য্যে দোষ বা কোন্ কার্য্যে গুণ" এবংবিধ বহুবিধ ভাবনায় কেবল শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া পশুর সমান মূঢ় ব্যক্তিগণ অজ্ঞানজনিত নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।২২-২৪

হে দ্বিজ! অজ্ঞান তমোগুণের (জড়তার) স্বভাব, কিন্তু প্রবৃত্তিসমূহই কার্য্যের আরম্ভক; সুতরাং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের (জড়তার আধিক্যে প্রবৃত্তির অভাববশতঃ) ক্রমশঃ কর্ম্মলোপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।২৫

কর্ম্মলোপবশতঃ নরক প্রাপ্তি হয়, ইহাই মহর্ষিগণ বলিয়াছেন। কাজেই অজ্ঞান ব্যক্তিরা ইহকাল এবং পরকালে কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে।২৬

ক্রমে জীব জরাকর্তৃক জর্জ্জরিত অর্থাৎ বৃদ্ধ হইলে তাহার অবয়ব সকল শিথিল, দন্তসকল পুরাণ হইয়া যাওয়ায় বিগলিত, মাংসসমূহ লোল এবং স্নায়ু ও শিরা দ্বারা আবৃত হয়। বৃদ্ধদিগের চক্ষুর তারা কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, নাসিকাবিবর হইতে লোমসমূহ বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং দেহ সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকে।২৭-২৮

দেহের যাবতীয় অস্থি প্রায় প্রকাশ পায় এবং দেহ ক্রমশঃ কুব্জ হইয়া আসে। সেই সময় জঠরের অগ্নি প্রায় নির্ব্বাণ হইয়া যায়; সুতরাং আহার কমিয়া আসে এবং শরীরের চেষ্টাসকলও ক্রমশঃ কমিয়া যায়।২৯

তখন অন্ধপ্রায় সেই জীব অতি কষ্টে ভ্রমণ, উত্থান, শয়ন ও উপবেশন করিতেও সমর্থ হয় না এবং তাহার মুখ হইতে অনবরত লালা নিঃসৃত হয়।৩০

ইন্দ্রিয়গণ আর তাহার আয়ত্তে না থাকায়, সেই সময়ে সে সর্ব্বপ্রকারেই মৃত্যুতে উন্মুখ হয় এবং সদ্য অনুভূত পদার্থও আর সদ্যই স্মরণ করিতে পারে না।৩১

একটী মাত্র কথা বলিয়াই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে এবং শ্বাস ও কাসের জ্বালায় নিদ্রাসুখ হইতে একপ্রকার বঞ্চিত হয়।৩২

অন্য কেহ ধরিলে তবে উঠিতে বা বসিতে পারে এবং ভৃত্য, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি সকলেরই অবমানের পাত্র হয়।৩৩

তখন সে সমস্ত শৌচক্রিয়ারহিত হয়; কেবল বিহারে ও আহারে সস্পৃহ হইয়া পরিজনগণেরও হাস্যের কারণ হয় এবং সমস্ত স্বজনকেই ক্লেশ প্রদান করে।৩৪

যৌবন-আচরিত বিষয়সকল জন্মান্তর-বিচেষ্টিতের ন্যায় স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস সকল পরিত্যাগ করে।৩৫

পাঠান্তর:—(ক)—ফলমাহুর্মনীষিণঃ।

এবমাদীনি দুঃখানি জরায়ামনুভূয় বৈ।
মরণে যানি দুঃখানি প্রাপ্নোতি শৃণু তান্যপি ॥৩৬
শ্লথগ্রীবাঙ্ঘ্রিহস্তোঽথ (ক) ব্যাপ্তো বেপথুনা ভৃশম্।
মুহুর্গ্লানিপরবশো মুহুর্জ্ঞানলবান্বিতঃ ॥৩৭
হিরণ্যধান্যতনয়-ভার্য্যাভৃত্যগৃহাদিষু।
এতে কথং ভবিষ্যন্তি মমেতি মমতাকুলঃ ॥৩৮
মর্ম্মভিদ্ভির্মহারোগৈঃ ক্রকচৈরিব দারুণৈঃ।
শরৈরিবান্তকস্যোগ্রৈশ্ছিদ্যমানাস্থিবন্ধনঃ (খ) ॥৩৯
বিবর্ত্তমানতারাক্ষি (গ) হস্তপাদং মুহুঃ ক্ষিপন্।
সংশুষ্যমাণতাল্বোষ্ঠকণ্ঠো ঘুরঘুরায়তে ॥৪০
নিরুদ্ধকণ্ঠো দোষৌঘৈরুদানশ্বাসপীড়িতঃ।
তাপেন মহতা ব্যাপ্তস্তৃষা চার্ত্তস্তথা ক্ষুধা ॥৪১
ক্লেশাদুৎক্রান্তিমাপ্নোতি যাম্যকিঙ্করপীড়িতঃ (ঘ)।
ততশ্চ যাতনাদেহং ক্লেশেন প্রতিপদ্যতে ॥৪২
এতান্যন্যানি চোগ্রাণি দুঃখানি মরণে নৃণাম্।
শৃণুষ্ব নরকে যানি প্রাপ্যন্তে পুরুষৈর্মৃতৈঃ ॥৪৩
যাম্যকিঙ্করপাশাদিগ্রহণং দণ্ডতাড়নম্।
যমস্য দর্শনঞ্চোগ্রমুগ্রমার্গবিলোকনম্ ॥৪৪
করম্ভবালুকা-বহ্নি-যন্ত্র-শস্ত্রাদিভীষণে।
প্রত্যেকং নরকে যাশ্চ যাতনা দ্বিজ দুঃসহাঃ ॥৪৫
ক্রকচৈঃ পীড্যমানানাং মূষায়াঞ্চাপি দহ্যতাম্ (ঙ)।
কুঠারৈঃ কৃত্যমানানাং ভূমৌ চাপি নিখন্যতাম্ ॥৪৬
শূলেষ্বারোপ্যমাণানাং ব্যাঘ্রবক্ত্রে প্রবিশ্যতাম্ (চ)।
গৃধ্রৈঃ সম্ভক্ষ্যমাণানাং দ্বীপিভিশ্চোপভুজ্যতাম্ ॥৪৭
কাথ্যতাং তৈলমধ্যে চ ক্লিশ্যতাং ক্ষারকর্দ্দমৈঃ (ছ)।
উচ্চান্নিপাত্যমানানাং ক্ষিপ্যতাং ক্ষেপযন্ত্রকৈঃ ॥৪৮
নরকে যানি দুঃখানি পাপহেতূদ্ভবানি বৈ।
প্রাপ্যন্তে নারকৈর্বিপ্র তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥৪৯

বৃদ্ধাবস্থায় এই সমস্ত দুঃখভোগ করিয়া মৃত্যুকালে যে সকল ক্লেশ পায়, তাহাও শ্রবণ কর।৩৬

তখন গ্রীবা, পদ ও হস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত কাঁপিতে থাকে, বারংবার মূর্চ্ছিত হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প জ্ঞানের সঞ্চার থাকে।৩৭

সেই সময় আবার 'আমার এই ঐশ্বর্য্য, ধান্য, পুত্র, ভার্য্যা, ভৃত্য, গৃহ প্রভৃতি আমার অভাবে কি প্রকারে থাকিবে', এই প্রকার মমতায় আকুল হয়। নিদারুণ করাতসদৃশ মর্ম্মভেদী মহারোগরূপ যমের ভয়ঙ্কর শরসমূহ দ্বারা দেহের অস্থিবন্ধনসকল বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে।৩৮-৩৯

তখন নয়নদ্বয় ঘুরিতে থাকে, তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়। শ্লেষ্মায় কণ্ঠ বুজিয়া যাওয়াতে 'ঘুর ঘুর' শব্দ হইতে থাকে। তখন জীব যাতনায় কেবল বারংবার হাত পা ছুড়িতে থাকে।৪০

দোষসমূহে কণ্ঠ রুদ্ধ হইলে, ঊর্দ্ধশ্বাস দ্বারা নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে এবং সে তখন মহাতাপে ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণার যাতনায় নিতান্ত ক্লেশ পাইতে থাকে।৪১

তারপর যমকিঙ্করগণের প্রবল পীড়নে সে ক্লেশ হইতে অতিকষ্টে নিস্তার পাইয়া নরকভোগের নিমিত্ত যাতনাদেহ প্রাপ্ত হয়।৪২

মরণকালে প্রাণিগণের এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক প্রকার মহাদুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে; মৃত্যুর পরে তাহারা নরকে যে সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর।৪৩

প্রথমতঃ যমকিঙ্করেরা পাশ দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ড দ্বারা তাড়ন করে, তৎপরে দুর্দর্শনীয় যমের দর্শন এবং নানাবিধ ভয়ঙ্কর মার্গসকল অবলোকন করিতে হয়।৪৪

হে দ্বিজ! তপ্তবালুকা, অগ্নি, যন্ত্র ও শস্ত্রাদি দ্বারা অতিশয় ভীষণ নরকমধ্যে বিবিধ দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয়।৪৫

কাহাকে করাতের দ্বারা বিদারিত করা হয়, কাহাকে জ্বলন্ত মূষামধ্যে দগ্ধ হইতে, কাহাকে কুঠার দ্বারা ছেদন করা এবং কাহাকেও মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয়।৪৬

কাহাকে শূলের উপর আরোপিত, কাহাকে ব্যাঘ্রের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট, কাহাকেও গৃধ্রসমূহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং

পাঠান্তর:—(ক) শ্লথদ্গ্রীবাঙ্ঘ্রিহস্তোঽথ—। (খ) —ছিদ্যমানাসুবন্ধনঃ। (গ) পরিবর্ত্তিততারাক্ষো—। (ঘ) —যমকিঙ্করপীড়িতঃ। (ঙ) —পাট্যমানানাং মূষায়াং চাপি দহ্যতাম্। (চ) —প্রবেশ্যতাম্। (ছ) —ক্লিশ্যতাং ক্ষারকর্দ্দমে।

ন কেবলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ।
স্বর্গেঽপি পাতভীতস্য ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নির্বৃতিঃ ॥৫০
পুনশ্চ গর্ভে ভবতি জায়তে চ পুনঃ পুনঃ।
গর্ভে বিলীয়তে ভূয়ো জায়মানোঽস্তমেতি চ ॥৫১
ম্রিয়তে জাতমাত্রশ্চ বালভাবেঽথ যৌবনে।
মধ্যমং বা বয়ঃ প্রাপ্য বার্দ্ধকে বা ধ্রুবা মৃতিঃ (ক) ॥৫২
যাবজ্জীবতি তাবচ্চ দুঃখৈর্নানাবিধৈঃ প্লুতঃ।
তন্তুকারণপক্ষ্মৌঘৈরাস্তে কার্পাসবীজবৎ ॥৫৩
দ্রব্যনাশে তথোৎপত্তৌ পালনে চ তথা নৃণাম্।
ভবন্ত্যনেকদুঃখানি তথৈবেষ্টবিপত্তিষু ॥৫৪
যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি ॥৫৫

কলত্র-পুত্র-ভৃত্যাদি (খ) গৃহ-ক্ষেত্র-ধনাদিকৈঃ।
ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথাসুখম্ ॥৫৬
ইতি সংসারদুঃখার্ক-তাপতাপিতচেতসাম্।
বিমুক্তিপাদপচ্ছায়ামৃতে কুত্র সুখং নৃণাম্ ॥৫৭
তদস্য ত্রিবিধস্যাপি দুঃখজাতস্য পণ্ডিতৈঃ (গ)।
গর্ভজন্মজরাদ্যেষু স্থানেষু প্রভবিষ্যতঃ ॥৫৮
নিরস্তাতিশয়াহ্লাদসুখভাবৈকলক্ষণা।
ভৈষজ্যং (ঘ) ভগবৎপ্রাপ্তিরেকান্তাত্যন্তিকী মতা ॥৫৯
তস্মাৎ তৎপ্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈর্নরৈঃ।
তৎপ্রাপ্তিহেতুর্জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে ॥৬০
আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে (ঙ)।
শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥৬১

কাহাকেও বা হস্তিগণের পদতলে নিপীড়িত হইতে হয়।৪৭

কেহ তপ্ত তৈল মধ্যে নিক্ষিপ্ত, ক্ষার ও কর্দ্দম দ্বারা ক্লিস্ট, উচ্চ হইতে নীচে পাতিত এবং কেহ বা ক্ষেপযন্ত্র দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।৪৮

নিজ নিজ পাপের ফলে মনুষ্যগণ নরকে বহু দুঃখ ভোগ করে। নারকিগণ নরকে যে সমস্ত যাতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা গণনা করিতে পারা যায় না।৪৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কেবল নরকেই যে দুঃখ আছে, তাহা নহে, স্বর্গেতেও পতনভয়ে ভীত স্বর্গবাসিগণও ক্ষয়ের আশঙ্কায় সুখে কালযাপন করিতে পারেন না।৫০

তৎপরে (নরক কিংবা স্বর্গভোগের পর) পুনরায় জীব গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পুনরায় সেইভাবে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে।৫১

কেহ বা জন্মগ্রহণ করিয়াই, কেহ বা বাল্যকালে, কেহ বা যৌবনে, কেহ বা প্রৌঢ় বয়সে ও কেহ বা বৃদ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।৫২

যেমন কার্পাসতুলাসমূহ দ্বারা কার্পাসবীজ ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ জীব যাবজ্জীবনই নানাবিধ দুঃখ দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে।৫৩

অর্থের নাশে, অর্জ্জনে ও পালনে এবং ইষ্টের বিপত্তিতেও অর্থাৎ প্রিয় ব্যক্তির অদর্শনে মনুষ্যগণের নানাপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে।৫৪

হে মৈত্রেয়! যে যে পদার্থ মনুষ্যের প্রীতিকর বোধ হয়, তৎসমস্তই পরিণামে দুঃখরূপবৃক্ষের কারণ হইয়া উঠে।৫৫

স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র এবং ধনাদি দ্বারা মনুষ্যের যত পরিমাণে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা সুখের ভাগ অতি অল্পই থাকে।৫৬

এই সমস্ত সংসারদুঃখরূপ সূর্য্যতাপে তাপিতচিত্ত মানবগণের মুক্তি-বৃক্ষচ্ছায়া ব্যতীত আর কুত্রাপি সুখ হয় না।৫৭

সেইজন্য আমার মতে গর্ভ, জন্ম ও জরা আদি অবস্থাতে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখসমূহের একমাত্র সনাতন ঔষধ—ভগবৎপ্রাপ্তিই,—যাহার একমাত্র লক্ষণ নিরতিশয় আনন্দরূপ সুখলাভ।৫৮-৫৯

পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত যত্ন

পাঠান্তর :—(ক) —বার্দ্ধকে বাথ বা মৃতিঃ। (খ) কলত্র-পুত্র-মিত্রার্থ—। (গ) —বৈ মম। (ঘ) ভেষজং— (ঙ) —বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তদুচ্যতে।

অন্ধং তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্ ।
যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্ বিপ্রর্ষে বিবেকজম্ ॥৬২
মনুরপ্যাহ বেদার্থং স্মৃত্বা যন্মুনিসত্তম ।
তদেতচ্ছ্রূয়তামত্র সম্বন্ধে গদতো মম ॥৬৩
দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৬৪
দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে বৈ ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ ।
পরয়া ত্বক্ষরপ্রাপ্তির্ঋগ্বেদাদিময়াপরা ॥৬৫
যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্ ।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥৬৬
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্ ।
ব্যাপ্যব্যাপ্তং যতঃ সর্ব্বং তদ্ বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ॥৬৭

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৬৮
তদেব ভগবদ্‌বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ ।
বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষয়াত্মনঃ ॥৬৯
এবং নিগদিতার্থস্য তত্তত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ ।
জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমন্যত্ত্রয়ীময়ম্ ॥৭০
অশব্দগোচরস্যাপি তস্য বৈ ব্রহ্মণো দ্বিজ ।
পূজায়াং ভগবচ্ছব্দঃ ক্রিয়তে হ্যৌপচারিকঃ (ক) ॥৭১
শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে (খ) ।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে ॥৭২
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথামুনে ॥৭৩

করিবেন। হে মহামুনে! কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ই সেই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু ।৬০

জ্ঞান দুই প্রকার ; এক আগম (শাস্ত্রজন্য)ও দ্বিতীয় বিবেক হইতে উৎপন্ন জ্ঞান। আগম দ্বারা শব্দব্রহ্ম এবং বিবেক দ্বারা পরমব্রহ্মকে জানা যায় ।৬১

হে বিপ্রর্ষে ! অজ্ঞান ঘোর অন্ধকারের ন্যায়। উহাকে নষ্ট করিতে ইন্দ্রিয়োৎভব* অর্থাৎ শাস্ত্রজন্য জ্ঞান দীপতুল্য, আর বিবেকোৎপন্ন জ্ঞান সূর্য্যতুল্য। (প্রদীপ যেমন অন্ধকারকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ আগম দ্বারা শব্দময় ব্রহ্মকে জানিলে অজ্ঞান কতক পরিমাণে ধ্বংস হয়, কিন্তু বিবেক দ্বারা পরম ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে সমস্ত অজ্ঞান কাটিয়া যায় ; যেমন সূর্য্য প্রকাশিত হইলে সমস্ত অন্ধকার ধ্বংস হইয়া থাকে) ।৬২

এই বিষয় সম্বন্ধে মনু বেদের তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্ম দুই প্রকার জানিবে ; প্রথম শব্দময় ও দ্বিতীয় পরম। প্রথম শব্দব্রহ্মকে জানিলে, তবে পরমব্রহ্মকে জানিতে পারে। বিদ্যা দুই প্রকার ; কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ ; ইহাই আথর্ব্বণী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষরব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ঋগ্বেদাদিময়ী বিদ্যাই পরা ।৬৩-৬৫

যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, নিত্য, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, হস্তপদাদিবিবর্জ্জিত, বিভু, সর্ব্বগত, ভূতসমূহের উৎপত্তি বীজ অথচ অকারণ, ব্যাপ্য ও ব্যাপক প্রভৃতি সর্ব্বরূপেই বিরাজমান, মুনিগণ তাঁহাকেই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন ।৬৬-৬৭

তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধাম। মোক্ষাভিলাষি-ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। তিনিই বেদে অতি সূক্ষ্ম ও বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন ।৬৮

পরমাত্মার সেই মূর্ত্তিই ভগবৎশব্দের বাচ্য এবং ভগবৎশব্দই সেই আদি ও অক্ষর পরমাত্মার বাচক ।৬৯

এইরূপ যথার্থ স্বরূপের তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, সেই মুনিগণের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই পরম এবং তাহা বেদময় ।৭০

হে দ্বিজ ! সেই পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর হইলেও তাঁহার পূজার জন্য তাঁহাকে ভগবৎশব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করা যায় ।৭১

হে মৈত্রেয়! বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকারণের কারণ, মহাবিভূতিশালী সেই পরমব্রহ্মেই ভগবৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।৭২

* শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শাস্ত্রের গ্রহণ হয়, এইজন্য শাস্ত্রজন্য জ্ঞানকে 'ইন্দ্রিয়োদ্ভব' বলা হয়।

পাঠান্তর :—(ক) —ক্রিয়তে হ্যপচারতঃ। (খ) —শব্দ্যতে।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা(ক) ॥৭৪
বসন্তি যত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
সর্ব্বভূতেষ্বশেষেষু (খ)বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ॥৭৫
এবমেষ মহাশব্দো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যতঃ(গ) ॥৭৬
তত্র পূজ্যপদার্থোক্তি-পরিভাষাসমন্বিতঃ।
শব্দোঽয়ং নোপচারেণ অন্যত্র হ্যুপচারতঃ ॥৭৭
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥৭৮
জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ॥৭৯
সর্ব্বাণি তত্র ভূতানি বসন্তি পরমাত্মনি।
ভূতেষু চ সর্ব্বাত্মা বাসুদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥৮০
খাণ্ডিক্যজনকায়াহ পৃষ্টঃ কেশিধ্বজঃ পুরা।
নামব্যাখ্যামনন্তস্য বাসুদেবস্য তত্ত্বতঃ ॥৮১
ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবস্ততঃ প্রভুঃ ॥৮২
স সর্ব্বভূতপ্রকৃতিং বিকারান্
গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ (ঘ)মুনে ব্যতীতঃ।
অতীতসর্ব্বাবরণোঽখিলাত্মা
তেনাস্তৃতং যদ্ভুবনান্তরালে ॥৮৩
সমস্তকল্যাণগুণাত্মকো হি
স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ।

হে মুনে! ভগবৎ শব্দের ভকারের দুইটি অর্থ, প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্ত্তা ও সমস্তের আধার এবং গকারের অর্থ গময়িতা (অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলের প্রাপক) ও স্রষ্টা—এই দুই প্রকার।৭৩

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টীর নাম ভগ।৭৪

অখিলের আত্মভূত সেই পরমাত্মায় ভূতগণ অবস্থান করিতেছে। সমস্ত ভূতসমূহে বাস—বকার দ্বারা এই অর্থ লাভ হইয়া থাকে, সেইহেতু তাঁহাকে বলা হয়—অব্যয়।৭৫

হে সাধুশ্রেষ্ঠ! এবংবিধ অর্থসম্পন্ন 'ভগবৎ' এই মহান্ শব্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ সেই বাসুদেব ব্যতিরিক্ত অন্য কুত্রাপি প্রযুক্ত হয় না।৭৬

পূজ্যপদার্থসূচক লক্ষণযুক্ত এই ভগবান্ শব্দের কেবল পরমাত্মাতেই মুখ্যরূপে প্রয়োগ হয়, অন্যত্র গৌণরূপে।৭৭

কারণ, ভূতসমূহের উৎপত্তি ও নাশ, আসা-যাওয়া ত্যাগ করিবার যোগ্য (ত্রিবিধ) গুণ (এবং তাহার ক্লেশ) আদি ছাড়া এবং বিদ্যা ও অবিদ্যাকে জানেন, তিনিই 'ভগবান্' শব্দদ্বারা অভিহিত হইবার যোগ্য।৭৮

জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ প্রভৃতি সদ্গুণসমূহই ভগবৎ শব্দ দ্বারা উল্লিখিত হয়।৭৯

সমস্ত ভূতগণ, সেই পরমাত্মাতে বাস করিতেছে এবং সকলের আত্মস্বরূপ সেই বাসুদেব সমস্ত ভূতেই বাস করিতেছেন।৮০

পুরাকালে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্যজনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে ভগবান্ অনন্তের 'বাসুদেব' নামের যথার্থ অর্থ এইরূপ কহিয়াছিলেন।৮১

যেহেতু সমস্ত ভূতগণ তাঁহাতে বাস করিতেছে এবং তিনি সমস্ত ভূতেই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং জগতের ধাতা ও বিধাতারূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই নিমিত্তই সেই প্রভুর নাম বাসুদেব।৮২

হে মুনে! সেই পরমাত্মা স্বয়ং সমস্ত আবরণ হইতে মুক্ত এবং অখিলের আত্মারূপে সর্ব্বভূতের প্রকৃতি, বিকার, গুণ ও দোষসমূহ হইতে বিলক্ষণ; তিনি পৃথিবী এবং আকাশের মধ্যভাগে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।৮৩

সমস্ত কল্যাণ-গুণের স্বরূপ সেই পরমাত্মা স্বীয় শক্তির কণামাত্র দ্বারা ভূতবর্গকে আবৃত করিয়া আপন ইচ্ছায়

পাঠান্তর:—(ক)— ইতীরণা। (খ) স চ ভূতেষ্বশেষেষু—। (গ) —নান্যগঃ। (ঘ) —গুণাদিদোষাংশ্চ—।

ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ
সংসাধিতাশেষজগদ্ধিতোঽসৌ ॥৮৪
তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধঃ
স্ববীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ।
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র
ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাপরেশে (ক) ॥৮৫
স ঈশ্বরো ব্যষ্টিসমষ্টিরূপো
ব্যক্তস্বরূপোঽপ্রকটস্বরূপঃ ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববেত্তা (খ)
সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাখ্যঃ ॥৮৬
সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্ ।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা (গ)
তজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥৮৭

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ॥

বহুবিধ শরীর পরিগ্রহ করত জগতের অশেষরূপে কল্যাণ সাধন করিতেছেন ।৮৪

যিনি তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য ও মহাবোধশালী এবং স্বীয় বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতির একমাত্র রাশি ও পরাৎপর, যে পরমেশ্বরে সকল ক্লেশ প্রভৃতি নাই ।৮৫

ঐ ঈশ্বরই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ ; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই অব্যক্তস্বরূপ ; তিনিই সকলের প্রভু ও সর্ব্বত্রগামী ; তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ এবং তাঁহারই নাম পরমেশ্বর ।৮৬

যাহা দ্বারা নির্দ্দোষ, বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ও একরূপ সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে বা জানিতে পারা যায়, তাহারই নাম জ্ঞান এবং তাহাই পরা বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত যে, তাহার নাম অজ্ঞান ও তাহাকেই অপরা বিদ্যা বলা যায় ।৮৭

পাঠান্তর :—(ক) —পরাবরেশে। (খ) সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্ববিচ্চ, (গ) সন্দৃশ্যতে বাপ্যবগম্যতে,

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত

ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

[কেশিধ্বজ-খাণ্ডিক্যয়োর্বিবরণম্ ।]

পরাশর উবাচ।

স্বাধ্যায়-সংযমাভ্যাং স দৃশ্যতে পুরুষোত্তমঃ।
তৎপ্রাপ্তিকারণং ব্রহ্ম তদেতদিতি চোচ্যতে (ক) ॥১
স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মেব চ।
স্বাধ্যায়-যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥২
তদীক্ষণায় স্বাধ্যায়শ্চক্ষুর্যোগস্তথাপরম্।
ন মাংসচক্ষুষা দ্রষ্টুং ব্রহ্মভূতঃ স শক্যতে ॥৩

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবংস্তমহং যোগং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তং বদ।
জ্ঞাতে যত্রাখিলাধারং পশ্যেয়ং পরমেশ্বরম্ ॥৪

পরাশর উবাচ।

যথা কেশিধ্বজঃ প্রাহ খাণ্ডিক্যায় মহাত্মনে।
জনকায় পুরা যোগং তথাহং কথয়ামি তে (খ) ॥৫

মৈত্রেয় উবাচ।

খাণ্ডিক্যঃ কোঽভবদ্ ব্রহ্মন্ কো বা কেশিধ্বজোঽভবৎ(গ)।
কথং তয়োশ্চ সংবাদো যোগসম্বন্ধবানভূৎ ॥৬

পরাশর উবাচ।

ধর্ম্মধ্বজো বৈ জনকস্তস্য পুত্রো মিতধ্বজঃ (ঘ)।
কৃতধ্বজশ্চ নাম্না স (ঙ) সদাধ্যাত্মরতির্নৃপঃ ॥৭
কৃতধ্বজস্য পুত্রোঽভূৎ খ্যাতঃ কেশিধ্বজো দ্বিজঃ।
পুত্রো মিতধ্বজস্যাপি খাণ্ডিক্যো জনকোঽভবৎ ॥৮
কর্ম্মমার্গেঽতি (চ) খাণ্ডিক্যঃ পৃথিব্যামভবৎ কৃতী।
কেশিধ্বজোঽপ্যতীবাসীদাত্মবিদ্যাবিশারদঃ ॥৯
তাবুভাবপি চৈবাস্তাং বিজিগীষূ পরস্পরম্।
কেশিধ্বজেন খাণ্ডিক্যঃ স্বরাষ্ট্রাদবরোপিতঃ ॥১০

ষষ্ঠ অধ্যায়

[কেশিধ্বজ ও খাণ্ডিক্যের বিবরণ।]

পরাশর বলিলেন,—স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাওয়া যায়; এই উভয়ই ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ বলিয়া ইহারাও ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।১

স্বাধ্যায় হইতে যোগকে এবং যোগ হইতে স্বাধ্যায়কে অবলম্বন করিবে; স্বাধ্যায় ও যোগরূপ সম্পত্তি দ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত (জ্ঞানের বিষয়) হইয়া থাকেন।২

ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিবার জন্য স্বাধ্যায় ও যোগ উভয়ই চক্ষুঃস্বরূপ, এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।৩

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! যে যোগকে জানিতে পারিলে আমি পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইব; সেই যোগ কি? আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করিতেছি; আপনি বলুন।৪

পরাশর বলিলেন,—পূর্ব্বে কেশিধ্বজ মহাত্মা খাণ্ডিক্যজনককে যোগের বিষয় যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি।৫

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! খাণ্ডিক্য কে ও কেশিধ্বজই বা কে ছিলেন এবং কি প্রকারেই বা উভয়ের যোগসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? (তাহা কৃপা করিয়া বলুন)।৬

পরাশর বলিলেন,—পূর্ব্বকালে ধর্ম্মধ্বজ জনক নামে একজন নৃপতি ছিলেন; তাঁহার মিতধ্বজ ও কৃতধ্বজ

পাঠান্তর :—(ক)—পঠ্যতে। (খ) —তমহং কথয়ামি তে। (গ) —কেশিধ্বজঃ কৃতী (ঘ) —পুত্রোঽমিতধ্বজঃ। (ঙ) —কৃতধ্বজশ্চ নাম্নাসীৎ—। (চ) কর্ম্মমার্গেণ—।

পুরোধসা মন্ত্রিভিশ্চ সমবেতোঽল্পসাধনঃ।
রাজ্যান্নিরাকৃতঃ সোঽথ দুর্গারণ্যচরোঽভবৎ ॥১১
ইয়াজ সোঽপি সুবহূন্ যজ্ঞান্ জ্ঞানব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মবিদ্যামধিষ্ঠায় তর্ত্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া ॥১২
একদা বর্ত্তমানস্য যোগে যোগবিদাংবর (ক)।
ধর্ম্মধেনুং জঘানোগ্র-শার্দ্দূলো বিজনে বনে ॥১৩
ততো রাজা হতং জ্ঞাত্বা (খ) ধেনুং ব্যাঘ্রেণ ঋত্বিজঃ
প্রায়শ্চিত্তং স পপ্রচ্ছ কিমত্রেতি বিধীয়তে ॥১৪
তে চোচুর্ন (গ) বয়ং বিদ্মঃ কশেরুঃ পৃচ্ছ্যতামিতি।
কশেরুরপি তেনোক্তস্তথৈব প্রাহ ভার্গবম্ ॥১৫
শুনকং পৃচ্ছ রাজেন্দ্র নাহং বেদ্মি স বেৎস্যতি
স গত্বা তমপৃচ্ছচ্চ সোঽপ্যাহ শৃণু যন্মুনে ॥১৬
ন কশেরুর্ন চৈবাহং ন চান্যঃ সাম্প্রতং ভুবি।
বেত্ত্যেক এব ত্বচ্ছত্রুঃ খাণ্ডিক্যো যো জিতস্ত্বয়া ॥১৭
স চাহং তং প্রয়াম্যেষ (ঘ) প্রষ্টুমাত্মরিপুং মুনে।
প্রাপ্ত এব ময়া যজ্ঞো (ঙ) যদি মাং স হনিষ্যতি ॥১৮
প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ যদি পৃষ্টো বদিষ্যতি (চ)।
ততশ্চাবিকলো যাগো মুনিশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি ॥১৯

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য কৃষ্ণাজিনধরো নৃপঃ।
বনং জগাম যত্রাস্তে খাণ্ডিক্যঃ স মহামতিঃ ॥২০
তমায়ান্তং সমালোক্য (ছ) খাণ্ডিক্যো রিপুমাত্মনঃ।
প্রোবাচ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সমারোপিতকার্ম্মুকঃ ॥২১

নামে দুই পুত্র ছিল। কৃতধ্বজ অতিশয় অধ্যাত্মশাস্ত্রে অনুরাগী ছিলেন।৭

হে দ্বিজ! কৃতধ্বজের পুত্র কেশিধ্বজ নামে বিখ্যাত হন এবং মিতধ্বজের পুত্র ছিলেন খাণ্ডিক্য-জনক।৮

পৃথিবীতে খাণ্ডিক্য কর্ম্মমার্গে অতিশয় নিপুণ হইয়াছিলেন আর কেশিধ্বজ অধ্যাত্মবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। এই উভয়েরই পরস্পরের প্রতি অতিশয় বিজিগীষা ছিল অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে পরাজিত করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। কালে কেশিধ্বজ কর্ত্তৃক খাণ্ডিক্য স্ব রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হন।৯-১০

তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত অল্পমাত্র পরিজন লইয়া রাজ্য হইতে দূরে দুর্গম অরণ্যে বাস করিয়াছিলেন।১১

কেশিধ্বজ নৃপতি জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়াও অবিদ্যা (কর্ম) দ্বারা মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার জন্য জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।১২

হে যোগিশ্রেষ্ঠ! একদা বিজনবনে এক ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র যোগানুষ্ঠানে রত সেই রাজার ধর্ম্মধেনুকে অর্থাৎ যজ্ঞ সাধনের অঙ্গ হবির জন্য দুগ্ধদাত্রী গাভীকে হত্যা করিয়াছিল।১৩

তৎপরে রাজা ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ধেনু হত্যা হইয়াছে জানিতে পারিয়া "আপনারা এ বিষয়ে কি প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন" এই কথা পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।১৪

"আমরা জানি না, আপনি কশেরুকে জিজ্ঞাসা করুন" পুরোহিতগণ এই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। কশেরুও জিজ্ঞাসিত হইয়া নৃপতিকে বলিয়াছিলেন যে, হে রাজেন্দ্র! আমি এ বিষয় জানি না, "আপনি ভার্গব শুনককে জিজ্ঞাসা করুন" তিনি জানিতে পারেন। তৎপরে নৃপতি শুনকের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহাতে শুনক যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, হে মুনে! তাহা শ্রবণ কর।১৫-১৬

হে রাজন্! কশেরু বা আমি অথবা অন্য কেহ সম্প্রতি পৃথিবীতে এ বিষয় জ্ঞাত নহি; যিনি তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন, সেই তোমার শত্রু একমাত্র খাণ্ডিক্যই এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন।১৭

তৎপরে কেশিধ্বজ বলিলেন,—হে মুনে! আমি প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার শত্রুর নিকট গমন করিতেছি, যদি সে আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলেও আমি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইব।

পাঠান্তর :—(ক) —যাগে যোগবিদাং বর। (খ) ততো রাজা হতাং শ্রুত্বা—। (গ) তেঽপ্যূচুর্ন—। (ঘ) স চাহং তং ব্রজাম্যেষ—। (ঙ) প্রাপ্ত এব মহাযজ্ঞো—। (চ) —স চেৎ-পৃষ্টো বদিষ্যতি। (ছ) তমাপতন্তমালোক্য—।

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কৃষ্ণাজিনং ত্বং কবচমাবধ্যাস্মান্নিহংস্যসি (ক)।
কৃষ্ণাজিনধরে বেৎসি ন ময়ি প্রহরিষ্যতি ॥২২
মৃগাণাং বত (খ) পৃষ্ঠেষু মূঢ় কৃষ্ণাজিনং ন কিম্।
যেষাং ত্বয়া ময়া চোগ্রাঃ প্রহিতাঃ শিতসায়কাঃ ॥২৩
স ত্বামহং হনিষ্যামি ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।
আততায্যসি দুর্ব্বুদ্ধে মম রাষ্ট্রহরো রিপুঃ ॥২৪

কেশিধ্বজ উবাচ।

খাণ্ডিক্য সংশয়ং প্রষ্টুং ভবন্তমহমাগতঃ।
ন ত্বাং হন্তুং বিচার্য্যৈতৎ কোপং বাণঞ্চ মুঞ্চ চ(গ) ॥২৫

পরাশর উবাচ।

ততঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধমেকান্তে সপুরোহিতঃ।
মন্ত্রয়ামাস খাণ্ডিক্যঃ সর্ব্বৈরেব মহামতিঃ ॥২৬
তমূচুর্মন্ত্রিণো বধ্যো রিপুরেষ বশং গতঃ।
হতে তু (ঘ) পৃথিবী সর্ব্বা তব বশ্যা ভবিষ্যতি ॥২৭
খাণ্ডিক্যশ্চাহ তান্ সর্ব্বানেতদেবং ন সংশয়ঃ।
হতে তু (ঙ) পৃথিবী সর্ব্বা মম বশ্যা ভবিষ্যতি ॥২৮
পরলোকজয়স্তস্য পৃথিবী সকলা মম।
ন হন্মি চেল্লোকজয়ো মম তস্য বসুন্ধরা।
নাহং মন্যে লোকজয়াদধিকা স্যাদ্ বসুন্ধরা ॥২৯
পরলোকজয়োঽনন্তঃ স্বল্পকালো মহীজয়ঃ।
তস্মাদেনং ন হিংসিষ্যে(চ) যৎপৃচ্ছতি বদামি তৎ ॥৩০

পরাশর উবাচ।

ততস্তমভ্যুপেত্যাহ খাণ্ডিক্যজনকো রিপুম্।
প্রষ্টব্যং যত্ত্বয়া সর্ব্বং তৎ পৃচ্ছস্ব বদাম্যহম্ ॥৩১

অথবা যদি সে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমাকে ইহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের বিষয় বলে, তাহা হইলেও নির্বিঘ্নে সম্পূর্ণরূপেই আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে।১৮-১৯

পরাশর বলিলেন,—এই কথা বলিয়া সেই নৃপতি কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া যেখানে মহামতি খাণ্ডিক্য বাস করিতেন, সেই বনে গমন করিলেন।২০

এদিকে খাণ্ডিক্য আপনার শত্রু কেশিধ্বজকে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত ধনুক সজ্জিত করিয়া কহিলেন।২১

খাণ্ডিক্য বলিলেন,—তুমি কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়াছ; সুতরাং তোমাকে বধ করিব না,—এই ভাবিয়া কৃষ্ণাজিনের কবচ ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ? ২২

রে মূঢ়! যে সমস্ত মৃগের প্রতি তুমি ও আমি শাণিত বাণসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছি, তাহাদের পৃষ্ঠে কি কৃষ্ণাজিন ছিল না? ২৩

হে দুর্ব্বুদ্ধে! সেই আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করিব, জীবন থাকিতে তুমি আমার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না, যেহেতু তুমি আমার রাজ্য হরণ করিয়া পরম আততায়ী শত্রুরূপে পরিণত হইয়াছ।২৪

কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন,—হে খাণ্ডিক্য! আমার কোন সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আপনার এখানে আসিয়াছি, আমি আপনাকে হত্যা করিতে আসি নাই, অতএব আপনি ইহা বিচার করিয়া ক্রোধ এবং বাণ পরিত্যাগ করুন।২৫

পরাশর বলিলেন,—তারপর মহামতি সেই খাণ্ডিক্য পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত একান্তে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।২৬

মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—যখন শত্রু আপনার বশে আসিয়াছে, তখন তাঁহাকে বধ করাই কর্ত্তব্য; কারণ, শত্রু বিনষ্ট হইলে সমস্ত পৃথিবী আপনার বশীভূত হইবে।২৭

খাণ্ডিক্য তাহাদের সকলকে বলিলেন,—ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, এ হত হইলে সমস্ত পৃথিবীই আমার বশীভূত হইবে।২৮

কিন্তু তাহাতে ইহার পরলোক জয় হইবে ও আমার সমস্ত পৃথিবী লাভ হইবে; যদি আমি ইহাকে বধ না করি, তাহা হইলে আমারই পরলোক জয় হইবে এবং

পাঠান্তর :—(ক) —আবধ্যাস্মান্ হনিষ্যসি। (খ) মৃগাণাং বদ—। (গ) —কোপং বাণং বিমুঞ্চ বা
(ঘ) হতেঽস্মিন্—। (ঙ) হতেঽস্মিন্—। (চ) তস্মান্নৈনং হনিষ্যামি—।

পরাশর উবাচ।

ততঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তং ধর্ম্মধেনুবধং দ্বিজ।
কথয়িত্বা স পপ্রচ্ছ প্রায়শ্চিত্তং হি তদ্গতম্ ॥৩২

স চাচষ্ট যথান্যায়ং দ্বিজ কেশিধ্বজায় তৎ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষেণ যদ্ বৈ তত্র বিধীয়তে ॥৩৩

বিদিতার্থঃ স তেনৈবং সোঽনুজ্ঞাতো মহাত্মনা(ক)।
যাগভূমিমুপাশ্রিত্য চক্রে সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ ক্রমাৎ ॥৩৪

ক্রমেণ বিধিবদ্ যাগং নীত্বা সোঽবভৃথাপ্লুতঃ।
কৃতকৃত্যস্ততো ভূত্বা চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ ॥৩৫

পূজিতা ঋত্বিজঃ সর্ব্বে (খ)সদস্যা মানিতা ময়া।
তথৈবার্থিজনোঽপ্যর্থৈর্যোজিতোঽভিমতৈর্যথা ॥৩৬

যথার্হমস্য লোকস্য ময়া সর্ব্বং বিচেষ্টিতম্।
অনিষ্পন্নক্রিয়ং চেতস্তথাপি মম কিং যথা ॥৩৭

ইতি সঞ্চিন্ত্য যত্নেন (গ)সস্মার স মহীপতিঃ।
খাণ্ডিক্যায় ন দত্তেতি ময়া বৈ গুরুদক্ষিণা ॥৩৮

জগাম চ ততো ভূয়ো (ঘ)রথমারুহ্য পার্থিবঃ।
মৈত্রেয় দুর্গগহনং খাণ্ডিক্যো যত্র সংস্থিতঃ ॥৩৯

খাণ্ডিক্যোঽপি তথায়ান্তং পুনর্দৃষ্ট্বা ধৃতায়ুধঃ(ঙ)।
তস্থৌ হন্তুং কৃতমতিস্তথাহ স পুনর্নৃপঃ ॥৪০

ভো নাহং তেঽপকারায় প্রাপ্তঃ খাণ্ডিক্য মা ক্রুধঃ।
গুরোর্নিষ্ক্রয়দানায় মামবেহি ত্বমাগতম্ ॥৪১

নিষ্পাদিতো ময়া যাগঃ সম্যক্ ত্বদুপদেশতঃ।
সোঽহং তে দাতুমিচ্ছামি বৃণুষ্ব গুরুদক্ষিণাম্ ॥৪২

উহার বসুন্ধরা মাত্র থাকিবে। পরলোক জয় হইতে পৃথিবীর আধিপত্য আমার বিবেচনায় অধিক বোধ হয় না। পরলোকের জয় অনন্তকালের নিমিত্ত, কিন্তু মহীজয় অতি অল্পদিনেরই জন্য; সুতরাং আমি ইহাকে বধ করিব না, বরং এ যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিব।২৯-৩০

পরাশর বলিলেন,—তৎপরে খাণ্ডিক্য-জনক সেই শত্রু কেশিধ্বজের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, আপনার যাহা জিজ্ঞাস্য আছে, সমস্ত জিজ্ঞাসা করুন, আমি তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি।৩১

পরাশর বলিলেন,—হে দ্বিজ! তৎপর সেই কেশিধ্বজ নৃপতি যেরূপ ধর্ম্মধেনু বধ হইয়াছে, তাহা বলিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।৩২

হে দ্বিজ! তৎপরে খাণ্ডিক্যজনক ন্যায়ানুসারে কেশিধ্বজকে সেই গোবধের যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছিলেন। মহাত্মা খাণ্ডিক্যের নিকট প্রায়শ্চিত্তের বিধান জানিয়া এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কেশিধ্বজনৃপতি যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমশঃ সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কালক্রমে যজ্ঞ সমাপ্তির পর অবভৃথ স্নানে কৃতকৃত্য হইয়া সেই নৃপতি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন।৩৩-৩৫

আমি সমস্ত ঋত্বিগ্‌গণকে যথাবিধি পূজা ও সদস্যগণকে যথাবিধি সম্মান করিয়াছি এবং অর্থিগণও আমার নিকট যাহা অভিরুচি, তাহা পাইয়াছে।৩৬

এই জগতে লোকের যাহা কর্ত্তব্য, সেই সমস্তই আমার নিষ্পন্ন হইয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত অপ্রসন্ন অবস্থায় কেন রহিয়াছে? ৩৭

এইরূপ অনেক ভাবিতে ভাবিতে সেই মহীপতি স্মরণ করিলেন যে, আমি এখনও খাণ্ডিক্যকে কোন গুরুদক্ষিণা প্রদান করি নাই।৩৮

হে মৈত্রেয়! তৎপরে সেই নৃপতি পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া যেখানে খাণ্ডিক্য ছিলেন, সেই দুর্গম গহনে গমন করিলেন। খাণ্ডিক্যও পুনরায় তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া বধ করিবার অভিলাষে সশস্ত্র হইয়া রহিলেন। তখন কেশিধ্বজ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পুনরায় বলিলেন।৩৯-৪০

পাঠান্তর:—(ক) বিদিতার্থঃ স তেনৈব হ্যনুজ্ঞাতো মহাত্মনা। (খ) পূজিতাশ্চ দ্বিজাঃ সর্ব্বে—। (গ) ইত্থং সঞ্চিন্তয়ন্নেব—। (ঘ) স জগাম তদা ভূয়ো—। (ঙ) খাণ্ডিক্যোঽপি পুনর্দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং ধৃতায়ুধম্।

পরাশর উবাচ।

ভূয়ঃ স মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্রয়ামাস পার্থিবঃ।
গুরুনিষ্কৃতিকামোহত্র কিময়ং প্রার্থ্যতামিতি(ক) ॥৪৩

তমূচুর্মন্ত্রিণো রাজ্যমশেষং প্রার্থ্যতামিতি।
কৃতিভিঃ(খ) প্রার্থ্যতে রাজ্যমনায়াসিতসৈনিকৈঃ ॥৪৪

প্রহস্য তানাহ নৃপঃ স খাণ্ডিক্যো মহামতিঃ।
স্বল্পকালং মহীরাজ্যং(গ) মাদৃশৈঃ প্রার্থ্যতে কথম্ ॥৪৫

এবমেতদ্ভবন্তোঽত্র সর্ব্বসাধনমন্ত্রিণঃ(ঘ)।
পরমার্থঃ কথং কোঽত্র যূয়ং নাত্র বিচক্ষণাঃ ॥৪৬

পরাশর উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সমুপেত্যৈনং স তু কেশিধ্বজং নৃপম্।
উবাচ কিমবশ্যঞ্চেৎ (ঙ)দদাসি গুরুদক্ষিণাম্ ॥৪৭

বাঢ়মিত্যেব তেনোক্তঃ খাণ্ডিক্যস্তমথাব্রবীৎ।
ভবানধ্যাত্মবিজ্ঞানপরমার্থবিচক্ষণঃ ॥৪৮

যদি চেদ্দীয়তে মহ্যং ভবতা গুরুনিষ্ক্রয়ঃ।
তৎ ক্লেশপ্রশমায়ালং যৎ কর্ম্ম তদুদীরয় ॥৪৯

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে খাণ্ডিক্য! আমি তোমার কোন অপকার করিতে এখানে আসি নাই, সুতরাং তুমি ক্রোধ করিও না, গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার জন্যই তোমার নিকট আসিয়াছি—ইহা অবগত হও।৪১

তোমার উপদেশে আমার যজ্ঞ সম্যগ্‌রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতেই তোমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা ইচ্ছা চাহিতে পার।৪২

পরাশর বলিলেন,—তৎপরে খাণ্ডিক্য আপন মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেশিধ্বজ আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আসিয়াছে, ইহার নিকট কি প্রার্থনা করা যাইবে? ৪৩

মন্ত্রিগণ উত্তর করিলেন,—হে রাজন্! আপনি ইহার নিকট সমস্ত রাজ্য প্রার্থনা করুন, সৈন্যগণকে ক্লেশ স্বীকার না করাইয়া কৃতী ব্যক্তিরা রাজ্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।৪৪

তখন মহামতি খাণ্ডিক্য তাঁহাদের বাক্যে হাস্য করিয়া বলিলেন,—মাদৃশ ব্যক্তিগণ কি প্রকারে স্বল্পকাল-ভোগ্য মহীরাজ্য প্রার্থনা করিবে? ৪৫

আপনারা সমস্ত সাধনেই আমাকে পরামর্শ দিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু পরমার্থ কি এবং তাহা কি প্রকারে সাধিত হয়?—আপনারা তাহা বিশেষরূপে জানেন না।৪৬

পরাশর বলিলেন,—মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিয়া খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজ নৃপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নিশ্চয় কি আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবে? ৪৭

কেশিধ্বজ উত্তর করিলেন,—হাঁ, আমি নিশ্চয় গুরু-দক্ষিণা দিব। তখন খাণ্ডিক্য বলিলেন—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানরূপ পরমার্থ বিষয়ে আপনি অতি বিচক্ষণ।৪৮

যদি আপনি গুরুদক্ষিণা দিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে যে কর্ম্ম করিলে সমস্ত ক্লেশের শান্তি হয়, তাহা আমাকে বলুন।৪৯

পাঠান্তর:—(ক) গুরুনিষ্ক্রয়কামোঽয়ং কিং ময়া প্রার্থ্যতামিতি। (খ) শক্রভিঃ—। (গ) স্বল্পকালং মহীপাল্যং— (ঘ) —হ্যর্থসাধনমন্ত্রিণঃ। (ঙ) উবাচ কিমবশ্যং ত্বং—

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মযোগনির্ণয়ঃ।]

কেশিধ্বজ উবাচ।

ন প্রার্থিতং ত্বয়া কস্মান্মম রাজ্যমকণ্টকম্(ক)।
রাজ্যলাভাদ্ বিনা নান্যৎ ক্ষত্রিয়াণামতিপ্রিয়ম্ ॥১

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কেশিধ্বজ নিবোধ ত্বং ময়া ন প্রার্থিতং যতঃ।
রাজ্যমেতদশেষং তে যত্র গৃধ্যন্ত্যপণ্ডিতাঃ(খ) ॥২
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মো যৎ প্রজাপরিপালম্।
বধশ্চ ধর্ম্মযুদ্ধেন স্বরাজ্যপরিপন্থিনাম্ ॥৩
যত্রাশক্তস্য মে দোষো নৈবাস্ত্যপহৃতে ত্বয়া।
বন্ধায়ৈব ভবত্যেষা অবিদ্যাপ্যক্রমোজ্ঝিতা ॥৪
জন্মোপভোগলিপ্সার্থমিয়ং রাজ্যস্পৃহা মম।
অন্যেষাং দোষজা নৈষা ধর্ম্মমেবানুরুধ্যতে(গ) ॥৫

ন যাচ্ঞা ক্ষত্রবন্ধূনাং ধর্ম্মো হ্যেতৎ সতাং মতম্(ঘ)
অতো ন যাচিতং রাজ্যমবিদ্যান্তর্গতং তব ॥৬
রাজ্যে গৃধ্যন্ত্যবিদ্বাংসো (ঙ)মমত্বাহৃতচেতসঃ।
অহম্মানমহাপান-মদমত্তা ন মাদৃশঃ ॥৭

পরাশর উবাচ।

প্রহৃষ্টঃ সাধ্বিতি প্রাহ ততঃ কেশিধ্বজো নৃপঃ।
খাণ্ডিক্যজনকং প্রীত্যা শ্রূয়তাং বচনং মম ॥৮
অহন্ত্ববিদ্যাম্মৃত্যুঞ্চ (চ)তর্ত্তুকামঃ করোমি বৈ।
রাজ্যং যাগাংশ্চ বিবিধান্ ভোগৈঃ পুণ্যক্ষয়ং তথা ॥৯
তদিদং তে মনো দিষ্ট্যা বিবেকৈশ্বর্য্যতাং গতম্।
শ্রূয়তাং চাপ্যবিদ্যায়াঃ (ছ)স্বরূপং কুলনন্দন ॥১০

সপ্তম অধ্যায়

[ব্রহ্মযোগ নির্ণয়।]

কেশিধ্বজ বলিলেন,—আমার নিকট আপনি কেন নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন না? ক্ষত্রিয়সন্তানের রাজ্যলাভ ব্যতীত আর কোন পদার্থই ত অতিপ্রিয় নহে।১

খাণ্ডিক্য বলিলেন,—হে কেশিধ্বজ! মূর্খগণ যাহার জন্য সর্ব্বদা লোলুপ, এমত বিশাল সাম্রাজ্য কেন প্রার্থনা করি নাই, তাহা শ্রবণ কর।২

ক্ষত্রিয়গণের প্রজাপালন ও ধর্ম্মযুদ্ধে নিজ রাজ্যের শত্রুসমূহকে বধ করাই ধর্ম্ম।৩

শক্তিহীন হওয়ায় আমার রাজ্য ত তুমি অপহরণ করিয়াছ, সুতরাং তাহার অপালনজন্য দোষ আমাতে কিছুই নাই; (কিন্তু রাজ্যগ্রহণ করিয়া তাহা ন্যায়মার্গে পালন না করিতে পারিলে, পাপেরই ভাগী হইতে হইবে) কারণ, যদ্যপি এই রাজ্যপালনরূপ স্বকর্ম্ম অবিদ্যাই, তথাপি অনিয়মে ইহাকে ত্যাগ করিলে বন্ধনেরই কারণ হইবে।৪

এই রাজ্যস্পৃহা আমার জন্মান্তরকৃত কর্মসমূহ হইতে প্রাপ্ত সুখভোগের জন্যই হইবে এবং এই মন্ত্রী আদি অন্য ব্যক্তিগণের রাগ ও লোভ আদি দোষসমূহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে—কেবল ধর্মানুরোধে নহে।৫

উত্তম ক্ষত্রিয়গণের রাজ্যাদি যাচ্ঞা ধর্ম্ম নহে, ইহাই সাধুলোকের মত; এই নিমিত্ত আমি অবিদ্যার অন্তর্গত রাজ্য প্রার্থনা করি নাই।৬

অহঙ্কাররূপ মদিরাপানে উন্মত্ত এবং মমত্বাকৃষ্টচিত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণই রাজ্যে লুব্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি ইহা প্রার্থনা করে না।৭

পরাশর বলিলেন,—কেশিধ্বজনৃপতি খাণ্ডিক্যের বাক্যে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সাধুবাদ প্রদান করিলেন,

পাঠান্তর :—(ক) কস্মাদস্মদ্ রাজ্যমকণ্টকম্। (খ) —গৃধ্নন্তপণ্ডিতাঃ। (গ) অন্যেষাং দোষজা নৈব ধর্মং বৈ নানুরুধ্যতে। (ঘ) —ধর্ম্মায়ৈতৎ সতাং মতম্। (ঙ) রাজ্যে গৃধ্নন্ত্যবিদ্বাংসো—। (চ) অহং হ্যবিদ্যয়া মৃত্যুং—। (ছ) তচ্ছ্রূয়তামবিদ্যায়াঃ—।

অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ।
অবিদ্যাতরুসম্ভূতেবীজমেতদ্ (ক)দ্বিধা স্থিতম্ ॥১১
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে দেহী মোহতমোবৃতঃ।
অহমেতদিতীত্যুচ্চৈঃ (খ)কুরুতে কুমতির্মতিম্ ॥১২
আকাশবায্বগ্নিজলপৃথিবীভ্যঃ পৃথক্ স্থিতে।
আত্মন্যাত্মময়ং ভাবং কঃ করোতি কলেবরে ॥১৩
কলেবরোপভোগ্যং হি গৃহক্ষেত্রাদিকঞ্চ কঃ।
অদেহে হ্যাত্মনি প্রাজ্ঞো মমেদমিতি মন্যতে ॥১৪
ইত্থঞ্চ পুত্র-পৌত্রেষু তদ্দেহোৎপাদিতেষু কঃ।
করোতি পণ্ডিতঃ স্বাম্যমনাত্মনি কলেবরে ॥১৫
সর্ব্বং দেহোপভোগায় কুরুতে কর্ম্ম মানবঃ।
দেহশ্চান্যো যদা পুংসস্তদা বন্ধায় তৎপরম্ ॥১৬

মৃন্ময়ঞ্চ যথা গেহং লিপ্যতে চ মৃদম্ভসা।
পার্থিবোহয়ং তথা দেহো মৃদম্বালেপনস্থিতঃ(গ) ॥১৭
পঞ্চভূতাত্মকৈর্ভোগৈঃ পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
আপ্যায়তে যদি ততঃ পুংসো গর্ব্বোহত্র
কিং ততঃ(ঘ) ॥১৮

অনেকজন্মসাহস্রীং সংসারপদবীং ব্রজন্।
মোহশ্রমং প্রয়াতোহসৌ বাসনারেণুগুণ্ঠিতঃ(ঙ) ॥১৯

প্রক্ষাল্যতে যদা সোহস্য রেণুর্জ্ঞানোষ্ণবারিণা।
তদা সংসারপান্থস্য যাতি মোহশ্রমঃ শমম্ ॥২০

মোহশ্রমে শমং যাতে স্বস্থান্তঃকরণঃ পুমান্।
অনন্যাতিশয়াবাধং পরং নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥২১

এবং সন্তুস্ট হইয়া খাণ্ডিক্যজনককে কহিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ করুন।৮

আমি প্রজাপালনাদি অবিদ্যার ক্রিয়া দ্বারা কাম ক্রোধাদি হইতে বিমুক্তি পাইবার আশায় রাজ্য-পালন ও বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং ভোগ দ্বারা পুণ্যসমূহেরও ক্ষয় করিতেছি।৯

হে কুলনন্দন! ভাগ্যক্রমে আপনার মন বিবেক-সম্পন্ন হইয়াছে, অতএব আপনি অবিদ্যার স্বরূপ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন। সংসার বৃক্ষের বীজস্বরূপ অবিদ্যা দুই প্রকার—অনাত্মে আত্মবুদ্ধি এবং যাহা নিজের নয়, তাহা নিজের বলিয়া বোধ করা।১০-১১

কুমতি জীব মোহরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহেই আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই ভাব করিয়া থাকে।১২

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী হইতে আত্মা যখন পৃথক্‌রূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন কোন্ বুদ্ধিমান্ এই পঞ্চভূতাত্মক কলেবরকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করেন? ১৩

কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই শরীর দ্বারা উপভোগ্য গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া বিবেচনা করেন? নিজের দেহ যখন আপনার নহে, তখন তাহা দ্বারা উৎপাদিত পুত্র পৌত্রাদিতেই বা কোন্ পণ্ডিতব্যক্তি মমত্ববোধ করিয়া থাকেন? ১৪-১৫

মনুষ্য দেহের উপভোগের জন্যই সমস্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই দেহ যখন আত্মা হইতে ভিন্ন, তখন তাহাতে জীবের আত্মবুদ্ধি কেবল সংসারে আবদ্ধ হইবার জন্য।১৬

যেমন মৃত্তিকা ও জললেপন দ্বারা মৃন্ময় গৃহকে রক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ এই পার্থিবদেহ অন্ন ও জলের দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে।১৭

যখন পঞ্চভূতাত্মক ভোগ দ্বারা পঞ্চভূতময় এই শরীরই আপ্যায়িত হইতেছে, তখন জীবের ইহাতে গর্ব্ব কি থাকিতে পারে? ১৮

জন্ম জন্ম সংসারপথে ভ্রমণ করত বাসনারূপ ধূলি দ্বারা ধূসরিত হইয়া জীব কেবল মোহরূপ পরিশ্রমই প্রাপ্ত হইতেছে।১৯

জ্ঞানরূপ উষ্ণ বারি দ্বারা যখন তাহার সেই ধূলি প্রক্ষালিত হয়, তখন সংসারপথিক জীবের মোহ-শ্রম নিবৃত্ত হয়।২০

পাঠান্তর:—(ক) সংসারতরুসম্ভূতিবীজমেতদ্—। (খ) অহং মমৈতদিত্যুচ্চৈঃ—। (গ) —মৃদম্ব্বালেপনস্থিতঃ। (ঘ) —পুংসো ভোগোহত্র কিং কৃতঃ। (ঙ) —বাসনারেণুকুণ্ঠিতঃ।

নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমলঃ।
দুঃখাজ্ঞানমলা ধর্ম্মাঃ প্রকৃতেস্তে তু নাত্মনঃ ॥২২
জলস্য নাগ্নিসংসর্গঃ স্থালীসঙ্গাত্তথাপি হি।
শব্দোদ্রেকাদিকান্ ধর্ম্মাংস্তৎ করোতি যথা মুনে ॥২৩
তথাত্মা প্রকৃতেঃ সঙ্গাদহম্মানাদিদূষিতঃ।
ভজতে প্রাকৃতান্ ধর্ম্মানন্যস্তেভ্যো হি সোঽব্যয়ঃ ॥২৪
তদেতৎ কথিতং বীজমবিদ্যায়াস্তব প্রভো (ক)।
ক্লেশানাঞ্চ ক্ষয়করং যোগাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥২৫

খাণ্ডিক্য উবাচ।

তন্তু ব্রূহি মহাভাগ যোগং যোগবিদুত্তম।
বিজ্ঞাতযোগশাস্ত্রার্থস্ত্বমস্যাং নিমিসন্ততৌ ॥২৬

কেশিধ্বজ উবাচ।

যোগস্বরূপং খাণ্ডিক্য শ্রূয়তাং গদতো মম।
যত্র স্থিতো ন চ্যবতে প্রাপ্য ব্রহ্মলয়ং মুনিঃ ॥২৭
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং তথা (খ) ॥২৮
বিষয়েভ্যঃ সমাহৃত্য বিজ্ঞানাত্মা মনো মুনিঃ।
চিন্তয়েন্মুক্তয়ে তেন ব্রহ্মভূতং পরেশ্বরম্ ॥২৯
আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্‌ব্রহ্ম ধ্যায়িনং মুনিম্।
বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥৩০
আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা যা মনোগতিঃ।
তস্যা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥৩১
এবমত্যন্তবৈশিষ্ট্যযুক্তকর্ম্মোপলক্ষণঃ (গ)।
যস্য যোগস্য বৈ যোগী মুমুক্ষুরভিধীয়তে ॥৩২
যোগযুক্ প্রথমং যোগী যুঞ্জমানো বিধীয়তে (ঘ)।
বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু পরং ব্রহ্মোপলব্ধিমান্ ॥৩৩
যদ্যন্তরায়দোষেণ দূষ্যতে নাস্য মানসম্ (ঙ)।
জন্মান্তরৈরভ্যসতো মুক্তিঃ পূর্ব্বস্য জায়তে ॥৩৪

মোহশ্রম অপগত হইলে জীবের অন্তঃকরণ সুস্থ হয়; তখন সে নিরতিশয় ও বাধাহীন পরম নির্ব্বাণপদ লাভ করে।২১

জ্ঞানময় এই বিমল আত্মা সর্ব্বদাই নির্ব্বাণময় অর্থাৎ মুক্তরূপে অবস্থান করিতেছেন; দুঃখ, অজ্ঞান প্রভৃতি যে মলসমূহ, ইহা প্রকৃতির ধর্ম্ম, আত্মার নহে।২২

হে মুনে! যেমন স্থালীস্থিত জলের অগ্নির সহিত সম্বন্ধ না থাকিলেও স্থালীসম্পর্কবশতঃ উষ্ণতা দ্বারা শব্দাদি ধর্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃতির সংসর্গেই সেই অব্যয় আত্মা অভিমানাদি দ্বারা দূষিত হইয়া প্রাকৃতিক ধর্ম্মসমূহকে ভোগ করিয়া থাকেন।২৩-২৪

হে প্রভো। অবিদ্যার বীজ এই আপনার নিকট কীর্ত্তিত হইল, এই ক্লেশসমূহকে ক্ষয় করিতে যোগ ব্যতিরিক্ত আর অন্য কোন উপায় নাই।২৫

খাণ্ডিক্য বলিলেন—হে যোগবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ মহাভাগ কেশিধ্বজ। আপনি সেই যোগের স্বরূপ আমাকে বলুন, এই বিস্তৃত নিমিবংশে আপনিই বিশেষরূপে যোগশাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন।২৬

হে খাণ্ডিক্য! কেশিধ্বজ বলিলেন,—যে যোগ অবলম্বন করিয়া মুনিজন ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আর পুনরাবৃত্তিলাভ করেন না, আমি সেই যোগের স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।২৭

মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ; মন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, তখন বন্ধের এবং যখন বিষয় পরিত্যাগ করে, তখন মুক্তির কারণ হইয়া থাকে।২৮

সেইজন্য জ্ঞানী মুনিজন বিষয় হইতে মনকে সমাহৃত করিয়া মুক্তির জন্য ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরের চিন্তা করিবেন।২৯

হে মুনে! যেমন চুম্বকপ্রস্তর দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মও এই ভাবে চিন্তিত হইলে, স্বভাবতই যোগীকে আত্মভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন।৩০

আত্মজ্ঞানের প্রযত্নভূত যম নিয়মাদির অপেক্ষা-কারিণী মনের যে বিশিষ্ট গতি, উহার ব্রহ্মের সহিত সংযোগ স্থাপনের নামই যোগ।৩১

যাঁহার যোগ এইরূপ অত্যন্ত বিশিষ্টাযুক্ত কর্মদ্বারা উপলক্ষিত, সেই ব্যক্তিকেই যোগী ও মুমুক্ষু বলা যায়।৩২

পাঠান্তর:—(ক) —ময়া তব। (খ) —মনঃ। (গ) —ধর্ম্মোপলক্ষণঃ। (ঘ) —যুঞ্জানো হ্যভিধীয়তে। (ঙ) —দূষ্যতে চাস্য মানসম্।

বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি।
প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মচয়োঽচিরাৎ ॥৩৫
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহান্।
সেবেত যোগী নিষ্কামো যোগ্যতাং স্বমনো নয়ন্ ॥৩৬
স্বাধ্যায়-শৌচ-সন্তোষ-তপাংসি নিয়তাত্মবান্।
কুর্ব্বীত ব্রহ্মণি তথা পরস্মিন্ প্রবণং মনঃ ॥৩৭
এতে যমাঃ সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ (ক)।
বিশিষ্টফলদাঃ কাম্যা নিষ্কামাণাং বিমুক্তিদাঃ ॥৩৮
একং ভদ্রাসনাদীনাং সমাস্থায় গুণৈর্যুতঃ।
যমাখ্যৈর্নিয়মাখ্যৈশ্চ যুঞ্জীত নিয়তো যতিঃ ॥৩৯
প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজোঽবীজ এব চ ॥৪০
পরস্পরেণাভিভবং প্রাণাপানৌ যদানিলৌ (খ)।
কুরুতঃ সদ্বিধানেন তৃতীয়ঃ সংযমাত্তয়োঃ ॥৪১
তস্য চালম্বনবতঃ স্থূলং রূপং দ্বিজোত্তম।
আলম্বনমনন্তস্য যোগিনোঽভ্যসতঃ স্মৃতম্ ॥৪২
শব্দাদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ।
কুর্য্যাচ্চিত্তানুচারীণি প্রত্যাহারপরায়ণঃ ॥৪৩
বশ্যতা পরমা তেন জায়তেঽতিচলাত্মনাম্।
ইন্দ্রিয়াণামবশ্যৈস্তৈর্ন যোগী যোগসাধকঃ ॥৪৪
প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরঞ্চেতঃ শুভাশ্রয়ে(গ) ॥৪৫

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কথ্যতাং মে মহাভাগ চেতসো যঃ শুভাশ্রয়ঃ।
যদাধারমশেষং তদ্ধন্তি দোষসমুদ্ভবম্ (ঘ) ॥৪৬

প্রথমতঃ যোগী যখন যোগযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে যুঞ্জান বলা গিয়া থাকে, ক্রমশঃ সমাধিসম্পন্ন হইলে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে (এই শ্লোকের এস্থলে কেহ কেহ এরূপ অর্থও করেন—মুমুক্ষু যখন যোগাভ্যাস করেন, তখন তাঁহাকে 'যোগযুক্ত যোগী' বলা হয় এবং তিনি যখন পরমব্রহ্মকে লাভ করেন, তখন তাঁহাকে 'বিনিষ্পান্নসমাধি' বলে।)। পূর্ব্বোক্ত যুঞ্জান যোগীর মন বিঘ্নদোষে যদি দূষিত না হয়, তাহা হইলে অভ্যাসবলে জন্মান্তরে তাঁহার মুক্তি হইয়া থাকে।৩৩-৩৪

কিন্তু সমাধিসম্পন্ন যোগী সেই জন্মেই মুক্তি পাইয়া থাকেন, যেহেতু যোগাগ্নি দ্বারা তাঁহার সমস্ত অদৃষ্ট অচিরেই দগ্ধ হইয়া যায়।৩৫

যোগী স্বীয় মনকে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্য নিষ্কাম হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহে নিযুক্ত থাকিবেন। আর সংযতচিত্ত হইয়া স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা এবং মনকে সতত পরব্রহ্মের চিন্তায় নিযুক্ত রাখিবেন।৩৬-৩৭

পাঁচ প্রকার সংযমের সহিত এই পাঁচ প্রকার নিয়ম কথিত হইল। সকাম হইয়া ইহাদের সেবা করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে সেবা করিলে ইহারা মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে।৩৮

ভদ্রাসনাদির কোন একটী আসন অবলম্বনপূর্ব্বক গুণবান্ যতিব্যক্তি যম ও নিয়মাদি গুণযুক্ত হইয়া সংযতচিত্তে যোগ অভ্যাস করিবেন।৩৯

অভ্যাস-বলে প্রাণনামক বায়ুকে যাহা দ্বারা বশীভূত করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। সজীব ও নির্বীজ ভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার জানিবে।৪০

সদ্‌গুরুদেবের উপদেশে বিশিষ্ট প্রণালী অনুসারে পরিচালিত হইয়া যখন যোগী প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা একে অপরকে অভিভব (নিরোধ) করে, তখন (ক্রমশঃ রেচক ও পূরক নামক দুই প্রাণায়াম হয় এবং) উভয়ের সংযমহেতু কুম্ভকনামে তৃতীয় প্রাণায়াম হইয়া থাকে।৪১

হে দ্বিজোত্তম! যোগী যখন প্রথম প্রাণায়াম অভ্যাস করেন, তখন ভগবানের স্থূলরূপ তাঁহার চিত্তের অবলম্বন হয়। ক্রমশঃ যোগী প্রত্যাহারপরায়ণ হইয়া শব্দাদি বিষয়সমূহে অনুরক্ত ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহপূর্ব্বক চিত্তের অনুগামী করিবেন। তাহাতে অতি-চঞ্চল-স্বভাব ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া থাকে; তাহারা অবশ থাকিলে যোগী যোগসাধনে সমর্থ হন না।৪২-৪৪

পাঠান্তর:—(ক) —পঞ্চ পঞ্চ চ কীর্ত্তিতাঃ। (খ) —যথানিলৌ (গ) প্রাণায়ামেন পবনে প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ে। বশীকৃতে ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিতং চেতঃ শুভাশ্রয়ে॥ (ঘ) —দোষমলোদ্ভবম্।

কেশিধ্বজ উবাচ।

আশ্রয়শ্চেতসো ব্রহ্ম দ্বিধা তচ্চ স্বভাবতঃ।
ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ ॥৪৭
ত্রিবিধা ভাবনা ভূপ বিশ্বমেতন্নিবোধ মে (ক)।
ব্রহ্মাখ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা ॥৪৮
ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্ম্মভাবাত্মিকা পরা।
উভয়াত্মিকা তথৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥৪৯
সনন্দনাদয়ো ব্রহ্মন্ (খ) ব্রহ্মভাবনয়া যুতাঃ।
কর্ম্মভাবনয়া চান্যে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ ॥৫০
হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্ম্মাত্মিকা দ্বিধা।
বোধাধিকারযুক্তেষু বিদ্যতে ভাবভাবনা ॥৫১
অক্ষীণেষু সমস্তেষু বিশেষজ্ঞানকর্ম্মসু।
বিশ্বমেতৎ পরং চান্যদ্ ভেদভিন্নদৃশাং নৃপ (গ) ॥৫২

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥৫৩
তচ্চ বিষ্ণোঃ পরং রূপমরূপস্যাজমক্ষরম্।
বিশ্বরূপাচ্চ বৈরূপ্যলক্ষণং পরমাত্মনঃ (ঘ) ॥৫৪
ন তদ্‌যোগযুজা শক্যং নৃপ চিন্তয়িতুং যতঃ।
ততঃ স্থূলং হরে রূপং চিন্তয়েদ্ বিশ্বগোচরম্ ॥৫৫
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ বাসবোঽথ প্রজাপতিঃ।
মারুতো বসবো রুদ্রা ভাস্করাস্তারকা গ্রহাঃ ॥৫৬
গন্ধর্ব্ব-যক্ষা দৈত্যাদ্যাঃ সকলা দেবযোনয়ঃ।
মনুষ্যাঃ পশবঃ শৈলাঃ সমুদ্রাঃ সরিতো দ্রুমাঃ ॥৫৭
ভূপ ভূতান্যশেষাণি ভূতানাং যে চ হেতবঃ।
প্রধানাদিবিশেষান্তং চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥৫৮
একপাদং দ্বিপাদঞ্চ বহুপাদমপাদকম্।
মূর্ত্তমেতদ্ধরে রূপং ভাবনাত্রিতয়াত্মকম্ ॥৫৯

এইরূপে প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শুভ আশ্রয়ে চিত্তকে সুস্থির করিবে।৪৫

খাণ্ডিক্য বলিলেন,—হে মহাভাগ! যাহাকে অবলম্বন করিয়া চিত্তদোষসমূহকে নষ্ট করা যায়, চিত্তের সেই শুভ আশ্রয় কি? তাহা আমাকে বলুন।৪৬

কেশিধ্বজ বলিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মই চিত্তের সেই শুভ আশ্রয়; পরন্তু তাহা স্বভাবতঃ দুইপ্রকার; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত,—যাহাকে পর ও অপর বলা যায়।৪৭

হে রাজন্! এই জগতে তিন প্রকার ভাবনা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করুন,—প্রথম এক ব্রহ্ম ভাবনা, দ্বিতীয় কর্ম্মভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্ম ও কর্ম্ম উভয় ভাবনা। ভাবভাবনাও ত্রিবিধ—প্রথম ব্রহ্মভাবভাবনা, দ্বিতীয় কর্মভাবভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্ম-কর্মভাব ভাবনা।৪৮-৪৯

হে ব্রহ্মন্! সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্মভাবনাযুক্ত হইয়া থাকেন এবং দেবতা হইতে স্থাবর ও জঙ্গম সকলেই কর্ম্মভাবনা করিয়া থাকে।৫০

হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়বিধ ভাবনাই আছে। যাহার যেমন বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপই ভাবভাবনা হইয়া থাকে।৫১

হে রাজন্! ভেদজ্ঞানের হেতু কর্ম্মসমূহ যখন অক্ষীণ অবস্থায় থাকে, তখনই ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন জীবগণের বিশ্ব ও পরমাত্মায় ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে।৫২

যে জ্ঞানে সমস্ত ভেদ বিলয় প্রাপ্ত হয়, যাহা সত্তামাত্র ও বাক্যের অগোচর এবং যাহাকে কেবল আত্মাই জানিতে পারে, সেই জ্ঞানের নামই ব্রহ্মজ্ঞান।৫৩

রূপহীন বিষ্ণুর তাহাই নিত্য ও পরমরূপ এবং তাহা সমস্ত বিশ্বরূপ হইতে বিলক্ষণ। প্রথমতঃ যোগী ব্যক্তি সেই পরমরূপ চিন্তা করিতে সমর্থ হন্না বলিয়াই পরমাত্মা শ্রীহরির বিশ্বগোচর স্থূল রূপই চিন্তা করিবেন।৫৪-৫৫

হে রাজন্! ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু, বসু, রুদ্র, ভাস্কর, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং দৈত্য প্রভৃতি সমস্ত দেবযোনি এবং মনুষ্য, পশু, শৈল, সমুদ্র, নদী ও বৃক্ষ প্রভৃতি অশেষ ভূতনিবহ এবং তাহাদের

পাঠান্তর:—(ক) —বিশ্বমেতন্নিবোধতাম্। (খ) সনন্দনাদয়ো যে তু—। (গ) —নৃণাম্।
(ঘ) তচ্চ বিষ্ণোঃ পরং রূপমরূপাখ্যমনুত্তমম্। বিশ্বস্বরূপবৈরূপ্য-লক্ষণং পরমাত্মনঃ॥

এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্ ॥৬০
বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৬১
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা ।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যনুসন্ততান্ ॥৬২
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা ।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে ॥৬৩
অপ্রাণবৎসু স্বল্পাল্পা (ক) স্থাবরেষু ততোঽধিকা ।
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽন্যাপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু ॥৬৪
পতত্রিভ্যো মৃগাস্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যা পশবোঽধিকা ।
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতিশক্ত্যা পুংসঃ প্রভাবিতাঃ ॥৬৫
তেভ্যোঽপি নাগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষাদ্যা দেবতা নৃপ ।
শক্রঃ সমস্তদেবেভ্যস্ততশ্চাতি প্রজাপতিঃ ॥৬৬

হিরণ্যগর্ভোঽতি ততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ ।
এতান্যশেষরূপস্য তস্য রূপাণি পার্থিব ॥৬৭
যতস্তচ্ছক্তিযোগেন ব্যাপ্তানি নভসা যথা ।
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে ॥৬৮
অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।
সমস্তাঃ শক্তয়শ্চৈতা নৃপ যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
তদ্বিশ্বরূপরূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরের্ম্মহৎ ॥৬৯
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর ।
দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্যাদিচেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া ॥৭০
জগতামুপকারায় ন সা কর্ম্মনিমিত্তজা ।
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মিকা ॥৭১
তদ্রূপং বিশ্বরূপস্য তস্য যোগযুজা নৃপ ।
চিন্ত্যমাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্ ॥৭২

কারণসমূহ ও প্রধান (প্রকৃতি) হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ (পঞ্চতন্মাত্র) পর্য্যন্ত একপাদ, দ্বিপাদ, বহুপাদ অথবা অপাদ চেতন, অথবা অচেতনস্বরূপ এই সমস্তই,— ত্রিবিধ ভাবাত্মক পরমাত্মা শ্রীহরির মূর্ত্তরূপ ।৫৬-৫৯

এই চরাচর সমস্ত জগৎ পরব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত বিশ্বনামকরূপ ।৬০

শক্তি তিন প্রকার, পরা বিষ্ণুশক্তি, অপরা ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি এবং তদন্যা কর্ম্মশক্তি বা অবিদ্যাশক্তি ।৬১

হে নৃপ! অবিদ্যাশক্তি দ্বারা আবৃত হইয়া সর্ব্বব্যাপিনী ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি সর্ব্বপ্রকার সংসারের তাপসমূহকে প্রতি নিয়ত ভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! সেই অবিদ্যাশক্তি দ্বারা তিরোহিত বলিয়াই এই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি সমস্ত ভূতেই তারতম্যভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে ।৬২-৬৩

এই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তির প্রাণিহীন পদার্থসমূহে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে, স্থাবর পদার্থে তাহা হইতে কিছু অধিক পরিমাণে, ততোধিক সরীসৃপে (বিছা প্রভৃতিতে) এবং ততোধিক পক্ষিকুলে দেখা যায় ।৬৪

পক্ষী হইতে অধিক মৃগসমূহে, মৃগ হইতে অধিক পশুকুলে ও পশুগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মনুষ্যে ক্ষেত্রজ্ঞশক্তির প্রভাব লক্ষিত হয় ।৬৫

হে নৃপ! মনুষ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাগ, গন্ধর্ব্ব যক্ষ প্রভৃতি দেবতাসমূহে, দেবগণ হইতে অধিক পরিমাণে ইন্দ্রে, ইন্দ্র হইতে অধিক পরিমাণে প্রজাপতিতে এবং প্রজাপতি হইতেও অধিক পরিমাণে হিরণ্যগর্ভে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে রাজন্! এই সমস্তই সেই অশেষরূপ ভগবানের রূপ ।৬৬-৬৭

যেহেতু এ সমস্তই আকাশের ন্যায় তাঁহার শক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে মহামতে! অতঃপর যোগিগণ সেই বিষ্ণুর যে রূপ ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই দ্বিতীয় রূপের বিষয় শ্রবণ করুন। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মের যে অমূর্ত্ত রূপ তাহাকে সৎ বলিয়া থাকেন। হে রাজন্! যে রূপে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই রূপই বিশ্বরূপের স্বরূপ। এতদ্ ব্যতিরিক্ত শ্রীহরির আরও অনেক রূপ আছে ।৬৮-৬৯

হে জনেশ্বর! ভগবানের ঐ রূপ স্বলীলায় দেবতা, তির্য্যক্ ও মনুষ্যাদির চেষ্টাবিশিষ্ট সর্ব্বশক্তিময় রূপসকল ধারণ করেন ।৭০

পাঠান্তর :—(ক) অপ্রাণবৎসু স্বল্পা সা—।

যথাগ্নিরুদ্ধতশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্ ॥৭৩
তস্মাৎ সমস্তশক্তীনামাধারে তত্র চেতসঃ।
কুর্ব্বীত সংস্থিতিং সা তু বিজ্ঞেয়া শুদ্ধধারণা ॥৭৪
শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ(ক)।
ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ ॥৭৫
অন্যে চ পুরুষব্যাঘ্র চেতসো যে ব্যপাশ্রয়াঃ।
অশুদ্ধাস্তে সমস্তাস্তু দেবাদ্যাঃ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥৭৬
মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বাপাশ্রয়নিঃস্পৃহম্।
এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে ॥৭৭
যচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তচ্ছ্রূয়তামনাধারে (খ)ধারণা নোপপদ্যতে ॥৭৮
প্রসন্নচারুবদনং পদ্মপত্রোপমেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণললাটফলকোজ্জ্বলম্ ॥৭৯
সমকর্ণান্তবিন্যস্ত-চারুকর্ণবিভূষণম্।
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণ-শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥৮০
বলীত্রিভঙ্গিনা মগ্ননাভিনা চোদরেণ বৈ।
প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাপি চতুর্ভুজম্ ॥৮১
সমস্থিতোরুজঙ্ঘঞ্চ সুস্থিরাঙ্ঘ্রিবরাম্বুজম্।
চিন্তয়েদ্ ব্রহ্ম মূর্ত্তঞ্চ পীতনির্ম্মলবাসসম্ ॥৮২
কিরীটচারুকেয়ূর-কটকাদিবিভূষিতম্।
শার্ঙ্গ-শঙ্খ-গদা-খড়্গ-চক্রাক্ষবলয়ান্বিতম্* ॥৮৩
চিন্তয়েত্তন্মনা যোগী সমাধায়াত্মমানসম্।
তাবদ্ যাবদ্ দৃঢ়ীভূতা তত্রৈব নৃপ ধারণা ॥৮৪
ব্রজতস্তিষ্ঠতোঽন্যদ্ বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ।
নাপযাতি যদা চিত্তাৎ সিদ্ধাং মন্যেত তাং তদা ॥৮৫
ততঃ শঙ্খ-গদা-চক্র-শার্ঙ্গাদিরহিতং বুধঃ।
চিন্তয়েদ্ভগবদ্রূপং প্রশান্তং সাক্ষসূত্রকম্ ॥৮৬

এই সকল রূপধারণে ভগবানের যে ব্যাপক এবং অব্যাহত চেষ্টা, তাহা জগতের উপকারের জন্য, কর্ম্ম জন্য নহে।৭১

হে রাজন্! যোগযুক্ত ব্যক্তি চিত্তের বিশুদ্ধির জন্য সমস্ত পাপবিনাশন বিশ্বরূপের সেই রূপ চিন্তা করিবেন। যেমন বায়ু দ্বারা সংবর্দ্ধিত ঊর্দ্ধশিখ অগ্নি শুষ্ক তৃণকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ চিত্তস্থিত ভগবান্ বিষ্ণু যোগিগণের পাপরাশি ভস্ম করিয়া থাকেন।৭২-৭৩

অতএব সমস্ত শক্তির আধার সেই পরমেশ্বরে চিত্তকে স্থির করিবেন, তাঁহারই নাম বিশুদ্ধ ধারণা।৭৪

হে রাজন্! সর্ব্বব্যাপী আত্মারও আশ্রয় এবং ভাবনাত্রয়ের অতীত সেই পরমাত্মাই যোগিগণের মুক্তির জন্য চিত্তের শুভ আশ্রয়।৭৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অন্যান্য যে সকল কর্ম্ম-যোনি দেবতাগণ চিত্তের আশ্রয় হন, তাঁহারা সকলেই অবিশুদ্ধ। ভগবানের এই মূর্ত্তরূপ চিত্তকে অন্যান্য আলম্বন হইতে নিস্পৃহ করিয়া থাকে। এইরূপে চিত্তকে ভগবানে স্থির করার নামই ধারণা।৭৬-৭৭

হে নরাধিপ! সেই ধারণা বিনা আধারে হয় না, সেইজন্য ভগবানের যে মূর্ত্ত রূপ যেভাবে চিন্তা করা উচিত, তাহা শ্রবণ করুন।৭৮

যাঁহার সুন্দর ও প্রসন্ন বদন, পদ্মপত্র সদৃশ আয়ত-নয়ন, শোভন কপোলদেশ, ললাট সুবিশাল ও উজ্জ্বল।৭৯

যাঁহার কর্ণের অন্তভাগ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত সুন্দর কর্ণভূষণ (কুণ্ডল), শঙ্খ-সদৃশ সুন্দর গ্রীবা, সুবিস্তীর্ণ ও শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিত বক্ষঃস্থল, তরঙ্গাকার ত্রিবলির ভঙ্গীতে নতনাভি-উদর দ্বারা বিশোভিত, যিনি আজানুলম্বিত অষ্টভুজ অথবা চতুর্ভুজ, যাঁহার উরু ও জঙ্ঘা সমভাবে অবস্থিত, পদ ও করকমল সুস্থির এবং যিনি নির্ম্মল পীতবসনধারী, সেই ব্রহ্মভূত বিষ্ণুর মূর্ত্তরূপ চিন্তা করিবে।৮০-৮২

যিনি সুন্দর কিরীট ও কটকাদি অলঙ্কারে বিভূষিত এবং শার্ঙ্গ, শঙ্খ, গদা, খড়্গ, চক্র, অক্ষ ও বলয়যুক্ত, ভগবানের পবিত্র বিষ্ণুমূর্ত্তিকে যোগী মনঃসংযমপূর্ব্বক তদ্গতচিত্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত দৃঢ় ধারণা না হয়, তাবৎ চিন্তা করিবেন।৮৩-৮৪

পাঠান্তর :—(ক)—সর্ব্বগস্যাচলাত্মনঃ।
(খ) তচ্ছ্রূয়তামনাধারা—।

* কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোক পঙ্‌ক্তিটি অধিক দেখা যায়,—'বরদাভয়হস্তঞ্চ মুদ্রিকারত্নভূষিতম্।'

সা যদা ধারণা তদ্বদবস্থানবতী ততঃ।
কিরীট-কেয়ূরমুখৈর্ভূষণৈ রহিতং স্মরেৎ ॥৮৭
তদেকাবয়বং দেবং চেতসা হি পুনর্বুধঃ।
কুর্য্যাত্ততোঽবয়বিনি প্রণিধানপরো ভবেৎ ॥৮৮
তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকা সন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা।
তদ্ধ্যানং প্রথমৈরঙ্গৈঃ ষড্‌ভির্নিষ্পাদ্যতে নৃপ ॥৮৯
তস্যৈব কল্পনাহীনং স্বরূপগ্রহণং হি যৎ।
মনসা ধ্যাননিষ্পাদ্যঃ সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে ॥৯০
বিজ্ঞানং প্রাপকং প্রাপ্যে পরে ব্রহ্মণি পার্থিব।
প্রাপণীয়স্তথৈবাত্মা প্রক্ষীণাশেষভাবনঃ ॥৯১
ক্ষেত্রজ্ঞঃ কারণং (ক)জ্ঞানং করণং তেন তস্য তৎ।
নিষ্পাদ্যং(খ) মুক্তিকার্য্যং বৈ কৃতকৃত্যো নিবর্ত্ততে ॥৯২
তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ(গ) তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥৯৩
বিভেদজনকে জ্ঞানে(ঘ) নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥৯৪
ইত্যুক্তস্তে মহাযোগঃ (ঙ)খাণ্ডিক্য পরিপৃচ্ছতঃ।
সংক্ষেপ-বিস্তরাভ্যাস্তু কিমন্যৎ ক্রিয়তাং তব ॥৯৫

খাণ্ডিক্য উবাচ।

কথিতে যোগসদ্ভাবে সর্ব্বমেব কৃতং মম।
তবোপদেশেনাশেষো নষ্টশ্চিত্তমলো যতঃ ॥৯৬
মমেতি যন্ময়া প্রোক্তমসদেতন্ন চান্যথা।
নরেন্দ্র গদিতুং শক্যমপি বিজ্ঞেয়ভেদিভিঃ(চ) ॥৯৭

কোন স্থানে গমন বা অবস্থান কিংবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিবার সময়েও যখন যোগীর চিত্ত হইতে সেই রূপ অপগত না হইবে, তখন ধারণা সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। তার পরে জ্ঞানী ব্যক্তি শঙ্খ, গদা, চক্র ও শার্ঙ্গাদিবিরহিত এবং অক্ষসূত্রবিশিষ্ট ভগবানের প্রশান্তমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। সেই মূর্ত্তিতেও যখন ঐরূপ ধারণা স্থির হইবে, তখন কিরীট কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণরহিত ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে।৮৫-৮৭

বিজ্ঞব্যক্তি তৎপরে এক (প্রধান) অবয়ব বিশিষ্ট ভগবন্মূর্ত্তির চিন্তা করিবে; তাহাতে ধারণা পরিপক্ক হইলে যোগী অবয়বীর ধ্যান করিবে।৮৮

যাহাতে কেবল পরমেশ্বরের রূপই প্রতীতি হয়, এইরূপ যে বিষয়ান্তরে স্পৃহাশূন্য এক অবিচ্ছিন্ন ধারা, তাহারই নাম ধ্যান। হে রাজন্! এই ধ্যান, যম প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার অঙ্গদ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে।৮৯

ধ্যেয় পদার্থের সমস্ত কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মন দ্বারা স্বরূপমাত্রের যে জ্ঞান, তাহার নাম সমাধি; এই সমাধি ধ্যান দ্বারা নিষ্পাদ্য।৯০

হে রাজন্। সমাধিই উত্তরকালে ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাৎকারের একমাত্র বিজ্ঞান এবং উহা পরব্রহ্মরূপ প্রাপ্যবিষয়ের প্রাপক, আর পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ভাবনাবিহীন আত্মাই প্রাপণীয়। জীবের মুক্তির প্রতি ক্ষেত্রজ্ঞ কারণ এবং জ্ঞান করণ। জ্ঞানরূপী করণদ্বারা জীবের মুক্তিরূপ কার্য্য নিষ্পাদিত হয়। মুক্ত হইলে সেই জীব কৃতকৃত্য হয়; তখন তাহার সংসারের যাতায়াত নিবৃত্তি পায়। [এইস্থলে এইরূপ অর্থও দেখা যায়,—'মুক্তিলাভে ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তা, জ্ঞান করণ। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান জ্ঞানরূপী করণদ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের মুক্তিরূপ কার্য্য নিষ্পাদন করত ধন্য হইয়া নিবৃত্ত হয়।] সেই পরমাত্মার ভাবনায় নিমগ্ন জীব পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হয়। কিন্তু তাহার ভেদজ্ঞান অজ্ঞানতাবশতঃ হইয়া থাকে।৯১-৯৩

সমস্ত পদার্থের ভেদজনক জ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, আত্মা ও ব্রহ্মের যে অসৎ (অবিদ্যমান) ভেদ কে করিতে সমর্থ হয়? ৯৪

হে খাণ্ডিক্য! এই আপনাকে সংক্ষেপে ও বিস্তাররূপে মহাযোগ বলিলাম, আপনার আর কি করিব বলুন? ৯৫

খাণ্ডিক্য বলিলেন,—যখন মহাযোগ আমার নিকট বর্ণন করিলেন, তখন আপনি আমার সকলই করিয়াছেন; যেহেতু আপনার উপদেশে আমার চিত্তের সমস্ত মল বিনষ্ট হইয়াছে।৯৬

পাঠান্তর:—(ক) ক্ষেত্রজ্ঞঃ করণী—। (খ) নিষ্পাদ্য—। (গ) ভবত্যভেদী ভেদস্তু—। (ঘ) বিভেদজনকেঽজ্ঞানে—। (ঙ) ইত্যুক্তস্তে ময়া যোগঃ—। (চ) —বিজ্ঞেয়বেদিভিঃ।

অহং মমেত্যবিদ্যেয়ং ব্যবহারস্তথানয়োঃ।
পরমার্থস্ত্বসংলাপ্যো (ক) গোচরো বচসাং ন সঃ ॥৯৮
তদ্ গচ্ছ শ্রেয়সে সর্ব্বং মমৈতদ্ভবতা কৃতম্।
যদ্বিমুক্তিপ্রদো যোগঃ প্রোক্তঃ কেশিধ্বজাব্যয়ঃ ॥৯৯

পরাশর উবাচ।

যথার্হপূজয়া তেন খাণ্ডিক্যেন স পূজিতঃ।
আজগাম পুরং ব্রহ্মংস্ততঃ কেশিধ্বজো নৃপঃ ॥১০০
খাণ্ডিক্যোঽপি সুতং কৃত্বা রাজানং যোগসিদ্ধয়ে।
বনং জগাম গোবিন্দে বিনিবেশিতমানসঃ ॥১০১

তত্রৈকান্তরতির্ভূত্বা যমাদিগুণশোধিতঃ।
বিষ্ণ্বাখ্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মণ্যবাপ নৃপতির্লয়ম্ ॥১০২

কেশিধ্বজোঽপি মুক্ত্যর্থং স্বকর্ম্মক্ষপণোন্মুখঃ।
বুভুজে বিষয়ান্ কর্ম্ম চক্রে চানভিসংহিতম্ ॥১০৩

স কল্যাণোপভোগৈশ্চ ক্ষীণপাপোঽমলস্তথা।
অবাপ সিদ্ধিমত্যন্তং তাপক্ষয়ফলাং দ্বিজ ॥১০৪

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশেঃ সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ॥

হে নরেন্দ্র! "আমার" বলিয়া আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সমস্তই মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই; জ্ঞানী ব্যক্তি "আমার" বলিয়া কোন পদার্থের নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।৯৭

"আমি" "আমার" এই বুদ্ধি ও ইহার ব্যবহার তো অবিদ্যা। পরমার্থ আলাপের বিষয় নহে; কারণ, তাহা বাক্যের অগোচর।৯৮

হে কেশিধ্বজ! আপনি যখন আমাকে মুক্তিপ্রদ অব্যয় যোগে বলিলেন,—তখন ইহাতে আমার সমস্ত উপকার করিলেন, এক্ষণে আপনার কল্যাণের নিমিত্ত আপনি গমন করুন।৯৯

পরাশর বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তারপর কেশিধ্বজ নৃপতি খাণ্ডিক্য কর্ত্তৃক যথাযোগ্য পূজা দ্বারা পূজিত হইয়া আপনার নগরে আগমন করিলেন।১০০

পাঠান্তর:—(ক) পরমার্থস্বসংলাপো—।

খাণ্ডিক্যও আপন পুত্রকে রাজা* করিয়া ভগবানে চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক যোগসিদ্ধির নিমিত্ত গহনবনে গমন করিয়াছিলেন।১০১

পরে খাণ্ডিক্যরাজা যমাদিসাধন দ্বারা পরমেশ্বর চিন্তায় রত থাকিয়া বিষ্ণুনামক নির্ম্মল ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।১০২

কেশিধ্বজ নৃপতিও মুক্তির জন্য আপন অদৃষ্টক্ষয়ে উন্মুখ হইয়া বহুতর বিষয়ভোগ ও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।১০৩

হে দ্বিজ! ঐ রাজা অভিলষিত ভোগসমূহ দ্বারা ক্ষীণপাপ, সুতরাং নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আত্যন্তিক তাপক্ষয়-রূপ ফলপূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১০৪

* যদিও খাণ্ডিক্য রাজা ছিলেন না, তথাপি বনে যে দুর্গ, মন্ত্রী ও ভৃত্য প্রভৃতি ছিল, তাহাদিগেরই প্রভুত্বপদে নিজ পুত্রকে অভিষিক্ত করেন।

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমঃ অধ্যায়

[শিষ্যপরম্পরাকথনম্, বিষ্ণুপুরাণস্য মহাত্ম্যমুপসংহারশ্চ।]

পরাশর উবাচ।

ইত্যেষ কথিতঃ সম্যক্ তৃতীয়ঃ প্রতিসঞ্চরঃ।
আত্যন্তিকো বিমুক্তির্যা লয়ো ব্রহ্মণি শাশ্বতে ॥১
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব ভবতো গদিতং ময়া ॥২
পুরাণং বৈষ্ণবঞ্চৈতৎ সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্।
বিশিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ পুরুষার্থোপপাদকম্ ॥৩
তুভ্যং যথাবন্মৈত্রেয় প্রোক্তং শুশ্রূষবেঽব্যয়ম্।
যদন্যদপি বক্তব্যং তৎ পৃচ্ছাদ্য বদামি তে ॥৪

মৈত্রেয় উবাচ।

ভগবন্ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টোঽসি ময়া মুনে।
শ্রুতঞ্চৈতন্ময়া ভক্ত্যা নান্যৎ প্রষ্টব্যমস্তি তে ॥৫
বিচ্ছিন্নাঃ সর্ব্বসন্দেহা বৈমল্যং মনসঃ কৃতম্।
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া জ্ঞাতা উৎপত্তি-স্থিতি-সংযমাঃ ॥৬
জ্ঞাতশ্চতুর্বিধো রাশিঃ শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো।
বিজ্ঞাতা চাপি কার্ৎস্নেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥৭
ত্বৎপ্রসাদান্ময়া জ্ঞাতং জ্ঞেয়মন্যৈরলং দ্বিজ।
যথৈতদখিলং বিষ্ণোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে ॥৮
কৃতার্থোঽস্ম্যপসন্দেহ-(ক) স্ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে।
বর্ণধর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা বিদিতা যদশেষতঃ ॥৯
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ জ্ঞাতং কর্ম্ম ময়াখিলম্।
প্রসীদ বিপ্রপ্রবর নান্যৎ প্রষ্টব্যমস্তি মে ॥১০
যদস্য কথনায়াসৈর্যোজিতোঽসি ময়া গুরো।
তৎ ক্ষম্যতাং বিশেষোঽস্তি ন সতাং পুত্র-শিষ্যয়োঃ॥১১

অষ্টম অধ্যায়

[শিষ্যপরম্পর্পরা কথন, বিষ্ণুপুরাণের মাহাত্ম্য ও উপসংহার।]

পরাশর বলিলেন,—তৃতীয় প্রলয়ের বিষয় এই সম্যগ্‌রূপে কথিত হইল, ইহারই নাম বিমুক্তি; ইহাতেই জীবগণ শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপে আত্যন্তিকরূপে লয় প্রাপ্ত হয়।১

তোমাকে আমি স্বর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত প্রভৃতির বিষয় বলিলাম।২

এই বিষ্ণুপুরাণ সমস্ত পাপ বিনাশ করে এবং সকল শাস্ত্র হইতে ইহা বিশিষ্ট ও মোক্ষের সাধক।৩

তোমাকে শ্রবণে উৎসুক দেখিয়া যথাবৎ বর্ণন করিলাম। আর কি বলিতে হইবে, অদ্য জিজ্ঞাসা কর—বলিতেছি।৪

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে ভগবন্! যাহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সে সমস্তই আপনি আমাকে বলিলেন। আমি ইহা ভক্তির সহিতই শ্রবণ করিয়াছি, আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই। আমার সমস্ত সন্দেহ নষ্ট হইয়াছে। আপনার প্রসাদে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে ও আমি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের বিষয় জানিতে পারিয়াছি।৫-৬

হে গুরো! চারিপ্রকার রাশি (১) ও ত্রিবিধ শক্তি(২) আমি জানিয়াছি; তিনপ্রকার ভাবভাবনাও(৩) সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াছি।৭

হে দ্বিজ! আপনার কৃপায় জানিয়াছি যে, এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নয়; অতএব আমার আর জানিবার কিছুই নাই।৮

হে মহামুনে! আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার সন্দেহ সকল অপগত হইয়াছে, বর্ণধর্ম্ম

পাঠান্তর:—(ক) কৃতার্থোঽহমসন্দেহ—।

(১) প্রথম অংশ, ২২ অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা—২১-৩১।
(২) ষষ্ঠ —৬১-৬৩।
(৩) —৪৮-৫১।

পরাশর উবাচ।

এতত্তে যন্ময়াখ্যাতং পুরাণং বেদসম্মিতম্।
শ্রুতেঽস্মিন্ সর্ব্বদোষোত্থপাপরাশিঃ প্রশাম্যতি ॥১২
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং কৃৎস্নং ময়াত্র তব কীর্ত্তিতম্ ॥১৩
অত্র দেবাস্তথা দৈত্যা গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
যক্ষা বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কথ্যন্তেঽপ্সরসস্তথা ॥১৪
মুনয়ো ভাবিতাত্মানঃ কথ্যন্তে তপসান্বিতাঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং যথা পুংসাং বিশিষ্টচরিতা নরাঃ (ক) ॥১৫
পুণ্যাঃ প্রদেশা মেদিন্যাঃ পুণ্যা নদ্যোঽথ সাগরাঃ।
পর্ব্বতাশ্চ মহাপুণ্যাশ্চরিতানি চ ধীমতাম্ ॥১৬
বর্ণধর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা বেদধর্ম্মাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
যেষাং সংশ্রবণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতেঃ ॥১৭
উৎপত্তি-স্থিতি-নাশানাং হেতুর্যো জগতোঽব্যয়ঃ।
স সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বাত্মা কথ্যতে ভগবান্ হরিঃ ॥১৮
অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্বৃকৈরিব ॥১৯
যন্নাম কীর্ত্তিতং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্ (খ)।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতূনামিব পাবকঃ ॥২০
কলিকল্মষমত্যুগ্রং নরকার্ত্তিপ্রদং নৃণাম্।
প্রয়াতি বিলয়ং সদ্যঃ সকৃদ্যত্রানুসংস্মৃতে ॥২১
হিরণ্যগর্ভদেবেন্দ্ররুদ্রাদিত্যাশ্বিবায়ুভিঃ।
কিন্নরৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈ(গ) বিশ্বেদেবাদিভিঃ সুরৈঃ ॥২২
যক্ষরক্ষোগণৈঃ (ঘ) সিদ্ধৈর্দৈত্যগন্ধর্ব্বদানবৈঃ।
অপ্সরোভিস্তথা তারানক্ষত্রৈঃ সকলৈর্গ্রহৈঃ ॥২৩
সপ্তর্ষিভিস্তথা ধিষ্ণ্যৈর্ধিষ্ণ্যাধিপতিভিস্তথা।
ব্রাহ্মণাদ্যৈর্মনুষ্যৈশ্চ তথৈব পশুভির্মৃগৈঃ ॥২৪

প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম আছে, সে সমস্তও বিদিত হইয়াছি।৯

প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে সমস্ত কর্ম্মই আমি জানিয়াছি, হে বিপ্রবর! আপনি প্রসন্ন থাকুন, আমার আর কোন জিজ্ঞাস্য নাই।১০

হে গুরো! এই সমস্ত পুরাণ-কথনে আমা দ্বারা আপনি যে ক্লেশ পাইলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করুন; সাধুলোকের পুত্রে ও শিষ্যে কিছু বিশেষ নাই।১১

পরাশর বলিলেন,—এই যে তোমাকে বেদার্থসম্মত পুরাণ বলিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে দোষসমূহ হইতে উৎপন্ন সমস্ত পাপরাশি প্রশান্ত হয়।১২

ইহাতে আমি তোমাকে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিতের বিষয় বিস্তাররূপে বলিয়াছি।১৩

ইহাতে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, যক্ষ, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, অপ্সরোগণ ও ভাবিতাত্মা তপস্যানিরত মুনিগণ কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং পুরুষগণের চারিবর্ণের আচার-ব্যবহার, বিশুদ্ধ-চরিত্র মনুষ্যগণ, পৃথিবীর পুণ্য-প্রদেশ, পবিত্র নদী, সমুদ্র, পুণ্য-জনক পর্ব্বতসমূহ, জ্ঞানিগণের চরিত্র, বর্ণধর্ম্ম ও সমগ্র বেদধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সে সমস্ত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।১৪-১৭

এই পুরাণে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু, অব্যয়, সর্ব্বভূতময় ও সকলের আত্মস্বরূপ ভগবান্ হরির বিষয় কথিত হইয়াছে।১৮

মনুষ্য যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে সিংহভীত বৃকের (কুক্কুরাকার ব্যাঘ্রের) ন্যায় সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে।১৯

হে মৈত্রেয়! অগ্নি যেমন ধাতুসমূহের মল বিনাশ করে, তদ্রূপ যাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়া পাপসমূহকে নিঃশেষরূপে বিনষ্ট করিয়া থাকে। একবার মাত্র যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের অতি উগ্রনরক-যন্ত্রণাপ্রদ কলিকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়।২০-২১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হিরণ্যগর্ভ, দেবরাজ ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, কিন্নর, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব

পাঠান্তর :—(ক) —বিশিষ্টচরিতানি চ। (খ) যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলায়নমনুত্তমম্।
(গ) পাবকৈর্বসুভিঃ সাধ্যৈ— (ঘ) যক্ষরক্ষোরগৈঃ—।

সরীসৃপৈর্ব্বিহঙ্গৈশ্চ প্রেতাদ্যৈঃ সমহীরুহৈঃ (ক)।
বনাদ্রিসাগরসরিৎপাতালৈঃ সধরাদিভিঃ ॥২৫
শব্দাদিভিশ্চ সহিতং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং দ্বিজ।
মেরোরিবাণুর্যস্যৈতদ্ যন্ময়ঞ্চ দ্বিজোত্তম ॥২৬
স সর্ব্বঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বস্বরূপো রূপবর্জ্জিতঃ।
কীর্ত্যতে ভগবান্ (খ) বিষ্ণুরত্র পাপপ্রণাশনঃ ॥২৭
যদশ্বমেধাবভৃথে স্নাতঃ প্রাপ্নোতি বৈ ফলম্।
সফলং তদবাপ্নোতি শ্রুত্বৈতন্মুনিসত্তম ॥২৮
প্রয়াগে পুষ্করে চৈব কুরুক্ষেত্রে তথার্ব্বুদে (গ)।
কৃতোপবাসঃ প্রাপ্নোতি তদস্য শ্রবণান্নরঃ ॥২৯
যদগ্নিহোত্রে সুহুতে বর্ষেণাপ্নোতি বৈ ফলম্ (ঘ)।
সকলং সমবাপ্নোতি (ঙ) তদস্য শ্রবণাৎ সকৃৎ ॥৩০
যজ্জ্যৈষ্ঠশুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ (চ)।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্(ছ) ॥৩১
তদাপ্নোতি ফলং সম্যক্ সমাধানেন কীর্ত্তনাৎ (জ)।
পুরাণস্যাস্য বিপ্রর্ষে কেশবার্পিতমানসঃ ॥৩২
যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যৈষ্ঠামূলেঽমলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ (ঝ) ॥৩৩
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যঙ্ মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্ ॥৩৪
আলোক্যর্দ্ধিমথান্যেষামুন্নীতানাং স্ববংশজৈঃ।
এতৎ কিলোচুরন্যেষাং পিতরঃ সপিতামহাঃ ॥৩৫
কশ্চিদস্মৎকুলে জাতঃ কালিন্দীসলিলাপ্লুতঃ।
অর্চ্চয়িষ্যতি গোবিন্দং মথুরায়ামুপোষিতঃ ॥৩৬
জ্যৈষ্ঠামূলে সিতে পক্ষে যেনৈবং বয়মপ্যুত।
পরামৃদ্ধিমবাপ্স্যামস্তারিতাঃ স্বকুলোদ্ভবৈঃ ॥৩৭
জ্যৈষ্ঠে মূলে সিতে পক্ষে সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
ধন্যানাং কুলজঃ পিণ্ডান্ যমুনায়াং প্রদাস্যতি ॥৩৮

প্রভৃতি দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, দানব, অপ্সরা, তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, সপ্তর্ষি, লোক, লোকপালগণ, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু, মৃগ, সর্প, বিহঙ্গ, প্রেত প্রভৃতি, বৃক্ষ, বন, পর্ব্বত, সাগর, সরিৎ, পাতাল, পৃথিবী প্রভৃতি এবং শব্দাদি বিষয়সমূহের সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মেরুতুল্য যে ভগবানের রেণুসদৃশ এবং যাঁহার স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছে, সেই সর্ব্ব, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বস্বরূপ অথচ রূপবর্জ্জিত ও পাপপ্রণাশন ভগবান্ বিষ্ণু ইহাতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।২২-২৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অশ্বমেধযজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।২৮

প্রয়াগ, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র ও অর্ব্বুদাচলে উপবাস করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুরাণ সমস্ত শ্রবণ করিলে মনুষ্য সেই ফল পাইয়া থাকে। সম্যক্-প্রকারে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিলে এক বৎসরে যে ফল লাভ হয়, একবার মাত্র ইহা শ্রবণ করিলে সেই ফল পাওয়া যায়।২৯-৩০

মানব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে স্নান করত মথুরায় শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্রর্ষে! ভগবানে মন অর্পণ করত যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত এই পুরাণ কীর্ত্তন করে, সেও সেই পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।৩১-৩২

হে মুনিসত্তম! জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মথুরায় যমুনাসলিলে স্নান করত মানব একাগ্রচিত্তে সম্যক্ প্রকারে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিলে, অবিকল অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৩৩-৩৪

অন্যান্য উন্নতিশীল পুরুষগণের সম্পদ্ অবলোকন করিয়া পিতামহের সহিত পিতৃগণ স্বীয় বংশধরগণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কুলে কি এমন কোন ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, যে মথুরাক্ষেত্রে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে উপবাসপূর্ব্বক যমুনা-সলিলে স্নান করত ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে; যাহাতে আমরাও সংসার হইতে নিস্তার পাইয়া এই প্রকার সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থ হইব।৩৫-৩৭

পাঠান্তর :—(ক) —পলাশাদ্যৈর্মহীরুহৈঃ। (খ) ভগবান্ কীর্ত্তিতো—। (গ) —তথার্ণবে। (ঘ) —মানবঃ। (ঙ) মহাপুণ্যফলং বিপ্র—। (চ) —যমুনাজলে। (ছ) —পুরুষঃ ফলম্। (জ) তদাপ্নোত্যখিলং সম্যগধ্যায়ং যঃ শৃণোতি বৈ (ঝ) জ্যেষ্ঠামূলে সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং সমুপোষিতঃ।

তস্মিন্ কালে সমভ্যর্চ্চ্য তত্র কৃষ্ণং সমাহিতঃ।
দত্ত্বা পিণ্ডান্ পিতৃভ্যশ্চ যমুনাসলিলাপ্লুতঃ ॥৩৯
যদাপ্নোতি নরঃ পুণ্যং তারয়ন্ স পিতামহান্ (ক)।
শ্রুত্বাধ্যায়ং তদাপ্নোতি পুরাণস্যাস্য ভক্তিমান্ ॥৪০
এতৎ সংসারভীরূণাং পরিত্রাণমনুত্তমম্*।
দুঃস্বপ্ননাশনং নৃণাং সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্† ॥৪১
ইদমার্ষং পুরা প্রাহ ঋভবে কমলোদ্ভবঃ।
ঋভুঃ প্রিয়ব্রতায়াহ স চ ভাগুরয়েঽব্রবীৎ ॥৪২
ভাগুরিঃ স্তবমিত্রায় (খ) দধীচায় স চোক্তবান্।
স বৈ সারস্বতে প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সারস্বতাদপি (গ) ॥৪৩
ভৃগুণা পুরুকুৎসায় নর্ম্মদায়ৈ স চোক্তবান্।
নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্রায় নাগায় পূরণায় চ ॥৪৪
তাভ্যাঞ্চ নাগরাজায় প্রোক্তং বাসুকয়ে দ্বিজ।
বাসুকিঃ প্রাহ বৎসায় বৎসশ্চাশ্বতরায় বৈ ॥৪৫
কম্বলায় চ তেনোক্তমেলাপত্রায় তেন চ (ঘ)।
পাতালং সমনুপ্রাপ্তস্ততো বেদশিরা মুনিঃ ॥৪৬
প্রাপ্তবানেতদখিলং স বৈ প্রমতয়ে দদৌ।
দত্তং প্রমতিনা চৈব জাতুকর্ণায় ধীমতে ॥৪৭
জাতুকর্ণেন চৈবোক্তমন্যেষাং পুণ্যশালিনাম্।
বশিষ্ঠবরদানেন (ঙ) মমাপ্যেতৎ স্মৃতিং গতম্ ॥৪৮
ময়াপি তুভ্যং মৈত্রেয় যথাবৎ কথিতং ত্বিদম্।
ত্বমপ্যেতচ্ছমীকায় কলেরন্তে গদিষ্যসি (চ) ॥৪৯
ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং কলিকল্মষনাশনম্।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপৈঃ স সর্ব্বৈর্দ্বিজ মুচ্যতে (ছ) ॥৫০
পিতৃপক্ষমনুষ্যেভ্যঃ (জ) সমস্তামরসংস্তুতিঃ।
কৃতা তেন ভবেদেতদ্ যঃ শৃণোতি দিনে দিনে ॥৫১
কপিলাদানজনিতং পুণ্যমত্যন্তদুর্ল্লভম্।
শ্রুত্বৈতস্য দশাধ্যায়ানবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥৫২

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ভাগ্যবানের বংশধরগণই বিষ্ণুর পূজা করিয়া যমুনায় পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে।৩৮

সেইদিনে মথুরায় সমাহিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনাপূর্ব্বক যমুনাসলিলে স্নান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করত পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করে, এই পুরাণের একটীমাত্র অধ্যায় ভক্তির সহিত শ্রবণ করিলে তাদৃশ ফল লাভ করিয়া থাকে।৩৯-৪০

এই পুরাণ সংসারভীত ব্যক্তিগণের পরিত্রাণের অতি উৎকৃষ্ট উপায় এবং ইহা মনুষ্যগণের দুঃস্বপ্ন বিনাশ ও সমস্ত দোষের শান্তি করিয়া থাকে। পুরাকালে ব্রহ্মা ঋভুকে এই আর্ষ অর্থাৎ ঋষিপ্রোক্ত পুরাণ বলিয়াছিলেন। ঋভু প্রিয়ব্রতকে এবং প্রিয়ব্রত ভাগুরিকে বলেন।৪১-৪২

ভাগুরি স্তবমিত্রকে এবং স্তবমিত্র দধীচিকে বলিয়াছিলেন; দধীচি সারস্বতকে, সারস্বত হইতে ভৃগু এই পুরাণ প্রাপ্ত হন। ভৃগু পুরুকুৎসকে, পুরুকুৎস নর্ম্মদাকে, নর্ম্মদা ধৃতরাষ্ট্র ও পূরণ নাগকে এই পুরাণ দান করেন।৪৩-৪৪

হে দ্বিজ। তাঁহারা দুইজনে নাগরাজ বাসুকিকে, বাসুকি বৎসকে এবং বৎস অশ্বতরকে এই পুরাণ বলেন।৪৫

অশ্বতর কম্বলকে ও কম্বল এলাপত্রকে ইহা বলিয়াছিলেন। তৎপরে বেদশিরাঃ মুনি পাতালে আগমন করিয়া এই সমগ্র পুরাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৪৬

তিনি প্রমতিকে, প্রমতি বুদ্ধিমান্ জাতুকর্ণকে, জাতুকর্ণ অন্যান্য পুণ্যশীল মহাত্মগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের বরদানে আমারও ইহা স্মৃতিপথে আসিয়াছে।৪৭-৪৮

হে মৈত্রেয়! আমিও তোমাকে ইহা যথাবৎ (যেরূপ ছিল, সেইরূপ) বলিলাম, তুমিও কলির শেষে শমীককে

* কোন কোন গ্রন্থে এই স্থলে নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটি দিয়া আর এক শ্লোক ধরা হইয়াছে, যথা—
শ্রাব্যাণাং পরমং শ্রাব্যং পবিত্রাণমনুত্তমম্।

† কোন কোন গ্রন্থে এই শ্লোকার্দ্ধের পর নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধের সাহায্যে আর একটি শ্লোক দেখা যায়, যথা—
'মঙ্গলং মঙ্গলানাঞ্চ পুত্রসম্পৎপ্রদায়কম্'।

পাঠান্তর :—(ক) —স্বপিতামহান্। (খ) ভাগুরিঃ স্তম্ভমিত্রায়—। (গ) সারস্বতায় তেনোক্তং ভৃগুঃ সারস্বতেন চ। (ঘ) —এলাপুত্রায় তেন চ। (ঙ) পুলস্ত্যবরদানেন—। (চ) ত্বমপ্যেতচ্ছিনীকায় কলেরন্তে বদিষ্যসি। (ছ) —নরো ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। (জ) সমস্ততীর্থস্নানানি—।

যস্ত্বেতৎ সকলং শৃণোতি পুরুষঃ
কৃত্বা মনস্যচ্যুতং,
সর্ব্বং সর্ব্বময়ং সমস্তজগতা-
মাধারমাত্মাশ্রয়ম্।
জ্ঞানং জ্ঞেয়মনন্তমাদ্যরহিতং (ক)
সর্ব্বামরাণাং হিতং
স প্রাপ্নোতি ন সংশয়োঽস্ত্যবিকলং
যদ্বাজিমেধে ফলম্ ॥৫৩
যত্রাদৌ ভগবাংশ্চরাচরগুরু-
র্মধ্যে তথান্তে চ সঃ,
ব্রহ্মজ্ঞানময়োঽচ্যুতোঽখিলজগ-
ন্মধ্যান্তসর্গপ্রভুঃ।
তচ্ছৃণ্বন্ পুরুষঃ পবিত্রপরমং
ভক্ত্যা পঠন্ ধারয়ন্, (খ)
প্রাপ্নোত্যস্তি ন তৎ সমস্তভুবনে-
ষ্বেকান্তসিদ্ধির্হরিঃ ॥৫৪
যস্মিন্ন্যস্তমতির্ন যাতি নরকং
স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে,
বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো
ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ।
মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং
পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ,
কিং চিত্রং যদঘং প্রয়াতি বিলয়ং
তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥৫৫
যজ্ঞৈর্যজ্ঞবিদো যজন্তি সততং
যজ্ঞেশ্বরং কর্ম্মিণো,
যং যং ব্রহ্মময়ং পরাপরময়ং (গ)
ধ্যায়ন্তি চ জ্ঞানিনঃ।
যঞ্চ প্রাপ্য (ঘ) ন জায়তে ন ম্রিয়তে
নো বর্দ্ধতে হীয়তে,
নৈবাসন্ন চ সদ্ভবত্যতি ততঃ
কিংবা হরেঃ শ্রূয়তাম্ ॥৫৬
কব্যং যঃ পিতৃরূপধৃগ্ বিধিহুতং
হব্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে প্রভু-
র্দেবত্বে ভগবাননাদিনিধনঃ
স্বাহাস্বধাসংজ্ঞিতম্ (ঙ)।

এই পুরাণ বলিবে। হে দ্বিজ! যে ব্যক্তি কলিকল্মষনাশন ও পরম গুহ্য এই পুরাণ শ্রবণ করে, সে সমস্ত দোষ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই পুরাণ শ্রবণ করিবে,—পিতৃপক্ষ, মনুষ্য ও সমস্ত দেবগণের স্তব করিলে যে ফল হয়, সে তাহা প্রাপ্ত হইবে।৪৯-৫১

কপিলা-গোদানজনিত পুণ্য অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু যে ব্যক্তি এই পুরাণের দশ অধ্যায় শ্রবণ করিবে, সে নিঃসন্দেহ সেই ফল প্রাপ্ত হইবে।৫২

সমস্ত জগতের আধার, আত্মার আশ্রয়, সর্ব্বময়, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ, আদি ও অন্তরহিত, অমরগণের হিতকর বিষ্ণুকে মনে চিন্তা করত যে পুরুষ এই পুরাণ সম্পূর্ণ শ্রবণ করিবে, সে অবিকল অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।৫৩

যে পুরাণে আদি ও মধ্যে চরাচরগুরু ভগবান্, অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানময় অচ্যুত এবং অখিল জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, পরম-সিদ্ধি-স্বরূপ সেই হরি কীর্ত্তিত হইয়াছেন, মনুষ্য ভক্তির সহিত পরম পবিত্র সেই পুরাণ শ্রবণ, পাঠ বা ধারণ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, সমস্ত ভুবনে অন্য কিছুতেই সে ফল নাই। যাঁহাতে মতি স্থির রাখিতে পারিলে নরকে যাইতে হয় না; যাঁহার চিন্তায় স্বর্গপ্রাপ্তিও বিঘ্নতুল্য বোধ হয়, যাঁহাতে আত্মা ও মন সমর্পণ করিলে ব্রহ্মলোকও তুচ্ছ বোধহয় এবং যিনি নির্ম্মলচিত্ত পুরুষগণের চিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে পাপ-রাশি বিলয় প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ৫৪-৫৫

যজ্ঞবিৎ কর্ম্মিগণ নিরন্তর যজ্ঞ দ্বারা যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, জ্ঞানিগণ পরাপর ব্রহ্মরূপে যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের জন্ম, মৃত্যু বৃদ্ধি, হ্রাস প্রভৃতি কিছুই থাকে না এবং যিনি সদসৎস্বরূপ নহেন অর্থাৎ পিতৃপুত্রাদিরূপ কার্য্যকারণভাবে মায়াবন্ধনে

পাঠান্তর :—(ক) জ্ঞানজ্ঞেয়মনাদিমন্তরহিতং—। (খ) তৎসর্ব্বং পুরুষঃ পবিত্রমমলং শৃণ্বন্ পঠন্ বাচয়ন্; (গ) —পরাবরময়ং, (ঘ) যৎ সঞ্চিত্য—। (ঙ) স্বাহা-স্বধাসংজ্ঞিতে।

যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বশক্তিনিলয়ে
মানানি নো মানিনাম্ ।
নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং
শ্রোত্রং স যাতো হরিঃ ॥৫৭

নান্তোঽস্তি যস্য ন চ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি
বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবর্জ্জিতস্য ।
নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু (ক)
যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীশম্ (খ) ॥৫৮

তস্যৈব যোঽনুগুণভুগ্ বহুধৈক এব
শুদ্ধোঽপ্যশুদ্ধ ইব মূর্ত্তিবিভাগভেদৈঃ (গ) ।
জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা
তস্মৈ নতোঽস্মি (ঘ) পুরুষায় সদাব্যয়ায় ॥৫৯

জ্ঞানপ্রবৃত্তিনিয়মৈক্যময়ায় পুংসো
ভোগপ্রদানপটবে ত্রিগুণাত্মকায় ।
অব্যাকৃতায় ভবভাবনকারণায়
বন্দে স্বরূপমভবায় (ঙ) সদাজরায় ॥৬০

ব্যোমানিলাগ্নি-জলভূরচনাময়ায়
শব্দাদিভোগবিষয়োপনয়ক্ষমায় ।
পুংসঃ সমস্তকরণৈরুপকারকায়
ব্যক্তায় সূক্ষ্মবিমলায় সদা নতোঽস্মি (চ) ॥৬১

ইতি বিবিধমজস্য যস্য রূপং
প্রকৃতিপরাত্মময়ং সনাতনস্য ।
প্রদিশতু ভগবানশেষপুংসাং
হরিরপজন্মজরাদিকাং স সিদ্ধিম্ ॥৬২

ইতি বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

বদ্ধ নহেন, সেই বিষ্ণুর নাম ব্যতিরেকে মানবগণ আর কি শ্রবণ করিবে ? ৫৬

যে অনাদি-নিধন ভগবান্ পিতৃরূপ ধারণ করিয়া স্বধাসংজ্ঞক কব্য ও দেবরূপ ধারণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্বাহানামক হব্য গ্রহণ করিতেছেন এবং প্রমাণকুশল ব্যক্তিগণ প্রমাণদ্বারা যে ব্রহ্মস্বরূপ সর্ব্বশক্তিনিলয়ের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয় না, সেই ভগবান্ হরি শ্রোত্র-পথগত হইয়া সমস্ত পাপ ধ্বংস করিয়া থাকেন ।৫৭

যাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম ও অপক্ষয় অর্থাৎ বিনাশ নাই, ব্রহ্মস্বরূপ ও সকলের আদিপুরুষ নিত্যনির্ব্বিকার পদার্থ সেই পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি ।৫৮

যিনি এক হইয়াও স্বীয় গুণ পরিণামে বহুতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানারূপ ভেদে বিরাজমান এবং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান ; সমস্ত ভূতগণের বিভূতি-কর্ত্তা জ্ঞানময় সেই অব্যয় পুরুষকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি ।৫৯

অপুনরাবৃত্তির (সংসারে যাতায়াত নিবৃত্তির) জন্য আমি জ্ঞান (সত্ত্ব), প্রবৃত্তি (রজ) ও নিয়ম (তম) রূপ ত্রিগুণাত্মক, ভোগপ্রদানপটু, অব্যাকৃত, ভবসৃষ্টির কারণ ও অজ এবং বৃদ্ধত্বহীন সেই পরমাত্মার স্বরূপের নিরন্তর বন্দনা করি ।৬০

যিনি আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী স্বরূপ, শব্দাদি বিষয়সমূহের প্রদানে সমর্থ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা জীবের উপকারকারী, ব্যক্ত এবং সূক্ষ্ম ও বিমলস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি ।৬১

এইরূপ নিত্য সনাতনের প্রকৃতি-পরমাত্মাময় নানাবিধ রূপধারী সেই ভগবান্ হরি সমস্ত পুরুষদিগকে জন্ম ও জরাদিরহিত মুক্তিরূপ সিদ্ধি প্রদান করুন ।৬২

পাঠান্তর :—(ক) —সমুপৈত্যবিকারি বস্তু । (খ) —পুরুষোত্তমমীশমীজম্ । (গ) —ভাতি হি মূর্ত্তিভেদৈঃ । (ঘ) তস্মৈ নমোঽস্তু— । (ঙ) বন্দে স্বরূপভবনায়— । (চ) ব্যক্তায় সূক্ষ্মবৃহদাত্মবতে নতোঽস্মি

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত

বিষ্ণুপুরাণ সম্পূর্ণ ।

পূজ্যপাদ স্বর্গত পঞ্চাননতর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদ অবলম্বনে
শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত ।

শ্লোক-সূচী

খ

ঘ

চ

র

হ

বিষ্ণুপুরাণ—অশুদ্ধি-শুদ্ধি প্রকরণ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩	৫	২২	মহতো	মহতা
„	৭	২৩	সর্গা	স্বর্গা
৪	১৮	২	স্বর্গ স্থিত্যন্ত	সর্গ স্থিত্যন্ত
„	১৩	৪	স্বর্গ	সর্গ
৫	৮	১৭	স্থিতিস্বর্গান্ত	স্থিতিসর্গান্ত
৭	২	৩৩	স্বর্গকালে	সর্গকালে
৮	৭	৪৭	সংযুক্তানুত্তরৈঃ	সংযুক্তান্যুত্তরোত্তরৈ
„	২	৫১	ভূতেভোঽগুং	ভূতেভ্যোঽগুং
„	১০	৫৫	বারিবহ্ন্যনিলকাশৈ	বারিবহ্ন্যনিলাকাশৈ
১১	২২	—	ভূর্ভুবাদি	ভূর্ভুবাদি
১২	১৮	—	জগতেয়	জগতের
১৩	১০	২০	লোকোঽয়	লোকোঽয়
১৪	২	২৮	কৃতশব্দসন্ততিঃ	কৃতশব্দসন্ততি
„	৬	২৯	বিদার্য্য	বিধার্য্য
„	১১	৩০	নাতিনম্র	নতিনম্র
„	১৬	৩১	পরম্	পদম্
১৫	৪	৩২	যজ্ঞপুমাংস্তমেব	যজ্ঞপুমাংস্ত্বমেব
„	১১	৩৯	তদ্‌জ্ঞান	তজ্‌জ্ঞান
„	৯	৩৪	ক্রতুতুণ্ড	স্রুক্তুণ্ড
„	২১	—	শামস্বর	সামস্বর
১৭	২৮	—	অভিনিভেশ	অভিনিবেশ
১৯	৮	৩০	ভতস্তেন	তন্মুস্তেন
২৪	৩০	—	পরিচর্য্যানুবত্তা	পরিচর্য্যানুবর্ত্তী
২৫	৭	৩	এবদ্ভূতানি	এবম্ভূতানি
„	৯	১০	কুটিলাৎ	কুটিলাৎ

২৮ পৃষ্ঠায় সর্গ সংক্ষেপে 'লক্ষ্মী উৎপত্তি' স্থলে 'লক্ষ্মীদেব্যা উৎপত্তি' হইবে।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৯	১০	১০	স্বর্গোঽথ	সর্গোঽথ
৩১	৪	১	পৃষ্টোঽহমিহং	পৃষ্টোঽহমিহ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৩১	৯	৩	ত্রহ্মন্	ব্রহ্মন্
”	২২	—	হস্তা	হস্তী
৩৬	১৫	৮৭	মন্থানা—	মন্থনা—
৩৭	১১	৯৩	চিন্ত্যয়তাং	চিন্তয়তাং
”	১১	১০১	ঘৃতাচি	ঘৃতাচী
”	১৫	১০৩	তস্মৈ	তস্থৈ
৩৯	৯	১২৩	ক্ষয়ং	ক্ষয়ঃ
৩৯	২২	—	কুলান	কুলীন
”	৮	১৩০	তদ্ব	ত্বং
৪১	৭	৩	মাহাত্মনঃ	মহাত্মনঃ
৫৪	৪	১০০	কুঞ্চিবিবরে	কুক্ষিবিবরে
৫৯	২	৭৪	ত্বাং	ত্বং

৬০ পৃষ্ঠায় ৯০ শ্লোকটি এক পংক্তিতে না হইয়া দুই পংক্তিতে হইবে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৬১	১৫	—	পৃথুক্	পৃথক্
৬২	২	২০	কামন্	কামান্
৭০	১৩	৭৫	সমুপস্থিশুঃ	সমুপস্থিতঃ
৭৩	১৫	১১৯	বসূনামাষ্টমস্য	বসূনামস্টমস্য
৭৫	২১	—	দেবষি	দেবর্ষি
৭৬	১৫	—	ধর্ম্মাত্ম	ধর্ম্মাত্মা
৭৯	১৪	১৮	মমোপপদেশজনিতং	মমোপদেশজনিত
”	২৮	—	বহ্মবন্ধো	ব্রহ্মবন্ধো
৮২	৯	৪৩	স্মরতস্তস্য	স্মরতস্তস্য
”	১৭	—	মহাত্ম্য	মাহাত্ম্য
৮৯	১	৩৫	মহামতি	মহামতিঃ
৯৯	২২	—	রাজপালন	রাজ্যপালন
১০১	”	—	ভাসা	ভাসী
”	২৯	—	ককোটক	কর্কোটক
১০৭	১৯	—	লান	লীন
”	২৭	—	ক্ষাণক্লেশ	ক্ষীণক্লেশ
”	১	৫৮	তদেতক্ষরং	তদেতদক্ষরং
১০৮	২	৭০	ভূতহেতুসম্খ্যাতা	?
১১৩	৭	৩৮	প্রস্তারস্তৎ	প্রস্তাবস্তৎ
১১৬	৮	২৪	গন্ধমানম্	গন্ধমাদনম্
১২০	২১	—	পজা	পূজা
১২২	১৪	১৩	অপসর্পণী	অপসর্পিণী

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১২৫	৪	৬২	শ্যামস্তথৈবান্তো	শ্যামস্তথৈবান্ত-
”	১৬	৬৮	তেম্বস্তি	তেম্বস্তি
১২৮	২৯	—	সুপ্রভাশালা	সুপ্রভাশালী
”	২৮	—	পাতালবাসা	পাতালবাসী
১৩২	৩	[illegible]	স্বভোজনে	শ্বভোজনে
১৩৩	২৮	—	স্বগ	স্বর্গ
১৪১	৫	৪৮	ওঙ্কার	ওঙ্কার

১৪৪ পৃষ্ঠায় ৭৬ নং শ্লোকের অনুবাদ নিম্নরূপ হইবে,—

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—এই ছয় মাসে উত্তরায়ণ হয় এবং শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ—এই ছয় মাসে দক্ষিণায়ন হয়।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৪৫	৩০	—	ধ্রব	ধ্রুব
১৪৬	১৮	—	এইরূপকারে	এইরূপাকারে
১৫২	২৯	—	ত্রয়ময়া	ত্রয়ীময়ী
১৬৭	৫	৮	যদেতদ্বাক্যমারিতম্	যদেতদ্‌বাক্যমীরিতিম্
১৭১	৬	৩১	সমতাল স্ব	সমতালম্বি
”	১৭	—	লেপ	লেপন
১৭৫	২	৬	ঔত্তমিস্তামস	ঔত্তমিস্তামস
”	১৮	—	স্বায়ম্ভূবনামে	স্বায়ম্ভুবনামে
১৭৭	২৮	—	হর্ম্যার	হর্য্যার
১৮১	৫	৩৮	নিরুৎসুবঃ	নিরুৎসুকঃ
”	৩	৪৫	মনু	মনুঃ
”	৫	৪৬	যাবন্মন্বন্তরস্তু	যাবন্মন্বন্তরস্তু
”	১০	৪৮	হস্রযুগ	সহস্রযুগ
”	২৩	—	চতুযু গাবসানে	চতুর্যুগাবসানে
১৮২	৪	৫৮	ব্যতিরোক	ব্যতিরেকি
১৮৫	(সংস্কৃত সর্গারম্ভে)	—	বদবিভাগবর্ণনম্	বেদবিভাগবর্ণনম্
১৮৬	১৭	—	অধ্বর্য্যব	আধ্বর্য্যব
১৮৭	৩	২০	শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্য	শিষ্যপ্রশিষ্যেভঃ
”	২	২৩	তদ্বৎচ্চতুর্থং	তদ্বচ্চতুর্থং
১৮৯	১৩	১৬	সৌমুম্নমুরু	সৌমুম্নমুরু
১৯০	১৭	১	তম্ময়	তন্মম
১৯৭	১৮	২	যৎ	যৎ

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১৯৯	১৫	—		প্রথম পঙ্‌ক্তিটি বাদ যাইবে
২০১	১৩	—	ব্রহ্মাচর্য্যাদি	ব্রহ্মচর্য্যাদি
২০৬	১৭	—	সমাজবিরুদ্ধ	সমাজবিরুদ্ধ
২০৮	২	২৮	পিতামেহভ্যশ্চ	পিতামহেভ্যশ্চ
২০৯	১	৪১	প্রাগ	প্রাগ্
২১১	১৬	—	ভাজন	ভোজন
২১৮	১৮	—	অনন্দজনক	আনন্দজনক
২২০	৫	১৫	সপিণ্ডনামপীয্যতে	সপিণ্ডানামপীষ্যতে
„	২৪	—	ধর্ম্মোপাজ্জিত	ধর্ম্মোপার্জ্জিত
২২২	৭	১০	নবর্ক্ষে স্বমাবস্যা	নবর্ক্ষেষ্বমাবস্যা
২২৫	২৬	—	মূদ্ধানং	মূর্দ্ধানং
২২৬	৯	১০	পিতন্	পিতৄন্
২৩২	৯	১৮	দন্তপ্রায়মসন্ধোধি	দন্তপ্রায়মসম্বোধি
২৩৩	৫	২৪	কল্মষম	কল্মষম্
„	৭	২৫	যদবারিতম	যদবারিতম্
২৩৫	১৪	৫	মুক্তিদ্ব রমসবৃতম	মুক্তিদ্বারমসাবৃতম্
২৪৪	৯	১৬	ভলন্দনাদ্বৎ সপ্রি	ভলন্দনাদ্ বৎসপ্রি
২৫০	৫	১০	অস্মভি	অস্মাভি
১৫১	১০	১৬	মন্ত্রপুতং	মন্ত্রপূতং
২৫৮	৩	৫৪	সিতাসিক্তেশ্বরমীশ্বরাণাম্	সিতাসিতক্লেশ্বরমীশ্বরাণা-
২৬০	১১	১০	প্রতিনর্ম্মদায়ৈ	প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ
২৬২	৯	—	জাবন্মৃতপ্রায়	জীবন্মৃতপ্রায়
২৬৪	১০	১৪	স্বর্গয়	স্বর্গায়
২৬৬	৩	২৭	বসিষ্ঠয়ে	বশিষ্ঠায়
২৬৮	৩১	—	খটাঙ্গদিলীপ	খট্বাঙ্গদিলীপ
২৭০	১৯	—	ইক্ষাকুর	ইক্ষ্বাকুর
২৭৭	২৪	—	পুরূরবা	পুরূরবা
২৭৮	৭	৪৬	একোঽগ্নিরাদাবভৎ	একোঽগ্নিরাদাবভবৎ
২৭৯	৫	৫	ঋচাকো	ঋচীকো
২৮০	৮	১২	বলবীর্য্যসম্পদিতুক্তা	বলবীর্য্যসম্পদিত্যুক্তা
২৮১	১২	—	বিবাহযোগ্য	বিবাহযোগ্য
২৮৫	৭	২	দ্রুহ্যঞ্চানুঞ্চ	দ্রুহ্যঞ্চানুঞ্চ
„	„	„	পূরুঞ্চ	পূরুঞ্চ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শ্লোকসংখ্যা	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২৮৫	২৯	—	মতামহ	মাতাম
২৮৬	২১	—	নাম্মা	নাম্নী
”	১৮	—	পরর	পরম
৩০১	৪	৬০	মিম্বয্যস্তো	মন্বিয়্যস্তো
৩০৫	১৩	৯	দুন্দভয়শ্চ	দুন্দুভয়শ্চ
৩১৫	২৩	—	নাপের	নীপের
৩২৫	৯	১৮	সমুদ্রতটপুরীশ্চ	সমুদ্রতটপুরীঞ্চ
৩২৮	২	৪২	পুনং	পুনঃ
৩২৯	১৬	—	বাজরূপে	বীজরূপে
৩৩৪	১৫	২৫	দিব্যমূর্ত্তিধৃতাং	দিব্যমূর্ত্তিধৃতাঃ
৩৩৫	১৯	—	দিব্যমূত্তিধর	দিব্যমূর্ত্তিধর
৩৩৮	২১	—	দেবকা	দেবকী
৩৪৩	৩০	—	দেবকা	দেবকী
৩৪৫	২	১	কংসস্তোদ্বিগ্নমনাঃ	কংসস্তদোদ্বিগ্নমনাঃ
”	২	৭	মদ্বাণভিম্নৈ র্জলদৈরাপো	মদ্বাণভিম্নৈর্জলদৈরাপো
৩৬৯	৬	৮	ক্ষেপণীয়ৈস্তবাশ্মভিঃ	ক্ষেপণীয়ৈস্তথাশ্মভিঃ
৩৬৯	(সর্গারম্ভ)	—	গোবর্দ্ধন্পর্ব্বতধারণঞ্চ	গোবর্দ্ধনপর্ব্বতধারণঞ্চ
৩৭০	৫	৮	বিদ্যুল্লতাকশাঘাততস্তৈরিব	বিদ্যুল্লতাকশাঘাতত্রস্তৈরিব
৩৭২	২	১	গোবদ্ধনে	গোবর্দ্ধনে
৩৭৩	২৯	—	আদ্র	আর্দ্র
৪০৩	১	৪৬	বলগতা	বল্গতা
৪২১	৬	—	সমুদ্রের	সমুদ্রের
৪৫২	৮	২৪	পোথিতো	প্রোথিতো
৪৭৮	৬	৪৩	বিনঙ্ক্ষস্তি	বিনঙ্ক্ষ্যস্তি
৪৮৩	১৪	—	মহষিগণ	মহর্ষিগণ
৪৯৪	১৬	—	জাব	জীব
৫০১	২৮	—	যজ্ঞের	যজ্ঞের
৫০৮	১৬	—	যোগ্যাভ্যাস	যোগাভ্যাস
৫১২	২৪	—	প্রতাতি	প্রতীতি
৫১৪	১৪	—	শিষ্যপরম্পপরা	শিষ্যপরম্পরা
৫১৭	২৮	—	সারস্বত সারস্বত	সারস্বত

প্রথমাংশ

দ্বিতীয়াংশ

তৃতীয়াংশ

চতুর্থাংশ

পঞ্চমাংশ